প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

একাদশ পুষ্প

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারিপ্রীতয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

প্রকাশক ঃ
প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে

যুগ্মসম্পাদক
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, এম. এ., পি., এইচ. ডি.
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৩। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৪। সংস্কৃত পুস্তক-ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

দ্রষ্টব্য। পুস্তক-বিক্রেতারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন :—

৪৬, রসারোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩
(এই ঠিকানা হইতে লোকদ্বারা বা ডাকযোগে গ্রন্থ পাঠাইবার সুবিধা নাই)

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—১৫৲ পনর টাকা

শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
হইতে শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে আছে প্রথম পর্ব্বের (ব্রহ্মতত্ত্বের) দ্বিতীয়াংশ এবং দ্বিতীয়পর্ব্ব (জীবতত্ত্ব)। তৃতীয় পর্ব্বও (সৃষ্টিতত্ত্বও) এই সঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকলেবর বৰ্দ্ধিত হইয়া পঠন-পাঠনের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে মনে করিয়া কতিপয় সুধী ব্যক্তির পরামর্শে তাহা দেওয়া হইল না।

তৃতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব্বের বেশী দেওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এখন দেখা যাইতেছে, সমগ্র গ্রন্থে চারি খণ্ডই হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্ব্ব চতুর্থ খণ্ডে যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড আকারে কিছু ছোট হইয়াছে বটে; কিন্তু মুদ্রণব্যয় এবং কাগজাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৰ্দ্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য প্রথম খণ্ডের অনুপাতে কম করা সম্ভবপর হইল না। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ হইতে আর্থিক লাভের সঙ্কল্প লেখকেরও নাই, প্রকাশকেরও নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রথম খণ্ড দেখিয়া জনৈক মহানুভব ভক্ত উত্তর-প্রদেশ হইতে, দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রকাশের আনুকূল্য করিয়া আমাদিগকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার নাম-ধাম প্রকাশ তাঁহার অনভিপ্রেত। তাঁহার চরণে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা বলিয়াই আমরা মনে করি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মোটেই নাই; অন্য চারি খণ্ড অল্প কয়েকখানা করিয়া আছে। উল্লিখিত মহানুভব ভক্তের অর্থানুকূল্য পাইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা-খণ্ড মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক সুধীবৃন্দের চরণে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বসন্তপঞ্চমী
১১ই মাঘ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ,
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।
৪৬, রসা রোড্, ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন,
কলিকাতা-৩৩

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সূচীপত্র

(অনুচ্ছেদ। বিষয়। পত্রাঙ্ক)

প্রথম পর্ব্ব—দ্বিতীয়াংশ

ব্রহ্মতত্ত্ব এবং প্রস্থানত্রয় ও অন্য আচার্য্যগণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

(শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশ উল্লিখিত হইবে)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

প্রথম পর্ব্ব—দ্বিতীয়াংশ

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের
এবং
অপরাপর আচার্য্যগণের
অভিমত

দ্বিতীয় পর্ব্ব—জীবতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী
কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
এম্-এ, ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য (বৈষ্ণব-পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয়),
বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন,
ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্ত্তৃক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির
কলিকাতা

তৃতীয় অধ্যায় : স্মৃতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

(শ্লোকের প্রথমাংশ মাত্র লিখিত হইবে)

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ ও ব্রহ্মতত্ত্ব

দ্বিতীয় পর্ব—জীবতত্ত্ব

প্রথমাংশ

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত

প্রথম অধ্যায় : জীবসম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবের স্বরূপ

তৃতীয় অধ্যায় : জীবের পরিমাণ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জীবের নিত্যত্ব ও সংখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়ঃ জীবাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ জীবাত্মা কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ

সপ্তম অধ্যায়ঃ জীবের কৃষ্ণদাসত্ব

অষ্টম অধ্যায়ঃ নিত্যমুক্তজীব ও মায়াবদ্ধজীব

দ্বিতীয় পর্ব্ব ঃ দ্বিতীয় অংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

প্রথম অধ্যায় ঃ জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ রামানুজাদি

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদশঙ্কর

তৃতীয় অধ্যায় : জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

পঞ্চম অধ্যায় : মুক্তজীব-সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

সপ্তম অধ্যায় ঃ শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব

অষ্টম অধ্যায় ঃ একজীববাদ

নবম অধ্যায় ঃ জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তুমি বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে॥
পতিত-পাবন হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
—শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

প্রথম পর্ব্ব

ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

দ্বিতীয়াংশ

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের
এবং
অপরাপর আচার্য্যগণের
অভিমত

বন্দনা

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীম্॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

সূত্র

"মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু' কয়॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ-জ্ঞান।
বেদমতে কহে—তেঞি স্বয়ংভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তোঁহা হয়ত সগুণ॥

শ্রীচৈ,চ, ২।২৫।৪২-৪৬॥"

প্রথম পর্ব্ব—দ্বিতীয়াংশ

প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব

১। **নিবেদন**

প্রথম পর্ব্বের প্রথমাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতের সমর্থক শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণাদিও উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ—সশক্তিক, সাকার, প্রাকৃতগুণহীন এবং অনন্ত অপ্রাকৃত-মঙ্গল-গুণাকর।

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে প্রস্থানত্রয়ের (ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের, শ্রুতির এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্রের) অভিপ্রায় কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে ব্যাসদেব শ্রুতি-স্মৃতির সমন্বয়মূলক মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রায় অবগত হইলেই শ্রুতি-স্মৃতির অভিপ্রায়ও অবগত হওয়া যায়। বেদান্ত-ভাষ্যকারগণও শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এস্থলে, ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে বেদান্ত-সূত্রের, তাহার পরে শ্রুতির এবং তাহার পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্রের অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইবে। তাহার পরে, প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের অভিমত আলোচিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

বেদান্তসূত্র ও ব্রহ্মতত্ত্ব

২। বেদান্তসূত্রের আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় মূলসূত্রের অনুবাদই প্রদত্ত হইবে। তাহা হইতেই ব্যাসদেবের অভিপ্রায় জানিবার সুবিধা হইবে এবং বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাহার ভাষ্য মূলসূত্রানুযায়ী, তাহাও নির্ণয় করা সহজ হইবে।

বেদান্ত-সূত্রে মোট চারিটী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটী পাদে বিভক্ত। মুখ্যতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে সাধন-তত্ত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় শঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য সম্বলিত বেদান্তসূত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাঁহারই পদচ্ছেদ এবং অনুবাদ অনুসৃত হইবে।

নিম্নে সূত্রগুলির পূর্ব্বে যে সংখ্যাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় এই :— প্রথম সংখ্যাটী অধ্যায়সূচক, দ্বিতীয়টী সেই অধ্যায়ের পাদসূচক, তৃতীয়টী সূত্রের সংখ্যা।

এক্ষণে বেদান্তসূত্রগুলির অনুবাদ বা মর্ম্ম দেওয়া হইতেছে।

বেদান্ত-সূত্র

৩। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়—প্রথমপাদ

১।১।১॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

=অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—অনন্তর সেই হেতু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহাই এই সূত্রে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।১।২॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

=জন্মাদি অস্য যত := যতঃ (যাঁহা হইতে) অস্য (ইহার—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের) জন্মাদি (জন্ম বা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়) (তিনিই ব্রহ্ম)।

এই সূত্রেই প্রথম সূত্রোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই সূত্রে বলা হইল। যাঁহার শক্তি আছে, গুণ আছে, তিনি সবিশেষ।

ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহাও এই সূত্রে ধ্বনিত হইয়াছে ; যেহেতু, সর্ব্বজ্ঞব্যতীত অপর কেহ এই অনন্ত-বৈচিত্রীময় বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন না। এই সূত্রভাষ্যের শেষে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"জগৎকারণত্ব-প্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম ইতি উৎক্ষিপ্তম্, তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥—এই সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে এই সর্ব্বজ্ঞত্বই দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।"

১।১।৩॥ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥

= শাস্ত্রযোনি বলিয়া।

এই সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম হইতেছেন শাস্ত্রযোনি—সমস্ত শাস্ত্রের কারণ বা উৎপত্তিস্থল। বেদাদি শাস্ত্র হইতেছে সকল জ্ঞানের আকর। ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রের আকর, তখন তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অথবা, শাস্ত্রই যোনি (কারণ) যাঁহার (যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-জ্ঞানের), তিনি শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম এতাদৃশ শাস্ত্রযোনি। বেদাদিশাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, অন্য কিছু হইতে তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি-আদির হেতু, তাহাও বেদাদি-শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক সূত্র।

১।১।৪॥ তত্তু সমন্বয়াৎ ॥

= তৎ তু সমন্বয়াৎ = তৎ (ব্রহ্ম) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ (সমন্বয় হেতু)।

সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, বেদবাক্যসমূহের [illegible]য় (তাৎপর্য্য) হইতে তাহা জানা যায়। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয়মূলক অর্থ করিলে জানা —ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

এইরূপে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলিয়া পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করা [illegible]তেছে।

১।১।৫॥ ঈক্ষতের্নাশব্দম্

= ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষতি-এই শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া) ন (নহে) ; অশব্দম্ (বেদে অনুক্ত)।

শ্রুতিতে "ঈক্ষতি" শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া প্রকৃতি জগৎ-কারণ নহে। প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব অশব্দ (শ্রুতিবহির্ভূত)।

সাংখ্যবাদীরা বলেন—প্রকৃতিই জগতের কারণ। এই সূত্রে এই সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে।

বেদ-প্রমাণই হইতেছে শব্দ-প্রমাণ। বেদে যাহার উল্লেখ নাই, তাহাকে বলে "অশব্দ" বা "অবৈদিক"। বেদে মায়া বা প্রকৃতির কথা আছে, সুতরাং বেদের মায়া বা প্রকৃতি "অশব্দ" নহে (মায়া, প্রকৃতি, প্রধান-এই সমস্ত শব্দের বাচ্য একই বস্তু)। কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি এবং বেদোক্ত প্রকৃতি এক নহে। কেননা, সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি হইতেছে স্বতন্ত্রা, কাহারও অধীন নহে; কিন্তু বেদের প্রকৃতি অস্বতন্ত্রা—ব্রহ্মের অধীন। সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্রা প্রকৃতির কথা বেদে নাই; সুতরাং তাহা "অশব্দ বা অবৈদিক।" কেবল অনুমানের দ্বারাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এজন্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে আনুমানিকও বলা হয় এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবাদী-দিগকেও "আনুমানিক" বলা হয়। প্রকৃতির বা প্রধানের জগৎ-কর্তৃত্বের কথাও বেদে নাই বলিয়া তাহাও আনুমানিক।

এই মায়া বা প্রকৃতি হইতেছে—জড়, অচেতন; তাহার "জ্ঞান" নাই—সুতরাং ঈক্ষণের সামর্থ্যও নাই। অথচ শ্রুতি হইতে জানা যায়, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি "ঈক্ষণ" করেন। সুতরাং ঈক্ষণ-শক্তিহীন অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই জগৎ-কর্ত্তা।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

১৷১৷৬৷৷ গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ ৷৷

=গৌণঃ (মুখ্যার্থ-বোধক নহে) চেৎ (যদি—যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না—তাহা বলা যায় না) আত্মশব্দাৎ (আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া)।

যদি বলা যায়—পূর্ব্বসূত্রে যে ঈক্ষ-ধাতুর প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে, মুখ্যার্থে নহে; সুতরাং প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। এইরূপ উক্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ঈক্ষ-ধাতু গৌণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই; যেহেতু, আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে—সৃষ্টিকর্ত্তাকে "আত্মা" বলা হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎকেও "এতদাত্মক"-ব্রহ্মাত্মক-বলা হইয়াছে। অচেতন সম্বন্ধে ইহা বলা চলে না। সুতরাং চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ।

এই সূত্রেও প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

১৷১৷৭৷৷ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ৷৷

=তন্নিষ্ঠস্য (যিনি তন্নিষ্ঠ হইবেন, জগতের আদিকারণে নিষ্ঠাযুক্ত হইবেন, তাঁহা মোক্ষোপদেশাৎ (তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে বলিয়া)।

প্রকৃতিই যদি জগতের আদি কারণ হয়, তাহা হইলে অচেতন প্রকৃতিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত জীবে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষের উপদেশ হইতেও জানা যায়—প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না, ব্রহ্মই কারণ।

১৷১৷৮ ৷৷ হেয়ত্বাবচনাচ্চ ৷৷

=হেয়ত্বাবচনাৎ (হেয়ত্ব + অবচনাৎ = হেয় বলিয়া পরিত্যাগের কথা না থাকায়) চ (ও) [প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না]। এই সূত্রেও প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

১।১।৯॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥

=স্বাপ্যয়াৎ = স্ব + অপ্যয়াৎ = স্ব (স্বস্মিন্) + অপ্যয়াৎ = স্ব-স্বরূপে লয়ের কথা আছে বলিয়া।

শ্রুতিতে জগৎ-কারণকে 'সৎ' বলা হইয়াছে। সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব এই সৎ-শব্দবাচ্য জগৎ-কারণে বিলীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে বলিয়া অচেতন-প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। ব্রহ্মই জগতের কারণ।

১।১।১০ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥

=গতেঃ সামান্যাৎ = গতি সমান বলিয়া।

সকল শ্রুতিবাক্যই চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়াছেন ; কোনও স্থলেই অচেতন-প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১।১।১১॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥

=সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, ইহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষ জ্ঞাপক।

১।১।১২॥ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥

=আনন্দময়ঃ (ব্রহ্ম আনন্দময়) অভ্যাসাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া)। এই সূত্রে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব-গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

১।১।১৩॥ বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥

=বিকারশব্দাৎ (বিকার-বাচক শব্দ হেতু) ন ইতি (ইহা নয়) চেৎ (যদি—যদি ইহা বলা হয়), ন (না, তাহা নয়—বিকারবাচক নয়), প্রাচুর্য্যাৎ (প্রাচুর্য্যহেতু)।

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রসম্বন্ধে সম্ভাব্য আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। আপত্তি এই :—সাধারণতঃ বিকারার্থে ময়ট্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মকে "আনন্দময়"বলিলে তাঁহাকে আনন্দের বিকার বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী ; সুতরাং "আনন্দময়"-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেনা।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে—এ স্থলে বিকারার্থে ময়ট্ হয় নাই, প্রাচুর্য্যার্থে হইয়াছে। ব্রহ্মে আনন্দের প্রাচুর্য্য, দুঃখের লেশ মাত্রও তাঁহাতে নাই—ইহাই "আনন্দময়" শব্দের তাৎপর্য্য।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

১।১।১৪॥ তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ ॥

=তদ্ধেতু+ব্যপদেশাৎ=তদ্ধেতু (তাহার—আনন্দের হেতু,) ব্যপদেশাৎ (এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া)।

শ্রুতিতে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পরে বলা হইয়াছে—এই আত্মা—আনন্দ দান করেন—আনন্দের হেতু। ইনি যখন আনন্দদাতা, তখন সহজেই বুঝা যায়, ইঁহাতে আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।১।১৫॥ মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥

=মান্ত্রবর্ণিকম্ (মন্ত্রে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কীর্ত্তিত হয়)।

বেদমন্ত্রে ব্রহ্মকেই "আনন্দময়" বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এইসূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।১।১৬॥ নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥

= ন ইতরঃ (অন্য কেহ নহে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিহেতু)।

ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ—কোনও জীব—আনন্দময় হইতে পারেনা। শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলে জীবের আনন্দময়ত্ব সঙ্গত হয়না।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

১।১।১৭॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥

=ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

এই আনন্দময় জীব নহে; কেননা, শ্রুতিতে ব্রহ্মের ও জীবের ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইসূত্রও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—সূচনা করিতেছে।

১।১।১৮॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥

=কামাৎ (কামনাহেতু—ইচ্ছাহেতু) চ (ও) ন অনুমানাপেক্ষা (অনুমান-—কল্পিত প্রকৃতির বা প্রধানের অপেক্ষা নাই)।

শ্রুতিতে আনন্দময়-অধিকারে "তিনি—সেই আনন্দময়—কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব"—এইরূপ উল্লেখ থাকায় সাংখ্য-কল্পিত অচেতন প্রধানের আনন্দময়ত্ব ও জগৎ-কারণত্ব-উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব ও জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।১৯॥ অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥

=অস্মিন্ (এই আনন্দময়ে) অস্য (ইহার—জীবের) চ (ও) তদ্‌যোগং (তাহার সহিত-আনন্দের সহিত-যোগ) শাস্তি (শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন)।

শ্রুতিতে আনন্দময়ের সহিত জীবের সংযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং জীব আনন্দময় হইতে পারেনা, ব্রহ্মই আনন্দময়।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১৷১৷২০॥ অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ

=অন্তঃ (অভ্যন্তরে) তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ (তাঁহার—পরমাত্মার—ধর্ম্মের উপদেশ আছে বলিয়া)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী এক হিরণ্ময় পুরুষের উল্লেখ আছে। তিনি কি জীব? না সূর্য্য? না পরমাত্মা-ব্রহ্ম? এই সন্দেহের উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—তিনি ব্রহ্মই ; কেননা ব্রহ্মের ধর্ম্মের উল্লেখ আছে (তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ)। সেই ছান্দোগ্য-বাক্যেই হিরণ্ময় পুরুষকে অপহতপাপ্মা-আদি বলা হইয়াছে। অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সধর্ম্মকত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপন করিতেছে।

১৷১৷২১॥ ভেদব্যপদেশাৎ চ অন্যঃ॥

=ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) চ (ও) অন্যঃ (পৃথক্—আদিত্যাভিমানী জীব হইতে পৃথক)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতিতে হিরণ্ময় পুরুষের যে ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের ধর্ম্ম ; সুতরাং হিরণ্ময় পুরুষ ব্রহ্মই। এই সূত্রে অন্য হেতুর উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। সেই হেতুটী এই। "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যান্তরো যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—তিনি আদিত্যের নিয়ন্তা। নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত এক হইতে পারেনা—পৃথক্ই হইবে। সুতরাং সেই হিরণ্ময় পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মই।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১৷১৷২২॥ আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥

=আকাশঃ (আকাশ-শব্দের তাৎপর্য্য) [ব্রহ্ম], তল্লিঙ্গাৎ (তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, আকাশেই সমস্তের লয়, আকাশই সকলের আশ্রয় ইত্যাদি। এই সমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ। সুতরাং এ-স্থলে আকাশ-শব্দের তাৎপর্য্য ব্রহ্মই।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

১৷১৷২৩॥ অতএব প্রাণঃ॥

=অতঃ (এই হেতু) এব (ই) প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দের অর্থ ব্র

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—সমস্ত ভূত প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার প্রাণ হইতেই জন্ম লাভ করে, ইত্যাদি। এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইয়াছে।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৪॥ জ্যেতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥

=জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম) চরণাভিধানাৎ (যেহেতু চরণের বা পাদের উল্লেখ আছে)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে একটী বাক্য আছে এইরূপ—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু ইত্যাদি।—এই দিব্যলোকের উপরে, জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত আছে, বিশ্বের উপরে, সকলের উপরে, ইত্যাদি।" এ-স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কেননা, এই শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি।" আরও বলা হইয়াছে—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইহাতে বলা হইল, গায়ত্রীপুরুষ এই বিশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্ব তাঁহার এক পাদ বিভূতি, তাঁহার তিন পাদ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য দিব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। এতাদৃশ চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মই পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই জ্যোতির্ব্বাক্যের পরবর্ত্তী বাক্যটীও ব্রহ্মবিষয়ক। পূর্ব্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ব্রহ্মপর, তখন মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যও ব্রহ্মপরই। সুতরাং এ-স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম।

এই সূত্রেও চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্যের উল্লেখে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৫ ॥ ছান্দোঽভিধানাৎ ন ইতি চেৎ, ন, তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনাৎ ॥

=ছন্দোঽভিধানাৎ (ছন্দের—গায়ত্রীর—উল্লেখ আছে বলিয়া) ন (না—পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) ন (না—এ-স্থলে যে জ্যোতিঃ-শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেনা, তাহা নয়, ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ; কেননা) তথা (সেইরূপে) চেতোঽর্পণনিগদাৎ (চিত্ত অর্পণের উপদেশ আছে বলিয়া) তথাহি (সেই রূপই) দর্শনাৎ (দেখা যায়—উদাহরণ আছে বলিয়া)।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন—পূর্ব্বসূত্রে জ্যোতিঃ-শব্দে ছন্দ বা গায়ত্রীকে বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের সেই আপত্তি খণ্ডন করিয়া জ্যোতিঃ-শব্দে যে পরব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৬॥ ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥

=ভূতাদিপাদব্যং (ভূত-প্রভৃতির এবং পাদেরও উল্লেখের সঙ্গতির জন্য) চ (ও) এবম্ (এইরূপ—

ইহাও পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি-খণ্ডন। এই সূত্রেও জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্বসূচক।

১।১।২৭॥ উপদেশভেদাৎ ন ইতি চেৎ, ন উভয়স্মিন্নপি অবিরোধাৎ ॥

=উপদেশভেদাৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না—জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) ন (না—তাহা বলা যায় না) উভয়স্মিন্ (উভয় উপদেশে) অবিরোধাৎ (কোনও বিরোধ নাই বলিয়া]।

এই সূত্রেও পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। আপত্তি এই। জ্যোতিঃ-সম্বন্ধীয় ১।১।২৪ সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটি শ্রুতিবাক্যে আছে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—দিব্য লোকে ইঁহার ত্রিপাদ অমৃত ঐশ্বর্য্য।" এস্থলে দিব্-শব্দ সপ্তম্যন্ত, তাহাতে অধিকরণ বুঝায়। আর একটি শ্রুতিবাক্যে আছে—"অথ যদতঃপরো দিবঃ—এই দিব্যলোকের পরে।" এ-স্থলে দিব্-শব্দ পঞ্চম্যন্ত, তাহাতে সীমা বুঝায়। সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তির ভেদ থাকায়, অর্থাৎ যাহা দিব্য লোকেও আছে, তাহা আবার দিব্য লোকের পরে বা বাহিরেও আছে, এইরূপ ভিন্ন উক্তি থাকায়, উভয় বাক্যের বাচ্য বস্তু এক হইতে পারে না ; সুতরাং জ্যোতিঃ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারেনা। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—বিভক্তির ভেদে বাচ্য বস্তুর ভেদ হইতে পারে না। "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ (বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেনপক্ষী—সপ্তমী)" এবং "বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ—বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে যে পর বা উপর, তাহাতে শ্যেন পক্ষী—পঞ্চমী)", অর্থাৎ বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন এবং অগ্রভাগ হইতে উপরেও শ্যেন পক্ষী-এইরূপ বলিলে দুইটী পাখীকে বুঝায়না। তদ্রূপ দিব্-শব্দের উত্তর সপ্তমী এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াতেও কোন বিরোধ জন্মেনা। জ্যোতিঃ-অর্থ—চতুষ্পাদ্ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

১।১।২৮॥ প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥

=প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম), তথা (সেইরূপই) অনুগমাৎ (অন্বয় হয় বলিয়া)।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদ্ হইতে জানা যায়—এক সময়ে প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের নিকটে উপনীত হইয়া ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"জীবের যাহা পরম হিত, তাহা আমাকে প্রদান করুন।" তখন ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—"আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাতা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" ইহার পরে আরও বলা হইয়াছে—"এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমর।" এ-স্থলে যে প্রাণের উপাসনার কথা আছে, তাহা কি বায়ু? না জীব? না ইন্দ্রদেবতা?

এই আশঙ্কার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়, অপর কাহাকেও বুঝায় না। সমস্ত বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়—প্রাণ-শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারেনা; অপর কেহ প্রাজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অ[illegible]মর হইতে পারে না।

বিশেষতঃ ইহাও বলা হইয়াছে—"ইনি সৎকর্ম্মে বড় হয়েন না, অসৎকর্ম্মেও ছোট হয়েন না। ইঁনিই লোকপাল, লোকাধিপতি, লোকেশ।" এই সকল বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহারও সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারেনা। সুতরাং এ-স্থলে প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম।

এই স্থলেও লোকপাল-আদি শব্দে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৯॥ ন, বক্তুরাত্মোপদেশাৎ, ইতি চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধ-ভূমা হি অস্মিন্।

=ন (না,—উল্লিখিত স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়না) বক্তুঃ (বক্তার—ইন্দ্রের) আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ করায়—ইন্দ্র নিজের উপাসনার কথা বলিয়াছেন বলিয়া), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তর এই) [ন] (না), অধ্যাত্মভূমা হি অস্মিন্ (যেহেতু, এস্থলে আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ—পরমাত্ম-বোধক-শব্দেরই বাহুল্য)

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বহু শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-কথিত প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়।

পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্ত এই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সূত্রটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।১।৩০॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ ॥

=শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্র অনুসারে) (তু—কিন্তু-পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ) বামদেববৎ (বামদেবের ন্যায়)।

শাস্ত্রে দেখা যায়, বামদেব-ঋষি ব্রহ্মদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্যও হইয়াছিলাম। সেই ভাবেই ইন্দ্র বলিয়াছেন। ইন্দ্রের বাক্য ব্রহ্মবোধক।

ইহাও পূর্ব্বোল্লিখিত ১।১।২৮ সূত্রের অর্থের সমর্থক।

১।১।৩১ ॥ জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ ॥

=জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের এবং মুখ্যপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা বলা যায় না) উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ (উপাসনা তিনপ্রকার বলিয়া) আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু) ইহ চ (এ-স্থলেও) তদ্‌যোগাৎ (তাহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া)।

এই সূত্রেও পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপত্তি এই। প্রাণ-প্রসঙ্গে যে সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত বাক্যে জীবের লক্ষণও দৃষ্ট হয়, মুখ্য-প্রাণের বা প্রাণবায়ুর লক্ষণও দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় প্রাণ-শব্দের অর্থ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—একই ব্রহ্মের তিন রকম উপাসনা বিহিত আছে—প্রাণধর্ম্মে, জীবধর্ম্মে এবং ব্রহ্ম-ধর্ম্মে ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে (উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ)। উপাসনা তিনপ্রকার হইলেও উপাস্য বস্তু কিন্তু একই-ব্রহ্মই। অন্যত্রও এই তিন রকম উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে (আশ্রিতত্বাৎ)। আখ্যায়িকার উপক্রমে এবং উপসংহারে একই কথা (ব্রহ্মের উপাসনার

কথা) আছে। মধ্যস্থলে মাত্র জীব-ধর্ম্মের, প্রাণধর্ম্মের এবং ব্রহ্মধর্ম্মের উল্লেখ আছে। সুতরাং এ-স্থলও 'ব্রহ্মের উপাসনা' অর্থ করাই সঙ্গত (ইহ তদ্‌যোগাৎ)। সুতরাং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ-বাক্যে উল্লিখিত প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মই।

১।১।২২—১।১।৩১ সূত্রে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এই। শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে আকাশ, জ্যোতিঃ এবং প্রাণ—এ-সমস্তেরও জগৎ-কর্ত্তৃত্বের এবং উপাস্যত্বের কথা দৃষ্ট হইলেও সে-সে-স্থলে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই আকাশ, জ্যোতিঃ এবং প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই হইতেছেন জগৎ-কারণ।

৪। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

১।২।১॥ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥

=সর্বত্র (সমস্ত বেদান্তে—শ্রুতিতে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ উপদেশ—উল্লেখ—আছে বলিয়া)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতির—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত, মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।—এই সমুদয় ব্রহ্ম ; যেহেতু, এই সমুদয় তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতেই লীন হয়, এবং তাঁহাতেই স্থিত। সুতরাং শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। পুরুষ ক্রতুময়। ইহ লোকে যে পুরুষ যেরূপ ক্রতু করে, শরীর-ত্যাগের পরে সেইরূপ রূপই প্রাপ্ত হয়। ক্রতু করিবে—মনোময়, প্রাণশরীর, প্রভারূপ আত্মার ধ্যান করিবে।" এই বাক্যটী হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—এ-স্থলে জীবাত্মার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।

এই সূত্রে বলা হইল—জীবাত্মার ধ্যানের কথা বলা হয় নাই, মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট জগৎ-কারণ ব্রহ্মের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের ধ্যানের উপদেশ শ্রুতির সর্বত্রই প্রসিদ্ধ।

১।২।২॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥

=বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি আছে বলিয়া) চ (ও)।

পূর্ব্বসূত্র-ভাষ্যে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে "মনোময়", "প্রাণশরীর" ইত্যাদি যে-সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত গুণ একমাত্র ব্রহ্মসম্বন্ধেই উপপন্ন হয় (উপপত্তেঃ), ব্রহ্মব্যতীত কোনও জীবে থাকিতে পারে না। সুতরাং মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্মই, জীব নহে।

এই সূত্রটী পূর্ব্বসূত্রের সমর্থক ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।২।৩॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥

=অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিহেতু) তু (পুনঃ) ন শারীরঃ (দেহধারী জীব নহে)।

পূর্ব্বসূত্রে যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, যে-সমস্ত গুণ জীবসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত নহে, ব্রহ্মসম্বন্ধেই যুক্তিযুক্ত।

ইহাও পূর্ব্বসূত্রের সমর্থক।

১।২।৪॥ কর্ম্ম-কর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥

= কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ (কর্ম্ম ও কর্ত্তার—উপাস্য ও উপাসকের—নির্দ্দেশ আছে বলিয়া) চ (ও)।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উপাস্য এবং জীবকে উপাসক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপক। প্রাপ্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না। ইহা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য।

১।২।৫। শব্দবিশেষাৎ॥

= শব্দবিশেষাৎ (শব্দগত বিশেষত্বও আছে বলিয়া)।

বোধক-শব্দের বিভিন্নতাহেতু মনোময়ত্বাদি গুণে জীব উপাস্য নহে। অন্য শ্রুতিতেও আছে—"যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ। —ব্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাকতণ্ডুল যদ্রূপ, অন্তরাত্মায় হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।" এই শ্রুতিবাক্যে জীবকে সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত অন্তরাত্ম-শব্দে এবং মনোময়ত্বাদি গুণযোগে উপাস্য পরমাত্মাকে প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে। এই ভেদ-বোধক শব্দের বিভিন্নতাই উভয়ের বিভিন্নতা সূচিত করিতেছে।

১।২।৬॥ স্মৃতেশ্চ॥

স্মৃতিও (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও) জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।

১।২।৭॥ অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাৎ চ ন ইতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাৎ এবং ব্যোমবৎ চ॥

= অর্ভকৌকস্ত্বাৎ (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্ব্যপদেশাৎ চ (সেইরূপ অল্পপরিমাণ-নির্দ্দেশ হেতুও) ন (না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—ইহা বলা চলেনা), নিচায্যত্বাৎ (উপাস্যত্বহেতু) এবং (এইরূপ), ব্যোমবৎ চ (আকাশের ন্যায়ও বটে)।

আত্মা হৃদয়ের অন্তরে (মধ্যে), আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, ইত্যাদি প্রকার অল্প স্থানে অবস্থান এবং অল্প-পরিমাণ বলিয়া উক্ত হওয়ায় যে তাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা যায় না, তাহা নহে। যেহেতু, তিনি হৃৎপদ্মমধ্যেই দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হয়েন। তদনুসারে উক্ত শ্রুতির পরমাত্মা অর্থই আকাশের দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইয়া থাকে। সূচীর মধ্যস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া যেমন আকাশকে ক্ষুদ্র-পরিমাণযুক্ত এবং ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে ক্ষুদ্র-পরিমাণ এবং ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত বলা হয়।

১।২।৮॥ সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥

= সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ (সুখ-দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না, তাহা বলা যায়না), বৈশেষ্যাৎ (প্রভেদ আছে বলিয়া)।

ব্রহ্ম চিদ্রূপ, জীবও চিদ্রূপ। ব্রহ্মও হৃদয়ে বাস করেন, জীবাত্মাও হৃদয়ে অবস্থিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিতেছেনা। তাহা হইলে জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখ-ভোগের সম্ভবনা আছে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কেননা, চিদ্রূপত্বে এবং বাসস্থানে প্রভেদ না থাকিলেও অন্য বিষয়ে প্রভেদ আছে—বৈশেষ্যাৎ। সুখ-দুঃখ জীবই ভোগ করে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না। জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা; অপহতপাপ্মাদি গুণযুক্ত ব্রহ্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ব্রহ্মের কোনও কর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি তাহা ভোগ করেন না।

১।২।৯।। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ।।

=অত্তা (ভোক্তা—ব্রহ্ম ভোক্তা), চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু, চরাচর সমস্ত ভোজ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে)।

কঠ-শ্রুতি যাঁহাকে অত্তা (ভোক্তা) বলিয়াছেন, তিনি পরমাত্মা। কেননা, এই চরাচর জগৎ সেই ভোক্তার অন্নরূপে কথিত হইয়াছে। চরাচর জগৎ ভক্ষণ করে, আত্মসাৎ করে—এতাদৃশী শক্তি ব্রহ্মব্যতীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না।

১।২।১০।। প্রকরণাচ্চ।

প্রকরণ হইতেও তাহা জানা যায়। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অত্তা" যে পরমাত্মা, তাহা প্রকরণ হইতেও জানা যায়। পরমাত্মা-প্রকরণেই উহা বলা হইয়াছে।

১।২।১১।। গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ।।

=গুহাং (হৃদয়-গুহায়) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটি বস্তু) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানৌ (দুইটি আত্মা), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু, সেইরূপই দৃষ্ট হয়)।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে"—ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে যে দুইটি বস্তুকে গুহাপ্রবিষ্ট বলা হইয়াছে, তাহাদের একটি জীবাত্মা, অন্যটী পরমাত্মা। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি এই দুইটি বস্তুকেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যদিও জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা তাহা করেন না, তথাপি উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ"—কর্ম্মফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, দুইজন পথিকের মধ্যে কেবল একজনের ছাতা থাকিলেও যেমন বলা হয়—"ছত্রধারীরা যাইতেছে"—এ-স্থলেও তদ্রূপ। অথবা জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা তাহাকে ভোগ করান—এজন্য উভয়কে "ঋতং পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে।

১।২।১২।। বিশেষণাচ্চ ।।

=বিশেষরূপে কথনহেতুও।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ"—ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরমাত্মারূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়। এইভাবে জীবাত্মাকে

গমনকর্ত্তারূপে এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে "বিশেষিত" করা হইয়াছে—"বিশেষণাৎ।" তাই বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বসূত্রেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে।

১।২।১৩॥ অন্তর উপপত্তেঃ ॥

=অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত যিনি, তিনি পরমাত্মা), উপপত্তেঃ (যেহেতু, তাহাই সঙ্গত হয়)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উপকোশল-বিদ্যাপ্রসঙ্গে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ পরমাত্মাই; কেননা, পরমাত্মাতেই সেই বাক্যোক্ত আত্মত্বাদি বিশেষণ যুক্তিযুক্ত হয়, অন্য কিছুতে হয় না।

১।২।১৪॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥

=স্থানাদিব্যপদেশাৎ চ (যেহেতু, পরমাত্মার স্থানাদির উল্লেখও আছে)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—চক্ষুর মধ্যে যিনি অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার অবস্থিতি সঙ্গত হয় না; সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই—ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—কেবল চক্ষুর মধ্যস্থিত স্থান নহে, ব্রহ্মের অবস্থিতির অন্য স্থানের কথাও শ্রুতিতে আছে—যথা, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত।" আবার কেবল স্থান নহে, ব্রহ্মের নাম-রূপাদির কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। "তস্য উৎ ইতি নাম—তাঁহার উৎ-এই নাম।"; "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ—তিনি স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট"—ইত্যাদি। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

১।২।১৫॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ॥

=ইনি সুখবিশিষ্ট, এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া।

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি সুখবিশিষ্ট, সুখস্বরূপ। সুতরাং তিনি আনন্দময় এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না।

১।২।১৬॥ শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥

=শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ চ (যিনি উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহার যেরূপ গতি, সেইরূপ গতির বিধান আছে বলিয়াও—অক্ষি-পুরুষ ব্রহ্মই)।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেবযান পথে গতি হয়। অক্ষি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিরও সেইরূপ গতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও বুঝা যায়—এই অক্ষি-পুরুষ ব্রহ্মই।

১।২।১৭॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥

=অনবস্থিতেঃ (ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে নিত্য অবস্থানের অভাব বশতঃ) অসম্ভবাৎ চ (সম্ভাবনারও অভাববশতঃ) ন ইতরঃ (অপর কেহ নহে)।

কেহ বলিতে পারেন—অক্ষিস্থিত পুরুষ ছায়াবিশেষও হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, ছায়া নহে। কেননা, ছায়ার নিত্য অবস্থিতি থাকেনা; অক্ষিমধ্যে এই পুরুষের

নিত্য অবস্থিতি আছে; সুতরাং ইনি কোনও কিছুর ছায়া নহেন। আবার, এই পুরুষের উপাস্যত্ব এবং অমৃতত্বাদি গুণের উল্লেখও আছে। ছায়ার এসকল গুণ অসম্ভব। সুতরাং ইনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১।২।১৮॥ অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ॥

=অন্তর্য্যামী (অন্তর্য্যামী-এই শব্দের অর্থ) অধিদৈবাদিষু (অধিদৈবত প্রভৃতিতে), তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (তাঁহার—পরমাত্মার—ধর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া)।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"য ইমং চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ. যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

—যিনি ইহলোক, পরলোক এবং সকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী, তিনি অমৃত।"

এইভাবে পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে (অধিদৈবাদিষু) অন্তর্য্যামিরূপে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই। যেহেতু, "তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ"—তাঁহার (ব্রহ্মের) ধর্ম্ম "ব্যপদেশ"-উল্লেখ-করা হইয়াছে। সকলকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম, সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রণধর্ম্মের উল্লেখেই বুঝা যায়—তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১।২।১৯॥ ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ॥

=ন চ স্মার্ত্তম্ (সাংখ্য-স্মৃতিকথিত প্রধানও নয়), অতৎ-ধর্ম্মাভিলাপাৎ (অতৎ-অপ্রধানের ধর্ম্ম—চৈতন্যের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া)।

কেহ বলিতে পারেন—পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যাঁহাকে সকলের নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতিবাক্যে প্রধানকে অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা বলা হয় নাই; কেননা, যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত—নিয়ন্তৃত্বাদি—হইতেছে চৈতন্যের ধর্ম্ম। অচেতন প্রধানের সে সমস্ত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; সুতরাং এ-স্থলে ব্রহ্মকেই সকলের নিয়ন্তা বলা হইয়াছে।

১।২।২০॥ শারীরশ্চ উভয়েঽপি হি ভেদেন এনম্ অধীয়তে॥

=শারীরঃ চ (দেহধারী জীবও—অন্তর্য্যামী নহে) হি (যেহেতু), উভয়ে অপি (যজুর্ব্বেদের কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই) ভেদেন (ভিন্নরূপে—পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে) এনম্ (জীব) অধীয়তে (কথিত হইয়াছে)।

জীবও যে শ্রুতিপ্রোক্ত অন্তর্য্যামী হইতে পারে না, এই সূত্রে তাহাই দেখাইতেছেন। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখাতে বলা হইয়াছে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্—যে অন্তর্য্যামী জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।"

আবার মাধ্যন্দিন-শাখাতে বলা হইয়াছে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ—যিনি আত্মায় (জীবাত্মায়) অবস্থান করিয়াও জীবাত্মা হইতে ভিন্ন।" এইরূপে উভয় শাখাতেই অন্তর্য্যামী ও জীবের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিপ্রোক্ত অন্তর্য্যামী ব্রহ্মই।

১৷২৷২১॥ অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ (অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত বস্তুটী ব্রহ্মই) ধর্ম্মোক্তেঃ (যেহেতু, এস্থলে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে)।

মুণ্ডক-শ্রুতিতে "যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্" ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন। কেন না, ঐ বস্তুটী সম্বন্ধে সেই শ্রুতিতেই বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি।" এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি হইতেছে ব্রহ্মের ধর্ম্ম। প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে।

১৷২৷২২॥ বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥

=বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাম্ (বিশেষণের ও ভেদের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া) চ (ও) ন ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও জীব—নহে)।

এস্থলে "ইতরৌ"-শব্দে ব্রহ্ম হইতে অন্য দুইটী বস্তুকে বুঝায়; সেই দুইটী বস্তু হইতেছে—জীব এবং প্রধান (প্রকৃতি)। মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে—জীবকেও না, প্রধানকেও না। কেননা, বিশেষণের উল্লেখও আছে, ভেদের উল্লেখও আছে। "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ—তিনি দিব্য (স্বয়ংজ্যোতিঃ), অমূর্ত্ত, তিনি বাহিরেও আছেন, ভিতরেও আছেন, তিনি অজ ইত্যাদি।" এ-সমস্ত বিশেষণ জীবের পক্ষে সঙ্গত হয় না। সুতরাং এ-সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত বস্তু জীব হইতে পারে না। আবার, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ—তিনি অক্ষরেরও পর, অর্থাৎ অক্ষর হইতে ভিন্ন"—এ-স্থলে ভেদের উল্লেখ আছে। যাহা সমস্ত নাম-রূপের বীজস্বরূপ, শক্তিরূপ, যাহা সমস্ত বিকারের অতীত, তাহাকেই এস্থলে "পরতঃ পরঃ' বলা হইয়াছে; তিনি ব্রহ্মই; সাংখ্যোক্ত প্রধান হইতে পারে না। এই বাক্যে ব্রহ্ম হইতে প্রধানের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

১৷২৷২৩॥ রূপোপন্যাসাচ্চ ॥

=রূপের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই যে ভূত-যোনি, তাহাই এই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুণ্ডক-শ্রুতিতে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই বাক্যের পরে বলা হইয়াছে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ ইত্যাদি"—এই বাক্যে প্রাণ প্রভৃতি পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির কথা বলিয়া সেই ভূত-যোনির রূপের কথা বলা হইয়াছে। "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ দিশঃশ্রোত্রে ইত্যাদি—অগ্নি তাঁহার

মস্তক, চন্দ্র এবং সূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষুঃ, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা।" এই ভাবে যে রূপের উল্লেখ (রূপোপন্যাসঃ), তাহা প্রধান সম্বন্ধেও বলা যায় না, জীবসম্বন্ধেও বলা যায় না ; একমাত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা যুক্তিযুক্ত।

১।২।২৪॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ ॥

=বৈশ্বানরঃ (ছান্দোগ্য-শ্রুতি-প্রোক্ত বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ-ব্রহ্ম) সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ (সাধারণ-শব্দ অপেক্ষা বিশেষত্বের উল্লেখ হেতু)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—"আমাদের আত্মা কোন্ বস্তু, ব্রহ্মই বা কি"—এ-বিষয়ে কয়েকজন পণ্ডিতের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাদের সংশয়ের কথা জানাইলেন। অশ্বপতি একে একে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন ?" একজন বলিলেন— স্বর্গলোক, একজন বলিলেন—সূর্য্য , একজন বলিলেন— বায়ু ; ইত্যাদি।

তখন অশ্বপতি বলিলেন—বৈশ্বানর-আত্মার অংশগুলিকে আপনারা বৈশ্বানর-আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেছেন। স্বর্গলোক সেই বৈশ্বানর-আত্মার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, ইত্যাদি।

কিন্তু বৈশ্বানর-আত্মা কি ? বৈশ্বানর-শব্দে জঠরাগ্নি, সাধারণ অগ্নি এবং অগ্নি-অভিমানিনী দেবতাকেও বুঝায়। আর, আত্মা-শব্দে জীবকেও বুঝায়, পরমাত্মাকেও বুঝায়।

এ-স্থলে যদিও "বৈশ্বানর" ও "আত্মা"—এই দুইটী শব্দ হইতেছে উল্লিখিত বস্তুগুলির নির্দ্দেশক সাধারণ শব্দ, তথাপি এখানে দুইটী সাধারণ-শব্দের "বিশেষ" আছে (সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ)। সেই "বিশেষ" হইতেছে এই—শ্রুতি বলিয়াছেন—স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। "তস্য হ বা এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ ইত্যাদি।" "এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি।" জঠরাগ্নি-আদিকে বা জীবকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হইতে পারে না ; কিন্তু বৈশ্বানর-আত্মাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়—ইহাই বিশেষত্ব। আবার জঠরাগ্নি-আদির বা জীবের পক্ষে স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, হইতে পারে না। বৈশ্বানর-আত্মার পক্ষে হইতে পারে—ইহাও বিশেষত্ব। সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই "বৈশ্বানর-আত্মা"—শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

১।২।২৫॥ স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥

=স্মর্য্যমাণম্ (স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত রূপ) অনুমানং (শ্রুতির অনুমাপক) স্যাৎ (হয়) ইতি (এই হেতুতে)।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে "বৈশ্বানর আত্মার" যে-রূপের কথা বলা হইয়াছে, স্মৃতি-গ্রন্থেও ব্রহ্মের সেইরূপ রূপের উল্লেখ আছে। যথা "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥ ইতি (মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। রাজধর্ম। ৪৭।৭০)॥"

এই স্মৃতিবাক্যের মূলও হইতেছে শ্রুতি (অনুমানম্)। এজন্য বুঝিতে হইবে—এই সকল শ্রুতিবাক্যের – বৈশ্বানর-আত্মার— লক্ষ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্ম।

১৷২৷২৬॥ শব্দাদিভ্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ ন ইতি চেৎ, ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষমপি চ এনম্ অধীয়তে॥

=শব্দাদিভ্যঃ (শব্দাদি-কারণে) অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ (অভ্যন্তরে অবস্থিতিহেতু) ন (না—বৈশ্বানর-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বল), ন (না—তাহা বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির-উপাসনার-উপদেশহেতু) অসম্ভবাৎ (অন্যের পক্ষে অসম্ভবহেতু) পুরুষম্ অপি (পুরুষ বলিয়াও) চ (এবং) এনম্ (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন)।

কেহ বলিতে পারেন— যে শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইতেছে, তাহাতে "বৈশ্বানর"-শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেনা (শব্দাদিভ্যঃ); কারণ, বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহে। বৈশ্বানরে আহুতি দেওয়ার উল্লেখও আছে। "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ, তদ্ হোমীয়ম্—যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, সে অন্ন হোম করিবে—জঠরানলে আহুতি দিবে।" অতএব—এ-স্থলে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে নহে। আবার, এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে অবস্থিত—এইরূপ উল্লেখও আছে (অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ)। "পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ—পুরুষে এবং পুরুষের অন্তরে অবস্থিত।" এস্থলেও জঠরাগ্নিকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর-শব্দ অগ্নিকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। এইরূপ যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারেনা। কেননা, "তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জঠরাগ্নিতে পরমাত্ম-দৃষ্টির উপদেশ আছে শ্রুতিতে।" আবার, স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক বলা হইয়াছে; জঠরাগ্নিসম্বন্ধে এইরূপ উক্তিও অসম্ভব (অসম্ভবাৎ)। আবার "পুরুষমপি চ এনম্ অধীয়তে"—বেদে বৈশ্বানরকে পুরুষও বলা হইয়াছে এবং উপাসক-পুরুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়াও বলা হইয়াছে। "স এযোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি।" জঠরাগ্নিকে পুরুষের অভ্যন্তরে বলা যাইতে পারে, কিন্তু পুরুষ বলা যায়না। সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

১৷২৷২৭॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ॥

=অতএব (এই হেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা) ভূতঞ্চ (ভূতাগ্নিও)।

উল্লিখিত কারণে এ-স্থলে বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নি-দেবতাকেও বুঝাইতেছেনা, সাধারণ অগ্নিকেও বুঝাইতেছেনা।

১।২।২৮॥　সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ ॥

=সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎসম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাভাব) জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি বলেন)।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—শ্রুতিবাক্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপসনার কথাই বলা হইয়াছে।

বৈশ্বানর, পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত—এই শ্রুতিবাক্যে জঠরাগ্নি-প্রতীক, অথবা জঠরাগ্নি-উপাধিক ব্রহ্মের উপসনার কথা বলা হইয়াছে। জৈমিনি বলেন, প্রতীক ও উপাধি কল্পনা না করিয়াও বৈশ্বানর-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ করা যায়, তাহাতে কোনওরূপ বিরোধ বা দোষ হয় না। প্রকরণটীও ব্রহ্মেরই, জঠরাগ্নির প্রকরণে এই কথাগুলি বলা হয় নাই।

বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম হয়, তাহা দেখাইতেছেন। বিশ্ব=সমস্ত ; নর=জীব, তদাত্মক। যিনি সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর। তদর্থে বৈশ্বানর, ব্রহ্ম। অথবা, বিশ্ব=সমস্ত সৃষ্টবস্তু ; নর=কর্ত্তা, স্রষ্টা। যিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর কর্ত্তা বা স্রষ্টা, তিনি বৈশ্বানর, ব্রহ্ম। আবার, অগ্নি-শব্দের অর্থও ব্রহ্ম হইতে পারে। অগ্‌+নি=অগ্নি। অগ্নয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলমিত্যগ্নিঃ—যিনি সমস্ত কর্ম্মফলের প্রাপক (দাতা), তিনি অগ্নি। এইরূপ অর্থে অগ্নি-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায় ; যেহেতু, ব্রহ্মই কর্ম্মফল-দাতা।

এইরূপ অর্থে বৈশ্বানর-শব্দে এবং অগ্নি-শব্দেও সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মকেই বুঝায়।

১।২।২৯॥　অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ।

=অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তিহেতু) ইতি (ইহা) আশ্মরথ্যঃ (আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন)।

আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন—যদিও ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও মহান্‌, তথাপি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং তদনুরূপ শ্রুতিবাক্য অসঙ্গত হয় না।

এই সূত্রের তাৎপর্য্যও এই যে—বৈশ্বানর-শব্দ ব্রহ্মবাচকই।

১।২।৩০॥　অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥

=অনুস্মৃতেঃ (অনুস্মরণের নিমিত্ত) বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি বলেন)।

আচার্য্য বাদরি বলেন—ব্রহ্ম যে অপরিমিত, তাহা সত্য ; তথাপি তিনি প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়ে অনুস্মৃত হয়েন বলিয়া তাঁহাকেও প্রাদেশ-প্রমাণ বলা হইয়াছে।

১।২।৩১॥　সম্পত্তেরিতি জৈমিনিঃ তথাহি দর্শয়তি

=সম্পত্তেঃ (সম্পত্তি উপাসনার জন্য) ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি বলেন) তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (উপদেশ করেন)।

জৈমিনি বলেন—ঐ প্রাদেশ-শ্রুতি হইতেছে সম্পত্তি-অনুসারিণী। সম্পত্তি=ধ্যানের দ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্তি। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে প্রাদেশ-মাত্র বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাসনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে দেবগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন-

ভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। প্রণ্ডিতদিগকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে অশ্বপতি নিজের মস্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে ; স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, ইত্যাদি। যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণ-শাখা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপদেশ দিয়াছেন (তথাহি দর্শয়তি)।

১।২।৩২॥ আমনন্তি চ এনম্ অস্মিন্ ॥

=আমনন্তি চ (উপদেশও দিয়া থাকেন) এনম্ (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্ (ইহাতে—উপাসকের প্রাদেশ-প্রমাণ-হৃদয়ে)।

জাবাল-শাখীরাও মস্তক ও চিবুক —এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাদেশ-মাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বৈশ্বানর ব্রহ্মই।

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের এই দ্বিতীয়পাদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এই :—শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে, বা বিভিন্ন শব্দে যাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তিনি সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় পাদেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

৫। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ

১।৩।১॥ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥

=দ্যুভ্বাদ্যায়তনং (দ্যুলোক-ভূলোকাদির আশ্রয় ব্রহ্ম) স্বশব্দাৎ (কেননা, তদ্‌বোধক শব্দ বর্ত্তমান)।

মুণ্ডক-শ্রুতিতে যাঁহাকে জগতের আধার বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই ; কেননা, শ্রুতিতে তাঁহাকে "আত্মা"শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। আত্মা = পরমাত্মা = ব্রহ্ম।

মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যটী এই :—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ ॥

—যাঁহার মধ্যে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ এবং সকল প্রাণের সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র সেই আত্মাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। সেই আত্মাই অমৃতের সেতু (বিধারক)।"

এই শ্রুতিবাক্যে যাঁহাকে স্বর্গাদির আশ্রয় বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই, প্রকৃতি বা বায়ু নহে। কেননা, স্বশব্দাৎ—স্ব বা আত্মা-শব্দের উল্লেখ আছে। "বিধারক"-অর্থেই (অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহাকে বুঝাইবার জন্যই) এ-স্থলে "সেতু" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, "পারবান্"—যাহার পার বা সীমা আছে"-এই অর্থে "সেতু" শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মকে পৃথিব্যাদির আধার বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।৩।২॥ মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ ॥

=মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশহেতু।

মুণ্ডক-শ্রুতির যে বাক্যটী পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—সেই পরাবর পুরুষ (পরব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম ও (পাপ-পুণ্যও) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

তাহার পরে আবার আছে—

"তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

—বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য (স্বপ্রকাশ) পরাৎপর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন।"

ব্রহ্মেরই মুক্তোপসৃপ্যত্ব প্রসিদ্ধ, অপর কাহারও নহে। শাস্ত্র তাহাই বলেন।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

—লোকের হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন দূর হইয়া যায়, তখন তিনি অমৃত (মুক্ত) হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

এই সকল শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে।

ইহা হইতেও বুঝা যায়—পৃথিব্যাদির আধার ব্রহ্মই। আধেয় আধারকেই প্রাপ্ত হয়।

এই সূত্রটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। ইহা পূর্ব্বসূত্রের সমর্থক।

১।৩।৩॥ নানুমানম্ অতচ্ছব্দাৎ ॥

=ন অনুমানম্ (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান নহে) অতচ্ছব্দাৎ (যেহেতু, প্রধান-বাচক শব্দ এখানে নাই)।

পূর্ব্ব (১।৩।১)-সূত্রে অচেতন প্রধানকে পৃথিব্যাদির আধার বলা হয় নাই। কারণ, এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ'-ইত্যাদি। অচেতন প্রধানকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলা চলে না।

সুতরাং যিনি পৃথিব্যাদির আধার, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ব্রহ্মই ; প্রধান নহে, বায়ুও নহে।

এই সূত্রটীও ১।৩।১-সূত্রের সমর্থক—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

১।৩।৪॥ প্রাণভৃচ্চ ॥

=প্রাণভৃৎ (প্রাণী-জীব) চ (ও)

জীবও ১।৩।১-সূত্রোক্ত পৃথিব্যাদির আশ্রয় হইতে পারে না : কেন না, জীবাত্মা চেতন

হইলেও পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বজ্ঞও নয়, সর্ব্ববিৎও নয়। পরিচ্ছিন্ন এবং অব্যাপক জীব সর্ব্বাধার হইতে পারে না।

এই সূত্রটীও ১।৩।১-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।৫॥ ভেদব্যপদেশাৎ ॥

=ভেদের কথা উল্লিখিত আছে বলিয়া জীব পৃথিব্যাদির আশ্রয় হইতে পারে না।

১।৩।১-সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে আছে-"তমেব একং জানথ আত্মানম্— সেই একমাত্র আত্মাকেই জান।" এ-স্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে—জীব জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, ১।৩।১-সূত্রে জীবকে পৃথিব্যাদির আধার বলা হয় নাই, ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে।

১।৩।৬॥ প্রকরণাৎ ॥

=প্রকরণ হইতেও [জানা যায়, ব্রহ্মই পৃথিব্যাদির আধার]।

১।৩।১-সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে আছে-"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—কোন্ বস্তুকে জানিলে এই সমস্ত জানা যায়।" ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক বলিয়া এক ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলেই সকলকে জানা যায়। সুতরাং প্রকরণটী হইতেছে ব্রহ্মসম্বন্ধীয়, জীব-সম্বন্ধীয় নয়; কেন না, জীবকে জানিলে সকল জানা হয় না।

এই সূত্রও ১।৩।১-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।৭॥ স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥

=স্থিতি (ঔদাসীন্য—উদাসীনভাবে অবস্থিতি এবং) অদন (ভক্ষণ—ফলভোগ)—এই দুইয়ের দ্বারাও জানা যায়, জীব পৃথিব্যাদির আধার নহে।

১।৩।১-সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের পরে আছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি ॥—দেহরূপ বৃক্ষে দুইটী পক্ষী বাস করে, তাহারা পরস্পরের সখা ও সহযোগী। তন্মধ্যে একটী পক্ষী স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অপরটী ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করিয়া থাকে।" এ-স্থলে দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—যাহা ভক্ষণ করে না, উদাসীনভাবে কেবল দর্শন করে। আর একটী পক্ষী হইতেছে জীব—যাহা স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু এ-স্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলার সার্থকতা কি? ব্রহ্ম-প্রকরণেই পৃথিব্যাদির আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই প্রকরণেই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। যিনি পৃথিব্যাদির আধার, তিনি ব্রহ্মই, জীব নহেন—ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত-একথা জানাইবার জন্যই জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

এই সূত্রও ১।৩।১-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।৮॥ ভূমা সম্প্রসাদাৎ অধ্যুপদেশাৎ ॥

=ভূমা (ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে যে ভূমাকে জানিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই ভূমা—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম), সম্প্রসাদাৎ (সুষুপ্ত-স্থান হইতে) অধি (উপরে) উপদেশাৎ (উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে জানা যায়—নারদ সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।" তখন সনৎকুমার বলিলেন—"তুমি এপর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ ?" নারদ বলিলেন—তিনি চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি অনেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু আত্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। তখন সনৎকুমার বলিলেন—"তুমি যে সমস্ত বিদ্যার উল্লেখ করিলে, তৎসমস্তই 'নামের' অন্তর্গত।" নারদ বলিলেন—"নাম অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি ?" সনৎকুমার বলিলেন—"নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক।" পরে নারদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছেন—বাক্ অপেক্ষা মন অধিক, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত অধিক। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে উত্তরোত্তর অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন—প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা। কারণ, যতক্ষণ পিতার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চ বাক্য বলিলেও লোকে বলে—"তুমি পিতৃঘাতী" ; কিন্তু প্রাণহীন পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ তাহাকে পিতৃঘাতী বলে না। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি অতিবাদী ? অর্থাৎ তুমি যাহার উপাসনা কর, তাহা কি অপরের উপাসিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?" তাহা হইলে তাঁহার বলা উচিত—"হাঁ, আমি অতিবাদী।" কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অতিবাদী। তখন নারদ বলিলেন—"আমি সত্যই অতিবাদী হইতে চাই।" সনৎকুমার বলিলেন—"বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলা যায়। চিন্তা না করিলে জানা যায় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে চিন্তা হয় না। নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না। সুখ না পাইলে লোক চেষ্টা করে না। ভূমাই সুখ ও অল্পে সুখ নাই।"

"ভূমা" কি ? "অল্পই" বা কি ?

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি' অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্ বিজানাতি, তৎ অল্পম্। যো বৈ ভূমা, তৎ অমৃতম্। অথ যৎ অল্পং, তৎ মর্ত্ত্যম্। —যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহা অল্প। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।"

বর্ত্তমান সূত্রে বিচার্য্য—এই ভূমা কি প্রাণ, না কি পরমাত্মা ? সনৎকুমার নাম, বাক্য-আদির উত্তরোত্তর আধিক্যের কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে প্রাণের কথা বলিয়াছেন ; প্রাণ অপেক্ষা অধিক কোনও বস্তুর উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে—প্রাণকেই ভূমা বলা হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এই সূত্র বলিতেছেন—ভূমা-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কেননা, সম্প্রসাদাৎ অধি—সম্প্রসাদের (প্রাণের) পরে—উপদেশাৎ—ভূমার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্প্রসাদ-শব্দের অর্থ—সুষুপ্তির অবস্থা; কারণ, জীব সুষুপ্তির সময়ে "সম্যক্ প্রসীদতি—অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে।" এই সুষুপ্তির সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার লোপ পায়, কেবল প্রাণই জাগিয়া থাকে; এজন্য সম্প্রসাদ-শব্দে কেবল প্রাণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, প্রাণ অপেক্ষা ভূমা অধিক, তথাপি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়—প্রাণ ব্যতীত অপর বস্তুর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণোপাসককে অতিবাদী বলার পরেই বলা হইয়াছে—"কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অতিবাদী।' ইহাতে বুঝা যায়—প্রাণোপাসক যথার্থ অতিবাদী নহেন। ইহার পরে নারদ যখন বলিলেন—'আমি সত্যই অতিবাদী হইতে চাই', তখনই ভূমার কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে—"ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকেই জানিবে।" ইহাতেই বুঝা যায়—প্রাণ অপেক্ষা যে ভূমা অধিক, তাহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

ভূমা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ইহা অমৃত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, ভূমা নিজের মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত (স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি-ইতি)। ভূমাকে জানিলেই সংসার অতিক্রম করা যায়। এ-সকল বাক্য হইতে বুঝা যায়—ভূমা ব্রহ্মই, প্রাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"বৈপুল্যাত্মিকা চ ভূমরূপতা সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সুতরাম্ উপপদ্যতে।—সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কাহারও পরম-বৈপুল্যরূপ ভূম-রূপতা নাই। পরমাত্মারই ভূমরূপতা যুক্তিসিদ্ধ।"

এই সূত্রের ভাষ্যে ভূমা-ব্রহ্মকে "সর্ব্বকারণ" বলায়, ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।৩।৯॥ ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

=শ্রুতিতে ভূমার উপদেশ করিয়া ভূমার যে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত ধর্ম্ম পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়; সুতরাং ভূমা-শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়।

সত্যত্ব, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, অমৃতত্ব, সুখ-স্বরূপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়, অন্য কিছুতে সঙ্গত হয় না। সুতরাং ১।৩।৮-সূত্রপ্রোক্ত ভূমা যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই সূত্র ১।৩।৮-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১০॥ অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ ॥

=অক্ষরম্ (বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-প্রোক্ত অক্ষর—ব্রহ্ম), অম্বরান্তধৃতেঃ (কেন না, তাঁহাকে আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুর ধারণকর্ত্তা বলা হইয়াছে)।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়—গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্বর্গের ঊর্দ্ধে এবং পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা আছে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের স্বরূপ, তাহা কাহাতে ওতপ্রোত (প্রতিষ্ঠিত) ?" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—"আকাশে।"

তখন গার্গী আবার বলিলেন—আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ? "কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত আছে ; ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করেন। "স হোবাচ এতদ্‌বৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু ইত্যাদি।"

এ-স্থলে যে অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি বর্ণ (বর্ণমালার অক্ষর), না কি ব্রহ্ম ?

এই সূত্রে বলা হইতেছে—এই অক্ষর বর্ণ নহে, পরব্রহ্ম। কেননা, অম্বরান্তধৃতেঃ—উক্ত-শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে, যে-আকাশে, স্বর্গের ঊর্দ্ধে এবং পৃথিবীর নিম্নে এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, সেই আকাশও—এই অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সর্ব্বাশ্রয়ত্ব পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুতে সঙ্গত হয় না।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব—সুতরাং—সবিশেষত্ব বাচক।

১।৩।১১॥ সা চ প্রশাসনাৎ ॥

=সা (পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত অম্বরান্তধৃতি) চ (ও) প্রশাসনাৎ (নিয়ন্ত্রণহেতু)।

১।৩।১০-সূত্রভাষ্যে বৃহদারণ্যকের যে বাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত হইয়া থাকে।" সুতরাং এস্থলে অক্ষর-শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রধানকেও বুঝাইতে পারে না ; অচেতন প্রধান কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। এই অক্ষর ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১০-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।১২॥ অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥

=অন্যভাব—শ্রুতিপ্রোক্ত অক্ষরের অচেতন-ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও এই অক্ষর-শব্দে প্রধানকে বুঝায় না।

এই অক্ষর-সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে পরে বলা হইয়াছে—"তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম্ অদৃষ্টম্ দ্রষ্টৃ, অশ্রুতম্ শ্রোতৃ, অমতম্ মন্তৃ, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ—হে গার্গি ! এই অক্ষর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না, অথচ দর্শন করেন ; কাহারও দ্বারা শ্রুত হয়েন না, অথচ শ্রবণ করেন, ইত্যাদি।" দৃষ্ট-শ্রুত না-হওয়া-রূপ গুণ প্রধানের থাকিতে পারে ; কিন্তু অচেতন-প্রধান দর্শন-শ্রবণাদি করিতে পারে না। এই দর্শন-শ্রবণাদির উল্লেখেই অক্ষরের অচেতন-ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সেই শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ ইত্যাদি—এই অক্ষর হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা,

বিজ্ঞাতা নাই।" শারীর-জীব সম্বন্ধেও একথা বলা যায় না। সুতরাং অক্ষর-শব্দে জীবকেও বুঝাইতে পারে না। অক্ষর—ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১০-সূত্রের সমর্থক—সুতরাং—সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১৩॥ ঈক্ষতি-কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ॥

=ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্ম।

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায়, গুরু-পিপ্পলাদ তাঁহার শিষ্য সত্যকামকে বলিয়াছেন—"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি—হে সত্যকাম! ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং আয়তনের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ের) দ্বারাই বিদ্বান্ ব্যক্তি একতর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

ইহার পরে বলা হইয়াছে—"যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ—যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতি—'ওম'-এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষরের দ্বারা যিনি পরম-পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজঃ-স্বরূপ সূর্য্যে সম্পন্ন হয়েন। সর্প যেমন খোলস হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। সামগণ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়েন। তিনি এই জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন।"

এ-স্থলে বাক্যের শেষে "ঈক্ষতি—দর্শন করেন" ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই।

ঈক্ষতি-ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া এ-স্থলেও ব্রহ্মকে সবিশেষই বলা হইয়াছে।

১।৩।১৪॥ দহর উত্তরেভ্যঃ॥

=দহরঃ (ছান্দোগ্য-প্রোক্ত দহর শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম), উত্তরেভ্যঃ (পরবর্ত্তী হেতুসমূহ হইতে)।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ভূমা-বিদ্যা-উপদেশের পরে বলা হইয়াছে—"অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—এই যে ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (ক্ষুদ্র) পদ্মগৃহ (হৃৎপদ্মরূপ গৃহ) আছে, তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করা উচিত, তাহাকে জানা উচিত।"

এ-স্থলে হৃৎপদ্মে যে দহর (ক্ষুদ্র) আকাশের কথা বলা হইল, তাহা কি ভূতাকাশ, না কি জীব, না কি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা?

এই সূত্র বলিতেছেন—তাহা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। উত্তরেভ্যঃ—উক্ত শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে পরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায়—এই দহর আকাশ ব্রহ্মই।

পরবর্ত্তী বাক্যে আছে—"যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভে

অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইত্যাদি—বাহিরের আকাশ যেরূপ বড়, ভিতরের অকাশও সেইরূপ বড় ; স্বর্গও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত।”

দহর-আকাশ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে বটে—“তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্ ইত্যাদি—এই দহর আকাশের মধ্যে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করা উচিত” ; কিন্তু এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইতেছে—দ্যাবাপৃথিবীর সহিত সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট দহর-আকাশকে জানিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে এই দহরাকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মই।

এ-স্থলে দহরাকাশরূপ ব্রহ্মের সত্যকামত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

১।৩।১৫॥ গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥

=গতিশব্দাভ্যাম্ (গতি ও শব্দদ্বারা বুঝা যায়, এই দহর আকাশ ব্রহ্মই), তথা হি (সেইরূপই) দৃষ্টম্ (অন্যশ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়) লিঙ্গং চ (এইরূপ চিহ্নও আছে।)

পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যের পরে আছে—“ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দতি—এই সমস্ত প্রাণী অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করে, তথাপি ব্রহ্মলোককে জানিতে পারে না।” এই বাক্যে ব্রহ্মলোক-শব্দের অর্থ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক (সত্য লোক) নহে ; যেহেতু, জীবের পক্ষে অহরহ সত্যলোকে যাওয়া সম্ভব নয়। এ-স্থলে ব্রহ্মলোক-শব্দের অর্থ=ব্রহ্মরূপ লোক =পরব্রহ্ম=দহর আকাশ। দেখা গেল, শ্রুতিতে এতাদৃশ ব্রহ্মলোকে গমনের—গতির—কথা আছে। জীব সুষুপ্তি-কালে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শব্দও (শ্রুতিবাক্যও) অন্যশ্রুতিতে আছে। যথা “সতা সৌম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি—সেই সময়ে (সুষুপ্তি-কালে) জীব সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়)।” সুষুপ্তি-কালে জীব যে দহরাকাশে লীন হয়, দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, ইহাই তাহার চিহ্ন (লিঙ্গঞ্চ)। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত দহর-শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝায়।

এই সূত্র ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।১৬॥ ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥

ধৃতেঃ চ (ধৃতি-বশতঃও—দহর-কর্ত্তৃক জগৎ ধৃত হইয়া আছে, শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকাতেও জানা যায়—দহর ব্রহ্মই) মহিম্নঃ অস্য (অস্য মহিম্নঃ—এই জগদ্ধারণ-রূপ নিয়মের মহিমাও) অস্মিন্ (এই ব্রহ্মে) উপলব্ধেঃ (শ্রুত্যন্তর হইতে উপলব্ধ হয় বলিয়া)।

এই দহরাকাশ-সম্বন্ধে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়—যিনি আত্মা, তিনিই এই সমুদায় লোকের মিশ্রণ-নিবারক সেতু (জমির আলি-তুল্য) এবং বিধারক (যাদৃচ্ছিক-গতির নিরোধকর্ত্তা, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী)।” অসম্ভেদায়= অসঙ্করায় =অমিশ্রণের জন্য। সেতু—জমির সীমানির্দ্দেশক আলি। খেতের 'আইল' যেমন এক

খেতের জলকে অন্য খেতে যাইতে দেয়না, যেই খেতের জল, সেই খেতেই তাহাকে ধরিয়া রাখে, তদ্রূপ আত্মাও (ব্রহ্মও) লোকসমূহের এবং বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মের যাদৃচ্ছিক গতির নিরোধ করিয়া জগতের নিয়ম-পরিপাটী রক্ষা করিয়া থাকেন, বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করেন।

এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দহরাকাশের বিধারণ-রূপ মহিমার কথা বলা হইয়াছে (অস্য মহিম্নঃ)।

আবার, অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—হে গার্গি! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে চন্দ্রসূর্য্য বিধৃত হইয়া আছে।" অন্যত্রও ব্রহ্ম-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়—ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল এবং সমুদয় লোকের বিধারক-সেতুস্বরূপ।" এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ (সেতুত্ব, বিধারকত্ব) উল্লিখিত হইয়াছে, দহরাকাশেরও সে সমস্ত লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে—দহরাকাশ ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক এবং বিধারকত্বাদি মহিমার উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।১৭॥ **প্রসিদ্ধেশ্চ** ॥

=(ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আকাশ-শব্দের প্রয়োগ) প্রসিদ্ধেঃ চ (প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াও—দহরাকাশ ব্রহ্মই)।

শ্রুতিতে আছে—"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা—আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক।", "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে—এই ভূতসকল আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।"

এই শ্রুতিবাক্যে আকাশ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ভূতাকাশকে বা জীবকে নহে; কেননা, নাম-রূপাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা একমাত্র ব্রহ্মই—ভূতাকাশ হইতে পারে না, জীবও হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মকে আকাশ-শব্দে অভিহিত করার প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দহরাকাশ—ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১৪ সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১৮॥ **ইতর-পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, ন, অসম্ভবাৎ** ॥

=ইতর-পরামর্শাৎ (বাক্যশেষে ইতরের—অন্যের—জীবের—উল্লেখ আছে বলিয়া) স (সেই জীবই—দহরাকাশ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বল), ন (না—তাহা হইতে পারেনা) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া)।

যে শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষভাগে আছে—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ—যিনি এই সম্প্রসাদ (সুষুপ্তি-অবস্থান্বিত), যিনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা।"

অন্যশ্রুতিতেও সুষুপ্তি-অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। এ-স্থলেও যাঁহাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে, তিনি জীবই। বিশেষতঃ, জীব শরীরে অবস্থিত বলিয়া জীবেরই শরীর হইতে উত্থিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে মনে হইতে পারে—আলোচ্য দহর-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের শেষে যখন জীবের উল্লেখ (পরামর্শ) আছে, তখন আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের দহর-শব্দেও জীবকেই বুঝাইতেছে—ব্রহ্মকে নহে।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে, এই সূত্র বলিতেছেন—না, দহর-শব্দে জীবকে বুঝায়না। কেননা, প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন জীব কখনও আকাশের সঙ্গে উপমিত হইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ, দহর-সম্বন্ধে "অপহত-পাপ্মত্বাদি" যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত গুণ জীবে থাকিতে পারেনা (অসম্ভবাৎ)। সুতরাং দহর-শব্দে জীবকে বুঝাইতেছেনা, ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক এবং অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের কথা অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১৯॥ উত্তরাৎ চেৎ আবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥

=উত্তরাৎ চেৎ (যদি বল—উত্তরাৎ—বাক্যশেষে প্রজাপতির যে বাক্য আছে, তাহা হইতে দহরকে ব্রহ্ম বলা যায় না, জীবই বলা যায়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) আবির্ভূতস্বরূপঃ তু (প্রজাপতির বাক্যের অভিপ্রায় কিন্তু জীব নহে, স্বরূপাবির্ভাব)।

দহর-সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করা হইতেছে, তাহার পরে উল্লেখ আছে—প্রজাপতি ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী দহর-শব্দে জীবকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে--আবির্ভূতস্বরূপঃ তু। যে বাক্য জীবকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বাক্যের তাৎপর্য্য জীব নহে—ব্রহ্ম। যেহেতু, সেই বাক্যে আবির্ভূত-স্বরূপ (অর্থাৎ মুক্ত) জীবের কথাই বলা হইয়াছে।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।২০॥ অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥

=অন্যার্থঃ চ (অন্য উদ্দেশ্যেও) পরামর্শঃ (উল্লেখ)।

দহর-বাক্যে যে জীবভাবের উল্লেখ আছে, তাহা অন্য উদ্দেশ্যে।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।২১॥ অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্॥

=অল্পশ্রুতেঃ (অল্পত্ব শ্রবণহেতু) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), তৎ (তাহার উত্তর) উক্তম্ (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)।

দহর-শ্রুতিতে আকাশকে দহর বলা হইয়াছে ; দহর-শব্দের অর্থ— অল্প, পরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন নহেন। সুতরাং দহর-আকাশ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই ১।২।৭-সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।১৪-সূত্র হইতে ১।৩।২১ সূত্র পর্য্যন্ত কয়টী সূত্রে দহরাকাশ-শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

১।৩।২২॥ অনুকৃতেস্তস্য চ॥

=অনুকৃতেঃ (অনুকরণ হেতু) তস্য (তাহার) চ (ও)।

এস্থলে নিম্নলিখিত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥—সেখানে অগ্নির কথা তো দূরে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ—ইহারাও প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না (অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় না)। তিনি প্রকাশ পায়েন বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে সকল বস্তু প্রকাশ পায়। তাঁহারই আলোকে এই সমস্ত প্রকাশিত হয়।" এই বাক্য হইতে জানা গেল—তিনি স্বপ্রকাশ, চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদি অন্য কিছুই স্বপ্রকাশ নহে। তাঁহার স্বপ্রকাশতাতেই অন্য সমস্ত প্রকাশিত হয়।

সূত্রে, "অনুকৃতি (অনুকরণ)"-শব্দটী উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের 'অনুভাতি"-শব্দকে সূচিত করিতেছে এবং ' তস্য চ" শব্দদ্বয় শ্রুতিবাক্যের চতুর্থ চরণের "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"কে লক্ষ্য করিতেছে।

এ-স্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মের আলোকেই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মব্যতীত এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার আলোকে সূর্য্য-চন্দ্রাদি সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব-সূচনাদ্বারা সবিশেষত্ব সূচনা করিতেছে।

১।৩।২৩॥ অপি চ স্মর্য্যতে॥

=স্মৃতিশাস্ত্রও ঐ তথ্য বলিতেছে।

ব্রহ্মেরই সর্ব্বপ্রকাশকত্বের কথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও যে বর্ণিত আছে, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। গীতা-শ্লোকগুলি এই :—

"ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ইতি ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ভাসয়তেঽখিলম্‌। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌॥ ইতি চ ॥"

—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি-ইহাদের কেহই সেই বস্তুকে প্রকাশিত করে না। যেস্থানে গেলে পুনরাগমনের নিবৃত্তি হয়, তাহাই আমার পরম ধাম। সূর্য্যস্থ যেই তেজ নিখিল জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই (পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই) তেজ বলিয়া জানিবে।"

তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম অপর কাহারও দ্বারা প্রকাশ্য নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ এবং সকলের প্রকাশক।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।২৪॥ শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥

=শব্দাৎ এব (ঈশানাদি-শব্দ হইতেই জানা যায়) প্রমিতঃ (যাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম)।

কঠোপনিষদে আছে—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ দেহের মধ্যে অবস্থান করেন।" আরও বলা হইয়াছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য দ উ শ্ব এতদ্বৈতৎ॥ —অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির (অগ্নির) ন্যায় উজ্জ্বল। ইনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান (কর্ত্তা বা নিয়ন্তা)। ইনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। (তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক) তিনিই এই বা ইনি।"

মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা সঙ্গত হয় না; সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মকে লক্ষ্য না করিয়া জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। যেহেতু, শ্রুতিবাক্য এই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষকেই ভূত-ভবিষ্যতের কর্ত্তা (ঈশানো ভূত-ভব্যস্য) বলিয়াছেন; জীব কখনও ভূত-ভবিষ্যতের কর্ত্তা হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এস্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।২৫॥ হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥

=হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের অপেক্ষায়—হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া—অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে) তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (যেহেতু, মনুষ্যবিষয়েই শাস্ত্রের উপদেশ)।

ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। মনুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। মানুষেরই শাস্ত্রে

অধিকার আছে, শাস্ত্রানুমোদিত পন্থায় সাধনের অধিকার আছে। মানুষের উপাসনার জন্য মানুষের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হইয়াছে।

ইহা ১।৩।২৪-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক ॥

১।৩।২৬॥ তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥

= তদুপরি (তাহার—মানুষের উপরে-মানুষ আপক্ষা শ্রেষ্ঠ যে দেবতাদি, তাঁহাদের) অপি (ও-অধিকার আছে বলিয়া) বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন) সম্ভবাৎ (সম্ভব বলিয়া)।

পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে—উপাসনা-বিষয়ক শাস্ত্রে মানুষেরই অধিকার আছে। এই সূত্রে বলা হইল—বাদরায়ণের মতে দেবতাদিগেরও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকার আছে।

১।৩।২৭॥ বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেৎ, ন, অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥

= বিরোধ: কর্ম্মণি (দেবতাদের বিগ্রহ আছে স্বীকার করিলে কর্ম্মবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না, বিরোধ হয় না) অনেকপ্রতিপত্তেঃ (তাঁহারা একই সময়ে বহু মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন বলিয়া) দর্শনাৎ (স্মৃতি-শ্রুতিতে দর্শন করা যায় বলিয়া)।

এই সূত্রটী হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে।

১।৩।২৮॥ শব্দ ইতি চেৎ, ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥

= শব্দে (বৈদিক-শব্দে—দেবতাদের শরীর কর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞ-বিরোধী না হইলেও শব্দ-প্রামাণ্য-বিরুদ্ধ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—শব্দ-প্রামাণ্য-বিরুদ্ধ নহে), অতঃ (ইহা হইতে—বৈদিক-শব্দ হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হয় বলিয়া—সমস্ত জগৎ বৈদিক শব্দ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি এবং অনুমান-স্মৃতি—শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণে তাহা জানা যায়)।

এই সূত্রটীও দেবতাদের শরীর-বিষয়ক।

১।৩।২৯॥ অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥

= অতঃ (এই হেতু—বৈদিক শব্দ হইতে সমস্তের উদ্ভবহেতু) এব (ই) চ (ও) নিত্যত্বম্ (নিত্যত্ব—বেদের নিত্যত্ব)।

এই সূত্রটী বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক।

১।৩।৩০॥ সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥

= সমান-নামরূপত্বাৎ চ (নাম ও রূপ বা আকৃতি সমান হওয়াতেও—প্রতি কল্পের সৃষ্টি নাম-রূপাদিতে পূর্ব্বকল্পের সমান বলিয়াও) আবৃত্তৌ অপি (পুনঃ পুনঃ আগমনেও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব), দর্শনাৎ (শ্রুতি হইতে) স্মৃতেঃ চ (এবং স্মৃতি শাস্ত্র হইতেও—তাহা জানা যায়)।

এই সূত্রটীও দেবতাদের সৃষ্টি-বিষয়ক এবং বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক।

১।৩।৩১ ॥ মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥

=মধ্বাদিষু (মধুবিদ্যা-আদিতে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া) অনধিকারং (অধিকারের অভাব— মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই বলিয়া অন্য বিদ্যাতেও অধিকার থাকিতে পারে না), জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি ইহা বলেন)।

এই সূত্রে দেবতাদের অধিকার-সম্বন্ধে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে।

১।৩।৩২ ॥ জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥

= জ্যোতিষি (জ্যোতিঃপিণ্ডে—জ্যোতিঃপিণ্ড-স্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদিতে) ভাবাৎ চ (সত্বাহেতুও —আদিত্য, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক ; জ্যোতিঃপিণ্ড সকল হইতেছে জড় ; জড়ের সর্ব্বত্রই অনধিকার। সুতরাং দেবতাদের শরীর স্বীকার করা, কিম্বা বিদ্যাতে তাঁহাদের অধিকার স্বীকার করা সঙ্গত নয়)।

এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ, পরের সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।৩।৩৩॥ ভাবস্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥

=ভাবং তু (কিন্তু বাচকত্ব—বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদি-শব্দের বাচকতা আছে) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ মুনি তাহা বলিয়াছেন), অস্তি হি (তাঁহাদের অস্তিত্বও আছে—ইহাও বাদরায়ণ বলেন)।

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রে উত্থাপিত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইল—আদিত্যাদি কেবল জড় জ্যোতিঃপিণ্ডমাত্র নহে ; আদিত্যাদি-নামে চেতন-দেবতাও আছেন।

১।৩।৩৪ ॥ শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥

=শুক্(শোক—দুঃখ) অস্য (ইহার) তদনাদরশ্রবণাৎ (তাহার অনাদর শ্রবণহেতু) তদা (তখন) দ্রবণাৎ (দ্রবীভুত হওয়ায়, অথবা সেই শোকহেতু ধাবিত হওয়ায়) সূচ্যতে হি (নিশ্চয় সুচিত হইতেছে)।

এই সূত্রে শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শূদ্রের পক্ষে এই অধিকার নাই। এই সূত্রে শ্রুতিপ্রোক্ত জানশ্রুতি রাজার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিতে শূদ্র ছিলেন না।

১।৩।৩৫॥ ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥

=ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ চ (ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতীতি-হেতুও) উত্তরত্র (পরে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদের দ্বারা) লিঙ্গাৎ (সুচনাহেতু)।

রাজা জানশ্রুতি যে জাতিতে শূদ্র ছিলেন না, এই সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জানশ্রুতি-বিষয়ক বিবরণের শেষ ভাগে কথিত হইয়াছে—জানশ্রুতি চিত্ররথ-নামক ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়— জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

১।৩।৩৬॥ সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

=সংস্কারপরামর্শাৎ (উপনয়ন-সংস্কারের উল্লেখ থাকায়) তদভাবাভিলাপাৎ (সংস্কারাভাবের উল্লেখ থাকাতেও)।

শূদ্রের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই কেন, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। বেদে বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীতার কথা আছে। শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই বলিয়া বিদ্যাতে তাহার অধিকার থাকিতে পারে না।

১।৩।৩৭॥ তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

=তদভাব-নির্দ্ধারণে চ (তাহার—শূদ্রত্বের—অভাব নির্দ্ধারিত হওয়ার পরেই প্রবৃত্তিহেতু—উপনয়ন-প্রদানে প্রবৃত্তি-হেতু)।

গৌতম-ঋষি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যকাম-জাবাল শূদ্র নহেন, তখনই তিনি তাঁহাকে উপনীত (উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায়—শূদ্রের পক্ষে উপনয়নে—সুতরাং বিদ্যায়ও—অধিকার নাই।

১।৩।৩৮॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥

=শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (শূদ্রের পক্ষে বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া) স্মৃতেঃ চ অস্য (ইহার—শূদ্রের—বেদের শ্রবণাধ্যয়ন স্মৃতি-শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বলিয়া)।

শ্রুতি-স্মৃতিতে শূদ্রের পক্ষে বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার অধিকার থাকিতে পারে না।

১।৩।২৬-সূত্র হইতে ১।৩।৩৮-সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের এবং শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, আনুষঙ্গিকভাবে বেদের নিত্যত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই কয়টী সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে আবার ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে।

১।৩।৩৯॥ কম্পনাৎ ॥

=জগতের কম্পনহেতু

কঠোপনিষদে আছে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥—এই যে সমস্ত জগৎ, ইহা প্রাণ হইতে নিঃসৃত ; প্রাণের প্রেরণায় ইহা কম্পিত (এজিত) হয় ; উদ্যত বজ্রের ন্যায় এই প্রাণ মহৎ ভয়স্থান। যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন।"

মনে হইতে পারে—এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে বায়ু লক্ষিত হইয়াছে ; আকাশের বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র। কিন্তু তাহা নয়। এ স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত বাক্যের পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে ; মধ্যস্থলে বায়ুর কথা থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যকেও ব্রহ্মকে প্রাণ বলা হইয়াছে—"প্রাণস্য প্রাণম্।"

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"-সম্বন্ধে কঠোপনিষদের বাক্য এই —"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ—তাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্যতাপ দেন ; ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু তাঁহারই ভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।" ইহাতে বুঝা যায়—যাঁহার ভয়ে ইঁহারা (বায়ুও) নিজ নিজ কার্য্য করেন, তাঁহা হইতে ইঁহারা (বায়ুও) ভিন্ন। তাঁহারা ব্রহ্মেরই **আদেশ** পালন করেন।

"এতদ্ বিদুঃ"-ইত্যাদি। প্রাণবায়ুকে জানিলে কেহ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ ॥" সুতরাং উদ্ধৃত কঠোপনিষদ্ বাক্যে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; ব্রহ্মের ভয়েই সকলে কম্পিত।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।৪০॥ **জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥**

=জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।—এই সুষুপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়।"

এ-স্থলে জ্যোতিঃ অর্থ সূর্য্য নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম ; যেহেতু, পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই এই বাক্যটী পাওয়া যায় (দর্শনাৎ)।

১।৩।৪১॥ **আকাশঃ অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥**

=আকাশঃ (আকাশঃ অর্থ—পরব্রহ্ম) অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ (অর্থান্তরত্বাদির উল্লেখ আছে বলিয়া)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে—"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা।—আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক। নাম এবং রূপ তাহার মধ্যে অবস্থিত। তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, আত্মা।"

এ-স্থলে "আকাশ"-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে ; কেননা, "আকাশ"-শব্দে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন একটী বস্তুকে (অর্থান্তর) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মই জগতিস্থ সমস্ত বস্তুর নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। আবার, "ব্রহ্ম, অমৃত, আত্মা"-এই সকল শব্দও ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এ-স্থলে "আকাশ"-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১।৩।৪২॥ **সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥**

=সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তির এবং উৎক্রমণের অবস্থায়) ভেদেন (জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে বলিয়া)।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে আছে—“কতম আত্মা ইতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—আত্মা কোন্‌টী ? (উত্তরে বলা হইয়াছে)—এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, প্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জ্যোতির্ম্ময়।” ইহার পরে আত্মাসম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই আত্মা সংসারী আত্মা নহে, সংসারমুক্ত পরমাত্মা। কারণ, সুষুপ্তির সময়ে এবং মৃত্যুর সময়ে এই আত্মা হইতে ভিন্নভাবে জীবাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুষুপ্তিসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—“অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষিক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—এই পুরুষ প্রাজ্ঞ-আত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বাহিরের ও ভিতরের কোনও বস্তুকে জানিতে পারে না।” এই বাক্যে ব্রহ্মকে (প্রাজ্ঞ-আত্মাকে) জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার মৃত্যুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“অয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জনং যাতি—এই শারীর আত্মা (জীব) প্রাজ্ঞ-আত্মায়, (পরমাত্মায়) অনুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে।” এ-স্থলেও জীবকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রাজ্ঞ-শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্ব সূচিত করে। ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে।

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—সুষুপ্ত ও উৎক্রান্তি-এই দুই ব্যাপারে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় আলোচ্য বাক্যে ব্রহ্মকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট-ভাবে বুঝা যায়।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখে বুঝা যায়, এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

এই সূত্র ১।৩।৪১-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।৪৩॥ পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥

=ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি-প্রভৃতি শব্দ আছে বলিয়া ব্রহ্মই ঐ বাক্যের প্রতি-পাদ্য, জীব নহে।

পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে আছে—“সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ—নিখিল জগৎ তাঁহার বশীভূত, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।” ইহা হইতে বুঝা যায়—জীব এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে, ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এই সূত্রও ১।৩।৪১-সূত্রের সমর্থক।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় প্রত্যেক সূত্রেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৬। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ পাদ

১।৪।১॥ আনুমানিকমপি একেষাম্ ইতি চেৎ, ন, শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেঃ দর্শয়তি চ ॥

=আনুমানিকম্ অপি (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধানও) একেষাম্ (কাহারও কাহারও মতে—জগৎ-কারণ বলিয়া কথিত হয়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা নহে) শরীররূপকবিন্যস্ত-

গৃহীতেঃ (শরীর-সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়), দর্শয়তি চ (শ্রুতিও সাদৃশ্য বা রূপক স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন)।

এই সূত্রে সাংখ্যোক্ত প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎ-কারণত্ব-খণ্ডন-পূর্ব্বক ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেও (ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ ১।১।৫-সূত্রে) সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎ-কারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এ স্থলে পুনরায় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু এই যে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাংখ্যের প্রধান হইতেছে "অশব্দ—অবৈদিক।" এই উক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সাংখ্যের "প্রধান" অবৈদিক নহে ; কেননা, কঠ-শ্রুতিতে যে "অব্যক্ত" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই হইতেছে সাংখ্যোক্ত প্রধান (সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতিকেও "অব্যক্ত" বলা হয়)। কঠ-শ্রুতিতে যখন ইহার উল্লেখ আছে, তখন ইহা অশব্দ বা অবৈদিক হইতে পারে না। ১।৪।১ সূত্রে এই আপত্তির খণ্ডনার্থই বলা হইয়াছে—কঠ-শ্রুতির "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যের প্রধানকে (আনুমানিককে) লক্ষ্য করা হয় নাই। কঠ-শ্রুতিতে একটী রূপক উল্লিখিত হইয়াছে ; তাহাতে 'শরীরকে" রথের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাক্যে এই "শরীরকেই" "অব্যক্ত" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

কঠ-শ্রুতির রূপক-বাক্যটী এই :—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ কঠ।১।৩,৪॥

—আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়কে অশ্ব, বিষয়কে (বাহ্য জগৎকে) পথ বলিয়া জানিবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন।"

ইহার পরে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

এ-স্থলে এই কয়টী বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় :—আত্মা (জীবাত্মা বা জীব), শরীর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিষ্ণুর পরম পদ। **(ক)**

এই প্রসঙ্গেই পরে বলা হইয়াছে :—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ কঠ।১।৩।১০,১১॥

—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (বিষয়) শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে), বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহান্ আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা বিষ্ণু) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি।"

এ-স্থলে এই কয়টী বস্তু পাওয়া গেল :—ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহান্ আত্মা (জীবাত্মা বা জীব), অব্যক্ত এবং পুরুষ (বিষ্ণু)। (**খ**)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে সংযত করিয়া অগ্রসর হইলে জীব "বিষ্ণুর পরমপদ" প্রাপ্ত হইতে পারে ; বিষ্ণুর পরম পদকেই শেষ গন্তব্য-স্থল বলা হইয়াছে। ইহার পরে আর কিছু নাই—ইহাই "শেষ গন্তব্যস্থল" বলার তাৎপর্য্য।

পরের বাক্যে পূর্ব্ববাক্যোক্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবের কথা বলিয়া পুরুষকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই—সুতরাং পুরুষই শেষ গন্তব্যস্থল—ইহাই জানান হইল। ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ব্ববাক্যোক্ত "বিষ্ণুর পরমপদ" যাহা, পরবাক্যোক্ত "পুরুষও" তাহাই।

উভয়বাক্য একই প্রসঙ্গে কথিত ; সুতরাং পূর্ব্ববাক্যোক্ত ইন্দ্রিয়াদির কথাই পরবাক্যেও বলা হইয়াছে—ইহা সহজেই বুঝা যায়।

এক্ষণে পূর্ব্ববাক্যোক্ত বিষয়গুলির নামের সঙ্গে পরবাক্যোক্ত বিষয়গুলির নাম (**ক** এবং **খ** তালিকায় উল্লিখিত নাম) গুলি মিলাইলে দেখা যায়,—**ক** তালিকার "শরীর" এবং **খ** তালিকার "অব্যক্ত" ব্যতীত অন্য সমস্ত নামই এক রকম। পূর্ব্ববাক্যে উল্লিখিত বস্তুগুলিই যখন পরবাক্যেও উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—পূর্ব্ববাক্যের "শরীর" শব্দকেই পরবাক্যের "অব্যক্ত" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

সুতরাং এ-স্থলে "অব্যক্ত"-শব্দে সাংখ্যের "প্রকৃতিকে" বুঝাইতেছে না, রূপক-বাক্যে উল্লিখিত "শরীরকেই" বুঝাইতেছে। প্রকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

১।৪।২॥ **সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ ॥**

=সূক্ষ্মং তু (কিন্তু শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদর্হত্বাৎ (কারণ, তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—শরীরকেই "অব্যক্ত" বলা হইয়াছে। কিন্তু শরীর হইল স্থূল দৃশ্যমান্ বস্তু, সুতরাং সুব্যক্ত ; তাহাকে অব্যক্ত বলা সঙ্গত হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—এস্থলে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা হয় নাই, সূক্ষ্ম শরীরকেই—যে সকল সূক্ষ্মভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি, সেই সকল সূক্ষ্মভূতকেই—লক্ষ্য করিয়া "অব্যক্ত" বলা হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্ম, তাহা পরিদৃশ্যমান্ নহে—সুতরাং তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। কারণ হইতে উৎপন্ন বস্তুকে যে কারণের নামেও উল্লেখ করা হয়, তাহার প্রমাণও দৃষ্ট হয়। বেদে কোনও কোনও স্থলে "গো" শব্দদ্বারাও গাভী হইতে উৎপন্ন "দুগ্ধ"কে উদ্দেশ করা হইয়াছে—"গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্।—গাভীর সহিত সোম পাক করিবে।" এ-স্থলে "দুগ্ধ" অর্থে গাভী-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই সূত্রটী হইতেছে পূর্ব্বসূত্রের অর্থের প্রতিপাদক।

১।৪।৩।। তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ ।।

পূর্ব্ব সূত্রের অর্থে সাংখ্যবাদীরা এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন ঃ—সূক্ষ্ম শরীরকে যদি অব্যক্ত বলা যায় এবং তদনুসারে জগতের সূক্ষ্মাবস্থাকে—বীজীভূত অবস্থাকেও—যদি অব্যক্ত বলা যায়, তাহা হইলে জগতের সেই অব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত অবস্থাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে দোষ কি ? কেন না, সাংখ্যমতেও অব্যক্ত প্রধান হইতেই জগতের সৃষ্টি। সুতরাং শ্রুতিতে যে অব্যক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান।

ইহার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইতেছে - সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা (কাহারও অধীন নহে); কিন্তু শ্রুতির অব্যক্ত পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের অধীন। এই শ্রুতিপ্রোক্ত অব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করে ব্রহ্মের অধীনতায় , ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সাংখ্যমতে প্রধান কাহারও সহায়তা ব্যতীত নিজেই জগতের সৃষ্টি করে। সুতরাং শ্রুতির অব্যক্ত এবং সাংখ্যের প্রধান এক নহে বলিয়া সাংখ্যের প্রধানকে শ্রুতিপ্রোক্ত অব্যক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহার জগৎ-কর্তৃত্বও স্বীকার করা যায় না।

১।৪।৪।। জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ চ ।।

=জ্ঞেয়ত্ব+অবচনাৎ=জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ। জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এইরূপ কথা) অবচনাৎ চ (শ্রুতিতে বলা হয় নাই ; ইহাতেও অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রধান বলা যায় না)।

সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয় ; সুতরাং সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রায় এই যে—প্রকৃতিকে জানিতে হইবে। কিন্তু কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে—এইরূপ কোনও উপদেশ সেই শ্রুতিতে নাই। সুতরাং শ্রুতির "অব্যক্ত" সাংখ্যোক্ত "প্রধান" নহে।

১।৪।৫।। বদতি ইতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ।।

=বদতি (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, একথা শ্রুতি বলিয়াছেন), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না, তাহা ঠিক নহে), প্রাজ্ঞো হি (শ্রুতি যাঁহাকে জানার কথা বলিয়াছেন, তিনি হইতেছেন —প্রাজ্ঞ—ব্রহ্ম) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়)।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

—যাহা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধবৎ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর এবং ধ্রুব, তাহাকে জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।"

এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞেয় বস্তুকে "মহতঃ পরং—মহতের পর" বলা হইয়াছে ; তাহাতে সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—সাংখ্য দর্শনেও যেমন মহতের পর শব্দাদিবিহীন অব্যক্ত প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যটীও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিপ্রোক্ত অব্যক্ত-শব্দে

সাংখ্যোক্ত প্রধানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং নিচায্য-শব্দে এই অব্যক্ত প্রধানের জ্ঞেয়ত্বের কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্বের কথা যে শ্রুতি বলেন নাই, তাহা নহে ।

ইহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হয় নাই, পরন্তু পরমাত্মাকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। প্রকরণ হইতেই ইহা জানা যায়। উল্লিখিত বাক্যের পূর্ব্বে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ—পুরুষের (পরমাত্মার) পরে কিছু নাই ; তাহাই পরমা গতি।" আবার ইহাও বলা হইয়াছে—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে—ইনি (পরমাত্মা) সকল জীবের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পায়েন না।" সুতরাং এস্থলে পরমাত্মারই প্রকরণ হইতেছে এবং তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে (নিচায্য)।

আরও একটী হেতু এই যে, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলেই মোক্ষলাভ হইবে—একথা সাংখ্যদর্শনও বলেন না ; প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই উভয়কে জানিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যের মত।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রুতিপ্রোক্ত "অব্যক্ত"-শব্দে সাংখ্যোক্ত "প্রধান" বুঝায় না।

১।৪।৬ ॥ **ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥**

= ত্রয়াণাম্ এব (তিনটী বস্তুরই) চ (ও) এবম্ (এই প্রকার) উপন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্নঃ চ (এবং প্রশ্ন)।

পূর্ব্বোল্লিখিত কঠোপনিষদ্‌বাক্য যম-নচিকেতা-সংবাদ হইতে উদ্ধৃত। নচিকেতা যমকে অগ্নি, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনটী বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অব্যক্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেন নাই। উত্তরেও যম এই তিনটী বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, অব্যক্ত-বিষয়ে কোনও উত্তরের প্রয়োজন হয় নাই—সুতরাং উল্লেখও থাকিতে পারে না। এই কারণেও ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, শ্রুতিতে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হইয়াছে।

১।৪।৭॥ **মহদ্বচ্চ ॥**

= মহৎ-শব্দের ন্যায়ও।

শ্রুতিপ্রোক্ত "মহৎ" শব্দ এবং সাংখ্যপ্রোক্ত "মহৎ" শব্দ যেমন একই বস্তুকে বুঝায় না, তেমনি শ্রুতিপ্রোক্ত "অব্যক্ত" শব্দ এবং সাংখ্যপ্রোক্ত "অব্যক্ত" শব্দও একই বস্তুকে বুঝায় না।

সাংখ্যদর্শনের "মহৎ"-শব্দে প্রকৃতির প্রথম বিকার "মহত্তত্ত্বকে" (বুদ্ধিতত্ত্বকে) বুঝায়। কিন্তু শ্রুতিপ্রোক্ত "মহৎ"-শব্দ প্রকৃতির প্রথম বিকারকে বুঝায় না। কঠোপনিষদের "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" —এই বাক্যে আত্মার (জীবাত্মার) বিশেষণরূপে মহান্ (মহৎ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার, "মহান্তং বিভুমাত্মানম্" এই বাক্যে বিভু আত্মার (পরমাত্মার) বিশেষণরূপে "মহৎ" (মহান্তম্) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও স্থলেই সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুকে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্বকে)

শ্রুতিতে "মহৎ" বলা হয় নাই। তদ্রূপ, সাংখ্যদর্শনে "অব্যক্ত" শব্দ প্রকৃতিকে বুঝাইলেও, উপনিষদে কিন্তু অব্যক্ত-শব্দ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃতি অর্থে নহে।

১৷৪৷৮ ৷৷ চমসবদবিশেষাৎ ৷৷

= চমসবৎ (চমসের ন্যায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়)।

এই সূত্রও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাঁহারা বলিতে পারেন—সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি অবৈদিক নহে ; কেননা, বেদমন্ত্রে যে (অজা) শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানা স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥—একটী লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা অজা সমানরূপযুক্ত বহু সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটী অজ তাহার অনুসরণ করে। অপর একটী অজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।"

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইয়ের কথাই বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই—সাংখ্যের প্রকৃতি জন্মরহিত বলিয়া অজা ; "লোহিত"—এই অজা প্রকৃতির রজোগুণ, "শুক্ল" তাহার সত্ত্বগুণ এবং "কৃষ্ণ" তাহার তমোগুণ ; সুতরাং শ্রুতির "অজা" শব্দে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে। এই গুণময়ী অজা প্রকৃতি বহু গুণময় জীবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাংখ্যের পুরুষও জন্মবর্জ্জিত—সুতরাং অজ। যে অজ (পুরুষ) অজাকে ভোগ করে, সে হইতেছে সংসারী পুরুষ, আর যে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে, সে হইতেছে মুক্ত পুরুষ। এইরূপে দেখা যায়—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য সংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষের কথাই বলিয়াছেন ; সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অবৈদিক নহে।

সাংখ্যবাদীদের এই উক্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে যে কেবল সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে, অন্য কিছুর কথা বলা হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ, অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করিলেও অজা শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি রক্ষিত হইতে পারে। এই শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত "অজা" ও "অজের" লক্ষণগুলি বেদান্তের "প্রকৃতি" এবং 'জীব' সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে, সাংখ্যের "প্রকৃতি" এবং "পুরুষ" সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ (অবিশেষাৎ)। "চমসবৎ" বেদোক্ত চমসের ন্যায়। বেদ মন্ত্রে আছে—"চমস—

অর্ব্বাগ্‌ বিলঃ চমসঃ উর্দ্ধবুধ্নঃ—অধোদেশে গভীর এবং উর্দ্ধে উচ্চ।" চমসের এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় না—কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বস্তুকেই চমস বলা হয়। অধোদেশে গভীর এবং উর্দ্ধদিকে উচ্চ, এইরূপ যে কোনও বস্তুকেই চমস বলা যায়। তদ্রূপ, এ স্থলেও কেবল যে সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই "অজা" ও "অজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

অজা-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা বলা হইতেছে।

১।৪।৯।। জ্যোতিরুপক্রমা তু, তথা হি অধীয়ত একে ।।

=জ্যোতিরুপক্রমা তু (জ্যোতিঃ বা তেজ উপক্রমে বা প্রথমে যাহার, তাহাই অজা) তথাহি (সেই রূপই) অধীয়ত একে (বেদের এক শাখায় পঠিত হয়)।

পরমেশ্বর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজঃ, জল ও পৃথিবী)-যাহা স্থূল সৃষ্টির উপাদান, তাহাই—পূর্ব্বোল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যের "অজা"। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজঃ, জল ও অন্নের উৎপত্তির কথা বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য।"

আমাদের দৃশ্যমান্ স্থূল অগ্নির মধ্যে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম জল এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী (অন্ন)—এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতই বর্ত্তমান আছে। এই তিনটি সূক্ষ্মভূতের লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ রূপ—স্থূল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে অজা-সম্বন্ধে—লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ আছে। এখানেও (ছান্দোগ্যেও) বলা হইয়াছে—সূক্ষ্ম অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরও সেই তিনটি বর্ণ আছে। তাই বুঝিতে হইবে—এই তিনটি সূক্ষ্মভূতের বর্ণই "অজা"-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের, বা ব্রহ্মের যে শক্তি হইতে এই তিনটী সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই "অজা" বলা হইয়াছে, সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

১।৪।১০।। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।।

=কল্পনোপদেশাৎ চ (কল্পনার উপদেশ হেতু এইরূপ বলা হইয়াছে) মধ্বাদিবৎ (যেরূপ মধু-প্রভৃতি বলা হইয়াছে) অবিরোধঃ (এজন্য বিরোধ নাই)।

এই সূত্রটীও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাঁহারা বলিতে পারেন—অগ্নি, জল, অন্ন—এই তিনটীই উৎপন্ন পদার্থ—সুতরাং অজ নহে। তাহাদিগকে অজ বলা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তর এই সূত্র।

ছান্দোগ্যে আছে—"অসৌ আদিত্যো দেবমধু—এই সূর্য্য দেবগণের মধু (মধুতুল্য)।" এ-স্থলে সূর্য্যকে মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; কেননা, সূর্য্য বাস্তবিক মধু নহে। বেদের অন্যত্রও বাক্‌কে ধেনুরূপে, স্বর্গকে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তদ্রূপ এ স্থলেও তেজ-অপ-অন্নরূপা ভূতপ্রকৃতিকে অজারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাতে কোনও বিরোধও নাই।

১।৪।১১।। ন সাংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ

=ন (না), সংখ্যোপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও) নানাভাবাৎ (পার্থক্য-বশতঃ) অতিরেকাৎ চ (আধিক্যহেতুও)।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে আছে—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্যে

আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ৪।৪।১৭॥—যাঁহার মধ্যে পাঁচটী 'পঞ্চজন' এবং 'আকাশ' প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে 'আত্মা', 'ব্রহ্ম' এবং 'অমৃত' বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।" (পঞ্চজন এবং আকাশ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা পরের সূত্রে করা হইয়াছে)।

এ-স্থলে পাঁচটি পঞ্চজনের, অর্থাৎ পঁচিশটি তত্ত্বের, উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও পঁচিশটী তত্ত্বের উল্লেখ আছে—প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পুরুষ। তাহাতেই মনে করা যায় না যে—শ্রুতিতে কথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কারণ, সাংখ্যে যে পঁচিশটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহারা নানাবিধ বস্তু (নানাভাবাৎ), তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটী করিয়া একত্রে উল্লেখ করার কোনও হেতু নাই। অধিকন্তু, শ্রুতিতে পঁচিশটী পদার্থ ব্যতীতও অতিরিক্ত দুইটির উল্লেখ আছে (অতিরেকাচ্চ)—আকাশ ও আত্মা। সুতরাং উপনিষদুক্ত তত্ত্বের সংখ্যা—সাতাইশ ; তাই সাংখ্যের সহিত মিল নাই। এজন্যও সাংখ্যের প্রকৃতিকে বৈদিক বলা সঙ্গত হয় না।

আকাশাদির সৃষ্টির ক্রম দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিবৃত হইয়াছে।

১।৪।১২॥ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥

=প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ-প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্যশেষ হইতে জানা যায়)।

পূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত "যস্মিন্ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যের পরে আছে— "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ—যাঁহারা সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনের মনকে জানেন ইত্যাদি।" এ স্থলে উল্লিখিত প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন—এই পাঁচটী বস্তুই পূর্ব্ব সূত্রোক্ত পঞ্চজন-শব্দে লক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসকে পঞ্চজন বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ, এই পাঁচ বর্ণকেই পঞ্চজন বলা হইয়াছে। আচার্য্য ব্যাস বলেন—এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না ; সুতরাং বাক্যশেষ-বলে স্থির হয় যে, প্রাণাদি-অর্থেই পঞ্চজন-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

১।৪।১৩॥ জ্যোতিষা একেষামসতি অন্নে ॥

=জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেষাম্ (অন্যদিগের– কাণ্বশাখীদের) অসতি অন্নে (অন্ন-শব্দ বিদ্যমান নাই বলিয়া)।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের দুইটি শাখা আছে—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। পূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত বাক্যটি মাধ্যন্দিন শাখাতে আছে। কাণ্ব শাখাতে ঐ বাক্যটী একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে আছে—"অন্নস্য অন্নম্" এই অংশটী কাণ্ব শাখাতে নাই (অসতি অন্নে)। সুতরাং কাণ্ব শাখাতে চারিটি বস্তু পাওয়া যাইতেছে। এই শাখা-অনুসারে "পঞ্চজনা"-শব্দের ব্যাখ্যা কিরূপ হইবে

উত্তর—"জ্যোতিষা"। "জ্যোতিঃ"-দ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এই বাক্যের

পূর্ব্বে আছে—"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—দেবতাগণ তাঁহাকে জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ মনে করেন।"

"একেষাম্"—এক শাখাবলম্বীদের "অসতি অন্নে"—"অন্ন" নাই বলিয়া "জ্যোতিষা"—জ্যোতিঃদ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এই শাখার মতে পাঁচটি বস্তু হইবে—প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও জ্যোতিঃ।

১।৪।১৪॥ কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥

—কারণত্বেন চ (কারণ রূপেও) আকাশাদিষু (আকাশ-প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (অবধারিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উক্তিহেতু)।

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, তাহাও বলা হইয়াছে। আবার, সাংখ্যের প্রকৃতি বৈদিক নহে, বেদ-প্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—ইহা বলা যায় না; কেননা, বিরুদ্ধ উক্তিও দৃষ্ট হয়। যথা—

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলেন—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।" ইহা হইতে সর্ব্বপ্রথমে আকাশের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

প্রশ্নোপনিষদ্ বলেন—"স প্রাণম্ অসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্—তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা।" এ-স্থলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

ছান্দোগ্য বলেন—"তৎ তেজঃ অসৃজত—তাঁহা তেজ সৃষ্টি করিলেন।" ইহা হইতে সর্ব্ব প্রথমে তেজের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

এইরূপে সৃষ্টির ক্রমসম্বন্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, তখন এক ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহা কিরূপে বলা যায়?

এই আপত্তির উত্তরেই এই সূত্র বলিতেছেন—কারণত্বেন চ আকাশাদিষু—যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সে সকল বাক্যে আকাশাদির সৃষ্টি সম্বন্ধে ক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। তাহাতে মনে হইতে পারে—ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন; কিন্তু এইরূপ অনুমান ভ্রান্ত। যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, সকল শ্রুতিতেই তাহা বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির ক্রমসম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার বিভিন্নতা সূচিত হয় না। উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্য-সকল ব্রহ্মবাক্য সকলের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টিবর্ণনা—একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"অন্নেন সোম্য, শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য,

শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ—হে সোম্য! পৃথিবীরূপ শুঙ্গের (কার্য্যের) দ্বারা জলের অনুমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেজোমূল সতের অনুমান কর।"

শাস্ত্রে যে ফলশ্রুতি আছে, তাহাও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বলিত, অর্থাৎ মুক্তি-আদি ফল ব্রহ্মজ্ঞান-ঘটিত, অন্যজ্ঞান-ঘটিত নহে। যথা "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্," "তরতি শোকমাত্মবিৎ," "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ।

কারণ-বিষয়ক মতদ্বৈধও পরিহার্য্য; পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১।৪।১৫ ॥ **সমাকর্ষাৎ ॥**

=সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমাকর্ষণ (সম্বন্ধ) হেতু।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রথমে বলা হইয়াছে—"অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল।" এইবাক্যে নিরাত্মক অভাব-পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, ঐ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"অসন্নেব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥—যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইবে; আর যে অস্তি বলিয়া জানে, লোকে তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে" এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের বা অব্রহ্ম-ভাবের) নিন্দা করা হইয়াছে।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব" এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে—"তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে—তাহাকে সত্য বলা হয়।"

অতএব বুঝিতে হইবে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম নাম-রূপ গ্রহণ করিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। কোনও অস্তিত্বহীন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া 'অসৎ' বলা হয় নাই।

"সমাকর্ষাৎ"— উপনিষদে কোনও স্থলে জগতের কারণকে "অসৎ" বলা হইয়া থাকিলেও পরে সেই অসৎ বস্তুকেই "সমাকর্ষণ" করিয়া—তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া—তাহাকে সত্য বস্তু বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অনভিব্যক্ত ছিল, পরে অভিব্যক্ত হইয়াছে—এই বাক্যে ইহা বুঝায় না যে, জগৎ আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—"স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ—তিনি স্বসৃষ্ট ভূতের নখাগ্রপর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট"; এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, তিনিই জগতের স্রষ্টা, অধ্যক্ষ এবং তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে "স"-শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে—জগতের কর্ত্তা যদি কেহ না থাকে, কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে? শ্রুতি হইতে জানা যায়—যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি চেতন; চেতন আত্মাই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট।

পরমেশ্বর ব্রহ্ম বিকাশের কর্ত্তা হইলেও আপনা-আপনি অভিব্যক্ত হইয়াছে—এইরূপ প্রয়োগ

হইতে পারে। যেমন, অপর কেহ জমির আইল ভাঙ্গিয়া দিলেও বলা হয়, জমির আইল ভাঙ্গিয়া গেল। সৃষ্টিকর্ত্তা চেতন ব্রহ্মই। তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে "অসৎ" রূপে—"অনভিব্যক্ত" রূপে—ছিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ "অসৎ—অব্যাকৃত" ছিল—এ-স্থলে অসৎ-শব্দে সাংখ্যের "অব্যক্ত বা প্রকৃতি"—বুঝায় না ; কেননা, অচেতন প্রধান সৃষ্টবস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না।

১।৪।১৬ ॥ জগদ্বাচিত্বাৎ ॥

=জগদ্বাচী বলিয়া।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আছে—"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বা এতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ—রাজা অজাতশত্রু বালাকি-নামক ব্রাহ্মণকে বলিলেন—হে বালাকে ! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, ইহা (এই জগৎ) যাহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।" এ-স্থলে "এতৎ"-শব্দে জগৎকে বুঝাইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি এই জগতের কর্ত্তা এবং যাঁহাকে জানার উপদেশ আছে, তিনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, বা পুরুষ, না কি ব্রহ্ম ?

উত্তর—এ স্থলে যাঁহাকে জানার কথা বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম, অপর কেহ নহেন। কেন না, "তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব" একথা বলিয়া প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

"জগদ্বাচিত্বাৎ"—উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "এতৎ"-শব্দে "জগৎ"-কে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে এইরূপ—যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, কেবল এই সকল পুরুষের নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১।৪।১৭ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

=জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (বাক্যশেষে জীবের এবং মুখ্যপ্রাণের বোধক শব্দ আছে বলিয়া) ন (ব্রহ্মকে বুঝায় না). ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), তদ্ ব্যাখ্যাতম্ (এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—১।৩।৩১ সূত্রে)।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের যে বাক্যটী পূর্ব্বসূত্র-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, তাহার শেষ ভাগে জীবের লক্ষণ এবং মুখ্যপ্রাণের (প্রাণবায়ুর) লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং এ স্থলে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

১।৪।১৮॥ অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥

=অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ (অন্য অর্থে—অন্য উদ্দেশ্যে—ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই জীবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জৈমিনি বলেন) প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ অপি (প্রশ্নোত্তর দেখিলেও তাহা জানা যায়) চ (এবং) এবম্ (এইরূপ) একে (বেদের এক শাখা—বাজসনেয়ি শাখাও—বলিয়া থাকেন)।

১।৪।১৬॥-সূত্র-প্রসঙ্গে উল্লিখিত কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"এক ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল ; তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল; কিন্তু সে উত্তর দেয় নাই। যষ্টিদ্বারা প্রহার করার পরে সে উঠিল।" তাহার পরে এইরূপ প্রশ্ন আছে—"ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশয়িষ্ঠ, ক বা এতৎ অভূৎ, কুতঃ এতৎ আগাৎ –হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল ? কোথায় বা ছিল ? কোথা হইতে আসিল ?" তাহার পরে উত্তর দেওয়া হইল—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি—যখন নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখেনা, তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়।" "এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ—এই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ; প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোকসকল।" সুতরাং যেই পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য প্রশ্নোত্তরদ্বারা জীবের প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। ইহাই জৈমিনি বলেন।

অপি চ এবম্ একে—অধিকন্তু বেদের এক (বাজসনেয়ি) শাখায় স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময়-শব্দে জীবকে বুঝাইয়া জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের লক্ষণ থাকাসত্ত্বেও উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, জীবের লক্ষণ থাকাসত্ত্বেও কিরূপে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে ? এই আপত্তির উত্তরই এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

১।৪।১৯॥ **বাক্যান্বয়াৎ ॥**

=শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় করিলেও তাহাই বুঝা যায়।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্য প্রতি প্রিয় হয়।" ইহার পরে বলা হইয়াছে—পত্নী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়। পরিশেষে বলা হইয়াছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্—আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়।"

এ-স্থলে মনে হইতে পারে—আত্মা-শব্দে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; যেহেতু, জীবাত্মারই প্রীতি কল্পনা করা যায় ; পরমাত্মা বিষয়ভোগ করেন না বলিয়া পরমাত্মার প্রীতি কল্পনা করা যায়না।

এইরূপ অনুমান যথার্থ নহে। বস্তুতঃ এ-স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। "বাক্যান্বয়াৎ"—শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয় করিলেই তাহা বুঝা যায়। একথা বলার হেতু এই।

উল্লিখিত বাক্যের পূর্ব্বে আছে—মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন—"যেনাহং ন অমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যৎ এব ভগবন্ বেদ, তৎ এব মে ব্রূহি—যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিবনা, তাহাদ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।" ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকটে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং পরমাত্মার উপদেশ ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ সঙ্গত হয়না। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে—পরমাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—এই আত্মাকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয়; জীবাত্মার জ্ঞান হইতে সমস্তের জ্ঞান হইতে পারেনা।

সুতরাং এ-স্থলে আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবকে নহে।

সাংখ্যসম্মত পুরুষ (জীব) যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য নহে, তাহাই এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১।৪।২০।। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ।।

=প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ (এক-বিজ্ঞানে—আত্মার বিজ্ঞানে—সর্ব্ববিজ্ঞান—এই-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গম্ (চিহ্ন) আশ্মরথ্যঃ (ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন)।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—আত্মাকে জানিলে এই সমস্তই জানা যায়।", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা—এই সকল যাহা, তাহাই আত্মা।" ইহা হইতেছে প্রতিজ্ঞা (সাধ্যের নির্দ্দেশ)। উপক্রমে "প্রিয়"-শব্দের দ্বারা জীবাত্মার ইঙ্গিত করিয়া, দর্শন-শ্রবণাদির বিধান করায় সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। যদি জীব পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত (সর্ব্বতোভাবে) ভিন্ন হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার বিজ্ঞানে জীবাত্মার বিজ্ঞান হইতে পারেনা—সুতরাং শ্রুতির 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের' প্রতিজ্ঞাও ব্যাহত হইয়া পড়ে। তাই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির নিমিত্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদাংশের উল্লেখ পূর্ব্বক প্রস্তাবের আরম্ভ করা হইয়াছে—ইহাই আচার্য্য আশ্মরথ্য মনে করেন।

পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে—শ্রুতিবাক্যের উপক্রমে "প্রিয়"-শব্দ থাকায় জীবাত্মার উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়, পরমাত্মার উপদেশ করা হয় নাই। এই সূত্রে সেই আপত্তিরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।৪।২১।। উৎক্রমিষ্যতঃ এবম্ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ।।

=উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবম্ভাবাৎ (এইরূপ ভাব—স্বভাব—হয় বলিয়া অভেদভাব) ইতি ঔড়ুলোমিঃ (ইহা ঔড়ুলোমি-নামক আচার্য্য মনে করেন)।

আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে—জীববাচক আত্মশব্দদ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করার হেতু এই যে, জীবাত্মা যখন সাধনের ফলে নামরূপাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রান্ত (মুক্ত) হয়, তখন পরমাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে, ঐক্য

সিদ্ধ হয়। এজন্যই অভেদাংশের উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রুতি প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন (পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যায় আপত্তির উত্তর এই সূত্র)।

১।৪।২২ ॥ অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥

—অবস্থিতেঃ (জীবভাবে অবস্থানহেতু) কাশকৃৎস্নঃ (আচার্য্য কাশকৃৎস্ন বলেন)।

আচার্য্য কাশকৃৎস্ন বলেন—পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ; এজন্যই জীববাচক শব্দদ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক হয় নাই।

এই সূত্রও ১।৪।২০-সূত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর।

১।৪।২৩ ॥ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥

প্রকৃতিঃ চ (ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণও) প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু)।

ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের "প্রকৃতি—উপাদান-কারণ" এবং "চ-ও"—নিমিত্ত-কারণও। শ্রুতিবাক্যে যেরূপ "প্রতিজ্ঞা" করা হইয়াছে এবং যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে (ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই) তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম যে জগতের উভয়বিধ কারণ—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই সূত্রে বলা হইল।

১।৪।২৪ ॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥

অভিধ্যার (সঙ্কল্পের—সৃষ্টি-ইচ্ছার) উপদেশ আছে বলিয়াও।

ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্পের উল্লেখ হইতেও তাহা জানা যায়। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি কামনা করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন – আমি বহু হইব ও জন্মিব", "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।" এই দুইটী শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ।

ব্রহ্মই সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব (নিমিত্ত-কারণত্ব) এবং তিনিই বহু হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপাদানত্বও সূচিত হইয়াছে।

১।৪।২৫॥ সাক্ষাচ্চ উভয়াম্নাৎ ॥

=সক্ষাৎ চ (শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও—অন্য কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মকেই কারণরূপে গ্রহণ করিয়াও জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন)

সাক্ষাৎ চ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) উভয়াম্নাৎ (উভয়ের—উৎপত্তির এবং প্রলয়ের) আম্নাৎ (কথন হইতে)।

ছান্দোগ্যে আছে—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং

প্রতি অস্তং যন্তি—এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।” এ-স্থলে আকাশ=ব্রহ্ম। যাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি এবং যাহাতে যে বস্তু লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই যে সে-বস্তুর উপাদান—ইহা প্রসিদ্ধ। যেমন ধ্যান্যাদি উদ্ভিদের উপাদান পৃথিবী।

“সাক্ষাৎ”—অন্য উপাদানের উল্লেখ নাই, কেবল আকশেরই (ব্রহ্মেরই) উল্লেখ আছে। সুতরাং আকাশই (ব্রহ্মই) জগতের উপাদান। উপাদান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুতে কার্য্যের লয় দৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ, এ-স্থলেও তাহাই দেখান হইল।

১।৪।২৬॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥

আত্মকৃতেঃ (নিজেকে নিজে জগদ্রূপে) পরিণামাৎ (পরিণত করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ)।

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ বা প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতেছেন—এই সূত্রে।

“তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত—ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি করিলেন (আত্মকৃতেঃ)—জগৎ-রূপে পরিণত করিলেন (পরিণামাৎ)।”

এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার (ব্রহ্মের) কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়ই দেখা যাইতেছে। “আত্মানম্ ইতি কর্ম্মত্বং স্বয়ম্ অকুরুত ইতি কর্ত্তৃত্বম্।” তিনি যে অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন বলিয়া তিনিই জগতের উপাদান-কারণ।

ইহাও ১।৪।২৩-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৪।২৭॥ যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥

=যোনিঃ (উপাদান-কারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত হয়েন)।

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি (জগতের উপাদান-কারণ এই সূত্রে সেই বিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতেছেন।

যোনি-শব্দের অর্থ—প্রকৃতি, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। শ্রুতিও বলেন—“পৃথিবী যোনিঃ ওষধিবনস্পতীনাম্—পৃথিবী হইতেছে ওষধি এবং বনস্পতি প্রভৃতির যোনি (উৎপত্তিস্থান)।”

ব্রহ্মই যে জগতের যোনি, শ্রুতি তাহাই বলেন (যোনিশ্চ হি গীয়তে)। মুণ্ডক-শ্রুতিতে আছে—“কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্—তিনি কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম এবং যোনি।” আরও বলা হইয়াছে—“যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—ধীরব্যক্তিগণ সেই ভূতযোনি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।” সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদন-কারণ।

এই সূত্রও ১।৪।২৩-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচক।

১।৪।২৮॥ এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥

=এতেন (ইহাদ্বারা—প্রধান-কারণবাদ-নিরসনের দ্বারা) সর্ব্বে (অন্য সমস্ত বেদবিরুদ্ধবাদ) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল—নিরসিত হইল) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল—নিরসিত হইল)।

"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"-এই ১।১।৫-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১।৪।২৭-সূত্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক সাংখ্যোক্ত প্রধান-কারণবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। খণ্ডনের কারণ এই যে, শ্রুতিতে এরূপ অনেক কথা আছে, যাহা দেখিলে বিচার-বুদ্ধিহীন সাধারণ লোক মনে করিতে পারে— এই সকল শ্রুতিবাক্য সাংখ্যমতের পরিপোষক—সুতরাং সাংখ্যমত অবৈদিক নহে। এমন কি, দেবলাদিকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রেও সাংখ্যমত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, সূত্রকার সাংখ্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন, সাংখ্যমত যে অবৈদিক, তাহা বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন এবং ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন।

কেহ বলিতে পারেন—কেবল সাংখ্যমতের খণ্ডনের দ্বারাই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারেনা। যেহেতু, বৈশেষিক-দর্শন বলেন—পরমাণুই জগতের কারণ। এইরূপ অন্য মতও আছে বা থাকিতে পারে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ।" শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা সাংখ্যমত যে ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, সেই ভাবে বৈশেষিক-মত-আদিরও খণ্ডন করা হইয়াছে—বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ বৈশেষিক-আদি দর্শনের মতও যে অবৈদিক, শ্রুতি-প্রমাণে তাহাও দেখান যায়। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটী পাদেই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব-প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

৭। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদ

২।১।১।। স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

=স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ (সাংখ্যমত উপেক্ষিত হইলে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ জন্মে, অর্থাৎ স্মৃতির সার্থকতা থাকেনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—তাহা হয় না) অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ (অন্য স্মৃতির অনবকাশরূপ— অসার্থকতারূপ— দোষ হয় বলিয়া)।

কপিল—ঋষি। তাঁহার প্রণীত শাস্ত্র—সাংখ্যদর্শনও স্মৃতি। কপিলাদির প্রণীত স্মৃতির মত গ্রহণ না করিলে স্মৃতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়, ইহা দোষের—অসঙ্গত। ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তর এই যে, সাংখ্যমত গ্রহণ করিলে বেদব্যাস-মনু-প্রভৃতির রচিত স্মৃতিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়—ইহাও দোষের, অসঙ্গত।

সকল স্মৃতি এক রকম নহে। কতকগুলি স্মৃতি আছে বেদানুগামিনী, আবার কতকগুলি

বেদানুগামিনী নহে। বেদের প্রমাণই সকল প্রমাণের উপরে। অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং যে সকল স্মৃতি বেদানুগামিনী নহে, বেদের সহিত তাহাদের বিরোধ স্বাভাবিক। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে প্রমাণ-বিচার-প্রসঙ্গে জৈমিনি বলিয়াছেন—"যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটে, সে-স্থলে স্মৃতির প্রমাণ অগ্রাহ্য।" যে সকল স্মৃতি বেদানুগামিনী, সে-সকল স্মৃতির প্রমাণ্য আছে। সাংখ্যমত বেদবিরোধী বলিয়া তাহার অনাদরে দোষ হয় না। বেদব্যাস-মনু-আদির স্মৃতি বেদানুগামিনী বলিয়া এই সকল স্মৃতির অনাদরই অসঙ্গত।

এই সূত্রে বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

২।১।২॥ ইতরেষাঞ্চ অনুপলব্ধেঃ॥

=ইতরেষাং চ (অন্য দ্রব্যগুলিরও) অনুপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয় না বলিয়া)।

সাংখ্যস্মৃতিতে "প্রধান" ব্যতীতও প্রধানের পরিণামভূত মহত্তত্ত্বাদির উল্লেখ আছে ; কিন্তু লোকে বা বেদে সাংখ্য-পরিকল্পিত মহত্তত্ত্বাদির কথা অপ্রসিদ্ধ ; মহত্তত্ত্বাদি অপ্রমাণ্য। মহত্তত্ত্বাদি অপ্রামাণ্য বলিয়া তাহাদের মূল "প্রধানও" অপ্রমাণ্য।

যদিও কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে "মহৎ"-শব্দের কথা শুনা যায়, সেই "মহৎ" যে সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব নহে, তাহা পূর্ব্বে ১।৪।১ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২।১।৩॥ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥

=এতেন (ইহাদ্বারা—এই প্রকারে) যোগঃ (যোগদর্শন) প্রত্যুক্তঃ (প্রতিষিদ্ধ হইল)।

যে-সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইল, সে-সকল যুক্তিতেই যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

যোগশাস্ত্রেও প্রধান ও প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্বাদির কথা আছে ; কিন্তু এ-সমস্ত বেদে বা লোকে প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

যোগশাস্ত্রের যে অংশ বেদসম্মত, সেই অংশ অবশ্য অগ্রাহ্য নয়।

২।১।৪॥ ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥

=ন (না, ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না) বিলক্ষণত্বাৎ (ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণত্ব—ভিন্ন লক্ষণ—আছে বলিয়া) অস্য (ইহার—জগতের বৈলক্ষণ্য) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে জানা যায়)।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন—ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ ; কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ ; সুতরাং ব্রহ্মের স্বভাব হইতে জগতের স্বভাব ভিন্ন (বিলক্ষণ)। উপাদান এবং উপাদান হইতে উৎপন্ন বস্তু—এই

উভয়ের স্বভাব বা লক্ষণ এক রকমই হইয়া থাকে। জগৎ ও ব্রহ্মের স্বভাব যে ভিন্ন, তাহা শ্রুতিও বলেন (শব্দাৎ)—"বিজ্ঞানম্ চ অবিজ্ঞানম্ চ—ব্রহ্ম বিজ্ঞান, জগৎ অবিজ্ঞান।" এজন্য ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।

ইহা পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে স্মৃতিঘটিত যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

২।১।৫॥ অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥

=অভিমানিব্যপদেশঃ (অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ) তু (শঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের প্রবেশ থাকায়)।

এই সূত্রে বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষেরই আর একটী যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তিটী এই। যদি বলা হয়, জগতে অচেতন বলিয়া প্রতীয়মান বস্তুকেও শ্রুতিতে চেতনের ধর্ম্মযুক্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন—"মৃদব্রবীৎ আপোঽব্রুবন্—মৃত্তিকা বলিয়াছিল, জল বলিয়াছিল", "তত্তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত—তেজ আলোচনা করিল, জল আলোচনা করিল"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ভূত-সমূহকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ—সে সকল প্রাণ (ইন্দ্রিয়) আপন-আপন শ্রেষ্ঠতারক্ষার্থ বিবাদ করিল, পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল", "তে হ বাচমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়—তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমাদের নিমিত্ত সাম গান কর"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রিয়গণকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম ও জগতের সমান-লক্ষণই সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা হইলে (বিরুদ্ধবাদীর) উত্তর এই যে—

"অভিমানিব্যপদেশঃ"—যেস্থলে মৃত্তিকা, জল, ইন্দ্রিয়াদির চেতন-ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে ঐ চেতন-ধর্ম্ম বস্তুতঃ মৃত্তিকাদির নহে, পরন্তু তত্তদভিমানিনী দেবতার। শ্রুতিতে মৃত্তিকাদির অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ আছে। "বিশেষ" ও "অনুগতি" হইতে ইহা বুঝা যায়। "বিশেষ"= প্রভেদ। জগতে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ আছে; শ্রুতিতেও এইরূপ প্রভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু চেতন—সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সম-লক্ষণ-বিশিষ্ট—হইতে পারে না। "অনুগতি"—বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন অভিমানিনী দেবতা অনুগত (অনুপ্রবিষ্ট) হইয়া আছেন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদিতেও ইহার উল্লেখ আছে।

এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্ম চেতন বস্তু, জগৎ অচেতন বস্তু; সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।

এই সূত্রও পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

২।১।৬॥ দৃশ্যতে তু ॥

=কিন্তু দৃষ্ট হয় (এক বস্তু হইতে আর একটী বস্তু উৎপন্ন হইলে, উৎপাদক বস্তু এবং উৎপন্ন বস্তু-এই উভয়ের ভিন্ন লক্ষণ কিন্তু দেখা যায়)।

দেখা যায়—চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখ-কেশাদির উৎপত্তি হয়। অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উদ্ভব হয়। সুতরাং চেতন হইতে কেবল চেতনেরই উৎপত্তি হইবে এবং অচেতন হইতে কেবল অচেতনেরই উদ্ভব হইবে—এইরূপ কোনও নিয়ম নাই! কোনও বস্তু এবং তাহার বিকার—এই উভয় যদি সর্ব্বতোভাবে একরূপ লক্ষণবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে বিকারত্বই সিদ্ধ হয় না। কোনও বস্তু এবং তাহার বিকার—এই উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও থাকে, কিছু অসাদৃশ্যও থাকে। ব্রহ্ম এবং তদুৎপন্ন জগৎ—এই উভয়ের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে এবং অসাদৃশ্যও আছে। সাদৃশ্য হইতেছে—অস্তিত্ব বিষয়ে; ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব আছে, তদুৎপন্ন আকাশাদিরও অস্তিত্ব আছে। আর, অসাদৃশ্য—ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন।

ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মও একমাত্র শাস্ত্র-সাপেক্ষ। যাহা শাস্ত্র-সাপেক্ষ, শাস্ত্রের দ্বারাই তাহা নির্ণীত হয়, অনুমানাদিদ্বারা তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। বেদের এই প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইবে।

বিরুদ্ধবাদীদের পূর্ব্বসূত্রদ্বয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে।

২।১।১৭॥ অসৎ ইতি চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥

=অসৎ (অস্তিত্ব হীন), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—তাহা বলা যায় না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (যেহেতু, উহা নিষেধমাত্র)।

চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্মকে যদি অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ "অসৎ—অস্তিত্বহীন" ছিল, কেননা, শুদ্ধ ও চেতন ব্রহ্মের মধ্যে অশুদ্ধ ও অচেতন জগৎ থাকিতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ "অসৎ—অস্তিত্বহীন-ছিল," ইহা বলা যায় না। কার্য্যরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল। কার্য্যরূপের অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণরূপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২।১।১৮ ॥ অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ॥

=অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎ (কার্য্যবৎ—কারণেরও কার্য্যের ন্যায় অশুদ্ধি-আদি) প্রসঙ্গাৎ (প্রসঙ্গবশতঃ) অসমঞ্জসম্ (অসামঞ্জস্য হয়)।

ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে অন্য এক আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তাহা এই। প্রলয়কালে কার্য্যরূপ এই অশুদ্ধ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন, কার্য্যরূপ জগতের

অশুদ্ধি-আদি দোষ কারণরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মেও সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা সঙ্গত হয় না।

ইহাও পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

২।১।৯॥ **ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥**

=ন (না), তু (কিন্তু) দৃষ্টান্তভাবাৎ (দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া)।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত অসামঞ্জস্যের অবকাশ নাই। শুদ্ধ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত অশুদ্ধ জগৎ তাহার কারণ ব্রহ্মকেও অশুদ্ধ করিবে—ইহা বলা যায় না। কেননা, কারণে লয় প্রাপ্ত বস্তু স্বীয় দোষে কারণকে যে দূষিত করে না—এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন-ধর্ম্মবিশিষ্ট—তাহাদের আকারাদি বিভিন্ন, কার্য্যকারিতাদি বিভিন্ন; কিন্তু তাহারা যখন মৃত্তিকার সহিত লয় প্রাপ্ত হয়, তখন মৃত্তিকাতে তাহাদের আকারাদি বা কার্য্যকারিতাদি সঞ্চারিত হয় না। স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার গলিয়া যখন আবার স্বর্ণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন স্বর্ণকে স্বীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট করে না। তদ্রূপ, প্রলয়কালে জগৎও স্বীয় কারণ ব্রহ্মকে নিজের ধর্ম্মবিশিষ্ট করে না। কার্য্য যদি স্বধর্ম্মের সহিতই কারণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে লয়ই বলা চলে না।

সুতরাং বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি বিচারসহ নয়।

২।১।১০॥ **স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥**

=স্বপক্ষ-দোষও হয়।

সাংখ্যবাদীরা ব্রহ্ম-কারণবাদীদের যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করেন, তাঁহাদের যুক্তি অনুসারে সেই সমস্ত দোষ তাঁহাদের প্রধান-কারণবাদেও দৃষ্ট হয়।

বেদান্তবাদীদের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা দুইটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ব্রহ্ম ও জগতের লক্ষণ ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। (২) প্রলয়ের সময় জগৎ যখন ব্রহ্মে লীন হয়, তখন ব্রহ্মের মধ্যে জগতের অশুদ্ধি-আদি দোষ সঞ্চারিত হওয়ার কথা; কিন্তু তাহা হয় না।

এই সূত্র বলিতেছেন—উক্ত দুইটী দোষ সাংখ্যের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। (১) সাংখ্য বলেন—প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি; কিন্তু প্রকৃতির ও জগতের লক্ষণ বিভিন্ন। জগতের শব্দ-স্পর্শাদি গুণ আছে; প্রকৃতির সে সমস্ত নাই। (২) সাংখ্য বলেন—প্রলয়ে জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়; তাহা হইলে জগতের শব্দ-স্পর্শাদি গুণও প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হওয়ার কথা; কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

সুতরাং বেদান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা যে দুইটী দোষের উল্লেখ করেন, সেই দুইটী দোষ যখন সাংখ্যমতেও থাকিতে পারে, অথচ তাঁহারা যখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন বেদান্তের বিরুদ্ধে সেই দুইটী দোষের উল্লেখও তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না।

২।১।১১ ॥ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ, এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ ॥

=তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি (তর্কদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়া শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্যায় হইলেও) অন্যথা (অন্যরূপ) অনুমেয়ম্ (তর্ক অবলম্বনীয়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) এবম্ অপি (ইহাতেও) অবিমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ (তর্কের মোচন বা বিরাম হইতে পারে না বলিয়া)।

তর্কের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়া শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের অবতারণা সঙ্গত না হইলেও, যদি কেহ বলেন, অন্যরূপে এমন তর্কের অবতারণা করা যায়, যাহা বিচলিত হইবার নহে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—তাহাতেও তর্কের অবকাশ দূরীভূত হইতে পারে না। কেননা, যদি বলা যায়—খ্যাতনামা কপিল সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার মত (সাংখ্যমত) তর্ক-প্রতিষ্ঠিত (অকাট্য), তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—তাহাও (সাংখ্যমতও) প্রতিষ্ঠিত নয় ; কেননা কপিল, কণাদ, গৌতম, ইঁহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেরই মাহাত্ম্য সর্ব্ববিদিত, অথচ তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়—তাঁহাদের পরস্পরের মতের সম্বন্ধে পরস্পরের আপত্তি আছে।

শাস্ত্রগম্য বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

২।১।১২ ॥ এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥

=এতেন (ইহাদ্বারা—প্রধান-কারণবাদের নিরসনের দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অপি (মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ যে সকল মত স্বীকার করেন নাই, সেই সকল মতও—পরমাণুকারণবাদাদিও) ব্যাখ্যাতাঃ—(ব্যাখ্যাত – নিরাকৃত – হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে)।

২।১।১৩ ॥ ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥

=ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ভোক্তৃবিষয়ে আপত্তি—ভোক্তা ও ভোগ্য এইরূপ) অবিভাগঃ (ভেদ থাকে না) চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কেহ উত্থাপিত করেন, তাহার উত্তর এই যে) স্যাৎ লোকবৎ (লৌকিক জগতে এইরূপ দেখা যায়)।

সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন—ব্রহ্ম হইতেই যদি জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্মময়। তাহা হইলে ভোক্তা এবং ভোগ্য– এইরূপ বিভাগ জগতে থাকিতে পারে না ; কিন্তু এইরূপ বিভাগ তো দৃষ্ট হয়। সুতরাং কিরূপে ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন ?

ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—"স্যাৎ লোকবৎ।" যদিও ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতেই জগতের উৎপত্তি, তথাপি ভোক্তা-ভোগ্য বিভাগ হইতে বাধা নাই। লৌকিক জগতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সমুদ্রের জল হইতে ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিভিন্ন স্বভাবও দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইলেও জীব ও জগতের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্য এইরূপ বিভাগ থাকিতে পারে।

২।১।১৪॥ তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।।

=তদনন্যত্বম্ (তাহা হইতে অভেদ—ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণ-শব্দাদি হইতে তাহা জানা যায়)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্—হে সোম্য! একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সকল মৃণ্ময় বস্তুকে জানা যায়, ঘটাদি মৃদ্বিকারও মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। বিকার-বস্তু-সমূহের নাম বাক্যারম্ভণ মাত্র।" (এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পরে বিবৃত হইবে)।

মৃত্তিকাজাত ঘট-শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, মৃত্তিকাই যেমন তাহাদের উপাদান, তদ্রূপ, এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান। পারমার্থিক বিচারে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন।

২।১।১৫॥ ভাবে চোপলব্ধেঃ ।।

=ভাবে (অস্তিত্ব থাকিলে) চ (ই) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয়)।

কারণের বিদ্যমানতা থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়; কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্যের জ্ঞান হয় না। এই হেতুতেও কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন।

ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহাই এই সূত্রেও দেখান হইল।

২।১।১৬॥ সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।।

=সত্ত্বাৎ চ (অস্তিত্ববশতঃও) অবরস্য (পশ্চাৎকালীন দ্রব্যের—কার্য্যের)।

উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কার্য্য কারণরূপে বিদ্যমান থাকে। শ্রুতিতেও জগৎ-রূপ কার্য্যের সদাত্মরূপে বর্ত্তমান থাকার কথা আছে। এই হেতুতেও কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে। কার্য্যরূপ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

২।১।১৭॥ অসদ্ব্যপদেশাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।।

=অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ—অস্তিত্বহীন—বলা হইয়াছে বলিয়া) ন, (না—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিলনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা বলা সঙ্গত হয় না) ধর্ম্মান্তরেণ (অন্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিল) বাক্য-শেষাৎ (বাক্যের শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা জানা যায়)।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল।" ইহাতে কেহ বলিতে পারেন—"সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না।" কিন্তু ইহা ভুল। কেন না, ঐ শ্রুতি-বাক্যের শেষে আছে—"তৎ সৎ আসীৎ।" এ-স্থলে "তৎ"-শব্দে—যাহাকে পূর্ব্বে "অসৎ" বলা হইয়াছে, সেই জগৎকে বুঝায় এবং তাহাকেই এই বাক্যশেষে "সৎ" বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না—ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, নাম-রূপে অভিব্যক্ত ছিল না, ইহা বলাই উদ্দেশ্য।

এই সূত্রেও বলা হইল—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল। সেই কারণ—ব্রহ্ম।

২।১।১৮॥ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥

=যুক্তেঃ (যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায়—কার্য্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বেও তাহা কারণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে) শব্দান্তরাৎ চ (অন্য শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়)।

এ-স্থলেও কার্য্য-কারণের অভিন্নতা- সুতরাং জগৎ-রূপ কার্য্যের সহিত তাহার উপাদান-কারণ-রূপ ব্রহ্মের অভিন্নতা—প্রদর্শিত হইয়াছে।

২।১।১৯॥ পটবচ্চ ॥

=পটের (বস্ত্রের) দৃষ্টান্তেও তাহা বুঝা যায়।

সুতা ও কাপড়—কার্য্য ও কারণ—একই বস্তু। কার্য্য কারণাতিরিক্ত নহে। এই সূত্রেও দেখান হইল—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

২।১।২০॥ যথা চ প্রাণাদি ॥

=চ (এবং) যথা (যেমন) প্রাণাদি (প্রাণাদি)

দেহস্থিত প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণের বৃত্তি প্রাণায়ামের সময় রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র কারণভাবে বিদ্যমান থাকে; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়। উভয় অবস্থাতেই তাহারা বস্তুত: একই বস্তু। রুদ্ধ অবস্থার মূল কারণ প্রাণের সহিত তাহার কার্য্যভূত অপানাদি যেমন অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যও কারণের সহিত অভিন্ন—যদিও তাহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন।

এই সূত্রও পূর্ব্ব সূত্র কয়টীর সমর্থক।

২।১।২১॥ ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ।

=ইতরব্যপদেশাৎ (অন্যের—জীবের—উল্লেখ আছে বলিয়া) হিতাকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ (হিতের অকরণরূপ দোষের সম্ভাবনা হয়)।

এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

শ্রুতিতে আছে—"ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া অবিকৃতভাবে সৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিলেন।" "তিনি আলোচনা করিলেন—আমি জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপের প্রকাশ করিব।" ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্মই জীবরূপে বিরাজমান। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে জীবকেই জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীবই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীব নিজের হিতই করিত, কখনও নিজের অহিত করিত না। কিন্তু দেখা যায়, জীবের জন্ম-মৃত্যু-জরা প্রভৃতি আছে। নিজে কি কেহ নিজের জন্য জন্ম-মৃত্যু-জরাদি অহিতকর বস্তুর সৃষ্টি করে? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না।

২।১।২২॥ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥

=অধিকম্ তু (কিন্তু ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক) ভেদনির্দ্দেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া)।

ইহা পূর্ব্ব সূত্রের উত্তর। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন জীব হইতে অধিক। এজন্য পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত হিতের অকরণাদি-দোষের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। শ্রুতি যদি জীবকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতেন, তাহা হইলেই ঐ সকল দোষ হইত ; শ্রুতি কিন্তু ব্রহ্মকেই জগতের কর্ত্তা বলেন। ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। জীবে যে সকল ধর্ম্ম আছে, ব্রহ্মে সেই সকল ধর্ম্ম নাই।

এই সূত্রও ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-বাচক।

২।১।২৩॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥

=অশ্মাদিবৎ (প্রস্তরাদির ন্যায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (দোষের সম্ভাবনা নাই)।

পৃথিবীর বিকার—প্রস্তর। সকল প্রস্তরেরই পৃথিবীত্ব আছে, অথচ সকল প্রস্তর এক রকম নহে—মূল্যে, গুণে, বর্ণে, বৈচিত্রীতে তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। একই মাটীতে উপ্ত বীজ-সমূহ হইতে নানা রকমের বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ; তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফল, গন্ধ, রস, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একই অন্নরস হইতে রক্তাদি ও কেশ-রোমাদি নানাবিধ বস্তুর উদ্ভব হয়। তদ্রূপ একই ব্রহ্মের জীবত্ব প্রাজ্ঞত্ব এবং অন্যান্য অনেক ভেদ থাকিতে পরে। সুতরাং পূর্ব্ব পক্ষ-কল্পিত দোষের অবকাশ নাই।

এই সূত্রও জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্তৃত্ব-নির্ণায়ক।

২।১।২৪॥ উপসংহারদর্শনাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, ক্ষীরবৎ হি।

=উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান-সংগ্রহ দেখা যায় বলিয়া) ন (না—ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না,-তাহা বলা সঙ্গত হয়না) ক্ষীরবৎ হি (দুগ্ধের ন্যায়ই)।

এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের একটা আপত্তির উল্লেখ এবং তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

আপত্তিটী এই ঃ—ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে কুম্ভকারকে মৃত্তিকা, জল, চক্র, দণ্ড প্রভৃতি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় ; নচেৎ ঘট প্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু বেদান্তমতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন একাকী ; তাঁহার কোনওরূপ উপকরণ ছিল না। উপকরণব্যতীত ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন ? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—"ক্ষীরবৎ হি।" দুগ্ধ যেমন কোনও উপকরণের সহায়তা ব্যতীতই দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও কোনওরূপ উপকরণের সাহায্য ব্যতীতই জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন।

যদি বলা যায়—দুগ্ধে আতঞ্চন (দম্বল) না দিলে তাহা দধিরূপে পরিণত হয় না ; সুতরাং দম্বলরূপ উপকরণের প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর এই—দুগ্ধ নিজেই দধিরূপে পরিণত হওয়ার

যোগ্যতা ধারণ করে ; দম্বল কেবল শীঘ্রতা জন্মায়, দুগ্ধকে দধিরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করে না ; যেহেতু, দম্বল জলকে বা বাতাসকে দধিরূপে পরিণত করিতে পারে না। দুগ্ধের মধ্যেই দধি-রূপে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে। ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্ম অপর কোনও শক্তির বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। স্বীয় বিচিত্র শক্তির যোগেই ব্রহ্ম বিচিত্ররূপে পরিণত হইতে পারেন।

২।১।২৫॥ দেবাদিবদপি লোকে ॥

=দেবাদিবৎ অপি (দেবতাদের ন্যায়ও) লোকে (জগতে—দেখা যায়)।

পূর্ব্ব সূত্রের উক্তিতে আপত্তি হইতে পারে যে—দুগ্ধ অচেতন পদার্থ ; উপকরণ ব্যতীতও তাহা দধিরূপে পরিণত হইতে পারে ; অচেতন জলও উপকরণ ব্যতীত তুষারে পরিণত হইতে পারে—ইহা না হয় স্বীকার করা যায়। কিন্তু কোনও চেতন বস্তু উপকরণের সহায়তা ব্যতীত কিছু প্রস্তুত করিতে পারে না। চেতন কুম্ভকার চক্রাদি-উপকরণ ব্যতীত ঘটাদি প্রস্তুত করিতে পারে না। চেতন ব্রহ্ম উপকরণ ব্যতীত কিরূপে জগতের সৃষ্টি করিবেন ?

এই আপত্তির উত্তরেই বলা হইয়াছে—"দেবাদিবৎ অপি লোকে।" উপকরণের সহায়তা ব্যতীতও যে চেতন বস্তু পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয়। দেবতাগণ, ঋষিগণ উপকরণ ব্যতীত রথ, প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন বলিয়া বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি হইতে জানা যায়। মাকড়সা অন্য উপকরণ ব্যতীতও স্বীয় দেহ হইতে তন্তুজাল বিস্তার করে। শুক্র ব্যতীতও বলাকা গর্ভ ধারণ করে। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম যে উপকরণ ব্যতীত জগতের সৃষ্টি করিতে পারেন না, এইরূপ আপত্তির কোনও মূল্য নাই।

২।১।২৬॥ কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা ॥

=কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা হয়) নিরবয়বত্ব-শব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব—এই শব্দের ব্যতিক্রম হয়) বা (অথবা)।

এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—কোনও উপকরণের সহায়তা ব্যতীতও ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন। তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। ব্রহ্ম নিরবয়ব ; নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেছেন—অংশশূন্য। তিনি যদি জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন ; তাঁহার অংশ যখন নাই, তখন আংশিকভাবে তিনি জগৎ হইয়াছেন, অপর অংশ ব্রহ্মরূপেই রহিয়াছেন, এইরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মের জগৎ-রূপে পরিণতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মরূপ আর থাকে না। ব্রহ্মরূপ যদি না থাকে, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে তাঁহাকে দেখার এবং জানার উপদেশ আছে, তাহাও নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, দৃশ্যমান্ জগদ্রূপে পরিণত ব্রহ্মের দর্শনাদির জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, তাহার দর্শনাদির জন্য উপদেশেরও কোনও সার্থকতা নাই। আবার, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন স্বীকার করিলে, "ব্রহ্ম অজর,

অমর”-ইত্যাদি বাক্যও মিথ্যা হইয়া পড়ে, কেননা, দৃশ্যমান্ জগৎ “অজর, অমর” নহে। এই সকল দোষের পরিহারার্থে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলেও নিরবয়বত্ব-বাচক-শব্দের সার্থকতা থাকে না।

এই সমস্ত কারণে ব্রহ্মই যে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

২।১।২৮॥ **শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥**

= শ্রুতেঃ (শ্রুতির) তু (কিন্তু) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দই মুল বলিয়া)।

পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বসূত্রোল্লিখিত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে। এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও জগতের অতিরিক্ত অবস্থায়ও থাকেন। শ্রুতি বলেন—

“তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

—যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা; পরন্তু ব্রহ্ম এই সমুদয় হইতে জ্যেষ্ঠ বা অধিক। এই সমস্ত ভূত (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড) তাঁহার একপাদ মহিমা; অপর তিনপাদ অমৃত এবং দিব্যলোকে অবস্থিত।”

শ্রুতি বলেন—“সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—সেই (সৎস্বরূপা) দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আমি এই জীবাত্মরূপে উল্লিখিত (তেজঃ, জল ও পৃথিবী ভূতত্রয়াত্মক) এই দেবতাত্রয়ে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।” এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতির কথা জানা যায়।

শ্রুতি আরও বলেন—“তাঁহার স্থান হৃদয়ে এবং তিনি সৎসম্পন্ন হয়েন” এই বাক্যে অবিকৃত ব্রহ্মের কথা জানা যায়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে, সুষুপ্তিকালের “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—হে সোম্য! জীব তখন সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়)”—এই বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য; কিন্তু শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ সমস্ত কারণে স্বীকার করিতেই হইবে যে—অবিকৃত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন।

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হয় না। ব্রহ্ম শব্দমুলক—শব্দ-প্রমাণক, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহেন। ব্রহ্মের নিরবয়বতা এবং তাঁহার একাংশে জগতের অবস্থান—এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—দেশ-কাল-নিমিত্তাদি-ভেদে মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদিও বহু বিচিত্র ও বিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদিত করিয়া থাকে। এই সকল শক্তির বৈচিত্র্যও উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে

পারে না। এই অবস্থায়, অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ যে শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত জানা যাইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও জগদতীতরূপেও বর্ত্তমান থাকেন ; সুতরাং কৃৎস্ন-প্রসঙ্গ-দোষ কল্পিত হইতে পারে না।

২।১।২৮ ॥ **আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥**

=আত্মনি চ (আত্মাতেও) এবং (এইরূপ) বিচিত্রাঃ (নানাপ্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়)।

প্রশ্ন হইতে পারে—এক এবং অসহায় ব্রহ্মে অনেক আকারের সৃষ্টি হয়, অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা এক ; স্বপ্নকালে তাহাতেও রথ, পথ, অশ্ব প্রভৃতি অনেক আকার সৃষ্ট হয় ; অথচ আত্মার স্বরূপ অবিকৃত থাকে। তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধ আকারের সৃষ্টি হয়, অথচ ব্রহ্মের স্বরূপ অবিকৃত থাকে।

২।১।২৯ ॥ **স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥**

=স্বপক্ষদোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)।

সাংখ্যবাদীরা কৃৎস্ন-প্রসক্তি আদি যে সমস্ত দোষের কথা বলেন, সে সমস্ত দোষ তাঁহাদের প্রধান-কারণ-বাদেও আছে। যে সমস্ত দোষ নিজপক্ষেও আছে, সে সমস্ত দোষ দেখাইয়া পরপক্ষের সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত নয়।

২।১।৩০ ॥ **সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥**

=সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিসম্পন্না—সেই পরম-দেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন) চ (ও) তদ্দর্শনাৎ (শ্রুতিতে পরম দেবতার সর্ব্বশক্তিযুক্তত্বের কথা দৃষ্ট হয় বলিয়া)।

পরম-দেবতা ব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো-হবাক্যানাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

সুতরাং বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগতের উৎপত্তি অসম্ভব বা অযুক্ত নহে।

২।১।৩১ ॥ **বিকরণত্বাৎ ন, ইতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥**

=বিকরণত্বাৎ (ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া। করণ—ইন্দ্রিয়) না (না—তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকিতে পারেনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তদুক্তম্ (ইহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)।

এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি এই যে—ব্রহ্মের কোনও ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন সৃষ্টি-আদির শক্তি তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে?

কিন্তু শ্রুতি বলেন—তাঁহার হস্ত-পদ নাই, অথচ তিনি গমন করিতে এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ চক্ষু নাই, অথচ দেখেন, কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥"

এইরূপে দেখা যায়—ইন্দ্রিয়-বিহীন ব্রহ্মও সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত হইতে পারেন ; সুতরাং ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে।

২৷১৷৩২ ॥ ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥

= ন (না—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (যাঁহার কোনও প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনিই কার্য্য করেন বলিয়া)।

যাঁহার কোনও প্রয়োজন থাকে, অভাব থাকে, প্রয়োজন-সিদ্ধির বা অভাব-পূরণের জন্য তাঁহাকেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ব্রহ্ম হইতেছেন আপ্তকাম, তাঁহার কোনও প্রয়োজন বা অভাব নাই ; তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না।

ইহা পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

২৷১৷৩৩ ॥ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥

= লোকবৎ তু (কিন্তু লোকে যেরূপ দেখা যায়) লীলাকৈবল্যম্ (কেবলমাত্র লীলা)।

কোনও প্রয়োজন বা অভাব ব্রহ্মের নাই সত্য। প্রয়োজন বা অভাব পূরণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন না। ইহা তাঁহার লীলামাত্র। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও রাজা বা রাজ-আমাত্যগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

২৷১৷৩৪ ॥ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥

= বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে (সৃষ্ট জগতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য—নিষ্ঠুরতা—দৃষ্ট হয়) ন (না—ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না) সাপেক্ষত্বাৎ (অন্যবস্তুর অপেক্ষা আছে বলিয়া বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা দৃষ্ট হয়) তথা হি (সেইরূপই) দর্শয়তি (শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়)।

ব্রহ্মে বৈষম্যও নাই, নিষ্ঠুরতাও নাই। সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট জগতে এই দুইটী বস্তু থাকিতে পারে না। কিন্তু জগতে দেখা যায়—দেবতা, পশু, পক্ষী, মানুষ ইত্যাদি নানাপ্রকার জীব আছে ; তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য। আবার দেবতারা অত্যন্ত সুখী, পশু-পক্ষীরা অত্যন্ত দুঃখী, মানুষ মধ্যাবস্থ ; অবস্থারও অনেক বৈষম্য। দুঃখবিধান করাতে এবং জীব সংহার করাতে নির্দ্দয়তাও দেখা যায়। বৈষম্যময় এবং নির্দ্দয়তাপূর্ণ জগতের সৃষ্টি সমদর্শী এবং পরম নির্ম্মল ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং এতাদৃশ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না।

উল্লিখিতরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—ব্রহ্মে বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা নাই। কর্ম্মফল অনুসারেই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়, সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্ম্মফলের অপেক্ষা

রাখে; জীবের কর্ম্মফলই বৈষম্য ও সুখ-দুঃখাদির হেতু; ইহার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের নহে। মেঘের বারিবর্ষণে যবাদি-শস্যের উৎপত্তি হয়; কিন্তু বীজাদির শক্তি-আদির বৈচিত্র্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের শস্যাদি উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্মফলবশতঃই বৈষম্যাদি উৎপন্ন হয়। মেঘের ন্যায় ব্রহ্ম হইতেছেন সৃষ্টির সাধারণ কারণ; আর বীজের শক্তির ন্যায় জীবের বৈচিত্র্যময় কর্ম্মফল হইতেছে সুখ-দুঃখাদি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ।

কর্ম্মফল অনুসারেই যে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়; সুতরাং জগতে বৈষম্যাদি দেখিয়া অনুমান করা সঙ্গত হয় না যে, ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা নহেন।

২।১।৩৫॥ ন কর্ম্মাবিভাগাৎ, ইতিচেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ॥

=ন কর্ম্ম (না—কর্ম্ম বৈষম্যের হেতু হইতে পারে না) অবিভাগাৎ (সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব-ব্রহ্মে, বিভাগ ছিলনা) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়), ন (না, তাহা বলা সঙ্গত হয় না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু, সংসার অনাদি)।

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, শরীরাদি বিভাগ ছিলনা, অর্থাৎ জীব পৃথক্ দেহে অবস্থিত ছিল না। কর্ম্ম করে জীব। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব পৃথক্ দেহে অবস্থিত না থাকায় তাহার পক্ষে কর্ম্ম করাও সম্ভব নয়; সুতরাং তখন জগতে কোনও বৈষম্যও থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং জীবের কর্ম্মফল-বশতঃই জগতের বৈষম্যাদি—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষের উক্তি।

ইহার উত্তরেই বলা হইতেছে—পূর্ব্বপক্ষের উল্লিখিতরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়; কেন না, সৃষ্টির পূর্ব্ব বলিয়া কিছু নাই; সৃষ্টি অনাদি—বীজ এবং অঙ্কুরের ন্যায়। বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুরোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে বীজ। অনাদি কাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যেরও হেতুহেতুমদ্ভাব বর্ত্তমান। সৃষ্টির বৈষম্য যে কর্ম্মবশতঃ, ইহা অসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে।

২।১।৩৬॥ উপপদ্যতে চ উপলভ্যতে চ॥

=উপপদ্যতে চ (সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ হয়) উপলভ্যতে চ (শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও জানা যায়);

সৃষ্টির এবং কর্ম্মের অনাদিত্ব-প্রতিপাদক এইসূত্র।

২।১।৩৭॥ সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ চ॥

=সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের সঙ্গতিবশতঃও।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—ইহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি সমস্ত ধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদী প্রভৃতির যত রকম আপত্তি থাকিতে পারে, শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা তৎসমস্তের খণ্ডন পূর্ব্বক ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ

এই দ্বিতীয় পাদেও সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব স্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বেও তো সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডন করা হইয়াছে ; আবার কেন ? ইহার উত্তর এই :—

নিজপক্ষ-সমর্থনার্থ সাংখ্যাদি-মতাবলম্বীরা কতকগুলি বেদান্ত-বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন—এই সকল বেদান্তবাক্য তাঁহাদের মতের সমর্থক ; কিন্তু তাহা যে সঙ্গত নয়, তাহাই পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। নিজেদের মতের সমর্থনে তাঁহারা ব্রহ্ম-কারণ-বাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত করেন, সে-সমস্ত আপত্তিও যে বিচার-সহ নহে, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যাদি-মতের যে সকল দোষ আছে, তাহা পূর্ব্বে দেখান হয় নাই ; তাঁহাদের সমস্ত যুক্তিও পূর্ব্বে খণ্ডিত হয় নাই। তাই, এই দ্বিতীয় পাদে সে-সমস্ত দোষাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

দোষাদি প্রদর্শনের হেতু এই যে, সাংখ্যাদি-মতের প্রবর্ত্তকদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যদি কেহ নির্ব্বিচারে তাঁহাদের মতের গ্রহণ ও অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অকল্যাণ হইতে পারে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পথে তাঁহার বিঘ্ন জন্মিতে পারে। তাই জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই দোষাদি-প্রদর্শনও আবশ্যক।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রগুলির অর্থ-প্রসঙ্গে যেরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ এবং যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই পাদে বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনাত্মক সূত্রগুলি সম্বন্ধে সেইরূপ করা হইবে না ; কেবলমাত্র সূত্রের মর্ম্ম,—কোনও কোনও স্থলে বা সূত্রের মর্ম্ম প্রকাশ না করিয়াও সূত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহাই—প্রকাশ করা হইবে। কেননা, ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদান্ত-সূত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা জানাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোনও সূত্রে যদি ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু বলা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই প্রকাশ করা হইবে।

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের সূত্রগুলি উল্লিখিত হইতেছে।

২।২।১॥ রচনানুপপত্তেশ্চ ন অনুমানম্ ॥

=রচনানুপপত্তেঃ চ (রচনা—বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি—অসিদ্ধ বা অসম্ভব হয় বলিয়াও) ন অনুমানম্ (অচেতন প্রধানের জগৎ-কারণত্বের অনুমানও অসিদ্ধ)।

চেতনের প্রেরণাব্যতীত অনন্ত-বৈচিত্র্যময় এবং সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াও প্রধানের জগৎ-কারণত্ব অসিদ্ধ।

এই সূত্রেও সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে।

২।২।২॥ প্রবৃত্তেশ্চ ॥

=প্রবৃত্তিরও উপপত্তি হয় না।

জগৎ-সৃষ্টি দূরে, সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্তিও অচেতন প্রধানের থাকিতে পারে না।

২।২।৩॥ পয়োঽম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি ॥

=পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ এবং জলের ন্যায়) চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তত্রাপি (সে-স্থলেও)।

দুগ্ধ যেমন আপনা-আপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল যেমন স্বভাববশে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, তেমনি প্রধানও পুরুষার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনা-আপনি প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নয়। কেননা, দুগ্ধের এবং জলের প্রবর্ত্তনেও চেতনের নিমিত্ততা আছে। দুগ্ধের প্রবর্ত্তন বৎসের অধীন, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। দুগ্ধের দৃষ্টান্তে জলের প্রবর্ত্তনও চেতনাধীন বলিয়া অনুমিত হয়।

২।২।৪॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ ॥

=ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায়—অবস্থিতির অনুপপত্তি হেতু) চ (ও) অনপেক্ষত্বাৎ (সৃষ্টিকার্য্যে প্রধান অন্যের অপেক্ষা রাখে না বলিয়া)।

সাংখ্যমতে বস্তু দুইটী—পুরুষ এবং প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা)। পুরুষ কিন্তু উদাসীন—কাহাকেও প্রবৃত্তও করে না, নিবৃত্তও করে না। প্রধান অন্যের অপেক্ষাও রাখে না। এই অবস্থায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রধানের স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রলয়-কালে প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয় কেন? সুতরাং প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

২।২।৫॥ অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

=অন্যত্র (অন্য স্থলে) অভাবাৎ চ (না-হওয়াতেও) ন (না) তৃণাদিবৎ (তৃণাদির ন্যায়)।

তৃণাদি যেমন আপন স্বভাবে দুগ্ধাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপন-স্বভাবে মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়—এই যুক্তিও সঙ্গত নয়; কেন না, তৃণ গাভীকর্তৃক ভক্ষিত না হইলে দুগ্ধে পরিণত হয় না।

২।২।৬॥ অভ্যুপগমেঽপি অর্থাভাবাৎ ॥

=অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিয়া লইলেও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব হেতু)।

আপন স্বভাববশতঃ প্রধান মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সাংখ্যকারের দোষ থাকিয়া যায়—প্রতিজ্ঞাহানি দোষ জন্মে।

২।২।৭॥ পুরুষাশ্মবৎ ইতি চেৎ তথাপি ॥

=পুরুষাশ্মবৎ (পুরুষ এবং অশ্ম—চুম্বকের ন্যায়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তথা অপি (তাহাতেও)।

চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করে, কিম্বা অন্ধ পুরুষ দর্শন-শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষের সান্নিধ্যে যেমন অন্যত্র যাইতে পারে, তদ্রূপ প্রধানও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ স্বত: কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে—এইরূপ যদি বলা হয়, তাহাতেও দোষ থাকিয়া যায়।

২।।২৮।। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥

=অঙ্গিত্ব স্বীকার করা হয় না বলিয়াও প্রধানের দ্বারা জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

২।২।৯ ॥ অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ ॥

=অন্যথা অনুমিতৌ (অন্যরূপ অনুমান করিলে) চ (ও) জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ (চৈতন্য-শক্তি মাই বলিয়া প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না)।

২।২।১০।। বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ ॥

=বিপ্রতিষেধাৎ চ (বিরোধ আছে বলিয়াও) অসমঞ্জসম্ (সাংখ্যমত অসামঞ্জস্যময়)।

পূর্ব্বোল্লিখিত **২।২।১ হইতে ২।২।১০** পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে সাংখ্যের প্রধান-কারণ-বাদ খণ্ডন করিয়া পরবর্ত্তী **২।২।১১ হইতে ২।২।১৭** পর্য্যন্ত সাতটী সূত্রে **বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ** খণ্ডন করা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী **২।২।১৮ হইতে ২।২।৩২** পর্য্যন্ত পনরটী সূত্রে **বৌদ্ধদর্শনের সর্ব্ববিনাশবাদ** খণ্ডন করা হইয়াছে। তাহার পরে, ২।২।৩৩ হইতে ২।২।৩৬ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে **দিগম্বর-জৈনমতের** এবং ২।২।৩৭ হইতে ২।২।৪১ পর্য্যন্ত পাঁচটী **সূত্রে সেশ্বর সাংখ্যমত বা পাশুপত মত** এবং পরবর্ত্তী ২।২।৪২ হইতে ২।২।৪৫ পর্য্যন্ত চারিটী সূত্রে **ভাগবত-মত খণ্ডন** করা হইয়াছে (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে)। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—২।২।৪২-৪৩ সূত্র ভাগবত-মত সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ এবং ২।২।৪৩-৪৫ সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, বেদান্তসূত্রে ভাগবত-মত খণ্ডিত হয় নাই, বরং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপে সাংখ্যাদি-মতের অবৈদিকতা এবং অযৌক্তিকত্ব দেখাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ শেষ করা হইয়াছে।

৯। বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ

শ্রুতিতে বিভিন্নভাবে উৎপত্তির প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোনও কোনও শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, আবার কোনও শ্রুতিতে তাহা নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে, আকাশ উৎপন্ন হয় নাই।

বায়ুর উৎপত্তিসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়। কোনও শ্রুতি বায়ুর উৎপত্তির কথা বলেন, কোনও শ্রুতি বা বলেন না।

জীব এবং প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়।

এই সমস্তের সৃষ্টির ক্রম এবং কোনও কোনওটীর সংখ্যা সম্বন্ধেও নানাবিধ বাক্য শ্রুতিতে

দৃষ্ট হয়। কোনও শ্রুতিতে প্রথমে আকাশ, তাহার পরে তেজের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। আবার কোনও শ্রুতিতে আগে তেজের, তারপর আকাশের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। কোনও শ্রুতি বলেন—প্রাণ সাতটী, কোনও শ্রুতি বলেন—ততোঽধিক।

বিরুদ্ধমতের খণ্ডনের সময়, পরস্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বলিয়া এই সকল বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই। সেই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—সে-স্থলে যখন সৃষ্টিসম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বাক্যগুলি গৃহীত হয় নাই, তখন সৃষ্টি-বিষয়ে সেইগুলি উপেক্ষারই যোগ্য। এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ আরম্ভ করা হইয়াছে। এ-স্থলে আপাতঃদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বাক্যগুলির সমন্বয়মূলক সমাধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিভিন্ন বাক্যের সমালোচনা পূর্ব্বক ২।৩।১ সূত্র হইতে ২।৩।৭ সূত্র পর্য্যন্ত সাতটী সূত্রে ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি এবং ২।৩।৮ সূত্রে বায়ুর উৎপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ২।৩।৯ সূত্রে বলা হইয়াছে—আত্মা অজ, আত্মার উৎপত্তি নাই। তাহার পরে ২।৩।১০-সূত্রে তেজের (অগ্নির), ২।৩।১১-সূত্রে জলের এবং ২।৩।১২-সূত্রে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আকাশাদির সৃষ্টির ক্রমের কথাও বলা হইয়াছে। প্রথমে আকাশের, তারপর আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর (ক্ষিতির) সৃষ্টি হইয়াছে।

২।৩।১৩-সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকর্ত্তৃকই সমস্ত সৃষ্টি।

২।৩।১৪-সূত্রে বলা হইয়াছে—যেই ক্রমে ভূতসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে তাহাদের লয় হয়।

২।৩।১৫-সূত্রে বলা হইয়াছে—পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি।

২।৩।১৬-সূত্রে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বিষয় বলা হইয়াছে। জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। ভৌতিক দেহে জীবাত্মার সংযোগকেই জন্ম বলে এবং ভৌতিক দেহ হইতে জীবাত্মার বিয়োগকেই মৃত্যু বলে।

২।৩।১৭-সূত্রে জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে।

ইহার পরে এই পাদের অবশিষ্ট সূত্রগুলিতে, ২।৩।১৮-সূত্র হইতে ২।৩।৫৩-পর্য্যন্ত, জীবের তত্ত্বাদির কথা বলা হইয়াছে। জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে পরে এই সূত্রগুলি আলোচিত হইবে।

১০। বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রাণ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন-শ্রুতিবাক্যের সমাধানপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

২।৪।১-সূত্র হইতে ২।৪।৪-সূত্র পর্য্যন্ত চারিটী সূত্রে দেখান হইয়াছে—আকাশাদির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি আছে (প্রাণ = ইন্দ্রিয়)।

২।৪।৫ এবং ২।৪।৬ এই সূত্রদ্বয়ে প্রাণের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে—সংখ্যা একাদশ।

২।৪।৭-সূত্রে বলা হইয়াছে – প্রাণ অণুপরিমিত, সূক্ষ্ম।

২।৪।৮-সূত্রে বলা হইয়াছে—মুখ্যপ্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

২।৪।৯-সূত্রে বলা হইয়াছে—এই মুখ্যপ্রাণ ভৌতিক বায়ু নহে, ভৌতিক বায়ুর বিকারও নহে, ইন্দ্রিয়সমূহের পুঞ্জীভূত সাধারণ ব্যাপারও নহে। ইহা একটী পৃথক্ তত্ত্ব।

২।৪।১০-সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যেমন ইহ-শরীরে কর্ত্তা ও ভোক্তা, মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে ; তাহা চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ। জীব যেমন চক্ষুরাদিদ্বারা ভোগবান্, তেমনি মুখ্যপ্রাণের দ্বারাও ভোগবান্।

২।৪।১১-সূত্রে বলা হইয়াছে –চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান-ক্রিয়ার কারণ, মুখ্যপ্রাণ সেইরূপ কারণ না হইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে।

২।৪।১২-সূত্রে বলা হইয়াছে—মনের যেমন চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুকূল পাঁচটী বৃত্তি আছে, তদ্রূপ মুখ্যপ্রাণেরও পাঁচটী বৃত্তি আছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

২।৪।১৩-সূত্রে বলা হইয়াছে –অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্যপ্রাণও অণু—সূক্ষ্ম।

২।৪।১৪-সূত্রে বলা হইয়াছে—প্রাণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজেদের শক্তিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না ; অগ্নি আদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেরণাতেই স্ব-স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়।

২।৪।১৫ এবং ২।৪।১৬-সূত্রে বলা হইয়াছে—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই প্রাণসমূহের সম্বন্ধ—জীবেরই ভোক্তৃত্ব, দেবতার নহে।

২।৪।১৭ হইতে ২।৪।১৯ পর্য্যন্ত তিনটী সূত্রে বলা হইয়াছে—মুখ্যপ্রাণ হইতেছে অন্য একাদশ প্রাণ (ইন্দ্রিয়) হইতে একটী পৃথক্ পদার্থ।

২।৪।২০ ॥ **সংজ্ঞা-মূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥**

= সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-ক্৯প্তিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ (ত্রিবৃৎকর্ত্তার) উপদেশাৎ (শ্রুতিতে কথিত আছে বলিয়া)।

বিভিন্ন প্রকার জীবের নাম এবং রূপ – এই সমস্তই ত্রিবৃৎকারী (স্থূল ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। জীব এ-সমস্তের কর্ত্তা নহে। শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

এই সূত্রেও ব্রহ্মেরই নাম-রূপের কর্ত্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

২।৪।২১ সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবদেহের মাংসাদিও ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতে (ভূমিজাত অন্নাদি হইতে) জন্মে। ভুক্তদ্রব্যের স্থূল ভাগ মলরূপে নির্গত হয়, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মায়, সূক্ষ্মভাগ (চরম-সার)

মনের পোষণ করে। মূত্র, রক্ত, প্রাণ—এসমস্ত জল-ধাতুর কার্য্য বা বিকার। অস্থি, মজ্জা, বাক্যেন্দ্রিয় —এসমস্ত তেজো-ধাতুর কার্য্য বা বিকার ইত্যাদি।

২।৪।২২-সূত্রে বলা হইয়াছে—তেজ, জল, পৃথিবী—এই তিনটী বস্তুর মিলনেই বস্তু ত্রিবৃৎকৃত হয়। সুতরাং তেজের মধ্যেও জল এবং পৃথিবী আছে, জলের মধ্যেও তেজ এবং পৃথিবী আছে এবং পৃথিবীর (ক্ষিতির) মধ্যেও তেজ এবং জল আছে। এই অবস্থায় জলকে তেজ বা পৃথিবী না বলিয়া জল বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—ত্রিবৃৎকৃত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তেজ-আদি তিনটী ভূত থাকিলেও ত্রিবৃৎকৃত যে বস্তুতে তেজ-আদির মধ্যে যাহার আধিক্য, তাহার নামেই ত্রিবৃৎকৃত বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন ত্রিবৃৎকৃত জলের মধ্যে তেজ ও পৃথিবী অপেক্ষা জলের ভাগ বেশী বলিয়া তাহাকে জল বলা হয়। অন্যান্য ত্রিবৃৎকৃত বস্তু সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

ইহাই চতুর্থ পাদের শেষ সূত্র।

১১। বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রার্থ-তাৎপর্য্য

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অনুসরণেই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বেদান্ত-সূত্রসমূহের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে—নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্ব্বক সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই—প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত একটী সূত্রেও সবিশেষত্বের প্রতিকূল কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ-বাচক "জন্মাদ্যস্য যতঃ", এই ১।১।২ সূত্রে তিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

১২। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদ

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মোট সাতাইশটী সূত্র। এই কয়টী সূত্রেই জীবের পরলোক গমনের এবং পরলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পাদে কিছু বলা হয় নাই।

১৩। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ

দ্বিতীয় পাদে মোট একচল্লিশটী সূত্র। তন্মধ্যে ৩।২।১ সূত্র হইতে ৩।২।১০ সূত্র পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে জীবের স্বপ্নাবস্থার ও মূর্চ্ছাবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

ইহার পরে প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ হইতেছে এই— সুষুপ্তি-কালে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘটে ; তখন জীবের দোষাদি ব্রহ্মকে স্পর্শ করে কিনা ? পরবর্ত্তী ৩।২।১১ সূত্রে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

৩।২।১১ ॥ ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥

=ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ানুসারে) অপি (ও), পরস্য (পরব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গং (উভয়ভাব) সর্ব্বত্র হি (সকল স্থলেই)।

রামানুজ। জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ন্যায় পরব্রহ্মেও অবস্থা-গত কোনও দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে। জাগরণাদি-স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃও পরব্রহ্মে কোনওরূপ দোষ স্পর্শ হয় না (ন স্থানতোঽপি) ; কেন না, সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে তাঁহার (পরব্রহ্মের) উভয় লিঙ্গ—নির্দ্দোষগুণে (অপ্রাকৃত গুণে) সগুণ-ভাব এবং হেয়গুণাভাবে (প্রাকৃতগুণাভাবে) নির্গুণভাব, এই উভয় লিঙ্গ—দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝিতে হইবে—তিনি সগুণ হইলেও নিত্যনির্দ্দোষ-গুণসম্পন্ন ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা থাকিতেই পারে না।

এস্থলেও ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-গুণসম্পন্ন বলায় তাঁহার সবিশেষত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রটীর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার পদচ্ছেদ এইরূপঃ—স্থানতঃ অপি (উপাধি-সংযুক্ত অবস্থাতেও) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ এই উভয়রূপ) ন (নহেন) ; হি (যেহেতু) সর্ব্বত্র (সমস্ত শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ আছে)।

তাৎপর্য্য এই। শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বোধক এবং নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক-এই উভয়রূপ বাক্যই আছে ; কিন্তু উপাধি-সংযোগেও ব্রহ্ম উভয়রূপী নহেন ; যেহেতু, সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই হইতেছে ব্রহ্মের একরূপত্ব—নির্ব্বিশেষরূপত্ব।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

১৪। ন স্থানতোঽপি ইত্যাদি ৩।২।১১ ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীব উপাধ্যুপগমাৎ সম্পদ্যতে, তস্য ইদানীং স্বরূপং শ্রুতি-বিশেষেণ নির্ধার্য্যতে—সুষুপ্তি-আদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, ইদানীং শ্রুতি-প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইতেছে (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের সম্পাদিত গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্ত-বাগীশ কৃত অনুবাদ।”

এই ভাষ্যোপক্রম-বাক্য-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—

ক। বেদান্তসূত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্যাসদেব ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, জগতের উপাদান-

কারণও ব্রহ্ম এবং নিমিত্ত-কারণও ব্রহ্ম। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—সুষুপ্তি-আদি অবস্থায় যে ব্রহ্মের সহিত জীব সম্পন্ন হয়, এক্ষণে সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই ব্রহ্ম কি পূর্ব্বপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম ব্যতীত অপর এক ব্রহ্ম? পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের সহিতই যদি সুষুপ্তি-আদি অবস্থায় জীব সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার তত্ত্ব তো পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, এখন আবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু কি? যদি এই ব্রহ্ম পূর্ব্বপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম না হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি একাধিক? একাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ।

খ। এই সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রকয়টীতে জীবের সুষুপ্তি-আদি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—তত্তৎ অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পন্ন হয়। ইহার পরে স্বাভাবিক ভাবে একটী আশঙ্কা জাগিতে পারে এই যে, সম্পন্ন অবস্থায় জীবের দোষাদি ব্রহ্মে সংক্রামিত হয় কিনা। এই আশঙ্কার নিরাকরণের জন্যই একটী সূত্রের অবতারণা স্বাভাবিক। শ্রীপাদ রামানুজও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু তদ্রূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্য সূত্রের অবতারণা না করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য সূত্রের অবতারণা করিলে বুঝা যায়—জীব যে ব্রহ্মের সহিত সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম হইতেছেন এক পৃথক্ ব্রহ্ম, পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম নহেন। ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও এই এক দ্বিতীয় ব্রহ্মের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ব্রহ্ম একাধিক থাকিতে পারেন না।

গ। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুষুপ্তি-অবস্থায় যে ব্রহ্মের সহিত জীব সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ হয়েন, তাহা হইলেও সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ, এই দুই ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, অথবা একই ব্রহ্মের সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ-এই দুই রূপের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন – ব্রহ্মের সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ—এই দুই ভাব নাই, ব্রহ্ম সর্ব্বদা একরূপই এবং সেই রূপ হইতেছে নির্ব্বিবশেষ।

ব্রহ্ম যদি বাস্তবিক নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে?

ঘ। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত-একথা এপর্য্যন্ত ইঙ্গিতেও ব্যাসদেব কোথাও বলেন নাই। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে বা ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলেন নাই। এই অবস্থায়, প্রকরণের সহিত সঙ্গতিহীন ভাবে, এবং পূর্ব্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধভাবে, হঠাৎ আবার ব্রহ্মের নিবির্বশেষত্ব প্রতিপাদক একটী সূত্রের অবতারণা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

ঙ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“ন তাবৎ স্বত এব পরস্য উভয়-লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে—পর ব্রহ্মের স্বতঃ উভয়-লিঙ্গতা—সবিশেষত্ব ও নিবির্বশেষত্ব—যুক্তিসঙ্গত হয় না।”

কেননা—"ন হি একং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চ ইতি অভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ—একই বস্তু স্বতঃই রূপাদি-বিশিষ্ট এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিহীন, ইহা স্বীকার করা যায় না ; যেহেতু, এই দুইটী ভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—একই বস্তুর সবিশেষত্ব এবং নির্বিবশেষত্ব সকল স্থলে পরস্পর বিরোধী নহে। যে লোক বধির (শ্রবণ-শক্তিহীন), সেই লোকও দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্ম যে মায়িক রূপ-গুণাদিহীন—সুতরাং মায়িক রূপগুণাদি সম্বন্ধে নির্বিবশেষ, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-স্থিতা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত রূপগুণাদি যে তাঁহাতে আছে—সুতরাং অপ্রাকৃত রূপগুণাদি-বিষয়ে তিনি যে সবিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই (১।১।৩৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তি বিচার-সহ বলিয়া মনে হয় না।

চ। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—"অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যে এবং এতাদৃশ অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই, পরন্তু তাঁহার প্রাকৃত-গুণহীনত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই (১।১।৩৪-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও (১।২।৫৫-৬১ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

ছ। শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থ "স্থানতঃ" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধি-যোগাদিতি—পৃথিবী-আদি উপাধির যোগবশতঃ।" অর্থাৎ মায়িক উপাধিযুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ নহেন। ইহাদ্বারা তিনি বলিতে চাহেন, ব্রহ্মের সহিত মায়িক উপাধির যোগও হয়। ইহা কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ ; কেননা, পরব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিরুপাধিক (১।১।৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

জ। ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলোচ্য সূত্রে তিনি আবার ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন মনে করিতে গেলে, ইহাও মনে করিতে হয় যে—তিনি ব্রহ্মকে একবার সবিশেষ এবং আর একবার নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তাহাও তিনি বলেন নাই। যদি বলা যায়, "সর্বত্র হি"-বাক্যে তিনি বলিয়াছেন, সকল শ্রুতিই ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। ইহাও বিচারসহ নহে ; কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রগুলির সমর্থক শ্রুতিবাক্যগুলিও সবিশেষত্ব-বাচক ; সুতরাং সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক, তাহা বলা সঙ্গত হয় না।

তাহা হইলে বুঝা গেল—পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত সবিশেষত্বের খণ্ডন না করিয়াই যেন ব্যাসদেব এই সূত্রে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিতেছেন। ইহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যাসদেবের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ। সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছেন—ইহা বিশ্বাস করা যায় না ; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়ের অতীত।

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। (১।২।২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গতও নয়, ব্যাসদেবের পূর্ব্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ। পরন্তু শ্রীপাদ রামানুজ যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গত এবং ব্যাসদেবের পূর্ব্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরও অবিরোধী।

এ সমস্ত কারণে, আলোচ্য সূত্রের যে অর্থ শ্রীপাদ রামানুজ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ব্যাসদেবের সম্মত বলিয়া গ্রহণীয়।

৩।২।১২ ॥ ভেদাদিতি চেৎ, ন, প্রত্যেকমতদ্‌বচনাৎ ॥

=ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য থাকায়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না), প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রুতিতে) অতদ্‌বচনাৎ (সেইরূপ উক্তি নাই বলিয়া)।

রামানুজ। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের একটী আপত্তির উল্লেখপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

আপত্তিটী এই। পূর্ব্ব-সূত্রের অর্থে বলা হইয়াছে—সুষুপ্ত-আদি অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত দোষের স্পর্শ হইতে পারে না। ইহার প্রতিবাদে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন—জীব স্বভাবতঃ অপহত-পাপ্মাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহাদি সম্বন্ধ বশতঃ তাহার পাপাদি দোষের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হইলেও অন্তর্য্যামিত্বরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাঁহাতেও দোষের স্পর্শ হইতে পারে (ভেদাৎ ইতি)।

এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—"ন, প্রত্যেক্‌মতদ্‌বচনাৎ।"—না, তাহা হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যেক শ্রুতিতেই ব্রহ্মের দোষ-স্পর্শহীনতার কথা বলা হইয়াছে, দোষের সহিত ব্রহ্মের স্পর্শের কথা কোনও শ্রুতিই বলেন নাই।"

এইরূপ অর্থের সমর্থক শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌', 'য আত্মনি তিষ্ঠন্‌' ইত্যাদিষু প্রতিপর্য্যায়ং 'স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ' ইত্যন্তর্য্যামিনঃ অমৃতত্ব-বচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ব্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-প্রতিষেধাৎ।—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ', 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করতঃ', ইত্যাদি প্রত্যেক পর্য্যায়েই (তুল্যার্থক বাক্যেই), 'তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এইরূপে অন্তর্য্যামীর 'অমৃতত্ব' নির্দ্দেশদ্বারা তত্তৎস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে নিয়মকারী পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ দোষসম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।" অধিকন্তু, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, "পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতম্‌॥ এই৩।২।৪॥ ব্রহ্মসূত্রেই" প্রতিপাদিত হইয়াছে। "জীবস্য তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্‌, ইতি 'পরাভিধ্যানাৎতু তিরোহিতম্‌' ইত্যত্রোক্তম।"

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রটীকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন, প্রত্যেকমতদ্‌বচনাৎ ॥

"ন"-এই একটী শব্দ এস্থলে অধিক থাকিলেও তাহাতে সূত্রার্থের কোনওরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং ইহাতে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তিটী আরও বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য এইরূপ :—

ন (না—পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ—একরূপ—বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না) ভেদাৎ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না, তাহা বলা সঙ্গত হয় না) প্রত্যেকমতদ্‌বচনাৎ (প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্ব্বিশেষ কথা আছে বলিয়া)।

শ্রুতিতে কোনও স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, কোনও স্থলে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম ষোড়শ-কলাত্মক, ইত্যাদি। এইরূপে ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়া থাকিলেও উপাধিভেদেই ব্রহ্মের এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হয়। উপাসনার জন্যই এইরূপ ভেদের উপদেশ, স্বরূপতঃ ভেদ নাই। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক, নির্ব্বিশেষ।

ইহাও পূর্ব্ব (৩।২।১১) সূত্রের অনুবৃত্তিমাত্র, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৪ অনুচ্ছেদের মন্তব্য শ্রীপাদ শঙ্করের এই সূত্রের অর্থসম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

পূর্ব্ব (৩।২।১১) সূত্রে শ্রীপাদ রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মে কোনওরূপ দোষের স্পর্শ হয় না; আর শ্রীপাদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্ম একরস, নির্ব্বিশেষ। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়টী সূত্রে তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।২।১১ সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে (১।২।১৪ অনুচ্ছেদে), শ্রীপাদ শঙ্করের পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্য সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযোজ্য।

৩।২।১৩ ॥ অপি চ এবম্ একে ॥

=অপি চ (আরও) এবম্ (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ—বেদের এক শাখা—বলেন)।

রামানুজ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই দেহে অবস্থান করিলেও কোনও কোনও বেদশাখা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—জীবেরই দোষের সহিত সম্বন্ধ হয়, পরমাত্মার দোষ-সম্বন্ধ হয় না। প্রমাণরূপে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—বেদের কোনও কোনও শাখা ভেদ-দর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। প্রমাণরূপে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩।২।১৪ ॥ অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

=অরূপবৎ এব হি (ব্রহ্ম রূপরহিতের তুল্যই) তৎপ্রধানত্বাৎ (তাহারই প্রাধান্যহেতু)।

রামানুজ। পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি-শরীরে অবস্থান করিলেও রূপরহিতের তুল্যই, শরীরাধিষ্ঠান-বশতঃ জীবের যেমন কর্ম্মবশ্যতা জন্মে, শরীরাধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেইরূপ কর্ম্মবশ্যতা (কর্ম্মদোষ-

স্পর্শ) হয় না। কেননা, তিনিই প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মই জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্ব্বাহক। "আকাশো হ নামরূপয়ো র্নির্ব্বাহিতা, তে যদন্তরা, তদ্‌ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য)—আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম!" এই শ্রুতি প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নামরূপ-জনিত কোনওরূপ কার্য্যদ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট নহেন, সুতরাং তাঁহার নামরূপ-নির্ব্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম যে রূপাদি-রহিত, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য, তিনি রূপাদিমান্—এইরূপ স্থির করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি তৎপ্রধান—নিরাকার-ব্রহ্মপ্রধান।

তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতির "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম," "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" "আকাশো হ বৈ নামরূপয়ো র্নির্ব্বাহিতা" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায়। সাকারত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি উপাসনা-বিধি-প্রধান।

১৫। অরূপবদেব হি ইত্যাদি ৩।২।১৪ ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের "অরূপবৎ"-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই শব্দটী কি বতিচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন, না কি মতুপ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন, তাহাই বিবেচ্য। বতিচ্-প্রত্যয় হয় তুল্যার্থে—"ঔপম্যে বতিচ্—তেন তুল্যং ক্রিয়া চেৎ বতিঃ।" আর মতুপ্-প্রত্যয় হয় অস্ত্যর্থে—"তদস্যাস্মিন্ বাস্তি মতুপ্—তৎ অস্য অস্তি, তৎ অস্মিন্ অস্তি বা—তাহা ইহার আছে বা তাহা ইহাতে আছে—এই দুই অর্থে প্রতিপাদিকের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় হয়।" আবার "অবর্ণান্তান্মো বঃ—অবর্ণান্ত প্রতিপাদিকের উত্তর মতুপ্ হইলে ম-স্থানে ব হয়।" অরূপ-শব্দটী অ-বর্ণান্ত; তাহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইলে শব্দটী হইবে—অরূপবৎ। আবার, অরূপ-শব্দের উত্তর বতিচ্-প্রত্যয় হইলেও শব্দটী হইবে—অরূপবৎ। উভয় প্রত্যয়যোগেই শব্দটীর রূপ হইবে এক—অরূপবৎ; কিন্তু প্রত্যয়ভেদে অর্থের পার্থক্য হইবে।

শ্রীপাদ রামানুজ যখন অরূপবৎ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—রূপরহিততুল্য, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তিনি তুল্যার্থক বতিচ্-প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। অরূপ-শব্দের অর্থ—রূপ নাই যাহার, যেমন অকলঙ্ক শব্দের অর্থ—কলঙ্ক নাই যাহার। অরূপ-শব্দের উত্তর বতিচ্-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন অরূপবৎ-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার রূপ নাই, তাহার তুল্য—রূপহীনতুল্য। ইহাতে রূপহীনতা বুঝায় না; রূপহীনের তুল্য ধর্ম্ম যাহার, তাহাকেই বুঝায়। রূপবিশিষ্ট জীবকে দোষ স্পর্শ করে; কিন্তু ব্রহ্মকে দোষ স্পর্শ করে না—"রূপহীনের তুল্য" বলাতে তাহাই বুঝায়। কেননা, জীবের দোষ হইল প্রাকৃত, তাহার দেহও প্রাকৃত; প্রাকৃত দেহ বলিয়া প্রাকৃত দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু সেই প্রাকৃত দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা

যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মের যদি প্রাকৃত বা মায়িক রূপ থাকিত, তাহা হইলে দোষ তাঁহাকেও স্পর্শ করিত। তাহা করেনা বলিয়াই বলা হইয়াছে—তিনি প্রাকৃত রূপহীনের তুল্য—"রূপহীনের তুল্য"-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত-রূপহীনতাই সূচিত হইতেছে। অপ্রাকৃত রূপ আছে কিনা, তাহা এই সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর অরূপবৎ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"রূপাদ্যাকাররহিতম্—রূপাদি আকার-রহিত"—নিরাকার নির্বিশেষ। ইহাতে বুঝা যায় "ন রূপবৎ = অরূপবৎ" এইরূপ অর্থই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাও বুঝা যায়—রূপ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্-প্রত্যয় করিয়া তিনি রূপবৎ-শব্দটী নিষ্পন্ন করিয়াছেন। মতুপ্-প্রত্যয়-সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দের অর্থ হইবে—রূপ আছে যাহার। "ন রূপবৎ = রূপ নাই যাহার, রূপহীন বা আকারবিহীন।"

মতুপ্-প্রত্যয় সম্বন্ধে আর একটী কথা বিবেচ্য। মতুপ্-প্রত্যয় ভেদ-সূচক। ধন-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় যোগ করিলে শব্দটী হইবে—ধনবৎ বা ধনবান্। এ স্থলে দুইটী বস্তু বুঝায়—ধন একটী বস্তু এবং ধনবান্ (যাহার ধন আছে, তিনি) আর একটি বস্তু। এই দুই বস্তু এক নহে, পরন্তু ভিন্ন। তদ্রূপ, মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দেও দুইটী বস্তু বুঝায়—রূপ (বা আকৃতি) একটী বস্তু এবং রূপবৎ (যাহার সেই রূপ বা আকৃতি আছে, তিনি) আর একটী বস্তু। এই দুইটীও ভিন্ন বস্তু।

এইরূপে অরূপবৎ-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে—যেই রূপ বা আকৃতি রূপবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই বা তাদৃশ রূপ নাই যাহার, সেই বস্তুই হইতেছে—অরূপবৎ। ইহাই মতুপ্-প্রত্যয়লব্ধ তাৎপর্য্য

ইহাদ্বারা ব্রহ্মের আকারাদিহীনতা বুঝাইতে পারে না ; যেহেতু, ব্রহ্মের রূপাদি হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, স্বরূপ হইতে অভিন্ন (১।১।৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য সূত্রের মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ অরূপবৎ-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোনও রূপ ব্রহ্মের নাই। ইহা দ্বারা স্বরূপ হইতে অভিন্ন (বা স্বরূপভূত) রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই।

আলোচ্য সূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে—"রূপং বিগ্রহঃ তদ্‌বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ।—রূপ-শব্দের অর্থ বিগ্রহ, ব্রহ্ম বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন—এজন্যই অরূপবৎ বলা হইয়াছে। বিগ্রহই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপর্য্য।" গোবিন্দভাষ্যকারও শ্রীপাদ শঙ্করের ন্যায় অরূপবৎ-শব্দটীকে মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং মতুপ্-প্রত্যয়ের তাৎপর্য্যও গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন, পরন্তু বিগ্রহই ব্রহ্ম। তাৎপর্য্য, ব্রহ্মের বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোনও বিগ্রহ ব্রহ্মের নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর মতুপ্-প্রত্যয়ের তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব বুঝাইতেছে না, পরন্তু সবিশেষত্বই বুঝাইতেছে ; যেহেতু, স্বরূপভূত বিগ্রহের নিষেধ করা হয় নাই, বরং গোবিন্দভাষ্যকার বলেন—"তৎ প্রধানত্বাৎ"-বাক্যে স্বরূপভূত রূপেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "তদিতি। তস্য রূপস্য এব প্রধানত্বাৎ আত্মত্বাৎ। বিভুত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদিধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ।—ব্রহ্মের রূপ তাঁহার আত্মভূত, স্বরূপভূত এবং বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, ব্যাপকত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট।"

৩।২।১৫॥ প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥

=প্রকাশবৎ চ (আলোকের ন্যায়ও)অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতাহেতু)।

রামানুজ। "সত্যং জ্ঞানম্"-ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ-রূপতা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তেমনি "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্যও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গতা স্বীকার করিতে হইবে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-গুণাদিতে সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সাকার-ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যও নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক। সেই সার্থকতার দ্বারা জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন উপাধিযুক্ত আলোকের ন্যায়। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয়, বা থাকে, আলোকও তখন তদ্রূপ আকার-বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপে ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির অনুরূপভাবে অনুভূত হয়েন।

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে বলিতেছেন—সাকার ব্রহ্ম হইতেছেন মায়িক উপাধিযুক্ত। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে ; কেন না, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারেনা ; ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিরুপাধিক। (১।১।৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের বিগ্রহও ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (১।১।৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং ইহা উপাধি নহে, উপাধি হইতে জাতও নহে।

৩।২।১৬॥ আহ চ তন্মাত্রম্ ॥

=আহ চ [বলিয়াছেনও] তন্মাত্রম্ [কেবলই তৎস্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ]।

রামানুজ। "সত্য জ্ঞান অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতা—প্রকাশ-স্বরূপতাই—কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু সত্যসঙ্কল্পতাদি ধর্ম্মের নিষেধ করিতেছে না।

সত্যসঙ্কল্পতাদি ধর্ম্ম স্বীকারে এ স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শ্রুতিও ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলিয়াছেন। লবণপিণ্ড যেমন অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ এবং রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মাও, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন। আত্মা অন্তরে-বাহিরে চৈতন্যরূপ, তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপভূত রূপহীনতা বুঝায়না। ব্রহ্মের স্বরূপভূত রূপও চৈতন্যঘন, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন। ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াও চৈতন্যঘন—ইহাতে বিরোধ কিছু নাই।

৩।২।১৭॥ দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥

=দর্শয়তি চ (প্রদর্শন করিতেছেনও) অথো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে)।

রামানুজ। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দৈবতানাং পরমং দৈবতম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণাকরত্ব এবং নিত্য-নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (দর্শয়তি চ) এবং "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্"-ইত্যাদি স্মৃতি (গীতা)-বাক্যেও ঐরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি—দ্বৈত-কথনের পর জ্ঞান-কারণ বলিয়া—ইহা ব্রহ্ম নহে, তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে।" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি—তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে। আবার "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও বলা হইয়াছে, "যাহার জ্ঞানে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, তিনিই জ্ঞেয়। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন—এইরূপ অভিহিত হয়েন।" ইহাতেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর একটি স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মা দ্রষ্টুমর্হসি॥—তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, হে নারদ, ইহা আমার মায়া। আমিই এই মায়ার সৃষ্টি (প্রকটন) করিয়াছি। আমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত—এইরূপ মনে করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবেনা।" এই স্মৃতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতে চাহেন—মায়ার সহায়তাতেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম দৃশ্যমান্ মূর্ত্তরূপ ধারণ করেন।

১৬। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥ সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা, তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি"—ইত্যাদি বৃহদারণ্যক (২।৩।৬)-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। কিন্তু এই বাক্যের "নেতি নেতি" অংশে যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা-হীনতা বা অপরিচ্ছিন্নত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই ১।১।৬১ (৫) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরিচ্ছিন্নত্বই নির্ব্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের শেষাংশের

"ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্"-ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৬১ (৫) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি—তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে—পৃথক্।"—এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব বুঝায় না। প্রাপঞ্চিক জগতের যাহা জানা যায় এবং যাহা জানা যায় না, ব্রহ্ম যে তৎসমস্তের অতীত, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্ম প্রাকৃত প্রপঞ্চেই সীমাবদ্ধ নহেন; তিনি প্রাকৃত প্রপঞ্চেরও অতীত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। অপরিচ্ছিন্নত্বই নির্ব্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। পরব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন (১।১।৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥৯॥"—এই শ্রুতিবাক্যেও যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই শ্রুতিবাক্যটীর দুইটী ব্যঞ্জনা—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশকত্ব এবং অসীমত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেছে স্বপ্রকাশ তত্ত্ব (১।১।৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বাক্য-মনের দ্বারাই যদি তাঁহাকে জানা যায়, তাহা হইলে তিনি বাক্য-মনের দ্বারা প্রকাশ্যই হইয়া পড়েন, তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব আর থাকেনা। তিনি স্বপ্রকাশ তত্ত্ব বলিয়াই বাক্য-মনের আগোচর—ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অন্যে জানিতে পারে না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যঃ।" কিন্তু তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারিলেও সম্যক্ ভাবে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না; সম্যক্ ভাবে জানিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, বাক্য-মন যেন ফিরিয়া আসে। কেননা, তিনি অসীম তত্ত্ব, সম্যক্ রূপে তাঁহাকে জানা সম্ভব হইলে তাঁহাকে আর অসীম বলা চলে না। এইরূপে দেখা যায়, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই সূচিত হইয়াছে। স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই নির্ব্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে।

উল্লিখিত তৈত্তিরীয়-শ্রুতিবাক্যটীতে যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, উক্তবাক্যের পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। যাঁহা হইতে আকাশাদির উৎপত্তি, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। পরে বলা হইয়াছে—"এষ হ্যেবানন্দায়তি—ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন।" যিনি আনন্দ দান করেন, তিনিও নির্ব্বিশেষ নহেন, পরন্তু সবিশেষই।

শ্রীপাদ শঙ্কর বাস্কলি-বাহ্ব-বিবরণ হইতেও একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—বাস্কলি বাহ্বকে বলিলেন, আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্। বাহ্ব নিরুত্তর রহিলেন। বাস্কলি আবার দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও ব্রহ্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; তথাপি কিন্তু বাহ্ব নিরুত্তর। পরে বলিলেন—"ব্রূমঃ খলু ত্বন্তু ন বিজানাসি, উপশান্তোঽয়মাত্মা—আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি

জানিতে পারিতেছনা। এই আত্মা উপশান্ত।" প্রথমে নিরুত্তর থাকিয়া বাহ্ব জানাইলেন—"ব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; যেহেতু, তিনি স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব। যাঁহার নিকট তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন না, যেহেতু তিনি অসীম। সুতরাং বাক্যদ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে আমি তোমাকে কি বলিব ? আমার নিরুত্তরতাদ্বারা আমি তোমাকে জানাইলাম—তিনি স্বপ্রকাশ তত্ত্ব এবং অসীম বলিয়া বাক্যাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে অপ্রকাশ্য।" ইহার পরে তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছেনও—"ব্রহ্ম উপশান্ত—নির্ব্বিকার, আপ্তকাম বলিয়া উপশান্ত।" ইহাতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হয় না, বরং "উপশান্ত" শব্দে একটী বিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

"উপশান্ত"-শব্দ নির্ব্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। যেহেতু, শ্রুতিতে সবিশেষকেও "শান্ত" বলা হইয়াছে। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥৬।১৯॥"—সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সবিশেষ ; তাঁহাকে এই শ্রুতিবাক্যে "শান্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন" বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হয়, তাহা বলা যায় না ; বরং ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই সূচিত হয়। স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই নির্ব্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলিতে যে সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি", ইত্যাদি ১৩।১৩ শ্লোকটীর অন্তর্গত "পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে—সেই পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন"-এই অংশ হইতে শ্রীপাদ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ; কেন না, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, কোনও শব্দদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায় না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"ন সত্তন্নাসদুচ্যতে—কার্য্যকারণরূপাবস্থাদ্বয়রহিততয়া সদসচ্ছব্দাভ্যামাত্মস্বরূপং নোচ্যতে, কার্য্যাবস্থায়াং হি দেবাদিনামরূপভাক্‌ত্বেন সদিত্যুচ্যতে তদনর্হতয়া কারণাবস্থায়াং অসদিত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত। তদ্ধেদং তর্হি তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যক্রিয়তে ইত্যাদি।—কার্য্য ও কারণ এই দুইটী অবস্থা-রহিত বলিয়া 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করা যায়না। কার্য্যাবস্থায় দেব-মনুষ্যাদি নামরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তখন 'সৎ' বলা হয় ; কারণাবস্থায় নাম-রূপাদি থাকে না বলিয়া 'অসৎ' বলা হয়। 'অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—জগতের কারণ-অবস্থাকে 'অসৎ—অভিব্যক্তিহীন' এবং কার্য্যাবস্থাকে 'সৎ—অভিব্যক্ত' বলা হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা গেল—জগতের কারণ ব্রহ্ম হইলেও এবং কারণের কার্য্যরূপ অভিব্যক্ত জগৎও ব্রহ্ম হইলেও অভিব্যক্ত জগৎই ব্রহ্ম-এই কথা, কিম্বা কারণরূপ অনভিব্যক্ত জগৎই ব্রহ্ম-এই কথাও ব্রহ্মের সম্যক্ স্বরূপ-বাচক নহে ; কেননা, এই কার্য্য-কারণরূপেরও অতীত হইতেছেন ব্রহ্ম। ইহাই হইতেছে উল্লিখিত গীত্যবাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অন্যত্র ব্রহ্মকে "সৎ—ব্যক্তিপ্রাপ্ত জগৎ" এবং "অসৎ—অনভিব্যক্ত জগৎ" এই উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা এতদুভয়ের অতীত বলা হইয়াছে। "কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে। অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎপরং যৎ ॥ ১১।৩৭॥—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা তোমাকে কেন সকলে নমস্কার করিবে না ? সৎ (ব্যক্ত), অসৎ (অব্যক্ত)-এতদুভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমি।" ইহাতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হয় না ; বরং ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের ব্যঞ্জনা আছে বলিয়া সবিশেষত্বই ব্যঞ্জিত হইতেছে। (পরবর্ত্তী ১।২।৫৮৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সৎ-শব্দে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। এই অস্তিত্ব দুই রকমের হইতে পারে—নিত্য অস্তিত্ব এবং অনিত্য অস্তিত্ব। যাহা নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট, তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-এই কালত্রয়েই অস্তিত্ব-বিশিষ্ট, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তই তাহার অস্তিত্ব ; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। ইহাই বাস্তবিক সৎ-শব্দের মুখ্য-অর্থ। এতাদৃশ সৎ-বস্তু হইতেছেন—একমাত্র ব্রহ্ম। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্—সত্যেরও সত্য" এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলা হয়। নিত্যসদ্-বস্তুই সত্যবস্তু—ত্রিকাল-সত্য বস্তু। ব্রহ্মই এতাদৃশ সৎ-শব্দের বাচ্য। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৬॥২॥১—সোম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল।" ইহার পরে বলা হইয়াছে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।৩॥—তাহা (তৎ) আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।" এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তৎ সৎ ঐক্ষত—সেই সৎ দর্শন (আলোচনা) করিলেন।" ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, "সদেব সোম্য" ইত্যাদি বাক্যে যে 'এক এবং অদ্বিতীয়' সৎ-এর কথা বলা হইয়াছে, "তদৈক্ষত" ইত্যাদি বাক্যের "তৎ" শব্দেও সেই 'এক এবং অদ্বিতীয়' বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—তিনিই জগৎ-সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং সৎ-শব্দে যে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এইরূপে এই ছান্দোগ্য-শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই নিত্য-অস্তিত্ববাচক সৎ-শব্দের বাচ্য।

তথাপি যে উল্লিখিত গীতা-শ্লোকে বলা হইয়াছে "ব্রহ্ম সৎ নহেন"—ইহাতেই বুঝা যায়, গীতা-শ্লোকের সৎ-শব্দ নিত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট-বস্তু-বাচক নহে। এ-স্থলে সৎ-শব্দ গৌণ অর্থে—অনিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কি সেই বস্তু ? এই জগৎই সেই বস্তু ; কেননা, ইহার উৎপত্তি আছে এবং বিনাশ আছে ; উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্তই ইহার অস্তিত্ব। উৎপত্তির

পূর্ব্বেও নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট এই জগতের অস্তিত্ব থাকে না, বিনাশের পরেও থাকে না। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব অনিত্য। নাম-রূপাদিরূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ কিছুকালমাত্র স্থায়ী ; সুতরাং ইহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় না। এজন্যই বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম সৎ নহেন, অনিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট এই অভিব্যক্ত জগৎ নহেন।

এক্ষণে গীতোক্ত 'অসৎ'-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাহা সৎ নহে, তাহাই অসৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সৎ-শব্দের দুইটি অর্থ—মুখ্য (নিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট), এবং গৌণ (অনিত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট) ; তদনুসারে, অসৎ-শব্দেরও দুইটি অর্থ হইতে পারে—যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, যাহা ত্রিকাল-সত্য নহে এবং যাহার অনিত্য অস্তিত্ব (নাম-রূপাদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত অস্তিত্ব) নাই। যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই—এই অর্থ-সূচক 'অসৎ'-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না ; যেহেতু ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিত্য। সুতরাং ব্রহ্ম এতাদৃশ "অসৎ" নহেন। আর, নামরূপাদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত জগৎ-রূপে যাহার অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ যাহা অভিব্যক্ত জগতের অব্যবহিত কারণ, অনভিব্যক্ত অবস্থা—এই অর্থ-সূচক 'অসৎ'-শব্দেও ব্রহ্মের পরিচয় হয় না ; যেহেতু, ব্রহ্ম তাহারও অতীত। এজন্যই গীতাশ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম (এতাদৃশ) অসৎও নহেন।

সৎ ও অসৎ—এই শব্দদ্বয়-সম্বন্ধে এ স্থলে যে আলোচনা করা হইল, তাহা বাস্তবিক শ্রীপাদ রামানুজকৃত গীতা-শ্লোকার্থেরই বিবৃতিমাত্র।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু গীতাশ্লোকস্থ সৎ ও অসৎ—এই শব্দদ্বয়ের রামানুজের ন্যায় কোনও অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন—যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধেই অস্তি-শব্দের প্রয়োগ হয় এবং যাহা নাই, তাহার সম্বন্ধেই নাস্তি-শব্দের প্রয়োগ হয়। যে সমস্ত বস্তুর জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সম্বন্ধেই অস্তি-নাস্তির—সৎ ও অসৎ-এই শব্দদ্বয়ের—প্রয়োগ সম্ভব। গো, অশ্ব, ইত্যাদি শব্দদ্বারা জাতি নির্দ্দিষ্ট হয়। পাঠ করিতেছে, পাক করিতেছে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দদ্বারা গুণ নির্দ্দিষ্ট হয়। ধনী, গোমান্ ইত্যাদি শব্দদ্বারা সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও জাতি নাই ; সুতরাং ব্রহ্ম সৎ-আদি শব্দবাচ্য নহেন। ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তাঁহার কোনও গুণও নাই ; সুতরাং গুণবাচক কোনও শব্দবাচ্যও তিনি নহেন। তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া ক্রিয়াশব্দবাচ্যও নহেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আত্মা বলিয়া সম্বন্ধীও নহেন ; সুতরাং তিনি কোনও শব্দেরই বাচ্য নহেন। "জাতি-ক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণং সব্যপেক্ষার্থং প্রত্যায়য়তি নান্যথা দৃষ্টত্বাৎ তদ্‌যথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ, পঠতি পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ, শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতো ধনী গোমানিতি চ সম্বন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমদতো ন সদাদিশব্দবাচ্যং, নাপি গুণবৎ যেন গুণশব্দেনোচ্যতে নির্গুণত্বাৎ, নাপি ক্রিয়া-শব্দ-বাচ্যং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি শ্রুতেঃ। ন চ সম্বন্ধ্যেকত্বাদদ্বয়ত্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে ইতি যুক্তং যতোবাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাদি শ্রুতিভিশ্চ।"

শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্ম সৎ নহেন, অসৎও নহেন—এই বাক্যদ্বয়ে ব্রহ্মের জাতি-ক্রিয়া-গুণ সম্বন্ধরাহিত্যই—সুতরাং নির্ব্বিশেষত্বই—সূচিত হইতেছে এবং ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম কোনও শব্দবাচ্য নহেন। (পরবর্ত্তী ১।২।৫৮ ও অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া গো-অশ্ব-আদির ন্যায় জাতি তাঁহার থাকিতে পারে না, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া নাই—একথা বলা যায় না। তাঁহার দিব্য কর্ম্ম আছে—একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥" "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্"-সূত্রে বেদান্ত-দর্শনও তাঁহার লীলার কথা বলিয়াছেন। লীলা অর্থ—ক্রীড়া; ইহাও এক রকম ক্রিয়া। "তদৈক্ষত" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার ঈক্ষণ-ক্রিয়ার কথা এবং "এষ হি এব আনন্দায়তি"-বাক্যে তাঁহার আনন্দ-দানরূপ ক্রিয়ার কথা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি যে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা তাঁহার দিব্য-কর্ম্মাতিরিক্ত ক্রিয়াই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; নচেৎ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় এবং সার্থকতা থাকেনা। ব্রহ্মের গুণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহাতে কোনও প্রাকৃত গুণ নাই সত্য; যেহেতু, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ যে তাঁহাতে আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায় (১।১।৪০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে নির্গুণ বলিতে গেলে তাহা হইবে শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান। তারপর, সম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া—সুতরাং তাঁহা হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তু নাই বলিয়া—এতাদৃশ কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের অনুমান সঙ্গত নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জগদাদি যে সমস্ত বস্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্তের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে গেলে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রবাক্য, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের নিয়ম্য-নিয়ামকতা সম্বন্ধের কথাও বহু শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥" ইত্যাদি গীতা (৯।১০)-বাক্যেও সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা জানা যায়। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥" ইত্যাদি গীতা (৯।১৭)-বাক্যেও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধী নহেন—একথা বলা যায় না।

এই সমস্ত কারণে, ব্রহ্মের-গুণ-ক্রিয়া-সম্বন্ধাদি নাই—এই হেতুর উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা এবং কোনও শব্দবাচ্য নহেন বলা, সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সদাদি-শব্দবাচ্য নহেন। কিন্তু "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মকে "সৎ" বলা হইয়াছে, এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বেই তাহা দেখান হইয়াছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"একত্বাৎ অদ্বয়ত্বাৎ আত্মত্বাৎ চ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে ইতি

যুক্তম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি শ্রুতিবিশ্চ।—ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং আত্মা বলিয়া কোনও শব্দেরই বাচ্য নহেন। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন।”

“যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে”—শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মকে শব্দের অবাচ্য বলেন নাই, তাহা এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই উল্লিখিত বাক্যে ব্রহ্মকে “অদ্বয়, আত্মা” বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে “আত্মা”-শব্দে তিনি কিরূপে ব্রহ্মের উল্লেখ করিলেন? শ্রুতিতে বহুস্থলে “ব্রহ্ম” “আত্মা”, “পরমাত্মা”, “জ্যোতিঃ”, “আকাশ” ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি ব্রহ্ম “শব্দবাচ্য নহেন” একথা বলা সঙ্গত হয় না।

যাহা কোনও শব্দেরই বাচ্য নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনাই সম্ভব হয় না। অথচ শ্রুতিস্মৃতি সমস্ত শাস্ত্রই ব্রহ্মের আলোচনায় পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম যে শব্দবাচ্য—ইহাই তাহার প্রমাণ। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, ব্রহ্ম অসীম তত্ত্ব বলিয়া এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা যায়। শব্দদ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ করা হয়, তাহা তাঁহার তত্ত্বের দিগ্‌দর্শনমাত্র।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য গীতা-শ্লোকে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তও বিচার-সহ হইতে পারে না।

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত “মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত-গুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥”-এই স্মৃতিবাক্যটী আলোচিত হইতেছে।

এই স্মৃতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইতে চাহিতেছেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার সহযোগে সবিশেষ হইয়া দৃশ্যমান্ হয়েন। ইহা বিচার-সহ কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে।

মায়া-শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে (১।১।১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মায়া-শব্দে বহিরঙ্গা জড় মায়াকেও বুঝায়, অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকে বা স্বরূপ-শক্তিকেও বুঝায়, চিচ্ছক্তির বৃত্তি যোগমায়াকেও বুঝায়, কৃপাকেও বুঝায় এবং সাধারণ ভাবে শক্তিকেও বুঝায়।

বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না; কেননা, বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে জড়; তাহার প্রকাশিকা শক্তি নাই। যাহা নিজেকেই প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা আবার অপরকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—সুতরাং নিঃশক্তিক—তাহা হইলেও বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, বহিরঙ্গা মায়া জড় বলিয়া তাহার আপনা-আপনি কোনও গতি থাকিতে পারে না, কোনও কার্য্য-সাধিকা শক্তিও থাকিতে পারে না। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের তো কোনও শক্তিই নাই। এই উভয়কে একত্র করিবে কে? আর একত্রিত না হইলেই বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে মায়ার যোগে সবিশেষত্ব লাভ করিবেন? যিনি সবিশেষ, তাঁহার কার্য্যসাধিকা শক্তি অবশ্যই থাকিবে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-শক্তিহীন; আর জড় মায়ারও কার্য্যসাধিকা শক্তির অভাব। যদি স্বীকারও করা যায় যে,

কোনও হেতুতে উভয়ের যোগ সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলেও কার্য্যসাধিকা-শক্তিহীন দুইটী বস্তুর সংযোগে কার্য্যসাধিকা শক্তি কোথা হইতে আসিবে ? সুতরাং জড়মায়ার সহযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করেন—এইরূপ কল্পনা কোনওরূপেই বিচারসহ হইতে পারে না। এজন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥৭।২৪॥"

বস্তুতঃ চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়াই হইতেছে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা শক্তি (১।১।৭৮-খ অনুচ্ছেদ এবং ১।১।৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), বহিরঙ্গা মায়া নহে।

যে নিত্যরূপ নিত্য বিরাজিত, কৃপা করিয়া ভগবান্ যোগমায়ার শক্তিতে নারদকে সেই রূপ দেখাইয়াছেন—ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য। তাঁহার কৃপাব্যতীত তাঁহাকে যে কেহ দেখিতে পায় না—ইহাই শ্লোকস্থ "নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি" বাক্যের তাৎপর্য্য। মায়া-শব্দের অর্থ কৃপাও হয়। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ। সুতরাং এই শ্লোকে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব না বুঝাইয়া বরং সবিশেষত্বই বুঝাইতেছে।

শ্লোকস্থ "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা"-এ স্থলে "সৃষ্টা" অর্থ—"প্রকটিতা" ; কেননা, মায়া হইতেছে অজা, নিত্যা। অজা (জন্মরহিতা) মায়ায় সৃষ্টি হইতে পারে না।

আরও একটী কথা। শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়াকে সৃষ্টি করিয়া সেই মায়ার প্রভাবে দৃশ্যমান্ মূর্ত্তরূপ ধারণ করিয়া নারদকে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষ—সুতরাং নিঃশক্তিক—ব্রহ্ম কিরূপে মায়াকে সৃষ্টি করিতে পারেন ? যিনি মায়াকে সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না ; তিনি সবিশেষই। এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই প্রমাণ হইতেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা জানা যায়। (পরবর্ত্তী ১।২।৫৮-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—আলোচ্য বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থকতা লাভ করে নাই। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

৩।২।১৮॥ অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥

=অতঃ এব (এই হেতুতেই) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা (উপমা-সাদৃশ্য) সূর্য্যকাদিবৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়)।

রামানুজ। পরব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও তত্তৎ-স্থান-বিশেষের দোষে স্পৃষ্ট হয়েন না বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সঙ্গে তাঁহার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে—জলমধ্যে আকাশস্থ যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, জলের দোষ-গুণাদি যেমন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ একই সর্ব্বগত ব্রহ্ম বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেও সেই সেই স্থানের দোষাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শঙ্কর। একই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য বহু জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেমন বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বাক্যমনের অতীত একই চৈতন্যরূপ নির্বিবশেষ আত্মা উপাধির যোগে বহুক্ষেত্রে বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। এই সমস্ত বহু রূপের পারমার্থিকতা নাই।

জলমধ্যস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রূপ, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মও উপাধির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয় না, তদ্রূপ নির্বিবশেষ ব্রহ্মকেও উপাধির ধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং নির্বিবশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক স্বরূপ, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম পারমার্থিক স্বরূপ নহে।

মন্তব্য। এস্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্ব ধরিয়া লইয়াই তাঁহার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। নির্বিবশেষত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। আর, ব্রহ্মের উপাধির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মায়িক উপাধি মায়াতীত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের মায়িক উপাধি শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মাত্র, শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে (এ-সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইবে। ১।২।৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩।২।১৯॥ **অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্**॥

=অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) ন তথাত্বম্ (সেইরূপ ভাব হয় না)।

এই সূত্রটীতে পূর্ব্বসূত্র-সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

রামানুজ। পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—পূর্ব্বসূত্রে সূর্য্যাদির সহিত ব্রহ্মের যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কেননা, সূর্য্য থাকে আকাশে, জলমধ্যে সূর্য্য থাকে না। জলমধ্যে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টির ভ্রান্তিমাত্র, তাহার বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহার সহিত জলের দোষাদির স্পর্শ না হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় একস্থানে অবস্থিত নহেন, ব্রহ্ম সর্ব্বগত। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও ব্রহ্মের পৃথিবীতে অবস্থানের কথা বলেন। সুতরাং পৃথিব্যাদির দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। পরবর্ত্তী সূত্রে এই আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্কর। পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, সূর্য্য হইতেছে মূর্ত্ত বস্তু; জলও মূর্ত্ত। বিশেষতঃ, সূর্য্য জল হইতে দূর দেশে থাকে; সুতরাং সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং এই অমূর্ত্ত আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া তাঁহা

হইতে দূর দেশে অবস্থিত কোনও বস্তু নাই, কোনও উপাধিই তাঁহা হইতে পৃথক্‌ও নহে, দূরস্থিতও নহে। এ-সমস্ত কারণে, আত্মাসম্বন্ধে জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩।২।২০॥ **বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্‌** ॥

=বৃদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধি-হ্রাস-ভাগিত্ব) অন্তর্ভাবাৎ (উপাধির অন্তর্ভাবিত্বহেতু) উভয়সামঞ্জস্যাৎ (দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্যবশতঃ) এবম্ (এইরূপ)।

শঙ্কর। জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলমধ্যস্থ প্রতিবিম্বেরও বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় ; জল কম্পিত হইলে প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, জলমধ্যস্থ প্রতিবিম্ব জলধর্ম্মানুযায়ী হয়। কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী হয় না—জলের হ্রাস-বৃদ্ধি-আদিতে সূর্য্যর হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি হয় না। তদ্রূপ, দেহাদি-উপাধির অন্তর্ভূত হইলে ব্রহ্মও উপাধির ধর্ম্ম—হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি—প্রাপ্ত হয়; পরমার্থতঃ ব্রহ্ম কিন্তু অবিকৃত ভাবে একরূপই থাকেন। এই অংশেই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য। সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক-এই উভয়ের ভেদ বুঝা যায় না ; তখন দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-ভাবও লুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী সূত্রের পরে দেওয়া হইবে।

৩।২।২১॥ **দর্শনাচ্চ** ॥

=শ্রুতিও দেহাদি-উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন।

শঙ্কর। শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেহাদি-উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। সুতরাং সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত উপমা দেওয়া অসঙ্গত হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত দুইটী সূত্র একত্র করিয়া একটী সূত্র লিখিয়াছেন ঃ—

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ ॥

=বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ নিবারিত হইয়াছে) অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থানহেতু) উভয়সামঞ্জস্যাৎ (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ) এবম্ (এইরূপ) দর্শনাৎ চ (দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও)।

৩।২।১৯-সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—

পৃথিব্যাদি-স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্ত্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ, পৃথিব্যাদি-স্থানগত বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্ম-সংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, কেবল তাহাই সূর্য্যাদির দৃষ্টান্তে নিবারিত হইয়াছে ; প্রদর্শিত দুইটী দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হইতেই তাহা জানা যায়। 'একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধার-ভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে,' 'বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ হয়'—এস্থলে

দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত সূর্য্য—এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষ-সংস্পর্শ নিবারণরূপ মুখ্য-প্রতিপাদ্যাংশেই সামঞ্জস্যযুক্ত বা সুসঙ্গত হইতেছে। আকাশ যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিভাগী ঘট ও করকাদিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদ্গত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে প্রতিবিম্বমান্ সূর্য্য যেরূপ জলাধারাদিগত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি ধর্ম্মদ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাচেতন বিবিধ প্রকার পদার্থমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্গত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয়েন না এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও এক এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শ-রহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—জলাদিমধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্ত্তমান সূর্য্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় জলাদির দোষের সহিত সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদিমধ্যে অবস্থিত হইলেও তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষ-প্রতিপক্ষ ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষ-সমূহ হয় না।

ইহাও দেখা যায় যে, দুইটী বস্তুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই তাহাদের পরস্পরের তুলনা করা যায়, সম্পূর্ণ সাদৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। এ-স্থলে ঘটের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আকাশের হ্রাস-বৃদ্ধির স্পর্শশূন্যতা এবং জলের দোষাদির সহিত সূর্য্যের স্পর্শশূন্যতা—এই অংশেই, পৃথিব্যাদির সংস্পর্শেও পৃথিব্যাদির দোষাদির সহিত পরব্রহ্মের স্পর্শশূন্যতার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের অসামঞ্জস্য নাই।

৩।২।২২॥ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

=প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বা বিশেষাবস্থামাত্রই) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন) ততঃ (তদপেক্ষা)ব্রবীতি চ (বলিতেছেনও) ভূয়ঃ (অধিক গুণ)।

রামানুজ। আপত্তি হইতে পারে যে, বৃহদারণ্যকের "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ—ব্রহ্মের দুইটী রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত (স্থূল বা সাবয়ব) এবং অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম—নিরবয়ব)"—এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করার পরে—"তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসঃ—সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের (ব্রহ্মের) রূপটি—যেমন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র"-ইত্যাদি ব্যাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পরে—"অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি—অতঃপর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা (উৎকৃষ্ট) নাই, ইহা হইতে পৃথক্ও অপর কিছু নাই"—এই শ্রুতিবাক্যে আবার ইতি-শব্দে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করতঃ সে-সমুদায়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহও আপনার স্বরূপসমূহে অনভিজ্ঞ ব্রহ্মকর্ত্তৃক কল্পিতমাত্র --ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছ। অতএব ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এই আপত্তির উত্তরই "প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্"—সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সূত্রের তাৎপর্য্য এই। "নেতি নেতি"-- শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষ-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা নহে। কেননা, অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের যে সকল বিশেষণ পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্তকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহাদের নিষেধ করা—ইহা উন্মত্ত লোকব্যতীত অপর কেহ করিতে পারে না। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোনও কোনও পদার্থ প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ বটে, তথাপি সে সমস্ত পদার্থ যে ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই ছিল এবং অপর পদার্থগুলির স্বরূপও ছিল অজ্ঞাত এবং সেগুলিও যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, তাহাও ছিল অজ্ঞাত। সুতরাং সে সমস্তের উল্লেখ কখনও অনুবাদ হইতে পারে না। (জ্ঞাত বস্তুর উল্লেখকে অনুবাদ বলে)। অতএব বুঝিতে হইবে—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেই সে সমস্তের প্রথম উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং "নেতি নেতি"—বাক্যে যে সে-সমস্তের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিজ্ঞাত বলিয়াই শ্রুতি এ-স্থলে বিশেষরূপে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং উপাদেয়ত্ব-বোধে শ্রুতি যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, নিজেই আবার তাহাদের নিষেধ করিতেছেন—এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

তাহা হইলে "নেতি নেতি"-বাক্যে শ্রুতি কিসের নিষেধ করিয়াছেন? উত্তর-"নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবত্ত্বারই নিষেধ করা হইয়াছে—বিশেষণের বা ধর্ম্মের নিষেধ করা হয় নাই। কেবলমাত্র উল্লিখিত বিশেষণ-বিশিষ্ট বা ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপেই যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা, তাহার অতীত যে ব্রহ্মের কিছু নাই, তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নেতি=ন ইতি=ইহাই ইয়ত্তা বা সীমা নহে; ইহার অতীতও ব্রহ্ম। কেবলমাত্র ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি।"

"ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"—সূত্রের এই বাক্যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। কেননা, নিষেধের পরেও (ততঃ) আরও অধিক গুণরাশির উল্লেখ করা হইয়াছে—ব্রবীতি চ ভূয়ঃ। "নেতি নেতি" বলার পরেই উক্ত বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলিয়াছেন—"ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্—সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা উৎকৃষ্ট অন্য কোনও বস্তুই নাই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কোনও বস্তুই নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে—সত্যের সত্য। প্রাণসমূহ (জীবাত্মাসমূহ) হইতেছে সত্য; তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতঃই প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া জীবাত্মাকেই এ-স্থলে প্রাণ বলা হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় জীবাত্মারও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব বা বিকার নাই; এজন্য প্রাণসমূহকে (জীবাত্মা-সমূহকে) সত্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য—তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ। কেননা, কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাসমূহের জ্ঞানে সঙ্কোচ ও বিকাশ ঘটে; কিন্তু অপহতপাপ্মা ব্রহ্মের জ্ঞানে সঙ্কোচাদি নাই—তিনি নিত্য

একরূপ ; সুতরাং সত্যেরও সত্য। ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট (পরম্), ব্রহ্ম সত্যেরও সত্য-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা গেল—"নেতি নেতি" বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব নিষেধ করিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপিত হয় নাই। তাহাই করা হইয়াছে মনে করিতে গেলে, ইহাই মনে করিতে হয় যে—একবার (দ্বে বাব ইত্যাদি বাক্যে) ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিয়া "নেতি নেতি"-বাক্যে তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার (ন হ্যেতস্মাদিতি-ইত্যাদি বাক্যে) তাহার সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান গ্রহণ করিতে হইলে শ্রুতিবাক্যকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে—"নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্তাই—সুতরাং পরিচ্ছিন্নতাই—নিষিদ্ধ হইয়াছে, সবিশেষ ব্রহ্মের ইয়ত্তাহীনতা বা অপরিচ্ছিন্নতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব পরব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গই (৩।২।১১ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী পদচ্ছেদ এইরূপ :—

প্রকৃতৈতাবত্বং (প্রস্তাবিত মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণরূপ এতাবত্ব) হি (যেহেতু) প্রতিষেধতি (প্রতিষিদ্ধ করা হইয়াছে) ততঃ (সেই হেতু) ব্রবীতি চ ভূয়ঃ (পুনরায় বলিতেছেন—ব্রহ্ম এতদতিরিক্তও আছেন)।

যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত-এই দ্বিরূপতা নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম এতদতিরিক্তও আছেন," সেই হেতু স্থির হয় যে, পরমার্থকল্পে অন্য কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই।

এই সূত্রের ভাষ্যে "দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত রূপটী মর্ত্ত্য—বিনাশী, অমূর্ত্ত রূপটী অমৃত—অবিনাশী।"-ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া এবং পঞ্চ-মহাভূতকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এবং অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ পুরুষের মাহারজনাদি (হরিদ্রাবর্ণাদি) রূপের উল্লেখ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি—অতঃপর এই হেতু (সত্যস্য সত্যং-ব্রহ্মের এই রূপটী এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই বলিয়া) 'ইহা নহে', 'ইহা নহে'—ইহাই আদেশ—ইহা (সত্যস্য সত্যম্ পুরুষঃ) হইতে অধিক অপর কিছু নাই।"

প্রশ্ন হইতে পারে, "নেতি নেতি"-বাক্যে কাহার নিষেধ করা হইয়াছে? শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্ম ইতি অবগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে—প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি।—'নেতি-নেতি' বাক্যে ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চের (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত-এই দুই রূপের) নিষেধ করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মকে পরিশেষিত করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সূত্রকারও 'প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি'-বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন।

তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—"প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি—প্রস্তাবিত যে এতাবত্ত্ব—ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ—'নেতি'-শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে।" এই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নাই—"নেতি নেতি"-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। "ন হি এতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে।" ইহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, সূত্রের শেষাংশ হইতেই তাহা বুঝায়।

"ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ-ইত্যেতন্নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্। 'অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্'-ইতি হি ব্রবীতি—'ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ'-এই সূত্রশেষ-বাক্যকে নাম-কথন অর্থে যোজনা করিতে হইবে। শ্রুতি ব্রহ্মের তদর্থবোধক নামসমূহ বলিয়াছেন; যথা—ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণসমূহই সত্য; তিনি প্রাণসমূহেরও সত্য।" ব্রহ্মের অস্তিত্বই যদি নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে "সত্যেরও সত্য" ইত্যাদি কথা বলা হইল কেন?

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত সূত্রার্থের সার মর্ম্ম হইতেছে এই:—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই দুইটী প্রাপঞ্চিক রূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই।

১৭। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" ইত্যাদি ৩।২।২২-ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

ক। আলোচ্য সূত্রের "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের অর্থ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন "এতাবত্ত্বম্"-শব্দে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপ বুঝাইতেছে এবং সূত্রে এই প্রাপঞ্চিক রূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপর পক্ষে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"এতাবত্ত্বম্"-শব্দে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের "ইয়ত্তা" বুঝাইতেছে এবং এতাদৃশী ইয়ত্তাই সূত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কেননা, মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের নিষেধ এবং সেই প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ত্তার নিষেধ—এক কথা নহে। প্রাপঞ্চিক রূপ নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায়—ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাপঞ্চিক রূপ নাই। আর, তাহার ইয়ত্তামাত্র নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায়—প্রাপঞ্চিক রূপের যে ইয়ত্তা, তাহা ব্রহ্মের নাই—অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ত্তা আছে বলিয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন। প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ত্তা ব্রহ্মপক্ষে নিষিদ্ধ হইলেই ইহা বুঝায় না যে, ব্রহ্মের প্রাপঞ্চিক রূপ নাই; বরং ইহাও বুঝাইতে পারে যে—প্রাপঞ্চিক রূপও ব্রহ্মেরই; কিন্তু ইহাই ব্রহ্মের একমাত্র রূপ নহে; এতদতিরিক্ত অপরিচ্ছিন্ন রূপও ব্রহ্মের আছে। এ-সম্বন্ধে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় কি, "এতাবত্ত্বম্" শব্দের মুখ্য অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

"যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্"—প্রানিনির এই সূত্র অনুসারে, "পরিমাণ"-অর্থে যৎ, তৎ এবং এতৎ-এই তিন প্রতিপাদিকের উত্তর "বতুপ্"-প্রত্যয় হয়। উ, প্-ইৎ—"বৎ" থাকে।

পাণিনি আরও বলিয়াছেন—"আ দঃ"—বতুপ্ হইলে যৎ, তৎ, এতৎ-ইহাদের "দ্-"স্থানে "আ" হয়। যথা, যৎ-পরিমাণমস্য—যাবান্; তৎ-পরিমাণমস্য—তাবান্; এতৎ-পরিমাণমস্য—এতাবান্।

এইরূপে দেখা গেল—"এতাবৎ"-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে—"এইরূপ পরিমাণ যাহার।" আর, "এতাবত্ত্বম্"-শব্দে "তাহার ভাবকে" বুঝাইতেছে। "এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্টত্ব"—ইহাই হইতেছে "এতাবত্ত্ব"-শব্দের মুখ্য অর্থ।

আলোচ্য সূত্রের 'এতাবত্ত্বম্'-শব্দের মুখ্য অর্থও হইতেছে—এইরূপ পরিমাণবিশিষ্টত্ব বা ইয়ত্তাবিশিষ্টত্ব। কিরূপ পরিমাণ বা ইয়ত্তা? শ্রুতিপ্রোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট পরিমাণ বা ইয়ত্তা।

'এতাবত্ত্বম্'-শব্দের এই মুখ্যার্থ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের যে পরিমাণ বা ইয়ত্তা, ব্রহ্মসম্বন্ধে সেই ইয়ত্তার নিষেধই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত। মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের নিষেধই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি 'এতাবত্ত্বম্'-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'এতৎ'-শব্দেরই প্রয়োগ করিতেন, এতৎ-শব্দেই মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চাত্মক রূপ বুঝাইত।

আপত্তি হইতে পারে এই যে—'এতাবত্ত্বম্'-শব্দে যদি পরিমাণই বুঝায়, তাহা হইলে, প্রকৃত—(প্রস্তাবিত = পূর্ব্বোল্লিখিত)-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কি? শ্রুতিতে 'নেতি নেতি'-বাক্যের পূর্ব্বেতো পরিমাণ-শব্দের উল্লেখ নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়—পরিমাণ-শব্দটী শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় নাই বটে; কিন্তু মূর্ত্তামূর্ত্তের পরিচয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের পরিমাণ সূচিত হইয়াছে। কিরূপে? শ্রুতিতে "ক্ষিতি, অপ্, তেজ-"এই তিনটী মহাভূতকে মূর্ত্ত এবং বায়ু ও আকাশকে (মরুৎকে) অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা গেল—মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তু হইতেছে পঞ্চমহাভূত। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যপ্রারম্ভে "পঞ্চ-মহাভূতানি দ্বৈরাশ্যেন প্রবিভাজ্য" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই পঞ্চমহাভূত হইতেছে পরিমিত, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন। মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপকে পঞ্চমহাভূতরূপে পরিচিত করিয়া মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের পরিমাণের—পরিচ্ছিন্নতার—কথাই জানান হইয়াছে। সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের পরিমাণের কথা অনুল্লিখিত নহে, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত বা প্রকৃত।

ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—"এতাবত্ত্বম্"-শব্দের যে অর্থ শ্রীপাদ রামানুজ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত অর্থ। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা সূত্রস্থ শব্দের মুখ্যার্থের অনুযায়ী নহে।

খ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি—প্রস্তাবিত যে এতাবত্ত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রস্তাবে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই "নেতি" শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ আছে, তবে তাহা ব্রহ্মের রূপ নহে।

কিন্তু পরে তিনি আবার লিখিয়াছেন—“ন হি এতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তম্ অস্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে—এই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত (ব্রহ্মভিন্ন) অন্য কিছু নাই ; এজন্য ‘নেতি নেতি’ বলা হইয়াছে।” অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছু নাই। এই উক্তির সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন—“যদা পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যন্তে–নহ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চ-প্রতিষেধরূপাদেশনাদন্যৎ পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদা ‘ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ’ ইত্যেতন্নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্।—এইরূপ অক্ষর-যোজনা হইবে যথা– ‘নেতি নেতি’ এই প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর (উৎকৃষ্ট) উপদেশ আর নাই। এইরূপ অর্থ যখন করা হইবে, তখন ‘ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ’—এই সূত্রাংশকে নাম-কথন-অর্থে যোজনা করিতে হইবে।” এইরূপ অর্থ হইতে জানা যায়, শ্রুতিপ্রোক্ত ‘ন হি এতস্মাৎ ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি’-এই বাক্যের অন্তর্গত ‘এতস্মাৎ’-শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন ‘প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ হইতে।’ এই বাক্যের পূর্ব্বে যখন “অথাত আদেশ নেতি নেতি”-বাক্য আছে, তখন ‘এতৎ-শব্দে ‘আদেশ’ বুঝাইতে পারে, সত্য। কিন্তু এই আদেশকে যদি প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক আদেশ মনে করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—পূর্ব্বে প্রপঞ্চের নিষেধ করা হয় নাই ; প্রপঞ্চের ব্রহ্ম-রূপত্বমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অবস্থায় ‘এতৎ’-শব্দে ‘প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক আদেশ’ কিরূপে বুঝাইতে পারে ? শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে বুঝা যায়—ব্রহ্মব্যতীত অপর কিছু কোথাও নাই। ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে—প্রথমতঃ, ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর কোনওরূপ অস্তিত্বই নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মব্যতীত অন্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে বটে ; কিন্তু অন্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক (আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।-সূত্রানুসারে)। দ্বিতীয় অর্থটী শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। প্রথম অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত।

কিন্তু ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই – ইহা মনে করিতে গেলে, শ্রুতির পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী ব্যক্যে ব্রহ্মের নাম-কথনে শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন “সত্যস্য সত্যম্ ইতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্—ব্রহ্ম সত্যেরও সত্য। প্রাণসমূহ সত্য; ব্রহ্ম তাহাদেরও (প্রাণসমূহেরও) সত্য।” এ-স্থলে “প্রাণসমূহকে” সত্য বলা হইয়াছে। প্রাণসমূহের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহাদিগকে “সত্য” বলার সার্থকতা কিছু থাকেনা ; যেহেতু, আকাশকুসুমবৎ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুকে কেহ সত্য বলে না। শ্রীপাদ শঙ্কর “প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যম্” -বাক্যের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই—বেদান্তসূত্র-ভাষ্যেও না, শ্রুতিভাষ্যেও না। এ-স্থলে “প্রাণাঃ”-শব্দে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না ; কেননা—প্রথমতঃ, এ-স্থলে “প্রাণাঃ”-শব্দ বহুবচনান্ত ; ব্রহ্ম বহু নহেন—এক। দ্বিতীয়তঃ, “প্রাণাঃ”-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলে বাক্যটীর অর্থ হইবে—ব্রহ্ম ব্রহ্ম হইতেও সত্য ; এইরূপ বাক্যের কোনও সার্থকতা নাই। শ্রীপাদ রামানুজ “প্রাণাঃ”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—”প্রাণসহচর জীবাত্মাসমূহ।” জীবাত্মা-সমূহ নিত্য বলিয়া তাহারা সত্য। ব্রহ্ম জীবাত্মা-

সমূহরূপ সত্য বস্তু হইতেও সত্য—তাহাদের সত্যতা ব্রহ্মের সত্যতার অপেক্ষা রাখে। শ্রীপাদ রামানুজের অর্থ—ব্রহ্মসম্বন্ধে "নিত্যো নিত্যানাম্"-শ্রুতিবাক্যেরই অনুরূপ। যাহা হউক, "প্রাণাঃ"-শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে প্রাণসমূহের সত্যতা—সুতরাং অস্তিত্ব—স্বীকৃত হইয়াছে। "সত্যস্য সত্যম্"-বাক্যেও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মব্যতীত অন্য সত্য—অস্তিত্ব বিশিষ্ট—বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্যই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মব্যতীত অন্যবস্তুর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি হয় শ্রুতিবাক্যের বিরোধী।

ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তুর অনস্তিত্ব যে কেবল শ্রুতির "সত্যস্য সত্যম্" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যেরই বিরোধী, তাহা নহে ; পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেরও বিরোধী। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের রূপ। যদি মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ব্রহ্মের রূপ বলার সার্থকতা থাকিতে পারে না। যদি বলা হয়—"ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার নিমিত্তই এইরূপ বলা হইয়াছে। যে কখনও গরু দেখে নাই, গরুর সম্বন্ধে কিছু জানেও না, তাহাকে গরু চিনাইবার জন্য যেমন বলা হয়—সাস্নাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুটীই হইতেছে গরু, তদ্রূপ এস্থলেও বলা হইয়াছে—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ যাঁহার রূপ, তিনিই ব্রহ্ম। 'গরু হইতেছে গরু' একথা বলিলে যেমন গরু-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই পোষণ করা যায় না, তদ্রূপ 'ব্রহ্ম হইতেছেন ব্রহ্ম' ইহা বলিলেও ব্রহ্মসম্বন্ধে কোনও ধারণা জন্মিতে পারে না। এজন্যই গরু-সম্বন্ধে সাস্নাদির কথা এবং ব্রহ্ম-সম্বন্ধে মূর্ত্তামূর্ত্তের কথা বলা হয়।" এক্ষণে এই উদাহরণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—সাস্না ও পদচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়া হয়। সাস্না ও পদচতুষ্টয়ের যদি কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়া হইবে নিরর্থক ; কেন না, সাস্নাদির যখন কোনওরূপ অস্তিত্বই নাই, তখন সাস্নাদিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—সুতরাং গরুকেও চিনিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপ মূর্ত্তামুর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রপঞ্চের উপলক্ষণে ব্রহ্মের পরিচয় দানও হইয়া পড়িবে নিরর্থক। প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলা সার্থক হইতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই শ্রুতি তাহাকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়াছেন।

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-এই বেদান্তসূত্রই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যাহার জন্ম আছে, জন্মের পরে যাহার স্থিতি এবং বিনাশ আছে, তাহাকে অস্তিত্বহীন বলা চলে না। তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; অবশ্য এই অস্তিত্ব নিত্য নহে—বিনাশের কথা আছে বলিয়া এবং জন্মের কথা আছে বলিয়াও। জন্মের (সৃষ্টির) পরে বিনাশ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥"-সূত্র হইতে জানা যায়—এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই পরিণতি (অবশ্য

স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী থাকেন)। সুতরাং এই প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মেরই একটী রূপ—তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহা অনিত্য এবং বিকারশীল বলিয়া ইহাই তাঁহার একমাত্র বা স্বরূপগত রূপ নহে। এই প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রহ্মের "অপর-রূপ"—যাহা কালত্রয়ের অধীন। ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। আর যাহা কালাতীত, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের "পর-রূপ।" শ্রুতিতেও ব্রহ্মের এই তুই রকম রূপের কথা পাওয়া যায়। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ ॥৫।১॥—হে সত্যকাম! যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ।" ইহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম, পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্—এই ব্রহ্ম পরব্রহ্মও, অপর ব্রহ্মও। সত্য এবং অক্ষর পুরুষই পরব্রহ্ম; আর, প্রথমোৎপন্ন প্রাণই অপর-ব্রহ্ম। এই উভয়ই ওঙ্কারাত্মক বলিয়া ওঙ্কারই।" মাণ্ডূক্যশ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন—"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানম্—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১॥—এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই 'ওম্'- এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-এসমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।" ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এই কালত্রয়ের অধীন যে জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাই যে প্রশ্নোপনিষদুক্ত "অপর ব্রহ্ম" এবং ত্রিকালাতীত যে বস্তু, তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া তাহাই যে প্রশ্নোপনিষদুক্ত "পরব্রহ্ম"—প্রশ্নোপনিষদের উপরে উদ্ধৃত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া উপরে উদ্ধৃত মাণ্ডূক্য-বাক্যটীর ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের তুইটি রূপ আছে—পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হইতেছেন জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত, অক্ষর, নিত্যসত্য, ত্রিকালসত্য। আর, অপর-ব্রহ্ম হইতেছেন কালত্রয়ের অধীন, সুতরাং বিকারশীল এই জগৎ-প্রপঞ্চ। জগৎ-প্রপঞ্চ কালত্রয়ের অধীন এবং বিকারশীল বলিয়াই তাহাকে অপর অশ্রেষ্ঠ—ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বিকারশীল এবং অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের একটী রূপ—অপর-রূপ—বলার হেতু এই যে—ইহাও ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে; যেহেতু, বেদান্ত-সূত্রানুসারে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। সুতরাং বৃহদারণ্যক-শ্রুতিকথিত মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চই যে 'অপর-ব্রহ্ম'—সুতরাং এই প্রপঞ্চও যে ব্রহ্মের একটি রূপ—প্রশ্নোপনিষৎ এবং মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা গেল। ব্রহ্মের 'অপর রূপ' এই প্রপঞ্চ যে অস্তিত্বহীন নহে, পূর্ব্বোদ্ধৃত মাণ্ডূক্য-বাক্য হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। মাণ্ডূক্য কালত্রয়ের অধীন এই জগৎ-প্রপঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া, যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বকই, বলিয়াছেন—'ইদং সর্ব্বম্—এই সমস্ত জগৎ।' জগৎ যদি অস্তিত্বহীনই হইত, তাহা হইলে 'ইদং সর্ব্বম্' বলা নিরর্থক হইত। বিশেষতঃ, অস্তিত্বহীন বস্তুকে নিত্য-অস্তিত্বময়-ব্রহ্মাত্মক বলাও নিরর্থক, অস্তিত্বহীন বস্তুকে ব্রহ্মাত্মক বলিলে ব্রহ্মেরই অস্তিত্বহীনতা-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এইরূপে শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় জানা গেল—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ জগৎ-প্রপঞ্চ অস্তিত্বহীন নহে এবং তাহাও ব্রহ্মের একটী রূপ—অপর-রূপ। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্তকে শ্রুতিসম্মত বলা যায় না। আলোচ্য সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন মনে করিলেও সেই অনুমান হইবে শ্রুতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থ 'এতাবত্ত্বম্'-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও যে ব্যাকরণ-সম্মত নহে, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় এবং শ্রুতির অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্কর প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা প্রতিপাদনের অনুকূলভাবেই বৃহদারণ্যক-শ্রুতির 'ন হি এতস্মাৎ ইতি'-ইত্যাদি বাক্যের অর্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ যে শ্রুতি-সম্মত নহে—সুতরাং ইহা যে উক্ত শ্রুতি-বাক্যের বিচার-সহ অর্থও নহে—উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের সরলার্থে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন--"নেতি নেতি—নহি এতস্মাৎ (সত্যস্য সত্যাৎ পুরুষাৎ) পরং (অধিকং) অন্যৎ (নামরূপাদিকং কিঞ্চিৎ) (অস্তি নাস্তীত্যর্থঃ, সর্ব্বমেব এতদাত্মকমিতি ভাবঃ)"। ভাবার্থ এই যে—সত্যের সত্য এই ব্রহ্ম-পুরুষ হইতে অধিক (শ্রেষ্ঠ) নামরূপাদি (নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ) কিছু নাই ; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অধিক—ব্রহ্মাতিরিক্ত—কিছু নহে। এইরূপ অর্থের সঙ্গে প্রশ্নমাণ্ডূক্যাদি-শ্রুতিবাক্যের এবং বৃহদারণ্যকেরও পূর্ব্বাপর বাক্যের কোনওরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ এইরূপ নহে।

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থে লিখিয়াছেন--"ইতি নেতি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ বস্তু পরং নহি অস্তি। ব্রহ্মণোঽন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তি ইত্যর্থঃ।—'ইতি ন' (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই ; অর্থাৎ স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট কিছু নাই।" এই অর্থের সঙ্গেও পূর্ব্বাপর-বাক্যের এবং প্রশ্ন-মাণ্ডূক্য-বাক্যের বিরোধ নাই। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং কষ্টকল্পনা-বর্জ্জিত বলিয়া মনে হয়।

৩।২।২৩॥ তদব্যক্তমাহ হি ॥

=তৎ (সেই ব্রহ্ম) অব্যক্তম্ (অপর প্রমাণের অগোচর) আহ হি (বলিয়াছেনও)।

রামানুজ। ব্রহ্ম যখন অপর কোনও (অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি) প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ-রূপের উল্লেখ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং (পূর্ব্বসূত্রে) তাহার আশঙ্কিত ইয়ত্তাই (পরিচ্ছিন্নত্বই) কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম যে প্রমাণান্তরের অগোচর, তাহাই

দৃঢ়তর করিবার জন্য "তদব্যক্তমাহ হি"-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইতেছে —ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের গোচর নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "অব্যক্ত" বলা হয়। তিনি যে অপর কোনও প্রমাণের গোচর নহেন, শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। মহানারায়ণোপনিষৎ॥ ১।১১॥—তাঁহার রূপ দৃষ্টি-পথে অবস্থিত নহে; কেহই চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না।" "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ ৩।১।৮॥—তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হয়েন না, বাক্যদ্বারাও হয়েন না।"

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তিনি ব্যক্ত হয়েন না বলিয়াই ব্রহ্মকে "অব্যক্ত—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর" বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ-রূপের (ব্রহ্মের অপর-রূপের) উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ রূপের নিষেধ করিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা করার সম্ভাবনাও কাহারও থাকে না; এজন্য বলা হইয়াছে—মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের উল্লেখ করিয়া তাহার নিষেধ করা সম্ভবপর হয় না।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়াই শ্রুতি-স্মৃতি তাঁহাকে "অব্যক্ত" বলিয়াছেন।

৩।২।২৪॥ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥

=অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে তাহা জানা যায়)।

রামানুজ। অপিচ, সংরাধনে (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রীতিসাধন-ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই) ইহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; অন্য কোনও প্রকারে হয় না। শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণে ইহাই জানা যায়। মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক॥ ৩।২।৩॥—এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম-বুদ্ধি) দ্বারাও লাভ করা যায় না, বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও লাভ করা যায় না; পরন্তু এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন; এই আত্মা তাঁহার নিকট স্বীয় তনু বা স্বরূপ প্রকাশ করেন।" "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ মুণ্ডক॥ ৩।১।৮॥—জ্ঞান-প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার পরে ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মার দর্শন হয়।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া", "ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৩-৫৪॥—বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তপস্যাদ্বারাও না, দানদ্বারাও না, এবং যজ্ঞদ্বারাও না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! একমাত্র অনন্য-ভক্তিদ্বারাই এবংবিধ আমাকে যথাযথরূপ জানিতে

এবং দর্শন করিতে পারে, আমাতে প্রবেশ করিতেও পারে।” ভক্তিরূপতাপ্রাপ্ত উপাসনাই যে সংরাধন—তাঁহার প্রীতিসম্পাদক আরাধন—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব “দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্ব্বে অবিজ্ঞাত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ ব্রহ্মের রূপদ্বয়ের অনুবাদ করিতে কখনও সমর্থ হয় না। (অর্থাৎ পূর্ব্বে অবিদিত এই রূপদ্বয়ের কথাই বলা হইয়াছে; পূর্ব্বে অবিদিত বলিয়া এই রূপদ্বয় অনুবাদ নহে—সুতরাং অনুবাদরূপে উল্লিখিত হওয়াও সম্ভব নহে)।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও রামানুজের অনুরূপ।

৩।২।২৫॥ প্রকাশাদিবচ্চ অবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥

=প্রকাশাদিবৎ চ (জ্ঞান ও আনন্দাদির ন্যায়ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ চ (প্রকাশও) কর্ম্মণি (কর্ম্মেতে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে)।

রামানুজ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।২।২২ সূত্রে যে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু তৎসম্বন্ধে তাহার ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে—এই সূত্রেও তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। শ্রুতি হইতে জানা যায়, বামদেব পরব্রহ্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন—“আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম” ইত্যাদি। ইহাতে জানা যায়—বামদেব পরব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধিও পাইয়াছিলেন এবং স্বরূপের উপলব্ধিতে প্রকাশাদি—জ্ঞান ও আনন্দাদিও—উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, জ্ঞান ও আনন্দাদির ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্ত-বিশিষ্টত্বও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যখন বামদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখনই ব্রহ্মের পর-রূপের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিলেন এবং জ্ঞান ও আনন্দাদিও উপলব্ধি করিলেন। ইহার পরে তিনি মনু-সূর্য্যাদিরও—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চেরও—অনুভব লাভ করিলেন। মনু ও সূর্য্যাদিও ব্রহ্মেরই এক রূপ। বামদেব এই রূপও দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ-বশতঃ মনু-সূর্য্যাদির ন্যায় নিজেরও ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞানে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে—তিনিই মনু, তিনিই সূর্য্য, হইয়াছিলেন। এইরূপে বুঝা যায়, বামদেব—জ্ঞান ও আনন্দাদি ব্রহ্মের স্বরূপ যেভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (প্রকাশাদিবৎ), সেইরূপ ভাবেই ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপেরও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাক্ষাৎকারে বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য কিছু নাই (অবৈশেষ্যম্)। ইহা হইতেই জানা যায়—ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও আছে; যেহেতু, জ্ঞানানন্দাদি-লক্ষণ ব্রহ্মের দর্শনের পরে বামদেব মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও দেখিয়াছেন এবং উভয়ই যে ব্রহ্মের রূপ, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন; নচেৎ “আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম”—ইত্যাদি কথা বলিতেন না। সুতরাং “প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্”-ইত্যাদি সূত্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বামদেবের দৃষ্টান্তে জানা যায়—যাঁহারা ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভব লাভ করিবেন, তাঁহারা

জ্ঞানানন্দাদির ন্যায় (প্রকাশাদিবৎ) ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ রূপেরও অনুভব লাভ করিবেন। এই বিষয়ে বিশেষত্ব কিছু নাই (অবৈশেষ্যম্)।

কিন্তু কি রূপে ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভব লাভ হইতে পারে? তাহাই বলিতেছেন—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ—ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদির অনুভব লাভও হয়—কর্ম্মের (ব্রহ্ম-প্রীতিমূলক কর্ম্মের বা সংরাধনের) অভ্যাসের (পুনঃপুনঃ অনুশীলনের) দ্বারা। সাধনের ফলেই ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদিরও উপলব্ধি হয় এবং তাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ রূপেরও অনুভব হয়।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আকাশ ও সূর্য্যাদি যেমন অঙ্গুলি,করকা, জল প্রভৃতিতে, প্রচলনাদি-ক্রিয়ারূপ উপাধিবশতঃ সবিশেষের ন্যায় (ভিন্ন আকার-বিশিষ্টের ন্যায়) দৃষ্ট হয়, তাহাতে যেমন সূর্য্যাদি তাহাদের স্বাভাবিক অবিশেষাত্মতা (একরূপতা) পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উপাধি অনুসারেই এই আত্মা সেই-সেই রূপে দৃষ্ট হয়; আত্মা স্বরূপতঃ একরূপই। আত্মার এই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে পুনঃপুনঃ (অভ্যাস) জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের কথা বলা হইয়াছে।

১৮। "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্" ইত্যাদি ৩।২।২৫-ব্রহ্মসূত্রসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে বিবেচ্য বিষয় দুইটী। প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—উপাধিবশেই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, জীব ও ব্রহ্মের একত্বের কথা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—(১) পরব্রহ্মকে যে মায়িক উপাধি স্পর্শও করিতে পারেনা, শ্রুতি-প্রমাণ-প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। পরেও এ-বিষয় আলোচিত হইবে।

(২) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি-সম্বন্ধে জীব-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে।

৩।২।২৬॥ অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥

=অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্য গুণে বিশিষ্ট) তথাহি (সেইরূপ হইলেও) লিঙ্গম্ (উভয়-লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে)।

রামানুজ। ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত উভয়-লিঙ্গত্ব-সম্বন্ধে বিচারের উপসংহার করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—উল্লিখিত কারণসমূহ-বশতঃ ব্রহ্মের অনন্ত-কল্যাণগুণ-বিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে। তাহাতেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে।

উভয়লিঙ্গত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ ব্রহ্মের সবিশেষত্বই স্থাপন করিলেন।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে সূত্রটীর পদচ্ছেদ হইবে এইরূপ :—

অতঃ (অতএব—ভেদ অবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক বলিয়া) অনন্তেন (জীব অনন্ত—

সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়) তথাহি (সেইরূপ) লিঙ্গম্ (ব্রহ্মাত্মভাব-প্রাপ্তিরূপ ফল শুনা যায়)।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিতে জীব অনন্ত-ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। শ্রুতিতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মন্তব্য। এ-সম্বন্ধেও জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে।

৩।২।২৭॥ উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ ॥

=উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দ্দেশহেতু) তু (কিন্তু) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্পের কুণ্ডলীভাবের ন্যায়)।

রামানুজ। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, আবার অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়। ইহা অহিকুণ্ডলের ন্যায়। সর্প কখনও কখনও কুণ্ডলাকারেও (কুণ্ডলী-পাকান অবস্থায়ও) থাকে, আবার কখনও বা ঋজুভাবেও থাকে। উভয় অবস্থাতেই সর্প একটিই। কুণ্ডলাকার হইতেছে ঋজু আকারেরই অবস্থা-বিশেষ। তদ্রূপ, জগৎও হইতেছে ব্রহ্মের অবস্থা-বিশেষ। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, আবার অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়। ইহা অহিকুণ্ডলের ন্যায়। সর্পরূপে যেমন কুণ্ডলাকার-সর্পে এবং ঋজু আকার সর্পে কোনও ভেদ নাই, ভেদ কেবল আকারে, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মরূপে অভিন্ন, জীবরূপে ভিন্ন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৩।২।২৮॥ প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ ॥

=প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশ—প্রভা এবং প্রভার আশ্রয়ের ন্যায়) বা (পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনার্থক) তেজস্ত্বাৎ (তেজস্ত্ব হেতু)।

রামানুজ। এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইতেছে। ব্রহ্মই যদি অচেতন জড়জগৎ-রূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক এবং অপরিণামিত্ব-বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এজন্য বলা হইতেছে –যেমন সূর্য্যও স্বরূপতঃ তেজ, তাহার প্রভাও স্বরূপতঃ তেজ –এই তেজোরূপে যেমন উভয়ের মধ্যে অভেদ, জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তদ্রূপ।

শঙ্কর। সূর্য্য এবং সূর্য্যের আলোক যেমন অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরূপেও উভয়েই যেমন সমান, অথচ সূর্য্য ও তাহার আলোককে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন না হইলেও ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়।

৩।২।২৯ ॥ পূর্ব্ববদ্ বা ॥

=অথবা পূর্ব্বের ন্যায়।

রামানুজ। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়ের বারণার্থ 'বা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। একই পদার্থের যদি অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব ঘটে। আবার যদি বলা হয়—প্রভা ও তদাশ্রয়ের ন্যায় অচেতন জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না), তাহাহইলেও গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ব্রহ্মে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অনুগত ব্রহ্মও একটী জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র। ইহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তবে সিদ্ধান্তটী হইতেছে এইরূপ।

পূর্ব্ববৎ—সিদ্ধান্তটী পূর্ব্বের মতন। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ ॥ ২।৩।৪২ ॥ ব্রহ্মসূত্র" এবং "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।৩।৪৫ ॥"—এইসূত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ ; তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে যে, জগৎ ব্রহ্মের অংশ। শরীরের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধ। যেখানে জগৎ, সেখানেই ব্রহ্ম আছেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ বলা হয়। উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদের কথা বলা হয়।

শঙ্কর। পূর্ব্বোক্ত "প্রকাশাদিবচ্চ" ইত্যাদি ৩।২।২৫ সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে ভেদাভেদ-সম্বন্ধের সঙ্গতি করিতে পারা যায়। প্রকাশ বা আলোকের কোনও বিশেষ রূপ নাই ; যেই বস্তুর উপরে আলোক পতিত হয়, সেই বস্তুর রূপকে আলোকের রূপ বলিয়া মনে হয়। অভেদই শ্রুতির প্রতিপাদ্য। ভেদ কেবল লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার অনুবাদমাত্র করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশের ন্যায় জীব-ব্রহ্মেরও অভেদ সম্বন্ধ—ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলেও জীবব্রহ্মের অভেদ বলিয়াছেন।

৩।২।৩০ প্রতিষেধাচ্চ ॥

=নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়াও।

রামানুজ। অচেতন বস্তুর ধর্ম্ম ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ (দেহ ও জীবাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ), জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ।

শঙ্কর। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জীবের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই।

৩।২।৩১ ॥ পরমতঃ সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥

=পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ (সেতু-ব্যপদেশ, উন্মান-ব্যপদেশ, সম্বন্ধ-ব্যপদেশ ও ভেদব্যপদেশহেতু)।

রামানুজ। এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে। "অথ স আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিঃ—এই যে,

আত্মা, তিনিই বিধারক সেতু”। জলাদির উপরে নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া অন্য তীরে যাইতে হয় ; সেই তীর সেতু হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মকে সেতু বলায় বুঝা যায়—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু আছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে—“চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম” এবং প্রশ্নোপানিষদে ষোড়শকলাযুক্ত বলা হইয়াছে—“ষোড়শকলম্।” ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের পরিমাণ (উন্মান) আছে। পরিমাণের উল্লেখেই বুঝা যায়—এই পরিমাণবিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অপর বস্তুও আছে। সুতরাং ব্রহ্মের পরিমাণের উল্লেখে বুঝা যায়—এই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তু আছে।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—“অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্—ব্রহ্ম নির্ধূম অগ্নির ন্যায় অমৃতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেতুতুল্য। —অমৃতকে পাওয়ার সেতুতুল্য।” এস্থলে প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধের কথা জানা যায়। অমৃতরূপ প্রাপ্য বস্তুকে পাওয়ার সেতুরূপে ব্রহ্মকে অভিহিত করায় বুঝা যায়—প্রাপ্য বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

মুণ্ডকশ্রুতি বলেন—“পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি—পর হইতেও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।” মহানারায়ণোপনিষৎ বলেন—“পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্—পর হইতেও পর এবং মহৎ হইতেও মহৎ।” এই সকল শ্রুতিবাক্যে পর হইতেও পর পুরুষের উল্লেখে—ভেদের কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেও বুঝা যায়—এই ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু আছে।

এইরূপে দেখা যায়—সেতু ও উন্মানাদির উল্লেখ আছে বলিয়া এই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট কোনও বস্তু আছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও ঐ রূপ অর্থই করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী কয়টী সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩।২।৩২ ॥ **সামান্যাৎ তু** ॥

=সামান্যাৎ (সাদৃশ্য হেতু) তু (কিন্তু)।

রামানুজ ও শঙ্কর —উভয়েই এই সূত্রের এক রকম অর্থ করিয়াছেন। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের সেতু-সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

সেতু যেমন জলকে ধারণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎকে ধারণ করিয়া রাখেন। ধারণ-বিষয়ে সাদৃশ্য (সামান্য—সমানতা) আছে বলিয়াই ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে (সেতুর্বিধৃতিঃ-শব্দেও ধারণের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে)। (এ স্থলে সেতু—জমির আইল, যাহা জমির জলকে ধারণ করিয়া রাখে)। ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করা যায় যে, সেতুর অপর পারে যেমন অন্য তীর আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু বস্তু আছে, তাহাহইলে ইহা সঙ্গত হইবে না। কেন না, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, সেতু যেমন কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত, ব্রহ্মও তেমনি কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত।

শাস্ত্রে ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তুর উল্লেখ কোথাও নাই।

এইসূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইল ; যেহেতু, বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকে ধারণ করিয়া রাখেন।

৩।২।৩৩॥ বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥

=বুদ্ধ্যর্থঃ (উপাসনার জন্য) পাদবৎ (অংশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে)।

এইসূত্রে পরিমাণ-বিষয়ক আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন; সকলে তাহাতে মন স্থির করিতে পারে না বলিয়াই উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মকে "চতুষ্পাদ", "ষোড়শকল" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্করের বাখ্যা প্রায় একরূপই।

৩।২।৩৪॥ স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ॥

=স্থানবিশেষাৎ (বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অনুসারে) প্রকাশাদিবৎ (আলোকাদির তুল্য)।

রামানুজ। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, পরিমাণহীন (অপরিচ্ছিন্ন) ব্রহ্মকে উপাসনার সুবিধার জন্য পরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরই এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

আলোকাদি স্বভাবতঃ বিস্তারশীল হইলেও যেমন গবাক্ষ (জানালা) ও ঘটাদি স্থানভেদে পরিচ্ছিন্ন—পৃথক্ পৃথক্—করিয়া তাহার চিন্তা সম্ভব হয়, তদ্রূপ বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অনুসারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মকেও পরিমিতরূপে চিন্তা করা সম্ভব হয়। এই সূত্রে ভেদ-বিষয়ক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্কর। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধের উল্লেখ আছে ; তাহাদের ভেদের উল্লেখও আছে। তাহার মীমাংসা এই—একই সূর্য্যালোক যেমন অঙ্গুলি-আদি উপাধির দ্বারা বিশেষ ভাব—ভিন্ন ভিন্ন আকার—ধারণ করে, উপাধির অপগমে যেমন আবার পূর্ব্ব রূপই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা মন-বুদ্ধি-আদি উপাধিযোগে (স্থানবিশেষাৎ) নানাভাব-প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়, উপাধি অপগত হইলে নানাভাবত্ব দূর হইয়া যায়, তখন এক পরমাত্মারই উপলব্ধি হয়।

মন এবং বুদ্ধি আদি হইতেছে পরিমিত ও বহু ; তাহাদের সম্পর্কে অপরিমিত এক পরমাত্মাকেও পরিমিত এবং বহু বলিয়া মনে হয়। পরমাত্মার সহিত বুদ্ধি-আদির এইরূপ যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে ঔপচারিক—বাস্তব নহে। তদ্রূপ ভেদ-ব্যপদেশও উপাধি-অনুযায়ী; তাহাও ঔপচারিক। পরমাত্মা উপাধিভেদে ভিন্ন, স্বরূপতঃ এক।

এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের—সম্বন্ধ ও ভেদ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩।২।৩৫॥ উপপত্তেশ্চ ॥

=যুক্তি অনুসারেও

রামানুজ। পূর্ব্বপক্ষের একটী আপত্তি ছিল এই যে, "অমৃতস্যৈব সেতুঃ"-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন অমৃত-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ; ইহাতে প্রাপ্য-প্রাপক-সম্বন্ধের কথা থাকায় বুঝা যায়—প্রাপকের (সেতুর—ব্রহ্মের) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্তু আছে। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহার যুক্তিসঙ্গত সমাধান হইতেছে এই যে—ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায়ও ব্রহ্মই—ব্রহ্মের কৃপাই। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৩॥—এই আত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা লভ্য নহেন, মেধা বা ধারণাক্ষম বুদ্ধি দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ (কৃপা) করেন, তাঁহারই লভ্য হয়েন ; এই আত্মা তাঁহারই নিকট স্বীয় তনু প্রকাশ করেন।" সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্তুই নাই।

শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের সম্বন্ধ-বিষয়ক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্কর। পূর্ব্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারাও তাহার সঙ্গতি জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন "স্বমপীতো ভবতি—সুষুপ্তিকালে নিজেকে প্রাপ্ত হয়।" সুতরাং ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। জীবের ব্রহ্মভিন্ন অন্যভাব উপাধিকৃত। ব্রহ্মের সহিত কোনও বস্তুর ভেদও হইতে পারে না। কেন না, বহুশ্রুতিবাক্যে একমাত্র ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে। "যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ", "যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ।"—"এই যে পুরুষের বহির্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ এবং এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ"-ইত্যাদি। এই বাক্য হইতেই পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ উপপন্ন হয়।

মন্তব্য। জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে—জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে।

৩।২।৩৬॥ তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥

=তথা (সেইরূপ) অন্যপ্রতিষেধাৎ (তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধের কথা আছে বলিয়া)।

রামানুজ। "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।৯॥—যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অতিশয় অণু বা মহৎ কিছু নাই"-এই শ্রুতিবাক্যে পরম পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তর প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্বই নাই। "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।১০॥—সকলের শেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, তাহাই অনাময় (নিরাময়) এবং অরূপ। যাঁহারা এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হয়েন, কেবল তাঁহারাই অমৃত (মুক্ত) হয়েন, অপর সকলে কেবলই দুঃখ ভোগ করে।" এই

শ্রুতিবাক্যে "ততো যদুত্তরম্"—ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে ; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে—যেহেতু পরম-পুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই , সেই হেতু তিনিই সর্ব্বোত্তম। এইরূপ অর্থ না করিলে উপক্রমও বিরুদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতর॥"-এই বাক্যে বলা হইল—পরব্রহ্ম পরম-পুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। ইহা বলিয়া ইহারই সমর্থনে বলা হইয়াছে—"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ"-ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বরতর॥ ৩।৯॥—যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম বা মহৎও কিছু নাই।" সুতরাং এই পরম-পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে কিছু নাই, তাহাই জানা গেল।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় পূর্ব্বপক্ষের কথিত ভেদাদি বাস্তবিক সম্ভব নয়।

মন্তব্য। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য বস্তুর নিষেধের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্বের নিষেধের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ১।২।১৭ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩।২।৩৭॥ অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ॥

=অনেন (এই ব্রহ্মদ্বারা) সর্ব্বগতত্বং (সর্ব্বব্যাপিত্ব) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক আয়ামাদি শব্দ হইতে)।

রামানুজ। আয়াম-শব্দে সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝায়। আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্ম সর্ব্বগত। ইহার সমর্থক শ্রুতিবাক্য, যথা—"তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।৯॥—সর্ব্বজগৎ এই পুরুষের দ্বারা পূর্ণ।" "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ পুরুষসূক্তম্॥—এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পর-ব্রহ্ম) সেই সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।" "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ মুণ্ডক ১।১।৬॥ —ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, অতিসূক্ষ্ম যে ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের কারণকে) সম্পূর্ণ-দর্শন করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি। "শব্দাদি"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৫।১॥—ব্রহ্মই এই সমস্ত", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৫।২॥—আত্মাই এই সমস্ত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই পরব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা পর—শ্রেষ্ঠ বা চরম-সীমা।

মুণ্ডকোপনিষদুক্ত "ভূতযোনিম্"-শব্দ হইতে এই সর্ব্বগত ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাও জানা যাইতেছে।

শঙ্কর। অনেন (সেতু-আদি ব্যপদেশের নিরাকরণের দ্বারা এবং অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-নিষেধের দ্বারা) সর্ব্বগতত্বম্ (ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (আয়াম-শব্দাদি হইতে)।

সেতু-প্রভৃতির উল্লেখের কথা দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মভিন্ন অপর কোনও বস্তুরই যে অস্তিত্ব নাই, তাহাও দেখান হইয়াছে। এই দুইটী দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হইয়াছে। এই দুইয়ের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়না। কেননা, সেতু-আদির মুখ্যার্থ স্বীকার করিলে আত্মারও পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু, সেতু-আদি পরিচ্ছিন্ন। অন্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করা হয়; কেননা, এক বস্তু অন্যবস্তু হইতে ভিন্ন--সুতরাং পরিচ্ছিন্ন।

আয়ামাদি-শব্দ ব্যাপ্তিবাচক। শ্রুতিতে ব্রহ্মের ব্যাপ্তিত্ববাচক শব্দাদি দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বগত।

১৯। অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ॥-৩।২।৩৭-সূত্রসম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্মভিন্ন অন্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। "তথান্যপ্রতিষেধেঽপ্যসতি বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবর্ত্তেত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত।" এ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ব্বেই (১।২।১৭ অনুচ্ছেদে) দেখান হইয়াছে—শ্রুতি ব্রহ্মভিন্ন পরিদৃশ্যমান্ অন্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। এই সকল অন্যবস্তু অবশ্য ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন—ভিন্নতত্ত্ব—নহে, ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ; তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ অন্যনিরপেক্ষ বস্তু নহে। এবম্বিধ অন্যবস্তুর অস্তিত্বে পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ আসিতে পারেনা, ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বও অসিদ্ধ হইতে পারেনা। কেননা, সে-সমস্ত বস্তুও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সে-সমস্ত বস্তুও বস্তুতঃ ব্রহ্মই এবং সে-সমস্ত বস্তুর অতীতও ব্রহ্ম আছেন; যেহেতু, ব্রহ্মের অপর-রূপ এবং পর-রূপের কথা প্রশ্ন-মাণ্ডুক্যাদি উপনিষৎও বলিয়া গিয়াছেন (১।২।১৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তৎসমস্ত বস্তুরূপেও যখন ব্রহ্ম এবং তাহাদের অতীতও যখন ব্রহ্ম, তখন সে-সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ উঠিতে পারেনা, সর্ব্বগতত্বও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এই শ্রুতিবাক্যেই তো বলা হইয়াছে—"নানা বা বহু বলিয়া কিছু নাই।" সুতরাং অন্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই নানাত্ব স্বীকার করা হয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—এ-স্থলে "নানা"-শব্দে একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ তত্ত্বকে বুঝাইতেছে। বেদান্তমতে ব্রহ্মই যখন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও, তখন

অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই, ইহা যেমন বলা যায়না এবং অন্য বস্তু যে ব্রহ্মাত্মক নয়, তাহাও তেমনি বলা যায় না। অস্তিত্বহীন বস্তুর আবার নিমিত্ত-কারণই বা কি, উপাদান-কারণই বা কি ? সমস্ত বস্তুর উপাদান ব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক ; তাহারা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ং-সিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব নহে—সুতরাং "নানা"-শব্দের বাচ্যও নহে। ইহাই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-বাক্যের তাৎপর্য্য। নচেৎ "জন্মাদ্যস্য যতঃ," "যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি" ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অন্যবস্তু-সমূহ যদি ব্রহ্মাত্মক না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের সংশয় জন্মিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তদ্রূপ সংশয়েরও কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না।

শ্রুতি-স্মৃতিতে অন্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বের কথা বলা হইয়াছে। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।৯।—এই সর্ব্বজগৎ পুরুষের দ্বারা পূর্ণ।" এই শ্রুতিবাক্যে "ইদম্' শব্দে সর্ব্বজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই পুরুষকর্ত্তৃক তাহার পূর্ণত্বের কথা বলা হইয়াছে। "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ পুরুষসূক্তম্॥" এস্থলেও পরিদৃশ্যমান্ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—নারায়ণ এই জগতের ভিতর-বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" এই ঈশোপষিদ্‌বাক্যেও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—এই জগৎ পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"-এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৯।৪)-বাক্যেও পরিদৃশ্যমান্ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মকর্ত্তৃক তাহার পরিব্যাপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা॥ ১৩।১৪॥"-এই বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। "নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫॥" এই বাক্যেও পরিদৃশ্যমান্ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় অনন্ত ভগবানে এই জগৎ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। এই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—অন্য বস্তুর অস্তিত্ব ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্তকে শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত বলিয়া মনে করা যায় না।

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতে জানা গেল—সমস্ত বস্তুরূপেও ব্রহ্ম বিরাজিত, আবার সমস্ত বস্তুর ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজিত। সুতরাং অন্যবস্তুর অস্তিত্বে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা এই যে, দুইটী জড়বস্তু একই অভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেনা। ইহা হইতেছে জড় বা প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন

জড়াতীত, মায়াতীত, চিদ্বস্তু ; তিনি জড়ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। দুইটী চিদ্বস্তু একই অভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই দুই চিদ্বস্তু একই অণুপরিমিত চিত্তে অবস্থান করেন। "দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যে-স্থানে একটী জড়বস্তু থাকে, সে-স্থানে ব্রহ্ম বা আত্মা থাকিতে পারেন না—একথা বলিলে ব্রহ্মকেও জড়ধর্ম্মী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। প্রাকৃত জড়বস্তুর দৃষ্টান্তেই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন অন্যবস্তুর (অর্থাৎ জগদাদি জড়বস্তুর) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, তিনি ব্রহ্মকে যেন জড়ধর্ম্মী বলিয়াই মনে করিতেছেন। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" এই স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তথাপি, প্রাকৃত জড়বস্তুর দৃষ্টান্তে তিনি কেন যে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলেন, তাহা তিনিই জানেন। "যেন তেন প্রকারেণ" দৃশ্যমান্ জগতের অনস্তিত্ব-খ্যাপনের জন্য উৎকট প্রয়াসই কি ইহার হেতু।

২।৩।৩৮॥ ফলমত উপপত্তেঃ ॥

=ফলম্ (ফল—কর্ম্মফল) অতঃ (এই ব্রহ্ম হইতে) উপপত্তেঃ (উপপত্তিহেতু)।

রামানুজ। জীব যাহাতে ভগবানের উপাসনা করে—এই উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ন-সুষুপ্তি-আদি সকল অবস্থাতেই জীব দোষযুক্ত ; কিন্তু ব্রহ্ম কখনই দোষযুক্ত হয়েন না ; তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে বলা হইতেছে যে—যজ্ঞ-দান-হোমাদি সকল কর্ম্মের ফল—ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-ভোগ এবং মোক্ষলাভ—ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নিরতিশয় উদার-প্রকৃতি।

এই সূত্রেও ফলদাতা বলিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষই বলা হইয়াছে।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রীপাদ রামানুজের অনুরূপ ভাবেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

৩।২।৩৯॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥

=শ্রুতি হইতেও।

শ্রুতি হইতেও জানা যায়—ব্রহ্মাই কর্ম্মফল-দাতা।

শ্রীপাদ রামানুজ ও শ্রীপাদ শঙ্কর—উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক।

৩।২।৪০॥ ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥

=ধর্ম্মং (ধর্ম্মপদবাচ্য যাগাদি কর্ম্মকে) জৈমিনিঃ (পূর্ব্বমীমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি) অতএব (এই হেতুতেই)।

রামানুজ। জৈমিনি বলেন—ধর্ম্মই কর্ম্মফলের দাতা। যুক্তি এবং শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স্বর্গকামো যজেত—যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন।" সুতরাং যজ্ঞ হইতেই স্বর্গ-ফল পাওয়া যায়।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন।

এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে।

৩।২।৪১॥ পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥

=পূর্ব্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্ব্বপক্ষ-নিবারক) বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ), হেতুব্যপদেশাৎ (হেতুত্ব নির্দ্দেশহেতু)।

রামানুজ। বাদরায়ণ বলেন—ব্রহ্মই যে ফলদাতা, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। যজ্ঞাদির ফল যজ্ঞ দিতে পারেনা, ব্রহ্মই তাহা দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও বলা হইয়াছে—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥ ৯।২৪ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (ফলদাতা)।"

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যও শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যার অনুরূপই।

এই সূত্রের সিদ্ধান্তেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২০। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসনা-বিধিসম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে যে কয়টী সূত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, এস্থলে কেবল সেই কয়টী সূত্রই উল্লিখিত হইবে; অন্য সূত্রগুলির উল্লেখ করা হইবেনা; যেহেতু, এই অন্য সূত্রগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

৩।৩।১১ ॥ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥

=আনন্দাদয়ঃ (আনন্দাদি) প্রধানস্য (প্রধানের-ব্রহ্মের)।

রামানুজ। প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনাতেই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণ-সমূহও গুণী ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ হওয়ায় আনন্দাদি ব্রহ্ম-গুণসমূহের সর্ব্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে।

এইসূত্রে ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া এবং এই সমস্ত গুণ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বলিয়া ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই বলা হইয়াছে।

শঙ্কর। যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সে সকল শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্বাদি গুণের মধ্যে, কোনও শ্রুতিতে কোনও গুণের বা ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়—অর্থাৎ কোনও শ্রুতিতে বা কেবল আনন্দরূপত্ব ধর্ম্মের কথা আছে, অথচ বিজ্ঞান-ঘনত্বের উল্লেখ নাই; আবার কোনও কোনও-

শ্রুতিতে আনন্দরূপত্বাদি সমস্ত ধর্ম্মেরই উল্লেখ আছে ; কোনও কোনও শ্রুতিতে আবার এই সকল ব্রহ্ম-ধর্ম্মের কোনও কোনওটীর উল্লেখ আছে, কোনও কোনওটীর উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মের মধ্যে যেখানে যেটী উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে কি কেবল সেইটীই গৃহীত হইবে ? না কি সর্ব্বত্র সকল গুণই (কোনও স্থলে যে গুণের উল্লেখ নাই, সে-স্থলে সেই অনুল্লিখিত গুণও) গ্রহণ করিতে হইবে ?

এই সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে—ব্রহ্মের আনন্দাদি সমস্ত ধর্ম্মই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ; কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক এবং অভিন্ন।

উক্তরূপ অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মের আনন্দাদিধর্ম্ম—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব—স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

৩।৩।১২ **প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥**

=প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি) উপচয়াপচয়ৌ হি (হ্রাস-বৃদ্ধিই) ভেদে (ভেদসত্ত্বে)।

রামানুজ। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ সর্ব্বত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু, গুণী ব্রহ্ম ও তাঁহার আনন্দাদিগুণ অপৃথক্। তাহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"প্রিয়ই তাঁহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বামপক্ষ (তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী ॥ ৫।২॥)"—এই সমস্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণও কি সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ?

এই সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ গ্রহণ করিতে হইবেনা ; কেননা, এই সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপভূত নহে, সুতরাং ব্রহ্মগুণও নহে। প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মগুলি কেবল পুরুষবিধত্ব-রূপ গুণেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করার জন্যই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয়ত্বাদির শির-আদি রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাকে রূপক বলিয়া মনে না করিয়া সত্য-রূপে মনে করিলে ব্রহ্মের উপচয়াপচয়ের—হ্রাসবৃদ্ধির—প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থও উল্লিখিত রূপই।

৩।৩।১৩॥ **ইতরে তু অর্থসামান্যাৎ ॥**

=ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যাৎ (ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক বলিয়া)।

পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে—প্রিয়শিরস্ত্বাদি গ্রহণ করিতে হইবেনা ; এইসূত্রে তাহার হেতু বলা হইয়াছে। প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মের সমানার্থক (স্বরূপভূত) নহে ; এজন্য গ্রহণীয় নয়। আনন্দাদি অন্যগুণ ব্রহ্মের সমানার্থক বলিয়া গ্রহণীয়।

রামানুজ॥ যে সমস্ত পদার্থ বা গুণ গুণী ব্রহ্মের সমানার্থক (স্বরূপভূত) বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ-

নির্ণয়ের সহায়ক হয়, সে সমস্ত পদার্থ বা গুণ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, নির্ম্মলত্ব ও আনন্ত্যাদিই হইতেছে এই সমস্ত গুণ। কারুণ্যাদি গুণ ব্রহ্মের স্বরূপভুত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতীতির নিয়ত-সহচর নহে বলিয়া যে-স্থলে সে সমস্ত গুণ পঠিত হইয়াছে, সেস্থলেই গৃহীত হইবে।

শঙ্কর। ধর্ম্মী ব্রহ্ম একই বলিয়া আনন্দাদি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের সহিত অর্থ-সামান্যবিশিষ্ট, ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ ই সে সকল উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহারা সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়।

৩।৩।১৪॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥

=আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশ্যে) প্রয়োজনাভাবাৎ (যেহেতু, অন্য কোনও প্রয়োজন নাই)।

রামানুজ। প্রিয়শিরস্ত্বাদি যদি ব্রহ্মের গুণই না হয়, তাহা হইলে সে-সমস্তকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন ? ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে। আধ্যানায়—কেবল ধ্যানের বা উপাসনার সুবিধার জন্যই প্রিয়শিরস্ত্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন দেখা যায়না (প্রয়োজনাভাবাৎ)।

শঙ্কর। কঠোপনিষদে আছে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ॥ ১।৩।১০॥—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।" এইরূপে ক্রমশঃ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বস্তুর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।১১॥—পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ; তাহাই পরা গতি।" ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য (আধ্যানায়—সম্যক্ দর্শনের নিমিত্ত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুবিধার নিমিত্ত)। ইন্দ্রিয়াদি অপর বস্তু-সমূহের মধ্যে কোন্ বস্তু কোন্ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না (প্রয়োজনাভাবাৎ)। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য।

৩।৩।১৫ ॥ আত্মশব্দাৎ চ ॥

=আত্ম-শব্দ হইতেও।

রামানুজ। "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি ৩।৩।১২ সূত্র-প্রসঙ্গে "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে বাক্যটী (আনন্দবলী ॥ ৫।২) উদ্ধৃত হইয়াছে. তাহার পরে আছে —"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ ॥ আনন্দবল্লী ॥ ৫।২। ॥ —অপর একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আনন্দময়।" এই শ্রুতিবাক্যে "আত্মা"-শব্দের উল্লেখ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক-পক্ষ-পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপের কল্পনা মাত্র করা হইয়াছে।

এই সূত্রটী পূর্ব্বসূত্রের অর্থ-পরিপোষক।

শঙ্কর। পূর্ব্বসূত্র-প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের যে বাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গেই তাহার

পরে আছে "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ —সর্ব্বভূতে গূঢ় এই আত্মা প্রকাশিত হয়েন না ; কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট হয়েন।" এই শ্রুতিবাক্যে পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে "আত্মা" বলা হইয়াছে। তাঁহারই ধ্যান এবং উপলব্ধি প্রয়োজনীয়। এইরূপে এই "আত্মা"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়—পুরুষের বা আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই কঠোপনিষদ্‌বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কাহা অপেক্ষা কাহার শ্রেষ্ঠত্ব—ইহার প্রতিপাদন উদ্দেশ্য নহে।

৩।৩।১৬ ॥ **আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ** ॥

=আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অন্যত্র) উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে)।

রামানুজ। পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ"-এই তৈত্তিরীয়-বাক্যের আত্মাশব্দে "পরমাত্মাকেই" বুঝিতে হইবে (আত্মগৃহীতিঃ); কেন না, অন্যত্রও "আত্মা"-শব্দে "পরমাত্মা" বুঝাইতেছে (ইতরবৎ)। যথা "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা॥ ঐতরেয়শ্রুতি॥ ১।১॥—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মারূপেই ছিল। সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।-"ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মা-শব্দের পরমাত্মা-অর্থই গ্রহণ করা হয়। এ-স্থলেও তদ্রূপ "আত্মা" গ্রহণীয়। তৈত্তিরীয়ের পরবর্ত্তী বাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায় (উত্তরাৎ)। পরবর্ত্তী বাক্যটী এই—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী॥ ৬।২॥—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।" জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেছেন পরমাত্মাই —পরব্রহ্মই।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক, জগৎ-কর্ত্তৃত্বের উল্লেখ আছে বলিয়া।

শঙ্কর। ঐতরেয়-শ্রুতিতে আছে—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপঃ ইত্যাদি॥ ১।১-২॥ —সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহের সৃষ্টি করিব। পরে তিনি অম্ভঃ (স্বর্গ), মরীচী (অন্তরিক্ষ), মর (মর্ত্ত্যলোক) ও আপ্ (পাতাল-লোক) সৃষ্টি করিলেন।" -এই বাক্যে "আত্মা"-শব্দে পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) গ্রহণ করিতে হইবে (আত্ম-গৃহীতিঃ); প্রজাপতি ব্রহ্মা বা অন্য কোনও দেবতা গ্রহণীয় নয়। কেন না—"ইতরবৎ" ; অন্যত্র যে-খানে যে-খানে জগৎ-সৃষ্টির উল্লেখ আছে, ,সে-খানে সে-খানেই ব্রহ্মকেই জগতের স্রষ্টারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলেও ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা। "উত্তরাৎ"—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে আত্মা-শব্দের পরে বলা হইয়াছে—"স ঈক্ষত, লোকান্ নু সৃজা—সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—জগৎ সৃষ্টি করিব", "স ইমাল্লোকানসৃজত—তিনি (সেই আত্মা) এই সমস্ত লোকের সৃষ্টি করিলেন।" ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—সেই আত্মাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ; সুতরাং তিনি পরব্রহ্মই।

ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপন করিয়াছেন।

৩।৩।১৭ ॥ **অন্বয়াৎ ইতি চেৎ, স্যাৎ অবধারণাৎ** ॥

=অন্বয়াৎ (অনুসরণবশতঃ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) স্যাৎ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে)।

রামানুজ। পূর্ব্বোল্লিখিত তৈত্তিরীয়-বাক্যে আনন্দময়-বস্তুসম্বন্ধে যেমন "আত্মা"-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তেমনি তৎপূর্ব্বে অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধেও "আত্মা"-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্নময়াদি স্থলে "আত্মা"-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না। অন্বয়াৎ—তাহারই অনুসরণ করিয়াই আনন্দময়কেও "আত্মা" বলা হইয়াছে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে যখন আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় না, এ-স্থলেও (আনন্দময়-স্থলেও) আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। "ইতি চেৎ"—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—"স্যাৎ"—আনন্দময়-আত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। কেননা—"অবধারণাৎ"—ব্রহ্মই অবধারিত হইয়াছে বলিয়া। প্রথমে বলা হইল—অন্নময় কোষকে আত্মা বলিয়া ভাবিবে ; তাহার পরে বলা হইল—তাহার অন্তবর্ত্তী মনোময় কোষকে আত্মা বলিয়া ভাবিবে ; এই ভাবে বলিতে বলিতে সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে—আনন্দময়-কোষকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে। ইহার পরে আর কোনও বস্তুকেই আত্মা বলিয়া চিন্তা করার উপদেশ দেওয়া হয় নাই ; বরং বলা হইয়াছে—সেই আনন্দময় আত্মাই জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপাদনের জন্যই অন্নময়াদি কোষকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে আনন্দময়-বস্তুতেই যখন আত্মা-শব্দের উল্লেখ এবং এই আত্মাকেই যখন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন এই আত্মা ব্রহ্মই, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

শঙ্কর। পূর্ব্বসূত্রের অর্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া কেহ যদি বলেন—"অন্বয়াৎ—বাক্যান্বয় (পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দ্বারা বুঝা যায়, এ-স্থলে আত্মা-শব্দ পরমাত্মার বোধক নহে।" তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—"স্যাৎ—ইহা পরমাত্মার বোধক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়।" কেন না, "অবধারণাৎ—ঐ-স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে।" জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে এক-আত্মার অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, সেই আত্মা পরমাত্মা হইলেই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য থাকে ; অন্যথা সামঞ্জস্য থাকে না।

কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐতরেয়-শ্রুতিতে যে লোকসৃষ্টির কথা আছে ?—তিনি অম্ভঃ, মরীচী, মর ও আপ্ সৃষ্টি করিলেন-একথা আছে যে ? যদি মহাভূতের সৃষ্টির কথা থাকিত, তাহা হইলে বরং সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমাত্মা, তাহা বুঝা যাইত। কিন্তু মহাভূতের সৃষ্টির কথা তো বলা হয় নাই ? সুতরাং অম্ভঃ-আদির সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা কিরূপে হইতে পারেন ?

উত্তর এই—এ-স্থলে বুঝিতে হইবে, তিনি মহাভূত সৃষ্টি করিয়া তাহার পরে লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। "তত্তেজোঽসৃজৎ—তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যেমন অন্যশ্রুতিকথিত বায়ু-সৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অর্থ করিতে হয়—অর্থাৎ "বায়ুসৃষ্টির পরে তেজঃসৃষ্টি করিলেন"-এইরূপ অর্থ করিতে হয়—তদ্রূপ এ-স্থলেও লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে মহাভূত-সৃষ্টির যোজনা করিতে হইবে। বিষয়ভেদ না থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অন্য শ্রুতিতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সুতরাং ঐতরেয়-শ্রুতিকথিত "আত্মা"-পরমাত্মাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে এ-স্থলেও জগৎ-কর্তৃত্ববশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

৩।৩।৩৩॥ **অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্**॥

=অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—সর্ব্ব-বিদ্যাতে গ্রহণ) সামান্যতদ্‌ভাবাভ্যাম্ (সমান সম্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসমস্তই ব্রহ্মচিন্তার অন্তর্গত বলিয়া) ঔপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদ্‌গুণের ন্যায়) তৎ (তাহা) উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে—পূর্ব্বমীমাংসায়)।

রামানুজ। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে আছে—"এতদ্বৈ তমক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশম-সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতে-জস্কমপ্রাণমসুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্ ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥৩।৮।৮॥ ইতি।—হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন—তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অসুখ, অমাত্র, অনন্তর এবং অবাহ্য; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না। তাঁহাকেও কেহ ভোজন করে না। হে গার্গি! সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, ইতি।"

আবার মুণ্ডকোপনিষদেও দেখা যায়—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ ॥১।১।৫-৬॥ ইতি।—অতঃপর পরাবিদ্যার কথা বলা হইতেছে, যাহাদ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যে অক্ষর ব্রহ্ম হইতেছেন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি এবং অপাদ ইতি।"

ইহাতে সংশয় এই যে—অক্ষর-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি যে অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত ধর্ম্ম কি সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই গ্রহণ করিতে হইবে? না কি যে-স্থলে এ-সমস্ত ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র সে-স্থলেই গৃহীত হইবে?

এই সংশয়ের সমাধানার্থ এই সূত্রে বলা হইয়াছে—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই কথিত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের অবরোধ—সংগ্রহণ—করিতে হইবে (অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ)। যেহেতু, "সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্"—

সমস্ত উপাসনাতেই অক্ষর ব্রহ্ম সমান (সমস্ত উপাসনাতেই একই অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ বলিয়া এবং অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতিতেও অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে বলিয়া (ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি-ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি-ধর্ম্মের চিন্তা করাও আবশ্যক বলিয়া) অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মও গ্রহণীয়।

গুণসমূহ যে গুণীর অনুবর্ত্তন করে, তাহার দৃষ্টান্তও আছে। "ঔপসদবৎ"—ঔপসদ-মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ঔপসদ-মন্ত্রটী সামবেদীয় হইলেও উপসদ্ যখন যজুর্ব্বেদীয়, তখন তদঙ্গভূত ঐ মন্ত্রটীকেও যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্ব্বমীমাংসায় দৃষ্ট হয়।

[একটী বৈদিক যজ্ঞের নাম হইতেছে—চতুরাত্র। মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহাকে 'জামদগ্ন্য চতূরাত্র' বলা হয়। এই যজ্ঞে পুরোডাশ (এক প্রকার হবণীয় দ্রব্য) সংস্কারের জন্য বিহিত একটী কর্ম্মের নাম "উপসদ্।" এই উপসদ্-কর্ম্মে "অগ্নি র্বৈ হোত্রং বেতু"-ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। ইহা হইতেছে সামবেদের মন্ত্র। "উচ্চৈঃ সাম"এই বাক্যানুসারে উল্লিখিত সামবেদীয় মন্ত্রটী উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হওয়াই উচিত; কিন্তু উপসদ্-কর্ম্মটী যখন যজুর্ব্বেদীয় এবং ঐ মন্ত্রটী যখন উপসদ্-কর্ম্মেরই অঙ্গ, এবং অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর অনুগামী, তখন ঐ মন্ত্রটী সামবেদীয় হইলেও যজুর্ব্বেদীয় উপসদ্কর্ম্মের অনুরোধে "উপাংশু যজুষা—যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র উপাংশু বা মৃদুস্বরে পাঠ করিবে"-এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটীকে উপাশুরূপে (মৃদুস্বরে) পাঠ করিতে হয়। এইরূপে, অস্থূলত্বাদির চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ; স্বরূপ-চিন্তন হইল অঙ্গী। অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর অনুগামী হইয়া থাকে, তখন যেখানে-যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেখানে-সেখানেই অস্থূলত্বাদি-ধর্ম্মেরও চিন্তা করিতে হইবে।]

এই সূত্রের ভাষ্যে, উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের "অস্থূলম্"-ইত্যাদি বাক্যে অক্ষর ব্রহ্মের মায়িক-হেয়গুণহীনত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "অসুখম্"-শব্দ হইতেও তাহা জানা যায়; অনন্দস্বরূপ-পরব্রহ্মকে "অসুখম্" বলাতেই বুঝা যায়, প্রাকৃত হেয় সুখ তাঁহাতে নাই। অন্যান্য নিষেধাত্মক গুণগুলিরও এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে গুণহীনতা—সুতরাং নির্বিবশেষত্ব—খ্যাপিত হয় নাই। বাক্যশেষের "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদি বাক্যেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। যিনি নির্ব্বিশেষ, তাঁহার কোনওরূপ প্রশাসন-শক্তি থাকিতে পারে না, তাঁহার প্রশাসনে চন্দ্রসূর্য্যও বিধৃত হইয়া থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল, এই সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রীপাদ রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

৩।৩।৩৯।। **কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥**

=কামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ) ইতরত্র (অন্যস্থলে) তত্র চ (সে-স্থলেও) আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়াতনত্বাদি হেতুতে)।

রামানুজ। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে—'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যম্ ॥৮।১।১॥ —এই ব্রহ্মপুর শরীরের মধ্যে যে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্মরূপ) গৃহ আছে, তাহার মধ্যে দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে।" বৃহদারণ্যকেও দেখা যায়—"স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ ॥৪।৪।২২॥ ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা—যাহা প্রাণের মধ্যস্থিত বিজ্ঞানময়। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত যে আকাশ, তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বাধিপতি ইত্যাদি।" এক্ষণে সংশয় হইতে পারে—ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে উপদিষ্ট বিদ্যা এক, কি ভিন্ন ? ইহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—

না ভেদ নাই ; কেন না উপাস্যের রূপভেদ নাই। উভয় শ্রুতিতেই সত্যকামাদি গুণ বিশিষ্ট একই ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। কিরূপে তাহা জানা যায় ? "ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ" —ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকেও সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই উপাস্য বলা হইয়াছে (ইতরত্র তত্রচ) এবং হৃদয়াদয়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি গুণের কথা উভয় শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় বলিয়া জানা যায় যে, উভয় শ্রুতিতে একই বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। আর, বৃহদারণ্যকে যে বশিত্বাদি গুণসমূহের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যপ্রোক্ত অষ্টবিধ গুণের অন্যতম সত্যসঙ্কল্পত্ব-গুণেরই বিশেষ বা প্রকার-ভেদ মাত্র ; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এস্থলে তৎসহচর সত্যকামত্ব হইতে অপহতপাপ্মত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সদ্ভাব সূচনা করিতেছে। কাজেই রূপের ভেদ হইতেছে না (স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না)। ফল-সংযোগও ভিন্ন হইতেছে না ; কেননা, "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৩।৪॥ --পরজ্যোতি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়।" এবং "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৬।৪।২৫—অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়"—ইত্যাদি বাক্যে উভয় শ্রুতিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উভয় স্থলেই সমান--এক। আর "দহর উত্তরেভ্যঃ ॥১।৩।১৩॥ ব্রহ্মসূত্রে" অবধারিত হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য-শ্রুতির "আকাশ"-শব্দটী পরমাত্মার বাচক। আর, বৃহদারণ্যকেও বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটীও যখন পরমাত্মা বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছেন, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ-শব্দও যে—"তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মম্—তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে"-এই শ্রুতিবাক্যে কথিত হৃদয়-মধ্যগত "সুষির" শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। এ সমস্ত কারণে এ স্থলে বিদ্যা একই বটে।

পরবর্ত্তী সূত্রে এই সিদ্ধান্তকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে—সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও এই সূত্র হইতে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মের সত্যকামত্বাদি ও সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে এবং ছান্দোগ্যোক্ত গুণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—উভয় শ্রুতিতে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও এ স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিলেন।

২১। **বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে** উপাসনা এবং উপাসকের আচারাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই।

২২। **বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটী পাদেই** উপাসনার ফল সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পরে জীব কিভাবে কোথায় যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই।

২৩। বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

বেদান্ত-সূত্রের (বা ব্রহ্মসূত্রের) যে সকল সূত্রে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে সেই সকল সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহাদের মর্ম্মানুবাদও প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে এই দুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জগৎ-কর্ত্তা, সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তি-কারণম্—মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতি-কারণম্—মায়াবীব মায়ায়াঃ, প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণম্—অবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য। স এব ন আত্মেত্যেতদ্‌বেদান্তবাক্য-সমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্। প্রধানাদিবাদাশ্চাশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতি-ন্যায় বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বং প্রতিবেদান্তঞ্চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। —প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কারণ—মৃৎ-সুবর্ণাদি যেরূপ ঘটাদি ও অলঙ্কারাদির কারণ, ব্রহ্মও জগদুৎপত্তির তদ্রূপ কারণ। আবার, উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি জগতের স্থিতি-কারণ এবং চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে উপসংহার প্রাপ্ত হয়, মায়াবী যেমন মায়াকে উপসংহার করে, তদ্রূপ প্রসারিত (সৃষ্ট) জগৎকে ব্রহ্ম নিজের মধ্যে উপসংহার করেন বলিয়া তিনি জগতের লয়-কারণও।

এইরূপে ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ—প্রথম অধ্যায়ে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদান্ত-বাক্য-সমূহের সমন্বয় প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই আমাদের সকলের আত্মা এবং সাংখ্যকথিত প্রধানবাদাদি যে অবৈদিক, তাহাও প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে যে—-ব্রহ্মকারণবাদ (ব্রহ্মই যে জগতের কারণ-এই সিদ্ধান্ত) স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, যুক্তি-বিরুদ্ধও নহে এবং প্রধানাদিবাদীদিগের (সাংখ্যাদিবাদীদের) যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে, পরন্তু যুক্তির আভাসমাত্র এবং ইহাও প্রদর্শিত হইবে যে, বেদান্তোক্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া পরস্পর অবিরোধী। (পণ্ডিত প্রবর কালীবরবেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদের অনুসরণে।)"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই বলিলেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ, সাংখ্যাদি-শাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি যে জগতের কারণ নহে—ইহাই বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে, জগৎকারণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম যে সবিশেষ—তাহাই প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিলেন এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে, প্রথম অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে স্মৃতিসম্মত এবং যুক্তিসম্মত, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সবিশেষ—তাহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন ঃ—

দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে স্মৃতি-ন্যায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে পরিহৃতঃ, পরপক্ষাণাং চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতম্, শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপ-করণানি ব্রহ্মণো জায়ন্ত ইত্যুক্তম্।—দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে, স্মৃতি ও ন্যায়ে যে সমস্ত বিরোধ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সে সমস্তের সমাধান করা হইয়াছে; পরন্তু সাংখ্যাদি পরপক্ষের সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহাও বিশদ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের উত্থাপিত শ্রুতিবিরোধেরও সমাধান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবব্যতীত অন্য যে সকল বস্তু জীবের ভোগোপকরণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।'

জীবব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলায় ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই বলা হইল।

এইরূপে দেখা গেল—বেদান্তের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই—যে শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ের সমন্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদিত বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের উক্তিও শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির অনুরূপই।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"প্রথমেঽধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ তদ্বিযুক্তাচ্চ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরস্ত-নিখিলাবিদ্যাদ্যপুরুষার্থ-গন্ধম্ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণসাগরম্ নিখিলজগদেককারণং সর্ব্বান্তরাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। অনন্তরম্, অস্যার্থস্য সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে।—প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং সেই অচেতন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও যিনি পৃথক্ এবং যিনি অবিদ্যাদি-সর্ব্বপ্রকার অপুরুষার্থ বস্তুর সহিত সম্যক্‌রূপে সম্বন্ধবর্জ্জিত, যিনি একমাত্র অনন্তজ্ঞানানন্দপূর্ণ, যিনি অপরিমিত উদার-গুণসমূহের সমুদ্রতুল্য, যিনি সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ এবং সকলের অন্তরাত্মারূপী পরব্রহ্ম, তিনিই বেদান্তবেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত-বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অনন্তর, (প্রথমাধ্যায়োক্ত সিদ্ধান্তে) যত প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, তৎসমস্ত সম্ভাবনীয় দোষের দ্বারা যে তাহা (বেদান্ত-শাস্ত্রের ব্রহ্মপরতা) বারিত বা বাধিত হইতে পারে না—তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।"

ইহা হইতে জানা গেল—অবিদ্যাস্পর্শ-গন্ধলেশহীন, অনন্তজ্ঞানানন্দপূর্ণ, অশেষ-উদার-গুণাকর জগদেককারণ এবং সর্ব্বান্তরাত্মা পরব্রহ্মই বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তিনি সবিশেষ এবং এই সবিশেষ পরব্রহ্মই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভেও শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিল-জগদেককারণং নিরস্ত-নিখিল-দোষগন্ধম্ অপরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতর-বিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্ষুভিরুপাস্যতয়া বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যয়মর্থঃ স্মৃতি-ন্যায়-বিরোধ-পরিহার-পরপক্ষ-প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধ-পরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপ-সংশোধনৈঃ তদ্দুর্দ্ধর্ষণত্বহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ। অতোঽধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতম্। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুম্ ইষ্যতে।—পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপ্রকার-দোষ-সংস্পর্শশূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সমুদ্রস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণ পরব্রহ্মই যে মুমুক্ষুদিগের উপাস্য, তাহাই বেদান্ত-শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে। স্মৃতির ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্ব্বক পরপক্ষ-নিরসন, এবং বেদান্ত-বাক্য-সমূহের পরস্পরগত বিরোধের সমাধানরূপ কার্য্যের সংশোধনের সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে—ঐ দুই অধ্যায়ে ব্রহ্মস্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী আলোচিত হইতেছে।"

এইরূপে জানা গেল—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ে পরব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম সবিশেষ এবং মুমুক্ষুদিগের উপাস্য এবং সর্ব্ববিধ-দোষ-স্পর্শশূন্য।

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অথেদানীমুপকরণোপহিতস্য জীবস্য সংসারগতিপ্রকারঃ, তদবস্থান্তরাণি, ব্রহ্মসতত্ত্বং, বিদ্যাবিদ্যাভেদৌ, গুণোপসংহারানুপসংহারৌ, সম্যগ্‌দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, সম্যগ্‌দর্শনোপায়বিধি-প্রভেদঃ, মুক্তিফলানিয়মশ্চ—ইত্যেতদর্থজাতং তৃতীয়েঽধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্যৎ।—অতঃপর (ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের পর) ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসার-গতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন অবস্থাভেদ, ব্রহ্মসতত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ, উপাসনাবিশেষে উপাস্যগত গুণবিশেষের উপসংহার (গ্রহণ) ও অনুপসংহারের ((অগ্রহণের) নিয়ম, সম্যক্ দর্শনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি, সম্যক্ দর্শনের উপায় বিশেষে বিধি-প্রভেদ ও মুক্তিফলের অনিয়ম—এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।"

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তিপ্রকারশ্চিন্তয়িতুমিষ্যতে। তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ত্ততে। উপাসনারম্ভাভ্যঃ হিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তুব্যতিরিক্ত-বৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি। তৎসিদ্ধ্যর্থং জীবস্য লোকান্তরেষু সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্য মূর্চ্ছতশ্চ দোষাঃ পরস্য চ ব্রহ্মণস্তদ্‌রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃপ্রতিপাদ্যতে।—এখন পরবর্ত্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ের সহিত প্রাপ্তির প্রকার আলোচিত হইতেছে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা আরম্ভের পক্ষে হিতকর উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য-বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ। তদুভয়-সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা অবস্থাতে দোষসম্বন্ধ এবং পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষহীনতা এবং কল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।"

তৃতীয় পাদের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্বপর্য্যন্তম্। ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদ-চিন্তা প্রস্তূয়তে।—ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা সমুৎপাদনার্থ অবশ্য-বক্তব্য বিষয়, ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে (প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে)। এক্ষণে (তৃতীয় পাদে) ব্রহ্মের উপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (গ্রহণ) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।"

চতুর্থপাদের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্যৈকত্ব-নানাত্বচিন্তা কৃতা। ইদানীং বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্ম্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে।—কোন্‌স্থলে উপাস্যগুণের উপসংহার করিতে হইবে, কোন্‌স্থলে তাহা করিতে হইবে না, তাহার

নিরূপণের জন্য তৃতীয় পাদে বিদ্যার একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এখন বিচারের বিষয় হইতেছে এই যে—বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? না কি বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম্ম হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়?"

এ-স্থলে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে।

বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"তৃতীয়েঽধ্যায়ে পরপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়েণাত্যগাৎ, তথেহ চতুর্থেঽধ্যায়ে ফলাশ্রয় আগমিষ্যতি। প্রসঙ্গাগতঞ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে।—পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্‌বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে-সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার আলোচিত হইবে এবং প্রসঙ্গগত অন্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"তৃতীয়েঽধ্যায়ে সাধনৈঃ সহ বিদ্যা চিন্তিতা। অথেদানীং বিদ্যাস্বরূপ-বিশোধনপূর্ব্বকং বিদ্যাফলং চিন্ত্যতে।—তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তাহার সাধন সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। অতঃপর এখন (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিদ্যার স্বরূপগত সংশয়-ভঞ্জনপূর্ব্বক বিদ্যার ফল সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে।"

২৪। বেদান্ত-সূত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী (১।২।২৩) অনুচ্ছেদে বেদান্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই।

তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। উভয়েই বলিয়াছেন—একমাত্র ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই জগতের কারণ। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—অপরিমিত উদার গুণের সমুদ্র ব্রহ্মই জগতের কারণ। এইরূপে **শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজ—এই উভয়ের উক্তিতেই জানা গেল—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত ব্রহ্ম হইতেছেন—সবিশেষ।**

উভয় আচার্য্যের মতেই জানা যায়—বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা হয় নাই; চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হইতেছে সাধনার ফল।

তৃতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে উভয়েই বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ সাধন-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় পাদে এবং তৃতীয় পাদে কয়েকটি সূত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও কিছু বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥৩।৩।১১॥", "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে॥ ৩।৩।১২॥," "ইতরেতু অর্থসামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩॥", "আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ॥৩।৩।১৪॥", "আত্মশব্দাৎ চ॥৩।৩।১৫॥", "আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ॥৩।৩।১৬", "অন্বয়াৎ ইতি চেৎ, স্যাৎ অবধারণাৎ॥৩।৩।১৭॥", "অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্‌ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্॥৩।৩।৩৩॥", এবং "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥৩।৩।৩৯॥"—এই কয় সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজ—উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্ম-চিন্তায় ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্বাদি-ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে না ; কিন্তু আনন্দাদি-ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে। প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মের গুণ নহে বলিয়া সে-সকল ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে না। আনন্দাদি অন্যান্য ধর্ম্ম কেন চিন্তনীয়, তাহার হেতুরূপে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—এই সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ (সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপভূত) এবং শ্রীপাদ শঙ্কর "ইতরে তু অর্থসামান্যাৎ॥৩।৩।১৩॥"-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ইতরে তু আনন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি বৈষম্যম্।—প্রিয়শিরস্ত্বাদি হইতে অন্য যে আনন্দাদি-ধর্ম্ম সকল, ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদনার্থই সে-সমস্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল আনন্দাদি-ধর্ম্ম অর্থসামান্যবশতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে এই সকল ধর্ম্মের সমান উদ্দেশ্য বলিয়া) এবং প্রতিপাদ্য ধর্ম্মী ব্রহ্মেরও একত্ব বলিয়া এই সকল ধর্ম্মই সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। ইহাই বৈষম্য (অর্থাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রতিপাদক নহে বলিয়া অগ্রহণীয় ; কিন্তু আনন্দাদি-ধর্ম্ম ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রতিপাদক বলিয়া গ্রহণীয়। উভয়ের মধ্যে ইহাই বৈষম্য)। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর আনন্দাদি-ব্রহ্মধর্ম্মকে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত—আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। কেননা, যে ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত নহে, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদকও হইতে পারেনা, ব্রহ্ম-স্বরূপ-নির্ণয়ের সহায়কও হইতে পারে না। কোনও আগন্তুক ধর্ম্ম বস্তুর স্বরূপ-প্রতিপাদক হইতে পারে না। অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি লৌহের স্বরূপ-প্রতিপাদকও নয়, লৌহের স্বরূপ-প্রতিপাদনের সহায়কও নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত কয়টী সূত্রে ব্রহ্মকে আনন্দাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজ—উভয়েই একমত। এই সূত্রকয়টীই হইতেছে বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বশেষ সূত্র ; এই সকল সূত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে আর কোনও সূত্র বেদান্ত-দর্শনে গ্রথিত হয় নাই। সুতরাং এই সূত্রগুলিকে ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় উপসংহার-সূত্রও বলা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের যে সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই

উপসংহার-সূত্রগুলিতেও সেই সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। উপক্রম ও উপসংহারে বেশ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

ক। ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রের আলাচনা

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে কয়টী সূত্র আছে, তাহাদের মধ্যে "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥"—এই সূত্রটীই হইতেছে মুখ্যসূত্র। এই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয়টী সূত্রে বিচারপুর্ব্বক এবং বিরুদ্ধ পক্ষের নিরসনপূর্ব্বক তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই মুখ্যসূত্রটীর অর্থসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ ও শ্রীপাদ শঙ্করের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই মুখ্য সূত্রটীর পূর্ব্ববর্ত্তী দশটী সূত্রে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উপাসনার উপক্রমে উপাসকের চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্তই যে এই দশটী সূত্র অবতারিত হইয়াছে—এই বিষয়ে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়েই একমত।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর কি ভাবে উল্লিখিত মুখ্যসূত্রটীর অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই মুখ্যসূত্রটীর সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহের সম্বন্ধ শ্রীপাদ রামানুজ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"দোষদর্শনাদ্ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্যাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ। ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণা-জননায় প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাত্মকত্বপ্রতিপাদনায়ারভতে। তত্র জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মুগ্ধ্যুৎক্রান্তিষু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবস্য যে দোষাঃ, তে তদন্তর্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্র-তত্রাবস্থিতস্য সন্তি, নেতি বিচার্য্যতে। কিং যুক্তম্? সন্তীতি। কুতঃ? তত্তবদস্থ-শরীরে অবস্থানাৎ।—অবস্থাগত দোষ-দর্শনে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে; এ জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী সূত্রে জীবের জাগরণ-স্বপ্নাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে তৃষ্ণা উৎপাদনের নিমিত্ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ও কল্যাণ-গুণাকরত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী (ন স্থানতোঽপি ইত্যাদি) সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও উৎক্রমণ-এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবের পক্ষে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের পক্ষেও সেই সমস্ত দোষ উপস্থিত হইতে পারে কিনা—তাহাই এক্ষণে বিচারিত হইতেছে। কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত? (পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন)—সে সমস্ত দোষ ব্রহ্মেরও উপস্থিত হয়, ইহাই সঙ্গত; কেননা—ব্রহ্ম সেই সেই অবস্থায় জীবের শরীরে অবস্থান করেন।"

পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত "ন স্থানতোঽপি"—ইত্যাদি সূত্রের পূর্ব্বোল্লিখিত সম্বন্ধ দেখাইয়া শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রটীর ভাষ্যে পূর্ব্ব পক্ষের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন—"না, জাগরণ-স্বপ্নাদি অবস্থাতে পরব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করিলেও জীবের দোষগুলির সহিত পরব্রহ্মের

স্পর্শ হয় না—ন স্থানতোঽপি। কেননা, পরস্তু উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি—শ্রুতি-স্মৃতিতে সর্ব্বত্রই পর-ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গের কথা—পরব্রহ্মের দুইটী লক্ষণের কথা—বলা হইয়াছে। সেই দুইটী লিঙ্গ বা লক্ষণ হইতেছে—নির্দ্দোষত্ব (দোষ-স্পর্শশূন্যত্ব) এবং কল্যাণ-গুণাত্মকত্ব। নির্দ্দোষত্ব যখন ব্রহ্মের একটী লক্ষণ, তখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জীবের অবস্থাগত দোষ জীব-হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।" পরবর্ত্তী চৌদ্দটী সূত্রে (অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্॥ ৩৷২৷২৫৷-সূত্র পর্য্যন্ত কয়েকটী সূত্রে) শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরব্রহ্মের দোষস্পর্শহীনতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত শ্রুতিসম্মত; কেননা, জড় মায়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃই জীবের মধ্যে দোষের উদ্ভব হয়। মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মে মায়িক হেয়গুণের স্পর্শ হইতে পারে না।

ব্রহ্মের কল্যাণগুণাত্মকত্ব—সুতরাং সবিশেষত্বও—বেদান্ত-সম্মত; যেহেতু, বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"—ইত্যাদি উপসংহার-সূত্রসমূহেও যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বেদান্ত-সূত্রের উপক্রম-উপসংহারের সহিত সঙ্গতিযুক্ত।

শ্রীপাদ রামানুজ পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাও স্বাভাবিক। কেননা, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। উপাসনার প্রারম্ভে উপাসকের চিত্তে যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, সেই বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য প্রথম দশটী সূত্র অবতারিত হইয়াছে। এই দশটী সূত্রে জীবের বিভিন্ন অবস্থার কথাও বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অবস্থাতেই অন্তর্য্যামিরূপ ব্রহ্ম জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। ইহাতে স্বভাবতঃই উপাসকের চিত্তে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে—বিভিন্ন অবস্থাতে অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্ম যখন জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন জীবের দোষসমূহ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে কিনা? যদি স্পর্শের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে উপাস্য হইতে পারেন? ব্রহ্মে যদি দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনাই থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনায় জীব কিরূপে দোষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবে? এইরূপ স্বাভাবিক আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্তই এই সূত্রের অবতারণা এবং এই সূত্রের শ্রীপাদ রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উপাসক জানিতে পারেন যে, ব্রহ্মকে কোনওরূপ দোষই স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বদোষ-নির্ম্মুক্ত; কেবল তাহাই নহে—ব্রহ্ম সর্ব্বদা কল্যাণ-গুণের আকর। এই আশ্বাস-বাক্যে উপাসনায় সাধকের উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ রামানুজ যেভাবে পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং প্রকরণের সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রটীর অর্থ করিয়াছেন অন্যরূপ। পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রটির

সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তিনি এই ভাবে—"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে, তস্য ইদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্য্যতে। সন্ত্যভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ, 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষু উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্? উত অন্যতরলিঙ্গম্? যদাপ্যন্যতর-লিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষম্ ইতি মীমাংস্যতে।—সুষুপ্তি-আদি অবস্থাতে উপাধি উপশান্ত হইলে জীব যে-ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, এক্ষণে শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বোধক এবং নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক-এই উভয় প্রকার বাক্যই আছে। যথা—'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস-" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ-ব্রহ্ম-বোধক এবং 'তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ' ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবোধক। এই সকল শ্রুতিবাক্যে কি বুঝা যায়? ব্রহ্ম কি উভয়লিঙ্গ (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়ই)? না কি অন্যতরলিঙ্গ (হয় সবিশেষ, না হয় নির্ব্বিশেষ—এই দুইয়ের মধ্যে এক)? যদি অন্যতর হয়, তাহা হইলে তাহা কি (সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ)? এক্ষণে (ন স্থানতোঽপি সূত্রে) তাহারই মীমাংসা করা হইতেছে।"

এই উক্তি অনুসারে শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রটীর পদচ্ছেদ হইতেছে এইরূপ:—

ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্ (অধিষ্ঠানবশতঃও পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ—সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব—হয় না) সর্ব্বত্র হি (সর্ব্বত্রই)।

এক্ষণে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই সম্বন্ধের বিষয়েই আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীপাদ বলিয়াছেন পূর্ব্বসূত্রসমূহে যে সুষুপ্তি-আদি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সেই সুষুপ্তি-আদি অবস্থায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, এই সূত্রে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে—পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যদি নির্ণীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এ-স্থলে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত বিচার-পূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারিত করার পরেই সেই ব্রহ্মের উপাসনার প্রসঙ্গ তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত খণ্ডিত হয় নাই; সেই সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সংশয়ের কথাও সূত্রকার ব্যাসদেব বলেন নাই। যদি কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকিত, তাহার খণ্ডন করিয়া তাহার পরেই উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইত স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন করার পরেই যখন উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পূর্ব্বে ব্রহ্ম স্বরূপ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের আনুগত্যেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে—

ইহাই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইত্যাদি পরবর্ত্তী উপসংহার-সূত্রগুলি হইতেও তাহাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এই অবস্থায়, এ স্থলে হঠাৎ আবার ব্রহ্ম-স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রসঙ্গের উত্থাপন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধের স্বাভাবিকতা-বিষয়েও সন্দেহ জাগে।

যদি বলা হয়—সুষুপ্তি-আদি অবস্থায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্মের স্বরূপই এই সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। তাহাহইলেও প্রশ্ন উঠে—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্ম—জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম—কি ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে একাধিক ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; কিন্তু একাধিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি সর্ব্বত্র একই ব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। আর যদি বলা হয়—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মেই জীব সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও নূতন ভাবে আবার ব্রহ্ম-তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে না; কেননা, ব্রহ্মের স্বরূপ পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে এবং ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় নাই।

ইহাতেও যদি বলা হয়—জীব-হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম এবং পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তিত ব্রহ্ম এক এবং অভিন্নই সত্য। পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন—জগৎ-কারণ। যখন তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার সবিশেষত্ব না থাকিতেও পারে, সবিশেষত্ব-লিঙ্গের পরিবর্ত্তে তখন তাঁহার অন্য লিঙ্গ বা অন্য লক্ষণ হইতে পারে; সুতরাং জীবহৃদয়স্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিক নয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—সবিশেষত্বই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ, তখন কোনও অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। স্বরূপের ধর্ম্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না। মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবে কখনও কখনও দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হইতে পারে বটে; কিন্তু তখনও দাহিকা-শক্তি অগ্নিকে ত্যাগ করে না, ক্রিয়াহীন অবস্থায় অগ্নির মধ্যেই থাকে। সুতরাং জীবহৃদয়স্থ ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত বিশেষত্বকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। অবস্থাবিশেষে কোনও বস্তুর মধ্যে আগন্তুক ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে বটে; কিন্তু এই আগন্তুক ধর্ম্মও বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্মকে অপসারিত করে না। অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহে আগন্তুকভাবে অগ্নির দাহিকা-শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে লৌহের স্বরূপগত ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না।

ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃই নির্ব্বিশেষ হইতেন, তাহা হইলে হয়তো,—জীব-হৃদয়ে অবস্থানকালে জীবের ধর্ম্ম তাঁহাতে সংক্রামিত হয়, ইহা স্বীকার করিলে—তিনি এই আগন্তুক জীবধর্ম্মবশতঃ সবিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন—স্বরূপতঃ সবিশেষ। সবিশেষ ব্রহ্মে আগন্তুক জীবধর্ম্ম সংক্রামিত হইলেও সাময়িকভাবে এবং জীব-হৃদয়স্থিত অবস্থাতেই তাঁহার বিশেষত্ব বরং কিছু বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে; কিন্তু স্বরূপগত সবিশেষত্ব অপসারিত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ বস্তু আগন্তুক ধর্ম্মযোগে অবস্থাবিশেষে সবিশেষ হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক

ধর্ম্ম যোগে সবিশেষ বস্তু কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। সুতরাং স্বরূপতঃ সবিশেষত্ব-লিঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্ম জীবহৃদয়ে অবস্থানকালেও তাঁহার স্বরূপগতধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গবিশিষ্ট হইতে পারেন না। এ-সমস্ত কারণে জীবহৃদয়স্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও স্বাভাবিকতা কিছু থাকিতে পারে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত আলোচ্য সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক নহে।

যাহা হউক, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহা হইলে তাঁহারই পদচ্ছেদ অনুসারে আলোচ্য সূত্রটীর কি অর্থ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

"ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্—অধিষ্ঠানবশতঃও (জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকা কালেও) পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (দুই লক্ষণ—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দুই লক্ষণ) হয় না।" সুতরাং একটি লক্ষণই হইবে—হয় সবিশেষ, আর না হয় নির্ব্বিশেষ। কিন্তু কি? সবিশেষ? না কি নির্ব্বিশেষ? কোন্‌টি গ্রহণীয়? যাহা বেদান্ত-সম্মত, নিশ্চয়ই তাহাই গ্রহণীয়। বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত কোন্‌টী? প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই সবিশেষত্ব-বোধক সিদ্ধান্ত যখন খণ্ডিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের ইঙ্গিত পর্যন্তও যখন কোনও সূত্রে দৃষ্ট হয় নাই, তখন সবিশেষত্বই যে বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সবিশেষত্ব-বোধক সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ নহেন। ইহাই "ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয় লিঙ্গম্"—এই সূত্রাংশের স্বাভাবিক এবং বেদান্ত-সম্মত অর্থ।

এই স্বাভাবিক এবং বেদান্ত-সম্মত অর্থের সঙ্গে "সর্ব্বত্র হি" এই সূত্রাংশের সঙ্গতিমূলক তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—

সর্ব্বত্র হি—সর্ব্বত্রই। সর্ব্বত্রই কি? সূত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে অর্থ হইবে—সর্ব্বত্রই অনুভয়লিঙ্গতা, অর্থাৎ একলিঙ্গতা; ইহাই হইবে "সর্ব্বত্র হি" বাক্যের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা।

সর্ব্বত্রই পরব্রহ্ম একলিঙ্গ, সবিশেষ। সমস্ত শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "তত্তু সমন্বয়াৎ॥১।১।৪॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—"তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্ত-শাস্ত্রাদবগম্যতে। কথম্? সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেন এতস্য অর্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।—বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। কিরূপে ইহা সিদ্ধ হয়? সমন্বয় হইতেই ইহা সিদ্ধ হয়। সমস্ত বেদান্তে যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তের তাৎপর্য্যদ্বারা এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির মর্ম্ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ—ইহাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিতরূপ পদচ্ছেদ অনুসারেই এই সূত্রটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সূত্রের স্বাভাবিক সহজ অর্থ বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

"ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয় লিঙ্গম্"—এই সূত্রাংশের তাৎপর্য্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বম্ উপপদ্যতে—পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা (সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব) উপপন্ন হয় না।" তাহার পরে বলিয়াছেন—"অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধি-যোগাদিতি। তদপি ন উপপদ্যতে।—একই বস্তু স্বতঃ উভয়লিঙ্গ না হউক; কিন্তু পৃথিব্যাদি-উপাধির যোগে (স্থানতঃ) তো উভয়লিঙ্গ হইতে পারেন? না, তাহাও উপপন্ন হয় না।"

ইহার পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্ত-বিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—অতএব, অন্যতর লিঙ্গ স্বীকার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার-বিশেষ-রহিত নির্ব্বিকল্পক (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্মই স্বীকার্য্য। ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক 'তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের দুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে এই—ব্রহ্ম যখন উভয়লিঙ্গ হইতে পারেন না, তখন তাঁহার একলিঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে; স্বীকার্য্য সেই একলিঙ্গত্ব হইতেছে—নির্ব্বিশেষত্ব। দ্বিতীয়াংশ হইতেছে এই—"অশব্দম্"-ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিতীয়াংশেই শ্রীপাদ সূত্রস্থ "সর্ব্বত্র হি"-অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদান্তবাক্যেই (সর্ব্বত্র হি) ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এবং সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—

প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—"পৃথিব্যাদি-উপাধির যোগেও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব উপপন্ন হয় না।" উপাধির যোগে ঔপাধিক বা আগন্তুক সবিশেষত্বই উৎপন্ন হইতে পারে, নির্ব্বিশেষত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তাহা হইলে উপাধিযোগেও তিনি সবিশেষই থাকিয়া যাইবেন, অগন্তুক উপাধির যোগে তাঁহার বিশেষত্ব কিছু বর্দ্ধিত হইবে মাত্র, উভয়লিঙ্গত্ব জন্মিবে না। আর, যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে অবশ্য উপাধির যোগে তাঁহার সবিশেষত্ব জন্মিতে পারে; তখন তাঁহার উভয়লিঙ্গত্বও জন্মিবে। ইহাতে বুঝা যায়—"উপাধির যোগেও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব উপপন্ন হয় না"—এই বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ। কিন্তু এই স্বীকৃতির ভিত্তি কোথায়? সূত্রকার ব্যাসদেব ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত কোনও সূত্রেই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলেন নাই, শ্রীপাদ শঙ্করও কোনও সূত্রের অর্থে নির্ব্বিশেষত্বের কোনওরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেখান নাই।

সূত্রকার ব্যাসদেব যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত ; নির্ব্বিশেষত্ব হইতেছে অশ্রুত। বিচারের প্রারম্ভেই শ্রুতি-সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুত-বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তিনি "শ্রুতিহান্যাশ্রুতকল্পনা"-দোষের প্রশ্রয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার এই নির্ব্বিশেষত্ব-স্বীকৃতি বিচারসহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব যখন উপপন্ন হয় না, তখন একলিঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে।" ইহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু স্বীকার্য্য একলিঙ্গত্ব যে নির্ব্বিশেষত্ব, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে ? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, নির্ব্বিশেষত্বের কথা কোথাও বলেন নাই। এই অবস্থায়, বেদান্ত-প্রতিপাদিত সবিশেষত্বকে পরিত্যাগ করিয়া—যাহা বেদান্ত-সূত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই. সেই—নির্ব্বিশেষত্বের গ্রহণ করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর "শ্রুতহান্যাশ্রুত-কল্পনা"-দোষের কবলেই পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্তও বিচার-সহ নয়।

তৃতীয়তঃ, সূত্রস্থ "সর্ব্বত্র হি" অংশের তাৎপর্য্যে তিনি বলিয়াছেন—"অশব্দম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।" এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু প্রাকৃত-হেয়গুণহীনত্বের কথাই বলা হইয়াছে – এই সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই (১।২।১৪-অনুচ্ছেদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূত্রের পূর্ব্বাংশে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ নহেন। তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হইলে "সর্ব্বত্র হি"-অংশের তাৎপর্য্য হইবে—"সর্ব্বত্রই অনুভয়লিঙ্গত্ব—অর্থাৎ একলিঙ্গত্ব।" এই একলিঙ্গত্ব যে নির্ব্বিশেষত্ব, সবিশেষত্ব নয়— ইহা সূত্র হইতে জানা যায় না। সূত্র কেবল ব্রহ্মের একলিঙ্গত্বের কথাই বলিয়াছেন, (শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ অনুসারে) উভয়লিঙ্গত্ব নিষেধ করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত সূত্র কিছু বলেন নাই, বলার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না ; কেননা, সেই একলিঙ্গত্ব যে সবিশেষত্ব, তাহা বেদান্তসূত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বেদান্ত-সূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমস্ত বেদান্তবাক্যই যদি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক হয়, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রভাষ্যে যে সকল শ্রুতিবাক্যের সহায়তায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির কি অবস্থা হইবে ? আর "তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥"-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই যে লিখিয়াছেন—সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব (সুতরাং সবিশেষত্ব) প্রতিপাদিত করে—এই বাক্যেরই বা কি গতি হইবে।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত নির্ব্বিশেষত্বই স্বীকার করিতে গেলে বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য্যের একবাক্যতা থাকে না। একথা বলার হেতু এই। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে

ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদেও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইত্যাদি উপসংহার-সূত্র-সমূহেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে—ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রার্থ হইতেও জানা যায়। তাহারও পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও "ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮॥"-সূত্রে এবং পরবর্ত্তী সূত্রকয়টীতেও ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্বই—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—উপক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে), উপসংহারে এবং মধ্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বেদান্ত-সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য সূত্রেও যে সবিশেষত্বই সূত্রের এবং সূত্রকার-ব্যাসদেবের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোচ্যসূত্রের নির্ব্বিশেষত্বপর সিদ্ধান্ত হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করেরই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ইহা বেদান্ত-সম্মত নয়।

পঞ্চমতঃ, স্বীয় অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সূত্রের পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্বহীনত্ব, ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ সর্ব্বত্র যে বিচারসহ হয় নাই, তত্তৎসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে তাঁহার অর্থ যে মূল সূত্রানুযায়ীও হয় নাই, তাহাও পূর্ব্বে (১।২।১৭ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতা প্রতিপাদনের সার্থকতাও কিছু দৃষ্ট হয় না; কেননা, কেবল মাত্র অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতাতেই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয় না। মহাপ্রলয়ে পরিদৃশ্যমান্ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অস্তিত্বই থাকে না; অথচ তখনও ব্রহ্ম থাকেন এবং সেই ব্রহ্ম যে সবিশেষ, "তদৈক্ষত" "সোঽকাময়ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

অন্য বস্তুর অস্তিত্ব যে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বের বিরোধী নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৯ অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সবিশেষ ব্রহ্মও যে সর্ব্বগত, তাহাও সে স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। "একো বশী সর্ব্বগঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও "একো বশী" --সুতরাং সবিশেষ--ব্রহ্মকে "সর্ব্বগত" বলা হইয়াছে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার কথাই বিবৃত হইয়াছে। সে-স্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর কোনও অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে উপাসনা করিবে কে? উপাসনা-বিষয়ে উপদেশেরই বা সার্থকতা কি? ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতা প্রতিপাদন সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নয়। নিরপেক্ষভাবে সূত্রের অর্থালোচনা করিলেও যে তাহাই বুঝা যায়, সূত্রার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২।১৭-১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল, "ন স্থানতোঽপি"—ইত্যাদি আলোচ্য সূত্রের পরবর্ত্তী কয়েকটী

সূত্রে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ফলবতী হয় নাই। এ-স্থলে যে যে সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রটীও হইতেছে "ফলমত উপপত্তেঃ"—যাহা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল—**বেদান্ত-সূত্রের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে—ব্রহ্ম সবিশেষ।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

২৫। নিবেদন

আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ-বোধক বহু বাক্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। সে সমস্তের সমন্বয়মূলক সমাধান করিয়াই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। এ জন্য বেদান্তসূত্রকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের আলোচনার পরে শ্রুতিসম্বন্ধে আলোচনার বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা কিছু থাকিতে পারে না। তথাপি যাঁহারা সমন্বয়-মূলক মীমাংসার কথা চিন্তা না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও শ্রুতি-বাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে উৎসুক এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেও আগ্রহবান্, তাঁহাদের কথা ভাবিলে শ্রুতিবাক্য-সমূহের পৃথক্ ভাবে আলোচনাও অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। এজন্য এস্থলে শ্রুতিবাক্যের আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রুতির সংখ্যা অনেক; ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের সংখ্যা ততোঽধিক। সমস্তের উল্লেখ বা আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই, কেবল মাত্র কয়েকখানি শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ক কয়েকটী বাক্যমাত্র সংগৃহীত হইবে।

ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় একটী কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখার প্রয়োজন। ব্রহ্মের যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষণ; সুতরাং যে বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি আছে, সেই বস্তু স্বভাবতঃই সবিশেষ। আবার, শক্তি হইতেই গুণের উদ্ভব হয়; সুতরাং যে বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি আছে, স্বভাবতঃই সেই বস্তু হইবে সগুণ—সবিশেষ।

ব্রহ্মের একাধিক স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও একমাত্র চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপের মধ্যে অবস্থিত; এজন্য চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয় (১।১।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং একমাত্র চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ-সমূহই ব্রহ্মের স্বরূপগত হইতে পারে এবং একমাত্র এই সমস্ত গুণেই তিনি সগুণ হইতে পারেন।

বহিরঙ্গা মায়া শক্তি জড় বলিয়া চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না, এমন কি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বহিরঙ্গা মায়া

শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণও ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে না; এতাদৃশ মায়িকগুণ-বিষয়ে ব্রহ্ম নির্গুণ।

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই; অপ্রাকৃত চিন্ময়গুণে সগুণ এবং প্রাকৃত মায়িক হেয়গুণে নির্গুণ (১।১।৩৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে— একই বস্তু কিরূপে সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—একই অভিন্ন গুণে কোনও বস্তুই যুগপৎ সগুণ এবং নির্গুণ হইতে পারে না, সত্য। একই বস্তু কখনও একই সময়ে শুভ্র এবং অশুভ্র, বা সকলঙ্ক এবং অকলঙ্ক হইতে পারে না। কিন্তু দুই জাতীয় বিভিন্ন গুণের মধ্যে এক জাতীয় গুণে সগুণ এবং আর এক জাতীয় গুণে নির্গুণ হইতে কোনওরূপ বাধা থাকিতে পারে না। দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ ব্যক্তিরও শ্রবণ-শক্তি থাকিতে পারে। যে বস্তুর শ্বেতত্ব আছে, তাহার মিষ্টত্ব না থাকিতেও পারে; শ্বেতত্বের বিচারে সেই বস্তু হইবে সগুণ; কিন্তু মিষ্টত্বের বিচারে তাহা হইবে নির্গুণ। মিষ্টত্ব নাই বলিয়া তাহার শ্বেতত্বও থাকিতে পারে না— এইরূপ অনুমান হইবে অস্বাভাবিক।

অপ্রাকৃত চিন্ময়গুণ এবং প্রাকৃত মায়িকগুণ হইতেছে, আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায়, পরস্পর বিরোধী। একের অস্তিত্ব এবং অপরের অনস্তিত্ব একই বস্তুতে অসম্ভব নয়। লৌকিক জগতেও দেখা যায়,—যেস্থানে আলোক, সেই স্থানে অন্ধকার নাই এবং যে-স্থানে অন্ধকার, সেস্থানে আলোক নাই।

এক্ষণে, ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইতেছে।

২৬। ঈশোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্ ॥১॥

—এই জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রদত্ত বস্তুই ভোগ করিবে; ধনে লোভ করিবে না; কাহার ধন? (কাহারই বা নয়; সমস্তই ঈশ্বরের অধীন বলিয়া কোনও ধনেই কাহারও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকিতে পারে না)।"

এই শ্রুতিবাক্যে সর্ব্ব প্রথম "ঈশ"-শব্দটিই সবিশেষত্ব-সূচক। "তেন ত্যক্তেন-" বাক্যটীও সবিশেষত্ব-সূচক।

খ। "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

—সেই আত্মা এক এবং অনেজৎ (নিশ্চল), অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্। এই জন্যই

দেবগণ (ইন্দ্রিয়গণ ?) তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। নিশ্চল স্বভাব হইয়াও তিনি দ্রুতগামী মন প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিষ্ঠানেই মাতরিশ্বা জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে।

গ। “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫॥

—তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন। তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন। তিনি সর্ব্ব জগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিত্বও—সুতরাং সবিশেষত্বও—খ্যাপিত হইয়াছে।

ঘ। “স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

—সেই শুক্র (জ্যোতির্ম্ময়), অকায় (অশরীরী), অব্রণ (অক্ষত), অস্নাবির (স্নায়ু-শিরাদিশূন্য), শুদ্ধ (নির্ম্মল), অপাপবিদ্ধ (পাপপুণ্য-সম্বন্ধ বর্জ্জিত—নিত্য নির্দ্দোষ), কবি (ত্রিকালদর্শী), মনীষী, পরিভূ (সর্ব্বোপরি বিরাজমান্) এবং স্বয়ম্ভু (স্বয়ং-প্রকাশ) পরমাত্মা (ব্রহ্ম) সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। তিনিই শাশ্বত সমা-সমূহকে (সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে) তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, প্রাকৃত দেহাদিহীনত্ব এবং সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। কবি (ত্রিকালদর্শী বা সর্ব্বদর্শী), মনীষী, চিরন্তন-প্রজাপতিগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বিষয়সমূহের বিধান-কর্ত্তা-ইত্যাদি শব্দসমূহে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। আর, নিষেধ-সূচক নঞ্-যোগে সিদ্ধ “অকায়, অব্রণ, অস্নাবির, অপাপবিদ্ধ” ইত্যাদি শব্দসমূহে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহাদিহীনতা বুঝাইতেছে। ব্রণ (ক্ষত), স্নাবির (স্নায়ু-শিরা-প্রভৃতি), পাপ-পুণ্যাদি—এই সমস্ত প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধী বস্তু ব্রহ্মে নাই—অব্রণাদি শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধী বস্তু—বিশেষতঃ স্নায়ু-শিরা-প্রভৃতি প্রাকৃত দেহের অংশভূত বস্তু—ব্রহ্মে নাই বলিয়া প্রাকৃত দেহও যে তাঁহার নাই, তাহাই “অকায়”-শব্দে বলা হইয়াছে। “শুদ্ধ”-শব্দও প্রাকৃত-দেহহীনতার এবং প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধি-পাপপুণ্যাদিহীনতার পরিচায়ক। প্রাকৃত-দেহাদি জড় মায়াজনিত বলিয়া “অশুদ্ধ”; এই সমস্ত ব্রহ্মের নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন—“শুদ্ধ—নির্ম্মল; জড়বিরোধী চিৎস্বরূপ।” ইহাদ্বারা ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপভূত বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য স্বরূপভূত বিগ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই।

“অকায়ম্” ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে; ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ—তাহা বলা হয় নাই। ব্রহ্ম যদি সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষই হইতেন, তাহা হইলে

তাঁহার কবিত্ব, মনীষাদির কথা বলা হইত না। কবিত্ব-মনীষাদি হইতেছে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বিশেষত্ব। পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যসমূহেও ঈশিত্ব, অচিন্ত্য-শক্তিত্বাদি চিন্ময় বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—ঈশোপনিষদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চিন্ময় বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১।২।২৮- অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের ১।২।২২ এবং ২।৩।৮ বাক্যের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উপসংহার। পূর্ব্বোদ্ধৃত ঈশোপনিষদ্‌বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—ঈশোপনিষদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "অকায়ম্" শব্দে প্রাকৃত দেহমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২৭। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥১।২॥

—যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (শ্রোত্রের কার্য্য-প্রবর্ত্তক), মনের মন (মনের কার্য্যপ্রবর্ত্তক), বাক্যেরও বাক্য (বাক্যেরও প্রবর্ত্তক), তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ। (ইহা অবগত হইয়া) ধীর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুর পরে অমৃতত্ব লাভ করেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মকে শ্রোত্রাদির প্রবর্ত্তক বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

খ। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥১।৩॥

—সেখানে (সেই ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না। আমরা তাঁহাকে জানিনা এবং আচার্য্যগণ শিষ্যগণের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা উপদেশ করেন, তাহাও বুঝি না। তিনি বিদিত হইতে পৃথক, অবিদিতেরও উপরে। যাঁহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট এ-কথা শুনিয়াছি।"

এ-স্থলে বলা হইল—ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আগোচর এবং এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যাহা জানি এবং যাহা জানিও না, ব্রহ্ম তৎসমস্তেরও অতীত, অর্থাৎ তিনি মায়াতীত, ত্রিকালাতীত।

গ। "যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১।৪॥

—যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, পরন্তু যিনি বাক্যের প্রকাশক, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিবে।

কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড়বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে (ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে)।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের জড়াতীতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে বাক্যের প্রকাশক বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

ঘ।　　"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১।৫॥

—মনের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, যাঁহাদ্বারা মন বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত, বা মনন-ব্যাপার-যুক্ত) হয়, তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের জড়াতীতত্ব ও সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ।　　যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১।৬॥

—চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সহায়তায় চক্ষুকে দর্শন করে বা চক্ষু দর্শন করে তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে ; কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

চ।　　"যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১।৭॥

—শ্রোত্র যাঁহাকে শুনিতে পায় না, শ্রোত্র যাঁহার দ্বারা শ্রুত (বিষয়ীকৃত) হয়—শ্রবণসমর্থ হয়—তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ছ।　　"যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১।৮॥

—প্রাণের (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) দ্বারা যাঁহার গন্ধ পাওয়া যায় না, যাঁহা দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় (প্রাণ) স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে লোক যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসামর্থ্যদাতা, তাহাই উল্লিখিত কয়টি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

জ। "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
তে ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥৩।১॥

—এক সময়ে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম (দেবদ্বেষী অসুরদিগকে) পরাজিত করেন। সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবতাগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন ; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—এই বিজয় এবং মহিমা তাঁহাদেরই।"

এ-স্থলে ব্রহ্ম (অথবা ব্রহ্মকর্ত্তৃক শক্তিসম্পন্ন দেবগণ) অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

ঝ। "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভুব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥৩।২॥

—ব্রহ্ম দেবগণের মিথ্যা গৌরব-জ্ঞান বুঝিতে পরিয়াছিলেন। তিনি তখন যক্ষরূপে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন ; কিন্তু দেবগণ তাঁহার আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঞ। ইহার পর ৩।৪, ৩।৫, ৩।৬, ৩।৭, ৩।৮, ৩।৯, ৩।১০ এই কয়টী শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে—সেই যক্ষের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে, তাহার পরে বায়ুকে, তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষাও করিয়াছেন। কথা বলা, শক্তি-পরীক্ষা করা—এই সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

উপসংহার। এইরূপে দেখা গেল—কেনোপনিষদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

২৮। কঠোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ১।২।২০॥

—ইনি অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম), আবার মহৎ (বৃহৎ) হইতেও মহৎ (বৃহৎ) ; ইনি প্রাণীদিগের হৃদয়গুহায় নিহিত আছেন। বীতরাগ এবং বীতশোক ব্যক্তিই মন-আদির প্রসন্নতায় তাঁহার মহিমা জানিতে পারেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিত্ব (সুতরাং সবিশেষত্ব) খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥ ১।২।২১॥

—তিনি (ব্রহ্ম) একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন। মদ (হর্ষ) ও অমদ (হর্ষাভাব) এতদুভয় বিশিষ্ট সেই দেবকে আমি (যমরাজ) ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ?”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ও অচিন্ত্য-শক্তিত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

গ। “অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪।২।২২ ॥

—অনবস্থিত (অনিত্য) শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং অশরীর (শরীরশূন্য), মহৎ ও বিভু আত্মাকে (ব্রহ্মকে) অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।”

এ-স্থলেও, ব্রহ্মকে “অশরীর—দেহশূন্য” বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যে অনিত্য দেহে তিনি পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ অনিত্য—প্রাকৃত পঞ্চভূতময় দেহ তাঁহার নাই। ইহাদ্বারা তাঁহার স্বরূপগত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত (১।২।২৬ঘ-অনুচ্ছেদে) ঈশোপনিষদের “অকায়ম্”-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ঘ। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥১।২।২৩ ॥

—কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না ; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা, কিম্বা বহুল শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ (কৃপা) করেন, তাঁহাকর্ত্তৃকই এই আত্মা লভ্য, তাঁহার নিকটেই এই আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের “কৃপার” কথা এবং “তনুর” কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখ্যাৎ প্রমুচ্যতে ॥১।৩।১৫ ॥

—যিনি (যে ব্রহ্ম) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এসমস্ত বর্জ্জিত, যিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, এবং মহত্তত্ত্বেরও পর, সেই ধ্রুব আত্মাকে চিন্তা করিয়া (মুমুক্ষু ব্যক্তি) মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়েন।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত—সুতরাং অনিত্য এবং বিকারময়—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-গুণহীন, তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-গুণহীনতার হেতুও বলা হইয়াছে—তিনি “মহতঃ পরম্—মহত্তত্ত্বের (উপলক্ষণে প্রকৃতির) অতীত।” প্রকৃতির অতীত বলিয়া কোনও প্রাকৃত গুণাদিই তাঁহাতে থাকিতে পারে না।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেতি উচ্যতে—স্থূলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা ; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্‌বিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্—ইত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ—অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম-পদার্থের অতিসূক্ষ্মতা কেন ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই পঞ্চগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ; শরীরও ঠিক সেইরূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি-গুণের এক একটীর অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি-শব্দ পর্য্যন্ত গুণসমুদয় যাহাতে (যে ব্রহ্মে) বিদ্যমান নাই, তাঁহার (সেই ব্রহ্মের), যে নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ? অশব্দমস্পর্শমিত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে।"

এইরূপে জানা গেল—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃতগুণহীনত্বই কথিত হইয়াছে, অপ্রাকৃত-গুণহীনত্বের—সুতরাং নির্ব্বিশেষত্বের—কথা বলা হয় নাই।

চ। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥২।১।১॥

—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গণকে ব্যহ্যপদার্থদর্শী করিয়া (বহির্ম্মুখ করিয়া) নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না (করিতে পারে না)। অমৃত লাভের ইচ্ছুক ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলেও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ছ। "যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।৩॥

—যাঁহার (যে পরমাত্মার) প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগজাত স্পর্শ অবগত হয় (রূপ-রসাদির আনন্দ অনুভব করে), তাঁহার অনুভবে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? (কোনও আনন্দের অনুভবই অবশিষ্ট থাকে না)। তিনিই ব্রহ্ম।

এ-স্থলে পরমাত্মাকে প্রেরক বলায় তাঁহার সবিশষত্বই সূচিত করা হইয়াছে।

জ। "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২।১।৪॥

—স্বপ্নকালীন এবং জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্যবস্তু যাঁহার সহায়তায় জীব দর্শন করে, সেই মহান্ বিভু আত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ঝ। "য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।৫॥
—যিনি এই কর্ম্মফলভোক্তা জীবাত্মাকে জানেন এবং তাহার নিকটে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান (প্রেরক) পরমাত্মাকেও জানেন, তিনি আর সেই আত্মাকে গোপন করেন না। তিনিই (পরমাত্মাই) ব্রহ্ম।"

এ-স্থলে পরমাত্মাকে ঈশান (প্রেরক) বলায় তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ঞ। "যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।৬॥
—জলের (উপলক্ষণে সমস্ত ভূতের) পূর্ব্বে জাত, প্রথমজাতকে (হিরণ্যগর্ভকে) যিনি সঙ্কল্পমাত্রে (তপসঃ) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি কার্য্যকারণ-লক্ষণ সহিত (ভূতেভিঃ) বর্ত্তমান হিরণ্যগর্ভকে সঙ্কল্পমাত্র অবলোকন (সৃষ্টি) করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম।

অথবা, জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে (তপসঃ) প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) জলের (সমস্ত ভূতের) পূর্ব্বে জন্ম লাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম-দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সেই পুরুষকে যিনি দর্শন করেন, বস্তুতঃ তিনি সেই আত্মাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, (হিরণ্য-গর্ভাদিও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া)।"

এই বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব – সুতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে।

ট। "যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।৭॥
—সর্ব্বদেবতাত্মিকা অদিতি হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত ভূতের সহিত সমন্বিতা হইয়া যে পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়বর্ত্তী সেই অদিতিকে যিনি দর্শন (অবভাসিত) করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঠ। "যত শ্চোদেতি সূর্য্য অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।৯॥
—সূর্য্যদেব (সৃষ্টিকালে) যাঁহা হইতে উদিত হয়েন এবং (প্রলয়কালেও) যাঁহাতে অস্তমিত হয়েন, সমস্ত দেবতাগণ তাঁহাকে (সেই ব্রহ্মকে) আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের অতিরিক্ত নহে।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ড। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥২।১।১০॥

—এই দৃশ্যমান্ লোক যাহা (যে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম), অদৃশ্যমান্ লোকও তাহাই (সেই ব্রহ্মই); অদৃশ্যমান্ লোক যাহা, দৃশ্যমান্ লোকও তাহাই অনুগত হইয়াছে। যিনি নানা (ভিন্ন বা পৃথক্) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করেন।”

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী বাক্যে বলা হইয়াছে—সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই (কেননা, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই); সুতরাং কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, ভিন্ন তত্ত্ব নহে। নানাবস্তু আছে মনে করিলেই সে-সকল বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র বস্তু মনে করা হয়; এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি সংসারমুক্ত হইতে পারেন না; যেহেতু তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েন নাই।

একই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বহুবিধ মৃণ্ময় বস্তু প্রস্তুত হয়; যিনি এই সকল বস্তুকে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, বুঝিতে হইবে—তিনি মৃত্তিকার স্বরূপও জানেন না, ঘটাদির উপাদানের বিষয়েও অজ্ঞ। তদ্রূপ, যিনি এই জগৎকে এবং জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করেন, তিনিও ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধেও অজ্ঞ। ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তিনি সংসারমুক্ত হইতে পারেন না; মৃত্যুর পর জন্ম, তাহার পর আবার মৃত্যু-ইত্যাদিই তিনি প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়াই (আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র) জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক—সুতরাং তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে দেখা যায়, এই শ্রুতি-বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ঢ। “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।১২॥

—যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (পরমাত্মা) রূপে জীবদেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ (ও বর্ত্তমান) এই কালত্রয়ের ঈশ্বর (নিয়ন্তা), তাঁহাকে জানিলে কেহ তাঁহাকে গোপন করেন না। তিনিই ব্রহ্ম।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে কালত্রয়ের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহার সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ণ। “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।১৩॥

—অঙ্গুষ্ঠমাত্র সেই পুরুষই নির্ধূম-জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল); তিনি ভূত-ভব্যের ঈশ্বর (নিয়ন্তা)। তিনি অদ্যও (বর্ত্তমান আছেন) কল্যও (বর্ত্তমান থাকিবেন—অর্থাৎ তিনি ত্রিকাল-সত্য)। তিনিই ব্রহ্ম।”

এস্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ত। “ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ২।২।৫॥

—লোক প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না; অপানের দ্বারাও জীবিত থাকে না; পরন্তু প্রাণ ও অপান এই উভয়ই যাঁহাতে আশ্রিত, প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

থ। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ২।২।৮॥

—প্রাণিগণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ প্রচুর পরিমাণে কাম্য বিষয় সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হয়েন। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেনা। তিনিই ব্রহ্ম।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

দ। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥২।২।১১॥

—যেমন একই সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষু (অর্থাৎ নিয়ন্তা-রূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ একই ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা-রূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিয়াও লোকের দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না; যেহেতু তিনি বাহ্য—সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গ।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের দোষ-স্পর্শহীনতার কথা বলা হইয়াছে।

ধ। "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥২।২।১২॥

—যিনি এক এবং বশী (সর্ব্বনিয়ন্তা) এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি তাঁহার একটী রূপকেই বহু প্রকারে প্রকাশ করেন, স্বহৃদয়ে প্রকাশমান্ সেই আত্মাকে যে সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না।"

"বশী"-শব্দে এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ন। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥২।২।১৩॥

—যিনি নিত্যবস্তুসমূহেরও নিত্য এবং চেতনবস্তু-সমূহেরও চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তু প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে-সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য-শান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে (বিদধাতি কামান্)।

প। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥২।২।১৫॥

—সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা এবং বিদ্যুৎও প্রকাশ করিতে পারে না; এই অগ্নি আর কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্মের অনুগতভাবেই সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্তই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং সর্ব্বপ্রকাশকত্ব দ্বারা তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ফ। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥এতদ্বৈ তৎ॥২।৩।১॥

—এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষটী সনাতন (অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত); ইহার মূল (আদিকারণ) হইতেছে—ঊর্দ্ধ (সকলের ঊর্দ্ধে যিনি অবস্থিত—ব্রহ্ম); আর ইহার শাখা হইতেছে—অবাক্ (অধোবর্ত্তী-দেবাসুর-মনুষ্যাদি)। এই বৃক্ষের মূল বা আদি-কারণ যিনি, তিনি শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত—এই রূপই কথিত হয়। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতেই অবস্থিত; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

জগৎ-কারণত্বাদিবশতঃ এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

ব। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২।৩।২॥

—এই যে জগৎ (জাগতিক পদার্থ), তৎসমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়াই কম্পিত হইতেছে (ব্রহ্মের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছে)। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্যত-বজ্রের ন্যায় মনে করেন (তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন), তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ভ। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥২।৩।৩॥

—ইঁহার (ব্রহ্মের) ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্যও তাপ দিতেছেন এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং (পূর্ব্বাপেক্ষায়) পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হইতেছেন (যথানিয়মে স্ব-স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন)।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে সকলের শাসন-কর্ত্তা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—বলা হইয়াছে।

ম। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥২।৩।৭॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥২।৩।৮॥

—ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহতত্ত্ব হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) হইতে পুরুষ (ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ হইতেছেন—ব্যাপক (সর্ব্বব্যাপী) এবং অলিঙ্গ। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে।"

"অলিঙ্গ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধ্যাদি, তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোঽয়মলিঙ্গ এব চ। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যেতৎ।= অলিঙ্গ—যদ্দ্বারা লিঙ্গন (অবগতি) হয়, তাহা লিঙ্গ ; তাহা যাঁহার নাই, তিনি অলিঙ্গ। যে লিঙ্গ বা চিহ্নদ্বারা কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে বলে সেই বস্তুর লিঙ্গ বা চিহ্ন, যেমন (জীবের পক্ষে) বুদ্ধি-আদি। এইরূপ (বুদ্ধি-আদি লিঙ্গ) যাঁহার নাই, তিনি অলিঙ্গ—সর্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত।" ব্রহ্ম যে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত বা মায়িক-গুণময়-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত, "অলিঙ্গ"-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত ধর্ম্ম বা লিঙ্গ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপি আকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাৎ।—ব্যাপক আকাশাদি সর্ব্ব-পদার্থের কারণ বলিয়া এই পুরুষ (ব্রহ্ম) ব্যাপক—সর্ব্বব্যাপী।" জগৎ—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম-ব্যাপক।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারেই জানা যায়—ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং ব্যাপক বলিয়া সবিশেষ।

উপসংহার। এইরূপে দেখা গেল—কঠোপনিষদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ১।২।২২-বাক্যে ব্রহ্মকে "অশরীরম্", ১।৩।১৫-বাক্যে ব্রহ্মকে "অশব্দম-স্পর্শমাদি" এবং ২।৩।৮-বাক্যে ব্রহ্মকে "অলিঙ্গম্" বলা হইয়াছে বটে, ; কিন্তু ১।৩।১৫ এবং ২।৩।৮ কঠোপনিষদ্‌বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—ঐ সমস্ত বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীরহীনতা, প্রাকৃত শব্দস্পর্শাদিহীনতা এবং বুদ্ধ্যাদি-প্রাকৃত-লিঙ্গহীনতাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন-ব্রহ্ম "সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত।" সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২৯। প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতে-নায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥৩।৩॥

—আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। পুরুষ-দেহে ছায়ার ন্যায় এই প্রাণও আত্মাতে (ব্রহ্মে) আতত (অনুগত) থাকে এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদিদ্বারা) এই স্থূল শরীরে আগমন করে।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তির কথা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—বলা হইয়াছে।

খ। পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি॥৪।১০॥

—যে লোক সেই (অজ্ঞানরহিত) অবস্থায় অচ্ছায়, অশরীর, অলোহিত, শুভ্র, অক্ষর পুরুষকে অবগত হয়, সে-লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করেন। হে সৌম্য! তিনি তখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মক) হয়েন।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অচ্ছায়ম্-তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরম্—নামরূপসর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতম্—লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধম্—অচ্ছায়=তমোবর্জ্জিত, অশরীর=নাম-রূপাদি-সমস্ত মায়িক উপাধিযুক্ত-শরীরবর্জ্জিত, অলোহিত=লোহিতাদি সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত; যেহেতু এতাদৃশ, সেই হেতু শুভ্র=শুদ্ধ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অর্থানুসারেই জানা যায়—এই শ্রুতিবাক্যে “অচ্ছায়ম্”-আদি শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-শরীরহীনত্ব এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনত্বই সূচিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনত্বের কথা বলা হয় নাই।

গ। “বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥৪।১১॥

—(চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী) সমস্ত দেবতার সহিত বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) এবং প্রাণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ) ও পৃথিব্যাদিভূতসমূহ যাঁহাতে সম্যক্রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, হে সৌম্য! যিনি সেই অক্ষর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ব্ববস্তুতে প্রবেশ করেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মকে সর্ব্ববস্তুর প্রতিষ্ঠা বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ঘ। “ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি॥৫।৭॥

—ঋগ্বেদদ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদদ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদদ্বারা সেইস্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়—ইহা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। (অধিক কি) বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বনদ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পর বলা হইয়াছে। এই কয়টী শব্দের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“শান্তং বিমুক্ত-জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি-বিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চবিবর্জ্জিতম্; অতএব অজরং জরাবর্জ্জিতম্। অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতমেব। যস্মাৎ জরাদি-বিক্রিয়ারহিতম্, অতঃ অভয়ম্, যস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্।—শান্ত=জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাবিশেষ-বর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ-প্রপঞ্চ-বিবর্জ্জিত। অজর=

সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চ-বর্জ্জিত বলিয়া জরা (বার্দ্ধক্য)-বর্জ্জিত। অমৃত = মৃত্যুবর্জ্জিত। অভয় = জরাদি-বিক্রিয়া-বর্জ্জিত বলিয়া অভয়। পর = অভয় বলিয়া পর, নিরতিশয়।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই অর্থানুসারে জানা গেল – ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন ; অপ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই।

উপসংহার। প্রশ্নোপনিষদ্‌বাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের কোনওরূপ প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই (৪।১০, ৫।৭)। ইহাও জানা যায় – ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি (৩।৩) এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও ভূতগণ ব্রহ্মেই সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা সবিশেষত্বের (অপ্রাকৃত বিশেষত্বের) কথা জানা গেল।

৩০। মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। “যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥১।১।৬॥

—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, এবং সুসূক্ষ্ম, সেই অব্যয়-ভূতযোনি অক্ষর পুরুষকে ধীরগণ (পরাবিদ্যাদ্বারা) দর্শন করিয়া থাকেন।”

এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ। দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যর্থান্তরম্। অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা। অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণমক্ষরম্। অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং তেঽবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞ: সর্ব্ববিদিত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিঞ্চ তদপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। নিত্যমবিনাশি। বিভুং বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-প্রাণি-ভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশবায়্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি তদভবাৎ সুসূক্ষ্মম্।

—অদ্রেশ্য = অদৃশ্য, বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য। যেহেতু, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার গতি হইতেছে বাহিরের দিকে। অগ্রাহ্য = কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগম্য। অগোত্র = মূলহীন বলিয়া অন্বয়রহিত। অবর্ণ = স্থূলত্ব-শুক্লত্বাদি দ্রব্যধর্ম্মহীন। অচক্ষুঃশ্রোত্র = জীবদিগের যেমন নামরূপবিষয়ক করণ চক্ষুঃকর্ণ আছে, তাহা নাই যাঁহার, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র। ‘সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ’ ইত্যাদি চেতনাবত্ত্ব-বিশেষণ ব্রহ্মের আছে বলিয়া, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারিজীবের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি ব্যতীতও তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শ্রুতি হইতেও জানা যায়

অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনেন—ইত্যাদি। সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহার চক্ষুঃ কর্ণ নাই, তাহাই বলা হইয়াছে। অপাণিপাদ=কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত। নিত্য=অবিনাশী। বিভু=ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত প্রাণিসমূহরূপে অবস্থিত। সর্ব্বগত=আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক। সুসূক্ষ্ম= শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিত বলিয়া অতিসূক্ষ্ম।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অর্থ হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—অক্ষর ব্রহ্ম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন; যেহেতু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গতি হইতেছে বহির্ম্মুখী জীবের ন্যায় চক্ষুঃকর্ণ-হস্ত-পদাদিও ব্রহ্মের নাই; কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ বলিয়া চক্ষুঃকর্ণাদি না থাকিলেও চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তাঁহার আছে—তিনি দেখেন, শুনেন। প্রাকৃত স্থূলত্ব-শুক্লত্বাদিও তাঁহার নাই। তিনি নিত্য,অবিনাশী, অব্যয়, অতি সূক্ষ্ম । ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সমস্ত বস্তুরূপেও তিনি বিরাজিত। তিনি সর্ব্বভূতের কারণ।

তিনি জীবের প্রাকৃত নয়নের দৃশ্য নহেন বটে ; কিন্তু তিনি যে সর্ব্বতোভাবে অদৃশ্য নহেন, “পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ”-বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। বহির্ব্বৃত্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গই জীবের চঞ্চলতা জন্মায়, জীবকে অধীর করে। পরাবিদ্যার প্রভাবে যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হয়, তাঁহারাই ধীর হয়েন ; তাঁহারা তখন অক্ষর ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিতে পারেন। যিনি দর্শনের যোগ্য, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না ; দর্শনযোগ্য বিশেষত্ব অবশ্যই তাঁহার আছে।

এইরূপে দেখা গেল—এই শ্রুতিবাক্যে অক্ষর ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভূতযোনিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিত্তা, ধীরব্যক্তিদিগের দর্শনযোগ্যত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষণের কথা খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥১।১।৭॥

—কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই—ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) যেমন স্বীয় শরীর হইতে অনতিরিক্ত তন্তুসমূহকে বাহিরে প্রকাশিত করে, আবার ঐ তন্তুসমূহকে স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধিসকল জন্মে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ ও লোম জন্মে, তদ্রূপ কারণান্তরব্যতীতই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই, ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তে তাহাও সূচিত হইয়াছে।

গ। “তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥১।১।৮॥

—ব্রহ্ম সঙ্কল্পদ্বারা (তপসা) সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হয়েন (চীয়তে) ; তখন ব্রহ্ম হইতে অন্নের (অব্যাকৃত অবস্থার) উৎপত্তি হয় ; অন্ন হইতে প্রাণ ও মন জন্মে ; মন হইতে সত্যনামক আকাশাদি

পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হয় ; পঞ্চ-মহাভূত হইতে ভূরাদি সপ্তলোক এবং সপ্তলোকবর্ত্তী মনুষ্যাদি বর্ণ, আশ্রম ও ক্রিয়াদির উৎপত্তি হয় এবং কর্ম্মনিমিত্তক অমৃত-নামক কর্ম্মফলের উৎপত্তি হয়। (কর্ম্মফলকে অমৃত বলার হেতু এই যে—কোটিকল্পেও যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম বিনষ্ট না হইবে, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মফলও বিনষ্ট হইবে না)।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

ঘ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥১।১।৯॥

—যিনি (যে অক্ষর ব্রহ্ম) সর্ব্বজ্ঞ (সামান্যতঃ সমস্তই জানেন) এবং সর্ব্ববিৎ (বিশেষরূপেও সমস্তের পরিজ্ঞাতা), সর্ব্বজ্ঞতাই যাঁহার তপস্যা. তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, নাম, রূপ, এবং অন্ন উৎপন্ন হয়।"

এই বাক্যেও অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। "তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্‌বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥২।১।১॥

—পরাবিদ্যার বিষয় এই অক্ষর-ব্রহ্ম সত্য। সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির সমানরূপ-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে বিবিধ প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই আবার গমন করে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

চ। "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২।১।২॥

—সেই অক্ষর-পুরুষ হইতেছেন দিব্য (দ্যোতন-স্বভাব, জ্যোতিঃস্বরূপ) অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়দেশবর্ত্তী, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র এবং অক্ষর (প্রধান বা প্রকৃতি) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন) যে জীব, সেই জীব হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন)।"

পূর্ব্ব (২।১।১)-বাক্যে বলা হইয়াছে—প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জীবজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বিস্ফুলিঙ্গগুলিকে অগ্নির সরূপ বলা হইয়াছে ; যেহেতু, অগ্নিও তেজঃস্বরূপ, বিস্ফুলিঙ্গও তেজঃস্বরূপ। তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে—বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত অগ্নিও যেমন তেজোরূপ, তদ্রূপ জীবজগতের ন্যায় অক্ষর ব্রহ্মও জড়রূপ বা প্রাকৃত। এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য এই (২।১।২) বাক্যে-বলা হইয়াছে— অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইলেও অক্ষর-ব্রহ্ম জগতের ন্যায় প্রাকৃত নহে। অগ্নি যেমন স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি-স্থান, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের উৎপত্তি-স্থান —এই অংশেই অগ্নির ও ব্রহ্মের সাম্য। দিব্য-আদি শব্দে তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে।

দিব্য—ব্রহ্ম হইতেছেন দিব্য—দ্যোতন-স্বভাব, স্বপ্রকাশ—সুতরাং চিদাত্মক। সৃষ্ট জগতের বস্তু কিন্তু চিন্ময় নহে, চিদ্‌বিরোধী জড় মিশ্রিত।

অমূর্ত্ত—সৃষ্ট জগতের বস্তু-সমূহ যেমন প্রাকৃত ভূতসমূহের বিকার বলিয়া পরিচ্ছিন্ন-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট, ব্রহ্ম সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন। প্রাকৃত গুণময় শরীর নাই বলিয়া যেমন ঈশোপনিষৎ॥৮॥-বাক্যে ব্রহ্মকে "অকায়ম্," এবং কঠোপনিষৎ॥১।২।২২॥-বাক্যে "অশরীরম্", কঠোপনিষৎ ॥২।৩।৮॥-বাক্যে "অলিঙ্গম্" এবং প্রশ্নোপনিষৎ॥৪।১০॥-বাক্যে "অশরীরম্" বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তেমনি "অমূর্ত্ত" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কেবল প্রাকৃত-মূর্ত্তিহীনতাই সূচিত হইয়াছে।

সবাহ্যাভ্যন্তর—বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয় দেশব্যাপী, সর্ব্বব্যাপক। প্রাকৃত কোনও বস্তুর সর্ব্বব্যাপকত্ব নাই, এই জগৎ বরং ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত।

অজ—জন্মরহিত। প্রাকৃত জগতের ন্যায় ব্রহ্মের জন্মাদি নাই।

অপ্রাণ—সংসারী জীবের প্রাণও সৃষ্ট বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত প্রাণ নাই। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-প্রাণ-ক্রিয়ার প্রমাণ ঋগ্‌বেদ-বাক্যে দৃষ্ট হয়; ১।১।৬১(৭)-অনুচ্ছেদে পূর্ব্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অমনা—সংসারী জীবের মন হইতেছে প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত মন নাই। সৃষ্টি-বিষয়ে সঙ্কল্পাদি হইতে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-মনঃক্রিয়ার কথা শ্রুতি হইতেই জানা যায়।

শুভ্র—জড়-বিবর্জ্জিত বলিয়া শুদ্ধ।

অক্ষরাৎ পরতঃ পরং—বিকারাত্মক জগতের অব্যবহিত মূল হইতেছে প্রধান বা প্রকৃতি; এই প্রধানকেই এ-স্থলে অক্ষর বলা হইয়াছে। এই অক্ষর (প্রধান) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেছে জীবাত্মা (গীতা।৭।৫); কেননা, প্রধান হইতেছে জড় এবং জীবাত্মা হইতেছে চিদ্রূপ। এই জীবাত্মা হইতেও অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন পর—শ্রেষ্ঠ; কেননা, জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি (গীতা।৭।৫) এবং ব্রহ্মের অংশ (গীতা।১৫।৭।-মমৈবাংশো জীবলোকে ইত্যাদি)।

এইরূপে দেখা গেল—মুণ্ডক-শ্রুতির আলোচ্য বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়া এই বাক্যে বলা হইল—ব্রহ্মের বিশেষত্ব প্রাকৃত নহে।

ছ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥২।১।৩॥

—এই অক্ষর-পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

জ। "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥২।২।৪॥

—এই অক্ষর-পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।"

ঝ। "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জ্যন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২।১।৫॥

—সেই সর্ব্বান্তরাত্মা অক্ষর পুরুষ হইতে প্রজাগণের অবস্থানরূপ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। চন্দ্র হইতে মেঘসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে; মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ওষধি হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীতে রেতঃসেক করে; এইরূপে পুরুষ হইতেই বহুপ্রজা প্রসূত হইতেছে।

এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ঞ। "তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২।১।৭॥

—সেই অক্ষর পুরুষ হইতে নানাবিধ দেবতা, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ, অপান, ব্রীহি, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধান সৃষ্টি হইয়াছে।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

ট। "সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥২।১।৮॥

—তাঁহা (সেই অক্ষর পুরুষ) হইতে সপ্তপ্রাণ, সপ্ত অর্চ্চিঃ, সমিধ ও সপ্তহোম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণসমূহ যাহাতে বিচরণ করে, সেই এই সপ্তলোক তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা (প্রাণসমূহ) শরীরান্তবর্ত্তী এবং তাঁহাকর্ত্তৃক প্রাণিদেহে সপ্ত সপ্ত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচক।

ঠ। "অতঃ সমদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥২।১।৯॥

—এই পুরুষ হইতে সমস্ত সমুদ্র ও সমস্ত পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই পুরুষ হইতে বহু নদী স্যন্দিত হইতেছে। এই পুরুষ হইতে সমস্ত ওষধি এবং রস উৎপন্ন হইয়াছে। এই রসের দ্বারা উৎপন্ন পঞ্চভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইনি অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক।

ড। "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ২।১।১০ ॥

—এই বিশ্ব, কর্ম্ম, তপস্যা—সমস্তই সেই পুরুষ; সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মই পরামৃত (জ্ঞানের উত্তম ফল)। অথবা, এই সমস্তই যখন ব্রহ্মের কার্য্যভূত, তখন ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ। সকলের হৃদয়-গুহায় অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত এই অক্ষর পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি ইহকালেই (যথাবস্থিত দেহেই) অবিদ্যাগ্রন্থিকে বিনষ্ট করিতে পারেন।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

চ। "আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ২।২।১॥

—এই ব্রহ্ম প্রকাশময় এবং অতি সমীপবর্ত্তী, অন্তরাত্মারূপে সকলের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। ইঁহাতেই পক্ষী আদি (এজৎ), মনুষ্যাদি (প্রাণৎ) এবং নিমিষাদি ক্রিয়াবান্ সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত আছে, ইনিই মহান্ আশ্রয়। ইনিই কার্য্য (সৎ) ও কারণ (অসৎ)-এই উভয়াত্মক ; ইনিই সকলের বরেণ্য। ইনি জীব হইতেও (বিজ্ঞানাৎ) শ্রেষ্ঠ, ইনি সমস্ত জাতবস্তুর মধ্যে (জাতবস্তু হইতে) বরিষ্ঠ। তোমরা ইহা অবগত হও।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক।

ণ। "যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২।২।২॥

—যিনি প্রকাশমান্ (সর্ব্বপ্রকাশক), যিনি অণু হইতেও অণু (অতিসূক্ষ্ম), যাঁহাতে ভূরাদি লোকসমূহ এবং তত্তল্লোকবাসী জনসমূহ অবস্থিত, সেই অক্ষর পদার্থই ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন ; তিনিই সত্য ও অমৃতস্বরূপ। হে সোম্য! মনোরূপ শরের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবে (তাঁহাতে মনকে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত করাইবে)।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ত। "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ ২।২।৫॥

—যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ওত (অবস্থিত) আছে। একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জান। অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের (মুক্তির) সেতু।"

এই বাক্যে ব্রহ্মকে সর্ব্বাশ্রয় বলাতে সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

থ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥২।২।৭॥

—যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ, ভুবনে যাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আত্মা দিব্য (অপ্রাকৃত) আকাশে (সর্ব্বব্যাপক) ব্রহ্মপুরে (স্বীয় ধামে) প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। তিনি মনোময় (সঙ্কল্পময়) এবং জীবের প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) ও শরীরের (অথবা জীব-শরীরের) নিয়ামক এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অন্নে (জীবভোগ্য বস্তুতে) প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বিজ্ঞানে ধীরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং জানিতে পারেন—তিনি আনন্দস্বরূপ (সর্ব্ববিধ দুঃখহীন)এবং অমৃত (অবিনাশী)।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

দ। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ২।২।৮।

—সেই কার্য্য-কারণাত্মক (পরাবরে) ব্রহ্মের দর্শন (উপলব্ধি) লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থি নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধ ব্যতীত) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

এ স্থলে ব্রহ্মকে কার্য্যকারণাত্মক (পরাবর) বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত করা হইয়াছে। পরাবর = পর + অবর; পর—কারণাত্মক; অবর—কার্য্যাত্মক।

ধ। "হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥২।২।৯ ॥

—এই ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়, প্রকাশমান্) শ্রেষ্ঠ কোশে অবস্থিত। তিনি বিরজ (মায়িক-গুণত্রয়বর্জ্জিত), নিষ্কল (অংশহীন), শুভ্র (শুদ্ধ) জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ (জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যাদিরও প্রকাশক)। আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিয়াছেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে "বিরজং" ও "নিষ্কলম্"-এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বিরজম্—রজোগুণ-রহিত; রজঃ-শব্দের উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই মায়িক গুণত্রয়কে বুঝাইতেছে। বিরজম্-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মে মায়িক-গুণত্রয় নাই। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না; শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "মায়য়া বা এতৎ সর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মাৎ মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি। নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী শ্রুতিঃ ॥৫।১॥।

—এই সমস্ত জগৎ মায়াদ্বারা বেষ্টিত হয়। মায়া আত্মাকে (ব্রহ্মকে) স্পর্শ করে না; সুতরাং মায়াদ্বারা বহির্ভাগই (বাহ্য জগৎ) বেষ্টিত হয়।" আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—"বিরজমবিদ্যাদ্যশেষদোষরজোমলবর্জ্জিতম্—অবিদ্যাদি অশেষ দোষবর্জ্জিত এবং রজোমলবর্জ্জিত—ইহাই বিরজ-শব্দের তাৎপর্য্য।" ইহা দ্বারা জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব মায়া-কবলিত, অবিদ্যাদি অশেষ দোষযুক্ত, ব্রহ্ম কিন্তু পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও জীবের অবিদ্যাদি দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েন না; ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বদোষমুক্ত।

নিষ্কলম্—নিরংশ। কলা-শব্দের অর্থ অংশ, কলা বা অংশ নাই যাঁহার, তিনি নিষ্কল। এ-স্থলে "অংশ" বলিতে টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডতুল্য বস্তুকে বুঝায়; প্রস্তরের একটি খণ্ড যদি মূল প্রস্তর হইতে টঙ্কাদিদ্বারা পৃথক্ করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র খণ্ডকে মূল বস্তুর অংশ বলা হয়। যাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তু, তাহারই এইরূপ অংশ সম্ভব। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া তাঁহার পক্ষে এইরূপ অংশ—টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডতুল্য অংশ—থাকা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহাকে নিষ্কল—নিরংশ—বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক বস্তুর কোনও পৃথক্কৃত অংশ থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারাও প্রাকৃত বস্তু

হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইতেছে। পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তুর যে রূপ পৃথক্কৃত অংশ হইতে পারে, অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম বস্তুর সেইরূপ কোনও অংশ থাকিতে পারে না, নাইও। এইরূপে "নিষ্কলম্"-শব্দে ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নতাই সূচিত হইয়াছে।

ইহার আর একটি তাৎপর্য্য এই যে—পরিচ্ছিন্ন কোশে অবস্থিত হইয়াও ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়েন না ; যেহেতু, ব্রহ্ম "নিষ্কল—অপরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছেদের অযোগ্য।"

এ-স্থলে "নিষ্কলম্"-শব্দে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই ; যেহেতু, যাঁহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"-বাক্যে সর্ব্বপ্রকাশক বলা হইয়াছে। প্রকাশকত্ব সবিশেষেরই ধর্ম্ম। বিশেষতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২।৭ বাক্যে যাঁহাকে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ", ২।২।৮-বাক্যে যাঁহাকে "দর্শনযোগ্য" বলা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ২।২।১০-বাক্যেও যাঁহাকে সর্ব্বপ্রকাশক বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আলোচ্য বাক্যে "নিষ্কল" বলা হইয়াছে অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মকেই নিষ্কল বলা হইয়াছে।

নিষ্কল-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে—কলা নাই যাঁহার বা যাঁহাতে, তিনি নিষ্কল। কিন্তু কলা কি ? প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্যবস্তু), বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোকাদি) ও নাম—এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে "কলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোলটী বস্তুকেও "ষোড়শ-কলা" বলা হয় (শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ॥১।৪॥-বাক্যভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর)। ষোড়শ কলা হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু এবং এই ষোড়শ কলার অন্তর্ভূত ইন্দ্রিয়াদি হইতেছে সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহের অবয়ব। যাঁহার এতাদৃশ ষোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃত দেহ নাই, তিনিই—"নিষ্কল।" ব্রহ্মকে "নিষ্কল" বলায় তাঁহার ষোড়শ-কলাত্মক-প্রাকৃতদেহহীনতাই সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১।২।৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৯॥-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে "শুভ্রম্"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ ততস্তচ্ছুভ্রম—বিরজ (অবিদ্যাদি অশেষ দোষ বর্জ্জিত এবং রজোমল-বর্জ্জিত) এবং নিষ্কল বলিয়া শুভ্র।" ইহাতে মনে হয়—"নিষ্কল"-শব্দে তিনিও প্রাকৃত-দেহ-বর্জ্জিতত্বের কথাই বলিয়াছেন। কঠোপনিষদের "অশরীরম্ ॥১।২।২২॥"-ইত্যাদি স্থলেও তিনি তদ্রূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন।

ন। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১।২।১০ ॥"

এই বাক্যটী কঠোপনিষদেও আছে (১।২।২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

প। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ২।২।১১॥

—এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ এবং উর্দ্ধভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মক)। এই ব্রহ্ম জগৎ হইতেও বরিষ্ঠ।"

এ-স্থলে সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক।

ফ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশাতি ॥৩।১।১॥

শোভন-পক্ষবিশিষ্ট দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক সঙ্গে সখার ন্যায় একই (জীবদেহরূপ) বৃক্ষে আরূঢ় আছে। তাহাদের একটী (জীবরূপ পক্ষী) স্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভক্ষণ করে ; অন্যটী (পরমাত্মারূপ পক্ষী) ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করে।"

এই বাক্যে বলা হইল—সংসারী জীবের দেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বর্ত্তমান। জীব স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে ; কিন্তু পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না ; তিনি দ্রষ্টামাত্র। জীবাত্মাও পরমাত্মা যে এক এবং অভিন্ন নয়, তাহাই এস্থলে বলা হইল।

পরমাত্মারূপ পরব্রহ্মই জীব-হৃদয়ে অবস্থিত ; তাঁহাকে দ্রষ্টা বলাতে তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত করা হইয়াছে।

ব। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩।১।৩॥

—যখন দর্শনকর্ত্তা (লোক) রুক্মবর্ণ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হয়েন, তাঁহার পাপ-পুণ্য বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার সম্বন্ধরহিত) হয়েন এবং (গুণাদিতে) সেই পুরুষের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন।"

এই বাক্যেও ব্রহ্ম-পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ভ। "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৩।১।৪॥

—ইনিই (এই ব্রহ্মই) প্রাণস্বরূপ ; ইনি আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তভূতে প্রকাশিত। যে বিদ্বান্ তাঁহাকে জানেন, তিনি অতিবাদী হয়েন না। তিনি তখন আত্মক্রীড় ও আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ হয়েন। এতাদৃশ বিদ্বান্ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সর্ব্বগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ম। "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৩।১।৭॥

—তিনি বৃহৎ (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ), তাঁহার অচিন্ত্যরূপ দিব্য, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি দূর হইতেও সুদূরে এবং অত্যন্ত নিকটেও। সাধন-ফলে যাঁহারা তাঁহার দর্শন পায়েন, তাঁহারা তাঁহাকে অতি নিকটেই নিজেদের চিত্তগুহায় অবস্থিত দেখিতে পায়েন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং অচিন্ত্যরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঘ "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৩।১।৮॥

—চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, তিনি বাক্যেরও অবিষয়; ইন্দ্রিয়বর্গের (অথবা দেবতাপূজার), কর্ম্মের বা তপস্যারও অবিষয়। জ্ঞান-প্রসাদে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দেখিতে পায়েন।"

ব্রহ্ম যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং কর্ম্মকাণ্ডাদিরও অগোচর, তাহাই এই বাক্যে বলা হইল। এ-স্থলেও ব্রহ্মকে "নিষ্কল" বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বই সূচিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২।৯-মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৭-বাক্যে এবং এই ৩।১।৮-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে. পরব্রহ্ম সুদূরে হইলেও জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অতি নিকটে স্বীয় হৃদয়মধ্যেই দেখিতে পায়েন, পরিচ্ছিন্ন হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দেখেন না, দেখেন নিষ্কল (অপরিচ্ছিন্ন) রূপে। ইহাই এ-স্থলে নিষ্কল-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা।

চক্ষুরাদির অগোচর বলায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হয় নাই, পরন্তু তাঁহার চিন্ময়ত্বই সূচিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না।

ঙ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩।২।৩॥"

এই বাক্যটি কঠোপনিষদেও আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।২৮ ঘ-অনুচ্ছেদে অর্থ দ্রষ্টব্য।

উপসংহার। মুণ্ডকোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, তিনি সর্ব্বাশ্রয়, জীবচিত্তে অবস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্ববিৎ, স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বপ্রকাশক, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, তিনি জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিহীন, প্রাকৃত বিশেষত্বহীন। এইরূপে জানা গেল—মুণ্ডকোপনিষদেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতায় তাঁহার সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, জগৎ-কারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে বিদ্যমান।

৩১। মাণ্ডূক্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

—এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই "ওঁ"-এই অক্ষরাত্মক ; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান-এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক ; এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারাত্মক।"

এই বাক্যে কালত্রয়ের অধীন জগৎকে ওঙ্কারাত্মক—ব্রহ্মাত্মক—বলা হইয়াছে; ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়াই জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়াছে ; সুতরাং এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক। কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু—অর্থাৎ যাহা অপ্রাকৃত—তাহাও যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

খ। "সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

—এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই (কালত্রয়ের অধীন সমস্ত জগৎই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া ব্রহ্মাত্মক) এবং এই আত্মাও (কালত্রয়াতীত জীবাত্মাও) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মক)। সেই এই আত্মা (জীবাত্মা) চতুষ্পাদ (জাগরিত-স্থান স্বপ্ন-স্থানাদি চারিটী পাদবিশিষ্ট)।

পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে ব্রহ্মকার্য্য (ব্রহ্মাত্মক) বলায় এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত করিতেছে।

গ। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥৬॥

—ইনি (প্রাজ্ঞ-ব্রহ্ম) সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (জগতের কারণ) এবং সমস্ত ভূতের (জগতের) উৎপত্তির ও বিলয়ের স্থান।"

এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

উপসংহার। মাণ্ডূক্যোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ হইতেও জানা গেল—ব্রহ্ম জগৎ-কারণ বলিয়া সবিশেষ।

৩২। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।...তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥ ১॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ (চিৎস্বরূপ) এবং অনন্ত (দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন)। সেই এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে

অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ (জীবদেহ) উৎপন্ন হইয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যে সত্যস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥ ৬।

—সেই আনন্দময় ব্রহ্ম কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন—আমি বহু (অনেক প্রকার) হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তাহার পর তিনি তপস্যা (চিন্তা) করিলেন। তপস্যা (চিন্তা) করিয়া তিনি এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সে-সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।”

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

গ। “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥ ৭॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ (অনভিব্যক্ত-নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে) ছিল। সেই অসৎ হইতে এই সৎ (নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎ) উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এই প্রকার (নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ-রূপে প্রকাশ) করিলেন। এজন্য তিনি “সুকৃত—অক্লেশকর্ম্মা”-নামে অভিহিত হয়েন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে পাইয়াই জীব আনন্দী হয়। যদি এই আকাশ (প্রকাশময় আত্মা) আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কোন্ লোকই বা অপান-ক্রিয়া করিত? কোন্ লোকই বা প্রাণ-চেষ্টা করিত? (অর্থাৎ, এই আত্মা আনন্দ না হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত না)। ইনিই (এই রসস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন। জীব যখন এই অদৃশ্য (প্রাকৃত নয়নের অগোচর) অনাত্ম্য (অশরীর—প্রাকৃত-দেহহীন) অনিরুক্ত (নাম-জাত্যাদি-নিরুক্তিশূন্য,অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন (অনাধার) আনন্দময় রসস্বরূপ ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা (ভয়হীনভাবে মনের সম্যক্ নিষ্ঠা) লাভ করে, তখন অভয় প্রাপ্ত হয় (তখন তাহার সমস্ত ভয় নিবৃত্ত হয়)। আর যখন জীব এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিষ্ঠাহীন (স্মৃতিহীন) হয়, তখন তাহার ভয় হয়। অমননশীল প্রাকৃত বিদ্বানের নিকটে সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও যদি ব্রহ্ম-মনন না করে, তাহাহইলে ভয় দূরীভূত হয় না)।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের কারণ, ব্রহ্মই আনন্দ দান করেন, অভয় দান করেন, ব্রহ্ম আনন্দময় ও রসস্বরূপ।

ঘ। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৮ ॥

—ইঁহার (এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে ; ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং (পূর্ব্বাপেক্ষায়) পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্য্যে ধাবিত হইতেছে (অর্থাৎ এই ব্রহ্মই বায়ু-সূর্য্যাদি সকলের শাসনকর্ত্তা বা নিয়ন্তা)।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব কথিত হইয়াছে।

ঙ। "যতো বাচো নির্ব্বর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চ-নেতি। এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৯॥

—বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে (অর্থাৎ যিনি বাক্য-মনের অগোচর), সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দকে যিনি জানেন), তিনি কোথা হইতেও ভীত হয়েন না। আমি কেন সাধু (পুণ্য) কর্ম্ম করি নাই, কেন পাপকর্ম্ম করিয়াছি—এতাদৃশ অনুতাপও এইরূপ লোককে সন্তাপ দেয় না (এতাদৃশ লোকের মনে এতাদৃশ অনুতাপ জন্মে না ; কেননা, যাঁহারা স্বর্গ কামনা করেন, পুণ্যকর্ম্ম না করার জন্য তাঁহাদেরই অনুতাপ জন্মে এবং যাঁহারা নরকের ভয় করেন, পাপকর্ম্মের জন্য তাঁহারাই অনুতপ্ত হয়েন)। যিনি এইরূপ জানেন (অনাচরিত পুণ্য বা আচরিত পাপ অনর্থজনক বা অর্থজনকও নয়—এইরূপ যিনি জানেন), তিনিই আত্মাকে (নিজেকে) রক্ষা করেন। যিনি এই উভয়কে জানেন (পুণ্যাচরণ করা হয় নাই বলিয়া কোনও অনর্থ হইবে না, পাপাচারণ করা হইয়াছে বলিয়াও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে না, এইরূপ যিনি জানেন), তিনি আত্মাকে রক্ষা করেন (ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য)। ইহাই উপনিষৎ—সারভূত রহস্য।"

ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, স্বপ্রকাশ—ইহাই এ-স্থলে বলা হইল। বাক্য-মনের অগোচরত্বে ব্রহ্মের সর্ব্ববিষয়ে অসীমত্ব সূচিত হইতেছে।

চ। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥ ভৃগুবল্লী ॥ ৬ ॥

—(ভৃগু তপস্যা করিয়া) জানিয়াছিলেন—আনন্দই ব্রহ্ম। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বিনাশ-সময়েও আনন্দেই প্রবেশ করে।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

উপসংহার। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ; তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, বাক্য মনের অগোচর, প্রাকৃত নয়নের অগোচর, প্রাকৃত-শরীরহীন। ব্রহ্মই আনন্দদাতা, ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ। এই উপনিষদে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

৩৩। ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১।১।১॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। উন্মিষৎ-নিমিষৎ-ব্যাপারবান্ অন্য কিছুই ছিল না। তিনি (সেই আত্মা) সঙ্কল্প করিলেন—আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।"

এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। "স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তাতা আপঃ ॥১।১।২॥

—সেই আত্মা (ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের পর) অম্ভঃ, মরীচী, মর ও অপ্—এই চারিটী লোক সৃষ্টি করিলেন। অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে অবস্থিত, দ্যুলোক হইতেছে অম্ভোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। দ্যুলোকের নিম্নে অবস্থিত অন্তরিক্ষই মরীচী। এই পৃথিবী হইতেছে মর-লোক। পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে-সমুদয়ই অপ্-লোক নামে অভিহিত।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

গ। "স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥১।১।৩॥

—সেই আত্মা (পুনরায়) আলোচনা করিলেন—(পালকের অভাবে) এই সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। (এইরূপ আলোচনার পর) তিনি জল (উপলক্ষণে পঞ্চভূত) হইতেই পুরুষ (সমষ্টিপুরুষ হিরণ্যগর্ভ) উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি সংযোজনপূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধিসাধন (স্থূলভাবাপন্ন) করিলেন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ঘ। "তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্, মুখাদ্বাগ্ বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥১।১।৪॥

—সেই আত্মা সেই পূর্ব্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটীর প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল (মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল) মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে নাসিকারন্ধ্রদ্বয় প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু প্রকাশ পাইল। তাহার পর দুইটী কর্ণবিবর প্রকাশ পাইল; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার

অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল এবং ত্বকের পরে লোমসমূহ (স্পর্শেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসমূহ উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পরে হৃদয় অভিব্যক্ত হইল এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ বা মন এবং মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নাভি নিষ্পন্ন হইল। নাভির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তাহার অধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল ; শিশ্নের পরে রেতঃ (শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয়) ও তাহার অধিদেবতা অপ্ (জল) প্রকাশ পাইল।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঙ। "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥১।২।১॥

—সেই (অগ্নিপ্রভৃতি) দেবতাগণ ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে (সংসার-সমুদ্রে) নিপতিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত সংযোজিত করিলেন (তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল)। ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত সেই দেবতাগণ ব্রহ্মকে বলিলেন—'আপনি আমাদের জন্য আশ্রয়-স্থান নির্ম্মাণ করুন, যেস্থানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি'।"

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

চ। "তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥১।২।২॥

—(দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর ব্রহ্ম) তাঁহাদের জন্য গো'র (গরুর) আকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ডবিশেষ আনয়ন করিলেন ; (তাহা দেখিয়া) দেবতাগণ বলিলেন—ইহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তখন তিনি তাঁহাদের জন্য একটী অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট (ভোগোপযোগী) নহে।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

ছ। "তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্ যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥১।২।৩॥

—অনন্তর ব্রহ্ম সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটী পুরুষ (পুরুষাকৃতি পিণ্ডবিশেষ) আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতাগণ হর্ষের সহিত বলিলেন—সুন্দর অধিষ্ঠান করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। তাহার পর ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যথাযোগ্য অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

জ। "তমশনাপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং

দেবতাস্বাভজাম্যেতাস্বু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্মৈ কস্মৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ ॥১।২।৫॥

—অতঃপর ক্ষুধা ও পিপাসা ব্রহ্মকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান প্রস্তুত করুন। তখন ব্রহ্ম তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি, ইঁহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্দ্ধারিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগের অধিকারী হইবে। এই কারণেই যে কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ অর্পিত হয়, ক্ষুধা-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঝ। “স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১।৩।১॥

—সেই ব্রহ্ম পুনরায় চিন্তা করিলেন—আমি লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি। এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্যবস্তু) সৃষ্টি করিব।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঞ। “সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥১।৩।২॥

—সেই ব্রহ্ম পূর্ব্বসৃষ্ট অপ্‌কে লক্ষ্য করিয়া অভিতপস্যা (চিন্তা) করিলেন। সেই অভিতপ্ত (চিন্তিত) অপ্ হইতে মূর্ত্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। এই উৎপন্ন-মূর্ত্তিই অন্নরূপে পরিণত হইল।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

ট। “স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥১।৩।১১॥

—সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন—আমাব্যতীত (অর্থাৎ আমি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে) আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইবে)। বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণই প্রাণন-কার্য্য করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ই শ্রবণ-কার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয়ই স্পর্শন-কার্য্য করিল, যদি মনই ধ্যান করিল, যদি অপানই অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে আমি কে? (দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রহিল?)।

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঠ। “স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত ॥১।৩।১২॥

—সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম (উক্তরূপ চিন্তার পর) এই মূর্দ্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে (জীবাত্মারূপে) দেহে প্রবেশ করিলেন।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক।

ড। "এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩।১।৩॥

—এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চ-মহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্রমিশ্র (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-সর্পাদি), সমস্ত বীজ (কার্য্যোৎপাদক) এবং অবীজ (কার্য্যের অনুৎপাদক)-এই দুই ভাগে বিভক্ত সমস্ত জীব—যথা অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, মনুষ্য-পক্ষী আদি যাহা কিছু জঙ্গম এবং যাহা কিছু স্থাবর, এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র (যাহাদ্বারা নীত হয়, সত্তা লাভ হয়—তাহাই নেত্র। প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, আশ্রিত, তাহাই প্রজ্ঞানেত্র। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বস্তু উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ে ব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে প্রজ্ঞানেত্র বলা হইয়াছে)। ভূরাদি লোকও ঐরূপ প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞানেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

উপসংহার। ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক সমস্ত বাক্যেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

৩৪। ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ ॥১।১।৩॥

—সেই এই উদ্গীথ—ওঙ্কার—পৃথিব্যাদি-রসসমূহের মধ্যে রসতম (সারভূত) এবং পরম।"

পূর্ব্ব (১।১।২)-বাক্যে পৃথিবীকে ভূতসমূহের রস, জলকে পৃথিবীর রস, ইত্যাদি ক্রমে ভূতসমূহ, পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্, সাম ও উদ্গীথ—এই কয়টীর মধ্যে প্রত্যেকটীকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তীটীর রস বলা হইয়াছে। উদ্গীথ বা ওঙ্কার সর্ব্বশেষ হওয়ায় উদ্গীথই হইল পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্তের রস—সুতরাং রসতম, পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। রস-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"রসো গতিঃ পরায়ণমবষ্টম্ভঃ—রস-শব্দে গতি, পরায়ণ ও অবষ্টম্ভ বুঝায়।" গতি-শব্দে সৃষ্টিহেতুত্ব, পরায়ণ-শব্দে স্থিতিহেতুত্ব এবং অবষ্টম্ভ-শব্দে প্রলয়-কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। ওঙ্কারকে রসতম বলায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—ওঙ্কারই হইতেছেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ।

ছান্দোগ্যশ্রুতির সর্ব্বপ্রথম (১।১।১) বাক্যে ওঙ্কারকে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের বাচক নাম

বলা হইয়াছে। "ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্। শ্রীপাদ শঙ্কর।" সুতরাং পরমাত্মা বা ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ, তাহাই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥১।৬।৬॥

—এই যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যে হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়-সমুজ্জ্বল), হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়—যাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ (সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল)।"

এই বাক্যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

গ। "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥১।৬।৭॥

—তাঁহার (সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের) চক্ষু দুইটীও শ্বেতপদ্মের ন্যায় সুন্দর। তাঁহার নাম 'উৎ' ; কেননা তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ঘ। "স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্ ॥১।৬।৮॥

—সেই 'উৎ'-নামক পুরুষ আদিত্যের ঊর্দ্ধতন যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং দেবগণেরও কাম্যবিষয়ের অধিদেবতা—ঈশ্বর বা প্রভু।"

এই বাক্যেও আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। "অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্কতৎসাম তদুক্থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম, তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম ॥১।৭।৫॥

—অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই সেই ঋক্, সেই সাম, সেই উক্থ (স্তোত্রবিশেষ), সেই যজু এবং সেই ব্রহ্ম (বেদ)। যাহা সেই আদিত্য-পুরুষের রূপ, তাহাই এই চাক্ষুষ-পুরুষের রূপ; যাহা সেই আদিত্য-পুরুষের গেষ্ণ (পর্ব্ব), তাহাই চাক্ষুষ-পুরুষেরও গেষ্ণ এবং এবং তাঁহার যাহা নাম (উৎ), ইঁহারও তাহাই নাম (অর্থাৎ আদিত্যপুরুষ হইতেছেন আধিদৈবিক, আর চাক্ষুষ-পুরুষ হইতেছেন আধ্যাত্মিক—ইহাই বৈশিষ্ট্য। নাম-রূপাদি উভয়েরই সমান)।"

এই বাক্যে চক্ষুর মধ্যে অধিষ্ঠিত পুরুষের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

চ। "স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চেতি ॥১।৭।৬॥

—সেই অক্ষি-পুরুষই, ইহার অধোবর্ত্তী যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং মনুষ্যগণের কামনারও ঈশ্বর।"

এই বাক্যেও অক্ষিপুরুষের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ছ। "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥১।৯।১॥
—(শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন) এই লোকের গতি (আশ্রয়) কি? (তখন প্রবাহন) বলিলেন—আকাশ। কারণ, সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়। যেহেতু, আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা অতীব মহান্, অতএব আকাশই পরম আশ্রয়।"

এই শ্রুতিবাক্যে "আকাশ"-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

জ। "ওঁকার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্ ॥২।২৩।৩॥
—এই সমস্তই (সমস্ত জগৎই) ওঙ্কার (ব্রহ্ম)।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঝ। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥৩।১২।১॥
—(গায়ত্রীস্বরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইতেছে) এই দৃশ্যমান্ যাহা কিছু পদার্থ, তৎসমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ। বাক্ই (শব্দই) গায়ত্রী; কেননা, বাক্ই এই সমস্ত ভূতের গান (নাম কীর্ত্তন) করে এবং 'মা ভৈঃ-'শব্দে রক্ষা করে।"

এই বাক্যটীও সবিশেষত্ব-বাচক।"

ঞ। "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥৩।১২।৬॥
—পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই এই গায়ত্রী-নামক ব্রহ্মের মহিমা। পুরুষ (ব্রহ্ম) তাহা (সে-সমস্ত বস্তু) হইতেও অতিশয় মহান্। সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার একপাদ বা এক অংশ মাত্র; আর ইঁহার অমৃত (অপ্রাকৃত, চিন্ময়) পাদত্রয় স্বপ্রকাশময়-স্বরূপে (দিবি) অবস্থিত।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ট। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥৩।১৪।১॥
—এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মাত্মক); যেহেতু, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মদ্বারাই জীবিত থাকে। অতএব শান্ত (রাগ-দ্বেষাদি রহিত) হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঠ। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥৩।১৪।২॥
—(তিনি-ব্রহ্ম) মনোময় (বিশুদ্ধ-মনোগ্রাহ্য), প্রাণশরীর (প্রাণ বা জীব হইতেছে যাঁহার শরীর),

ভারূপ (চৈতন্যরূপ দীপ্তিই যাঁহার রূপ), সত্যসঙ্কল্প (যাঁহার সকল সঙ্কল্পই সত্য হয়, কোনও সঙ্কল্পই অন্যথা হয় না), আকাশাত্মা (আকাশের ন্যায় প্রতিরোধের অযোগ্য ব্যাপনশীলত্বই স্বরূপ যাঁহার, সর্ব্বব্যাপক), সর্ব্বকর্ম্মা (সমস্ত জগৎ যাঁহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম্ম), সর্ব্বকাম (নির্দ্দোষ সমস্ত কাম বা অভিলাষ যাঁহার আছে, তিনি সর্ব্বকাম ; অথবা, যাহা কাম্য, তাহাই কাম—কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণগুণ যাঁহার আছে, তিনি সর্ব্বকাম), সর্ব্বগন্ধ (সুখকর সমস্ত গন্ধ যাঁহার আছে, নিখিল-দিব্যগন্ধযুক্ত), সর্ব্বরস (নিখিল দিব্য-রসযুক্ত)। তিনি সমস্ত জগতে অভিব্যাপ্ত আছেন, তিনি অবাকী এবং অনাদর (পরিপূর্ণস্বরূপ বলিয়া কোনও বিষয়ে তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই ; এজন্য তিনি অবাক্য এবং অনাদর—আগ্রহহীন)।”

এই বাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ড। “এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্‌বা সর্ষপাদ্‌বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্‌বা, এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়নেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩।১৪।৩॥

—আমার হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী উক্তলক্ষণ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা এবং শ্যামাক-তণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু। আমার হৃদয়মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ এবং দ্যুলোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ (বৃহৎ ; এমন কি) এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের অবিতর্ক্য মহিমার—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথাই বলা হইয়াছে।

ঢ। “সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ স আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি—যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৩।১৪।৪॥

—সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ. সর্ব্বরস, সর্ব্বজগদ্ব্যাপী, অবাকী এবং অনাদর এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। ইনিই ব্রহ্ম। ‘ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ইঁহাকেই আমি সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইব’-এই রূপ যাঁহার নিশ্চয় থাকে, (এই বিষয়ে কিছুমাত্র) সংশয় যাঁহার না থাকে, (তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন), ইহা শাণ্ডিল্য-নামক ঋষি বলিয়াছেন।”

(সর্ব্বকর্ম্মা-আদি শব্দের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঠ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ণ। “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৬।২।১॥

—হে সোম্য ! উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ; কেননা, তাঁহাকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে।

ত।　"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত ॥৬।২।৩॥

—সেই সৎ (ব্রহ্ম) ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব। অতঃপর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল—আমি বহু হইব, জন্মিব। সেই তেজই জল সৃষ্টি করিল।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

থ।　"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতা স্ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহি ॥৬।৩।৪॥

—(ব্রহ্ম) তাহাদের এক একটীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য! সেই দেবতাত্রয় (তেজ, জল ও পৃথিবী) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া যে প্রকারে এক একটী হইয়া থাকে, (ত্র্যাত্মক হইয়াও যেরূপে এক একটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে), তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে অবগত হও।"

এই বাক্যে ব্রহ্মকে ত্রিবৃৎ-কর্ত্তা বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

দ।　"তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬।৮।৪॥

—(ক্রমে পরম-কারণ পরব্রহ্মকে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে)-ভুক্ত অন্নব্যতীত আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে? হে সোম্য! তুমি এই রূপই অন্নরূপ কার্য্যদ্বারা তাহার মূলকারণরূপে জলের অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! জলরূপ কার্য্যদ্বারা আবার তেজকে তাহার মূল কারণরূপে অনুসন্ধান কর। তেজোরূপ কার্য্যদ্বারা আবার সৎ-ব্রহ্মকে তাহার মূল-কারণরূপে অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! এই সমস্ত জন্যপদার্থ সন্মূলক—অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন—অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সৎ-প্রতিষ্ঠ—অর্থাৎ প্রলয়কালেও সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হয়।"

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ধ।　"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬।৮।৬॥

—হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই সন্মূলক (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সৎ-প্রতিষ্ঠ (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে লয়শীল)।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ন।　"স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ॥৬।৮।৭॥, ৬।৯।৪॥, ৬।১০।৪॥, ৬।১১।৩॥, ৬।১২।৩॥, ৬।১৩।৩॥, ৬।১৪।৩॥, ৬।১৫।৩॥, ৬।১৬।৩॥

—সেই যে এই অণিমা (অণুভাব) সৎপদার্থ, এই সমস্তই এতদাত্মক (সৎ-স্বরূপ-ব্রহ্মাত্মক)। সেই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি হও তাহা।"

সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলাতে এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

প। "এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥৬।৯।২-৩॥

—হে সোম্য! তদ্রূপ এই সমস্ত প্রজা সৎ-ব্রহ্মে মিলিত হইয়া জানিতে পারে না যে, 'আমরা সৎ-ব্রহ্মে মিলিত হইয়াছি।' তাহারা ইহলোকে (নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে) ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, কিম্বা মশক যাহা যাহা ছিল, সৎ হইতে আসিয়াও তাহারা ঠিক তাহাই হয়।"

এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ফ। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥৭।২৪।১॥

—ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত আছেন? (উত্তর) স্বীয় মহিমায় (মাহাত্ম্যে-ঐশ্বর্য্যে বা শক্তিতে)। অথবা, না স্বীয় মহিমায় নহে (তাঁহার মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহার মহিমা বলিলে এই অভিন্নত্ব বুঝায় না বলিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে—না, তিনি তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহার স্বরূপভূত মহিমায়—প্রতিষ্ঠিত)।" পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থ দ্রষ্টব্য।

এই বাক্যও মহিমাবাচক বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ব। "গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥৭।২৪।২॥

—জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, দাস, ভার্য্যা, ভূমি ও গৃহাদি যেরূপ (লোকের) মহিমা, ব্রহ্মের সেইরূপ (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মের সেইরূপ) মহিমার কথা বলিতেছি না। কেননা, (উল্লিখিত উদাহরণে) অপর বস্তুই অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত—ইহাই বলিয়াছি। (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাঁহার কোনও মহিমা নাই বলিয়া ব্রহ্মও তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না)।"

এই বাক্যে ধ্বনিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের মহিমা তাঁহার স্বরূপভূত।

ভ। "স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। এষ অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি, যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৮।১।৫॥

—আচার্য্য বলিলেন—ইহার (অর্থাৎ দেহের) জরাদ্বারা অন্তরাকাশ ব্রহ্ম জীর্ণ হয়েন না এবং ইহার (দেহের) বধেও হত হয়েন না। ইহাই সত্য ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মস্বরূপ পুর), সমস্ত কামনা ইঁহার মধ্যে সমাহিত। এই অন্তরাকাশ (ব্রহ্ম) অপহত-পাপ্মা (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। জগতে প্রজাগণ যেমন রাজশাসনের অনুসরণ

করিয়া যে যে বিষয়, যে জনপদ, ও যে ভূভাগ পাইতে ইচ্ছুক হয়, সেই সমস্তই উপজীব্য করিয়া থাকে (তদ্রূপ, ব্রহ্মকে না জানিয়া অন্য যে দেবতার প্রসাদে জীব যে লোকে গমন করে, সেই দেবতার বশীভূত হইয়াই সেই লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে)।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা এবং সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—বলা হইয়াছে।

ম। “অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়, নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥৮।৪।১॥

—সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মা (দহরাকাশ) এই সমস্ত লোকের (জগতের) অসম্ভেদের জন্য (যাহাতে পরস্পর মিশিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য) বিধৃতি-সেতুস্বরূপ। দিবা ও রাত্রি সেই সেতু অতিক্রম করে না, জরা এবং মৃত্যুও অতিক্রম করে না ; শোক, সুকৃতি (পুণ্য) এবং দুষ্কৃত (পাপও) অতিক্রম করে না। সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়--দূরে থাকে ; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম) অপহতপাপ্মা।”

এই বাক্যটীতে ব্রহ্মকে জগতের বিধৃতি-সেতুস্বরূপ বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

য। “ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে ॥৮।৫।২॥

—লোকে ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে।”

এই বাক্যে পরিত্রাণদাতারূপে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

র। “য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥৮।৭।১॥

—যে আত্মা (দহরাকাশ) নিষ্পাপ, জরাবর্জ্জিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসা-বর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্তপ্রকার আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হয়েন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন—এ কথা প্রজাপতি বলিয়াছেন।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এই বাক্যে সবিশেষ ব্রহ্মেরই জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং সবিশেষ ব্রহ্ম যে প্রাকৃতবিশেষত্বহীন, তাহাও বলা হইয়াছে।

ল। “শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥৮।১৩।১॥

—(ধ্যানার্থ ও জপার্থ মন্ত্র)। শ্যাম (শ্যামবর্ণ দহর-ব্রহ্ম) হইতে (শ্যামবর্ণ দহর-ব্রহ্মের উপাসনা হইতে) শবলকে (বিবিধ-কাম্যবস্তুময় ব্রহ্মলোককে) প্রাপ্ত হইতেছি এবং সেই শবল হইতেও আবার

শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমরাশি কম্পিত করে, তেমনি সমস্ত পাপ অপনীত করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ আমিও শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া—ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি।”

এই বাক্যে দহর-ব্রহ্মের শ্যামত্বদ্বারা সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

শ। “আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা ॥৮।১৪।১॥ —আকাশই (ব্রহ্মই) নাম-রূপের নির্ব্বাহক (কর্ত্তা)। এই নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন—যিনি নাম-রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট—তিনিই ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা।”

এই সর্ব্বশেষ শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। প্রাকৃত নামরূপের সহিত ব্রহ্মের যে স্পর্শ হয় না, তাহাও এই বাক্যে বলা হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—“তে নামরূপে যদন্তরা যস্য ব্রহ্মণোঽন্তরা মধ্যে বর্ত্তেতে, তয়োর্ব্বা নামরূপয়োরন্তরা মধ্যে যন্নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টম্ যদিত্যেতৎ, তদ্ব্রহ্ম নামরূপবিলক্ষণং নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টংতথাপি তয়োর্নির্ব্বোঢ়ৃ এবংলক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।—সেই নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যেও যিনি নাম-রূপের দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে বিদ্যমান্ আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও তিনি নাম-রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, নাম ও রূপের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি সেই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা জনক। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ।”

উপসংহার। ছান্দোগ্য-শ্রুতির সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। “অবাকী, অনাদর, অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস”-এই কয়টী শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হইয়াছে। আবার “সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম”—এই কয়টী শব্দে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণরাশির বা অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ।

৩৫। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১)। “আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ ॥১।৪।১॥ —সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চরাচর জগৎ পুরুষবিধ আত্মাই (আত্মারূপেই) ছিল। তিনি (সেই আত্মা) অনু-বীক্ষণ (দৃষ্টি) করিয়া নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু দেখিলেন না।”

পুরুষবিধঃ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষ।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২) “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে ॥১।৪।৭॥

—সেই এই দৃশ্যমান্ জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অনভিব্যক্ত ছিল। সেই জগৎ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত-ইত্যাদি নামবিশিষ্ট এবং শ্বেত-পীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়েও 'ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ' ইত্যাদি প্রকারেই জাগতিক বস্তু পরিচিত হইয়া থাকে। ক্ষুর (অসি) যেমন ক্ষুরাধারে থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর (অগ্নি) যেমন তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ জগৎ-কারণ ব্রহ্মও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে (সমস্তসৃষ্ট বস্তুতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।"

এই বাক্যে জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৩) "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। ১।৪।৮॥
—এই সেই আত্মতত্ত্ব (ব্রহ্মবস্তু) সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর ; অতএব ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি অন্য সমস্ত বস্তু হইতেই অধিক প্রিয়।"

এ-স্থলে প্রিয়ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ॥ ১।৪।১০॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম (সর্ব্ববৃহত্তম—সর্ব্বব্যাপক)'-এইরূপে তিনি (ব্রহ্ম) নিজেকে জানিয়াছিলেন। সেই হেতুই তিনি সমস্ত হইয়াছিলেন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(৫) "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চসচ্চত্যংচ ॥২।৩।১॥
—ব্রহ্মের দুইটী রূপ প্রসিদ্ধ—একটী মূর্ত্ত, অপরটী অমূর্ত্ত ; একটী মর্ত্ত্য (মরণশীল), অপরটী অমৃতস্বভাব ; একটী স্থিত (গতিহীন), অপরটী যৎ (গমনশীল) ; একটী সৎ (বিদ্যমান্, প্রত্যক্ষের বিষয়), অপরটী ত্যৎ (সর্ব্বসময়ে পরোক্ষ)।"

পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ হইতেছে পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজঃ এবং অমূর্ত্তরূপ হইতেছে মরুৎ এবং ব্যোম। ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজঃ দৃশ্যমান্ বলিয়া মূর্ত্ত এবং মরুৎ ও ব্যোম দৃশ্যমান্ নহে বলিয়া অমূর্ত্ত।

এই শ্রুতিবাক্যে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চকেই ব্রহ্মের দুইটী রূপ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মই এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ-উভয়ই ব্রহ্ম।

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬) "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা মাহারজনং বাসো, যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ। অথাত

আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ২।৩।৬॥

—সেই এই অক্ষিপুরুষের রূপটী হইতেছে—যেমন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ-মেষরোমজ-বস্ত্র, যেমন ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীটবিশেষ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম) এবং যেমন যুগপৎ বহুবিদ্যুৎ-প্রকাশ, (তেমনি)। যিনি এইরূপ (এই পুরুষের এতাদৃশ রূপ) জানেন, তাঁহারও সকৃৎ-বিদ্যুৎ-প্রকাশের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রকাশময় শ্রী লাভ হয়। অতঃপর উপদেশ এই যে—ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা (উৎকৃষ্ট) নাই, ইহা হইতে পৃথক্‌ও অপর কিছু নাই। এই ব্রহ্মের (অক্ষিপুরুষের) নাম হইতেছে—সত্যের সত্য। প্রাণ (জীবাত্মা)-সমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য।"। (১।২।১৩-অনুচ্ছেদে ৩.২।২২-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের রূপ-বাচক এবং সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭) "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥২।৪।৬॥

—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করে ; যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরাস্ব করে ; যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, স্বর্গাদি লোকসকল তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে ; যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে ; যে ব্যক্তি প্রাণিগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, প্রাণিগণ তাহাকে পরাভূত করে ; অধিক কি, যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, সমস্ত জগৎ তাহাকে বঞ্চিত করে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, এই দেবতা সকল, এই ভূতসকল এবং এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মা (যে আত্মাকে 'দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য' বলা হইয়াছে), (যেহেতু, সমস্তই আত্মা হইতে উদ্ভূত, আত্মায় অবস্থিত এবং শেষকালে আত্মাতেই লীন হয়)।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮) "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতেমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ ২।৪।১০॥

—প্রদীপ্ত আর্দ্রকাষ্ঠ হইতে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম (ধূম ও স্ফুলিঙ্গাদি) নির্গত হয়, তদ্রূপ হে মৈত্রেয়ি ! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস (অথর্ব্ববেদ), ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্য-

গীতাদি-শাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখান (অর্থবাদ-বাক্য)—এই সমস্তই এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিশ্বাস-স্বরূপ (নিশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে অযত্নপ্রসূত)।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯) “পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেনং কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥২।৫।১৮॥

—সেই পুরুষ (ব্রহ্ম) প্রথমে দ্বিপদযুক্ত প্রাণিসকলের সৃষ্টি করিলেন এবং চতুষ্পদ প্রাণি-সকলের সৃষ্টি করিলেন। তিনিই আবার পক্ষিরূপে (পরমাত্মারূপে) সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শরীরে এবং সমস্ত পুরে (হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে) অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। কোনও বস্তুই ইঁহাদ্বারা অনাচ্ছাদিত নাই, কোনও বস্তুই ইঁহাদ্বারা অসংবৃত (অভ্যন্তরে অপ্রবিষ্ট) নাই ; অর্থাৎ জগতে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা ভিতরে এবং বাহিরে ইঁহাদ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(১০) “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্।২।৫।১৯॥

—পরমাত্মা প্রত্যেক রূপের (বস্তুর) অনুরূপ হইয়াছেন (প্রতি বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তত্তদ্ বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া তত্তৎ-নামরূপভাক্ হইয়াছেন)। নাম-রূপ-রূপে অভিব্যক্ত রূপের প্রকাশার্থই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। (অথবা নিজের স্বরূপ খ্যাপনের জন্যই এইরূপ প্রতিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনিই যে সর্ব্বাত্মক, ইহা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে)। ব্রহ্ম নিজের শক্তির দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শত ও দশসংখ্যক (ব্যক্তিভেদে বহুসংখ্যক) ইন্দ্রিয়সমূহও ইঁহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইনিই ইন্দ্রিয় এবং ইনিই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্ত। এই ব্রহ্মের পূর্ব্ব (কারণ) নাই, অপর (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু) নাই, অন্তর নাই, বাহিরও নাই। এই ব্রহ্মই সর্ব্বানুভবিতা আত্মা।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১১) “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৩॥

—যাজ্ঞবল্ক্য বচক্নুতনয়া গার্গীকে বলিলেন—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী হইতে পৃথক্, এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানেনা ; পৃথিবী যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অন্তর্যামী আত্মা।”

এই বাক্যটী আত্মার সবিশেষত্ব-বাচক।

(১২) "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৪॥
—যিনি জলে আছেন এবং জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে জানেনা, জল যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে যিনি (নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে) পরিচালিত করেন, তিনি তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও আত্মার (ব্রহ্মের) সবিশেষত্ব-বাচক।

(১৩) "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নি র্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৫॥
—যিনি অগ্নিতে আছেন এবং অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর এবং অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অগ্নিকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১৪) "যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়েত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৬॥
—যিনি অন্তরিক্ষে অবস্থিত এবং অন্তরিক্ষ হইতে পৃথক্, অন্তরিক্ষ যাঁহাকে জানেনা, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিক্ষকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১৫) "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৭॥
—যিনি বায়ুতে অবস্থিত এবং বায়ু হইতে পৃথক্, বায়ু যাঁহাকে জানেনা, বায়ু যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১৬) "যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৮॥
—যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত এবং দ্যুলোক হইতে পৃথক্, দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না, দ্যুলোক যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যিনি দ্যুলোককে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১৭) "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৯॥
–যিনি আদিত্যে অবস্থিত এবং আদিত্য হইতে পৃথক্, যাঁহাকে আদিত্য জানেনা, আদিত্য যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১৮) "যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১০॥
—যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত এবং দিক্‌সমূহ হইতে পৃথক্, দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি দিক্‌সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

(১৯) "যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১১॥
–যিনি চন্দ্রে ও তারকামণ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামণ্ডল হইতে পৃথক্, চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চন্দ্র ও তারকা-মণ্ডলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২০) "য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশ-মন্তরো যময়েত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১২॥
—যিনি আকাশে অবস্থিত এবং আকাশ হইতে পৃথক্, যাঁহাকে আকাশ জানেনা, আকাশ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

(২১) "যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৩॥
—যিনি অন্ধকারে অবস্থিত এবং অন্ধকার হইতে পৃথক্, যাঁহাকে অন্ধকার জানে না, অন্ধকার যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অন্ধকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২২) "যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৪॥

—যিনি তেজে অবস্থিত এবং তেজঃ হইতে পৃথক্, তেজঃ যাঁহাকে জানে না, তেজঃ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তেজকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৩) "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৫॥

—যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সর্ব্বভূত হইতে পৃথক্, যাঁহাকে সর্ব্বভূত জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৪) "যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৬॥

—যিনি প্রাণে অবস্থিত এবং প্রাণ হইতে পৃথক্, যাঁহাকে প্রাণ জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৫) "যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৭॥

—যিনি বাক্যে আছেন এবং বাক্য হইতে পৃথক্, বাক্ যাঁহাকে জানে না, বাক্ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বাক্যের নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৬) "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৮॥

—যিনি চক্ষুতে অবস্থিত, অথচ চক্ষু হইতে পৃথক্, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৭) "যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।১৯॥

—যিনি শ্রোত্রে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে) অবস্থিত, শ্রোত্র হইতে পৃথক্, শ্রোত্র যাঁহাকে জানে না, শ্রোত্র যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি শ্রোত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৮) "যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।২০॥

—যিনি মনে অবস্থিত, অথচ মন হইতে পৃথক্, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।" ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৯) "যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।২১॥

—যিনি ত্বকে অবস্থিত, অথচ ত্বক্ হইতে পৃথক্, ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, ত্বক্ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ত্বক্‌কে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩০) "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।২২॥

—যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) অবস্থিত, অথচ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বিজ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩১) "যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽত্যোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা। এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽন্যদার্ত্তম্ ॥৩।৭।২৩॥

—যিনি রেতে (শুক্রে) অবস্থিত, অথচ রেতঃ হইতে পৃথক্, রেতঃ যাঁহাকে জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। তিনি অদৃষ্ট (দর্শনের অগোচর), অথচ সকলের দ্রষ্টা; তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর, অথচ সকলের শ্রোতা; তিনি মনের অগোচর, অথচ মনন-কর্ত্তা; তিনি জ্ঞানের অগোচর, অথচ বিজ্ঞাতা। তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মনন-কর্ত্তা

নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। তদরিক্ত যাহা কিছু, তৎসমস্তই আর্ত্ত (বিনাশশীল)।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩২) “হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত-মস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তর-মবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥৩।৮।৮॥

—যাজ্ঞবল্ক্য বচক্নু-তনয়া গার্গীকে বলিলেন—হে গার্গি ! (তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ) ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে ‘অক্ষর’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ‘অক্ষর’-বস্তুটী হইতেছেন অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর এবং অবাহ্য। এই অক্ষর কিছুই ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না।”

আলোচনা। বৃহদারণ্যকের পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য গৌতমের নিকটে বলিয়াছেন—অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা —পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যৌ, আদিত্য, দিক্‌সকল, চন্দ্রও তারকামণ্ডল, আকাশ, তমঃ তেজঃ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান এবং রেতঃ-এই সমস্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত (পরিচালিত) করেন ; অথচ সেই আত্মা এই সমস্ত হইতে পৃথক্ বা অন্য (অন্তর) ; অর্থাৎ অন্তর্য্যামী আত্মা এই সমস্তের মধ্যে কোনওটীই নহেন। পৃথিব্যাদি যে সমস্ত দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য হইতেছে বিনাশশীল, অমৃত নহে। কিন্তু অন্তর্য্যামী আত্মাকে বলা হইয়াছে “অমৃত—অবিনাশী।” এই “অমৃত”-শব্দদ্বারাই পৃথিব্যাদি বিনাশশীল দ্রব্য হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য বা পৃথক্ত্ব সূচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়, বচক্নু-কন্যা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বায়ুরূপী সূত্র কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন— বায়ুরূপী সূত্র আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে। ইহার পরে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আকাশ কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গার্গি ! তোমার জিজ্ঞাস্য সেই বস্তুকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ “অক্ষর”-নামে অভিহিত করেন ; অর্থাৎ “অক্ষর”-বস্তুতেই “আকাশ” ওতপ্রোত। ইহার পরে “অস্থূলম্”-ইত্যাদিবাক্যে সেই “অক্ষর”-বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গার্গীর নিকটে কথিত “অক্ষর”-বস্তুই গৌতমের নিকটে কথিত “অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।” অক্ষর-ব্রহ্মই অন্তর্য্যামী আত্মারূপে পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যে অবস্থিত থাকিয়া সমস্তের নিয়ন্ত্রণ করেন। অথচ, সমস্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি সমস্ত হইতে পৃথক্—অন্য (অন্তর)। গার্গীর নিকটে কথিত “অস্থূলম্”-ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বান্তর্য্যামী অক্ষর-ব্রহ্মের সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ত্ব বা বৈলক্ষণ্যই বিঘোষিত

হইয়াছে। "অস্থূলম্"-ইত্যাদি শব্দগুলির তাৎপর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এ-স্থলে এই শব্দগুলির তাৎপর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

অস্থূলম্—যাহা স্থূল নহে, প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত নহে।

অনণু—যাহা অণু বা সূক্ষ্ম নহে।

অহ্রস্বম্—যাহা হ্রস্ব নহে। অদীর্ঘম্—যাহা দীর্ঘ নহে।

স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব হইতেছে পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম। প্রত্যেকটীতেই পরিমাণ বুঝায়। অক্ষর-ব্রহ্মে এই চারিটী প্রাকৃত-বস্তুর ধর্ম্ম—পরিমাণাত্মক ধর্ম্ম—নাই। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"এবমেতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিমাণপ্রতিষেধৈ র্দ্রব্যধর্ম্মঃ প্রতিষিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষরমিত্যর্থঃ।—এইরূপে 'অস্থূলমাদি' চারিটী শব্দে পরিমাণের প্রতিষেধের দ্বারা দ্রব্যধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; সেই অক্ষর-বস্তু দ্রব্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।" স্থূলত্বাদি পরিমাণাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট কোনও দ্রব্যই অক্ষর ব্রহ্ম নহেন। প্রাকৃত বস্তুরই পরিমাণাত্মক ধর্ম্ম থাকে; ব্রহ্ম কোনও প্রাকৃত বস্তু নহেন, প্রাকৃত বস্তুর পরিমাণাত্মক ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। গৌতমের নিকটেও অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—এই আত্মা পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া নিয়ন্তা হইলেও পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্—ভিন্ন।

অক্ষর-ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত বস্তু নহেন, প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্, তখন প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মও যে তাঁহাতে থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দ্রব্যের ধর্ম্মহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। 'অস্থূলমাদি' শব্দচতুষ্টয়েও তাহা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী শব্দ-সমূহেও তাহাই বলা হইয়াছে। তাহা দেখান হইতেছে।

অলোহিতম্—যাহা লোহিত নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি লোহিতো গুণঃ? ততোঽপ্যন্যৎ—অলোহিতম্; আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ।—অগ্নির গুণ হইতেছে লোহিত; অক্ষর-ব্রহ্ম তাহা হইতেও অন্য।" প্রাকৃত বস্তু আগুনের ধর্ম্ম হইতেছে লোহিত; অক্ষর-ব্রহ্ম এই গুণ হইতে অন্য—পৃথক্, অর্থাৎ আগুনের লৌহিত্য-ধর্ম্ম ব্রহ্মে নাই।

অস্নেহম্—শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্?—অস্নেহম্।—অপের (জলের) ধর্ম্ম যে স্নেহন, তাহাও নহে।"

অচ্ছায়ম্— ছায়া নাই যাহার। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি চ্ছায়া? সর্ব্বথা-প্যনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপি অন্যৎ—অচ্ছায়ম্।—তবে ছায়া হউক? না—সর্ব্বপ্রকারে অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অক্ষর-ব্রহ্ম ছায়া হইতেও অন্য—অচ্ছায়।" প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই ছায়া সম্ভব; ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার ছায়াও থাকিতে পারে না। তিনিও ছায়া নহেন।

অতমঃ—যাহা তমঃ (অন্ধকার) নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—'অস্তু তর্হি তমঃ? অতমঃ।—তাহা হইলে অন্ধকার হউক? না—অতমঃ, অন্ধকারও নহেন।" ব্রহ্ম হইতেছেন জ্যোতিঃস্বরূপ;

জ্যোতিঃ হইতেছে অন্ধকার হইতে ভিন্ন। জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম অন্ধকার হইতে পারেন না। গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অন্তর্য্যামী আত্মা অন্ধকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি কিন্তু অন্ধকার হইতে ভিন্ন (বৃহদারণ্যক॥৩।৭।১৩)॥

অবায়ু—যাহা বায়ু নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভবতু তর্হি বায়ূ? অবায়ু।—তাহা হইলে বায়ু হউক? না—তিনি বায়ুও নহেন।" তিনি যে প্রাকৃত বায়ু নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক॥৩।৭।৭)॥

অনাকাশম্—যাহা আকাশ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি আকাশম্?—অনাকাশম্।—তবে তিনি আকাশ হউন? না—আকাশও নহেন।" গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—তিনি প্রাকৃত আকাশ নহেন (বৃহদারণ্যক॥৩।৭।১২॥)

অসঙ্গম্—যাহা সঙ্গাত্মক নহে, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে না। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ?—অসঙ্গম্।—তবে জতুর (গালার) ন্যায় সঙ্গাত্মক হউক? না—তিনি অসঙ্গ, কোনও বস্তুর সহিত লাগিয়া থাকেন না।" প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে থাকিয়াও প্রাকৃত বস্তুর সহিত ব্রহ্মের স্পর্শ হয় না।

অরসম্—যাহা রস নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"রসোঽস্তু তর্হি? অরসম্।— তবে রস হউক? না—তিনি অরস—রস নহেন।" ব্রহ্ম প্রাকৃত রস নহেন।

অগন্ধম্—যাহা গন্ধ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তথা অগন্ধম্—সেইরূপ (অরসের ন্যায়) তিনি অগন্ধ।" তিনি প্রাকৃত গন্ধ নহেন, প্রাকৃত গন্ধও তাঁহার নাই॥

অচক্ষুষ্কম্—চক্ষু নাই যাহার। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি চক্ষুঃ? অচক্ষুষ্কম্। ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে, অতোঽচক্ষুষ্কম্। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।—তাহা হইলে চক্ষু হউক? না—চক্ষুও নহে; কেননা, মন্ত্রে আছে—তিনি চক্ষুরহিত, অথচ দর্শন করেন।" ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষু নহেন, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চক্ষুও তাঁহার নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শনেন্দ্রিয় তাঁহার আছে; শ্রুতি যে তাঁহাকে চক্ষুরহিত বলিয়াছেন, তাদ্দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত-চক্ষুহীনতার কথাই বলিয়াছেন; কেননা, তিনি যে দর্শন করেন, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। চক্ষু না থাকিলে দর্শন করেন কিরূপে? তাহাতেই জানা যায়—তাঁহার অপ্রাকৃত চক্ষু আছে। তিনি যে চক্ষু নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।১৮॥)

অশ্রোত্রম্—যাহা শ্রোত্র (কর্ণ) নহে, অথবা যাহার শ্রোত্র নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত শ্রোত্র নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক॥৩।৭।১৯॥) ব্রহ্মের যে প্রাকৃত শ্রোত্র নাই, অথচ তিনি যে শ্রবণ করেন—সুতরাং অপ্রাকৃত শ্রোত্র যে তাঁহার আছে, 'শৃণোত্যকর্ণঃ'—এই শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

অবাক্--যাহা বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) নহে। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত বাক্ নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।১৭)।

অমনঃ—যাহা মন নহে, অথবা মন যাহার নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত মন নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক॥৩।৭।২০)। তাঁহার প্রাকৃত মনও নাই ; কিন্তু "স ঐক্ষত", "সোহকাময়ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা যখন জানা যায় এবং সঙ্কল্প যখন মনেরই ধর্ম্ম, তখন বুঝা যায়—তাঁহার অপ্রাকৃত মন আছে।

অতেজস্কম্—যাহার তেজঃ নাই, অথবা যাহা তেজঃ নহে। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত তেজঃ নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।১৪)। প্রাকৃত তেজঃ নহেন বলিয়া প্রাকৃত তেজের ধর্ম্ম প্রাকৃত প্রকাশকত্বও তাঁহার নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তথা অতেজস্কম্, অবিদ্যমানং তেজোহস্য, তদতেজস্কম্। ন হি তেজোহগ্ন্যাদি-প্রকাশবদস্য বিদ্যতে।—তেজঃ যাহাতে বিদ্যমান্ নাই, তাহা অতেজস্ক ; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, অক্ষর-ব্রহ্মের সেইরূপ কোনও তেজঃ—প্রকাশ নাই।" অগ্নি-আদি প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রাকৃত তেজঃ ব্রহ্মের নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত তেজঃ আছে ; তাহা না থাকিলে শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপও বলা হইত না এবং তাঁহার জ্যোতিতে সমস্ত প্রকাশিত হয়—এ কথাও বলা হইত না। "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

অপ্রাণম্—যাহা প্রাণ নহে, অথবা যাহার প্রাণ নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত প্রাণ (প্রাণবায়ু) নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।১৬)। প্রাকৃত প্রাণ বা প্রাণবায়ুও তাঁহার নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অপ্রাণম্। আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে অপ্রাণমিতি।—এ-স্থলে 'অপ্রাণ'-শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) নিষেধ করা হইয়াছে।"

অমুখম্—যাহা মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই। ব্রহ্ম প্রাকৃত মুখ নহেন, প্রাকৃত মুখও তাঁহার নাই। শ্রুতি যখন তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার অপ্রাকৃত মুখ যে নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহাই বুঝা যায়।

অমাত্রম্—যাহার মাত্রা নাই, অথবা যাহা মাত্রা নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অমাত্রম্-মীয়তে যেন তন্মাত্রম্। অমাত্রম্ মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে।—যাহা দ্বারা অপর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বলে 'মাত্র' ; অক্ষর-ব্রহ্ম এতাদৃশ 'মাত্র' নহেন ; কেননা, তাঁহাদ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না।" প্রাকৃত জগতে "বাটখারা" বা "মাপকাঠী" দ্বারা বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় ; সুতরাং "বাটখারা" বা "মাপকাঠী" হইতেছে "মাত্র" বা "মাত্রা"। ব্রহ্ম এইরূপ "মাত্রা" নহেন ; কেননা, ব্রহ্মদ্বারা কোনও বস্তুর ওজনও নির্ণয় করা যায় না, কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদিও নির্ণয় করা যায় না। বড় বস্তুদ্বারা ছোট বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু বলিয়া তাঁহাদ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে না।

"অমাত্রম্"-শব্দে ব্রহ্মের সর্ব্ববৃহত্তমতা এবং প্রাকৃত বস্তুর যেমন পরিচ্ছিন্নতা আছে, তদ্রূপ পরিচ্ছিন্নত্ব-হীনতাই সূচিত হইয়াছে।

অনন্তরম্—যাহার অন্তর নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি ছিদ্রবৎ? অনন্তরং নাস্যান্তরমস্তি।—তবে ছিদ্রযুক্ত (রন্ধ্রযুক্ত) হউক? না—অনন্তর, তাঁহার ছিদ্র নাই।" কোনও প্রাকৃত বস্তুর যে স্থানে সেই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, সেই স্থানেই ছিদ্র বা রন্ধ্র হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া কোনও স্থানেই তাঁহার অনস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং কোনও স্থানেই ছিদ্র বা রন্ধ্র (অন্তর) থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—অনন্তরম্-শব্দে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বই সূচিত হইতেছে। ইহাও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য। প্রাকৃত বস্তু মাত্রেরই ছিদ্র আছে।

অবাহ্যম্—যাহার বাহ্য (বহির্দ্দেশ) নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সম্ভবেত্তর্হি বহিস্তস্য?—অবাহ্যম্।—তবে তাঁহার বাহির (বহির্ভাগ) থাকা কি সম্ভব? না—তিনি অবাহ্য, তাঁহার বহির্ভাগ নাই।" প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই বহির্দ্দেশ থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক বস্তু বলিয়া—অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া—তাঁহার বহির্দ্দেশ থাকিতে পারে না। এ-স্থলেও পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

ন তদশ্নাতি কিঞ্চন—তাহা কিছুই ভক্ষণ করেনা। শ্রীপাদশঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্তু তর্হি ভক্ষয়িতৃ তৎ—ন তদশ্নাতি কিঞ্চন।—তবে তাহা ভক্ষক হইতে পারে? না—তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না।" সংসারী জীবই প্রাকৃত বস্তু ভক্ষণ করে, কিম্বা কর্ম্মফল ভোগ করে। অক্ষর ব্রহ্ম তাহা করেন না। এ-স্থলেও সংসারী জীব হইতে অক্ষর-ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

ন তদশ্নাতি কশ্চন—তাহাকে কেহ ভক্ষণ করে না। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভবেত্তর্হি ভক্ষ্যং কস্যচিৎ? ন তদশ্নাতি কশ্চন।—তাহা হইলেও তিনি অপরের ভক্ষ্য হইতে পারেন? না—কেহ তাঁহাকে ভক্ষণও করে না।" প্রাকৃত বস্তুই সংসারী জীবের ভক্ষ্য; তিনি প্রাকৃত বস্তু নহেন বলিয়া কাহারও ভক্ষ্য হইতে পারেন না। প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিলেও প্রাকৃত বস্তুর ভক্ষণে তিনি ভুক্ত হয়েন না, অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর ন্যায় তিনি বিকার-প্রাপ্ত হয়েন না। এ-স্থলেও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী-৩।৭।৩—৩।৭।২২-শ্রুতিবাক্যসমূহে পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের ভিন্নতার কথা বলিয়া ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে। আবার পৃথিব্যাদি সমস্তের নিয়ন্তৃত্বের কথা বলিয়া তাঁহার নিয়ন্ত্রণ-শক্তির কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—এই নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা এবং প্রকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্যই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ—অক্ষর-ব্রহ্ম সর্ব্ব-

প্রকার-বিশেষণ (বিশেষ ধর্ম্ম)-রহিত, ইহাই তাৎপর্য্য।" কিন্তু ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার এই উপসংহার-বাক্যের সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই। তিনি "অস্থূলম্"-ইত্যাদি শব্দগুলির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই বুঝা যায়– অক্ষর-ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; বরং "অমাত্রম্", "অনন্তরম্", "অবাহ্যম্"-ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের সর্ব্ববৃহত্তমত্ব, সর্ব্বগতত্ব এবং সর্ব্বব্যাপকত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং একথা বলা সঙ্গত হয় না যে—"অস্থূলম্"-ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণে গৌতমের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য অন্তর্য্যামী আত্মারূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন পৃথিব্যাদি সর্ব্ববস্তুর নিয়ন্তা। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেও গার্গীর নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন—সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যৌ, পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত্তাদি সময়, নদ, নদী, পর্ব্বতাদির বিধারণ-কর্ত্তা এবং নিয়ন্তা। বিধারণ-কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃত্ব সবিশেষত্বেরই পরিচায়ক। এই সমস্ত হইতেছে অক্ষর-ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বাক্যগুলির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিচার করিলেও বুঝা যায়, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যে অক্ষর-ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হয় নাই, কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে সর্ব্বগতত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন অক্ষর-ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যেও অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্ত্তী বাক্যটী আলোচিত হইতেছে।

(৩৩) "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবাঃ দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥৩।৮।৯॥

—(যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) হে গার্গি ! এই (পূর্ব্ববাক্য-কথিত) অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনেই চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত (বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গার্গি ! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনেই দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতুসমূহ ও সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গার্গি ! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনেই পূর্ব্বদিক্‌প্রবাহিনী এবং অন্যান্য নদীসকল শ্বেতপর্ব্বত (তুষার-ধবল হিমালয়াদি পর্ব্বত) হইতে যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে এবং অন্যান্য নদীসকলও, যে যে দিকে যাইয়া থাকে, সেই সেই দিকেই যাইতেছে। হে গার্গি ! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনে আছে বলিয়াই মনুষ্যগণ দাতা-

লোকদের এবং দেবতাগণ যজমানের (যজ্ঞকর্ত্তার) প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং পিতৃগণ দর্ব্বীহোমের অনুগত রহিয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট কথাতেই অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোনও আগন্তুক কারণে সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে চন্দ্র-সূর্য্যাদির নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, শ্রুতিবাক্যে তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয় না। বরং “এতস্য বা অক্ষরস্য”-বাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে-অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী “অস্থূলমনণু”-ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, সেই অক্ষর-ব্রহ্মই সমস্তের নিয়ন্তা।

(৩৪) “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ। নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥৩।৮।১১॥

—হে গার্গি! (যে অক্ষর-ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে) সেই অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট (চক্ষুর অগোচর), অথচ নিজে সকলের দ্রষ্টা; তিনি অপরের অশ্রুত (শ্রুতির অগোচর), অথচ নিজে সকলেরই শ্রোতা; তিনি অপরের মনের (মনোবৃত্তির) অগোচর, অথচ তিনি সকলকে মনন করেন; তিনি লোকের বুদ্ধির অগোচর বলিয়া অজ্ঞাত, অথচ সকলেরই বিজ্ঞাতা। এই অক্ষর-ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ দ্রষ্টা নাই, অপর কেহ শ্রোতা নাই, অপর কেহ মনন-কর্ত্তা নাই এবং অপর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৫) “জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্। তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি॥৩।৯।

—(যদি মনে কর) মর্ত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং পুনরায় আর জন্মে না। (না, সে কথাও বলিতে পার না; কেননা, মর্ত্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি) কে ইহাকে উৎপাদন করে? (ইহার পরে শ্রুতিই জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—) যিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, যিনি ধনদাতা কর্ম্মীর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরম-আশ্রয়ভূত, সেই ব্রহ্মই (মূলকারণ)।”

এই শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলিয়া তাঁহার সবিশেষত্বই খ্যাপিত করিয়াছে।

(৩৬) “যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥৪।৪।১৫॥

—পরম-কারুণিক আচার্য্যের প্রসাদে যখন কেহ ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা স্বপ্রকাশ আত্মার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তিনি আর কাহারও নিন্দা করেন না, অথবা তখন তিনি আর সেই পরমাত্মার নিকট হইতে নিজেকে গোপন করেন না।”

এই বাক্যেও আত্মাকে ভূত-ভবিষ্যতের “ঈশান—নিয়ন্তা” বলা হইয়াছে—সুতরাং তাঁহার সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৭) "যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥৪।৪।১৬॥

—সংবৎসরাত্মক কাল স্বীয় অবয়বস্বরূপ দিবারাত্রিদ্বারা যাঁহার (যে ঈশান আত্মার) অধোদেশে (অর্ব্বাক্) পরিবর্ত্তিত হয়, দেবগণ জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃপ্রদ সেই ঈশানকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন।"

এই বাক্যেও আত্মার সবিশেষত্ব (ঈশানত্ব) খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৮) "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥৪।৪।১৭॥

—যাঁহাতে (যে ব্রহ্মে) পাঁচপ্রকার পঞ্চজন (দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, অসুর ও রাক্ষস—অথবা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও পঞ্চম নিষাদ) এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি (যাজ্ঞবল্ক্য) সেই আত্মাকেই অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি এবং তাঁহাকে জানি বলিয়াই অমৃত-স্বরূপ হইয়াছি।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(৩৯) "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥৪।৪।১৮॥

—প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র এবং মনেরও মন (অর্থাৎ যাঁহার শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণাদি স্ব স্ব কার্য্যসামর্থ্য লাভ করে, সেই) আত্মাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই পুরাণ (নিত্য শাশ্বত এবং অনাদি) অগ্র্য (সৃষ্টির আগেও যিনি বিদ্যমান্ ছিলেন—সুতরাং যিনি জগতের কারণ, সেই) ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

(৪০) "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৪।৪।১৯॥

—সেই ব্রহ্মকে পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যে দর্শন করিতে হইবে। ইহাতে নানা (ভেদ) কিছু নাই। যে লোক নানা (ভেদ) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন (পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু-প্রবাহ ভোগ করেন, মুক্ত হইতে পারেন না)।"

জগতে দৃশ্যমান্ নানা বস্তু দৃষ্ট হয়; ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এই সমস্ত বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দৃশ্যমান্ বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান থাকিবে (যে পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব বলিয়া জ্ঞান না জন্মিবে), সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, সুতরাং সেই পর্য্যন্ত মুক্তি লাভও হইবে না। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই ব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক—সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২।৪।৬ এবং ২।৫।১৮ বাক্য দ্রষ্টব্য।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(৪১) "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবম্॥৪।৪।২০॥
—অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন, অথবা অপর প্রমাণের অগম্য), ধ্রুব (নিত্য, কূটস্থ, অবিকৃত) এই আত্মাকে একইরূপে (একমাত্র বিজ্ঞানঘনরূপেই) দর্শন করিবে। এই আত্মা বিরজঃ (মায়িক-গুণ-মালিন্যাদিরহিত), আকাশ হইতেও পর (সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথবা গুণময় আকাশেরও অতীত—গুণাতীত), অজ, মহান্ এবং ধ্রুব (অবিনাশী)।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও পূর্ব্ববর্ত্তী (৪।৪।১৯)-বাক্যের অনুবৃত্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—জগতে পরিদৃশ্যমান্ বিবিধ বস্তু থাকিলেও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহারা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে। এই বাক্যে বলা হইতেছে—পরিদৃশ্যমান্ বিবিধ বস্তু ব্রহ্মাত্মক হইলেও নানা বস্তুরূপে তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে না, একবস্তুরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে। তিনি একেই বহু এবং বহুতেও এক। এই একরূপেই তিনি চিন্তনীয়। "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি ॥ছান্দোগ্য॥৭।২৫।১॥—উপরে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্ব্বত্রই সেই আত্মা, এই জগৎও সেই আত্মা।" এবং "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেহন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥ছান্দোগ্য ॥৭।২৫।২॥—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে (বামে), আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। যেই উপাসক এই প্রকার (সর্ব্বত্রই এক আত্মা বিদ্যমান্-এই প্রকার) দর্শন করেন, মনন করেন, জানেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়েন, স্বরাজ হয়েন, সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা ইহার বিপরীতভাবে জানেন (আত্মাকে এক না ভাবিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দ্বারা উপলক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিন্তাদি করেন), তাঁহাদের ভোগ্য লোকসমূহ ক্ষয়শীল (অচিরস্থায়ী) হয়, কোনও লোকেই তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না।"—এই সকল ছান্দোগ্য-বাক্যেও ব্রহ্মকে একরূপে দর্শনের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শনের অপকারিতার কথা বলা হইয়াছে।

ভিন্নরূপে দর্শন নিষিদ্ধ কেন, তাহাও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে। শ্রুতি-বাক্যস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির তাৎপর্য্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

অপ্রমেয়ম্—এই আত্মা অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর); কিন্তু পরি-দৃশ্যমান্ বস্তু প্রমেয়—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচরীভূত।

ধ্রুবম্—আত্মা ধ্রুব (নিত্য); কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ জাগতিক বস্তু অধ্রুব—অনিত্য।

বিরজঃ—আত্মা মায়িক-মালিন্যবর্জ্জিত (যেহেতু, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না); কিন্তু দৃশ্যমান্ বস্তু মায়িক-মালিন্যযুক্ত।

আকাশাৎ পরঃ—আত্মা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, অথবা প্রাকৃত আকাশেরও অতীত, অপ্রাকৃত ; কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ বস্তু স্থূল, প্রাকৃত।

অজঃ—আত্মা অজ, জন্মমৃত্যুর অতীত, অনাদি। দৃশ্যমান্ বস্তু তদ্‌বিপরীত।

মহান্—আত্মা মহান্, সর্ব্ববৃহত্তম। দৃশ্যমান্ বস্তু তদ্বিপরীত, ক্ষুদ্র, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন।

পরিদৃশ্যমান্ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রত্যেকটীই হইতেছে পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়ামলিন এবং প্রাকৃত ; সুতরাং এই সমস্ত বস্তুরূপে চিন্তার ফলও হইবে সমল অনিত্য, অল্প। কিন্তু যিনি এক, অদ্বিতীয়, নির্ম্মল, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, অজ, অনাদি, সেই আত্মার বা ব্রহ্মের চিন্তাতেই নিত্য ফল লাভ হইতে পারে। এজন্যই একইরূপে ব্রহ্মের চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইলেও পরিদৃশ্যমান্ প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য আছে। ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব ব্যঞ্জিত হওয়ায় এই বাক্যে সবিশেষত্বও ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

(৪২) "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপরিতেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসমন্তেদায়। * * * স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ॥৪।৪।২২॥

—এই যে সেই (পূর্ব্বোক্ত) মহান্ অজ আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়, অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ তাহাতে যিনি (পরমাত্মারূপে) শয়ন করিয়া আছেন, যিনি সকলের বশীকর্ত্তা, সকলের ঈশান (নিয়ন্তা) এবং সকলের অধিপতি, সেই আত্মা সাধু (পুণ্য) কর্ম্মদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেন না, অসাধুকর্ম্মদ্বারাও অপকর্ষ লাভ করেন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি এবং সর্ব্বভূতের পালনকর্ত্তা, এবং ইনিই সকল জগতের সাঙ্কর্য্য-নিবারক জগদ্‌বিধারক সেতুস্বরূপ। (ইহার পরে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক ইঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে বলা হইয়াছে) 'ইহা নহে, ইহা নহে'-ইত্যাদিরূপে যাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই সেই আত্মা অগৃহ্য, এজন্য (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা) গৃহীত (গোচরীভূত) হয়েন না, শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এজন্য শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ বলিয়া কিছুতে আসক্ত হয়েন না, অসিত বলিয়া কোনওরূপে ব্যথিত হয়েন না, স্বরূপ হইতেও চ্যুত হয়েন না।"

এই বাক্যে বলা হইল—এই আত্মা জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও জীবের সাধুকর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না, অর্থাৎ জীবের দোষাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। "অগৃহ্য", "অশীর্য্য", "অসঙ্গ" এবং "অসিত"-এই সকল শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—আত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন. সংসারী-জীবের সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করে না। এইরূপে প্রাকৃত বস্তু হইতে মহান্ অজ আত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

বশী. ঈশান, অধিপতি, সর্ব্বেশ্বর, ভূতপাল, সেতুর্বিধারণ প্রভৃতি শব্দে এই মহান্ অজ আত্মার সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪৩) "স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥৪।৪।২৪॥

—সেই এই মহান্ (সর্ব্বব্যাপী) অজ (জন্মরহিত) আত্মা অন্নাদ (অন্নভোক্তা জীবের অন্তর্য্যামী বলিয়া ইঁহাকেও অন্নাদ—অন্নভোক্তা—বলা হইয়াছে), বসুদান (প্রাণিগণের কর্ম্মফলরূপ ধনদাতা)। যিনি এতাদৃশ গুণযুক্ত আত্মার উপাসনা করেন, তিনিও অন্নভোক্তা এবং বসুদ (ধনদাতা) হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৪) "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥৪।৪।২৫॥

—সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরারহিত, মরণরহিত, অমৃত (অবিনাশী, নিত্য) এবং অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে অভয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যিনি এতাদৃশ গুণযুক্ত আত্মাকে জানেন, তিনি নিজেও অভয় ব্রহ্ম (ব্রহ্মের ন্যায় অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত) হয়েন।"

এই বাক্যেও সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

(৪৫) "স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশুনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥৪।৫।৬, ২।৪।৫॥

—যাজ্ঞবল্ক্য (স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে) বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি! পতির কামের (প্রীতির) জন্য পতি কখনই পত্নীর প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনই পতির প্রিয়া হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পুত্রগণের প্রীতির জন্য পুত্রগণ কখনও পিতামাতার প্রিয় হয় না,

আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্রগণ পিতামাতার প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! বিত্তের প্রীতির জন্য বিত্ত কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্ত সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পশুগণের প্রীতির জন্য কখনও পশুগণ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই পশুগণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য কখনই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয় কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদিলোক কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই স্বর্গাদিলোক প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! দেবগণের প্রীতির জন্য দেবগণ কখনই প্রিয় হয়েন না, আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি! ঋক্‌প্রভৃতি বেদসমূহের প্রীতির জন্য বেদসকল কখনও প্রিয় হয়েন না, আত্মার প্রীতির জন্যই বেদসকল প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি! ভূতগণের প্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই ভূতগণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! সকলের প্রীতির জন্য কখনই সকল (অর্থাৎ কাহারও প্রীতির জন্যই কেহ কাহারও) প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! অতএব আত্মাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, মনন করিলে, নিদিধ্যাসন করিলে এবং আত্মাকে বিজ্ঞাত (বিশেষভাবে অবগত) হইলে এই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।"

এই শ্রুতিবাক্যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) প্রিয়ত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত করা হইয়াছে। ১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৪৬) "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তংপরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানদীং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥৪।৫।৭॥

—যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরাস্ত করেন; যিনি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ (ভিন্ন) বলিয়া জানেন, স্বর্গাদি লোকসকল তাঁহাকে বঞ্চিত করেন; যিনি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন; যিনি বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, বেদসকল তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি ভূত-সমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতসমূহ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি সমস্তকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, সমস্তই তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত

বেদ, এই সমস্ত ভূত, এই সমস্তই হইতেছে আত্মা (আত্মময়)। (যেহেতু, আত্মা হইতেই সমস্তের উৎপত্তি, আত্মাতেই সমস্ত অবস্থিত এবং অন্তে আত্মাতেই সমস্ত বিলীন হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী ৪।৫।১১—১৩ বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে)।

এই শ্রুতিবাক্যে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

(৪৭) "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ শ্লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥৪।৫।১১॥

—(যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন) যেমন আর্দ্রকাষ্ঠসংযুক্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূমসমূহ নির্গত হয়, তেমনি এই মহাভূত (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম) হইতেও—ঋগ্ বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যাগ), হুত (হোম), অন্ন, পানীয়, এই লোক, পরলোক ও সমস্ত ভূত—এই সমস্তই তাঁহারই নিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্বাসের ন্যায় অযত্ন-প্রসূত।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই যে সমস্তের উৎপত্তি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে।

(৪৮) "স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মনএকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্॥ ৪।৫।১২॥

—সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, ত্বগিন্দ্রিয় যেমন সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়, নাসিকা যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয়, জিহ্বা যেমন সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয়, চক্ষু যেমন সমস্ত রূপের একমাত্র আশ্রয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন সমস্ত শব্দের একমাত্র আশ্রয়, মন যেমন সমস্ত সঙ্কল্পের একমাত্র আশ্রয়, হৃদয় যেমন সমস্ত বিদ্যার একমাত্র আশ্রয়, হস্তদ্বয় যেমন সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যেমন সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়, পায়ু (মলদ্বার) যেমন সমস্ত বিসর্গের একমাত্র আশ্রয়, পাদদ্বয় যেমন সমস্ত পথের একমাত্র আয়তন এবং বাগিন্দ্রিয় যেমন সমস্ত বেদের একমাত্র আয়তন, ব্রহ্মও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়।"

ব্রহ্মেই যে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৯) "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়-মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥৪।৫।১৩॥

—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—সৈন্ধব লবণের খণ্ড যেমন সমস্তই লবণ-রসময়, তাহার ভিতরেও যেমন লবণ, বাহিরেও তেমনি লবণ—এইরূপে তাহার যেমন ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ নাই, অরে মৈত্রেয়ি ! এই আত্মাও (ব্রহ্মও) তদ্রূপই প্রজ্ঞাঘন (জ্ঞানমূর্ত্তি), তাঁহার ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রজ্ঞা, ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ নাই। এই প্রজ্ঞাঘন আত্মা কথিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া দেব-মানবাদি-জীবভাবে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত (অভিব্যক্ত) হয়েন, আবার সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গে (দেব-মানবাদি-ভাবে, অথবা নামরূপাদিরূপে) বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়েন। এস্থান হইতে যাওয়ার (নাম-রূপাদির বিনাশের) পরে তাহার (জীবরূপ আত্মার) আবার কোনও সংজ্ঞা (নামরূপাদিরূপে—দেব-মানবাদিরূপে—পরিচয়) থাকে না। হে মৈত্রেয়ি ! আমি তোমাকে এই প্রকারই বলিতেছি।"

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল—বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা বা ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে দেব-মানবাদি দেহকে অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হয়েন। সৃষ্টি-নাশে এই জীবাত্মা নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই বিজ্ঞানঘন পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। জীবাত্মার বিনাশ নাই।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(৫০) "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥৪।৫।১৫॥

—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—সেই এই আত্মা 'নেতি নেতি' প্রতীতিগম্য। তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়েন না। তিনি অশীর্য্য, শীর্ণ হয়েন না। তিনি অসঙ্গ, কোথাও সংলগ্ন বা আসক্ত হয়েন না। তিনি অক্ষীণ, ব্যথিত হয়েন না, বিকৃতও হয়েন না (অথবা, তিনি অহিংস, ব্যথিত হয়েন না, হিংসাও করেন না)। অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতাকে—সর্ব্বজ্ঞকে, সকল জ্ঞানের কর্ত্তাকে—আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?" তাৎপর্য্য এই যে—কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাঁহাকে জানা যায় না ; কেননা, তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা—জানাইবার কর্ত্তা। কোনও ইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞাতা নহে ; প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ যে বস্তুর অনুভব জন্মায়, তাহাও একমাত্র তাঁহার শক্তিতেই ; তিনিই "বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ॥বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥—ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের কর্ত্তা।" তিনিই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা—সর্ব্ববিধ জ্ঞানের কর্ত্তা,

তখন তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের কর্ত্তাও—নিজেকে জানাইবার কর্ত্তাও—তিনিই। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন।

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫১) "ওঁম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥৫।১।১॥

—'অদঃ'—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ; এবং 'ইদং'—কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, তিনিও পূর্ণ; পূর্ণ জগৎ-কার্য্য পূর্ণ-কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া—অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাঁহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না। (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত শঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ)।"

এই অর্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ।

উল্লিখিতরূপ অর্থে দুইটী বিষয় অস্পষ্ট থাকে। সেই দুইটী বিষয় এই। প্রথমতঃ, শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকেও "পূর্ণ" বলা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত "ইদম্"-শব্দবাচ্য কার্য্যরূপ জগৎকেও "পূর্ণ" বলা হইয়াছে। উভয়-স্থলে "পূর্ণ"-শব্দের একই অর্থ হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যেরূপ "পূর্ণ", পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ জগৎও কি সেইরূপ "পূর্ণ"? দ্বিতীয়তঃ "পরিপূর্ণস্বরূপ জগৎ" ব্রহ্মে বিলীন হইলে ব্রহ্ম "পূর্ণ" থাকেন; কিন্তু "পূর্ণ জগৎ" ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইলে ব্রহ্ম "পূর্ণ" থাকেন কিনা—এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে।

"অদঃ"-শব্দের বিশেষণ "পূর্ণ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"পূর্ণমদঃ—পূর্ণং ন কুতশ্চিদ্ব্যাবৃত্তং ব্যাপীত্যেতৎ—'পূর্ণ' অর্থ—সর্ব্বব্যাপী—যাহা কোনও পদার্থ হইতেই ব্যাবৃত্ত বা পৃথগ্‌ভূত নহে।" এ-স্থলে "পূর্ণ"-শব্দে "সর্ব্বব্যাপক" বুঝায়। আর "পূর্ণমিদম্"-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"তদেব ইদং সোপাধিকং নামরূপস্থং ব্যাবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেন রূপেণ পরমাত্মনা ব্যাপ্যেব, ন উপাধি-পরিচ্ছিন্নেন বিশেষাত্মনা—সেই পরোক্ষ ব্রহ্মই আবার 'ইদং'-পদবাচ্য-সোপাধিক-নামরূপাবস্থাপন্ন, লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত; তথাপি উহা পূর্ণই—নিজের প্রকৃতরূপ পরমাত্মভাবে ব্যাপকই বটে; কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে (ব্যাপক) নহে।" ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর উভয় স্থলেই "পূর্ণ"-শব্দের" সর্ব্বব্যাপক" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন জগৎ সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না, একথাও তিনি বলিয়াছেন। তথাপি, জগতের কারণ ব্রহ্ম পূর্ণ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক) বলিয়াই জগৎকেও "পূর্ণ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক)" বলা হইয়াছে—ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—কারণের পূর্ণত্বে কার্য্যের পূর্ণত্ব। কিন্তু কারণের পূর্ণত্বে কার্য্যকেও কি পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত হয়? পর্ব্বত-পরিমাণ

মৃৎপিণ্ড হইতে ব্যবহারোপযোগী ঘট প্রস্তুত করিলে ঘটের আকার কখনও পর্ব্বত-পরিমাণ হয় না, পর্ব্বত-পরিমাণ মৃৎপিণ্ডরূপ কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘটকেও কখনও পর্ব্বত-পরিমাণ বলাও হয় না।

যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তদিদং বিশেষাপন্নং কার্য্যাত্মকং ব্রহ্ম পূর্ণাৎ কারণাত্মনঃ উদচ্যতে উদ্রিচ্যতে উদ্গচ্ছতীত্যেতৎ। যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উদ্রিচ্যতে, তথাপি যৎ স্বরূপং পূর্ণত্বং পরমাত্মভাবঃ, তন্ন জহাতি, পূর্ণমেব উদ্রিচ্যতে।—সেই যে, এই বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত (জগদাকারে প্রকটিত) কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহা সেই পূর্ণ-কারণরূপী পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদিও ইহা কার্য্যাকারে উদ্ভূত হউক, তথাপি নিজের প্রকৃতস্বরূপ যে পূর্ণত্ব—পরমাত্মভাব, তাহা পরিত্যাগ করে না, পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।" এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর কার্য্যরূপ জগতের পূর্ণত্বের কথাই বলিলেন—"পূর্ণমেব উদ্রিচ্যতে—পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।" পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন – জগতের কারণ পূর্ণ (ব্যাপক) বলিয়া জগৎকে পূর্ণ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ জগৎ পূর্ণ, (ব্যাপক) নহে, অর্থাৎ কারণ-স্বরূপেই কার্য্যরূপ-জগৎ পূর্ণ, কিন্তু কার্য্যস্বরূপে পূর্ণ নহে। কিন্তু এ-স্থলে তিনি বলিতেছেন—কার্য্যাত্মক জগৎ পূর্ণ কারণ হইতে "পূর্ণমেব উদ্রিচ্যতে--পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।" —অর্থাৎ উদ্ভূত কার্য্যাত্মক জগৎ পূর্ণ। জগতের পূর্ণত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদের উক্তিদ্বয় পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, অবশ্য যদি বলা হয় যে—"কারণরূপে যে জগৎ পূর্ণ, কিন্তু কার্য্যরূপে পূর্ণ নহে, সেই জগৎই উদ্ভূত হয়"—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধ থাকেনা বটে; কিন্তু কারণের পূর্ণত্ব কার্য্যে আরোপিত করিলে যে অস্বাভাবিকত্বের উদ্ভব হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ, "পূর্ণমিদং"-বাক্যে শ্রুতি "পূর্ণ কার্য্যের" কথাই যেন বলিয়াছেন, কারণরূপ জগতের পূর্ণত্ব এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কারণ-রূপে পূর্ণত্বের কথা "পূর্ণমদঃ"-বাক্যেই বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ণ—সর্ব্বব্যাপক – ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির পরে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব থাকে কিনা, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে সেই সম্বন্ধে কিছু জানা যায়না। তখন পূর্ণত্ব না থাকিলে সৃষ্টিকার্য্য-দ্বারা ব্রহ্ম যেন বিকৃতই হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্ম কোনও অবস্থাতেই বিকৃত হয়েন না। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥"-এই বেদান্তসূত্রে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে বিবিধাকারের সৃষ্টিতেও ব্রহ্মের স্বরূপ অবিকৃতই থাকে।

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর অন্যভাবে অর্থ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত অস্পষ্ট বিষয় দুইটী স্পষ্টীকৃত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে এই অন্য ভাবের অর্থটী প্রদত্ত হইতেছে। "পূর্ণ"-শব্দের অর্থের উপরেই এই শ্রুতিবাক্যটীর অন্যভাবের অর্থ প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণকুম্ভ-ইত্যাদিস্থলে "পূর্ণ"-শব্দটী নিশ্চয়ই "সর্ব্বব্যাপক" অর্থে ব্যবহৃত হয় না। চন্দ্রের যে আয়তন, তাহা যখন সমগ্ররূপে দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখনই চন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র বলা হয়। কুম্ভের

গর্ভে যে আয়তন থাকে, তাহাতে সর্ব্বাধিক পরিমাণ যে পরিমাণ দুগ্ধ রাখা যায়, সেই পরিমাণ দুগ্ধ তাহাতে রাখিলেই, কুম্ভগর্ভস্থ আয়তন সমগ্রভাবে দুগ্ধদ্বারা অধিকৃত হইলেই, বলা হয়—কুম্ভটী দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। যখন চন্দ্রের সমগ্র আয়তন রাহুগ্রস্ত হয়, তখনই বলা হয়—পূর্ণগ্রাস হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—পূর্ণ-শব্দে বস্তুর আয়তনের সমগ্রতা সূচিত হয়; অর্থাৎ পূর্ণ-শব্দের অর্থ সমগ্র। বস্তুর আয়তনের বিভিন্নতা অনুসারে পূর্ণ-শব্দেও বিভিন্ন—আয়তনের বিভিন্নরূপ—সমগ্রতা সূচিত হয়। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক বস্তু; পূর্ণ-শব্দ যখন ব্রহ্মের বিশেষণ হয়, তখন ব্রহ্মের সমগ্রতা—সর্ব্বব্যাপকত্বই—সূচিত করে; সুতরাং ব্রহ্মের বিশেষণরূপে "পূর্ণ"-শব্দের অর্থ হইবে—সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগত, অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু জগৎ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জগতের বিশেষণরূপে "পূর্ণ"-শব্দে জগতের পরিচ্ছিন্ন আয়তনের সমগ্রতাকেই বুঝাইবে; "পূর্ণ জগৎ" অর্থ হইবে—সমগ্রজগৎ, সমগ্র পরিচ্ছিন্ন জগৎ। "পূর্ণ"-শব্দের মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি হইতে লব্ধ ব্যাপকতম অর্থ অবশ্য "সর্ব্বব্যাপকই" হইবে।

পূর্ণ-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। অর্থটী এইরূপ ঃ—

অদঃ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ (সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ববৃহত্তম)। (কারণ বলিলেই কার্য্য ধ্বনিত হয়; কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের কার্য্য কি? তাহা বলা হইতেছে) পূর্ণমিদং—সমগ্র এই জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। (কিরূপে?) পূর্ণ হইতে (সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণ (সমগ্র এই জগৎ) অভিব্যক্ত বা উদ্ভূত হয়। (পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইলেও যে ব্রহ্মের পূর্ণত্বের হানি হয় না, তাহা জানাইবার জন্য সর্ব্ব্যাপক-পূর্ণ বস্তুর লক্ষণ বলা হইতেছে—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় ইত্যাদি বাক্যে) পূর্ণের (যাহা সর্ব্বব্যাপক-পূর্ণ, তাহার) পূর্ণ (পূর্ণত্ব—সমগ্রবস্তু) গ্রহণ করিলেও পূর্ণই (সমগ্রই) অবশিষ্ট থাকে (আদায়=গৃহীত্বা=গ্রহণ করিয়া, গ্রহণ করিয়া বাহির করিয়া নিলে)।

সর্ব্বব্যাপক অসীম-বস্তুরূপ পূর্ণবস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্মই হইতেছে এই যে, তাহা হইতে সমগ্র বস্তুটী বাদ দিলেও তাহা পূর্ব্ববৎ পূর্ণই থাকে। ব্যবহারিক গণিত হইতেও জানা যায়, অসীম হইতে অসীম বাদ দিলে অবশিষ্টও থাকে অসীম। Infinity *minus* Infinity=Infinity. সুতরাং সর্ব্বব্যাপক-পূর্ণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইলে, ব্রহ্মের তাদৃশ পূর্ণত্বের হানি হয় না, ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন।

এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে জগতের পূর্ণত্ব-সম্বন্ধে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও হয়না এবং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥"-এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও যে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন, তাহাও অনায়াসে জানা যায়।

সৃষ্টি-বিনাশে জগৎ যে ব্রহ্মে লীন হয়, তাহা অবশ্য এইরূপ অর্থ হইতে জানা যায় না।

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎ যে ব্রহ্মেই লীন হইবে, ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায়। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়"-ইত্যাদি বাক্যে, সৃষ্টিবিনাশে জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়, এ-কথা বলা হইয়াছে মনে করিলে "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে"-বাক্যে ব্রহ্মের পূর্ণতা-হানিসম্বন্ধে যে প্রশ্ন জাগিতে পারে, তাহার সমাধানও পাওয়া যায় না, "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে"—এই বাক্যেরও সার্থকতা থাকেনা। কেননা, একটী বস্তু হইতে তাহার একটী পরিচ্ছিন্ন অংশ বাহিরে চলিয়া গেলেই অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে; বহির্গত অংশের পুনরাগমনে অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ লৌকিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; এই জগৎ এই ভাবে বাহির হইয়া আসার পরে ব্রহ্মে কি অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ প্রশ্ন মনে জাগাই স্বাভাবিক; তখনও ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ পূর্ণ—অবিকৃত—থাকেন কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সেই জগৎ ব্রহ্মে পুনরায় বিলীন হইলে—লৌকিক দৃষ্টিতে, সেই জগৎ ব্রহ্মে ফিরিয়া গেলে—জগতের স্থানে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ন জাগিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ন জাগিতে পারেনা; তখন ব্রহ্ম তো পূর্ব্ববৎ পূর্ণ থাকিবেনই। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বগত, তখন জগতের স্থানেও পূর্ব্ববৎ পূর্ণ ব্রহ্মই থাকিবেন, ইহাও সহজেই বুঝা যায়।

উপসংহার। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের-হেতু, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকলের একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র বিজ্ঞাতা, একমাত্র প্রিয়। প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ থাকেন—অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার স্পর্শ হয় না, প্রাকৃত বস্তুর দোষাদিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মও যে তাঁহাতে নাই, "অস্থূলমনণু"—ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে। আবার "পুরুষবিধঃ", "রূপং মাহারজনম্"—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার রূপের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথা, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে।

৩৬। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥১।৩॥

—(একসময়ে কতিপয় ব্রহ্মবাদী ঋষি জগতের কারণ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিচার বিতর্ক করিতেছিলেন। কাল, স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ এবং জীবাত্মা—ইহাদের কেহই

বা কতিপয়ের সমষ্টিও যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না —বিচারের দ্বারা তাঁহারা তাহা নির্ণয় করিলেন। তর্ক-বিচার দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ধ্যানস্থ হইলেন ; সেই) ধ্যানযোগের সাহায্যে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন (জানিতে পারিলেন) যে, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার (ব্রহ্মের) স্বগুণাবৃত শক্তিই জগতের কারণ। যে এক বস্তু (ব্রহ্ম) কাল হইতে জীবাত্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারণ-সমূহের অধিষ্ঠাতা (কালাদি-জীবান্ত পর্য্যন্ত সকলের নিয়ন্তা), তাঁহার শক্তিকে ঋষিগণ দর্শন করিয়াছিলেন।"

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত করিতেছে।

(২) "সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১.৮॥

—পরস্পর সংযুক্তভাবে বিদ্যমান ক্ষর (বিনাশী—বিকার, কার্য্য) ও অক্ষর (অবিনাশী—বিকারের কারণ) ব্যক্তাব্যক্তময় (কার্য্যকারণাত্মক) এই বিশ্বকে পরমেশ্বর (ব্রহ্ম) পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। অনীশ-আত্মা (জীবাত্মা) ভোক্তৃভাব-বশতঃ আবদ্ধ হয় এবং সেই দেবকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয়।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১।৯॥

—ঈশ্বর (ব্রহ্ম) ও জীব ইহারা জ্ঞ এবং অজ্ঞ (অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ), উভয়ই অজ (জন্মরহিত)। ব্রহ্ম হইতেছেন ঈশ—সকলের প্রভু বা নিয়ন্তা ; আর জীব হইতেছে অনীশ—নিজের উপরেও প্রভুত্বহীন। একমাত্র অজা (প্রকৃতি বা মায়া) ভোক্তার (জীবের) ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা। আত্মা (ব্রহ্ম) হইতেছেন অনন্ত, বিশ্বরূপ (বিশ্বরূপে পরিণত), এবং অকর্ত্তা (জীবের ন্যায় ভোগাদি-কর্ত্তৃত্ব রহিত)। জীব যখন জানিতে পারে যে, এই তিনই (জীব, ঈশ্বর এবং অজা-প্রকৃতি) (ব্রহ্মাত্মক), (তখন বীতশোক হয়)।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪) "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১।১০॥

—প্রধান (অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতির পরিণামভূত জগৎ) হইতেছে ক্ষর (অর্থাৎ বিনাশশীল) ; আর, অমৃত (মরণ-রহিত জীবাত্মা) হইতেছে অক্ষর (অবিনাশী)। সংসারের বীজভূত অবিদ্যাদিদোষ হরণ-কারী (হরঃ) এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় (দেব) ব্রহ্ম উক্ত ক্ষর-জগৎকে এবং অক্ষর-জীবাত্মাকে নিয়মিত করেন। তাঁহার (সেই নিয়ামক ব্রহ্মের) অভিধ্যানের এবং তাঁহাতে চিত্ত-সংযোজনের

ফলে তাঁহার তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে বিশ্বমায়ার—সুখদুঃখ-মোহময় সংসার-প্রপঞ্চের—নিবৃত্তি হয়।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫) “য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৩।১॥

—যিনি একমাত্র জালবান্ (অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন), যিনি স্বীয় ঈশনীদ্বারা (ঐশ্বরী শক্তিদ্বারা) শাসন করেন—ঈশনী (ঐশ্বরী) শক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎকে শাসন করেন এবং একমাত্র যিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ—এতাদৃশ তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬) “একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্যইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥৩।২॥

—রুদ্র (ব্রহ্ম) হইতেছেন এক-অদ্বিতীয়, (পরমার্থদর্শিগণ, সেই রুদ্র ভিন্ন কোনও) দ্বিতীয় বস্তুতে অবস্থান করেন নাই (অন্য কোনও বস্তুকে দর্শন করেন নাই)। তিনি স্বীয় ঐশ্বরী শক্তিসমূহদ্বারা এই সমস্ত জগৎকে শাসন করিয়া থাকেন। সেই রুদ্রই প্রত্যেক জীবের অন্তরস্থ হইয়া আছেন (পরমাত্মা রূপে) এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলের রক্ষক হইয়াও অন্তকালে (প্রলয়-সময়ে) সে সমস্তকে সংহার করেন।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭) “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥৩।৩॥

—সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু এবং চরণ। তিনি উভয় বাহুদ্বারা সংযোজিত করেন। পক্ষিগণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত সংযোজিত করেন এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকেও পতত্রের (পদের) সহিত সংযোজিত করেন। তিনি দ্যুলোক ও ভূর্লোক (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রকাশময় ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮) “যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৩।৪॥

—যিনি দেবগণের উৎপত্তি-কারণ এবং ঐশ্বর্য্যলাভের হেতুভূত, যিনি বিশ্বাধিপ, রুদ্র, (সংহারকর্ত্তা) এবং মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ), যিনি পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করুন।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯) "ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥৩।৭॥

—যিনি জগতের (অথবা জগদাত্মা বিরাট পুরুষের) অতীত, কার্য্যভূত প্রপঞ্চেরও অতীত, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যিনি বিভিন্নপ্রকার শরীরধারী জীবের অন্তরে (পরমাত্মারূপে) গূঢ়ভাবে অবস্থিত এবং যিনি সমস্ত বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক তত্ত্ব, সেই ঈশ্বরকে জানিয়া জীবগণ অমৃত (মুক্ত) হয়।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১০) "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥৩।৮॥

—(তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন) তমঃ-এর (অজ্ঞানের বা মায়ার) অতীত আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

পূর্ব্বে জগৎ-কারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে "তমসঃ পরঃ—অজ্ঞানের বা মায়ার অতীত", এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইল। এই বাক্যে "তমঃ-" শব্দের উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথাই বলা হইয়াছে এবং "তমসঃ পরঃ"-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎ-কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন মায়াতীত। অন্যত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন—মায়া জগৎকেই বেষ্টিত করিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। "মায়য়া বা এতৎ সর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি ॥ নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ ॥ ৫।১॥"

(১১) "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥৩।৯॥

—যাঁহা হইতে পর (উৎকৃষ্ট) বা অপর (অপকৃষ্ট) কিছু নাই, যাঁহা অপেক্ষা অণীয় (অতিসূক্ষ্ম) বা মহান্ (অতিবৃহৎ) কিছু নাই, যিনি এক (অদ্বিতীয়), যিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ (নিশ্চল) এবং যিনি স্বীয় প্রকাশাত্মক মহিমায় (দিবি) অবস্থিত, সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।" (দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি-শ্রীপাদ শঙ্কর)।

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব সূচিত হইয়াছে। স্বীয় মহিমায় অবস্থিত বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও সূচিত হইয়াছে।

(১২) "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥৩।১০॥

—সেই জগতের যিনি কারণ (উত্তরং) এবং তাহারও যিনি কারণ (উত্তরতরং), তিনি

(সেই ব্রহ্ম) হইতেছেন অরূপ (প্রাকৃত-রূপবর্জ্জিত) এবং অনাময় (নীরোগ-আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয় রহিত)। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন ; আর অন্যেরা (যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, তাঁহারা) দুঃখই (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই) পাইয়া থাকেন।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলায় সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সর্ব্ব-কারণ-কারণ। “অরূপম্” এবং “অনাময়ম্”-শব্দদ্বয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দ্রব্যধর্ম্মবর্জ্জিতত্বও সূচিত হইয়াছে।

(১৩) “সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী য ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৩।১১॥

—তিনি (ব্রহ্ম)সর্ব্বাননশিরোগ্রীব (সকলের মুখ, মস্তক এবং গ্রীবা), সর্ব্বভূতের চিত্তগুহায় অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী এবং ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ); সেই হেতু তিনি সর্ব্বগত এবং শিব (পরম-মঙ্গলস্বরূপ)।”

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিসমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥’ ভগবতি যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব, সর্ব্বগতত্ব, ভগবত্ত্বা এবং মঙ্গলস্বরূপত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৪) “মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩।১২॥

—তিনি মহান্, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ), পুরুষ, সুনির্ম্মল মুক্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সত্ত্বের (অন্তঃকরণের) প্রবর্ত্তক বা প্রেরয়িতা। তিনি ঈশান (শাসনকর্ত্তা), জ্যোতিঃস্বরূপ (স্বপ্রকাশ) এবং অব্যয় (অবিনাশী)।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৫) “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষী মনসাভিক্ল৯প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৩।১৩॥

—সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত) পুরুষ সর্ব্বদা জীবগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন (পরমাত্মা-রূপে) এবং তিনিই সকলের অন্তরাত্মা (অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা)। তিনি মনীষী (জ্ঞানেশ) এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা অভিক৯প্ত (সম্যক্‌রূপে রক্ষিত)। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(১৬) “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৩।১৪॥

—তিনি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ। সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও (জীবের) নাভির উপরে দশাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে (হৃদয়ে অবস্থান) করেন।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব, সর্ব্বগতত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ইহাও সবিশেষত্ব-সূচক বাক্য।

(১৭) “পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥৩।১৫॥

—যাহা ভূত (অতীত), যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে (অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান)—এই সমস্ত (সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ) পুরুষই—ব্রহ্মস্বরূপই (ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে)। তিনি অমৃতত্বের (মুক্তির) এবং অন্যেরও ঈশান (প্রভু)।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং ঈশানত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৮) “সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩।১৬॥

—তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র, তাহার অক্ষি, শির ও মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র। তিনি জগতে সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বা শক্তি বিরাজিত, তিনিও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বত্র বিরাজিত।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে।

নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীশ্রুতিতে এই শ্রুতিবাক্যটীর একটী অর্থ দৃষ্ট হয়। তাহাতে আছে “কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বতোমুখমিতি। যস্মাদনিন্দ্রিয়োঽপি সর্ব্বতঃ পশ্যতি সর্ব্বতঃ শৃণোতি সর্ব্বতো গচ্ছতি সর্ব্বত আদত্তে স সর্ব্বগঃ সর্ব্বতস্তিষ্ঠতি। একঃ পুরস্তাদ্য ইদং বভূব যতো বভূব ভুবনস্য গোপাঃ। যমপ্যেতি ভুবনং সাংপরায়ে নমামি তমহং সর্ব্বতোমুখম্। তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বতোমুখমিতি ॥২।৪॥” ইহার তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করেন, সমস্ত শ্রবণ করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন, সমস্ত গ্রহণ করেন, সর্ব্বত্র অবস্থান করেন বলিয়া এবং তিনি আদিতে একই ছিলেন, তাহা হইতেই এই বিশ্বের এবং বিশ্বপালকদের উদ্ভব এবং অন্তিমে তাঁহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোমুখ বলা হয়।

এইরূপ অর্থ হইতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই জানা যায়।

(১৯) “সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥৩।১৭॥

—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অবভাসক, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত); তিনি সকলের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা বা নিয়ামক এবং সকলের পরম আশ্রয় বা পরম-শরণ্য।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২০) "নবদ্বারে পূরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥৩।১৮॥

—তিনি স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত লোকের বশী (বশীকর্ত্তা প্রভু)। (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার—এই) নবদ্বারযুক্ত দেহে তিনি হংস (পরমাত্মা—অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যসমূহকে হনন করেন বলিয়া, অবিদ্যাদ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন বলিয়া পরমাত্মাকে হংস বলা হয়। এই হংস)-রূপে তিনি বিরাজমান এবং দেহী বা জীবাত্মারূপেও বিরাজমান। জীবরূপে তিনি বাহ্যবিষয় ভোগার্থ ব্যাপারবান্ হয়েন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২১) "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥৩।১৯॥

—তাঁহার হস্ত নাই, অথচ সমস্ত গ্রহণ করেন (ধারণ করিয়া থাকেন); চরণ নাই, অথচ দ্রুত গমন করেন; তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। (তত্ত্বদর্শী-ঋষিগণ) তাঁহাকেই মহান্ আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

অপাণিপাদ-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত কর-চরণ-চক্ষুঃ-কর্ণাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(২২) "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥৩।২০॥

—এই আত্মা অণু হইতেও অণু (অতি সূক্ষ্ম—স্থূল প্রাপঞ্চিক রূপ বর্জ্জিত), আবার মহৎ অপেক্ষাও মহৎ (সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু)। তিনি (পরমাত্মারূপে) জীবদিগের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। সেই ধাতার (সর্ব্ব-ধারক ব্রহ্মের) অনুগ্রহে সেই মহামহিম ভোগসংকল্প-বর্জ্জিত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারা যায় এবং তাঁহার দর্শন পাইলে জীব বীতশোক হইতে পারে।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব, ঈশত্ব, কৃপালুত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কৃপা হইলেই তাঁহার দর্শন সম্ভব হইতে পারে।

অক্রতু-শব্দে জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্যও সূচিত হইয়াছে। তিনি সংসারী জীবের ন্যায় ভোগ-সঙ্কল্পযুক্ত নহেন।

(২৩) "বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥৩।২১॥

—(তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন) জরাবর্জ্জিত, পুরাণ, সর্ব্বাত্মা এবং বিভু (সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া

সর্ব্বগত এই আত্মাকে আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহার জন্মাভাবের কথা বলিয়া থাকেন এবং যাঁহাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করেন (সেই আত্মাকে আমি অনুভব করিয়াছি)।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং (অজরম্ ও জন্মনিরোধম্-শব্দদ্বয়ে) সংসারী জীব হইতে বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

(২৪) “য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪।১॥

—যিনি নিজে এক এবং অবর্ণ (জাতিরহিত) এবং নিহিতার্থ (স্বার্থ-নিরপেক্ষ, প্রয়োজন-বুদ্ধিহীন) হইয়াও সৃষ্টির আদিতে নানাবিধ শক্তিযোগে (ব্রাহ্মণাদি) অনেক প্রকার বর্ণের বিধান (সৃষ্টি) করেন, সেই দেবই (প্রকাশময় সেই ব্রহ্মই) অন্তকালে (প্রলয়-সময়ে) বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করুন।”

এই বাক্যে বলা হইল—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। ইহাও বলা হইয়াছে যে—নিজের কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি জগতের সৃষ্টি করেন নাই। “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।” তাঁহার যে বহুবিধ শক্তি আছে, তাহাও এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৫) “তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥৪।২॥

— সেই ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রও, তিনিই শুক্র (জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদি), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই প্রজাপতি।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব—সর্ব্বরূপে প্রকাশমানত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৬) “ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৪।৩॥

—হে ব্রহ্মন্! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন কর এবং তুমিই নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব—জীবাত্মারূপে নামরূপে অভিব্যক্তত্ব—সূচিত হইয়াছে।

(২৭) “নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪।৪॥

—তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, হরিদ্বর্ণ ও লোহিতচক্ষু শুকাদিপক্ষী, বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, সপ্তসমুদ্র। তুমি আদিরহিত, তুমিই সর্ব্বব্যাপিরূপে বর্ত্তমান, তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৮) "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥৪।৮॥

—বেদ সমূহ এবং সমস্ত উৎকৃষ্ট দেবগণ আকাশতুল্য (সর্ব্বব্যাপক) পরম অক্ষর (ব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিত। যিনি তাঁহাকে না জানেন, ঋকের (বেদোক্ত কর্ম্মের) দ্বারা তিনি কি করিবেন ? পরন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা তাঁহাতেই সম্যগ্ভাবে অবস্থান করেন।"

এই বাক্যে ব্রহ্মকেই বেদসমূহের এবং দেবগণের অধিষ্ঠান বলায় সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

(২৯) "ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৪।৯॥

—চারিবেদ, দেবযজ্ঞ (যূপসম্বন্ধরহিত-বিহিত ক্রিয়া) ক্রতুসমূহ (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহার কথা বেদশাস্ত্র বলেন—এই সমস্ত সমন্বিত বিশ্ব-প্রপঞ্চকেই মায়ী (অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম) ইহা হইতে (সেই ব্রহ্ম হইতেই) সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অন্য (অর্থাৎ সংসারী জীব) সেই বিশ্বেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় (মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করে)।"

এই বাক্যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে "মায়ী" বলাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—মায়া তাঁহারই শক্তি। "অস্মাৎ—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে" এই শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নিজেকেই জগৎ-রূপে প্রকাশ করেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥"—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩০) "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৪।১০॥

—মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (মায়ার প্রেরয়িতা) বলিয়া জানিবে। তাঁহার অবয়বভূত বস্তুসমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) হইয়া রহিয়াছে।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। ব্রহ্মের শক্তি মায়া যে জগতের উপাদান (গৌণ উপাদান)-কারণ, তাহাও এই বাক্যে বলা হইয়াছে। মুখ্য উপাদান-কারণ কিন্তু ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও। ব্রহ্মের শক্তিতেই জড়-মায়ার উপাদানত্ব-প্রাপ্তি। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

অথবা, "মায়াকে শক্তি (প্রকৃতি শক্তি) বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (শক্তিমান্) বলিয়া জানিবে। ইত্যাদি।"

এ-স্থলে "মায়া"-শব্দ হইতেছে "শক্তি"-বাচী এবং "মায়ী"-শব্দ হইতেছে "শক্তিমান্"-বাচী। এইরূপ অর্থেও ব্রহ্মের শক্তিমত্তার—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা জানা গেল।

(৩১) "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥৪।১১॥

—এক হইয়াও যিনি প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান করেন, এই সমস্ত জগৎ, সৃষ্টিকালে যাঁহাতে স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয়-কালে যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বরপ্রদ, পূজ্য (বা স্তবনীয়) দেব ঈশ্বরকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক আত্যন্তিকী শান্তি লাভ করেন।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এই বাক্যে ব্রহ্মকে বরপ্রদ, ঈশ্বর, স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

(৩২) "যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৪।১৩॥

—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক যাঁহাতে আশ্রিত, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের শাসন কর্ত্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে (কস্মৈ) হবিদ্বারা আরাধনা করি।"

কস্মৈ = কায়ানন্দরূপায় (শ্রীপাদ শঙ্কর)। ক-অর্থ আনন্দ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৩) "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥৪।১৪॥

—যিনি কলিলের (অবিদ্যা-তৎকার্য্যাত্মক বিশ্বের) মধ্যে থাকিয়াও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম (স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর যে সমস্ত জড় বস্তু এই বিশ্বে বর্ত্তমান, তৎসমস্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম), যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি (এক হইয়াও) অনেক রূপে বিরাজমান এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যবস্থাপক), সেই শিবকে—মঙ্গলময় ব্রহ্মকে—জানিলে লোক আত্যন্তিকী শান্তি লাভ করিতে পারে।"

এই বাক্যটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মম্-শব্দে ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বই সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী (৩৫)-বাক্যে শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩৪) "স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥৪।১৫॥

—তিনিই উপযুক্ত সময়ে (বিশ্বের স্থিতিকালে) বিশ্বের পালনকর্ত্তা, তিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের অধিপতি), তিনিই সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত। দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাতেই যুক্ত (মনঃ-সংযোগ করিয়া থাকেন)। তাঁহাকে এইভাবে (পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্তরূপে) জানিতে পারিলে মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায়।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৫) "ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥৪।১৬॥

—ঘৃতের উপরিভাগে সরের ন্যায় যে সারভাগ থাকে, তাহার ন্যায় যিনি অতি সূক্ষ্ম, যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা, মঙ্গলস্বরূপ সেই দেবকে জানিলেই সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ঘৃতাদিতি। ঘৃতোপরিবিদ্যমানং মণ্ডং সারস্তদ্বতামতি-প্রীতিবিষয়ো যথা, তথা মুমুক্ষুণামতিসাররূপানন্দপ্রদত্বেন নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদ্বৎ ঘৃতসারবদানন্দরূপেণাত্যন্তসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবমিতি ঘৃতের উপরিভাগে যে মণ্ড (মাড়ের মত সারভাগ) থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতির বিষয়, তদ্রূপ, মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধেও অতিসার-স্বরূপ আনন্দপ্রদাতা বলিয়া পরমাত্মাও তাঁহাদের পক্ষে নিরতিশয় প্রীতির বিষয়। তদ্রূপ তিনি ঘৃতসারের ন্যায় আনন্দরূপে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইত্যাদি।" এই ভাষ্য হইতে বুঝা গেল—অতি সূক্ষ্ম-শব্দে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব, আনন্দদায়কত্ব এবং প্রীতি-বিষয়ত্বই সূচিত হইয়াছে।

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৬) "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥৪।১৭॥

—এই দেব (পরমাত্মা) হইতেছেন বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বস্রষ্টা), মহান্ আত্মা; তিনি সর্ব্বদা জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সাধকের মনে প্রকাশিত হয়েন। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৭) "যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥৪।১৮॥

—যে সময় তমঃ (অবিদ্যা ও তৎকার্য্য) ছিলনা, দিবা ছিলনা, রাত্রিও ছিলনা, সৎও (স্থূল ব্রহ্মাণ্ডও) বা অসৎও (ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মরূপও) ছিলনা, তখন কেবল এই শিবই (আনন্দস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মই) ছিলেন। তিনিই অক্ষর-ব্রহ্ম। তিনিই সবিতার বা সূর্য্যের (আদিত্যাভিমানী পুরুষের) বরেণ্য। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা (গুরুপরম্পরাক্রমে আগত শাশ্বত জ্ঞান) প্রসৃত হইয়াছে।"

পুরাণী প্রজ্ঞার প্রসারণ-কর্ত্তা বলায় এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৩৮) "নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥৪।১৯॥

— ইঁহাকে (এই ব্রহ্মকে) কেহ উর্দ্ধে, পার্শ্বে, বা মধ্যে দর্শন করেন নাই। জগতে তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই। মহদ্‌যশঃই (লোকাতিশায়ী বা সর্ব্বাতিশায়ী মহিমাই) তাঁহার নাম (স্বরূপ-প্রকাশক)।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের মহিমার কথা বলায়, সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৯) "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৪।২০॥

—এই ব্রহ্মের রূপটি কাহারও দর্শনের গোচরীভূত নহে, ইঁহাকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়না। যাঁহারা হৃদয়স্থ ইঁহাকে অবিদ্যারহিত শুদ্ধ মনের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন।"

ব্রহ্মের রূপ যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। রূপের অনস্তিত্বের কথা বলা হয় নাই। তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত বলিয়াই প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়না। অপ্রাকৃত রূপের অস্তিত্বের ইঙ্গিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

(৪০) "অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥৪।২১॥

—হে রুদ্র! তুমি জন্মরহিত (জরামরণাদি-দুঃখরহিত); এজন্য সংসারভয়ে ভীত হইয়া লোক তোমার শরণ গ্রহণ করে। তোমার যাহা দক্ষিণ (অনুকূল) মুখ, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর।"

এই বাক্যে ব্রহ্মের রক্ষণ-শক্তির উল্লেখ থাকায় সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪১) "মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥৪।২২॥

—হে রুদ্র! তুমি কুপিত হইয়া আমাদের পুত্রে ও পৌত্রে হিংসা করিওনা, আমাদের গো-সমূহে বা অশ্বসমূহে হিংসা করিওনা। আমাদের আয়ুতে হিংসা করিওনা। বীর ভৃত্যগণকে বধ করিও না। আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভারদ্বারা এইপ্রকারে সর্ব্বদা তোমার হোম (আরাধনা) করিয়া থাকি।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪২) "দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥৫।১॥

—হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অনন্ত যে অক্ষর-ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ন্তা (শাসনকর্ত্তা), তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে অন্য (অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত)। অবিদ্যা হইতেছে ক্ষর—সংসার-কারণ এবং বিদ্যা হইতেছে—অমৃত বা মোক্ষের হেতু বা দ্বারস্বরূপ।"

বিদ্যা ও অবিদ্যা-এই দুইই হইতেছে মায়ার বৃত্তি (১।১।২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যা হইতেছে সত্ত্বগুণ-প্রধান-বৃত্তি; ইহা মোক্ষের বা পরা বিদ্যার দ্বারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে বিদ্যা বলা হয়। পরব্রহ্ম যে বহিরঙ্গা মায়ারও নিয়ন্তা, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৩) "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥৫।২॥

—যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে (উৎপত্তি-কারণে) অধিষ্ঠান করেন এবং যিনি কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং জন্মের পরেও দর্শন করিয়াছিলেন (তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে অন্য)।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৪) "একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥৫।৩॥

—এই দেব (প্রকাশমান্) মহান্ আত্মা (পরব্রহ্ম) এই জগতে এক একটী জালকে (কর্ম্মফলকে) নানাপ্রকারে (দেব-মনুষ্যাদি নানা প্রকারে) সৃষ্টি করেন, আবার (সংহার-কালে) সংহার করেন। এই মহান্ আত্মা ঈশ্বরই (ব্রহ্মই) পুনরায় পূর্ব্বকল্পানুসারে (তথা) লোকপালাদিকে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপরে আধিপত্য করিয়া থাকেন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৫) "সর্ব্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তির্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যোযোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৫।৪॥

—সূর্য্য (অনড্বান্) যেমন উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব—সমস্ত দিক্‌কে প্রকাশ করিয়া শোভা পায়েন, তদ্রূপ সেই এক অদ্বিতীয় বরেণ্য দেব ভগবান্‌ও (ব্রহ্মও) সমস্ত যোনিস্বভাবকে (আত্মভূত পৃথিব্যাদি বস্তুকে) অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিয়মিত করেন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এস্থলে ব্রহ্মকে "ভগবান্" বলায় তাঁহার সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের কথাও সূচিত হইয়াছে।

(৪৬) "যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥৫।৫॥

—যিনি (যে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম) বস্তুর স্বভাবকে (অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাদিকে) নিষ্পাদন করেন, যিনি পাকযোগ্য (পৃথিব্যাদি পরিণামযোগ্য বস্তুসমূহকে) বিভিন্নাকারে পরিণত করেন, যিনি একাকী এই সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন এবং যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে স্ব-স্ব-কার্য্যে নিয়োজিত করেন (তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্ম)।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৭) "অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥৫।১৩॥

—এই সংসারে সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা অনেকরূপে (দেব-মনুষ্যাদি রূপে) অভিব্যক্ত ; বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা সেই দেবকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(৪৮) "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥৫।১৪॥

—ভাবগ্রাহ্য (বিশুদ্ধ অন্তকরণে গ্রাহ্য), অনীড় (প্রাকৃত শরীররহিত), সৃষ্টি-প্রলয়কারী এবং প্রাণাদি ষোড়শ-কলার সৃষ্টিকর্ত্তা মঙ্গলময় দেবকে (প্রকাশময় ব্রহ্মকে) যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আর পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৯) "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥৬।১॥

—কোনও কবি (বিদ্বান্ব্যক্তি) স্বভাবকে (বস্তুস্বভাবকে) (জগতের কারণ) মনে করেন ; সেইরূপ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কালকে (জগতের কারণ) মনে করেন। বিষয়াকৃষ্টচিত্ত অবিবেকী লোকগণ যথাযথভাবে জানিতে পারে না। বাস্তবিক, যাহাদ্বারা এই ব্রহ্মচক্র (জগৎ) আবর্ত্তিত হইতেছে (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি চলিতেছে), তাহা দেবেরই (প্রকাশমান্ ব্রহ্মেরই) মহিমা বা মাহাত্ম্য।"

এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫০) "যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ পৃথ্যপ্ তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥৬।২॥

—যাঁহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ সর্ব্বদা আবৃত, যিনি জ্ঞ (জ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ), গুণী (অপ্রাকৃত অশেষ-কল্যাণগুণযুক্ত), সর্ব্ববিৎ এবং কালের প্রবর্ত্তক, তাঁহারই শাসনের অধীনে থাকিয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কর্ম্ম বিবর্ত্তিত (প্রাদুর্ভূত বা যথানিয়মে পরিচালিত) হইতেছে। তাঁহারই চিন্তা (উপাসনা) করিবে।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫১) "তৎকর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥৬।৩॥

—সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা বা ব্রহ্ম) সেই (পৃথিবী প্রভৃতি উৎপাদ্যবস্তুরূপ) কর্ম্ম করিয়া (পৃথিব্যাদিকে উৎপাদন করিয়া) এবং সেই সমুদয়কে ঈক্ষণ করিয়া (সেই সকল জড়বস্তুর অবস্থা-বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া) পুনরায় তাহাদের এক, দুই, তিন বা আট প্রকার দ্রব্যের সহিত এবং কাল ও অন্তঃকরণগত কামাদিগুণের সহিত তত্ত্বের তত্ত্ব (পরমার্থ-তত্ত্ব নিজের সত্তা) সংযোজিত করিয়া (অবস্থান করেন)।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫২) "আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥৬।৫॥

—যিনি সকলের আদি (কারণ), প্রাণাদি ষোড়শ-কলারহিত বলিয়া যিনি অকল, যিনি দেহ-লাভের কারণীভূত অবিদ্যারও হেতু (প্রবর্ত্তক)-স্বরূপ, যিনি ত্রিকালাতীত, যিনি বিশ্বরূপ এবং জগৎ-কারণ, স্তবনীয় এবং স্বীয়-চিত্তস্থিত সেই ব্রহ্মকে পূর্ব্বে (আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে) উপাসনা করিবে।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫৩) "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥৬।৬॥

—তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্তু (জগৎ-প্রপঞ্চ) হইতে ভিন্ন (প্রপঞ্চের অতীত), যাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে, যিনি ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়) এবং পাপ-নাশক, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি, যিনি অমৃত (মরণ-ধর্ম্মবর্জ্জিত) এবং বিশ্বধাম (বিশ্বের আধার-ভূত), তাঁহাকে জানিয়া।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫৪) "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৬।৭॥

—ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরদিগেরও পরম-মহেশ্বর (শাসনকর্ত্তা), ইন্দ্রাদি-দেবতাগণেরও পরম-দৈবত (দেবত্ব-প্রদ), প্রজাপতিদিগেরও পতি (শাসনকর্ত্তা), পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেও পরম ঈড্য (স্তবনীয়) ভুবনেশ্বরকে আমরা জানি।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৫) "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮॥

—তাঁহার কার্য্য নাই, করণও নাই। তাঁহার সমানও কিছু দৃষ্ট হয় না, তাঁহা অপেক্ষা অধিক (শ্রেষ্ঠ)ও কিছু দৃষ্ট হয় না। ইঁহার বিবিধ পরাশক্তির এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার কথাও শ্রুত হয়; ইঁহার এই শক্তি এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী।"

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কথং মহেশ্বরমিত্যাহ—ন তস্যেতি। ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া চ। বলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়-জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বং বশীকৃত্য নিয়মনম্।—তিনি মহেশ্বর কেন, 'ন তস্য'-ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলা হইতেছে। তাঁহার কার্য্য—শরীর—নাই, করণ—চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়ও—নাই। তাঁহার

সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। তাঁহার নানা প্রকার পরা শক্তির কথা শ্রুত হয়, সেই শক্তি হইতেছে ইঁহার স্বাভাবিকী। জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে। জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া হইতেছে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান-প্রবৃত্তি ; আর বলক্রিয়া হইতেছে নিজের সান্নিধ্যমাত্রেই সকলকে বশীকৃত করিয়া সকলের নিয়মন।”

অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের পরাশক্তিও হইতেছে স্বাভাবিকী, স্বীয় স্বরূপের অন্তর্ভূর্তা; অগ্নির দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির স্বরূপের অন্তর্ভূর্তা—অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যা—ব্রহ্মের পরাশক্তিও তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা। এজন্য ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই পরাশক্তির অনন্ত বৈচিত্রী আছে বলিয়াই শ্রুতিবাক্যে ইহাকে “বিবিধা” বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও এই স্বাভাবিকী পরাশক্তিরই ক্রিয়া—সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের প্রবৃত্তি, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ববিত্তা এবং সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীভূত করিয়া সকলের নিয়মন—এই সমস্তই হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির কার্য্য। এই পরাশক্তি যখন স্বাভাবিকী বলিয়া তাঁহার স্বরূপেই অবস্থিত, তখন সহজেই বুঝা যায়—ইহা বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ন্যায়, যে মায়া শক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, সেই জড়-মায়া শক্তির ন্যায়, জড়-শক্তি নহে। এই স্বাভাবিকী পরাশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা শক্তি, চিচ্ছক্তি, চেতনময়ী শক্তি, জড়-বিরোধিনী শক্তি ; এ জন্যই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। অন্য-নিরপেক্ষভাবে ইহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া থাকাতেও বুঝা যায়, ইহা চেতনাময়ী শক্তি। জড়-অচেতনা মায়াশক্তির অন্যনিরপেক্ষভাবে কার্য্য-করণ-সামর্থ্য থাকিতে পারে না।

তাঁহার কার্য্য নাই বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হইয়াছে—তাঁহার জ্ঞানবল-কার্য্য আছে। ইহাতেও বুঝা যায়—পরাশক্তির সহায়তায় করণীয় কার্য্য তাঁহার আছে ; কিন্তু কেবলমাত্র জড়-মায়াশক্তির সহায়তায় করণীয় কার্য্য তাঁহার নাই। মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসারী জীব যে সকল কার্য্য করে, সে-সকল কার্য্য তাঁহার নাই, মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া তিনি কোনও কার্য্য করেন না। ইহা দ্বারা সংসারী জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। তাঁহার করণ বা ইন্দ্রিয়াদিও নাই—এই বাক্যেও সংসারী জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার নাই। এইরূপে তাঁহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাই সূচিত হইয়াছে ; কিন্তু স্বাভাবিকী পরাশক্তির উল্লেখে এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার উল্লেখে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৬) “ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬।৯॥

—জগতে তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই, শাসনকর্ত্তা বা নিয়ন্তাও কেহ নাই। তাঁহার কোনও

লিঙ্গও (চিহ্নও) নাই। তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতিদিগেরও তিনি অধিপতি। তাঁহার জন্মদাতাও কেহ নাই, অধিপতিও কেহ নাই।"

এ-স্থলে "নৈব চ তস্য লিঙ্গম্"-বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-লিঙ্গহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"নৈব চ তস্য লিঙ্গং চিহ্নং ধূমস্থানীয়ং, যেন অনুমীয়তে।–যাহা দ্বারা কোনও বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করা যায়, তাহাকে সেই বস্তুর লিঙ্গ বলে; যেমন ধূম। ধূম দেখিয়া অনুমান করা হয়—ধূমের স্থানে অগ্নি আছে; এ-স্থলে ধূম হইতেছে অগ্নির লিঙ্গ। ব্রহ্মের এইরূপ কোনও লিঙ্গ নাই, যাহা দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে।"

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই। যদ্দ্বারা কোনও বস্তুর স্বরূপের অস্তিত্ব বা স্বরূপ-নির্ণয়ের আনুকূল্য হয়, তাহাই সেই বস্তুর লিঙ্গ। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তি, তাঁহার জ্ঞানবলক্রিয়া, তাঁহার ঈশিত্ব-বশীকরণত্ব, তাঁহার শিবত্বাদিই তাঁহার স্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া তাঁহার লিঙ্গ। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥"-এই বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মের আনন্দাদিকে তাঁহার ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। "প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্যতীত" অন্য আনন্দাদিধর্ম্ম যে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও "ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩"-বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন। "ইতরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি বৈষম্যম্। প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি ॥৩।৩।১৩-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর।" সুতরাং আনন্দাদিও ব্রহ্মের লিঙ্গই। এ-স্থলে ব্রহ্মের যে সমস্ত লিঙ্গের কথা বলা হইল, তৎসমস্ত হইতেছে অপ্রাকৃত লিঙ্গ—সুতরাং জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে। এতাদৃশ অপ্রাকৃত লিঙ্গ ব্রহ্মের আছে। সুতরাং তিনি সর্ব্ববিধ লিঙ্গহীন নহেন। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের যে লিঙ্গ নাই বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর লিঙ্গের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রাকৃত লিঙ্গ। প্রাকৃত লিঙ্গ ব্রহ্মের নাই—ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। অপ্রাকৃত লিঙ্গ যে তাঁহার আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর একটী কথাও বিবেচ্য। অগ্নির অনুমাপক ধূম অগ্নি হইতে পৃথক্ বস্তু, অগ্নির স্বরূপভূত নহে; কিন্তু ব্রহ্মের পরিচায়ক গুণাদি ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে (১।১।৫২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মের স্বরূপ-বহির্ভূত কোনও লিঙ্গ ব্রহ্মের নাই।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৭) "যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ
স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥৬।১০॥

—তন্তুনাভ (মাকড়সা) যেমন তন্তুদ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তেমনি যে এক এবং অদ্বিতীয় দেব স্বভাবতঃ (কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া) প্রধান (প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন (নাম-রূপ-কর্ম্মরূপ) তন্তুদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করেন, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মাপ্যয়—(ব্রহ্মে আশ্রয়) প্রদান করুন।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৮) "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ: সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥৬।১১॥

—সেই দেব এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের অধিবাস (আশ্রয়), সাক্ষী (সর্ব্বদ্রষ্টা), সকলের চেতন-কর্ত্তা, কেবল (নিরুপাধিক) এবং নির্গুণ (প্রাকৃত গুণহীন।"

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কেবলো নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ। —কেবল অর্থ নিরুপাধিক। নির্গুণ অর্থ সত্ত্বাদিগুণরহিত।"

এই বাক্যে "নির্গুণ"-শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হইয়াছে এবং কর্ম্মাধ্যক্ষাদি কতিপয় শব্দে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

(৫৯) "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥৬।১২॥

—যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় বহুর (বহু জীবের) নিমিত্ত এক বীজকে (বীজস্থানীয় সূক্ষ্মভূতকে) বহুভাগে বিভক্ত করেন, সেই আত্মস্থ দেবকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া জীব সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই অবস্থায় জীবসকলের ভোগায়তন দেহ থাকেনা বলিয়া তখন তাহারা কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না; এজন্য তাহাদিগকে"নিষ্ক্রিয়" বলা হইয়াছে। ভোগায়তন দেহের বীজস্বরূপ একই সূক্ষ্মভূতকে—জীবসমূহের কর্ম্মফলানুসারে তাহাদের বিভিন্ন ভোগায়তন দেহ-সৃষ্টির জন্য—পরব্রহ্ম বিভিন্নরূপে বিভক্ত করেন।

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬০) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥৬।১৩॥

—যিনি নিত্যসমূহের (জীবসমূহের) নিত্য (নিত্যতাসম্পাদক), যিনি চেতন-সমূহেরও চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং এক হইয়াও যিনি বহুর (বহু জীবের) কামসমূহ (কাম্য ভোগ্যবস্তুসমূহ) প্রদান করেন, সাংখ্যযোগগম্য সর্ব্বকারণ সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।'

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬১) "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৬।১৪॥

—তাঁহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশ পায়না, এই বিদ্যুৎসমূহও

প্রকাশ পায়না, এই অগ্নির কথা আর কি বলা যায়। তিনি প্রকাশমান্ বলিয়াই অপর সকলে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল বস্তু দীপ্তি পাইয়া থাকে।”

ব্রহ্মকেই সর্ব্বপ্রকাশক বলাতে এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৬২)। “একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৬।১৫॥

—এই ভুবনের মধ্যে একই হংস (পরমাত্মা) সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনিই সলিলে (দেহে) সন্নিবিষ্ট অগ্নিতুল্য (অবিদ্যার ও তৎকার্য্যের দাহক)। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই।”

“হংস”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“একঃ পরমাত্মা হন্ত্যবিদ্যাদিবন্ধকারণমিতি হংসঃ।—জীবের বন্ধনের কারণ অবিদ্যাদিকে ধ্বংস করেন বলিয়া পরমাত্মাকে ‘হংস’ বলা হয়।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৩) “স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥৬।১৬॥

—তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিৎ, আত্মযোনি (আত্মাও বটেন এবং সর্ব্বকারণও বটেন), জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ), কালকার (কালের নিয়ন্তা), গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত), সর্ব্ববিৎ। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পতি (নিয়ামক), মায়িক-গুণত্রয়ের অধীশ্বর এবং সংসার-স্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি এবং বন্ধনের হেতুভূত।”

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“গুণী অপহতপাপ্মত্বাদিমান্ (অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আছে যাঁহার)। গুণেশঃ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামধীশঃ—(গুণেশ অর্থ-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিন গুণের অধীশ্বর)।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৪) “স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যত ঈশনায় ॥৬।১৭॥

—তিনি তন্ময় (অর্থাৎ বিশ্বময়-বিশ্বাত্মা, অথবা জ্যোতির্ম্ময়), অমৃত (মরণ-ধর্ম্ম-রহিত), ঈশ-সংস্থিত (স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত), সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত এবং এই জগতের পালন-কর্ত্তা। যিনি সর্ব্বদা এই জগতের শাসন করিতেছেন; তাঁহা ব্যতীত অপর কোনও শাসন-কর্ত্তা নাই।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

(৬৫) “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥৬।১৮॥

—সৃষ্টির আদিতে যিনি (চতুর্ম্মুখ) ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি ব্রহ্মাকে বেদবিদ্যা

প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে (বা কৃপায়) আত্মবিষয়িণী (ব্রহ্মবিষয়িণী) বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে, মুক্তিলাভের ইচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৬) “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥৬।১৯॥

—যিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, এবং নিরঞ্জন, যিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পরে মুক্তি লাভের পক্ষে সেতুস্বরূপ এবং যিনি দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় (কাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া গেলে ধূমাদি সম্পর্কশূন্য অগ্নির ন্যায়) সমুজ্জ্বল (আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি)।”

পূর্ব্ববাক্যের সহিত এই বাক্যের অন্বয়। পূর্ব্ববাক্যে যাঁহার শরণ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, এই বাক্যে তাঁহার আরও কয়েকটী লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে।

সংসারী জীবই মোক্ষলাভের আশায় ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। শরণীয় ব্রহ্ম যে শরণার্থী সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। “নিষ্কলম্”-ইত্যাদি লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে।

নিষ্কলম্—কলারহিত। কিন্তু কলা কাহাকে বলে? প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলার কথা আছে। সেই স্থলে--প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্যবস্তু), বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম, (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোক প্রভৃতি) ও নাম— এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে ‘কলা’-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোলটী বস্তুকেও ষোড়শ কলা বলা হয়। “ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি ··অথবা প্রশ্নোপনিষদি ‘যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি’ ইত্যারভ্য ‘স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্’ ইত্যাদিনা প্রোক্তা নামান্তাঃ ষোড়শকলাঃ।—শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ॥১।৪॥-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর।” এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ হইতেই জানা যায়—কলা-বাচ্য ষোলটী বস্তুই হইতেছে প্রাকৃত-সৃষ্টবস্তু। ব্রহ্মে এই সমস্ত কলা নাই বলিয়া তাঁহাকে “নিষ্কল” বলা হইয়াছে। সংসারী জীবে এই সমস্ত কলা আছে। এইরূপে দেখা গেল—কলা-বিষয়ে সংসারী জীব হইতে শরণীয় ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান।

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ—কলা অর্থ অবয়ব; এই অবয়ব নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, তাহা নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব।” উল্লিখিত সৃষ্ট কলাসমূহ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন বলিয়া বলা যায়—তাহারা ব্রহ্ম হইতেই নির্গত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম কিরূপে নিরবয়ব হইতে পারেন? উল্লিখিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত দেহেরই অংশ; এতাদৃশ কলাযুক্ত দেহ বা অবয়ব নাই যাঁহার, তাঁহাকেও

নিরবয়ব (নিষ্কল) বলা যায়। ইহাই যদি শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—ব্রহ্মের প্রাকৃত অবয়ব নাই। ইহাতে আপত্তির কিছু নাই।

কলা-শব্দের একটী অর্থ হয়—অংশ। প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অংশমাত্রই হয় সেই বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন, যেমন টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর খণ্ড। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বব্যাপক—বলিয়া তাঁহার এই জাতীয়—টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ—অংশ থাকিতে পারে না। নিষ্কলম্ - নিরংশম্—শব্দে তাহাও বলা হইতে পারে। ইহাতেও পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। অথবা, ব্রহ্ম যে অপরিচ্ছিন্ন—সংসারী জীবের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহেন—নিষ্কলম্-শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

নিষ্ক্রিয়ম্—ক্রিয়াহীন। এ-স্থলেও প্রাকৃত জীবের ন্যায় ক্রিয়া বা কর্ম্ম যে তাঁহার নাই, তাহাই সূচিত হইয়াছে। মায়ার বশীভূত হইয়াই সংসারী জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। ব্রহ্ম মায়াধীশ বলিয়া মায়াবশ্যতা তাঁহার নাই, সুতরাং মায়াবশ্যতাজনিত কর্ম্মও তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্মহীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মার মধ্যে বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।" এ-সমস্তও ব্রহ্মের কর্ম্ম। ব্রহ্ম যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপ কার্য্যের কর্ত্তা, সমস্তের নিয়ন্তা, জগতের পালন-কর্ত্তা—এ-সমস্তও আলোচ্য বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে। তাঁহার "জ্ঞানবল-ক্রিয়ার" কথাও এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির আলোচ্য অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবেই "নিষ্ক্রিয়"—ইহা বলা যায় না। এস্থলে প্রাকৃত কর্ম্ম মাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার যে অপ্রাকৃত দিব্য কর্ম্ম আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্।"

শান্তম্—অচঞ্চল। মায়িক রাগ-দ্বেষাদি-জনিত চঞ্চলতা তাঁহার নাই। ইহাতেও সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য দর্শিত হইয়াছে। শান্তম্-শব্দে ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বও সূচিত হইতে পারে। ব্রহ্ম স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও নির্ব্বিকার থাকেন।

নিরবদ্যম্—অনিন্দনীয়। মায়াবশ্যতাই এবং মায়িক গুণই নিন্দনীয়। ব্রহ্মের এ-সমস্ত নাই বলিয়া তিনি অনিন্দনীয়।

নিরঞ্জনম্—নির্লেপ, মায়াস্পর্শশূন্য। মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও ব্রহ্ম জীবের দোষাদির সহিত স্পর্শহীন থাকেন। সংসারী জীবের কর্ম্মেও তিনি নির্লিপ্ত থাকেন।

এইরূপ দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহের অনুবৃত্তিই হইতেছে এই বাক্যটী। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়া এই বাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের বিশেষত্ব থাকিলেও প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই। তাঁহার সমস্ত বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহাই আলোচ্য বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

উপসংহার। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সমুজ্জ্বল

ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, জগতের পালয়িতা, জগতের পরিবেষ্টিতা, বহুশক্তিযোগে সৃষ্টিকর্ত্তা, সমস্ত জগতের শাসনকর্ত্তা, মায়ার নিয়ন্তা, প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি, সকলের প্রভু ও বশীকর্ত্তা, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, বিশ্ববিৎ, ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর-সমূহের পরম-মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দৈবত, সকলের অভীষ্ট-দাতা, মহদ্‌যশা, মঙ্গলস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি, ভগেশ, মায়েশ, মহামহিম, তদ্‌বিষয়ক-জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে প্রসাদ-কর্ত্তা, বরদ, নিগ্রহকর্ত্তা, গুণেশ, অপ্রাকৃত গুণে গুণী, প্রাকৃত-গুণ-বিষয়ে নির্গুণ, লোকপতিদিগেরও পতি, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা, বিদ্যাবিদ্যার নিয়ন্তা, ব্রহ্মের বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া আছে, ইত্যাদি বহু সবিশেষত্ব-সূচক উক্তি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দৃষ্ট হয়।

আবার ব্রহ্মের যে প্রাকৃত দেহ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, প্রাকৃত কর্ম্ম নাই, প্রাকৃত গুণ নাই—এ সকল কথা এবং সংসারী জীব হইতে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতেও তাঁহার বৈলক্ষণ্য-সূচক অনেক কথাও এই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

এই রূপে এই শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার বহু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব-আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম—সবিশেষ।

৩৭। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "ওঁম্ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি॥ নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ॥ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে॥ নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে॥ নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে॥ নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে॥ নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি॥ নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে॥ নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে॥ নারায়ণে প্রলীয়ন্তে॥ এতদ্‌ঋগ্বেদশিরোঽধীতে॥১॥
—পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন—প্রজা সৃষ্টি করিব। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, রূদ্র, ইন্দ্র উৎপন্ন হইল। নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, দ্বাদশাদিত্য, রুদ্রসমূহ এবং সমস্ত ছন্দ (বেদ) উৎপন্ন হইল। নারায়ণ হইতেই সকলের উদ্ভব, নারায়ণ হইতেই সকলের প্রবর্ত্তন এবং নারায়ণেই সকল লয়প্রাপ্ত হয়। ঋগ্‌বেদ্‌শিরঃ এইরূপ বলেন।"

এই বাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২) "অথ নিত্যো নারায়ণঃ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ॥ বিশ্বশ্চ নারায়ণঃ॥ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ॥ ঊর্দ্ধং চ নারায়ণঃ॥ অধশ্চ নারায়ণঃ॥ অন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্॥ নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো

নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ ॥ য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ য এতদ্ যজুর্ব্বেদশিরোঽধীতে ॥২॥

—নারায়ণ নিত্য। ব্রহ্মা নারায়ণ। শিবও নারায়ণ। ইন্দ্রও নারায়ণ। কালও নারায়ণ। বিশ্বও নারায়ণ। দিক্ সমূহও নারায়ণ। ঊর্দ্ধও নারায়ণ। অধঃও নারায়ণ। অন্তর্ব্বহিও নারায়ণ। যাহা অতীত এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এই সমস্তই নারায়ণ। নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকল্প, নিরাখ্যাত, শুদ্ধ দেব এক-নারায়ণই, দ্বিতীয় কেহ নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনি বিষ্ণুই হয়েন। যজুর্ব্বেদশিরঃ এই রূপ বলেন।"

পরব্রহ্মই যে সমস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং পরব্রহ্ম যে সর্ব্বাত্মক—তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। "নিষ্কলঙ্ক" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

ইহার পরে তৃতীয় বাক্যে সামবেদোক্ত নারায়ণের অষ্টাক্ষর-মন্ত্রোপাসনার কথা এবং উপাসনার ফলের কথা বলা হইয়াছে।

(৩) নারায়ণের অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের বিবরণ দেওয়ার পরে বলা হইয়াছে—

"ওঁম্ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি ॥ তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্ ॥ তস্মাত্তড়িতাভমাত্রম্ ॥ ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ॥ ব্রহ্মণ্যো পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি ॥ সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরংব্রহ্ম ওম্ ॥ এতদথর্ব্বশিরোযোঽধীতে ॥৪॥

—'ওঁং নমো নারায়ণায়'—ইত্যাদি অষ্টাক্ষর মন্ত্রোপাসক বৈকুণ্ঠভুবনে গমন করিবেন। সেই বৈকুণ্ঠভুবন বিজ্ঞানঘন পুণ্ডরীক (পদ্মাকৃতি), তজ্জন্য তড়িতাভমাত্র। ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র, ব্রহ্মণ্য মধুসূদন, ব্রহ্মণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্রহ্মণ্য বিষ্ণু, অচ্যুত-ইতি। একই নারায়ণ সর্ব্বভূতে অবস্থিত; তিনিই কারণ-পুরুষ, স্বয়ং অকারণ (কারণ নাই যাঁহার), তিনি প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম। অথর্ব্বশিরঃ এইরূপ বলেন।"

এই শ্রুতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে যে নারায়ণকে জগৎ-কারণ এবং সর্ব্বাত্মক বলা হইয়াছে, তিনি যে দেবকীপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ), এই শেষ বাক্যে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু, অচ্যুত—এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে মাধব, কেশব, গোবিন্দ, মধুসূদন, জনার্দ্দন, বিষ্ণু, হরি, পুরুষোত্তম, হৃষীকেশ, বার্ষ্ণেয় ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গোপালপূর্ব্ব-তাপনী-শ্রুতিতেও শ্রীকৃষ্ণকে কেশব, নারায়ণ, জনার্দ্দন, মাধব-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দেবকীপুত্রই যে ওঙ্কারবাচ্য পরব্রহ্ম, তাহাও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। "সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণম্"-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে।

এই নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ হইতে জানা গেল—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদও অথর্ব্ববেদ—

এই বেদচতুষ্টয়ের যে-যে-স্থলে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে-সে-স্থলে উল্লিখিত "নারায়ণ" হইতেছেন "দেবকীপুত্র" ; পরব্যোমাধিপতি নহেন ; কেননা, পরব্যোমাধিপতি "দেবকীপুত্র" নহেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১।৪।১) পরব্রহ্মকে "পুরুষবিধঃ" বলা হইয়াছে। "পুরুষবিধঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণ পুরুষ।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বহুস্থলে ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে (শ্বেতাশ্বতরের ৩।৮, ৩।৯, ৩।১২, ৩।১৩, ৩।১৪, ৩।১৫, ৩।১৯-বাক্য দ্রষ্টব্য)। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদেও ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম "দেবকীপুত্র"-এই কথা হইতে পরিষ্কার ভাবেই তাঁহার পুরুষাকারত্ব বুঝা যাইতেছে ; তিনি কর-চরণ-মস্তকাদি-লক্ষণ।

এই পরব্রহ্ম দেবকীপুত্রের ধামের কথাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। তাঁহার ধামের নাম "বৈকুণ্ঠভুবন।" শ্রীপাদজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদের আলোচ্য বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে-স্থলে "বৈকুণ্ঠভুবনম্"-স্থলে "বৈকুণ্ঠবনলোকম্" পাঠ দৃষ্ট হয়। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১০৮ অনুচ্ছেদ॥)। এই পাঠান্তর হইতে বুঝা যায়—"বৈকুণ্ঠভুবন" এবং "বৈকুণ্ঠবনলোক" একই ধাম। কৃষ্ণোপনিষদে লিখিত আছে—"গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্॥৯॥" গোকুলের বা বৃন্দাবনেরই নামান্তর হইতেছে—বনবৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠবনলোক। গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ইহা হইতেও জানা গেল—নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে উল্লিখিত "বৈকুণ্ঠভুবন বা বৈকুণ্ঠলোক" হইতেছে "গোকুল বা বৃন্দাবন।" ইহা হইতেও বুঝা যায়—এই উপনিষদে কথিত বৈকুণ্ঠভুবনের বা বৈকুণ্ঠবনলোকের অধিপতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। "দেবকীপুত্র"-শব্দে শ্রুতি তাহাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

এই বৈকুণ্ঠভুবন যে প্রাকৃত নহে, পরন্তু চিন্ময়, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন—"তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্" বাক্যে। "বিজ্ঞানঘন—জ্ঞানঘন, চিদ্ঘন।" পরব্রহ্ম দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্ময় ধামেই বিলসিত। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে "স্বে মহিম্নি ॥৭।২৪।১॥"-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। চিদ্বস্তু মাত্রই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি।

উপসংহার। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম জগৎ-কর্ত্তা, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বভূতে অবস্থিত। এই পরব্রহ্ম হইতেছেন বনবৈকুণ্ঠ (গোকুল)-বিহারী দেবকীপুত্র। যশোদারও একটী নাম আছে দেবকী ; এ-স্থলে দেবকীপুত্র-শব্দে যশোদানন্দনই লক্ষিত হইয়াছে। কেননা, যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণই গোকুল-বিহারী। এই দেবকীপুত্র (যশোদাতনয়) শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—পুরুষাকার—কর-চরণ-মস্তকাদি লক্ষণ। পূর্ব্বোদ্ধৃত অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে যাঁহার সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং "পুরুষবিধ" "পুরুষ"-প্রভৃতি-শব্দে যাঁহার সবিশেষত্বের একটা বৈশিষ্ট্যেরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সবিশেষত্ব যে বিগ্রহাকারত্বে পর্য্যবসিত, আলোচ্য শ্রুতি হইতে তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল।

এই পরব্রহ্মের চিন্ময় ধামের কথাও আলোচ্য শ্রুতি হইতে জানা গেল।

৩৮। কৃষ্ণোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্॥১২॥

—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শাশ্বত ব্রহ্ম।"

(২) "স্তবতে সততং যস্তু সোঽবতীর্ণো মহীতলে। বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপী-সুরৈঃ সহ" ॥৭॥

—যিনি সতত স্তুত হয়েন, তিনি মহীতলে অবতীর্ণ। গোপ-গোপী-সুরগণের সহিত তিনি বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন।"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার ধাম বৃন্দাবনে তিনি যে গোপ-গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন, তাহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

(৩) "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ॥৯॥

—গোকুল হইতেছে বনবৈকুণ্ঠ। তত্রত্য বৃক্ষগণ হইতেছেন তাপসতুল্য।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথা বলা হইল।

(৪) "যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী ॥২॥

—যিনি নন্দ, তিনি পরমানন্দ। যশোদা মুক্তিগেহিনী।"

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকরের কথা বলা হইয়াছে।

উপসংহার। কৃষ্ণোপনিষৎ হইতে জানা গেল--শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, বৃন্দাবন বা গোকুল তাঁহার ধাম। এই ধামে তিনি গোপ-গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

নারায়ণাথর্ব্বশিরউনিষদে যে দেবকীপুত্রের কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণোপনিষদেও তাঁহার কথাই এবং তাঁহার লীলার কথাও এবং পরিকরের কথাও বলা হইয়াছে।

৩৯। গোপালপূর্ব্বতাপনী উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "ওঁং কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥১॥

—কৃষ্ হইতেছে ভূ-বাচক (সত্তাবাচক) শব্দ; আর ণ হইতেছে নির্বৃতি (আনন্দ)-বাচক শব্দ। এই উভয়ের ঐক্যে পরব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলা হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম এবং তিনি যে সচ্চিদানন্দ, তাহাই এই বাক্যে বলা হইল।

(২) "ওঁং সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

—সচ্চিানন্দ-বিগ্রহ, অক্লিষ্টকর্ম্মা, বেদান্তবেদ্য, গুরু এবং বুদ্ধিসাক্ষী কৃষ্ণকে নমস্কার।"

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই যে পরব্রহ্ম, বেদান্তবেদ্য-শব্দে তাহাও বলা হইয়াছে।

(৩) "ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং ভাতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তদু হোবাচ-ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্ জ্ঞাতং ভবতি স্বাহেদং সংসরতীতি ॥১।১॥

—সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে পরম দেব ? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয় ? কাহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় ? কাহা কর্তৃক এই বিশ্ব উৎপন্ন হয় বা স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় ?' এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—'কৃষ্ণই পরম-দেবতা। গোবিন্দ হইতেই মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে। গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই (গোপীজন-বল্লভকে জানিতে পারিলেই) সমস্ত বিজ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়। স্বাহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন (বা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত) হয়।"

"ব্রহ্মাণমূচুঃ"-স্থলে "ব্রাহ্মণমূচুঃ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই। ব্রহ্মবিৎ বলিয়া ব্রহ্মাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১।২ বাক্যের "হিরণ্যগর্ভঃ"-শব্দ হইতেই জানা যায়—এ-স্থলে ব্রহ্মাই লক্ষ্য।

যাঁহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনিই যে পরব্রহ্ম—ইহা প্রায় সমস্ত শ্রুতিই বলেন। এই শ্রুতিবাক্যে গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণের জ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়—এ কথা বলাতে তিনিই যে পরব্রহ্ম, তাহাই বলা হইল। তাঁহার সবিশেষত্বের কথাও বলা হইল।

(৪) "তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং বাহহো তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি। তদু হোবাচ হৈরণ্যো—গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি।—সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্। চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥ ইতি ॥১।২॥

—সনকাদি মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি প্রকার ? তাঁহার রসন কি ? তাঁহার ভজনই বা কি ? আমরা এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের নিকটে এই সমস্ত প্রকাশ করুন।' তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিলেন—(প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপের কথা বলিতেছেন)—'তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন গোপবেশ, অভ্রাভ (সজল-জলদের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত), তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং তিনি কল্পদ্রুমাশ্রিত। এই বিষয়ে শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। যথা—যাঁহার নয়নদ্বয় সুশোভন পদ্মের তুল্য, যাঁহার কান্তি মেঘের তুল্য, যাঁহার পরিধেয় বসন বিদ্যুতের তুল্য (পীতবর্ণ), যিনি দ্বিভুজ, যিনি জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, যিনি বনমালী এবং ঈশ্বর, যিনি গোপ-গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক পরিবৃত, কল্পবৃক্ষের তলে যাঁহার আশ্রয়, যিনি দিব্যালঙ্কারের দ্বারা ভূষিত, যিনি রত্নপঙ্কজের মধ্যভাগে অবস্থিত, যমুনা-সলিল-স্পর্শী বায়ু নিরন্তর যাঁহার সেবা করে, চিত্তের দ্বারা যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হয়েন।"

ইহার পরে ব্রহ্মা রসন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে "গোপ-গোপাঙ্গনাবীতম্"-স্থলে "গোপ-গোপীগবাবীতম্—গোপ-গোপী এবং গো-সমূহ দ্বারা পরিবৃত"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

(৫) "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥১।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) এবং সকলের বশীকর্ত্তা; তিনি সর্ব্বগ এবং সকলের স্তবনীয়। এক হইয়াও তিনি বহুরূপে (বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে) আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি পীঠস্থিত এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ভজন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১২ বাক্যেও ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। ১।২।৩৬ (৫৯) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৬) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥১।৫॥

—যিনি নিত্যসমূহেরও নিত্য (নিত্যতা-প্রদ), যিনি চেতনসমূহেরও চেতন (চেতনা-বিধায়ক), যিনি এক হইয়াও বহুর কামনা পূরণ করিতেছেন, পীঠস্থ তাঁহাকে যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়, অপরের হয় না।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১৩-বাক্যেও অনুরূপ কথা দৃষ্ট হয়। ১।২।৩৬ (৬০)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৭) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥১।৫॥

—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদবিদ্যা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষুগণ সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবেন।"

"আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্"-স্থলে "আত্মবৃত্তিপ্রকাশম্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—স্ব-স্বরূপ-প্রকাশম্। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশকত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১৮ বাক্যেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।১।২।৩৬(৬৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৮) "ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥
তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনে
সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥১।৮॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অতএব বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অশেষ-লোভাদিসঙ্গ-রহিত যাহার পদ (ধাম), তাহাই পঞ্চপদাখ্য (অষ্টাদশাক্ষর) মন্ত্র। তাহাই বাসুদেব (বাসুদেবাত্মক)। সেই বাসুদেব

হইতে ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। বৃন্দাবনে সুরদ্রুমতলে আসীন পঞ্চপদাত্মক (অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রাত্মক) এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দদেবের—মরুদ্‌গণের সহিত আমি—পরমস্তুতিদ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি।"

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুলের (বৃন্দাবনের) প্রাকৃতদোষবর্জ্জিতত্ব এবং বাসুদেবাত্মকত্ব (চিন্ময়ত্ব) এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

এই শ্রুতিবাক্যে 'বিশুদ্ধম্'-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ধামের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রুতি-প্রোক্ত লক্ষণগুলি আলোচিত হইতেছে।

বিশুদ্ধম্—প্রাকৃত বস্তুমাত্রই জড়মিশ্রিত বলিয়া অশুদ্ধ। ভগবদ্ধাম জড়বিবর্জ্জিত বলিয়া বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিনটী বৃত্তিযুক্ত স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। ভগবদ্ধাম এইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক।

বিমলম্—অবিদ্যাজনিত মলিনতাহীন। চিন্ময়।

বিশোকম্—শোকরহিত। মায়া হইতেই জীবের শোকাদি। ভগবদ্ধাম মায়াবর্জ্জিত বলিয়া তাহাতে শোকাদির অভাব।

অশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্—লোভ-মোহাদি মায়াজনিত বিকার ভগদ্ধামে নাই।

তদেব স বাসুদেবঃ—এই বাক্যে সেই ভগবদ্ধামকেই বাসুদেব অর্থাৎ বাসুদেবাত্মক বলা হইয়াছে। ভগবদ্ধাম যে ভগবানেরই স্বরূপভূত—তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে "স্বে মহিম্নি"-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—তিনি দ্বিভুজ (১।২-বাক্য), সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। বৃহদারণ্যকের "পুরুষবিধঃ" এবং শ্বেতাশ্বতরের "পুরুষ"-শব্দে পরব্রহ্মের যে পুরুষাকারের কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইল তাহা দ্বিভুজ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিভুজ বিগ্রহ যে প্রাকৃত নহে, "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ"-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। তাঁহার বিগ্রহ বা দেহ "সচ্চিদানন্দঘন—চিদ্‌ঘন বা আনন্দঘন।" তাঁহার কর-চরণাদি সমস্তই চিদ্‌ঘন বা আনন্দঘন। "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ"-শব্দে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বিগ্রহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। বিগ্রহও তাঁহার স্বরূপভূত।

শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলা সত্ত্বেও তাঁহাকে আবার' 'সর্ব্বগঃ" বলা হইয়াছে—১।৫-বাক্যে। আবার পরবর্ত্তী ২।১-বাক্যে তাঁহাকে "বিশ্বরূপ" এবং "বিশ্ব" বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং সর্ব্বাত্মকত্বও সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২।৯-বাক্যে তাঁহাকে "অদ্বিতীয়" এবং "মহান্" বলা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধভেদশূন্য সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব। সুতরাং তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইলেও যে পরিচ্ছিন্ন নহেন, পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানমাত্র, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, ইহাই যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহাই বুঝা যাইতেছে।

(৯) "ওঁং নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।১॥

—ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে বলিলেন—যিনি বিশ্বরূপ (বিশ্বগত সমস্ত বস্তুরূপী), যিনি বিশ্বের (সৃষ্টি)-স্থিতি-লয়ের হেতু, যিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব (বিশ্বাত্মক), সেই গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।"

(১০) "নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।২॥

—বিজ্ঞানরূপ, পরমানন্দরূপ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।"

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যে বিজ্ঞাঘন, পরমানন্দঘন-এ-স্থলেও তাহা বলা হইল। তিনি যে গোপীজনবল্লভ—গোপীদের সহিত লীলাবিলাসী, তাহাও বলা হইল।

(১১) "নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥২।৩॥

—পদ্মপলাশ-লোচন, পদ্মমালাধারী, পদ্মনাভ, কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার।"

(১২) "বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।৪॥

ময়ূরপুচ্ছ-বিভূষিত-মস্তক, মনোরম (রাম), কুণ্ঠাহীন-মেধাবিশিষ্ট, রমার মানস-হংসসদৃশ গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।"

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরী-দিগকে শ্রী বা লক্ষ্মী বলা হইয়াছে। কমলা, রমা প্রভৃতি শব্দেও লক্ষ্মী বুঝায়। আলোচ্য স্তুতিবাক্য-গুলিতে "কমলাপতি", "রমাপতি"-প্রভৃতি-শব্দও গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। এ-স্থলে "কমলা" "রমা" প্রভৃতি শব্দ গোপীবাচক।

(১৩) "কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥২।৫॥

—কংসাসুরের বংশবিনাশকারী, কেশি-চানূরাদি দৈত্যহন্তা, বৃষভধ্বজ-মহাদেবের বন্দনীয় এবং পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।"

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার কথা বলা হইয়াছে।

(১৪) "বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥২।৬॥

— সতত বেণুবাদন-পরায়ণ, কালীয়নাগ-পরাজয়ী, যমুনাতীরে লীলাবিলাসের জন্য উৎসুক, এবং চলৎ-কুণ্ডলধারী গোপালকে (নমস্কার)।"

(১৫) "বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৭॥

—যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গোপাঙ্গনাদিগের নয়নরূপ কমল মালারূপে বিরাজিত, যিনি নৃত্যপরায়ণ এবং যিনি প্রণত-প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার।"

(১৬) "নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥২।৮॥

—যিনি পাপ-বিনাশক, যিনি গোবর্দ্ধনধারী, যিনি পূতনার এবং তৃণাবর্ত্তের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।"

(১৭) "নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৯॥

—যিনি নিষ্কল (নির্ম্মল), যিনি মোহবর্জ্জিত, যিনি শুদ্ধ এবং যিনি অশুদ্ধের বৈরী, যিনি অদ্বিতীয় এবং মহান্, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার "

(১৮) "প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥২।১০॥

—হে পরমানন্দ ! হে পরমেশ্বর ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি আধিব্যাধিরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট (দংশনপ্রাপ্ত) হইয়াছি। হে প্রভো ! আমাকে উদ্ধার কর।"

(১৯) 'শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥২।১১॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে রুক্মিণীকান্ত ! হে গোপীজন-মনোহর ! হে জগদ্‌গুরো ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর।"

(২০) "কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥২।১২॥

—হে কেশব ! হে ক্লেশনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দ্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আমাকে উদ্ধার কর।"

নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদেও পরব্রহ্ম দেবকীপুত্রকে মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু এবং অচ্যুত বলা হইয়াছে।

উপসংহার। গোপাল-পূর্ব্বতাপনী উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ; যেহেতু, তাঁহার বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়। তিনি দ্বিভুজ—নরাকৃতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে "পুরুষবিধঃ" বলা হইয়াছে এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বহুস্থলে যে ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে, তিনি যে দ্বিভুজ—নরাকৃতি, গোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতিতে

তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। তাঁহার বিগ্রহই হইতেছে তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার বিগ্রহ নরাকৃতি হইলেও প্রাকৃত নহে। আবার, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহেন, পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানমাত্র, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। কেননা, এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভকেই "সর্ব্বগ", "বিশ্বরূপ", "বিশ্ব", "অদ্বিতীয়", "মহান্" এবং "নিষ্কল" বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সর্ব্ববিধ ভেদরাহিত্যই সূচিত হইয়াছে।

এই দ্বিভুজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—গোপবেশ এবং গোপ-গোপাঙ্গনাদ্বারা এবং গো-সমূহদ্বারা পরিবৃত, তিনি গোপাল—গোচারণরত। ইহাদ্বারা তাঁহার গোপ-লীলত্বই সূচিত হইতেছে। তিনি গোপীজন-মনোহর, গোপীজনবল্লভ—ইহাদ্বারা তাঁহার নরলীলত্বও সূচিত হইতেছে।

আলোচ্য-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষাদির এবং প্রকট ও অপ্রকট-উভয়বিধ লীলার কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" ইত্যাদি বাক্যে গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি ইহাও জানাইয়াছেন যে, দ্বিভুজ নরাকৃতি গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহুরূপে—বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে—আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত এবং এই বহু ভগবৎ-স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়াও তিনি এক ; অর্থাৎ একমূর্ত্তিতেই তিনি বহুমূর্ত্তি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ॥২।২০।১৪৪॥ একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥ একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥ ২।২০।১৩৭॥" একই মূর্ত্তিতে যেমন তিনি বহুমূর্ত্তি, তেমনি আবার বহুমূর্ত্তিতেও তিনি এক মূর্ত্তি। তাই অক্রূরোক্তিতে দৃষ্ট হয়-"বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা ১০।৪০।৭॥" ইহাদ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিই সূচিত হইয়াছে।

তাঁহার ধামের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে তাঁহার ধাম। নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ-উপনিষদে যাহাকে "বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠবনলোক" এবং কৃষ্ণোপনিষদে যাহাকে "গোকুল বনবৈকুণ্ঠ" এবং "বৃন্দাবন" বলা হইয়াছে, গোপালপূর্ব্বতাপনীতে তাহাকেই "বৃন্দাবন" বলা হইয়াছে। এই ধাম যে প্রাকৃত নহে, পরন্তু বাসুদেবাত্মক, প্রাকৃত-বিলক্ষণ, তাহাও এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। এই ধামকে "বাসুদেবাত্মক" বলাতে, ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-শ্রুতির "স্বে মহিম্নি" ইত্যাদি বাক্যেও ধামের স্বরূপভূততা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত"-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার দ্বারকাবিলাসিত্বও সূচিত হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতির ন্যায় এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুত্বের কথাও বলা হইয়াছে। বিবিধ-কল্যাণগুণাকরত্বের কথাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪০। গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে। উবাচ তাঃ কৃষ্ণমনুঃ। কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি দুর্ব্বাসসেতি। কথং যাস্যামোহতীর্ত্ব্বা জলং যমুনায়াঃ, যতঃ শ্রেয়ো ভবতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীত্যুক্ত্বা মার্গং বো দাস্যত্যুত্তানা ভবতি। যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধা ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতী ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি ॥১॥

—এক সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণসমীপে রাত্রি যাপন করিয়া পরমেশ্বর গোপাল কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে (বক্ষ্যমাণক্রমে) বলিয়াছিলেন। ব্রজস্ত্রীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দুর্ব্বাসা মুনিকে। ব্রজস্ত্রীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—অক্ষোভ্য যমুনাজল উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কিরূপে মুনির নিকটে গমন করিব, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই কথা বলিয়া যমুনার মধ্যে গমন করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। আমাকে স্মরণ করিলে অগাধা নদীও গাধা (অল্পজলা) হয়; আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্র হয়; আমাকে স্মরণ করিলে অব্রতীও ব্রতী হয়; আমাকে স্মরণ করিলে সকাম ব্যক্তিও নিষ্কাম হয়; আমাকে স্মরণ করিলে অশ্রোত্রিয়ও শ্রোত্রিয় হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর এবং গোপাল (গোপলীল), এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা গেল।

(২) "তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য্য। কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দুর্ব্বাশনো মুনিঃ। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনুকৃত্বা তূষ্ণীমাস্থুঃ ॥১॥

—(ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্ষীরময় ও ঘৃতময় মিষ্টতম দ্রব্যাদি ভোজন করাইলেন। মুনি তৎসমস্ত ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমরা কিরূপে যমুনা উত্তীর্ণ হইব? তাঁহাদের কথা শুনিয়া দুর্ব্বাসা বলিলেন—দুর্ব্বাভোজী বা নিরাহার আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন। তখন) সেই ব্রজস্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী নাম্নী ব্রজস্ত্রী তাঁহাদের সহিত বিচার (পরামর্শ) করিয়া দুর্ব্বাসা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হয়েন এবং কিরূপেই বা মুনি দুর্ব্বাশন (দুর্ব্বা-ভোজী, বা দূরে অশন যাঁহার, নিরাহার) হয়েন?' অপর ব্রজস্ত্রীগণ গান্ধর্ব্বীকে নিজেদের মধ্যে মুখ্যা বা প্রধানা করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া দিলেন, নিজেরা তাঁহার পশ্চাদ্দেশে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পরিকর এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বা প্রধানা হইতেছেন গান্ধর্ব্বী। গান্ধর্ব্বী শ্রীরাধারই একটি নাম। (১।১।১৪৬ -অনু-

চ্ছেদে প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রিযাপন করেন—ইহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মচারী, তাহাও জানা গেল।

ব্রজস্ত্রীগণের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন এবং ব্রজস্ত্রীগণের প্রদত্ত মিষ্টান্নাদি আহার করিয়াও দুর্ব্বাসা কিরূপে কেবলমাত্র দুর্ব্বাভোজী বা নিরাহার হইতে পারেন, দুর্ব্বাসা পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে তাঁহাদিগকে তাহা জানাইয়াছেন।

(৩) "অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়কারণং ভবতি ॥৬॥
—(দুর্ব্বাসা ঋষি ব্রজস্ত্রীগণকে বলিতেছেন) এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ, তিনিই সমষ্টি-ব্যষ্টি রূপ শরীরদ্বয়ের (উপলক্ষণে, সমস্ত কার্য্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের) কারণ।"

এ-স্থলে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের জগৎ-কারণত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) "যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥৭॥
—যাঁহাতে (যে শ্রীকৃষ্ণে) মায়ার বৃত্তিরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা আছে বলিয়া জানিনা, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন এবং যিনি বিদ্যাময় (মহাবিদ্যা-চিচ্ছক্তিপ্রাচুর্য্যময়), তিনি কেন বিষয়ী হইবেন ?"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বতোভাবে মায়াতীত এবং চিচ্ছক্তি-প্রাচুর্য্যময়, তাহাই এই শ্রুতি-বাক্যে বলা হইল। মায়ার প্রভাবেই জীব বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। তিনি মায়াতীত বলিয়া প্রাকৃত জীবের ন্যায় বিষয়-লালসা তাঁহার নাই। গোপীজনবল্লভ হইয়াও তিনি যে ভোগ-লালসা-হীন, তাহাই এস্থলে সূচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কেন বিষয়ী নহেন, পরবর্ত্তী বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

(৫) "যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতীতি। জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্। যোঽসৌ সূর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য তিষ্ঠতি ভূতানি চ বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতীতি ॥৮॥

("সূর্য্যে-"স্থলে "সৌর্য্যে," "গোপান্ পালয়তি"-স্থলে "গাঃ পালয়তি" এবং "সর্ব্বেষু দেবেষু"-স্থলে 'সর্ব্বেষু বেদেষু—" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়)।

—ঋষি দুর্ব্বাসা ব্রজস্ত্রীগণকে বলিলেন—

—যে লোক আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ভোগ্যবস্তু কামনা করেন, সেই লোক কামী (বিষয়ী) হয়েন (অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়ী বলা হয়)। আর যে লোক অকাম বশতঃ (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাহীন ভাবে, আনুকূল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়া) (সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা) ভোগ্যবস্তু (তাহা) অঙ্গীকার করেন,

তিনি অকামী (অবিষয়ী) হয়েন (অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়ী বলা হয় না)। যিনি জন্মজরাবিবর্জ্জিত, যিনি স্থাণু (স্থির, স্বীয় রূপ-গুণ-লীলা-ধামাদিতে অবিচলিতভাবে নিত্য বিরাজিত), যিনি অচ্ছেদ্য (অপক্ষয় শূন্য), যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে – যিনি সূর্য্যতনয়া যমুনার অদূরদেশে বৃন্দাবনাদিতে অবস্থিত, অথবা যমুনার তীরে-নীরে লীলাবিলাসী), যিনি গোপসমূহকে পালন করেন (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে—যিনি নন্দ-গোকুলের গাভীসমূহকে পালন করেন), যিনি নন্দ-গোকুলের গোপগণের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি সমস্ত দেবতায় অবস্থিত (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে—যিনি সমস্ত বেদে অবস্থিত), সমস্ত বেদ যাঁহার (মহিমাদি) কীর্ত্তন করেন, যিনি সমস্ত ভূতে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান, যিনি ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন (অথবা, ভূতসমূহের সমস্ত কর্ম্মের বিধান করেন), সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।''

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই ঃ—দ্বিভুজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া নরবৎ কার্য্যাদিও করিয়া থাকেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত বিহারাদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ সংসারী লোকের কার্য্য হইতে তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে—সংসারী লোক কার্য্য করেন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনার প্রেরণায়, আত্মসুখের জন্য ; কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম, আত্মারাম, বলিয়া আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা তাঁহার নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনার প্রেরণায়, আত্মসুখের জন্য, তিনি কিছুই করেন না ; সংসারী লোকের ন্যায় তিনি বিষয়ী নহেন। আনুকূল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়াই, ভক্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্রজসুন্দরীদের সহিত বিহারাদি করিয়া থাকেন—প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে। গোচারণাদি করেন—গো-সমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ, তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য। পদ্মপুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—তিনি যাহা কিছু করেন, তৎসমস্ত করেন কেবল তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।"

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাত্মকত্বের এবং সর্ব্বপালকত্বের কথা এবং সর্ব্বচিত্তে পরমাত্মারূপে অবস্থানের কথা—সুতরাং তাঁহার পরব্রহ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি হইতেছেন ব্রজসুন্দরীগণের স্বামী, ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন তাঁহার নিত্য-স্বকান্তা। নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগেরও সেই সম্বন্ধ। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে—ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার অনপায়িনী শক্তি, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ, স্বরূপ-শক্তি বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি, তাই তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়াকান্তা, তিনিও তাঁহাদের স্বকীয় কান্ত। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির প্রথমাংশ হইতে জানা যায়,—ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রি যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য প্রদান করা উচিত ? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা-ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা দুর্ব্বাসার নিকটে

উপনীত হইয়া তাঁহাকে ভক্ষ্য দান করেন এবং কতকগুলি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে দুর্ব্বাসার সঙ্গে ব্রজসুন্দরীদিগের কথোপকথন আরম্ভ হয়। ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেননা, প্রকট ব্যতীত অপ্রকটে দুর্ব্বাসার উপস্থিতি সম্ভব নয়। কথোপকথন-প্রসঙ্গে দুর্ব্বাসা ব্রজসুন্দরীগণকে বলিয়াছিলেন –"অয়ং হি কৃষ্ণঃ যো বো হি প্রেষ্ঠঃ ॥৬॥–এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম।" এই শ্রুতির প্রথম বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের "প্রেষ্ঠ" মনে করিয়াই তাঁহার সমীপে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাও প্রকট-লীলারই কথা। প্রকট-লীলাতেই তাঁহারা "প্রেষ্ঠ"-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন; তখনও তাঁহারা জানিতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের "স্বামী", দুর্ব্বাসাই তাঁহাদিগকে জানাইলেন–"স বো হি স্বামী ভবতি—সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে তোমরা তোমাদের প্রেষ্ঠমাত্র বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি তোমাদের স্বামী হয়েন।" ইহাতে বুঝা যায়—প্রকট-লীলাতে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের কথা জানিতেন না; ইহা না জানিয়াও কেবল প্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে তাঁহারা রাত্রি যাপন করিয়াছেন—কেবল মাত্র প্রীতির বশীভূত হইয়া। শ্রীকৃষ্ণও যে তাঁহার সম্বন্ধের কথা জানিতেন না, তাহাও বুঝা যায়। তিনি যে তাঁহাদের স্বামী—এ কথা তিনিও তাঁহাদিগকে বলেন নাই। ইহাতে জানা যায়—ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভাব। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ তাঁহাদের স্বামী বলিয়া, প্রকট-লীলার এই পরকীয়াত্ব যে প্রাতীতিকমাত্র, পরন্তু বাস্তব নহে, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী চিচ্ছক্তিস্বরূপা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবেই বস্তুতঃ স্বকীয়াতে এইরূপ পরকীয়াভাবের প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, প্রকটলীলাতে— "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥ এইসব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদন॥১৷৪৷২৬-২৯॥'

"রসো বৈ সঃ-"বাক্যে শ্রুতি পরব্রহ্মকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রসিকও। ব্রহ্মবস্তু বলিয়া আস্বাদকরূপে তিনি রসিক-শেখর, রসিকেন্দ্রশিরোমণি। পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি। তাঁহাকে রসবৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্য প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাবেও পরকীয়াভাবের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্য-স্বকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ – নর-লীলার আবেশ বশতঃ উভয়েই নিজেদের স্বরূপের কথা এবং পরস্পরের সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া থাকিলেও তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেম অক্ষুণ্ণই থাকে। পরস্পরের প্রতি এই প্রেমের প্রভাবেই পরস্পরের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয়বস্তু (১।১।১১৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রিয়ত্ব-বস্তুটীই পারস্পরিক। যাঁহারা পরব্রহ্মকে একমাত্র প্রিয় মনে করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত, পরব্রহ্মও তাঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত। পরব্রহ্ম -শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

(৫) "সা হোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বা অস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ কথং বা জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে কৃষ্ণঃ, কো বাঽস্য মন্ত্রঃ, কিং বাঽস্য স্থানং, কথং বা দেবক্যাং জাতঃ, কো বাঽস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি, কীদৃশী পূজাঽস্য গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ ॥৯॥

—সেই গান্ধর্ব্বী (শ্রীরাধা) মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এবম্বিধ এই গোপাল (কৃষ্ণ) আমাদের মধ্যে (গোপকুলে) কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ? আপনি কি প্রকারেই বা এই কৃষ্ণকে জানিতে পারিয়াছেন ? তাঁহার (উপাসনার) মন্ত্রই বা কি ? তাঁহার স্থানই (ধামই) বা কি ? তিনি কিরূপেই বা দেবকীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন ? তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামই (বলরামই) বা কে ? এই গোপালের পূজাই বা কিরূপ ? এই গোপাল সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর (মায়াতীত) এবং পরমাত্মা হইয়াও কিরূপে ভূমিতে (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে) অবতীর্ণ হইলেন ?"

এই শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীতত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি যে দেবকীতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বলরাম যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ, এই সমস্ত উক্তিতে তাঁহার নরলীলত্বের কথাও সূচিত হইয়াছে।

(৬) "স হোবাচ তাং হ বৈ। একো হি বৈ পূর্ব্বং নারায়ণো দেবো যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্য হৃৎপদ্মাজ্জাতোঽজযোনিস্তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ। স কামপ্রশ্নমেব বব্রে। তং হাস্মৈ দদৌ। স হোবাচাজযোনিরবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যং স্মৃত্বা বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাদ্ ভবন্তি কথং বা অস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি ॥১০॥

—(গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের উত্তরে) দুর্ব্বাসাঋষি গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন।—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণ-দেবই ছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন) যাঁহাতে লোকসমূহ ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত, তাঁহার হৃৎপদ্ম হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিলে তিনি ব্রহ্মাকে বর দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা স্বীয় অভিলষিত বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মার অভীষ্ট বরই দিয়াছিলেন। সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—অবতার-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার কে ? যে অবতার হইতে লোকসকল এবং দেবতাসকল তুষ্ট হইতে পারেন ? এবং যে অবতারের স্মরণ করিলে জীবসকল এই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে ? কিরূপেই বা এই শ্রেষ্ঠ অবতারের ব্রহ্মতা হয় ?"

এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথা অবতারণা করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার নারায়ণত্ব খ্যাপিত করা হইয়াছে। নারায়ণাথর্ব্ব-শির উপনিষদে যে দেবকীপুত্রকে নারায়ণ বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বলা হইল। দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে কেন নারায়ণ বলা হয়, দুর্ব্বাসা ঋষি তাহাই বলিয়াছেন—সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোত-ভাবে তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়া—তিনি নারের অয়ন বলিয়া—তিনি নারায়ণ। "নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

অতঃপর দুর্ব্বাসা-ঋষি গান্ধর্ব্বীর সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন।

(৭) পূর্ব্বংহি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহত্তত্ত্বং মহতো বা অহঙ্কার স্তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি। অক্ষরোঽহমোঙ্কারোঽহমজরোঽমরোঽভয়োঽমৃতো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স মুক্তোঽহমস্মি অক্ষরোঽহমস্মি। সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥১৭॥

—ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ বলিলেন—পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে (কার্য্য-কারণ-শক্তিরূপ) অব্যক্ত হইলেন। এই অব্যক্তই অক্ষর (একাক্ষর প্রণব। প্রণবই ব্রহ্ম; অব্যক্ত ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিবক্ষায় অব্যক্তকে প্রণব বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে)। সেই অক্ষর হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হইল। তাহাদের দ্বারা অক্ষর আবৃত হয়। আমি সেই অক্ষর, আমিই ওঙ্কার, আমি অজর, অমর, অভয়, অমৃত—অভয়রূপ ব্রহ্ম। আমি মুক্ত (মায়াস্পর্শ-রহিত), আমি অক্ষর (অবিনাশী)। সত্তামাত্র, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্যাপক এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (উপাসকের প্রতি কৃপাবশতঃ) চারি রূপ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-এই চতুর্ব্ব্যূহ) হইয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব এবং চতুর্ব্ব্যূহরূপে বিদ্যমানত্ব—তথাপি একত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮) "বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥১৮॥

—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করেন (স্ফুরিত হয়েন)।"

(৯) "ওঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(২)॥

—যিনি কৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভ এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-এই লোকত্রয় যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।"

(১০) "ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমোঃ ॥১৮(৮)॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১১) “ওঁ যোঽসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৮(১৩)॥

—যিনি মহাভূতের অন্তর্য্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১২) “ওঁ যোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৮(১৪)॥

—যিনি উত্তমপুরুষ গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১৩) “ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৮(১৫)॥

—যিনি পরব্রহ্ম গোপাল (অথবা নির্ব্বিশেষব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপ সবিশেষ ব্রহ্ম গোপাল) এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১৪) “ওঁ যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৮(১৬)॥

—যিনি সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১৫) “ওঁ যোঽসৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥১৮(১৭)॥

—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি-এই তিন অবস্থায় বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই উপাধিত্রয়কে এবং বাসুদেবাখ্য তুরীয়কেও অতিক্রম করিয়া গোপালরূপে বিদ্যমান এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১৬) “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥১৮(১৮)॥

—তিনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ (কর্ম্মফলদাতা), তিনিই সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান, তিনি সাক্ষী (নির্ব্বিকার), তিনি চেতা, তিনি কেবল এবং নির্গুণ (মায়িক-হেয়গুণহীন)।”

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই বাক্যটী দৃষ্ট হয় (৬।১১)। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৩৬ (৫৮)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উপসংহার। গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—গোপাল শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, তিনিই দেবকী-নন্দন, তিনি জগতের একমাত্র কারণ, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, তিনি মায়াতীত, মায়াদ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতা, কেবল এবং নির্গুণ (প্রাকৃত হেয়গুণহীন)। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েন। তিনি

চতুর্ব্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। চতুর্ব্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও এবং সর্ব্বাত্মক হইয়াও তিনি এক। ভূরাদি লোকসমূহ তাঁহার বৈভব। তিনি সাক্ষী (নির্বিকার)। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহার লীলা-পরিকর। গান্ধর্ব্বী (শ্রীরাধা) হইতেছেন ব্রজস্ত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি গোপীজনবল্লভ, ব্রজস্ত্রীগণের প্রেষ্ঠ, স্বামী। ব্রজগোপীগণ স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকট-লীলায় তাঁহাদের পরকীয়াভাব। তিনি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন।

৪১। উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ঐতরেয়োপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালপূর্ব্ব-তাপনী উপনিষৎ এবং গোপালোত্তর-তাপনী উপনিষৎ—এই পনর খানি উপনিষদ্ গ্রন্থ হইতে দুইশত সাতাশী (কিঞ্চিন্ন্যূন তিনশত) ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং এবং স্থলবিশেষে আলোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রুতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে "উপসংহারে" সেই শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলির মর্ম্মও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত পনরটী শ্রুতির ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে ; জ্ঞাতসারে তদ্রূপ কোনও বাক্য উপেক্ষিত হয় নাই।

উল্লিখিত পনরটী শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে সকল শ্রুতিই এক রকম কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য বাহুল্যবোধে অন্যান্য শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে সমস্ত শ্রুতির ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লিখিত পনরটী শ্রুতির মধ্যে প্রথমোক্ত এগারটী শ্রুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল শ্রুতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন-বোধে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যও উদ্ধৃত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যও আছে ; কিন্তু এই নির্ব্বিশেষত্ব যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতামাত্র, সর্ব্বতো-ভাবে নির্ব্বিশেষত্ব নয়, তাহাও তত্তৎ-শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। (এই বিষয়ে পরে ১।২।৫৪-৬১ অনুচ্ছেদে আরও আলোচনা করা হইবে)। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পরব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। তিনি যখন মায়াতীত, তখন মায়িক-প্রাকৃত-বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে না। শ্রুতি যখন তাঁহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা বলিয়াছেন, তখন স্বাভাবিকী পরাশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব তাঁহার থাকিবেই।

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সবিশেষ, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহার আছে, প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১।৪।১ বাক্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে "পুরুষবিধ" বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটী বাক্যে ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদেও নারায়ণ-ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের ২।৩।৮ বাক্যে, মুণ্ডকের ২।১।২ এবং ২।১।১০ বাক্যে, ছান্দোগ্যের ১।৬।৬, ১।৭।৫, ৩।১২।৬ বাক্যে, বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোক্ত বাক্যব্যতীত ২।৩।৬ এবং ২।৫।১৮ বাক্যেও ব্রহ্মকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ভাষ্যে "পুরুষবিধঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন --"পুরুষ-প্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—পুরুষের ন্যায়, মস্তক-হস্তাদিলক্ষণবিশিষ্ট।" নারায়ণাথর্ব্বশির উপনিষদে তাঁহার একটু পরিচয়ও দৃষ্ট হয়—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট নারায়ণ-ব্রহ্ম হইতেছেন "দেবকীপুত্র।"

গোপালতাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্লভ গোপাল-কৃষ্ণকে "পুরুষ," "নারায়ণ" এবং "দেবকী-পুত্র" বলিয়াছেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং তাঁহার বিজ্ঞানেই যে সর্ব্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাও বলিয়াছেন। নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষদে যাঁহাকে "দেবকীপুত্র" বলা হইয়াছে, গোপাল-তাপনীতে সেই পুরুষ নারায়ণ দেবকীপুত্রের বিশেষ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন—দ্বিভুজ, গোপবেশ, অভ্রাভ, বেনুবাদনশীল, বনমালী, তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং বিবিধ-লীলাবিলাসী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট-লীলাও করেন।

তিনি নরাকৃতি এবং নরলীল হইলেও সাংসারিক নরের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে, পরিচ্ছিন্নও নহে। তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ হইয়াও তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন। তিনি দ্বিভুজ নরাকৃতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিরাজমান। তিনি বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। তিনি নিষ্কল, বিমোহ, বিশোক, অজ, শুদ্ধ, অশুদ্ধবৈরী, অজর, অমর, অভয়, অমৃত, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, মহান্, অদ্বিতীয় এবং নির্গুণ (প্রাকৃত-গুণহীন)।

কৃষ্ণোপনিষদের ন্যায় গোপাল-তাপনীতেও পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভের পরিকরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরিকরগণের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার সৃষ্টিলীলাও আছে, এবং পরিকরবৃন্দের সহিত অন্তরঙ্গ-লীলাও আছে। গোপাল-তাপনী হইতে ইহাও জানা যায় যে, ব্রজগোপীগণ তাঁহার পরিকর; এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যিনি, তাঁহার নাম—গান্ধর্ব্বী (শ্রীরাধা)। তিনি এই ব্রজগোপীগণের শ্রেষ্ঠ, স্বামী। আর তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার নিত্য-স্বকান্তা। নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভাব; সুতরাং তাঁহাদের এই পরকীয়াভাব হইতেছে প্রাতীতিকমাত্র।

পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সহিত বিহারাদি করিয়াও "ব্রহ্মচারী ;" তাঁহার মধ্যে স্ব-সুখ-বাসনা নাই। ইহাদ্বারা তাঁহার আপ্তকামত্ব এবং আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতাও সূচিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি পরব্রহ্মকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বভাবতঃই পারস্পরিক। দুই জনের মধ্যে নিরুপাধিক প্রীতির বন্ধন থাকিলে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রিয় হয়েন, তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্টও হয় পরস্পরের প্রীতিবিধান, পরস্পরের চিত্তবিনোদন ; আত্মপ্রীতির বাসনা তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই থাকে না। ইহাই প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য-পরিকর ব্রজগোপীগণ—ইঁহাদের মধ্যেই এতাদৃশ নিরুপাধিক প্রিয়ত্বের চরমতম বিকাশ। কাহারওই আত্মসুখ-বাসনা নাই ; পরস্পরের চিত্তবিনোদনের জন্যই তাঁহাদের মিলন। ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাসনা এতই বলবতী যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহারা অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন কি প্রকট নরলীলাতেও স্বজন-আর্য্যপথ-বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদির অপেক্ষাও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। তাই পরকীয়াভাবের আবেশেও তাঁহারা প্রেষ্ঠরূপে—প্রাণবল্লভরূপে—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষদে তাঁহার ধামকে বলা হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠভুবন" বা "বৈকুণ্ঠ-বনলোক।" কৃষ্ণোপনিষদে তাহাকেই "গোকুল" এবং "বনবৈকুণ্ঠ" বলা হইয়াছে। গোপাল-তাপনীতে বলা হইয়াছে—"বৃন্দাবন", "গোপাল-পুরী," ইত্যাদি। গোপাল-তাপনীতে এই ধামকে "সাক্ষাৎব্রহ্ম", "বাসুদেব—বা বাসুদেবাত্মক" বলায় তাহার অপ্রাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। এই ধামকে বলা হইয়াছে—বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গ। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, এই ধাম হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত মহিমা ; বৃহদারণ্যক এ জন্যই বলিয়াছেন—তিনি "স্বে মহিম্নি" বিরাজিত থাকেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। তাহাতেও তাঁহার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে।

পরব্রহ্মকে শ্রুতিতে "অজর—জরাবর্জ্জিত" বলা হইয়াছে। এই "অজর"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, "তরুণ" শব্দে গোপাল-তাপনী-শ্রুতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিত্য তরুণ—নিত্য কিশোর।

তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

৪২। নিবেদন

ইতিহাস-পুরাণাদি বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের নাম স্মৃতিশাস্ত্র। শ্রুতিতে ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদও বলা হইয়াছে (অবতরণিকা। ৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বাদি-নিরূপণে বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্রও বেদের ন্যায়ই প্রামাণ্য। তত্ত্বনির্ণায়ক প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রও একতম (অবতরণিকা। ৪৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এবং শ্রুতিভাষ্যে পুরাণ-প্রমাণ এবং ইতিহাস-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাভারতই হইতেছে ইতিহাস। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেছে মহাভারতেরই এক অংশ; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও স্মৃতিশাস্ত্র। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীল সূতগোস্বামিচরণ শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকটে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

—সমস্ত উপনিষদ্ হইতেছে গাভীস্বরূপ; গোপাল-নন্দন (নন্দগোপ-তনয় শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন এই গাভীর দোহনকর্ত্তা; পার্থ (অর্জ্জুন) হইতেছেন এই গাভীর বৎস-সদৃশ, গীতামৃত হইতেছে দুগ্ধস্বরূপ; আর নির্ম্মলবুদ্ধি সুধীগণ হইতেছেন সেই দুগ্ধের ভোক্তা।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেছে সমস্ত উপনিষদের সার। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থসারসংগ্রহভূতম্—এই গীতাশাস্ত্র হইতেছে সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ।"

গীতামাহাত্ম্য হইতে আরও জানা যায়, শ্রীবিষ্ণু ধরাদেবীকে বলিয়াছেন—

"চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা॥

—চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বেদত্রয়াত্মিকা পরমানন্দদায়িনী তত্ত্বার্থজ্ঞান-সংযুক্তা (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা) অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।"

শ্রুতি যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন (১।২।৪১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), বেদোপনিষৎ-পুরাণেতিহাস

যাঁহার নিশ্বাস-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বেদত্রয়াত্মিকা সর্ব্বোপনিষৎ-সারস্বরূপা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা ; আর অর্জ্জুন হইতেছেন শ্রোতা। বেদোপনিষদাদি অপৌরুষেয় শাস্ত্র যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, তিনিই তৎসমস্তের মর্ম্ম অবগত আছেন, নিজের স্বরূপতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্বও—একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁহার কৃপায় অর্জ্জুনও তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় অনুভব লাভ করিয়া অর্জ্জুনও যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রস্তাবিত তৃতীয় অধ্যায়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।

৪৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥৩।১০॥

—সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও, ইহা তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করুক।"

ইহা হইতেছে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এই শ্লোকোক্ত "প্রজাপতি"-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন—এ স্থলে "প্রজাপতি" অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। শ্রীপাদ রামানুজাদি বলেন—এ স্থলে "প্রজাপতি"-অর্থ—সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বাশ্রয় নারায়ণ—ব্রহ্ম। "পতিং বিশ্বস্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ-স্থলে "প্রজাপতি"-শব্দে যদি পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে এই শ্লোকে পরব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২) "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩।১৫॥

—ব্রহ্ম (বা বেদ) হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত; সেই বেদ আবার অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত—ইহা জানিবে। অতএব সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই শ্লোকে ব্রহ্মের বেদমূলত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—এবং সর্ব্বগতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) "এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥৩।১৬॥

—হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।"

এই শ্লোকে ব্রহ্মকে কর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥৪।১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন —আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই (পূর্ব্বোক্ত) অক্ষয়ফলপ্রদ যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তৎপরে আদিত্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছেন।”

এই শ্লোকেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি আদিত্যকে যোগের কথা বলিয়াছিলেন।

(৫) “বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৪।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার (উভয়েরই) বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল (জন্মবিষয়ে) সমস্তই জানি ; কিন্তু তুমি তাহা জাননা।”

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অজ—জন্মরহিত। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, নরলীল বলিয়া জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার এতাদৃশ জন্মকে তিনিই “দিব্যজন্ম” বলিয়াছেন —পরবর্ত্তী ৪।৯ শ্লোকে। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব। গত দ্বাপরের পূর্ব্বেও যে তিনি বহুবার ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তিনি তাহাই বলিলেন এবং তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ (সুতরাং সবিশেষ), তাহাও বলিলেন।

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব—সবিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে এবং তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েন, তাহাও বলা হইয়াছে।

(৬) “অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৪।৬॥

—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি অজ (জন্মরহিত), অবিনশ্বর আত্মা এবং ভূতসমূহের অধীশ্বর। তথাপি আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় সম্ভূত হই (আত্ম প্রকট করি)।”

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—তাঁহার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে—পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের ফলেই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তো পাপপুণ্যহীন ঈশ্বর ; জীবের ন্যায় জন্ম তাঁহার কিরূপে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা-নিরসনের জন্যই এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্, তথা ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বলবীর্য্যাদি-শক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।—(অর্জ্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন) —তুমি পুণ্যপাপহীন ঈশ্বর ; জীবের ন্যায় জন্ম তোমার কিরূপে হইতে পারে ? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সত্যই আমি পাপপুণ্যহীন ঈশ্বর, জীবের ন্যায় জন্ম আমার

হইতে পারে না। তথাপি, আমি অজ (জন্মশূন্য) হইয়াও, অব্যয়াত্মা (অনশ্বর-স্বভাব) হইয়াও, ঈশ্বর (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত) হইয়াও, স্বমায়াদ্বারা (অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বলবীর্য্যাদি-শক্তি-দ্বারাই) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। (ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন যদি বলেন, তাদৃশী শক্তির সহায়তায় তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও) ষোড়শ-কলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্য তোমার জন্ম কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন - 'স্বাং প্রকৃতিম্'—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে (শক্তিকে) 'অধিষ্ঠায়'—অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বোর্জ্জিত-বিগ্রহে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

শ্রীধর স্বামিপাদের ভাষ্যানুসারে "স্বাং প্রকৃতিম্ স্বীয় প্রকৃতি" ইহার অর্থ হইতেছে - সম্যগ-প্রচ্যুতজ্ঞান-বল-বীর্য্য-শক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-শক্তি, যে ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেনা (সম্যগপ্রচ্যুত); ইহা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। ইহা হইতেছে তাঁহার স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি। এই স্বপ্রকাশিকা যোগমায়াশক্তি যে বহিরঙ্গা মায়া নহে, স্বামিপাদ তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "স্বাং প্রকৃতিং"—তাঁহার স্বীয়া প্রকৃতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই অপর নাম শুদ্ধসত্ত্ব (১।১।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বলাতেই বুঝা যাইতেছে—ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্ত্যাত্মিকা, স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শক্তির সহায়তাতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার অনুকরণ করেন। জন্মলীলার অনুকরণ করিলেও তাঁহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় নহে, তাহাও বলা হইয়াছে। জন্ম-মরণশীল সংসারী জীবের দেহ হইতেছে প্রাকৃত-ষোড়শকলাত্মক ; শ্রীকৃষ্ণের দেহ ষোড়শ-কলাত্মক নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে বিশুদ্ধসত্ত্বোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহ, আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক দেহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার জন্ম হইতেছে—অবতরণমাত্র, নিজেকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করা। কেন, বা কিরূপে করেন ? "আত্মমায়য়া—স্বেচ্ছায়।" নিজের ইচ্ছাতেই তিনি আত্মপ্রকট করেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ শ্লোকস্থ "প্রকৃতি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যশক্তি, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা যোগমায়া শক্তি। আর "আত্মমায়া"-শব্দের অন্তর্গত "মায়া"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ইচ্ছা, সঙ্কল্প। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ-ইতি নির্ঘণ্টকোষাৎ।"

শ্রীপাদ রামানুজও ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন - "প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ।—প্রকৃতি অর্থ স্বভাব। স্বীয় স্বভাবে অর্থাৎ স্বীয় রূপেই স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া থাকি।"

এই শ্লোকে "প্রকৃতি" এবং "মায়া" অর্থ বহিরঙ্গা মায়া হইতে পারে না ; কেননা, বহিরঙ্গা জড়মায়া জ্ঞানস্বরূপ চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না।

আলোচ্য শ্লোক হইতে জানা গেল - পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি স্বীয় স্বরূপশক্তির সহায়তায় জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ স্বরূপ-

ভূত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, কোনও নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত ষোড়শ-কলাত্মক নহে। এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক এবং সাকারত্ব-বাচক।

(৭) "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৪।৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪।৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮) "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৪।৯॥

—হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য (লোকাতীত)—ইহা যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, দেহত্যাগের পরে তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিতে হয় না; তিনি আমাকে লাভ করেন।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥৪।১১॥

—যাঁহারা আমাকে যে প্রকারে ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! সকল মনুষ্য আমার পথেরই অনুগামী হইয়া থাকে।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১০) "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥৪।১৩॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমাকর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা এবং অব্যয় বলিয়াই জানিবে।"

এই শ্লোকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপলক্ষণে আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তের সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

অকর্ত্তা—সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তিনি অকর্ত্তা। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

তাঁহার অধ্যক্ষতায় তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতি বা মায়াই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকে। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এবং তাঁহারই শক্তিদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়।

কিন্তু তিনি মায়াতীত বলিয়া, মায়িক-সৃষ্টিতে তিনি নির্লিপ্ত বলিয়া, তাঁহাকে অকর্ত্তা বলা হয়। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত নানাবিধ জীব আছে; তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্যের হেতু হইতেছে তাহাদের গুণ-কর্ম্মের বৈষম্য ; এই গুণকর্ম্মও প্রাকৃত—প্রকৃতি-গুণসৃষ্ট। তিনি প্রকৃতি-গুণাতীত বলিয়া এই বৈষম্যের হেতুও তিনি নহেন, বৈষম্যের সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনি নহেন ; সুতরাং বিষম-সৃষ্টিবিষয়েও তিনি অকর্ত্তা। সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি নির্ব্বিকার থাকেন। ইহাই "অব্যয়"-শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"তেষাং কর্ত্তারং স্রষ্টারমপি মাম্ অকর্ত্তারম্ এব বিদ্ধি। তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বাৎ স্রষ্টারমপি মাং বস্তুতস্তু অস্রষ্টারং মম প্রকৃতিগুণাতীত-স্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব অব্যয়ং স্রষ্টৃত্বেঽপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদ্‌ব্যেতীত্যর্থঃ।" এই টীকার মর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, সৃষ্টিব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ আসক্তিরহিত বলিয়া এবং শ্রমরহিত বলিয়া কর্ত্তা হইয়াও ফলতঃ তিনি অকর্ত্তাই। "ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথ্যাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্ আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"তস্য সর্গাদেঃ কর্ত্তারমপি মাং তত্তৎকর্ম্মান্তরিতত্বাদকর্ত্তারং বিদ্ধীতি যস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পরিহৃতম্, এতৎ প্রাহ অব্যয়-মিতি। স্রষ্টৃত্বেঽপি সাম্যান্ন ব্যেমীত্যর্থঃ।" পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই টীকার মর্ম্ম তাহাতেই আছে। পরবর্ত্তী (৩৮)-উপ-অনুচ্ছেদে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১১) "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥৪।১৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। এতাদৃশ বলিয়া যিনি আমাকে জানিতে পারেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়েন না।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

এই শ্লোকে পূর্ব্বশ্লোকের তাৎপর্য্যই বিশদীকৃত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"। পরব্রহ্ম হইতেছেন আপ্তকাম, তাঁহার কোনও বাসনাই অপূর্ণ নাই। সুতরাং কোনও কর্ম্মের ফলের জন্যও তাঁহার স্পৃহা থাকিতে পারে না। তিনি কর্ম্ম করেন নিঃস্পৃহভাবে, কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে তাঁহার কোনওরূপ আসক্তি নাই ; তাই কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্যই কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াও তিনি বস্তুতঃ অকর্ত্তা। সৃষ্টিব্যাপারেও তিনি বস্তুতঃ অকর্ত্তা।

(১২) "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥৫।২৯॥

—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমাকে যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, আমাকে সকল লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ বলিয়া জানিতে পারিলে শান্তি লাভ করা যায়।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১৩) "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬।৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, আমি তাঁহার চক্ষুর অবিষয়ীভূত হই না, তিনিও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েন না।"

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৪) "সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৬।৩১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে, সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিলেও এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া, যিনি ভজন করেন, সেই যোগী যে অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন।"

পরব্রহ্ম এক হইয়াও যে বহু জীবের অন্তঃকরণে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন এবং এতাদৃশ বহুরূপেও যে তাঁহার একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচায়ক।

(১৫) "ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥৭।১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে চিত্তসমাবেশপূর্ব্বক আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণ শ্লোকস্থ "সমগ্র"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"বিভূতি-বলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১৬) "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭।৪॥

—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি (বহিরঙ্গা মায়া) বিভক্ত হইয়াছে।"

এ-স্থলে ভূমি-আদি আটটী বস্তুর উপলক্ষণে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ভূমি (ক্ষিতি বা পৃথিবী), জল (অপ্), অগ্নি (তেজঃ), বায়ু (মরুৎ) এবং খ (আকাশ-ব্যোম) এই পাঁচটী মহাভূতের উপলক্ষণে তাহাদের কারণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রের কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ভূমি-আদি পঞ্চমহাভূতের উল্লেখে পঞ্চতন্মাত্রসহ মোট দশটী তত্ত্বের কথা জানা গেল।

অহঙ্কারের উপলক্ষণে অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং তাহার কার্য্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন-এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের) কথা বলা হইয়াছে। অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—মোট হইল এ-স্থলে দ্বাদশটী তত্ত্ব।

বুদ্ধি হইল—মহত্তত্ত্ব। আর মনঃ-শব্দে এ-স্থলে মনোগম্য-অব্যক্তরূপ প্রধানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মনঃশব্দস্তু মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি শ্রুতিশ্চৈবমাহ—'চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যানমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে' ইতি ॥ -শ্লোকভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ।"

এইরূপে দেখা গেল, চব্বিশটী তত্ত্ব হইতেছে এই :—প্রধান বা প্রকৃতি (অব্যক্ত), মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন, পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অন্যত্র এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥১৩।৬॥ —(ক্ষিতি-আদি) পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব), অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং এক (মন)-এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় (পঞ্চ তন্মাত্র)।"

যে প্রকৃতি শ্লোকোক্ত অষ্ট প্রকারে (বস্তুতঃ চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে) বিভক্ত হইয়াছে, তাহা যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকৃতি বা শক্তি, "ইয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ"-বাক্য হইতেই তাহা জানা গেল। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি আছে—সুতরাং তিনি যে সবিশেষ—এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। তাঁহার এই শক্তি যে জড়শক্তি, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। এই শক্তি হইতেছে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি জড়-মায়া।

(১৭) "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন -হে মহাবাহো অর্জ্জুন! (পূর্ব্বশ্লোকে আট প্রকারে ভেদপ্রাপ্তা যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে) তাহা হইতেছে অপরা (নিকৃষ্টা); কিন্তু ইহা হইতে পরা (উৎকৃষ্টা) জীবভূতা (জীবস্বরূপা) আমার অপর একটী প্রকৃতি (শক্তি) আছে—তাহা তুমি অবগত হও। এই জীবভূতা শক্তি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

অপরা=অ-পরা=ন পরা (শ্রেষ্ঠা)। ইহার অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অপরা ন পরা নিকৃষ্টা, শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা ইয়ম্—ইহা হইতেছে নিকৃষ্টা, শুদ্ধ-অনর্থকরী, সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ—জড় বলিয়া এবং পরভোগ্য বলিয়া ইহা নিকৃষ্টা।" শ্রীপাদ রামানুজও এইরূপই লিখিয়াছেন—

"ইতস্ত্বন্যামিতোঽচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ—অর্থাৎ এই প্রকৃতি অচেতনা এবং চেতন-জীবের ভোগ্যভূতা বলিয়া নিকৃষ্টা।"

এইরূপে জানা গেল—পূর্ব্বশ্লোকে যে প্রকৃতি বা শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা শক্তি, চেতনের ভোগ্যা। জড় ও অচেতন বলিয়াই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়।

আর, জীবভূতা-শক্তিকে জড়-স্বরূপা অচেতনা মায়াশক্তি হইতে 'পরা" বা শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে। এই জীবভূতা শক্তিকে শ্রেষ্ঠা বলার হেতুও শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পরত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে। –শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইতেছে এই এই জীবভূতা শক্তি হইতেছে চেতনা, জীবস্বরূপা ; ইহা স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।" শ্রীপাদ রামানুজাদিও এইরূপই লিখিয়াছেন।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা ; আর জীবশক্তি হইতেছে চেতনা।

এই শ্লোক হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি।

এই শ্লোকে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি-নাম্নী একটী শক্তি আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই শ্লোক হইতেও জানা গেল।

(১৮) "এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৭।৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—তুমি ইহা অবগত হও যে, (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সকল ভূতই (চেতনা জীবশক্তি এবং অচেতনা মায়া) এই দুই শক্তি হইতে উদ্ভূত। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।"

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

জীবশক্তি এবং মায়াশক্তিকে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-হেতু বলিয়া আবার নিজেকে উৎপত্তি-প্রলয়ের কারণ বলার তাৎপর্য্য এই যে—মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি এই উভয়ই হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; শক্তির কার্য্য হইতেছে শক্তিমানেরই কার্য্য।

(১৯) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭।৭॥

—হে ধনঞ্জয়! (জগতের সৃষ্টি ও সংহারের ব্যাপারে) আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (কারণ) অন্য কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২০) "রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৭।৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৭।৯॥
বীজং মা সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥৭।১০॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥৭।১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥৭।১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥৭।১৩॥

—অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্য্যে আমি প্রভা, সকল বেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ এবং মনুষ্যে আমি পুরুষকাররূপে বিরাজিত ॥৮॥ পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে আমি তেজঃ, সকল ভূতে আমি জীবন এবং তপস্বিগণে আমি তপোরূপে বিরাজিত ॥৯॥ হে পার্থ! আমাকে (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সকল ভূতের সনাতন কারণ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্ প্রাণীদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥১০॥ হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্ প্রাণীদিগের কামরাগবর্জ্জিত বল। আমি ভূতগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধী কামরূপে বিরাজিত ॥১১॥ জীবগণের মধ্যে যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং যে সকল তামসিক ভাব সমুদ্ভূত হয়, তাহা আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। (এতাদৃশ হইলেও) আমি তাহাতে (সেই সকল ভাবে) বা পদার্থে অবস্থান করি না (আমি তাহাদের অধীন নহি), তাহারাই আমাতে অবস্থিত (আমার বশীভূত) ॥১২॥ এই ত্রিগুণময় ভাবের (বা পদার্থের) দ্বারা সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত; এজন্য তাহাদের ঊর্দ্ধ (অতীত) এবং অব্যয় আমাকে তাহারা জানিতে পারে না ॥১৩॥”

ভূতসমূহের মধ্যে যাহা কিছু সার, যাহা কিছু উত্তম, তৎসমস্তই যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি),—সুতরাং তিনি যে সর্ব্বাত্মক–তাহাই এই কয়টী শ্লোকে বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে—এই সমস্তের মূলকারণ তিনি, তাঁহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত (বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত হইলেও মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত) এবং তিনিই সকলের নিয়ন্তা। ইহাও বলা হইয়াছে যে—এই সমস্ত তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইলেও তিনি এই সমস্তের অধীন নহেন, তাহারাই তাঁহার অধীন (তাঁহাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত); তিনি এই সমস্ত মায়িক পদার্থের অতীত; এই সমস্ত হইতেছে বিকারী, ধ্বংসশীল; তিনি কিন্তু অব্যয়—অবিকারী এবং অবিনাশী। জগতের সমস্ত জীব ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা এবং মায়িক বস্তুদ্বারা মোহিত; তিনি তদ্দ্বারা মোহিত হয়েন না।

এই শ্লোকগুলিতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে মায়াতীত, মায়ার নিয়ন্তা,

তাহাও সূচিত হইয়াছে। জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও সূচিত হইয়াছে—জীব মায়াধীন, তিনি মায়াধীশ।

(২১) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭।১৪॥

– আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (অলৌকিকী) মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।"

ত্রিগুণময়ী মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

(২২) "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥৭।১৯॥

—জ্ঞানবান্ বহুজন্মের পরে (শেষ জন্মে)—এই চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময়, এইরূপ দৃষ্টিতে আমার ভজন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।"

এই শ্লোকেও পরব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৩) "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥৭।২১॥

—যে যে ভক্ত যে যে (দেবতারূপ) মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সেই (দেবতাবিষয়িণী) শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাকি।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৪) "স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥৭।২২॥

—সেই ভক্ত তাদৃশ (মৎপ্রদত্তা) শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেই দেবতা হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই (তাঁহার) কাম্যবিষয় সমূহ লাভ করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৫) "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানান্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥৭।২৪॥

—আমার অব্যয় (নিত্য) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মায়াতীত (পর) ভাব বা স্বরূপ যাঁহারা জানেন না, সে-সমস্ত অবুদ্ধি লোকগণ মনে করেন—আমি অব্যক্তই (প্রপঞ্চাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই) ছিলাম, এক্ষণে (মায়িক আকারে বসুদেব-গৃহে) ব্যক্তীভূত হইয়াছি।"

তাঁহার মায়াতীত নিত্য স্বরূপ হইতেছে—দ্বিভুজ নরাকার, স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরবৃন্দের সঙ্গে নিত্যলীলা-বিলাসী। এই রূপেই যে তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, পূর্ব্ববর্ত্তী "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদি ৪।৬-শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব-বাচক।

এই শ্লোকে "অব্যক্ত"-শব্দে কোন্ বস্তুকে বুঝাইতেছে, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

"অব্যক্ত"-শব্দে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বস্তুকে বুঝায় এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু এই শ্লোকের অভিপ্রেত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

(ক) যাহা বস্তুতঃ আছে, অথচ লোকনয়নের গোচরীভূত নহে, তাহাকেও "অব্যক্ত" বলা হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে যে নিত্য বর্ত্তমান, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। কিন্তু নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও যে তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত নহেন—ইহাও শ্রুতি-প্রসিদ্ধ; সুতরাং লোক-নয়নের অগোচরীভূত অবস্থায় তাঁহাকেও অব্যক্ত বলা হয়। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত হইতে পারেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥"—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। এতাদৃশ অব্যক্ত (লোক-নয়নের অগোচরীভূত) দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় কৃপা করিয়া যদি ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়নের গোচরীভূত) হয়েন, তাহা হইলে যদি কেহ বলেন—"অব্যক্ত (লোক-নয়নের অগোচরীভূত বস্তু) ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়নের গোচরীভূত) হইয়াছেন", তাহা হইলে তাঁহাকে "অবুদ্ধিও" বলা যায়না এবং তিনি যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন না—একথাও বলা যায় না; কেননা, তিনি যাহা বলেন, তাহা শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত। সুতরাং "অব্যক্ত"-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ এই শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

(খ) "অব্যক্ত"-শব্দের আর একটী অর্থ হয়—"প্রধান বা প্রকৃতি—মায়া।" এই প্রধান হইতেছে জড়, অচেতন। জড়-বস্তু স্বপ্রকাশ নহে। সুতরাং এই "অব্যক্ত"-প্রধান নিজেকে নিজে ব্যক্ত করিতে, বা প্রকাশ করিয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত করিতে, পারে না। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন—এই "অব্যক্ত প্রধানই" নিজেকে নিজে ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই "অবুদ্ধি।"

এই "অব্যক্ত—প্রধান" পরব্রহ্মের অধ্যক্ষতায় এবং পরব্রহ্মের শক্তিতে জগৎ-রূপে ব্যক্ত হইতে পারে, সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে জীবের কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী দেহরূপেও ব্যক্ত হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন—"অব্যক্ত—প্রধানই" শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারাও যে "অবুদ্ধি," তাহাতেও সন্দেহ নাই। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহার কোনও কর্ম্মও নাই; সুতরাং কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহলাভের প্রশ্নও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। সংসারী জীবের ন্যায় তাঁহার যে জন্ম নাই, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে গীতা তাহা বলিয়াছেন। জীবের ন্যায় প্রাকৃত ষোড়শ-কলাত্মক দেহও যে তাঁহার নাই, গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতির ২।৯-বাক্যে "নিষ্কল"-শব্দে তাহাও বলা

হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—"জড়-প্রধান"-অর্থে "অব্যক্ত"-শব্দের প্রয়োগ আলোচ্য-শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে।

(গ) "অব্যক্ত"-শব্দের আর একটী অর্থ হইতে পারে—"নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।" "নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" লোক-নয়নের গোচরীভূত নহেন বলিয়া "অব্যক্ত।" যাঁহারা মনে করেন, "অব্যক্ত"-শব্দবাচ্য "নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই" ব্যক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও "অবুদ্ধি" এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলা যায়। তাহার হেতু এই :

প্রথমতঃ, "নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" হইতেছেন "নিঃশক্তিক।" যাঁহার শক্তি আছে, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না ; যেহেতু, শক্তিই বিশেষত্বের পরিচায়ক। "নিঃশক্তিক ব্রহ্ম" কখনও নিজেকে নিজে কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন না ; রূপ ব্যক্ত করার শক্তি তাঁহার নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অপর কোনও বস্তুর সহায়তাতেও "নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম" নিজেকে ব্যক্ত করিতে পারেন না ; যেহেতু, অপর কোনও বস্তুর সহায়তা গ্রহণের শক্তি তাঁহার নাই।

তৃতীয়তঃ, "নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম" নিজে অপর বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না বটে ; কিন্তু অপর বস্তু আসিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে তাঁহার স্বপ্রকাশকত্ব থাকেনা। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" চিৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ বলিয়া "স্বপ্রকাশ।" অপর কোন্ বস্তুই বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে ব্যক্ত করিতে পারে? যদি বল—মায়া, বহিরঙ্গা মায়া। তাহাও হইতে পারে না। কেননা, মায়া জড় বলিয়া চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতেও পারে না। মায়ার প্রকাশিকা শক্তিও নাই ; একমাত্র চিৎ-বস্তুরই প্রকাশিকা শক্তি আছে। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, মায়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে এবং প্রকাশও করিতে পারে, তাহা হইলেও মায়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষ সশক্তিক শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেনা। কেন না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, মায়া শক্তি হইলেও জড়রূপা বলিয়া কার্য্য-সামর্থ্যহীনা। এতাদৃশ দুই বস্তুর যোগে শক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। মায়ার কার্য্য-সামর্থ্য নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মকে সবিশেষ করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়—যাঁহারা মনে করেন, "নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" ব্যক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে লোকনয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও "অবুদ্ধি" এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যই দ্বিভুজ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—এই তথ্য তাঁহারা জানেন না।

সুতরাং "অব্যক্ত"-শব্দের "নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম"-অর্থও আলোচ্য-শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে।

"অব্যক্ত"-শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য-শ্লোকে "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের-"অস্তিত্বও ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু এই "নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মই" যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন—ইহা এই শ্লোকের অভিপ্রেত নহে। এই "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের" প্রতিষ্ঠাও—

মূলও—যে শ্রীকৃষ্ণ, পরবর্ত্তী "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্॥ গীতা ॥১৪।২৭॥"-বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

(২৬) "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥৭।২৫॥

—আমি যোগমায়াকর্ত্তৃক সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না (দৃশ্যমান হই না)। এজন্য মূঢ় (মায়ামুগ্ধ) লোক অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।

অথবা, আমি সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না। যোগমায়া-সমাবৃত মূঢ় লোক অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।"

"যোগমায়াসমাবৃতঃ"-শব্দকে ভাষ্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ "অহম্"এর (শ্রীকৃষ্ণের) বিশেষণ-রূপে এবং কেহ কেহ বা "মূঢ়"-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য এই শ্লোকের দুই রকম অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"যোগমায়াসমাবৃতঃ"-শব্দ যখন "অহম্"-এর (শ্রীকৃষ্ণের) বিশেষণরূপে গৃহীত হয়, তখন "যোগমায়া"-শব্দে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষকে বুঝায় (১।১।২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। চিচ্ছক্তিরূপা এই যোগমায়াই হইতেছে স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশিকা শক্তি (১।১।২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। চিচ্ছক্তিরূপা এই যোগমায়া যাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, যাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন না, তিনি দেখিতে পায়েন না। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন না, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া থাকেন "যোগমায়াকর্ত্তৃক সমাবৃত বা আচ্ছাদিত।"

চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার বহিরঙ্গাবৃত্তি বা বিভূতিই হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া (১।১।২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই বহিরঙ্গা বৃত্তিদ্বারাই যোগমায়া ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া সংসার ভোগ করাইয়া থাকেন। "যোগমায়াসমাবৃতঃ"-শব্দটী যখন শ্লোকস্থ "মূঢ়ঃ"-শব্দের বিশেষণ রূপে গৃহীত হয়, তখন "যোগমায়া"-শব্দে এই বহিরঙ্গা বৃত্তিরূপা বহিরঙ্গা মায়াকে বুঝায়।

(২৭) "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥৭।২৬॥

—হে অর্জ্জুন! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের সমস্ত প্রাণীকেই আমি অবগত আছি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৮) "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৮।৩॥

—অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যিনি পরম অক্ষর (জগতের মূলীভূত কারণ),

তিনি ব্রহ্ম। স্বভাবকে (শুদ্ধজীবকে বা শুদ্ধজীব সম্বন্ধী ভাবকে) অধ্যাত্ম বলা হয়। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে বিসর্গ (দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যে যজ্ঞ), তাহাকে কর্ম্ম বলা হয়।”

শ্লোকস্থ “অক্ষরম্”-শব্দের প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ এই কয়টী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ- “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ইত্যাদি (শঙ্কর)”, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে ইত্যাদি (রামানুজ)”, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্ ইতি (বলদেব)”, “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যাদি মধ্যে পরামৃশ্য এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইত্যাদি (মধুসূদন)।”

এই সমস্ত উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে পরব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, জগদাশ্রয়ত্ব— সুতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইতেছে।

(২৯) “কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৮।৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮।১০॥

—কবি (সর্ব্বদর্শী), পুরাণ (অনাদিসিদ্ধ), জগন্নিয়ন্তা, অণু হইতেও অণীয়ান্, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, দিবাকরবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত পুরুষকে যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া একাগ্র মনে যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া থাকেন, তিনি সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।”

এই শ্লোকদ্বয়ও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এ-স্থলে ব্রহ্মকে পরমপুরুষও বলা হইয়াছে।

(৩০) “পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥৮।২০॥

—কিন্তু সেই অব্যক্ত (অচেতন-প্রকৃতি, অথবা হিরণ্যগর্ভ) হইতে শ্রেষ্ঠ অপর যে সনাতন অব্যক্ত পদার্থ (পরব্রহ্ম) আছেন, সকল ভূতের বিনাশ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না।”

এই শ্লোকে দুইটী “অব্যক্ত”-শব্দ আছে ; দুইটীর দুই রকম অর্থ। “তস্মাৎ অব্যক্তাৎ”-এই পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত “অব্যক্ত”-শব্দের অর্থ- শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন “অচেতনাৎ প্রকৃতিরূপাৎ— অচেতন প্রকৃতি” এবং শ্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—“হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি।” আর প্রথমা বিভক্তিযুক্ত “অব্যক্তঃ”-শব্দের অর্থ সমস্ত ভাষ্যকারের মতেই—পরব্রহ্ম। তিনি “প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভ” হইতে “পরঃ —উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ।” যেহেতু, প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভও জগতের কারণ, কিন্তু অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেছেন তাঁহাদেরও কারণ। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন বলিয়া তাঁহাকে “অব্যক্ত” বলা হইয়াছে ; তিনি স্বপ্রকাশ, স্বসম্বেদ্য। তিনি “সনাতন—অনাদিসিদ্ধ, নিত্য” এবং

"অবিনাশী।" সমস্ত ভূত অনিত্য এবং বিনাশী। এই শ্লোকে জগৎ হইতে এবং প্রকৃতি হইতেও ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম প্রকৃতির বা হিরণ্যগর্ভের কারণ বলিয়া তিনি যে সবিশেষ, তাহাও এই শ্লোকে সূচিত হইয়াছে।

(৩১) "অব্যক্তোঽক্ষর ইতুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮।২১॥

—যিনি অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে জীবের পরমা গতি (পরম পুরুষার্থ) বলা হয়। যাঁহাকে পাইলে (জীবগণ পুনরায় সংসারে) প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাঁহাই আমার পরম ধাম (পরম পদ, বা পরম-স্থান, বা স্বরূপ)।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ-ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ, পরমগতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্ (মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ)। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ।" স্বামিপাদ শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—শ্লোকোক্ত "পরমা গতি"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি "ধাম"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—স্বরূপ।

(৩২) "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥৮।২২॥

—হে পার্থ! ভূতসমূহ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত এবং যাঁহা দ্বারা এই চরাচর সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পর-পুরুষ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি) অনন্যভক্তিদ্বারাই লভ্য।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৩) "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥৯।৪॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥৯।৫॥

—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে (ইন্দ্রিয়ের অগ্রহণীয় স্বরূপে) আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থান করে; কিন্তু আমি ভূতসমূহে অবস্থান করি না। আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থানও করিতেছে না। আমার ঐশ্বরিক যোগ (মাহাত্ম্য) দর্শন কর। ভূতগণের ধারক এবং পালনকর্ত্তা হইয়াও আমার আত্মা (আমার স্বরূপ অর্থাৎ আমি) ভূতগণে অবস্থিত নহে।"

ভূতসমূহ তাঁহাতে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে—অর্থাৎ তাঁহার সহিত ভুতসমূহের স্পর্শ হয় না, ভূতসমূহের সহিতও তাঁহার স্পর্শ হয় না। ইহাই তাঁহার ঐশ্বরিক প্রভাব বা অচিন্ত্য-শক্তি। তিনি জগতের কারণ; সুতরাং তিনি কারণভূত বলিয়া সমস্ত জগৎই তাঁহাতে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহাতে

অবস্থিত হইলেও তিনি অসঙ্গ বলিয়া—ঘটাদিতে ঘটের কারণ মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত, তিনি তদ্রূপ অবস্থিত নহেন। তিনি ভূতসমূহের ধারণ-কর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা হইলেও তাহাদের সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য।

এই শ্লোকদ্বয়ও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৪) "যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৯।৬॥

—সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু যেমন আকাশে প্রতিনিয়ত অবস্থান করে (অথচ আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়না), তদ্রূপ ভূতসকল আমাতে অবস্থিত (কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি)—ইহা অবগত হও।"

পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যই এ-স্থলে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন "যথা আকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ, আকাশোঽপি বায়ৌ স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব তথৈব অসঙ্গস্বভাবে ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু। ...আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বম্, চেতনস্য তু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বমেব, পরমেশ্বরং বিনা নান্যত্রাস্তীত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব তদপি আকাশদৃষ্টান্তো লোকবুদ্ধি-প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ।—আকাশ অসঙ্গ বলিয়া আকাশে বায়ু থাকিয়াও থাকে না, আকাশও বায়ুতে থাকিয়াও থাকে না। তদ্রূপ, আমি অসঙ্গ বলিয়া সমস্ত ভূত আমাতে থাকিয়াও থাকে না—ইহাই জানিবে।......আকাশ জড় বলিয়া অসঙ্গ। চেতন ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব জড়-আকাশের অসঙ্গত্বের ন্যায় নহে। চেতন-ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব হইতেছে—তিনি জগতের অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠাতা বলিয়া। এইরূপ অসঙ্গত্ব পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহাই তাঁহার অতর্ক্য প্রভাব। লোককে সহজে বুঝাইবার জন্যই আকাশের দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে।"

(৩৫) "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৯।৭॥

—হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার আমি সেই ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকি।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। প্রকৃতি বা মায়া যে তাঁহারই শক্তি, তাহাও এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

(৩৬) "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৯।৮॥

—আমি স্বকীয় (মায়ারূপ) প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া (অথবা পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া, অথবা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া) প্রকৃতির প্রভাবে (কর্ম্মাদির) পরবশ এই সমস্ত প্রাণিসমূহকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।"

এই শ্লোকেও পরব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব--সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে এবং মায়া যে তাঁহার স্বকীয়া শক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে।

(৩৭) "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯।৯॥

—হে ধনঞ্জয়! আমি সেই সকল (বিষম সৃষ্টিরূপ এবং পালনাদিরূপ) কর্ম্মে আসক্তি রহিত এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আছি বলিয়া এই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।"

এই শ্লোকে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে পরব্রহ্মের অসঙ্গত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৮) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০॥

—হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জন্যই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

জগৎ-কর্ত্তা হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে সৃষ্টি-ব্যাপারে উদাসীন এবং অনাসক্ত হইতে পারেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি কেবলমাত্র অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা। জীবের কর্ম্মফল-অনুসারে সৃষ্টির সঙ্কল্পমাত্র তিনি করিয়া থাকেন; সঙ্কল্পমাত্রই এবং প্রকৃতিতে কার্য্যসামর্থ্যদাতৃত্বই তাঁহার অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠাতৃত্ব। ইহার ফলেই তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থা হয়। রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে এবং রাজার শক্তি ব্যতীত যেমন রাজ-অমাত্যবর্গ কিছু করিতে পারেন না, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতীত প্রকৃতিও কিছু করিতে পারে না। তিনি সন্নিধিমাত্রে অধিষ্ঠাতা, কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না। তাহাতেই কর্ত্তৃত্বসত্ত্বেও তিনি উদাসীন এবং অনাসক্ত। পূর্ব্ববর্ত্তী (১০)-উপ অনুচ্ছেদে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্"-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৩৯) "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥৯।১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥৯।১২॥

—বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যর্থকাম, ব্যর্থকর্ম্মা, ব্যর্থজ্ঞান এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত বিবেকহীন জনগণ—ভূতগণের মহেশ্বরস্বরূপ আমার তত্ত্ব অবগত না হইয়া, আমি মনুষ্যদেহধারী বলিয়া আমার অনাদর করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকদ্বয়ও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃই দ্বিভুজ-নরাকৃতি (১।১।৬৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার দেহ সংসারী

জীবের ন্যায় পঞ্চভূতাত্মক নহে; তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (১।১।৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করিয়াই মায়ামুগ্ধ লোকগণ তাঁহার অনাদর করে, তাঁহার ভজন করে না।

(৪০) "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥৯।১৩॥

—কিন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির অধিকারী মহাত্মাগণ আমাকে ভূত-সমূহের আদিকারণ ও সনাতন জানিয়া অনন্যচিত্তে আমার ভজন করেন।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪১) "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মান্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥৯।১৬॥

—আমি (বৈদিক) ক্রতু, আমি (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞ, আমি স্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি (হোমের) ঘৃত, আমি অগ্নি ও আমিই হোম।"

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সর্ব্বরূপত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৪২) "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥৯।১৭॥

—আমিই এই জগতের পিতা (জগদুৎপাদক), মাতা (স্বীয় কুক্ষিমধ্যে ধারক), ধাতা (কর্ম্মফল-বিধাতা) এবং পিতামহ (জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মারও পিতা)। আমিই বেদ্য (জ্ঞেয়বস্তু), আমিই পবিত্রতাকারক, আমিই ওঙ্কার (প্রণব), আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৩) "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৮॥

—আমি গতি, ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস, শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় বীজ (কারণ)।"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৪) "তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥৯।১৯॥

—হে অর্জ্জুন! আমি (আদিত্যাদিরূপে) তাপ প্রদান করি, আমি বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করি, আবার কখনও বা সেই বারি বর্ষণকে প্রতিরোধ করি। আমিই অমৃত (মোক্ষ), আমিই মৃত্যু (সংসার), আমিই সৎ (স্থূল) এবং অসৎ (সূক্ষ্ম)। (এইরূপ জানিয়া জনগণ বহুরূপে আমার ভজন করিয়া থাকে)।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব-বাচক।

(৪৫) "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥৯।২২॥

—যাঁহারা অনন্যনিষ্ঠ হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার সম্যক্‌রূপে উপাসনা করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সতত-মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি (যোগ=অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ। ক্ষেম=প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ)।"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৬) "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥৯।২৪

—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (ফলদাতা); কিন্তু অন্য-দেবযাজীরা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলিয়া চ্যুত হয় (পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে)।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৭) "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥৯।২৬॥

—যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল (মাত্রও) প্রদান করেন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক অর্পিত সেই (পত্র-পুষ্পাদি) আমি ভোজন করিয়া থাকি।"

এই শ্লোকটিও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৮) "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥৯।২৯॥

—আমি সর্ব্বভূতেই সমান; আমার দ্বেষ্যও (শত্রুও) নাই, প্রিয়ও (মিত্রও) নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাঁহারা (ভক্তি হইতে উদ্ভূত আসক্তি সহকারে) আমাতে অবস্থান করেন এবং (ভক্তিজনিত আসক্তি সহকারে) আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।"

এই শ্লোকটীও ভগবান্ পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক এবং ভক্তবৎসলত্ব-বাচক।

সাধারণভাবে তিনি সর্ব্বভূতেই বিরাজিত এবং সর্ব্বভূতও তাঁহাতে বিরাজিত। সকলের প্রতিই তাঁহার সমান কৃপা। মেঘ যেমন সর্ব্বত্র সমানভাবে বারি বর্ষণ করে, তথাপি বিভিন্ন বীজ (বা বিভিন্ন বীজোৎপন্ন বৃক্ষাদি) যেমন সেই বারি হইতে বিভিন্ন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় (বা বিভিন্ন ফল ধারণ করে), তাহাতে যেমন মেঘের পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না; তদ্রূপ তিনিও সকলের উপরেই সমানভাবে কৃপা বর্ষণ করেন; কিন্তু বিভিন্ন জীব স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে তাঁহারও পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না। ইহা হইল সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু ভক্তসম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-ইত্যাদি বাক্যানুসারে, যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজন করেন, তিনিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করেন। যাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করিয়া ভক্তির

সহিত তাঁহার ভজন করেন, ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন এবং এই আসক্তির সহিত অত্যন্ত প্রিয়-বুদ্ধিতে তাঁহারা তাঁহাতে অবস্থান করেন; আর ঐ ভক্তির প্রভাবে তিনি তাঁহাদিগের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন এবং প্রিয়রূপে তাঁহাদের মধ্যেও তিনি অবস্থান করেন। ইহা ভক্তিরই মহিমা। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥শ্রুতি॥" ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না। স্বভাবতঃই তিনি ভক্তির বশীভূত বলিয়া ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। তিনি যদি কোনও কোনও ভক্তের বশীভূত হইতেন, আবার তাদৃশ কোনও কোনও ভক্তের বশীভূত না হইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সূচিত হইত। কিন্তু তিনি সকল ভক্তেরই বশীভূত হয়েন। ভক্তবশ্যতাতেও তাঁহার নিরপেক্ষত্ব অন্য ভাবেও বিবেচনা করা যায়। সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বত্র সমানভাবে বিতরিত হইলেও যেমন স্থূলমধ্য-কাচে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবৎকৃপা সকলের উপরে সমানভাবে বর্ষিত হইলেও ভক্তের হৃদয়ে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ধারণ করে। এই কেন্দ্রীভূত কৃপাধারাই ভগবান্‌কে বশ্যতা স্বীকার করায়। ভক্তি-সাধন-প্রভাবেই ভক্তের চিত্ত স্থূলমধ্য কাচের ন্যায় এমন এক শক্তি লাভ করে, যাহার প্রভাবে তাঁহার চিত্তে কৃপাধারা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। এইরূপে "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" ভক্তির প্রভাবেই ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; ইহাতে তাঁহার কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। যাঁহার মধ্যে ভক্তির যতটুকু বিকাশ, তাঁহার নিকটে তাঁহার বশীভূততাও তদনুরূপ। ভক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং ভক্তি-বশ্যতায় (বা ভক্তবশ্যতায়) তাঁহার স্বাতন্ত্র্যেরও হানি হয় না।

(৪৯) "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥১০।২॥

—দেবগণ আমার প্রভব (প্রভাব-প্রভুশক্ত্যাতিশয়; অথবা, নাম-কর্ম্ম-স্বরূপ-স্বভাবাদি; অথবা, নানাবিভূতিদ্বারা আবির্ভাব; অথবা, অনাদি-দিব্য-স্বরূপ-গুণ-বিভূতিমান্‌রূপে বর্ত্তমানতা) জানেন না, মহর্ষিগণও তাহা জানেন না। যেহেতু, আমি হইতেছি দেবতা ও মহর্ষিগণের সকল রকমে আদি-কারণ-স্বরূপ।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫০) "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০।৩॥

—যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যের মধ্যে মোহশূন্য তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।'

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫১) "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ১০।৪॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥১০।৫॥

—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ (মোহাভাব বা অব্যাকুলতা), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), শম (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম), সুখ, দুঃখ, ভব (উদ্ভব), অভাব (মৃত্যু), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—জীবগণের এই সমস্ত বিভিন্ন ভাব আমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।”

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্ব্বাদিত্ব এবং সর্ব্ব-মহেশ্বরত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫২) “মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥১০।৬॥

(ভৃগু-প্রভৃতি) সাতজন মহর্ষি, (তাঁহাদেরও) পূর্ব্বে (সনকাদি) চারিজন মহর্ষি এবং (স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ) মনু—ইঁহারা আমারই সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত এবং আমারই চিন্তাপরায়ণ। জগতে এই সমস্ত লোক তাঁহাদেরই প্রজা (সন্তান-সন্ততি)।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৩) “এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০।৭॥

—যিনি আমার এই বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং যোগ (অজত্বাদি-কল্যাণগুণগণের সহিত সম্বন্ধ) যথার্থ রূপে অবগত হয়েন, তিনি অবিচলিত যোগ (সম্যগ্‌দর্শন, অথবা সদ্‌ভক্তিলক্ষণ যোগ, বা মত্তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণ যোগ)-যুক্ত হয়েন—ইহাতে সন্দেহ নাই।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৪) “অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥১০।৮॥

—আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা মনে করিয়া বিবেকী ব্যক্তিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজন করেন।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৫) “মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥১০।৯॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০।১০॥

—মদ্‌গতচিত্ত এবং মদ্‌গতপ্রাণ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে এবং আমার কথা আলোচনা করিতে করিতে প্রতিনিয়ত তুষ্টি ও প্রীতি বা আনন্দ লাভ করেন। নিরন্তর

আমাতে অনুরক্তচিত্ত এবং প্রীতির সহিত আমার ভজন-পরায়ণ সেই সাধকগণকে আমি সেইরূপ বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।”

এই শ্লোকদ্বয় সবিশেষত্ব-বাচক—ব্রহ্মের করুণত্ব-বাচক।

(৫৬) “তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১০।১১॥

—সেই সকল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপদ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানসম্ভূত অন্ধকার দূর করিয়া থাকি।”

এই শ্লোকটীও করুণত্ব-সুতরাং সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৭) “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১০।১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১০।১৩॥

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন– তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। (ভৃগুপ্রভৃতি) সমস্ত ঋষি-গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব তোমাকে শাশ্বত পুরুষ, দিব্য (স্বপ্রকাশ), আদিদেব, জন্মরহিত এবং বিভু বলিয়া থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে ঐরূপ বলিলে।”

এই শ্লোকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পরম-ব্রহ্মত্ব-বাচক।

(৫৮) “স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১০।১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১০।১৬॥

—অর্জ্জুন বলিলেন– হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জানিতেছ। তোমার যে দিব্য (অপ্রাকৃত) আত্মবিভূতিসমূহ আছে—যে সকল বিভূতিদ্বারা তুমি এই সকল লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ—সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে তুমিই সমর্থ।”

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৯) “হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১০।১৯॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন– হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কথা প্রধানভাবে (সংক্ষেপে, বা প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ) তোমাকে বলিব; কারণ, আমার বিভূতির বিস্তারের শেষ নাই (বিস্তৃতভাবে সকল বিভূতির বর্ণনা শেষ করা সম্ভব নহে—অনন্ত বলিয়া)।”

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বিভূতির—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে।

(৬০) "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥১০।২০॥

—হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র)! ভূতসমূহের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই ; আমিই সমস্ত ভূতের আদি (সৃষ্টিকর্ত্তা), মধ্য (স্থিতিকর্ত্তা বা পালন কর্ত্তা) এবং অন্ত (সংহারকর্ত্তা)।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬১) "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ-"ইত্যাদি (১০।২১)-শ্লোক হইতে "দণ্ডো দময়তামস্মি" ইত্যাদি (১০।৩৮)-শ্লোক পর্য্যন্ত আঠারটী শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির কথা বলা হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই তদাত্মক। যে জাতীয় বস্তুর মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই জাতীয় বস্তুতে তাহাই তাঁহার বিভূতি। যেমন, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু-নামক আদিত্য হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; এই বিষ্ণুনামক আদিত্যই হইতেছেন আদিত্যসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। ইত্যাদি।

(৬২) "যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥১০।৩৯॥

—হে অর্জ্জুন! সমস্ত ভূতের যাহা বীজস্বরূপ (মূল কারণ-স্বরূপ), তাহা আমিই। স্থাবর-জঙ্গম এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা আমাকে বাদ দিয়া হইতে পারে।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৩) "নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥১০।৪০॥

—হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত (সীমা) নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভূতির বর্ণনা করিলাম।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৪) "যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥১০।৪১॥

—যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বা শ্রীসম্পন্ন, অথবা প্রভাবশালী, সে সে বস্তুই আমার তেজের (শক্তির) অংশ হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবে।"

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৫) "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥১০।৪২॥

—অথবা, হে অর্জ্জুন! (আমার বিভূতিসম্বন্ধে) এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।"

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৬) "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥১১।২॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥১১।৩॥

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয় যে তোমা হইতেই হইয়া থাকে, তোমার নিকট হইতে তাহা এবং তোমার অব্যয় মহিমার কথাও বিশদ্‌রূপে শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর! তুমি নিজেকে যেরূপ বলিলে, তাহা সেইরূপই বটে। (তথাপি) হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।"

এই শ্লোকদ্বয় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৭) "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥১১।৫॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥১১।৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১।৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমার অনেক বর্ণ বিশিষ্ট ও অনেক আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ অলৌকিক রূপ দর্শন কর। হে ভারত! তুমি আমার দেহে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্‌গণকে দর্শন কর এবং পূর্ব্বে যাহা তুমি দেখ নাই এবং অন্য কেহও দেখে নাই, এইরূপ অতি অদ্ভুত রূপ সকলও দর্শন কর। হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহে এক সঙ্গে অবস্থিত সমগ্র চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও তুমি দর্শন কর।"

এই শ্লোকত্রয়ও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৮) "ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—কিন্তু তোমার এই স্বচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে (যেই রূপ আমি তোমাকে দেখাইব, আমার সেই রূপকে) দেখিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি; উহা দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।"

(৬৯) "এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি (১১।৯)-শ্লোক হইতে "আখ্যাহি মে" ইত্যাদি (১১।৩১) শ্লোক পর্য্যন্ত তেইশটী শ্লোকে, অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকগুলিও সবিশেষত্ব-বাচক।

এই সকল শ্লোক হইতে জানা যায়, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, সেই স্তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে—মহাযোগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, অক্ষর-পরম-ব্রহ্ম, বিশ্বের পরম নিধান, অব্যয়, শাশ্বত, ধর্ম্মগোপ্তা, সনাতন পুরুষ, অনাদিমধ্যান্ত, অনন্তবীর্য্য, দেবেশ, জগন্নিবাস, আদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই সমস্তই সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭০) "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥১১।৩২॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—আমি লোকসমূহের ক্ষয়কর্ত্তা অত্যুৎকট কাল। জগতে লোকদিগকে সংহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে বাদ দিলেও (অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ না করিলেও) প্রতিপক্ষের সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের কেহই জীবিত থাকিবেন না।"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭১) "কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস তমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ১১।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদি কারণ, তোমাকে কেন সকলে নমস্কার করিবে না? সৎ (ব্যক্ত), অসৎ (অব্যক্ত) এবং এতদুভয়ের অতীত যে অক্ষর (ব্রহ্ম), তাহাও তুমিই।"

এই শ্লোকটীও অক্ষরব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭২) "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥১১।৩৮

—অর্জ্জুন বলিতেছেন—তুমি আদিদেব এবং পুরাণ পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্য (জ্ঞাতব্য) এবং পরমপদ। হে অনন্তরূপ! তোমাদ্বারাই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই যে তিনি সর্ব্বব্যাপক, তাহাও এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

(৭৩) "বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ১১।৩৯

—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি (পিতামহ ব্রহ্মা) এবং (ব্রহ্মারও পিতা বলিয়া) প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার। পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও নমস্কার, নমস্কার।"

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বরূপত্ব এবং সর্ব্বাত্মকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৭৪) নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥১১।৪০॥

—অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে সর্ব্ব! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার এবং পশ্চাতে নমস্কার। সর্ব্বদিকেই তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্তবীর্য্যশালী এবং অমিতবিক্রম। তুমি সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; এজন্য তুমি সর্ব্ব (বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক)।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭৫) "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১১।৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।৪২॥

—অর্জ্জুন বলিতেছেন—তোমার মাহাত্ম্য এবং তোমার এই বিশ্বরূপ না জানিয়া প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ আমি তোমাকে সখা মনে করিয়া 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে' এইরূপ ভাবে হঠাৎ (অথবা, অবিনীতভাবে, অথবা তিরস্কারের ভাবে) যে সম্বোধন করিয়াছি এবং হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনে একাকী অথবা বন্ধুজন-সমক্ষে উপহাসচ্ছলে তোমাকে যে অনাদর করিয়াছি, সেই সকল (অপরাধ) ক্ষমা করার নিমিত্ত অপ্রমেয় (অচিন্ত্যপ্রভাব) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।"

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি যে অর্জ্জুনের সহিত সখ্যভাবে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায়।

(৭৬) "পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ১১।৪৩॥

—অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে অনুপম-প্রভাব! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গরীয়ান্। এই ত্রিলোকে তোমার সমানই কেহ নাই, তোমা হইতে অধিক আর কোথা হইতে হইবে?"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭৭) "ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥১১।৪৭॥

—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া (কৃপাবশতঃ) স্বীয় যোগমায়াসামর্থ্যে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, উত্তম রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম—আমার যে রূপ তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে আর কেহ দর্শন করে নাই।"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক। এই শ্লোকে যোগমায়া-শক্তির কথাও জানা গেল।

(৭৮) “জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১৩।১৩॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—যাহা জ্ঞেয় বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভ হয়, এক্ষণে তোমাকে তাহা বলিব। (তাহা হইতেছে) অনাদি পরব্রহ্ম। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, (অর্থাৎ সৎ = কার্য্য ; অসৎ = কারণ। তিনি কার্য্যকারণাত্মক অবস্থাদ্বয়-রহিত)।”

(৭৯) “সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩।১৪॥

—সর্ব্বদিকে তাঁহার কর-চরণ, সর্ব্বদিকে তাঁহার চক্ষু, শিরঃ, মুখ ও শ্রবণেন্দ্রিয়। জগতে সমস্ত ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা এবং সর্ব্বব্যাপকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮০) “সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৩।১৫॥

—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রকাশক, সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত ; তিনি অসক্ত (অনাসক্ত) এবং সকলের ধারণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, নির্গুণ এবং গুণ-পালক।”

সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত। নির্গুণম্—মায়িক সত্ত্বরজস্তম-আদি গুণবর্জ্জিত। গুণভোক্তৃ—সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভোক্তা বা পালক।

এই শ্লোকে ব্রহ্মের প্রাকৃতগুণবর্জ্জিতত্ব এবং প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিতত্ব সূচিত হইয়াছে এবং তাঁহার সবিশেষত্বও সূচিত হইয়াছে—তিনি গুণ-পালক, সর্ব্বপালক, ইন্দ্রিয়-প্রকাশক।

(৮১) “বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৩।১৬॥

—তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক। সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় ; তিনি দূরে, অথচ নিকটে অবস্থিত।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং সর্ব্বগতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

৮২) “অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৩।১৭॥

—তিনি ভূতসমূহে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত। তিনি (স্থিতিকালে) ভূতগণের পালক, (প্রলয়কালে) গ্রাসকারী এবং (সৃষ্টিকালে) উৎপাদক।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৩) “জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥১৩।১৮॥

—তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও জ্যোতিঃ এবং তমের (অজ্ঞানের বা প্রকৃতির) অতীত। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য (অমানিত্বাদি সাধনের দ্বারা প্রাপ্য) এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৪) "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥১৩।২৩॥

—(প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ) এই দেহে বিদ্যমান (থাকিয়াও পুরুষ (দেহ হইতে) ভিন্ন (পৃথক্ ; (যেহেতু) তিনি সমীপে থাকিয়া দ্রষ্টা, অনুমন্তা (অনুমোদক বা অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (ধারণকর্ত্তা), ভোক্তা (পালক), মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৫) "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১৩।২৮॥

—যিনি পরমেশ্বরকে (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সকল ভূতে সমভাবে অবস্থানকারী (রূপে) এবং সমস্ত বিনষ্ট হইতে থাকিলেও অবিনাশিরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৬) "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥১৩।৩২॥

—হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ববশতঃ এই পরমাত্মা অব্যয়। এজন্য দেহে অবস্থান করিয়াও তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং (কর্ম্মফলেও) লিপ্ত হয়েন না।"

(৮৭) "যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥১৩।৩৩॥

—আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও (সকল পদার্থে অবস্থিত হইলেও) সূক্ষ্মতাবশতঃ (পঙ্কাদি কোনও কিছুর দ্বারাই) লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও (দেহের দোষ-গুণদ্বারা) লিপ্ত হয়েন না।"

এই শ্লোকে সংসারী জীব হইতে পরমাত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৮৮) "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥১৩।৩৪॥

—একই সূর্য্য যেমন এই সমস্ত ভুবনকে প্রকাশিত করেন, হে কৌন্তেয়! তদ্রূপ একই ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশিত করেন।"

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৯) "মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥১৪।৩॥

—হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (স্বরূপ); আমি তাহাতে গর্ভাধান করি (মহাপ্রলয়ে আমাতে লীন জীবাত্মাকে নিক্ষেপ করি); তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯০) "সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪।৪॥

—হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) হইতেছে তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি হইতেছি বীজদাতা পিতা।"

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯১) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥১৪।২৭॥

—আমিই অমৃত এবং অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমিই শাশ্বত ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা।"

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও মূল যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল।"

(৯২) "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১৫।১২॥

—সূর্য্যে অবস্থিত যে তেজঃ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, যাহা চন্দ্রে অবস্থিত, যাহা অগ্নিতে অবস্থিত, তাহা আমারই তেজঃ জানিবে।

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯৩) "গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৫।১৩॥

—আমি শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ভূত-সমুদয়কে ধারণ করিতেছি। আমিই রসাত্মক চন্দ্র হইয়া (ব্রীহি-আদি) সমস্ত ওষধিকে পোষণ করিতেছি।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯৪) "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৫।১৪॥

—আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকি।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯৫) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫।১৫॥

—আমি (অন্তর্য্যামিরূপে) সমস্ত জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই (প্রাণিমাত্রের) স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং এতদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে। আমিই সমস্তবেদের বেদ্য এবং আমিই বেদান্ত-প্রবর্ত্তক এবং বেদার্থবেত্তা।"

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯৬) "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৫।১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৫।১৭॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৫।১৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ (প্রসিদ্ধ আছে)। তাহাদের মধ্যে (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত) সমস্ত ভূত (জীব) হইতেছে ক্ষরপুরুষ এবং কূটস্থ (দেহাদির বিনাশ হইলেও যিনি অবিকৃত থাকেন, তিনি) হইতেছেন অক্ষর পুরুষ (১৫।১৬)। (ক্ষর এবং অক্ষর হইতে ভিন্ন) পরমাত্মা-নামে অভিহিত অপর একজন পুরুষ আছেন—যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পালন করেন (১৫।১৭)। যেহেতু, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম, এজন্য লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকি (১৫।১৮)।"

উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের প্রথম (১৫।১৬)-শ্লোকোক্ত "ক্ষর" এবং "অক্ষর" শব্দদ্বয়ের অর্থ আলোচিত হইতেছে।

"ক্ষর" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশী···ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। —যাহা বিনাশী, তাহাই ক্ষর। সমস্তভূত, সমস্ত বিকারজাত বস্তুই ক্ষর।" শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন –"ক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পুরুষো জীবশব্দাভিলপনীয়-ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত-ক্ষরণস্বভাবাচিৎসংসৃষ্টসর্ব্বভূতানি।—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত বিনাশশীল এবং অচিৎ (জড়) সংসৃষ্ট জীবনামক সমস্ত ভূতই ক্ষর পুরুষ।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই লিখিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল—ক্ষর-শব্দে সংসারী জীবকেই বুঝাইতেছে।

আর, "অক্ষর"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"পুরুষস্য উৎপত্তিবীজমনেক-সংসারিজন্তু-কামকর্ম্মাদি-সংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে।—জীবের উৎপত্তিবীজ এবং সমস্ত সংসারী জীবের কামকর্ম্মাদি-সংস্কারের আশ্রয়ই অক্ষর পুরুষ।" শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অক্ষর-শব্দ-

নির্দ্দিষ্টঃ কূটস্থঃ অচিৎসংসর্গবিযুক্তঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতো মুক্তাত্মা স তু অচিৎসংসর্গাভাবাৎ অচিৎ-পরিণাম-বিশেষ-ব্রহ্মাদিদেহসাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যুচ্যতে।— অচিৎ (জড়)-সংসর্গহীন এবং স্বীয় রূপে অবস্থিত মুক্ত আত্মাই অক্ষর-শব্দবাচ্য পুরুষ। তাঁহার সঙ্গে জড়ের সংসর্গ নাই বলিয়া তিনি জড়-পরিণামবিশেষরূপ ব্রহ্মাদি-দেহ-সাধারণ নহেন ; এজন্য তিনি কূটস্থ।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন —"দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স অক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ।—দেহের বিনাশ হইলেও যিনি নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করেন, তিনি কূটস্থ। তিনি চেতন এবং ভোক্তা। বিবেকিগণ তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলেন।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন— "কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ।—সর্ব্বদা এক অবস্থায় অবস্থিত এবং মুক্ত পুরুষই অক্ষর।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব। 'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীতি' শ্রুতেঃ। 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'-ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষরশব্দো ব্রহ্মবাচক এব দৃষ্টঃ। স্বরূপ হইতে যাঁহার বিচ্যুতি নাই, তিনিই অক্ষর—ব্রহ্মই। 'এতদ্বৈ তদক্ষরম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায়—অক্ষর-শব্দ ব্রহ্মবাচকই।"

এইরূপে দেখা গেল, বিভিন্ন ভাষ্যকার "অক্ষর"-শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব যেন মুক্ত জীবাত্মাকেই "অক্ষর" বলিয়াছেন মনে হয়। "ক্ষর" হইতেছে বদ্ধ জীব। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"অক্ষর"-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায় ; পরবর্ত্তী ১৫।১৭-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রহ্মোক্ত্বা যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমাহ উত্তম ইতি।—জ্ঞানমার্গের সাধকদের উপাস্য ব্রহ্মের কথা বলিয়া এক্ষণে 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ' ইত্যাদি (১৫।১৭) শ্লোকে যোগমার্গের সাধকদের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলা হইতেছে।" ইহা হইতে মনে হয়-"অক্ষর"-শব্দের অর্থে তিনি যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তিনি হইতেছেন "অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।" শ্রীপাদ শঙ্কর "অক্ষর"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন— "জীবের উৎপত্তির বীজ, জীবের কাম-কর্ম্মাদি-সংস্কারের আশ্রয়।" মহাপ্রলয়ে কাম-কর্ম্মাদির সংস্কারের সহিত জীব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। ইহাতে মনে হয়—"অক্ষর"-শব্দে "ব্রহ্মই" যেন শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত। তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থও শ্রীপাদ বিশ্বনাথের অর্থের অনুরূপই হইতেছে।

"অক্ষর"-শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতঃ" ইত্যাদি ১৫।১৮ শ্লোকে কথিত শ্রীকৃষ্ণের "পুরুষোত্তমত্ব"-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—"ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপি উত্তমঃ।" শ্রীকৃষ্ণ যে জীবাত্মা হইতে, ব্রহ্ম হইতে এবং পরমাত্মা হইতেও উত্তম—তাহাই শ্রীপাদ বিশ্বনাথ বলিলেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ কিছু নাই। বিভিন্ন ভাবের উপাসকের নিকটে একই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব

বিভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন মাত্র। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকের নিকটে তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গের সাধকের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্‌রূপে—আত্মপ্রকাশ করেন।

(৯৭) "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৫।১৯॥

—হে ভারত! যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে অবগত হয়েন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন করেন এবং তাহার ফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন।"

এই শ্লোকেও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব সূচিত হইয়াছে—পরব্রহ্মের জ্ঞানেই সকল জানা যায়।

(৯৮) "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬॥

—যাঁহা হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হয় এবং যিনি এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, মানুষ স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকটীও পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯৯) "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥১৮।৫৬॥

—সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও মদেক-শরণ হইলে আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করিতে পারা যায়।"

এই শ্লোকের "মৎপ্রসাদাৎ"-শব্দটী সবিশেষত্ব-বাচক।

(১০০) "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥১৮।৫৮॥

—মদ্‌গতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সংসার-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

এই শ্লোকেও "মৎপ্রসাদাৎ-"শব্দে সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(১০১) "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১॥

—হে অর্জ্জুন! সকল ভূতের হৃদয়েই ঈশ্বর অবস্থিত। তিনি ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(১০২) "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥১৮।৬২॥

—হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার (ঈশ্বরের) শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার অনুগ্রহে পরমশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।"

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

৪৩ক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তৎসমস্ত শ্লোকেই পরব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথাও গীতাতে দুই এক স্থলে আছে বটে; কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে।

শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় বলা হইয়াছে, শ্রুতিতে যে পরব্রহ্মকে "পুরুষবিধ", "পুরুষ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন "দেবকীপুত্র" এবং ব্রজবিহারী গোপীজনবল্লভ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ (১।২।৪১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তাঁহাকেই "পুরুষোত্তম" বলা হইয়াছে।

অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরমতম তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তাহা কোনও স্থলেই বলা হয় নাই। বরং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই যে "সর্ব্ববিৎ" হওয়া যায়—সুতরাং তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরমব্রহ্ম—তাহাই বলা হইয়াছে (১৫।১৯-শ্লোক)। ইহাই যে "গুহ্যতম" কথা, তাহাও "ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ১৫।২০॥"-বাক্যে বলা হইয়াছে। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বশেষ বাক্যে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৫-৬৬"-এই বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং ইহাই যে "সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য", তাহাও বলা হইয়াছে।

৪৪। পুরাণাদিতে ব্রহ্মতত্ত্ব

পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থেও পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা খ্যাপিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে এবং গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে প্রমাণ-শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না। শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, ইহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, পুরাণাদিতে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রুতি পরব্রহ্মকে রস-স্বরূপ—রসো বৈ সঃ—বলিয়াছেন। আস্বাদ্য রসরূপে তিনি পরম মধুর এবং আস্বাদক রসরূপে তিনি রসিক—ব্রহ্ম বলিয়া—রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।

আস্বাদ্য-রসরূপে দ্বিভুজ নরবপু শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ, সৌভাগ্য-সম্পদের চরমতম-পরাকাষ্ঠা এবং মাধুর্য্যে তাঁহার নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক।

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥—শ্রীভাগবত ॥৩।২।১২॥

কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরা-নাগরীগণ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে—ব্রজগোপীগণ প্রতিক্ষণে নবনবায়মান এবং লাবণ্যের সারভূত, অনন্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ), যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের (ভগবত্তার) একান্ত ধাম এবং অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নিরন্তর আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য॥
—শ্রীভাগবত ॥১০।৪৪।১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বহু বৈচিত্র্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৩৯-অনুচ্ছেদে কয়েকটী বৈচিত্রী বর্ণিত হইয়াছে।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এমনই সর্ব্বাতিশায়ী প্রভাব যে, ইহা তাঁহার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যকেও কবলিত করিয়া রাখিতে সমর্থ (১।১।১৩৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবত্তার বা পরব্রহ্মত্বের সার বস্তু (১।১।১৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আস্বাদক-রসরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—রসিক-শেখর, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি (১।১।১২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি স্বরূপানন্দও আস্বাদন করেন এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও আস্বাদন করেন (১।১।১২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ হইতেছে পরিকর-ভক্তের প্রীতিরস-নির্য্যাস। লীলার ব্যপদেশে এই প্রেমরস-নির্য্যাস স্ফুরিত হইয়া তাঁহার আস্বাদ্য হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংরূপে এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও এই প্রীতিরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিকররূপেও তাহা আস্বাদন করেন (১।১।১৩১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রেমরসের আস্বাদন তিনি করিয়া থাকেন—দুইরূপে, প্রেমের বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে (১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মের লীলার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। তদনুসারেই ব্রহ্মসূত্র-কর্ত্তা ব্যাসদেব "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্-"এই সূত্রটীও গ্রথিত করিয়াছেন। পুরাণাদি বেদানুগত শাস্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি বহু লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যলীলার মধ্যে গোপসুন্দরীদের সহিত রাসলীলাই যে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি, পুরাণ হইতে তাহাও জানা যায়।

"সন্তি যদ্যপি যে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥
—লঘুভাগবতামৃতধৃত শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণ-বচন॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যদিও আমার বহু লীলা আছে এবং যদিও সেই সমস্ত লীলাই আমার মনোহারিণী, কিন্তু রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মন যে কি রকম হয়, তাহা জানি না (বলিতে পারি না)।"

শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক হইয়াও স্বীয় একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত—"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥" পুরাণেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়।

"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয়ঃ পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥
—লঘুভাগবতামৃত-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একাধিকবার পরব্রহ্মকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—একমাত্র পরব্রহ্ম বাসুদেবই "ভগবান্"-শব্দের বাচ্য।

"শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥৬।৫।৭২॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥৬।৫।৭৩॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥৬।৫।৭৪॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। সর্ব্বভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥৬।৫।৭৫॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ॥৬।৫।৭৬॥

—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ, মহাবিভূতিসম্পন্ন এবং সর্ব্বকারণ-কারণ পরব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (ভগবৎ-শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলির নিরুক্তিদ্বারা অর্থ করা হইতেছে) ভ-কারের দুইটী অর্থ—সকলের সম্ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা) এবং সকলের ভর্ত্তা (আধার)। গ-কারের অর্থ—নেতা, গময়িতা এবং স্রষ্টা। ভগ-শব্দের অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, এবং সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম ভগ। অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূত সকল অবস্থান করিতেছে—ইহাই ব-কারের অর্থ। হে সত্তম! এতাদৃশ অর্থবিশিষ্ট 'ভগবান্'-এই মহাশব্দটী পরব্রহ্মভূত বাসুদেব ব্যতীত অন্যত্র প্রযুক্ত হয় না।"

"অব্যক্ত, অজর, অব্যয়, অপাণিপাদ"-ইত্যাদি শব্দে শ্রুতি যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই পরব্রহ্ম যে পূর্ব্বোল্লিখিত ভগবৎ-শব্দবাচ্য বাসুদেব, তাহাও বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়।

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥৬।৫।৬৬॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্। ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥৬।৫।৬৭॥

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা। শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৬।৫।৬৮॥
তদেব ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ॥৬।৫।৬৯॥

—যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি-বর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি (ভূতসমূহের কারণ), অকারণ, ব্যাপী অথচ অব্যাপ্ত, এবং সর্ব্বস্বরূপ, মুনিগণ (জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা) তাঁহাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মই পরম ধাম এবং তিনিই মোক্ষাভিলাষীদের ধ্যেয়। শ্রুতিবাক্যে তাঁহাকেই সূক্ষ্ম এবং বিষ্ণুর পরমপদ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার সেই স্বরূপই ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শব্দও সেই আদ্য, অক্ষয়, পরমাত্মার বাচক।”

ভগবান্ পরব্রহ্ম বাসুদেবেই যে সমস্তভূত অবস্থিত এবং তিনিও যে সমস্তভূতে অবস্থিত, তিনি যে সমস্ত জগতের ধাতা, বিধাতা, সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি যে ভূতসমূহের গুণ-দোষাদিদ্বারা অস্পৃষ্ট এবং সর্ব্বাবরণ-মুক্ত, তাঁহার যে অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি, তিনি যে প্রাকৃতহেয়গুণ-শূন্য অথচ অশেষ অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণাত্মক, তিনি যে সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, তিনিই যে ব্যষ্টিরূপ এবং সমষ্টিরূপ (অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক), প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয় রূপই যে তিনি (অর্থাৎ তাঁহার প্রকটরূপে এবং অপ্রকটরূপে যে কোনও ভেদ নাই, অথবা জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই রূপেই যে তিনি), তিনি যে স্বীয় ইচ্ছাতেই অনন্তরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন—বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই সমস্ত কথা জানা যায়। নিম্নে বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

“ভূতেষু বসতে যোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥৬।৫।৮২॥

—সমস্ত ভূত তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনিও সমস্ত ভূতের অন্তরে বাস করিতেছেন। তিনিই সমস্ত জগতের ধাতা ও বিধাতা। এই জন্যই সেই প্রভুকে বাসুদেব বলা হয়।”

“স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে॥৬।৫।৮৩॥
সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ॥৬।৫।৮৪॥

—হে মুনে! তিনি সর্ব্বভূতের প্রকৃতির, বিকারসমূহের, গুণসমূহের, দোষসমূহের বিশেষরূপে অতীত (অর্থাৎ ভূতসমূহ তাঁহাতে এবং ভূতসমূহে তিনি অবস্থিত থাকিলেও ভূতসমূহের প্রকৃতি-বিকার-দোষ-গুণাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে না)। সেই অখিলাত্মা সর্ব্ববিধ আবরণের অতীত। জগতের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাকর্ত্তৃক আবৃত। তিনি সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মক (কল্যাণগুণসমূহ তাঁহারই স্বরূপভূত)। তিনি স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা সমস্ত ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আছেন। তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিপ্রেত বহুবিধ শরীর প্রকটিত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।”

"তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥৬।৫।৮৫॥

—তিনি তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাববোধাদির আকর এবং স্বীয় বীর্য্য-শক্তি-আদি গুণের একমাত্র আধার। তিনি পরাৎপর (শ্রেষ্ঠসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ)। সেই পরাপরেশে (প্রাকৃত) ক্লেশাদি কিছুই নাই।"

"স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসর্ব্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥৬।৫।৮৬॥

—তিনি ঈশ্বর, তিনি ব্যষ্টিরূপ এবং সমষ্টিরূপ। তিনিই ব্যক্তস্বরূপ (প্রকটস্বরূপ) এবং অপ্রকট-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগ, সর্ব্ববেত্তা। তিনি সমস্তশক্তি (সর্ব্বশক্তিমান্, অথবা সকলের শক্তির মূল উৎস)। তিনি পরমেশ্বরাখ্য।"

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে যে বাসুদেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; যদুবংশের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন।

"যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥৪।১১।২॥

—যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণনামক নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুবংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মানুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।"

শ্রুতি যাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-ইত্যাদিবাক্যে যাঁহার সর্ব্বাত্মকত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

"সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তু রূপ্যতাম্। শ্রী ভাঃ ১০।১৪।৫৭॥

—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন—স্থাবর-জঙ্গম বা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব তৎসত্তাশ্রয় উপাদানাদি কারণেই স্থিত থাকে। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎ-শক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত কি আছে, তাহা নিরূপণ কর (অর্থাৎ কিছুই নাই—ইহা জানিবে)।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥
—শ্রীভা ॥১০।১৪।২৩॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) এক, তুমি আত্মা (পরমাত্মা), তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি সত্য, তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বপ্রকাশক), তুমি অনন্ত, তুমি আদ্য, তুমি নিত্য এবং অক্ষর (অচ্যুত), তুমি অজস্রসুখ-স্বরূপ (নিরন্তর আনন্দময়), তুমি নিরঞ্জন (সতত নির্লিপ্ত), তুমি পূর্ণ, তুমি অদ্বয়, তুমি (বিদ্যাবিদ্যা হইতে ভিন্ন বলিয়া) সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত এবং তুমি অমৃত।”

শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়-তত্ত্ব, অক্ষর-ব্রহ্ম এবং মায়িক-উপাধি-বিবর্জ্জিত, তাহা এই শ্লোক হইতে জানা গেল। “পুরুষঃ পুরাণঃ”-শব্দে ইহাও জানা গেল—তাঁহার শ্রীবিগ্রহও নিত্য এবং “ত্বম্ আত্মা”-হইতে জানা গেল – তাঁহার বিগ্রহই তিনি, অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপভূত।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীতত্বের কথা শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতেও তাহা জানা গেল এবং বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

“সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ বি পু ॥ ১।৯।৪৩॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, তিনি সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধ। সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন।”

গোপালতাপনী-শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে “গোপীজনবল্লভ” বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত গোপসুন্দরীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাতে তাঁহার এই গোপীজনবল্লভত্ব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা এবং ইহাও জানা যায় যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও প্রকটলীলাতে তাঁহাদের প্রাতীতিক পরকীয়া ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসলীলা হইতে—বিশেষতঃ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও—তাহা জানা যায় (১।১।১৬৩-১৭০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব, এবং নরবপুত্ব, লীলাময়ত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব এবং মায়াতীতত্ব ও মায়িক-উপাধি-বর্জ্জিতত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। অন্যান্য পূরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থের তাৎপর্য্যও এইরূপই। বাহুল্যবোধে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থানই হইতেছে মুখ্য। অপর প্রস্থানদ্বয় শ্রুতিপ্রস্থানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

৪৫। প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা

ক। শ্রুতিপ্রস্থানই মুখ্য প্রস্থান।

স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রুতিসমূহের সার মর্ম্মই প্রকাশ করা হইয়াছে; এজন্য গীতাকে সর্ব্বোপনিষৎসার বলা হয় (১।২।৪২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত পুরাণেতিহাসকে শ্রুতি পঞ্চম বেদও বলিয়াছেন (অবতরণিকায় ৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আর, ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য-সমূহের সমন্বয়-মূলক মীমাংসাই প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য ব্রহ্মসূত্রকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়। ন্যায়প্রস্থানে যে মীমাংসা সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে সূত্রকর্ত্তা মধ্যে মধ্যে স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদার্থ-প্রকাশক এবং বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই একটী প্রমাণ।

শ্রুতি-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, শ্রুতিতে কয়েকটী বাক্যে ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু অন্য সমস্ত বাক্যেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বিশেষত্বহীনতাসূচক বাক্যগুলির তাৎপর্য্য কি, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।২৬-৪০ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে কেবলমাত্র বিশেষত্বহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইতেছে।

৪৬। ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্য

নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি পূর্ব্বে যে অনুচ্ছেদে অনূদিত এবং আলোচিত হইয়াছে, প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যের পরে বন্ধনীর মধ্যে সেই অনুচ্ছেদ উল্লিখিত হইতেছে। যে সকল শব্দ বিশেষত্বহীনতা-সূচক, সেগুলি পৃথগ্‌ভাবে উল্লিখিত হইতেছে; তাহাদের পূর্ব্বে "নির্ব্বিশেষ"-শব্দটী লিখিত হইবে। কোনও বাক্যে যদি সবিশেষত্বসূচক শব্দও থাকে, তাহাও পৃথগ্‌ভাবে উল্লিখিত হইবে; এতাদৃশ শব্দের পূর্ব্বে "সবিশেষ" শব্দটী লিখিত হইবে। নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শব্দগুলির তাৎপর্য্য সর্ব্বশেষে এক সঙ্গে আলোচিত হইবে।

(১) ঈশোপনিষৎ

ক। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

(১।২।২৬-ঘ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অকায়ম্ (শরীরহীন), অব্রণম্ (অক্ষত, ক্ষতহীন), অস্নাবিরম্ (স্নায়ু-শিরাদি বর্জ্জিত), অপাপবিদ্ধম্ (পাপ-পুণ্যসম্বন্ধবর্জ্জিত)।

সবিশেষ। শুদ্ধম্ (নির্ম্মল), কবিঃ (ত্রিকালদর্শী), মনীষী, স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ংপ্রকাশ),

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (তিনি শাশ্বত-সমাসমূহকে—সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিসমূহকে—তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বিষয়সমূহ যথাযথ রূপে প্রদান করিয়াছেন)।

(২) কঠোপনিষৎ

ক। অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥১।২।২২॥ (১।২।২৮-গ অনুচ্ছেদ)।

নির্ব্বিশেষ। অশরীরম্ (শরীরহীন)।

সবিশেষ। শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্ (অনিত্য শরীরে অবস্থিত), মহান্তম্ (মহৎ), বিভুম্।

খ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১।৩।১৫॥
(১।২।২৮-ঙ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অশব্দম্ (শব্দবর্জ্জিত), অস্পর্শম্ (স্পর্শবর্জ্জিত), অরূপম্ (রূপবর্জ্জিত), অরসম্ (রসবর্জ্জিত), অগন্ধবৎ (গন্ধবর্জ্জিত), মহতঃ পরম্ (মহত্তত্ত্বের—উপলক্ষণে প্রকৃতির—অতীত), অনাদি (আদিহীন), অনন্তম্ (অন্তহীন)।

গ। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥২।৩।৮॥
(১।২।২৮-ম অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অলিঙ্গঃ (বুদ্ধি-আদি চিহ্নবর্জ্জিত, সর্ব্ব-সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত)।

সবিশেষ। পুরুষঃ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ), ব্যাপকঃ (ব্যাপক বলিয়া আকাশাদি সমস্তের কারণ। শ্রীপাদ শঙ্কর)।

(৩) প্রশ্নোপনিষৎ

ক। পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং
শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি ॥৪।১০॥
(১।২।২৯-খ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অচ্ছায়ম্ (ছায়াহীন, তমোবর্জ্জিত), অশরীরম্ (শরীরহীন), অলোহিতম্ (লোহিতাদিগুণবর্জ্জিত)

খ। ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥৫।৭॥)
(১।২।২৯-ঘ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। শান্তম্ (জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-বিশেষবর্জ্জিত), অজরম্ (জরাবর্জ্জিত—বার্দ্ধক্যবর্জ্জিত), অমৃতম্ (মৃত্যুবর্জ্জিত), অভয়ম্ (ভয়বর্জ্জিত)।

(৪) **মুণ্ডকোপনিষৎ**

ক। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ১।১।৬॥

(১।২।৩০-ক অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্য, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্যম্ (অগ্রহণীয়; কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর), অগোত্রম্ (মূলহীন বলিয়া অন্বয়রহিত), অবর্ণম্ (স্থূলত্ব-শুক্লত্বাদি দ্রব্যধর্ম্মহীন), অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ (চক্ষুঃকর্ণাদিহীন) অপাণিপাদম্ (হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্জ্জিত), সুসূক্ষ্মম্ (শব্দাদি-স্থূলত্ব-কারণরহিত বলিয়া সুসূক্ষ্ম)।

সবিশেষ। বিভুম্ (ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিবিধ প্রাণিভেদে অবস্থিত), সর্ব্বগতম্ (আকাশের ন্যায় ব্যাপক—সর্ব্বকারণ), ভূতযোনিম্ (সমস্তভূতের উৎপত্তিহেতু)।

খ। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২।১।২ ॥

(১।২।৩০-চ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অমূর্ত্তঃ (শরীরহীন), অজঃ (জন্মরহিত), অপ্রাণঃ (প্রাণরহিত), অমনাঃ (মনঃশূন্য)

সবিশেষ। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাহ্য ও অন্তর-এই উভয়দেশবর্ত্তী)।

গ। হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥২।২।৯॥

(১।২।৩০-ধ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। বিরজম্ (রজোগুণরহিত, উপলক্ষণে মায়িকগুণত্রয়বর্জ্জিত), নিষ্কলম্ (ষোড়শকলাত্মক দেহরহিত, অথবা টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশরহিত)।

সবিশেষ' জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও প্রকাশক)।

ঘ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥৩।১।৮॥

(১।২।৩০-য অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা (তিনি চক্ষুর এবং বাক্যের অগোচর), নিষ্কলম্ (ষোড়শ-কলাত্মক দেহবর্জ্জিত, বা অংশরহিত)।

(৫) **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ**

ক। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্ বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো

হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য ॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৭॥ (১।২।২-গ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অদৃশ্যম্ (অদৃশ্য), অনাত্ম্য (শরীরহীন), অনিরুক্ত (নামজাত্যাদি নিরুক্তিশূন্য), অনিলয়ন (আধারহীন)।

সবিশেষ। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত (তিনি নিজেই নিজেকে এই প্রকার করিলেন), সুকৃতম (অক্লেশকর্ম্মা), এষ হ্যেবানন্দয়াতি (ইনিই আনন্দ দান করেন) ; ইত্যাদি।

(৬) ছান্দোগ্যোপনিষৎ

ক। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥৩।১৪।২।　　(১।২।৩৪-ঠ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অবাকী, অনাদরঃ (আগ্রহহীন)।

সবিশেষ। সত্যসঙ্কল্পঃ (যাঁহার সকল সঙ্কল্পই সত্য হয়), সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ (নির্দ্দোষ সমস্ত কাম বা অভিলাষ যাঁহার আছে। অথবা, যাহা কাম্য, তাহাই কাম—কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণ-গুণ যাঁহার আছে, তিনি সর্ব্বকাম), সর্ব্বগন্ধঃ (নিখিল-দিব্যগন্ধযুক্ত), সর্ব্বরসঃ (নিখিল দিব্যরসযুক্ত)।

খ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥৩।১৪।৪॥　　(১।২।৩৪-ঢ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অবাকী, অনাদরঃ।

সবিশেষ। সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ।

গ। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৮।১।৫॥

(১।২।৩৪-ভ অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত), বিশোকঃ (শোকরহিত), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধারহিত), অপিপাসঃ (পিপাসারহিত)।

সবিশেষ। সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ।

ঘ। য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-

সঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥৮।৭।১॥

(১।২।৩৪-র অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অপহতপাপ্মা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ।

সবিশেষ। সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ।

(৭) **বৃহদারণ্যকোপনিষৎ**

ক। স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম-স্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তর-মবাহ্যম্ ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥৩।৮।৮॥

[১।২।৩৫ (৩২) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অস্থূলম্ (যাহা স্থূল নহে), অনণু (যাহা অণু বা সূক্ষ্ম নহে), অহ্রস্বম্ (যাহা হ্রস্ব নহে), অদীর্ঘম্ (যাহা দীর্ঘ নহে), অলোহিতম্ (যাহা লোহিত নহে), অস্নেহম্ (যাহা স্নেহ নহে অথবা স্নেহহীন—জলের ধর্ম্ম যে স্নেহ, তাহা নাই যাহার), অচ্ছায়ম্ (যাহা ছায়া নহে), অতমঃ (যাহা তমঃ-অন্ধকার নহে), অবায়ু (যাহা বায়ু নহে), অনাকাশম্ (যাহা আকাশ নহে), অসঙ্গম্ (যাহা অন্য বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকেনা), অরসম্ (যাহা রস নহে), অগন্ধম্ (যাহা গন্ধ নহে), অচক্ষুষ্কম্ (যাহার চক্ষুঃ নাই), অশ্রোত্রম্ (কর্ণ নাই যাহার), অবাক্ (যাহা বাক্-বাগিন্দ্রিয়-নহে), অমনঃ (যাহা মনঃ নহে), অতেজস্কম্ (যাহার তেজঃ নাই), অপ্রাণম্ (যাহা প্রাণ নহে, অথবা যাহার প্রাণ নাই), অমুখম্ (যাহা মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই), অমাত্রম্ (যাহা মাত্রা নহে, অথবা যাহার মাত্রা নাই), অনন্তরম্ (যাহার অন্তর বা ছিদ্র নাই), অবাহ্যম্ (যাহার বাহ্য বা বহির্দ্দেশ নাই), ন তদশ্নাতি কিঞ্চন (সেই ব্রহ্ম কিছুই আহার করেন না)।

ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ৩।৮।৯-বাক্যেই ব্রহ্মের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবম্॥ ৪।৪।২০॥

[১।২।৩৫ (৪১) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। বিরজঃ (মায়িক-গুণমালিন্যরহিত), অজঃ (জন্মরহিত)।

গ। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ-স্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্, ন এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। · ···। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতে ॥৪।৪।২২॥

[১।২।৩৫ (৪২) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অজঃ (জন্মরহিত), অগৃহ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য), অশীর্য্যঃ (শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য), অসঙ্গঃ (অনাসক্ত বা অসংলগ্ন), অসিতঃ (অসিত—ব্যথিত বা চ্যুত হওয়ায় অযোগ্য)।

সবিশেষ। সর্ব্বস্য বশী (সকলের বশীকর্ত্তা), সর্ব্বস্য ঈশানঃ (সকলের ঈশান বা নিয়ন্তা), সর্ব্বস্য অধিপতিঃ (সকলের অধিপতি), সর্ব্বেশ্বরঃ (সকলের ঈশ্বর), ভূতাধিপতিঃ (ভূতসমূহের অধিপতি), ভূতপালঃ (ভূতসমূহের পালনকর্ত্তা), সেতুর্ব্বিধরণঃ (সকল জগতের সাঙ্কর্য্য-নিবারক জগদ্‌বিধারক সেতুস্বরূপ)।

ঘ। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥৪।৪।২৫॥

[১।২।৩৫ (৪৪) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অজঃ (জন্মরহিত), অজরঃ (জরারহিত), অমরঃ (মরণরহিত), অমৃত (অবিনাশী), অভয়ঃ (ভয়রহিত)।

ঙ। এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতে বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥৪।৫।১৫॥

[১।২।৩৫ (৪৯) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অগৃহ্যঃ, অশীর্য্যঃ, অসঙ্গঃ, অসিতঃ।

সবিশেষ। বিজ্ঞাতারম্ (সর্ব্ববিজ্ঞাতা)।

(৮) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ক। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১।৯॥

[১।২।৩৬ (৩) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অকর্ত্তা (কর্ত্তৃত্বরহিত), অজঃ (জন্মরহিত)।

সবিশেষ। জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), ঈশঃ (ঈশ্বর), বিশ্বরূপঃ (বিশ্বরূপে প্রকাশমান্ বা পরিণত)। অজা প্রকৃতির উল্লেখে শক্তিমত্ত্বাও সূচিত হইতেছে।

খ। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিবন্তি ॥৩।১০॥

[১।২।৩৬ (১২) অনুচ্ছেদ)

নির্ব্বিশেষ। অরূপম্ (রূপবর্জ্জিত), অনাময়ম্ (নীরোগ)

সবিশেষ। "ততো যদুত্তরত্তরম্"-বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হইয়াছে।

গ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥ ৩।১৭॥

[১।২।৩৬ (১৯) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত)।

সবিশেষ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অবভাসক বা প্রকাশক), প্রভুম্, ঈশানম্ (শাসনকর্ত্তা বা নিয়ামক), শরণং বৃহৎ (পরম আশ্রয়)।

ঘ। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥৩।১৯॥

[১।২।৩৬ (২১) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অপাণিপাদঃ (হস্তপদশূন্য), অচক্ষুঃ (চক্ষুঃশূন্য), অকর্ণঃ (কর্ণহীন)।

সবিশেষ। জবনঃ (দূরে গমন কর্ত্তা), গ্রহীতা (গ্রহণকারী), পশ্যতি (দর্শন করেন), শৃণোতি (শ্রবণ করেন), বেত্তি (জানেন), পুরুষং (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ)।

ঙ। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥৩।২০॥

[১।২।৩৬ (২২) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অক্রতুম্ (ভোগসঙ্কল্পবর্জ্জিত)

সবিশেষ। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"-বাক্যে অচিন্ত্যশক্তি সূচিত হইয়াছে ; ধাতুঃ (সর্ব্বধারক ব্রহ্মের), ধাতুঃ প্রসাদাৎ (সর্ব্বধারক ব্রহ্মের অনুগ্রহে); মহিমানম্ (মহামহিম), ঈশম্ (ঈশ্বরকে)।

চ। বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥৩।২১॥

[১।২।৩৬ (২৩) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অজরম্ (জরাবর্জ্জিত), জন্মনিরোধম্ (জন্মাভাব)।

সবিশেষ। সর্ব্বাত্মানম্ (সর্ব্বাত্মা ; ইহাতে উপাদানকারণত্ব সূচিত হইতেছে), সর্ব্বগতম্ (সর্ব্বগত), বিভুত্বাৎ (ব্যপকতাবশতঃ। ব্যাপকত্ব – সুতরাং জগৎ-কারণত্ব—সূচিত হইতেছে)।

ছ। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪।১॥

[১।২।৩৬ (২৪) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অবর্ণঃ (বর্ণ বা জাতিরহিত)

সবিশেষ। বহুধা শক্তিযোগাৎ···দধাতি (নানাবিধ শক্তিযোগে ব্রাহ্মণাদি অনেক বর্ণের সৃষ্টি

করেন), বিচৈতি বিশ্বম্ (বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন), স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু (তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন)।

জ। ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥৫।১৪॥

[১।২।৩৬ (৪৮) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অনীড়াখ্যম্ (শরীররহিত)।

সবিশেষ। ভাবাভাবকরম্ (সৃষ্টি-প্রলয়কারী), কলাসর্গকরম্ (প্রাণাদি ষোড়শ কলার সৃষ্টিকর্ত্তা), শিবম্ (মঙ্গলময় বা মঙ্গলকর্ত্তা)।

ঝ। আদিঃ সঃ সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥৬।৫॥

[১।২।৩৬ (৫২) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অকলঃ (প্রাণাদিষোড়শকলারহিত)

সবিশেষ। আদিঃ (আদি কারণ), সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (দেহসংযোগের কারণীভূত অবিদ্যারও হেতুস্বরূপ), বিশ্বরূপম্ (বিশ্বরূপ), ভবভূতম্ (জগৎকারণ)।

ঞ। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮॥

[১।২।৩৬ (৫৫) অনুচ্ছেদ

নির্ব্বিশেষ। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে (তাঁহার কার্য্য নাই, করণও নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, কার্য্য—শরীর, করণ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই)।

সবিশেষ। "পরাস্য শক্তিঃ"-ইত্যাদি (তাঁহার বিবিধ পরাশক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা শুনা যায়। এই শক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিকী)।

ট। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬।৯॥

[১।২।৩৬ (৫৬) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ (তাঁহার কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই ; অলিঙ্গ)।

সবিশেষ। কারণম্ (সকলের কারণ), করণাধিপাধিপঃ (ইন্দ্রিয়াধিপতিদিগেরও অধিপতি)।

ঠ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥৬।১১॥

[১।২।৩৬ (৫৮) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। নির্গুণঃ (গুণহীন ; সত্ত্বাদিগুণরহিত)।

সবিশেষ। সর্ব্বব্যাপী (ইহাদ্বারা জগৎ-কারণত্ব সূচিত হইতেছে), কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ), সাক্ষী (দ্রষ্টা), চেতা (চেতনকর্ত্তা)।

ড। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥৬।১৯॥

[১।২।৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। নিষ্কলম্ (ষোড়শকলারহিত), নিষ্ক্রিয়ম্ (ক্রিয়াহীন), শান্তম্ (অচঞ্চল), নিরবদ্যম্ (অনিন্দনীয়), নিরঞ্জনম্ (নির্লেপ, মায়াস্পর্শশূন্য)।

(৯) নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ

ক। অথ নিত্যো নারায়ণঃ ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ ॥ (ইত্যাদি) ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥ নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ ॥২॥

[১।২।৩৭ (২) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। নিষ্কলঙ্কঃ (নিষ্কলঙ্ক), নিরঞ্জনঃ (নির্লেপ), নির্ব্বিকল্পঃ (নির্ব্বিকল্প), নিরাখ্যাতঃ (নিরাখ্যাত)।

সবিশেষ। "ব্রহ্মা নারায়ণঃ"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের ব্রহ্মাদি-সর্ব্বরূপতা খ্যাপিত হইয়াছে। 'নারায়ণ এবেদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি বাক্যেও তাঁহার সর্ব্বাত্মকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(১০) গোপালপূর্ব্বতাপনী-উপনিষৎ

ক। নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৯॥

[১।২।৩৯ (২৬) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। নিষ্কলায় (ষোড়শকলাত্মক দেহশূন্য), বিমোহায় (মোহবর্জ্জিত), অশুদ্ধবৈরিণে (অশুদ্ধের বৈরী)।

সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণায় (দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ)।

(১১) গোপালোত্তরতাপনী উপনিষৎ

ক। পূর্ব্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহত্তত্ত্বং মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি। অক্ষরোঽহমোঙ্কারোঽহমজরোঽমরোঽভয়োঽমৃতো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স মুক্তোঽহমস্মি অক্ষরোঽহমস্মি ॥১৭॥

[১।২।৪০ (৭) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বিশেষ। অজরঃ (জরাবর্জ্জিত), অমরঃ (মরণবর্জ্জিত), অভয়ঃ (ভয়বর্জ্জিত), অমৃতঃ (নিত্য)।

সবিশেষ। পূর্ব্বাংশে জগৎ-কারণত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥১৮(১৮)॥

[১।২।৪০ (১৬) অনুচ্ছেদ]

নির্ব্বেশষ। নির্গুণঃ (গুণহীন)।

সবিশেষ। সর্ব্বব্যাপী (ইহাদ্বারা জগৎ-কারণত্ব সূচিত হইতেছে), কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ), সাক্ষী (সর্ব্বদ্রষ্টা), চেতাঃ (চেতনকর্ত্তা)।

৪৭। নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে এগারটী শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শব্দসম্বলিত সাইত্রিশটী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে পনরটী শ্রুতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত শ্রুতিবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে; এইরূপ শ্রুতিবাক্যের মোট সংখ্যা হইতেছে—২৮৬ দুইশত ছিয়াশী। তাহাদের মধ্যে মাত্র সাইত্রিশটী হইতেছে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শব্দসম্বলিত। এই সাইত্রিশটী শ্রুতিবাক্যের মধ্যেও আবার ঊনত্রিশটী বাক্যের প্রত্যেকটীতেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব যুগপৎ খ্যাপিত হইয়াছে। অবশিষ্ট মাত্র আটটী শ্রুতিবাক্যে কেবল নির্ব্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু এই আটটী বাক্যে কেবল নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীরই পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে—ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিক্য; এবং নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য তাহাদের তুলনায় অতি সামান্য।

কিন্তু কেবলমাত্র সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়াই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না যে—ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ নহেন। কেন না, কেবলমাত্র একটী শ্রুতিবাক্যও যদি শত শত সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যে কথিত সবিশেষত্বের খণ্ডন করিয়া দেয়, তাহা হইলে এই একটী শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে।

আবার, নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে অন্য শ্রুতিবাক্যে কথিত সবিশেষত্ব যদি খণ্ডিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—ব্রহ্মে সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব-এই উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান্। কিন্তু একই বস্তু যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—একই বস্তুতে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যুগপৎ থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি একাধিক বিশেষত্ব থাকে, তাহা হইলে কোনও কোনও বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং কোনও কোনও বিশেষত্বের অনস্তিত্ব একই সময়ে

একই বস্তুতে থাকা অসম্ভব নহে। একাধিক বিশেষত্বের অনস্তিত্ব সত্ত্বেও যদি কেবলমাত্র একটী বিশেষত্বের অস্তিত্বও কোনও বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও সেই বস্তুটীকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ বলা যায় না, তাহাকে সবিশেষই বলিতে হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য-সমূহে বা তাদৃশ শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহে ব্রহ্মের যে-যে-বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য-সমূহে বা তদন্তর্গত শব্দসমূহে ঠিক সেই সেই বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে? না কি অন্যরূপ বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে? যদি ঠিক সেই সেই বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি সেই-সেই বিশেষত্ব নিষিদ্ধ না হইয়া অন্যরূপ বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই স্বীকার করিতে হইবে।

নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যে বা শ্রুতিশব্দসমূহে কিরূপ বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শব্দগুলির বা বাক্যগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক যে সকল শব্দ বা বাক্য আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিলেই আলোচনার সুবিধা হইতে পারে। এ-স্থলে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়াই আলোচনা করা হইতেছে। প্রত্যেক শব্দের পরেই পূর্ব্ব অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ উল্লিখিত হইবে; সেই শব্দটী পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত কোন্ শ্রুতিবাক্যে আছে, তাহাতে তাহা নির্ণয়ের সুবিধা হইবে।

ক। ব্রহ্মের দেহহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ

অকায়ম্ [(১) ক॥ ঈশ॥৮॥], অশরীরম্ [(২)ক॥ কঠ॥১।২।২২॥, (৩) ক॥ প্রশ্ন॥৪।১০॥], অরূপম্ [(২) খ॥ কঠ॥১।৩।১৫॥; (৩) খ॥ শ্বেতাশ্ব॥৩।১০॥], অমূর্ত্তঃ [(৪) খ॥ মুণ্ডক॥২।১।২॥], নিষ্কলম্ [(৪) গ, ঘ। মুণ্ডক॥২।২।৯॥, ৩।১।৮॥; (৮) ড॥ শ্বেতাশ্ব॥৬।১৯॥; (১০) ক॥ গোপালপূর্ব্ব॥২।৯॥]. অকলঃ [(৮) ঝ॥শ্বেতাশ্ব॥ ৬।৫॥], অনাত্ম্য [(৫) ক॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ।৭॥], অনীড়াখ্যম্ [(৮) জ॥ শ্বেতাশ্ব॥ ৫।১৪॥], ন তস্য কার্য্যম্ [(৮) ঞ॥ শ্বেতাশ্ব॥৬।৮॥]।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই শব্দ কয়টীর প্রত্যেকটীর অর্থই হইতেছে—শরীররহিত, নিরবয়ব। প্রশ্নোপনিষদের ৪।১০-বাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“অশরীরম্ নামরূপসর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্”; নামরূপাদি উপাধি হইতেছে সংসারী জীবের প্রাকৃতদেহের উপাধি। ব্রহ্মকে “অশরীর” বলিলে বুঝা যায়—তাঁহার এতাদৃশ প্রাকৃত দেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ৬।৫-বাক্যেও “অকলঃ”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“ন বিদ্যতে কলাঃ প্রাণাদিনামান্তো অস্য ইতি অকলঃ। কলাবদ্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, অয়ং পুনরকলঃ নিষ্প্রপঞ্চঃ।—প্রাণাদি-নামান্ত যোড়শকলা নাই যাঁহার, অর্থাৎ প্রাকৃত যোড়শকলাত্মক দেহ নাই যাঁহার, তিনি অকল। প্রাকৃত

কলাযুক্ত দেহ হইতেছে কালত্রয়দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। ইনি (ব্রহ্ম) হইতেছেন অকল— প্রপঞ্চাতীত।”

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল —দেহ-হীনতা-বাচক শ্রুতিশব্দগুলিতে ব্রহ্মের ষোড়শকলাত্মক-প্রাকৃত-দেহহীনতাই কথিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাকৃত দেহ নাই—ইহাই বলা হইল। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত-দেহ নিষিদ্ধ হয় নাই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১।৪।১-বাক্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে “পুরুষবিধঃ” বলা হইয়াছে; সেই শ্রুতির ২।৩।৬ এবং ২।৫।১৮ বাক্যেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষদের ২।৩।৮-বাক্যে, মুণ্ডকের ২।১।২ এবং ২।১।১০ বাক্যে, ছান্দোগ্যের ১।৬।৬, ১।৭।৫, ৩।১২।৬-বাক্যে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটী বাক্যে, নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষদেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। শ্রুতির অন্যান্য স্থলেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিভাষ্যে “পুরুষবিধঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—পুরুষের ন্যায়, মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট।” অবশ্য অন্যত্র “পুরুষ”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা ॥ মুণ্ডক॥২।১।২-ভাষ্য॥” অর্থাৎ পুরুষ-শব্দের অর্থ “পূর্ণ” এবং “পুরিশয় অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মাও” হইতে পারে। এই শেষোক্ত দুইটি অর্থের কোনওটীই পূর্ব্বোক্ত “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ”-অর্থের বিরোধী নহে। “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ পুরুষ” আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া “পূর্ণ ই”, আর তিনিই পরমাত্মারূপে জীব-হৃদয়ে শয়ন করেন বলিয়া ‘পুরিশয় পুরুষ” বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে নারায়ণ-ব্রহ্মকে পুরুষ বলিয়া তাঁহার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে—“ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ।” এই “ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র” যে শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ পুরুষ”, তাহা বলা বাহুল্য। গোপালতাপনী শ্রুতি এই পরব্রহ্মকেই ‘দ্বিভুজ” বলিয়াছেন। “দ্বিভুজ” যিনি, তিনি নিশ্চয়ই ‘শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ।”

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায় — ব্রহ্ম হইতেছেন শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণযুক্ত শরীর-বিশিষ্ট। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মের শরীর কি তবে সংসারী জীবের প্রাকৃত শিরঃপাণ্যাদিযুক্ত শরীরের ন্যায় প্রাকৃত? উপরে উদ্ধৃত শরীরহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে, শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থানুসারেই, জানা যায় যে— ব্রহ্মের শরীর সংসারী জীবের প্রাকৃত ষোড়শকলাত্মক শরীর নহে। তবে তাঁহার শরীর কি রকম? শ্রীপাদ শঙ্করের “অয়ং পুনরকলঃ নিষ্প্রপঞ্চঃ”-এই বাক্য হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম হইতেছেন—নিষ্প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চাতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত। তাঁহার শরীরও হইবে অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন—“ন সন্দৃশ্যে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ॥৪।২০॥—এই ব্রহ্মের রূপটী দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে, চক্ষুদ্বারা ইঁহাকে দর্শন করা যায় না।” এই

বাক্যে ব্রহ্মের যে কোনও রূপ নাই, তাহা বলা হয় নাই ; যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বরং বুঝা যায় যে, তাঁহার রূপ আছে ; কিন্তু তাহা লোকের প্রাকৃত নয়নের বিষয়ীভূত নহে। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মরূপের অপ্রাকৃতত্বই সূচিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর ॥ শ্রীচৈ. চ. ২ ৯।১৭৯॥" ১।১।৬২-৭২ অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে আলোচনা এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য। পরব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রুতিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দেহহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত দেহ নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই শব্দগুলি ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই সূচিত করিতেছে, সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা সূচিত করে নাই।

খ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়হীনতা-সূচক শ্রুতিশব্দ

অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ [(৪) ক ॥ মুণ্ডক ॥১।১।৬॥], অপাণিপাদম্ [(৪) ক॥ মণ্ডুক ॥১।১।৬॥ ; (৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব। ৩।১৯॥], অচক্ষুষ্কম্ [(৭) ক॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮॥], অচক্ষুঃ [(৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩।১৯॥ , অশ্রোত্রম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥], অকর্ণঃ [(৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩।১৯॥], অবাক্ [(৭) ক॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮॥], অবাকী (বাগিন্দ্রিয় হীন —শ্রীপাদ শঙ্কর) [(৬), ক, খ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৪।২॥, ৩।১৪।৪॥], সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম [(৮) গ ॥ শ্বেতাশ্ব ।৩।১৭॥], ন তস্য করণম্ [(৮) ঞ ॥ শ্বেতাশ্ব ।৬।৮॥]।

এই শ্রুতিশব্দ-সমূহে পরব্রহ্মের চক্ষুঃকর্ণাদি-কর্ম্মেন্দ্রিয়হীনতার এবং বাক্-পাণি-পাদাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়হীনতার কথা এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়হীনতার (অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-হীনতার) কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ দেহেরই অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে যে দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়হীনতাও সূচিত হইয়াছে ; তথাপি পুনরায় ইন্দ্রিয়হীনতার কথা কেবল দৃঢ়তার জন্যই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে দেহহীনতা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, প্রাকৃত-দেহহীনতার কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত দেহহীনতার কথা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়হীনতা-প্রসঙ্গেও যে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়হীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত, অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়হীনতা যে অভিপ্রেত নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পাণিপাদাদির এবং চক্ষুঃকর্ণাদির অভাব সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে পাণিপাদের এবং চক্ষুঃকর্ণের কার্য্য আছে, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।১৯॥-" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পাণিপাদাদি ইন্দ্রিয়ের অনস্তিত্বে যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হইতেছেনা, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি জানাইলেন— ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই বটে ; কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে এবং এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহার ইন্দ্রিয়-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের জীববৎ-প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন —"অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদি-চেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং

সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। ১।১।৬-মুণ্ডক ভাষ্য।" তাৎপর্য্য—সমস্ত প্রাণীরই নামরূপ-বিষয়াত্মক ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও কর্ণ—আছে ; ব্রহ্মের তাহা নাই (অর্থাৎ জীবের ন্যায় প্রাকৃত চক্ষুঃকর্ণ তাঁহার নাই)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি চেতনাবত্ত্ব-বিশেষণ হইতে মনে হইতে পারে—সংসারী জীবের ন্যায় চক্ষুঃকর্ণাদির সাহায্যেই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদাদি হয়েন ; কিন্তু তাহা নহে। অচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদি বাক্যে সংসারী জীবের ন্যায় চক্ষুকর্ণাদি (অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়) নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গ। ষোড়শকলাহীনতা-সূচক শ্রুতিশব্দ

অপ্রাণঃ [(৪) খ ॥ মুণ্ডক ॥২।১।২॥], অপ্রাণম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥] অমনাঃ [(৪) খ ॥ মুণ্ডক ॥২।১।২॥], অমনঃ [(৭) ক॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮॥], অবায়ু [(৭) ক ॥ বৃহদার ৩।৮।৮॥], অনাকাশম্ [(৭) ক॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮।], অতেজস্কম্ [(৭) ক॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥], নিষ্ক্রিয়ম্ [(৮) ড॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৬।১৯॥], অকর্ত্তা [(৮) ক॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ১।৯॥]।

প্রশ্নোপনিষদের ৬।৪-বাক্য হইতে ষোড়শ-কলার নাম এইরূপ জানা যায়ঃ—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক (স্বর্গাদি) এবং নাম। এই সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু। এই ষোড়শ কলার মধ্যে প্রাণ, মন, বায়ু, আকাশ, তেজঃ, এবং কর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়ম্ এবং অকর্ত্তা-এই শব্দদ্বয়ে কর্ম্মাভাব সূচিত হইয়াছে) এই ছয়টী এবং পূর্ব্ব খ-উপ-অনুচ্ছেদের "ইন্দ্রিয়"—এই সাতটী এবং এই সাতটীর উপলক্ষণে ষোলটী কলাই যে ব্রহ্মে নাই, এ-স্থলে উল্লিখিত শ্রুতিশব্দগুলি হইতে তাহাই জানা যাইতেছে। বস্তুতঃ ষোড়শ কলাই হইতেছে সৃষ্ট এবং প্রাকৃত দেহের অন্তর্ভূত। পূর্ব্বে যে প্রাকৃত-দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই—বিশেষতঃ "নিষ্কল"-শব্দে—ব্রহ্মের ষোড়শ-কলাহীনতার কথাও জানা গিয়াছে। ষোড়শ কলার অন্তর্গত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী (ক্ষিতি)-ব্রহ্মে এই পঞ্চমহাভূতের অস্তিত্বও "নিষ্কল"-শব্দে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অপ্রাণম্। আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে অপ্রাণমিতি॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৮।৮॥ভাষ্য॥—অপ্রাণম্-শব্দে জীবদেহস্থিত প্রাণবায়ু নিষিদ্ধ হইয়াছে।" মুণ্ডক-ভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"অপ্রাণোঽবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবাংশ্চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্নসাব-প্রাণঃ। তথাঽমনা অনেক-জ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্ সোঽয়মমনা অপ্রাণো হ্যমনোশ্চেতি। প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা চ বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিন্দ্রীয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ॥ মুণ্ডকভাষ্য॥ ২।১।২॥" তাৎপর্য্য—"ক্রিয়াশক্তিভেদ-বিশিষ্ট এবং চলনাত্মক প্রাণবায়ু ব্রহ্মে নাই বলিয়া তাঁহাকে অপ্রাণ বলা হইয়াছে। অনেক-জ্ঞানশক্তি-ভেদবিশিষ্ট সঙ্কল্পাত্মক মনও ব্রহ্মের নাই বলিয়া তাঁহাকে অমনাঃ বলা হইয়াছে। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে—প্রাণাদিবায়ুভেদাত্মক কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ -তদ্রূপ বুদ্ধিমনসাত্মক

বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ এবং তাহাদের বিষয়সমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে।" এস্থলেও সংসারী জীবের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় এবং তৎকার্য্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদতিরিক্ত কিছু যে নিষিদ্ধ হয় নাই, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা"-ইত্যাদি এবং "সোঽকাময়ত"- এবং "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যাদির কথা বলা হইয়াছে।

ঘ। পঞ্চতন্মাত্রাহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ

অশব্দম্ অস্পর্শম্, অরূপম্, অরসম্, অগন্ধবৎ [(২) খ। কঠ॥ ১৷৩৷১৫॥], অরসম্, অগন্ধম্ [(৭) ক॥ বৃহদার॥৩৷৮৷৮॥]।

ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ, মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ)-এই স্থূল পঞ্চ মহাভূতের কথা তো দূরে, তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা যে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-এই যে—পঞ্চতন্মাত্রা, তাহাও যে ব্রহ্মে নাই, উল্লিখিত শ্রুতিশব্দসমূহে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই রূপ-রসাদি হইতেছে আবার উল্লিখিত পঞ্চমহাভূতের গুণ। ক্ষিতিতে বা পৃথিবীতে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-এই পাঁচটী গুণই বিদ্যমান। জলে গন্ধ ব্যতীত অপর চারিটী গুণ, তেজে গন্ধ ও রস ব্যতীত অপর তিনটী গুণ, বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শ-এই দুইটী গুণ এবং আকাশে কেবলমাত্র শব্দগুণ বর্ত্তমান। গুণ-সংখ্যানুসারেই পঞ্চমহাভূতের স্থূলত্বের তারতম্য। পৃথিবীতে সমস্ত গুণ বর্ত্তমান বলিয়া পৃথিবী হইতেছে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে স্থূলতম। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতসমূহে ক্রমশঃ এক একটী গুণ কম আছে বলিয়া তাহাদের স্থূলত্বও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং সূক্ষ্মত্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এইরূপে, পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশই হইতেছে সূক্ষ্মতম। পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা—এই সমস্তই সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু। সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহেও এ-সমস্ত বর্ত্তমান। ব্রহ্মে এ-সমস্ত না থাকায় ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-দেহহীন, তাহাই শ্রুতিশব্দগুলি হইতে জানা যাইতেছে।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"স্থূলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা। তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদি-তারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্ বিকারাঃ শব্দা স্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥ কঠশ্রুতিভাষ্য॥১৷৩৷১৫॥" তাৎপর্য্য—"সেই ব্রহ্ম বস্তু অতিসূক্ষ্ম কেন, তাহা বলা হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই সকল গুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। শরীরও ঠিক তদ্রূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদিগুণের এক একটীর অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য দৃষ্ট হয়। স্থূলতাদি-নিবন্ধন গন্ধাদি শব্দপর্য্যন্ত সমস্ত গুণই হইতেছে বিকারাত্মক। ব্রহ্মে এই সমস্ত নাই বলিয়া তাঁহাতে

যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? 'অশব্দমস্পর্শমরূপমিত্যাদি'-শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।"

ব্রহ্মে যে প্রাকৃত পঞ্চতন্মাত্রা, বা রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চমহাভূত-গুণসমূহও নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা গেল।

ঙ। দেহাংশহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ

অমুখম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥], অস্নাবিরম্ [(১) ক ॥ ঈশ ৮॥]।

অস্নাবিরম্-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যেতাভ্যাং স্থূলশরীরপ্রতিষেধঃ॥ ঈশোপনিষদ্ভাষ্য ॥৮॥—স্নাব-শব্দের অর্থ শিরা; তাহা নাই যাঁহার, তিনি অস্নাবির। অব্রণ এবং অস্নাবির-এই শব্দদ্বয়ে স্থূলশরীর নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

ব্রহ্মে যে স্থূল—প্রাকৃত—শিরা নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে তাহাই জানা গেল। অমুখম্-শব্দেও স্থূল বা প্রাকৃত মুখই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহার প্রাকৃত দেহই নাই, প্রাকৃত-দেহস্থিত প্রাকৃত মুখ এবং শিরা তাঁহার থাকিতেও পারে না।

চ। দেহধর্ম্মহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ

সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহে ব্রণ হয়, ক্ষত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—

অব্রণম্ [(১) ক ॥ ঈশ ৮॥]। "অব্রণমক্ষতম্। × ×। অব্রণমস্নাবিরমিত্যেতাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অব্রণম্-শব্দের অর্থ অক্ষত। অব্রণম্ এবং অস্নাবিরম্-এই শব্দদ্বয়ে ব্রহ্মের স্থূল (প্রাকৃত) দেহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

প্রাকৃত দেহেরই রোগ বা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—

অনাময়ম্ [(৮) খ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৩।১০ ॥]। "অনাময়ম্ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-রহিতত্বাৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় রহিত বলিয়া ব্রহ্মকে 'অনাময়' বলা হইয়াছে।"

প্রাকৃত দেহ শীর্ণ (কৃশ) হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—

অশীর্য্যঃ [(৭) গ, ঙ ॥ বৃহদার ॥৪।৪।২২॥, ৪।৫।১৫॥]। অশীর্য্য—শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য।

প্রাকৃত দেহের জরা বা বার্দ্ধক্য আছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন জরাবর্জ্জিত—

অজরম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭। ; (৮) চ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩।২১ ॥], বিজরঃ [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।১।৫।', ৮।৭।১ ॥], অজরঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২৫॥ ; (১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭।]।

প্রাকৃত দেহের জন্ম আছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন জন্মশূন্য—

অজঃ [(৪) খ ॥ মুণ্ডক ॥ ২।১।২ ॥ ; (৭) খ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২০ ॥ ; (৮) ক ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ১।৯॥], জন্মনিরোধম্ [(৮) চ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩।২১ ॥]।

প্রাকৃত দেহের মৃত্যুও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন মরণরহিত—

অমৃতম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭॥], অমৃতঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২৫ ॥ ; (১১)ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥], বিমৃত্যুঃ [(৬) গ, ঘ, ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥ ; ৮।৭।১ ॥], অমরঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২৫॥, (১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥]।

ছ। সংসারিজীবধর্ম্মহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ ও শ্রুতিবাক্য

সংসারী জীবের ধর্ম্মাদিরূপ পাপ-পুণ্যাদি আছে। ব্রহ্মের তাহা নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন—

অপাপবিদ্ধম্ [(১) ক ॥ ঈশ ॥ ৮ ॥]। "অপাপবিদ্ধম্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপবর্জ্জিতম্। শ্রীপাদ শঙ্কর ॥"

অপহতপাপ্মা [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫ ॥, ৮।৭।১ ॥]। "অপহতঃ পাপ্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো যস্য সোঽয়ম্ অপহতপাপ্মা ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥"

সংসারী জীবের শোক আছে, ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে ; ক্ষুধা আছে বলিয়া তাহার ভোজনও আছে। ব্রহ্মের এ-সমস্ত কিছুই নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন—

বিশোকঃ (শোকহীন), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধাহীন), অপিপাসঃ (পিপাসাহীন) [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১।৫॥, ৮।৭।১ ॥]।

"বিশোকঃ বিগতশোকঃ। শোকোনাম ইষ্টাদিবিয়োগ-নিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ। বিজিঘৎসো বিগতাশনেচ্ছঃ। অপিপাসোঽপানেচ্ছঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর।—ইষ্টাদিবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপকে বলে শোক ; তাহা নাই যাঁহার, তিনি বিশোক। ভোজনেচ্ছা নাই যাঁহার, তিনি বিজিঘৎস এবং জলপানের ইচ্ছা নাই যাঁহার, তিনি অপিপাস।"

ন তদশ্নাতি কিঞ্চন [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮।]—তিনি (ব্রহ্ম) কিছু ভোজন করেন না (ক্ষুধা নাই বলিয়া)। "অস্তু তর্হি ভক্ষয়তৃ তৎ ? ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—ব্রহ্ম কি তবে ভোজনকর্ত্তা ? না, তিনি কিছু ভোজন করেন না।"

সংসারী জীবের বুদ্ধি-আদি লিঙ্গ (অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন) আছে ; এই লিঙ্গ বা চিহ্ন হইতেছে প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ কোনও লিঙ্গ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন—

অলিঙ্গঃ [(২) গ ॥ কঠ ॥ ২।৩।৮॥]। "অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধ্যাদি। তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোঽয়ম্ অলিঙ্গ এব চ। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যেতৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন 'অলিঙ্গ'।"

নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ [(৮) ট ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৬।৯ ॥]—তাঁহার (ব্রহ্মের) লিঙ্গও নাই।

সংসারী জীব হইতেছে ছায়াযুক্ত (অর্থাৎ অজ্ঞান যুক্ত—অজ্ঞান)। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—

অচ্ছায়ম্ [(৩) ক ॥ প্রশ্ন ॥৪।১০ ॥ ; ৭ (ক) ॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮ ॥]। "অচ্ছায়ম্ তমোবর্জ্জিতম ॥ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—ব্রহ্ম হইতেছেন তমোবর্জ্জিত বা অজ্ঞানবর্জ্জিত।"

সংসারী জীবের বিষয়ভোগের সঙ্কল্প (ক্রতু) আছে। ব্রহ্মের তাহা নাই। তিনি হইতেছেন—

অক্রতুং [(৮) ঙ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩।২০॥]। "অক্রতুং বিষয়ভোগ-সঙ্কল্পরহিতম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥"

সংসারী জীবের জরাদি হইতে বা মৃত্যু-আদি হইতে ভয় আছে। ব্রহ্মের তাহা নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন—

অভয়ঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২৫ ॥]। "যস্মাৎ জনিমৃতিপ্রভৃতিভি স্ত্রিভির্ভাববিকারৈর্বর্জ্জিতঃ, তস্মাদিতরৈরপি ভাববিকারৈস্ত্রিভিঃ তৎকৃতৈশ্চ কাম-কর্ম্ম-মোহাদিভির্ম্মৃত্যুরূপৈঃ বর্জ্জিত ইত্যেতৎ ; অভয়ঃ অত এব। যস্মাৎ চৈবং পূর্ব্বোক্ত-বিশেষণঃ, তস্মাদ্‌ভয়বর্জ্জিতঃ। ভয়ং চ হি নাম অবিদ্যাকার্য্যম্ তৎকার্য্যপ্রতিষেধেন ভাববিকারপ্রতিষেধেন চ অবিদ্যায়াঃ প্রতিষেধঃ সিদ্ধো বেদিতব্যঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —যে হেতু জন্ম, জরা ও মরণ-এই ত্রিবিধ ভাব-বিকার (বস্তুধর্ম্ম) ইঁহার নাই, সেই হেতুই অপর যে তিন প্রকার ভাব-বিকার (সত্তা, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম), সে-সমুদয় এবং তৎসহকৃত মৃত্যুরূপী কাম, কর্ম্ম, মোহাদিও তাঁহার নাই বুঝিতে হইবে। কোনও বিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই ব্রহ্ম অভয় (সর্ব্বপ্রকার-ভয়বর্জ্জিত)। কেন না, ভয় হইতেছে অবিদ্যার কার্য্য ; সুতরাং অবিদ্যাকার্য্যের নিষেধে এবং সর্ব্বপ্রকার ভাববিকারের প্রতিষেধে বস্তুতঃ অবিদ্যারই প্রতিষেধ সিদ্ধ হইতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে।"

অভয়ম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭॥]। "যস্মাৎ জরাদিবিক্রিয়া-রহিতম্ অতঃ অভয়ম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—জরাদি বিক্রিয়ারহিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অভয়।" [(১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥১৭ ॥]।

জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি-অবস্থাবিশেষযুক্ত বলিয়া এবং বিকারবিশিষ্ট বলিয়া সংসারী জীব শান্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন শান্ত—

শান্তম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭ ॥; (৮) ড ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৬।১৯ ॥]। "শান্তং বিমুক্ত-জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিবিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চবর্জ্জিতম্ ॥ প্রশ্নভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-আদি অবস্থা-বিশেষবর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রপঞ্চ-বর্জ্জিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শান্ত। শান্তমুপসংহৃতসর্ব্ববিকারম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—সমস্ত বিকার যাঁহাতে প্রশমিত, যিনি সর্ব্ববিধ-বিকারবর্জ্জিত, তিনি শান্ত।"

সংসারী জীবের জাতি-আদি (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণ আছে। ব্রহ্ম কিন্তু এতাদৃশ বর্ণরহিত ; তিনি ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণান্তর্ভুক্ত নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন—

অবর্ণঃ [(৮) ছ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৪।১ ॥]। "অবর্ণো জাত্যাদিরহিতঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর।"

সংসারী জীব হইতেছে মায়ার অধীন, মায়ামুগ্ধ এবং মায়িক-গুণযুক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম এতাদৃশ নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন—

মহতঃ পরম্ [(২) খ॥ কঠ॥১।৩।১৫॥]। "মহতো মহত্তত্ত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্য-

বিজ্ঞপ্তিস্বরূপাৎ ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। শ্রীপাদ শঙ্কর॥—ব্রহ্ম মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধিনামক মহত্তত্ত্ব) হইতে বিলক্ষণ ; কেননা তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী।" মহত্তত্ত্ব হইতেছে প্রকৃতির প্রথম বিকার। ব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, মহত্তত্ত্বের অতীত হওয়ায় প্রকৃতির বা মায়ারও অতীত।

বিরজম্ [(৪) গ॥ মুণ্ডক ॥২।২।৯॥]। "বিরজমবিদ্যাদ্যশেষদোষরজোমল-বর্জ্জিতম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —অবিদ্যাদি-অশেষ দোষরূপ মলিনতাবর্জ্জিত।"

বিরজঃ [(৭) খ ॥ বৃহদার॥৪।৪।২০॥]। "বিরজঃ বিগতরজঃ। রজো নাম ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমলম্ ; তদ্রহিত ইত্যেতৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —রজঃ অর্থ—চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ মল। বিরজঃ অর্থ— ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-মল রহিত।"

বিমোহঃ [(১০) ক ॥ গোপালপূর্ব্ব ॥২।৯॥]। —মোহবর্জ্জিত।

নির্গুণঃ [(৮) ঠ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১১॥ ; (১১) খ ॥ গোপালোত্তর ॥১৮ (১৮) ॥]। "নির্গুণঃ সত্ত্বাদি-গুণরহিতঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—মায়িক সত্ত্বাদিগুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম নির্গুণ।"

নিরঞ্জনম্ [(৮) ড ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১৯॥ ; (৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২॥]। "নিরঞ্জনম্ নির্লেপম্॥ শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —নিরঞ্জনম্ অর্থ —নির্লেপ, (মায়ার সংশ্রবশূন্য)।"

নিরবদ্যম্ [(৮) ড ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১৯॥]। "নিরবদ্যম্ অগর্হণীয়ম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—নিরবদ্যম্ অর্থ —অগর্হণীয়, অনিন্দনীয় (মায়াতীত বলিয়া অনিন্দনীয়)।"

নিষ্কলঙ্কম্ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২॥]—নিষ্কলঙ্ক, মায়িক কলঙ্কহীন।

অনাদরঃ [(৬) ক, খ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২॥, ৩॥১৪।৪॥]। "অনাদরঃ অসম্ভ্রমঃ। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হি সম্ভ্রমঃ স্যাৎ অনাপ্তকামস্য। ন তু আপ্তকামত্বাৎ নিত্যতৃপ্তস্য সম্ভ্রমোঽস্তি ক্বচিৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥— অনাদর অর্থ—অসম্ভ্রম, (আগ্রহহীন, ব্যগ্রতাহীন)। যাহার অভিলষিত বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য তাহারই আগ্রহ বা ব্যগ্রতা থাকে। কিন্তু ঈশ্বর আপ্তকাম বলিয়া নিত্যতৃপ্ত ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোনও বিষয়ে ব্যাগ্রতা সম্ভব নহে। এজন্য ব্রহ্মকে 'অনাদর' বলা হয়।" সংসারী জীব আপ্তকাম—সুতরাং নিত্যতৃপ্ত—নহে বলিয়া "অনাদর" (অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহহীন) হইতে পারে না।

অমৃতঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥৪।৪।২৫॥ ; ১১ (ক) ॥ গোপালোত্তর ॥১৭॥]। "অয়ং তু অজত্বাদ-জরত্বাৎ চ অবিনাশী যতঃ, অত এব অমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অজ এবং অজর বলিয়া এই ব্রহ্ম অবিনাশী—সুতরাং অমৃত।" ইহা হইতেছে সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য।

নির্ব্বিকল্পঃ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২॥]—অভ্রান্ত, অথবা অদ্বিতীয়।

অনাখ্যাতঃ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২॥]—অনির্ব্বচনীয়।

জ। প্রাকৃত-দ্রব্যধর্ম্মহীনতাসূচক, বা দ্রব্যভিন্নতাসূচক শ্রুতিশব্দ

অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্। [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥]।

"অস্থূলম্—তৎ স্থূলাদন্যৎ। এবং তর্হি অণু, অনণু। অস্তু তর্হি হ্রস্বম্, অহ্রস্বম্। এবং তর্হি দীর্ঘম্, নাপি দীর্ঘম্। এবমেতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিমাণ-প্রতিষেধৈঃ দ্রব্যধর্ম্মপ্রতিষিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষর-মিত্যর্থঃ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর॥—অস্থূল, তাহা স্থূল হইতে ভিন্ন। এরূপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে পারেন? না—তিনি অনণু, অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন। তবে হ্রস্ব হউক? না—অহ্রস্ব। তবে দীর্ঘ হউক? না—দীর্ঘও নয়, অদীর্ঘ। এইরূপে দেখা গেল—স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব-এই যে পরিমাণরূপ চারি প্রকার দ্রব্যধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; দ্রব্যধর্ম্ম নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মের দ্রব্যত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ সেই অক্ষর-ব্রহ্ম কোনও দ্রব্য-পদার্থ নহেন।"

অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮॥]।

"অস্তু তর্হি লোহিতো গুণঃ? ততোঽপি অন্যৎ—অলোহিতম্, আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ। ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্? অস্নেহম্। অস্তু তর্হি চ্ছায়া? সর্ব্বথাপ্যনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপি অন্যৎ–অচ্ছায়ম্। অস্তু তর্হি তমঃ? অতমঃ। ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ? অসঙ্গম্। রসোঽস্তু তর্হি? অরসম্। তথা অগন্ধম্। অমাত্রং—মীয়তে যেন তন্মাত্রম্, অমাত্রং মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে। অস্তু তর্হি ছিদ্রবৎ—অনন্তরম্, নাস্যান্তরমস্তি। সম্ভবেত্তর্হি বহিস্তস্য—অবাহ্যম্॥ শ্রীপাদ শঙ্কর॥—তবে লৌহিত্যগুণযুক্ত হউক? না–তাহা হইতেও পৃথক্, অলোহিত; লৌহিত্য-গুণটী অগ্নির ধর্ম্ম (অক্ষর ব্রহ্মে তাহা নাই)। তাহা হইলে কি জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে? না—অস্নেহ, স্নেহগুণও তাঁহাতে নাই (যে গুণের সাহায্যে ময়দা প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য জল বা ঘৃতাদি সংযোগে পিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে স্নেহ-গুণ। এই স্নেহগুণটী জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম)। তবে ছায়া হউক? না—কোনও রূপেই যখন তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না, তখন তাহা ছায়া হইতেও ভিন্ন, অচ্ছায়। তাহা হইলে অন্ধকার হউক? না—অতমঃ, অন্ধকারও নয়। তাহা হইলে জতুর (লাক্ষা বা গালার) ন্যায় সঙ্গাত্মক হউক (যে সকল বস্তু অন্য বস্তুর সহিত লাগিয়া থাকে, সে সমস্ত বস্তুর মত হউক)? না—অসঙ্গ। তবে রস হউক? না—অরস। তবে গন্ধ হউক? না—অগন্ধ। অমাত্র—যাহা দ্বারা অন্য বস্তুর পরিমাণ (ওজন বা দীর্ঘতাদি) নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বলে 'মাত্রা।' উক্ত অক্ষর মাত্রাস্বরূপও নহেন; কেননা, তাঁহাদ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত (রন্ধ্রযুক্ত) হউক? না—তিনি অনন্তর, তাঁহার ছিদ্র নাই। তবে কি তাঁহার বাহির (বহির্ভাগ) থাকা সম্ভব? না—তিনি অবাহ্য, তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তরভাব নাই।"

অদ্রেশ্যম্, অগ্রাহ্যম্, অগোত্রম্, অবর্ণম্, [(৪) ক॥ মুণ্ডক॥ ১।১।৬॥]। "অদ্রেশ্যম্, অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যম্ কর্ম্মেন্দ্রিয়া-

বিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রম্ গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণমক্ষরম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অদ্রেশ্য—অদৃশ্য, চক্ষুঃপ্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) অগম্য; কারণ, দৃষ্টি বহির্ব্বিষয়ে প্রবৃত্ত; পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানই সম্ভব। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অগোত্র—গোত্র, বংশ, মূল—এসমস্তের অর্থগত ভেদ নাই। অগোত্র অর্থ—অন্বয়হীন বা মূলরহিত (অর্থাৎ তিনিই সকলের মূল, তাঁহার নিজের কোনও মূল নাই)। অবর্ণ—যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা হইতেছে বর্ণ—স্থূলত্বাদি বা শুক্লত্বাদি দ্রব্যধর্ম্ম। অক্ষর-ব্রহ্মে এই সকল বর্ণনযোগ্য দ্রব্য-ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি অবর্ণ।"

অগৃহ্যঃ [(জ) গ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২২॥ }=ইন্দ্রিয়াদির অগম্য।

অদৃশ্যম্ [(৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥৭॥]। "দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্ বিকারস্য; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যম্ অবিকার ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥
—দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার-বস্তু; কেননা দর্শনের জন্যই বিকারের সৃষ্টি। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য, অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত।"

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা [(৪) ঘ ॥ মুণ্ডক ॥৩।১।৮॥]।—চক্ষুরও অগোচর এবং বাক্যেরও অগোচর; অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেছেন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অসিতঃ [(জ) গ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২২]।—ক্ষয়ের অযোগ্য, বিকৃতির অযোগ্য।

অনিরুক্তে, অনিলয়নে [(৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ।৭॥]। "যস্মাদনাত্ম্যং তস্মাদনিরুক্তম্। বিশেষো হি নিরুচ্যতে। বিশেষশ্চ বিকারঃ। অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনাধারম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥
—অনাত্ম্য (প্রাকৃত দেহহীন) বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অনিরুক্ত। কারণ, বিশেষত্বেরই বর্ণনা করা সম্ভব। বিশেষত্ব হইতেছে বিকার। ব্রহ্ম সমস্ত বিকারের হেতু বলিয়া নিজে বিকারহীন; এজন্য তিনি অনিরুক্ত। তিনি এই প্রকার বলিয়া অনিলয়ন। নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নহেন বলিয়া ব্রহ্ম অনিলয়ন—অনাধার।"

এস্থলে ব্রহ্মের বিকারহীনত্বই সূচিত হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় তিনি বিকারী নহেন। তিনি সমস্তের আশ্রয়; তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই।

সুসূক্ষ্মম্ [(৪) ক ॥ মুণ্ডক ॥১।১।৬॥]। "সুসূক্ষ্মম্ শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায়্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—স্থূলত্বাদির কারণীভূত শব্দাদিধর্ম্মরহিত বলিয়া ব্রহ্ম সুসূক্ষ্ম। শব্দাদি গুণই আকাশ-বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ হয়। তাঁহাতে শব্দাদি প্রাকৃত গুণ না থাকায় তিনি সুসূক্ষ্ম। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

অনাদি [(২) খ ॥ কঠ ॥ ১।৩।১৫॥]। "অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদিদমনাদি ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—আদি বা কারণ বিদ্যমান নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদি।" সংসারের কোনও বস্তুই এইরূপ অনাদি নহে।

৪৮। নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যসমূহের সারমর্ম্ম

বিভিন্ন শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক যে সকল শব্দ আছে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের শ্রুতিভাষ্যের আনুগত্যে তৎসমস্তেরই তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়েই ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতা শ্রুতির অভিপ্রেত ঃ—

(১) প্রাকৃত-দেহহীনতা

(২) প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়হীনতা

(৩) ষোড়শকলাহীনতা

(৪) পঞ্চতন্মাত্রাহীনতা বা রূপ-রস-স্পর্শাদি-পঞ্চমহাভূত-গুণহীনতা

(৫) প্রাকৃত-দেহাংশহীনতা

(৬) প্রাকৃত-দেহধর্ম্মহীনতা

(৭) সংসারি-জীবধর্ম্মহীনতা

(৮) প্রাকৃত-দ্রব্যধর্ম্মহীনতা বা প্রাকৃত দ্রব্য হইতে ভিন্নতা

যে সমস্ত বিশেষত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া জানা গেল, তৎসমস্তই হইতেছে প্রাকৃত, বা বহিরঙ্গা জড়-মায়া হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব। বহিরঙ্গা মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়াই, ব্রহ্ম মায়াতীত বলিয়াই, মায়া হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। "অশব্দমস্পর্শমিত্যাদি" বলিয়া তাহার হেতুরূপে কঠোপনিষৎ বলিয়াও গিয়াছেন "মহতঃ পরম্ ॥১।৩।১৫॥" এবং বৃহদারণ্যকও বলিয়া গিয়াছেন "বিরজঃ ॥৪।৪।২০॥"

ক। বিশেষত্ব দ্বিবিধ—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত

এক্ষণে দেখিতে হইবে—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাতেই ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয় কিনা। ইহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে—কত রকমের বিশেষত্ব হইতে পারে।

বস্তুতঃ শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব। যাহার শক্তি আছে, তাহাই সবিশেষ। শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণাদিও শক্তিমানের বিশেষত্ব।

বহিরঙ্গা হইলেও জড়-মায়া হইতেছে ব্রহ্মেরই শক্তি ; সুতরাং যদিও জড়-মায়া হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং যদিও বহিরঙ্গা মায়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তথাপি মায়া-শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়াও ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন !

শ্রুতি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তির কথাও বলিয়াছেন এবং এই পরাশক্তি হইতে উদ্ভূত

জ্ঞানবলক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥" পরা শক্তি হইতেছে শ্রেষ্ঠা শক্তি, জড়-মায়া শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা শক্তি—চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যেই তাহা অবস্থিত ; এ জন্য ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই স্বরূপ-শক্তিতে শক্তিমান্ ব্রহ্ম অবশ্যই সবিশেষ এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বও ব্রহ্মের থাকিবে। এই বিশেষত্ব স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া চিন্ময় বা অপ্রাকৃতই হইবে। এই রূপে দেখা গেল, চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বিশেষত্বও ব্রহ্মের আছে।

শ্রুতিতেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আছে—

"এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ১০।৯॥"

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়ঃ—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩।১২।৬॥"

(১।১।৪৭-অনুচ্ছেদে এই দুইটী বাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের একপাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত ; আর তিনপাদ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেছে—মায়াতীত দিব্য (অপ্রাকৃত) লোকে। স্মৃতিও একথা বলেন—

"ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥
—লঘুভাগবতামৃতধৃতপ্রমাণ ॥৫।২৮৬॥"

শ্রুতি হইতে জানা যায়—এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান কারণ—এই উভয়ই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ব্রহ্মাত্মক। এজন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মাণ্ডকেও ব্রহ্মের একটী রূপ বলা হইয়াছে—অবশ্য ইহা ব্রহ্মের "অবর রূপ।" এই ব্রহ্মাণ্ডরূপেও ব্রহ্ম, আবার এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে-বাহিরেও ব্রহ্ম ; তথাপি তিনি মায়িক প্রপঞ্চের অতীত। ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—অপরিচ্ছিন্ন—অসীম। সুতরাং সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ভূরাদি চতুর্দ্দশ প্রাকৃত লোকের সমষ্টি। এই প্রাকৃত-লোকচতুর্দ্দশাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত যে স্থান, তাহা হইবে দিব্যলোক—অপ্রাকৃত লোক। ব্রহ্মাণ্ডেই মায়ার স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার গতি নাই (১।১।১৭ এবং ১।১।৯৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অপ্রাকৃত দিব্য-লোকেও বহিরঙ্গা জড়-মায়ার গতি থাকিতে পারে না, বহিরঙ্গা মায়ার কোনও বিভূতিও থাকিতে পারে না। উপরে উদ্ধৃত ঋগ্বেদবাক্যে এবং ছান্দোগ্যবাক্যেও "দিবি—দিব্যলোকে" অবস্থিত ত্রিপাদ বিভূতিকে "অমৃত—অবিনাশী" বলা হইয়াছে ; কিন্তু "বিশ্বভূতরূপ একপাদ বিভূতিকে" অমৃত বলা

হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়—এই একপাদ বিভূতি "অমৃত—অবিনাশী" নহে, ইহা বিনাশশীল"—সুতরাং জড়, প্রাকৃত। আর ত্রিপাদ বিভূতি "অমৃত—অবিনাশী" বলিয়া—সুতরাং বিনাশধর্ম্মি-জড়বিরোধী বলিয়া—অজড় বা চিন্ময়, অপ্রাকৃত। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রুতিতে দিব্যলোকে যে ত্রিপাদ্‌বিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—অপ্রাকৃত বিভূতি—অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

জড়-মায়াশক্তি এবং চেতনাময়ী স্বরূপ-শক্তি যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্টা, জড়-মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত বিশেষত্ব এবং চেতনাময়ী স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্বও তদ্রূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট—অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায়। সুতরাং একের নিষেধে অপরটী নিষিদ্ধ হইতে পারে না ; প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অন্ধকারের নিষেধে আলোক নিষিদ্ধ হয় না।

নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গেও শ্রুতি ব্রহ্মের অপর বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষত্ব মোট দুই রকমের – প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপর বিশেষত্বের উল্লেখ করাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—প্রাকৃত-বিশেষত্বের অনস্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক এই কথাটী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাউক।

খ। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই

এ-স্থলে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ঈশোপনিষৎ

(১) স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ঈশ ॥৮॥

[১।২।২৬ঘ এবং ১।২।৪৬ (১) অনুচ্ছেদে অর্থ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব উভয়ই কথিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুগত্যে অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে।

সবিশেষত্ব—কবিঃ (সর্ব্বদৃক্), মনীষী (সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর), যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্ত্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন)।

নির্ব্বিশেষত্ব—অকায়ম্ (অশরীর, লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত), অব্রণম্ (অক্ষত, ক্ষতহীন), অস্নাবিরম্ (শিরাবর্জ্জিত), অপাপবিদ্ধম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপবর্জ্জিত), শুদ্ধম্ (নির্ম্মল, অবিদ্যামলরহিত)।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অকায়ম্"-শব্দে লিঙ্গশরীরবর্জ্জিতত্ব, "অব্রণম্"ও "অস্নাবিরম্"-এই শব্দদ্বয়ে স্থূল-শরীর-প্রতিষেধ এবং "শুদ্ধম্"-শব্দে কারণশরীর-প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। লিঙ্গদেহ, স্থূলদেহ এবং কারণদেহ হইতেছে সংসারী জীবের দেহ, প্রাকৃত ; ব্রহ্মের যে কোনওরূপ প্রাকৃত দেহই নাই, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। প্রাকৃত দেহ নাই বলিয়াই তিনি "অপাপবিদ্ধ—ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপবর্জ্জিত।" কেননা, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি হইতেছে প্রাকৃত জীবদেহের প্রাকৃত ধর্ম্ম।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষেধ করিয়াও কিন্তু কবিত্বাদি কয়েকটী বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধের দ্বারা যে কবিত্বাদি বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, একই বাক্যে একবার অস্তিত্বের উল্লেখ, আবার তাহার নিষেধ—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি শ্রুতিবাক্যে সম্ভব নয় ; শ্রুতিবাক্য উন্মত্তের প্রলাপ নহে। বিশেষতঃ, প্রাকৃত দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বাদি বিশেষত্ব দেহ নহে ; সুতরাং দেহের নিষেধে কবিত্বাদি নিষিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাকৃত জড়দেহের নিষেধে জড়-দেহধর্ম্মও নিষিদ্ধ হয় বটে এবং এতাদৃশ দেহধর্ম্মও যে ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই (১।২।৪৭ চ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু কবিত্বাদি জড়ের বা জড়দেহের ধর্ম্ম নয় ; কবিত্বাদি হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম। সুতরাং দেহের নিষেধে কবিত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়াছে—একথা বলাও সঙ্গত হয় না।

আবার, "অপাপবিদ্ধ"-শব্দে পাপই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বাদি—সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি—পাপ নহে ; সুতরাং কবিত্বাদি-বিশেষত্ব যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে যখন কবিত্বাদি (সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি) বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন কবিত্বাদি হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে, কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই।

যদি বলা যায়, একই ব্রহ্ম কিরূপে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন? সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব যে পরস্পর-বিরোধী। একই জল কি উষ্ণ এবং শীতল হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। একই বস্তুতে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব অসম্ভব, ইহা স্বীকার্য্য। উত্তাপের অস্তিত্বে জলের উষ্ণত্ব, উত্তাপের অনস্তিত্বে জলের শীতলত্ব ; সুতরাং জল কখনও যুগপৎ উষ্ণ ও শীতল হইতে পারে না। কিন্তু একই বস্তুতে এক রকম ধর্ম্মের অস্তিত্ব এবং অন্য এক রকম ধর্ম্মের অনস্তিত্ব অসম্ভব নয়। উষ্ণ জলেও মিষ্টত্ব থাকিতে পারে, শীতল জলেও তদ্রূপ মিষ্টত্ব থাকিতে পারে ; উষ্ণত্বের অনস্তিত্বেও মিষ্টত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বধিরত্ব এবং দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্টত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে। ব্রহ্মে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের

কথা বলা হয় নাই। প্রাকৃত বিশেষত্বের অনস্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের অস্তিত্বই কথিত হইয়াছে। এই দুইটী বিশেষত্ব দুইটী ভিন্ন শক্তি হইতে জাত—চিচ্ছক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং চিদ্‌বিরোধী জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত বিশেষত্ব সম্ভূত। ব্রহ্মে চিচ্ছক্তি আছে, কিন্তু মায়া শক্তি নাই; সুতরাং চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে; কিন্তু মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে না। চিচ্ছক্তির এবং চিচ্ছক্তি-সম্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব, আর মায়াশক্তির এবং মায়াশক্তিজাত প্রাকৃত বিশেষত্বের অনস্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে।

সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব থাকিতে পারে। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

কঠোপনিষৎ

(২) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ কঠ॥১।৩।১৫॥

[১।২।২৮-ঙ, ১।১।৪৬ (২) খ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অশব্দম্"-আদি শব্দগুলি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আনুগত্যে ইহাদের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইতেছে।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেতি উচ্যতে—স্থূলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতা; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্বিকারাঃ শব্দন্তাস্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম পদার্থের অতিসূক্ষ্মতা কেন? (ইহার উত্তরে) বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণযোগ্য); শরীরও ঠিক সেইরূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি-গুণের এক একটীর অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলত্বাদিনিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দপর্য্যন্ত গুণ-সমুদয় যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাও কি আবার বলিতে হয়? 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম, তথারসম্, নিত্যম্, অগন্ধবচ্চ যৎ', এই শ্রুতি এই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।"

ইহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে বিকারাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ—এই সমস্ত প্রাকৃত গুণসমূহ বিদ্যমান নাই বলিয়াই তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমিত্যাদি" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই এই শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। "অব্যয়ম্, নিত্যম্, অনাদি,

অনন্তম্, মহতঃ পরম্, ধ্রুবম্”-এই কয়টী শব্দে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-গুণহীনত্বই ব্যাখাত হইয়াছে, তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—“এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম অব্যয়ং; যদ্ধি শব্দাদিমৎ, তৎ ব্যেতি; ইদন্তু অশব্দাদিমত্ত্বাৎ অব্যয়ং—ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে, অতএব নিত্যং; যদ্ধি ব্যেতি তদনিত্যম্; ইদন্তু ন ব্যেতি, অতো নিত্যম্। ইতশ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমৎ, তৎকার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে, যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদকার্য্যম্; অকার্য্যত্বান্নিত্যং ন তস্য কারণমস্তি যস্মিন্ লীয়তে। তথা অনন্তম্—অবিদ্যমানোঽন্তঃ কার্য্যং যস্য, তদনন্তম্। যথা কদলাদেঃ ফলাদিকার্য্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্; ন চ তথ্যাপ্যন্তবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ; অতোঽপি নিত্যম্। মহতো মহত্তত্ত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি ‘এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু’ ইত্যাদি। ধ্রুবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্। তদেবম্ভূতং আত্মানং নিচায্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুজ্যতে।—এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয়; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষ রূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদিগুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। এই কারণে নিত্যও বটে; কারণ যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকার প্রাপ্ত হন না, অতএব নিত্য। আর এই কারণেও নিত্য—তিনি অনাদি; যাঁহার আদি—কারণ—নাই, তিনি অনাদি; যাহা আদিমান্, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন); কার্য্যত্ব হেতুই অনিত্য; অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া থাকে, যেমন (অনিত্য) পৃথিবী প্রভৃতি। কিন্তু এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ; সুতরাং অকার্য্য: অকার্য্যত্ব হেতুই নিত্য—তাঁহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন। সেইরূপ (তিনি) অনন্ত; যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের যেরূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশ) নাই; এই কারণেও তিনি নিত্য; মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার; কারণ, তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বান্তর্য্যামী। ‘সর্ব্বভূতে গূঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা’-ইত্যাদি বাক্যেও তাহা উক্ত হইয়াছে। ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাদির ন্যায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে। এবম্ভূত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয়।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।”

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের অব্যয়ত্ব-নিত্যত্বাদি হইতেছে তাঁহার প্রাকৃত-গুণহীনত্বের পরিচায়ক। অব্যয়ত্ব-নিত্যত্বাদিও গুণ; এই সমস্ত গুণ যখন প্রাকৃত-গুণহীনত্বের পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-গুণ হইতে বিলক্ষণ, তখন ইহারা যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব,

তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানা যাইতেছে। এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই কথিত হইয়াছে। "অনাদি"-শব্দের তাৎপর্য্য-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বকারণ, "ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদকার্য্যম্"; সর্ব্বকারণত্ব হইতেছে একটী বিশেষত্ব। আবার, "মহতঃ পরম্"-এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য-কথন-প্রসঙ্গেও তিনি ব্রহ্মকে "সর্ব্বসাক্ষী" বলিয়াছেন; "সর্ব্বসাক্ষিত্ব—সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব"ও একটী বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর পরিষ্কারভাবে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধের দ্বারা যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে, একথাও বলা যায় না। কেননা, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইলে ব্রহ্মের অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, অনাদিত্ব, অনন্তত্বাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে; ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ অব্যয়ত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব যখন প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব হইতে বিলক্ষণ, তখন প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অব্যয়ত্বাদি-অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ না হইয়া বরং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।**

(৩) অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ কঠ ॥২।৩।৮॥

[১।২।২৮ম, ১।২।৪৬ (২) গ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অলিঙ্গঃ"- শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন "অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধ্যাদি, তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোঽয়মলিঙ্গ এব চ। সংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত ইত্যেতৎ।—যদ্দ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন; সেই লিঙ্গ যাঁহার নাই, তিনি অলিঙ্গ—সর্ব্ববিধ-সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত।" তাহা হইলে "অলিঙ্গ"-শব্দে "সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিতত্ব" বা প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যের প্রারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাৎ —ব্যাপক আকাশাদি সর্ব্বপদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্ব্বব্যাপী।" ব্রহ্ম ব্যাপক, আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থ তাঁহার ব্যাপ্য; ব্রহ্ম কারণ, আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থ তাঁহার কার্য্য। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে। এই বিশেষত্ব হইতেছে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং সর্ব্বকারণত্ব কোনও প্রাকৃত ধর্ম্ম হইতে জাত নহে; কেননা, "অলিঙ্গ"-শব্দে ব্রহ্মকে প্রাকৃত-ধর্ম্মবর্জ্জিত বলা হইয়াছে। "অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ"- বাক্যে ব্রহ্মের মায়াতীতত্বও কথিত হইয়াছে। (অব্যক্ত—প্রকৃতি, মায়া)। যিনি মায়ার অতীত, তাঁহাতে মায়িক বা প্রাকৃত ধর্ম্ম বা প্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং "অলিঙ্গ"-শব্দে যে প্রাকৃত-

বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যাপকত্ব—জগৎ-কারণত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও জানা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

প্রশ্নোপনিষৎ।

(৪) পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি॥ প্রশ্ন ॥৪৷১০॥

[১৷২৷২৯খ, ১৷২৷৪৬ (৩)ক এবং ১৷২৷৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এইবাক্যে "অচ্ছায়ম্," "অশরীরম্", "অলোহিতম্", 'অক্ষরম্"-এই শব্দগুলি হইতেছে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরম্ নাম-রূপ-সর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতম্ লোহিতাদি সর্ব্বগুণবর্জ্জিতম্। যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্, শুদ্ধম্, সর্ব্ব-বিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যম্।

- অচ্ছায়—তমোবর্জ্জিত (তমঃ হইতেছে প্রাকৃত গুণ ; ব্রহ্মে তাহা নাই)। অশরীর—নাম-রূপ-সর্ব্বোপাধিবিশিষ্ট শরীরহীন (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই ; নামরূপাদি উপাধি হইতেছে প্রাকৃত ; ব্রহ্মের এসমস্ত নাই)। অলোহিত—লোহিতাদি সর্ব্বগুণবর্জ্জিত (লোহিতাদি হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর গুণ ; ব্রহ্মে এ-সমস্ত গুণ নাই)। এই সমস্ত নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুভ্র—শুদ্ধ। অক্ষর—সর্ব্ববিশেষণরহিত বলিয়া সত্যপুরুষ ব্রহ্ম হইতেছেন—অক্ষর।"

উল্লিখিত ভাষ্যে "অচ্ছায়ম্", "অশরীরম্" এবং "অলোহিতম্"- শব্দত্রয়ে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই সূচিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়।

"অক্ষরম্"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষণ-রহিতত্বাৎ অক্ষরম্—সর্ব্ববিশেষণ-রহিত বলিয়া ব্রহ্মকে অক্ষর বলা হইয়াছে।" কিন্তু এস্থলে "সর্ব্ববিশেষণরহিত"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্ম কি প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সমস্ত বিশেষণহীন? না কি "অচ্ছায়ম্"-ইত্যাদি শব্দত্রয়ের তাৎপর্য্যের অনুসরণে কেবল সর্ব্ববিধ-প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি ৮৷৩-শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন— "অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি'-ইতি শ্রুতেঃ, ওঁকারস্য চ 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' ইতি পরেণ বিশেষণাৎ তদ্গ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণম্ তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ।"

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ক্ষয় বা বিনাশ নাই বলিয়াই ব্রহ্মকে "অক্ষর" বলা হয়।

প্রাকৃত বস্তুরই উৎপত্তি আছে—সুতরাং বিনাশও আছে। যাহার উৎপত্তি নাই, অথবা উৎপত্তি-বিশিষ্ট কোনও পদার্থও যাহাতে নাই, তাহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকে অক্ষর বা অবিনাশী বলাতে ব্রহ্ম যে উৎপন্ন বস্তু নহেন, কোনও উৎপন্ন বস্তুও যে তাঁহাতে নাই—ইহাই সূচিত হইতেছে। অপ্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং "অক্ষর" শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষণহীনতাই সূচিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়—"সর্ব্ববিশেষণরহিত্বাৎ অক্ষরম্" বাক্যে ব্রহ্মে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-বিশেষণহীনত্বই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ-বিশেষণহীনত্ব যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতাভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি-" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি "অক্ষর ব্রহ্মের" প্রশাসনের—নিয়ন্তৃত্বের—কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিয়ন্তৃত্বও একটী বিশেষণ বা গুণ এবং ব্রহ্মে যখন কোনওরূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নাই, অথচ নিয়ন্তৃত্ব আছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। এইরূপ মনে না করিলে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিকে স্ববিরোধী বাক্য বলিয়া মনে করিতে হয়।

এইরূপে **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

মুণ্ডক শ্রুতি

(৫) যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

মুণ্ডক॥১।১।১৬॥

[১।২।৩০ ক, ১।২।৪৬ (৪)ক এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অদ্রেশ্যম্", "অগ্রাহ্যম্", "অগোত্রম্", "অবর্ণম্", "অচক্ষুঃশ্রোত্রম্" এবং "অপাণিপাদম্"-এই শব্দগুলি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। এই শব্দগুলির তাৎপর্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অদ্রেশ্যম্—অদৃশ্যম্ সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ। দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারত্বাৎ।—অদ্রেশ্য-শব্দের অর্থ-অদৃশ্য ; বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য ; যেহেতু, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার গতি হইতেছে বাহিরের (প্রাপঞ্চিক বস্তুর) দিকে।

অগ্রাহ্যম্—কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ।—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অগোত্রম্—গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্। অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূল-মস্তি যেনান্বিতং স্যাৎ।—গোত্র হইতেছে অন্বয়, মূল। যাহার সহিত অন্বিত হইতে পারেন, এইরূপ মূল যাঁহার নাই, তিনি অগোত্র।

অবর্ণম্—বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা। অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য

তদবর্ণমক্ষরম্।--যাহাকে বর্ণন করা যায়, তাহা হইতেছে বর্ণ—স্থূলত্বাদি বা শুক্লত্বাদি দ্রব্যধর্ম্ম। এইরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপ বর্ণ যাঁহার নাই, তিনি অবর্ণ, অক্ষর।

অচক্ষুঃশ্রোত্রম্—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্ববস্তূনাং তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদি দর্শনাৎ।—জীবদিগের যেমন নামরূপ-বিষয়ক করণ (ইন্দ্রিয়) চক্ষুঃ কর্ণ আছে, তাহা নাই যাঁহার, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র। "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ"-ইত্যাদি চেতনাবত্ত্ববিশেষণ ব্রহ্মের আছে বলিয়া, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারী জীবের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি-ব্যতীতও তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। শ্রুতি হইতেও জানা যায়—অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনেন-ইত্যাদি (সুতরাং জীবের যেরূপ চক্ষুঃকর্ণ, সেইরূপ চক্ষুঃকর্ণ যে ব্রহ্মের নাই, তাহাই সূচিত হইল)।

অপাণিপাদম্—কর্ম্মেন্দ্রিয়-রহিতমিত্যেতৎ।—কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত।

প্রশ্নোপনিষদের ৪।১০-বাক্যস্থ "অশরীরম্"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে [১৩খ (৫) অনুচ্ছেদে] কথিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—নামরূপাদি সর্ব্বোপাধিবিশিষ্ট শরীর ব্রহ্মের নাই বলিয়া তাঁহাকে "অশরীর" বলা হয়। নামরূপাদি-সর্ব্বোপাধিবিশিষ্ট শরীর থাকে সংসারী প্রাকৃত জীবের ; এতাদৃশ শরীরও প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত শরীর নাই। আবার, জীবের চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও প্রাকৃত শরীরেরই অংশবিশেষ। ব্রহ্মের যে এ-সমস্ত নাই, তাহাই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রশ্নোপনিষদে "অশরীরম্"-শব্দে যাহা বলা হইয়াছে,মুণ্ডকশ্রুতির "অচক্ষুঃশ্রোত্রম্" এবং "অপাণিপাদম্" শব্দদ্বয় তাহারই বিবৃতিমাত্র। ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নাই। এজন্যই তিনি "অদ্রেশ্যম্—জীবের বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য" এবং "অগ্রাহ্যম্—জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর।" তিনি অপ্রাকৃত—চিৎস্বরূপ—বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। "অবর্ণম্"-শব্দেও ব্রহ্মকে স্থূলত্বাদি বা শুক্লত্বাদি দ্রব্যধর্ম্মহীন (অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মহীন) বলা হইয়াছে।

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্ব চক্ষুঃকর্ণাদি নিষিদ্ধ হইলেও ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং তিনি যে প্রাকৃত চক্ষুহীন হইয়াও দেখেন এবং প্রাকৃত কর্ণহীন হইয়াও শুনেন, শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাও দেখাইয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সব্ববিত্ত্বা, দর্শনকর্ত্তৃত্ব, শ্রবণকর্ত্তৃত্বাদিও বিশেষত্ব ; কিন্তু ব্রহ্মের এ-সমস্ত বিশেষত্ব যে প্রাকৃত নহে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। কেননা, বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়হীন। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিত্ত্বা, দর্শনকর্ত্তৃত্ব, শ্রবণকর্ত্তৃত্বাদি হইতেছে জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির ফল। ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি আছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ; যেহেতু এই সর্ব্বজ্ঞতাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত ফল নহে।

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কেননা, শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্করই দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি দেখেন, শুনেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ।

শ্রুতিবাক্যস্থ "নিত্যম্" "বিভুম্", "সর্ব্বগতম্" "সুসূক্ষ্মম্" এবং "অব্যয়ম্" এই কয়টী শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা-প্রসঙ্গেও শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, "নিত্যম্, বিভুম্" শব্দগুলিও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতারই পরিচায়ক। অথচ, "নিত্যম্" ইত্যাদি শব্দগুলিও ব্রহ্মের বিশেষত্ব-বাচক। এই বিশেষত্বগুলিও অপ্রাকৃত ; এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্বগুলি নিষিদ্ধ হয় নাই [২৩ খ (৩) অনুচ্ছেদে যুক্তি দ্রষ্টব্য]।

আবার, "ভূতযোনিম্"-শব্দে পরিষ্কার ভাবেই ব্রহ্মের বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকে "অদ্রেশ্যম্", "অগ্রাহ্যম্" বলিয়াও শ্রুতিবাক্য আবার বলিয়াছেন—"পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করেন।" ইহাতে জানা গেল—তিনি প্রাকৃত-কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন বটে ; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির বা মায়ার প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই ধীরগণ তাঁহাকে দেখিতে—উপলব্ধি করিতে—পারেন। যিনি দর্শনের বা উপলব্ধির যোগ্য, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। দর্শনের বা উপলব্ধির উপযোগী বিশেষত্ব তাঁহার অবশ্যই থাকিবে।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে।**

(৬) দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যান্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥মুণ্ডক॥২৷১৷২॥

[১৷২৷ ৩০চ, ১৷২৷৪৬ (ধ) খ এবং ১৷২৷৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলেও "অমূর্ত্তঃ—মূর্ত্তিহীন, অশরীর", "অজঃ—জন্মরহিত", "অপ্রাণঃ—প্রাণহীন, প্রাণ নাই যাঁহার", "অমনাঃ—মন নাই যাঁহার", প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, এই সকল শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত প্রাণ, প্রাকৃত মনই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"-ইত্যাদি মুণ্ডক॥২৷১৷৩-বাক্যের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহ-প্রাণাদি না থাকার হেতুর কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই অবিদ্যাবিকারভূত অনৃতাত্মক প্রাণাদির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাণাদির উদ্ভবের পূর্ব্ব হইতেই যখন ব্রহ্ম বিদ্যমান, তখন ব্রহ্মের প্রাকৃত

প্রাণাদি থাকিতে পারে না। "কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতুচ্যতে যস্মাদেতস্মাদেব পুরুষান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাজ্জায়তে উৎপদ্যতেঽবিদ্যাবিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ' ইত্যাদি।

প্রাণাদি প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্রহ্মের নাই বলিয়াই তিনি শুভ্র—শুদ্ধ, প্রাকৃত-মলবর্জ্জিত; কেননা, তিনি প্রকৃতির অতীত—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ—স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন দ্যোতনবান্-জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট।" ইহা ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যখন এই বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—ইহা হইতেছে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মের দ্যোতনবত্তা তাঁহার স্বরূপভূত; কেননা, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ; ইহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

(৭) হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ মুণ্ডক॥২।২।৯॥

[১।২।৩০ ধ, ১।১।৪৬ (জ) গ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে "বিরজম্" এবং "নিষ্কলম্" শব্দদ্বয় নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই শব্দ দুইটীর এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন ঃ—

বিরজমবিদ্যাদ্যশেষদোষরজোমলবর্জ্জিতং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতেছেন বিরজ অর্থাৎ অবিদ্যাদি অশেষ দোষ হইতেছে রজোরূপ মল, সেই মলবর্জ্জিত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইল।

নিষ্কলম্—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ—যাহাতে "কলা" নাই, তিনি নিষ্কল—নিরবয়ব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে "কলা"-শব্দে কি বুঝায়? প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠপ্রশ্নে ষোড়শ কলার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্য বস্তু), বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম। এই সমস্ত হইতেছে সৃষ্ট বস্তু—সুতরাং প্রাকৃত। এইরূপ কলা নাই যাঁহাতে, তিনি নিষ্কল। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইল। শ্বেতাশ্বেতর ॥১।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী বস্তুকেও ষোড়শ কলা বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু এবং প্রাকৃত দেহের অন্তর্ভুক্ত, দেহের অবয়ব। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যখন "নিষ্কল"-শব্দের "নিরবয়ব"

অর্থ করিয়াছেন, তখন মনে হয়, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ-অবয়বহীনতাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাহা হইলেও ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতাই সূচিত হইতেছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"যস্মাদ্বিরজং নিষ্কলঞ্চাতস্তচ্ছুভ্রম্—বিরজ এবং নিষ্কল বলিয়া ব্রহ্ম শুভ্র।" মায়িক-বিশেষত্বহীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুভ্র বা শুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকাশক—অগ্নি-সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। "শুদ্ধজ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশত্মনামগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিরবভাসম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বমন্তর্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্য-জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ।" ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশকত্বরূপ বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম-"জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বলিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া, তাঁহার প্রকাশকত্ব হইতেছে স্বরূপগত বিশেষত্ব, প্রকৃতি হইতে জাত নহে—সুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল--আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

ছান্দোগ্যশ্রুতি

(৮) মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৩।১৪।২॥

[১।২।৩৪ছ, এবং ১।২।৪৬ (৬) ক অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ স্থলে "অবাকী" এবং "অনাদরঃ" শব্দদ্বয় নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অবাকী—বাগিন্দ্রিয়হীন ; এ-স্থলে বাগিন্দ্রিয়ের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়হীন হইলেও ইন্দ্রিয়সাধ্য সমস্ত কার্য্যই তিনি করিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি হস্তহীন অথচ গ্রহণ করেন, পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, চক্ষুহীন অথচ দর্শন করেন, ইত্যাদি।" তিনি "অনাদর" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"আগ্রহরহিত ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অপ্রাপ্ত বস্তু তাঁহার নাই ; সুতরাং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য তাঁহার কোনওরূপ আগ্রহ থাকিতে পারে না।"

এই বাক্যেও ব্রহ্মের প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দর্শন করেন - ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই দর্শনাদি তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে বলিয়া ইহারা হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বকর্ম্মা ইত্যাদি শব্দেও বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া এই সমস্ত যে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়াদি-প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ সত্ত্বেও যখন (সাধারণ বুদ্ধিতে

ইন্দ্রিয়জাত) বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

(৯) এষ অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥

[১।২।৩৪ ভ এবং ১।২।৪৬ (৬) গ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অপহতপাপ্মা", "বিজরঃ", "বিমৃত্যুঃ", "বিশোকঃ", "বিজিঘৎসঃ", "অপিপাসঃ", প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, এই সকল শব্দে ব্রহ্মের পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম—জরা বা বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসাদি—প্রাকৃত জীবধর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করা হইয়াছে!

এ-স্থলেও "অপহতপাপ্মা বিজরো" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"-বাক্যে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

বৃহদারণ্যকশ্রুতি

(১০) স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ বৃহদারণ্যক॥৩৮।৮॥

[১।২।৩৫ (৩২), ১।২।৪৬ (৭) ক এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অস্থূল" "অনণু" "অহ্রস্বম্" "অবাহ্যম্" ইত্যাদি শব্দগুলি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

এই শ্রুতিবাকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্ এবং অদীর্ঘম্ এই চারিটী শব্দে পরিমাণের প্রতিষেধের দ্বারা দ্রব্যধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে—সেই অক্ষর ব্রহ্ম দ্রব্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।"

স্থূলত্ব, অণুত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব, হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব এই সমস্ত হইতেছে প্রাকৃত দ্রব্যের ধর্ম্ম; এই সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের নাই—সুতরাং ব্রহ্ম প্রাকৃত দ্রব্যও নহেন। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত বশেষত্ব নিষিদ্ধ হইল।

তিনি ইহার পরে লিখিয়াছেন—"তবে লৌহিত্য-গুণযুক্ত হউক? না, তাহা হইতেও

অন্য—পৃথক্—অলোহিত, লৌহিত্যগুণটী অগ্নির ধর্ম্ম; অক্ষর ব্রহ্মে তাহা নাই। তবে জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে? না—তিনি অস্নেহ, জলের স্নেহগুণও তাঁহাতে নাই।"

অগ্নি-জলাদির গুণ যে ব্রহ্মে নাই, তাহাই "অলোহিতম্" এবং "অস্নেহম্" শব্দদ্বয়ে বলা হইল। ইহাতেও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইল।

"অচ্ছায়ম্"-আদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"সর্ব্বথা অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অক্ষর ব্রহ্ম 'অচ্ছায়'-ছায়া হইতে ভিন্ন; তিনি ছায়া নহেন; তমঃও (অন্ধকারও) নহেন—অতমঃ; বায়ুও নহেন,—অবায়ু; আকাশও নহেন—অনাকাশ; তিনি অসঙ্গ—সঙ্গাত্মক নহেন; লাক্ষা (গালা) যেমন অন্যবস্তুর সহিত লাগিয়া থাকে, অক্ষর ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও কিছুর সহিত লাগিয়া থাকেন না। তিনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন,—অরস, অগন্ধ; তিনি অচক্ষুষ্ক, তাঁহার চক্ষু-ইন্দ্রিয় নাই; শ্রুতি বলেন, অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন; তাঁহার শ্রোত্রও নাই—অশ্রোত্র; শ্রুতি বলেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শুনেন; তাঁহার বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ও নাই—তিনি অবাক্; তাঁহার মনও নাই—তিনি অমনঃ; তিনি অতেজস্ক—অগ্নি-প্রভৃতির যেমন প্রকাশরূপ তেজঃ আছে, ব্রহ্মের তাহা নাই; তিনি অপ্রাণ—এ-স্থলে আধ্যাত্মিক বায়ু প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; তিনি অমুখ—মুখরূপ দ্বারও তাঁহার নাই; তিনি অমাত্র—যাহাদ্বারা অপর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাহাকে বলে 'মাত্রা', অক্ষর-ব্রহ্ম মাত্রাস্বরূপ নহেন, তাঁহাদ্বারা কোনও বস্তু পরিমিত হয় না; তিনি অনন্তর—ছিদ্রযুক্তও নহেন, তাঁহার ছিদ্র নাই; অবাহ্য—তাঁহার বাহিরও নাই; তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না: তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করেনা। তিনি সর্ব্ববিশেষণ-রহিত।"

ছায়া, অন্ধকার, বায়ু, আকাশ, রস, গন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রাকৃত বস্তু; চক্ষুঃ, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয়, মনঃ, তেজঃ, আধ্যাত্মিকবায়ু বা প্রাণ, মুখদ্বার, এই সমস্তও প্রাকৃত বস্তু; ছিদ্র থাকা, বাহির থাকা, লাক্ষার ন্যায় লাগিয়া থাকা, ভক্ষণ করা বা ভক্ষিত হওয়া-এ-সমস্তও প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম। এই সমস্তের প্রতিষেধের দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে যে সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নহে; কেননা, শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন—অচক্ষুঃ হইয়াও ব্রহ্ম দেখেন এবং অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনেন। প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণের অভাবেও ব্রহ্মের দর্শন-শ্রবণ-শক্তি আছে; সুতরাং দর্শনশক্তি এবং শ্রবণ-শক্তি যে তাঁহার অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব, তাহাই বুঝা যায়। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই দেখা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ভাষ্যোপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর যে লিখিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিশেষণরহিত"—এ-স্থলে "সর্ব্ববিশেষণ"-শব্দে "সর্ব্ব প্রাকৃত বিশেষণই" তাঁহার অভিপ্রেত; অন্যথা, ব্রহ্মের দর্শন-শ্রবণ-শক্তিরূপ শ্রুতিবিহিত বিশেষত্বের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সেই স্বীয় উক্তির সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়।

(১১) স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥

[১।২।৩৫ (৪২), ১।২।৪৬ (৭) গ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে 'অগৃহ্যঃ', 'অশীর্য্যঃ', 'অসঙ্গঃ', 'অসিতঃ'-শব্দগুলি নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—'স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে'-ইত্যাদি লক্ষণে আত্মা যে 'সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বিলক্ষণ', তাহাই বলা হইয়াছে। তিনি ক্ষুৎ-পিপাসাদির অতীত, স্থূলত্বাদি-ধর্ম্মশূন্য, জন্ম-জরা-মরণ-ভয়-বর্জ্জিত।

এই শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ··· এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায় ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥' এ-স্থলে বশিত্ব, ঈশানত্ব, অধিপতিত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। এ-সকল বিশেষত্ব-সত্ত্বেও আবার 'অগৃহ্যত্বাদি'-সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিতত্বের—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার—কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রহ্ম প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন হইলেও বশিত্বাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব তাঁহার আছে। সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। সর্ব্ববশিত্ব, সর্ব্বেশানত্ব, সর্ব্বাধিপতিত্বাদি কখনও প্রাকৃত—প্রকৃতি হইতে জাত—বিশেষত্ব হইতে পারে না।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি

(১২) জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১।৯॥

[১।২।৩৬ (৩), ১।২।৪৬ (৮) ক এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে 'অকর্ত্তা'-শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অকর্ত্তা—কর্ত্তৃত্বাদি-সংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। —ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্ম নাই।"

সংসারী লোকের কর্ত্তৃত্বের ন্যায়, প্রাকৃত কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মের নাই ; তিনি যে সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্বহীন, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; কেননা, এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যেই তিনি লিখিয়াছেন-'সর্ব্বকৃৎ পরমেশ্বরঃ। অসর্ব্বকৃৎ জীবঃ।—পরমেশ্বর সর্ব্বকৃৎ—সর্ব্বকর্ত্তা।' সর্ব্বকর্ত্তা, অথচ অকর্ত্তা—তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—জংসারী জীবের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ত্তৃত্ব আছে। 'ঈশঃ'-শব্দে ব্রহ্মের ঈশন-কর্ত্তৃত্বও সূচিত হইয়াছে। ইহা অপ্রাকৃত কর্ত্তৃত্ব।

এ-স্থলে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার, 'জ্ঞঃ', 'ঈশঃ', ইত্যাদি-শব্দে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

এইরূপে, **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।**

(১৩) সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১৭॥

[১।২।৩৬(১৯), ১।২।৪৬ (৮) গ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্"-শব্দটী নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। ইহা দ্বারা যে ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-হীনতাই—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনত্যই—সূচিত হইতেছে, তাহা "অপাণিপাদ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যায়। এই রূপে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলিয়াও ব্রহ্মকে "সর্ব্বস্য ঈশানঃ—সকলের নিয়ন্তা" বলায় তাঁহার বিশেষত্বও বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্ব অবশ্যই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। কেননা, নিয়ন্তৃত্বও ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য ; তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন এই নিয়ন্তৃত্ব বা ঈশানত্ব প্রাকৃত বিশেষত্ব হইতে পারে না।

(১৪) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাঽস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১৯॥

[১।২।৩৬ (২৯), ১।২।৪৬ (৮) ঘ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অপাণিপাদঃ," "অচক্ষুঃ," এবং "অকর্ণঃ"-শব্দত্রয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-হীনতার কথা—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই—বলা হইয়াছে ; তৎসত্ত্বেও আবার "জবনঃ", "গ্রহীতা", "পশ্যতি", "শৃণোতি", "বেত্তি"-ইত্যাদি শব্দে তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রহণ, দ্রুতগমন, দর্শন, শ্রবণাদি যখন হস্ত-পদ-চক্ষুঃ-কর্ণের কার্য্য এবং তাঁহার যখন প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই, তখন তাঁহাকর্ত্তৃক দর্শন-শ্রবণাদি যে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহাও সহজে বুঝা যায়।

এ-স্থলেও দেখা যায়, প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; বরং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(১৫) ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫।১৪॥

[১।২।৩৬ (৪৮), ১।২।৪৬ (৮) জ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অনীড়াখ্যং—অশরীরং"-শব্দটী নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "অশরীর"-শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-শরীর-হীনতা—সুতরাং প্রাকৃত

বিশেষত্বহীনতাই—সূচিত হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে "ভাবাভাবকরম্", এবং "কলাসর্গকরম্-"শব্দদ্বয়ে তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। "কিছু করা" যখন শরীরের বা শরীরস্থ ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য এবং ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত শরীর বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই. তখন "ভাবাভাবকরম্" ও "কলাসর্গকরম্" শব্দদ্বয়ে যে বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব, তাহাও বুঝা যায়।

(১৬) আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৫॥

[১।২।৩৬ (৫২), ২।৭৬ (৮) ঋ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "অকলঃ-"শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অকলোঽসৌ ন বিদ্যন্তে কলাঃ প্রাণাদিনামান্তা অস্যেত্যকলঃ।—প্রাণাদি নামান্ত ষোলটি কলা নাই বলিয়া তিনি অকল।" প্রাণাদি নামান্ত ষোলটী কলা হইতেছে সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু ; এ-সমস্ত ব্রহ্মের নাই বলিয়া তিনি অকল—প্রাকৃত বিশেষত্বহীন। এই রূপে প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলিয়াও আবার "আদিঃ," "সংযোগ-নিমিত্তহেতুঃ" ইত্যাদি শব্দে তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। আদিঃ—কারণং সর্ব্বস্য (শঙ্কর)।

(১৭) ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥

[১।২।৩৬ (৫৫), ১।২।৪৬ (৮) ঞ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে"—বাক্য নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যতে।" ব্রহ্মের শরীর এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই—ইহাই হইতেছে উল্লিখিত নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যের তাৎপর্য্য। "অশরীর", "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত" ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের যে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়হীনতার—প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার—কথা এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই কথিত হইল। তথাপি আবার "পরাস্য শক্তিঃ"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা এবং স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা—অর্থাৎ বিশেষত্বের কথাও—বলা হইয়াছে। শক্তি ও ক্রিয়াদি যখন দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় নাই, তখন তাঁহার শক্তি ও ক্রিয়াদি যে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

(১৮) একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১১॥

[১।২।৩৬ (৫৮), ১।২।৪৬ (৮) ঠ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "কেবলঃ" এবং "নির্গুণঃ" শব্দদ্বয় নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কেবলঃ নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণ-রহিতঃ।—কেবল শব্দের অর্থ—নিরুপাধিক, উপাধিহীন। নির্গুণ-শব্দের অর্থ—সত্ত্বাদি গুণহীন।" সত্ত্বাদি হইল প্রকৃতিরই গুণ—প্রাকৃত গুণ ; এতাদৃশ প্রাকৃত গুণ ব্রহ্মের নাই। উপাধিও প্রাকৃত বস্তু, যাহা প্রাকৃত সংসারী জীবে থাকে ; ব্রহ্মে তাহা নাই। এইরূপে দেখা গেল –এই শব্দদ্বয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ-সত্ত্বেও "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ","সাক্ষী","চেতা"-প্রভৃতি শব্দে বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না ; কেননা, এই সমস্ত বিশেষত্ব প্রাকৃত গুণ হইতে জাত নহে—তিনি প্রাকৃত গুণহীন। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধও হয় নাই ; কেননা, প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে।

(১৯) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেনমিবানলম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৯॥

[১।২।৩৬ (৬৬), ১।২।৪৬ (৮) ড এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে "নিষ্কলম্", "নিষ্ক্রিয়ম্"-ইত্যাদি শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। নিষ্ক্রিয়ং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং কূটস্থমিত্যর্থঃ। শান্তমুপসংহৃত-সর্ব্ববিকারম্। নিরবদ্যম্ অগর্হণীয়ম্। নিরঞ্জনং নির্লেপম্।"

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেছেন—নিষ্কল—নিরবয়ব, প্রাণাদি-নামান্ত সৃষ্ট—সুতরাং প্রাকৃত ষোড়শ-কলারূপ—অবয়ব তাঁহার নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়—স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কূটস্থ। তিনি ক্রিয়াহীন। ইহাদ্বারা প্রাকৃত ক্রিয়াহীনতাই সূচিত হইয়াছে ; কেননা ; ৬।৮ বাক্যে এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন ; পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। তিনি শান্ত—সর্ব্ববিকারহীন। বিকার হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম ; তাহা ব্রহ্মে নাই। তিনি নিরবদ্য—অনিন্দনীয় এবং নিরঞ্জন—নির্লেপ, পাপাদি-লেপহীন, অপহতপাপ্মা।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বই হইতেছে মলিনতা ; তাহা ব্রহ্মের নাই বলিয়া তিনি "দগ্ধেন্ধনমিবানলম্—দগ্ধেন্ধনানলমিব দেদীপ্যমানং ঝটঝটায়মানম্ (শঙ্কর)—দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান—উজ্জ্বল—ঝট্‌ঝটায়মান।"

ইহাদ্বারা তাঁহার দেদীপ্যমানতারূপ বিশেষত্বও সূচিত হইতেছে এবং এই বিশেষত্ব হইতেছে অপ্রাকৃত—প্রকৃতিধর্ম্ম-বর্জ্জিত।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ বাক্যে বলা হইয়াছে—পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র-তারকা, আকাশ, তমঃ (অন্ধকার), তেজঃ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্য, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ—এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুতে ব্রহ্ম অবস্থিত থাকিয়া এই সমস্তকে সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ করেন ; কিন্তু তিনি এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন। ইহা দ্বারা প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য যেমন সূচিত হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথাও বলা হইয়াছে। এ-কথা বলার হেতু এই। বস্তুর ধর্ম্মই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব বা ধর্ম্ম থাকে বস্তুরই মধ্যে। যাহা বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন, তাহাতে বস্তুর ধর্ম্ম বা বিশেষত্বও থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন বলিয়া পৃথিব্যাদি প্রাকৃত দ্রব্যের ধর্ম্ম বা প্রাকৃত বিশেষত্বও ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। এইরূপে বৃহদারণ্যকের এই কয়টী বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দ্রব্যধর্ম্মই, বা প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত-বিশেষত্ব-নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রহ্মকর্ত্তৃক পৃথিব্যাদি দ্রব্যনিচয়ের নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণকর্ত্তৃত্ব হইতেছে ব্রহ্মের, নিয়ন্ত্রণশক্তিও ব্রহ্মেই অবস্থিত। ইহা ব্রহ্মেরই একটা বিশেষত্ব। ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত পৃথিব্যাদি দ্রব্য হইতে বিলক্ষণ, ব্রহ্মের এই নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ-শক্তিও হইবে প্রাকৃত দ্রব্যধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ—অর্থাৎ ইহা হইবে অপ্রাকৃত। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্ব না থাকিলেও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব থাকিতে পারে এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্ব যে ব্রহ্মের আছে, তাহাই এ-সকল শ্রুতিবাক্য বলিয়া গেলেন। এ-সকল শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও জানা গেল যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতাতেই ব্রহ্মকে সর্ব্ববিশেষত্বহীন বলা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে—এই জাতীয় শ্রুতিবাক্য আরও অনেক উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না।

গ। একই ধর্ম্মের কোনও শ্রুতিবাক্যে নিষেধ এবং অপর কোনও শ্রুতিবাক্যে উপদেশ

এইরূপও দৃষ্ট হয় যে—কোনও শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের যে ধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপর কোনও শ্রুতিবাক্যে তাহা উপদিষ্ট (তাহার অস্তিত্বের উল্লেখ করা) হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

(১) অকায়ম্, অশরীরম্, অমূর্ত্তঃ, নিষ্কলম্, অকলঃ, অনাত্ম্য-প্রভৃতি শব্দে শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে (১।২।৪৭-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আবার বিভিন্ন শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে "পুরুষবিধ" ও "পুরুষ" বলিয়া তাঁহার শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণত্বের কথাও বলা হইয়াছে (১।২।৪১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে এই ব্রহ্ম-

পুরুষকে "ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্রও" বলা হইয়াছে। গোপালতাপনী-শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার "দ্বিভুজ", "গোপবেশ", "বেণুবাদনশীল" "গোপীজনবল্লভ"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গোপালপূর্ব্ব-তাপনীতে তাঁহাকেই "সচ্চিদানন্দরূপায়" ॥১।১॥" "সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥১।৮॥" "বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দ-রূপিণে ॥২।২॥" এবং গোপালোত্তরতাপনীতে "নিত্যানন্দৈকরূপঃ বিজ্ঞানঘনঃ, আনন্দঘনঃ ॥১৫ এবং ১৮॥"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্যে পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ধ্যানবিন্দু-শ্রুতি হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আনন্দমাত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি ধ্যানবিন্দূপনিষদশ্চ।—ধ্যানবিন্দু উপনিষদ হইতে জানা জায়, পরব্রহ্মের মুখপদ্ম এবং পাদপদ্মাদি হইতেছে আনন্দমাত্র।" ইহা হইতেও জানা গেল, পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং তাঁহার মুখ-পাদাদি প্রাকৃত পঞ্চভূতে গঠিত নহে, পরন্তু আনন্দদ্বারা গঠিত।

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল – ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহা হইতেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব জানা গেল।

(২) নিষ্ক্রিয়ম্ (শ্বেতাশ্বতর॥৬।১৯॥), অকর্ত্তা (শ্বেতাশ্বতর॥১।৯॥), প্রভৃতি শব্দে কোনও কোনও শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত-কর্ম্মহীনতার কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মনির্ব্বাহক প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় যাঁহার নাই, তাঁহার প্রাকৃত কর্ম্মের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না।

আবার অন্যত্র ব্রহ্মকে "সর্ব্বকর্ম্মা (ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২, ৪॥" বলা হইয়াছে এবং "ভাবাভাবকরম্, কলাসর্গকরম্ (শ্বেতাশ্বতর॥৫।১৪॥)","এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ, তিষ্ঠতঃ। ইত্যাদি॥ বৃহদার॥৩।৮।৯॥", "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা ॥ ছান্দোগ্য॥৮।১৪।১॥","স ইমাঁল্লোকান-সৃজত ॥ ঐতরেয়॥১।১।২॥", "এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥মাণ্ডুক্য ।৬॥", "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ॥মুণ্ডক॥৩।২।৩॥, কঠ ॥১।২।২৩॥", "ঈশানং ভূতভব্যস্য ॥ কঠ ॥২।১।৫॥," "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে ॥ কেন ॥৩।১॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্ব-বিধারণকর্ম্ম, সর্ব্ব-নিয়মন-কর্ম্ম, নাম-রূপের নির্ব্বাহণরূপ কর্ম্ম, বরণরূপ কর্ম্ম, দেবতাদের পরাজয়রূপ কর্ম্ম, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করণরূপ কর্ম্ম প্রভৃতি বহু কর্ম্মের উল্লেখও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—পূর্ব্বোক্ত "নিষ্ক্রিয়ম্", "অকর্ত্তা" ইত্যাদি বাক্যে শেষোক্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করণাত্মক কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে কি না। তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—এ কথা বলা যায় না। কেননা, সমগ্র বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মকর্তৃক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্ববিধারণ, সর্ব্বনিয়মন, বরণ, দেবতাদের পরাজয়াদি কর্ম্ম জগতের স্থিতির বা পালনেরই অঙ্গীভূত ; সুতরাং এ সমস্তও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই সমস্ত হইতেছে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিপ্রোক্ত ব্রহ্মের পরাশক্তির সহায়তায় কৃত "জ্ঞানবলক্রিয়ার" অন্তর্ভুক্ত। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥"

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের পক্ষে জীববৎ প্রাকৃত কর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; পরাশক্তির সহায়তায় সাধিত অপ্রাকৃত কর্ম্ম—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত "দিব্যকর্ম্ম"—নিষিদ্ধ হয় নাই। এ স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত কর্ম্মরূপ বিশেষত্বের কথা জানা যাইতেছে।

(৩) শ্রুতির কোনও কোনও বাক্যে ব্রহ্মকে "অমনাঃ" (মুণ্ডক ॥২।১।২॥), "অমনঃ" (বৃহদার ॥৩৮।৮॥) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের মন এবং মনের বৃত্তি আদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু অন্যত্র "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ (মুণ্ডক ॥১।১।৯॥)", "সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ মাণ্ডুক্য ॥৬॥", "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়য়েতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৬॥", "স ঈক্ষতেমে নু লোকাঃ ॥ ঐতরেয় ॥১।১।৩॥", "নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩৮।১১॥", "সত্যসঙ্কল্পঃ, সর্ব্বকামঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২॥, ৩।১৪।৪॥", "জ্ঞঃ (শ্বেতাশ্বতর ॥১।৯॥)", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের মনের এবং মনোবৃত্তির এবং তত্তৎ-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এস্থলেও বিবেচ্য এই যে—"অমনাঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে নিষেধের কথা আছে, সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উপরেও তাহার ব্যাপ্তি আছে কিনা। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, বেদান্তসূত্রে যে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদির মূলই হইল ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদি বাক্যে কথিত সৃষ্টির সঙ্কল্পাদি। এই সমস্ত নিষিদ্ধ হইলে জগৎকর্ত্তৃত্বাদিই নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিকথিত পরাশক্তির সহায়তায় সাধিত—"জ্ঞানবলক্রিয়ার" অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপে দেখা গেল—"অমনাঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত মন এবং প্রাকৃত মনের বৃত্তিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অপ্রাকৃত মনোবৃত্তির কার্য্য নিষিদ্ধ হয় নাই।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) শ্রুতির কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মকে "অগন্ধম্ অরসম্ (বৃহদার ॥৩।৮।৮॥)" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নিষিদ্ধ হইয়াছে (১।২।৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

অন্যত্র আবার ব্রহ্মকে "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ (ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২,৪॥)" বলা হইয়াছে।

এ-স্থলেও বিবেচ্য হইতেছে—"সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মের যে বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, "অগন্ধম্, অরসম্" ইত্যাদিবাক্যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা।

ছান্দোগ্যভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বে গন্ধাঃ সুখকরা অস্য, সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ। 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ' ইতি স্মৃতেঃ। তথা রসা অপি বিজ্ঞেয়াঃ। অপুণ্যগন্ধ-রস-গ্রহণস্য পাপসম্বন্ধ-নিমিত্তত্বশ্রবণাৎ। 'তস্মাৎ তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ, পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ' ইতি শ্রুতেঃ। ন চ পাপ্মসংসর্গ ঈশ্বরস্য, অবিদ্যাদিদোষস্যানুপপত্তেঃ।—সর্ব্বগন্ধ-

সুখকর সমস্ত গন্ধ যাঁহার বিদ্যমান আছে; তিনি সর্ব্বগন্ধ ; যেহেতু, স্মৃতিতে আছে 'আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধস্বরূপ।' রস-পদেও সেইরূপ সুখকর রসই বুঝিতে হইবে। কেননা, পাপ-সম্বন্ধ হইতেই অপুণ্যগন্ধ ও অপুণ্যরসের গ্রহণ হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি হইতেই জানা যায় ; শ্রুতি বলিয়াছেন—'সেই হেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই উভয়ই আঘ্রাণ করা হয় ; কারণ, এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পাপদ্বারা বিদ্ধ।' কিন্তু ঈশ্বরে কোনও প্রকার পাপসম্বন্ধ নাই ; কেননা, তাঁহাতে (পাপের কারণীভূত) অবিদ্যাদি-দোষের সম্ভাবনা নাই।"

এই ভাষ্যোক্তি হইতে জানা গেল—অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের যে গন্ধ ও রস, তাহাও প্রাকৃত এবং প্রাকৃত বলিয়া অপুণ্য—অপবিত্র। সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্মে এইরূপ অপবিত্র প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নাই। তাঁহাতে যে গন্ধ এবং রস আছে, তাহা হইতেছে—পবিত্র, সুখকর—সুতরাং প্রাকৃত গন্ধের এবং প্রাকৃত রসের বিরোধী এবং প্রাকৃত গন্ধের ও প্রাকৃত রসের বিরোধী বলিয়া অপ্রাকৃত।

"অগন্ধম্, অরসম্"—ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মে প্রাকৃত গন্ধ এবং প্রাকৃত রসই নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে (১।২।৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অপ্রাকৃত গন্ধ-রস-নিষিদ্ধ হয় নাই। শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" তাঁহাতে সর্ব্ববিধ রস নিষিদ্ধ হইলে তাঁহার রস-স্বরূপত্বই নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার রস-স্বরূপত্ব নিষিদ্ধ হইয়া গেলে—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্যও নিরর্থক হইয়া পড়ে। রসস্বরূপ ব্রহ্মের রস অপ্রাকৃতই, তাহা কখনও প্রাকৃত হইতে পারেনা এবং প্রাকৃত রসের নিষেধে তাহা নিষিদ্ধও হইতে পারেনা। গন্ধ-সম্বন্ধেও তদ্রূপই মনে করিতে হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত গন্ধ এবং অপ্রাকৃত রস বিদ্যমান। এ-স্থলেও অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জানা গেল।

(৫) কোনও কোনও স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মকে "নির্গুণঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১১॥ গোপালোত্তর॥১৮ (১৮)।" বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ।—নির্গুণ অর্থ—সত্ত্বাদি মায়িকগুণরহিত।"

আবার কোনও স্থলে বা শ্রুতি ব্রহ্মকে "গুণী (শ্বেতাশ্বতর ॥৬।২॥, ৬।১৬॥)" বলিয়াছেন।

এ স্থলেও বিবেচ্য হইতেছে—"গুণী"-শব্দে ব্রহ্মের যে গুণের কথা জানা যায়, "নির্গুণঃ"-শব্দে সেই গুণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা।

শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"গুণী অপহতপাপ্ম্যাদিমান্।—নিষ্পাপত্বাদি-গুণসম্পন্ন।" ব্রহ্মের নিষ্পাপত্বাদিগুণ নিষিদ্ধ হইলে তাঁহাকে পাপযুক্ত মনে করিতে হয়। কিন্তু পাপ হইতেছে অবিদ্যার ফল। ব্রহ্মকে অবিদ্যা স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং "নির্গুণ"-শব্দে ব্রহ্মের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

বিশেষতঃ "নির্গুণ"-শব্দে যে কেবল মায়িক সত্ত্বাদিগুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়া গিয়াছেন। "নির্গুণ"-শব্দে যখন "অপহতপাপ্মত্বাদি" গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন ব্রহ্মের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ যে মায়াতীত, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল মায়াতীত বা অপ্রাকৃত গুণে ব্রহ্ম গুণবান্।

পূর্ব্বে যে সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্তও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ। শ্রুতি ব্রহ্মকে "সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ (ছান্দোগ্য ॥৮।৭।১॥"-ইত্যাদিও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ— অর্থাৎ সত্যকামত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণবিশিষ্ট—ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহাও ছান্দোগ্য-শ্রুতি ৮।৭।১-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত—সুতরাং অপ্রাকৃত—গুণ, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥"-এই ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের আনন্দাদি-গুণের ব্রহ্ম-স্বরূপভূততা—সুতরাং অপ্রাকৃতত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে ৩।১১, ৫।১৪-ইত্যাদি একাধিক বাক্যে ব্রহ্মকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"স ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিসমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা।' শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১১-শঙ্করভাষ্য--ভগবান্ অর্থ—ঐশ্বর্য্যাদি-সমষ্টি। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণকে 'ভগ' বলা হয়।" ঐশ্বর্য্যাদি এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য যে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপভূত, ভগবান্-শব্দের "ঐশ্বর্য্যাদিসমষ্টিঃ"-অর্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদিগুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণযোগে পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৫২-৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি গুণ তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া অপ্রাকৃত—চিন্ময়; মায়িক বা প্রাকৃত নহে।

শ্রুতি পরব্রহ্মকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি একাধিক স্থলে (৩।১১, ৪।১৪, ৪।১৬, ৫।১৪ ইত্যাদি বাক্যে) তাঁহাকে "শিবম্" এবং ৪।১১-বাক্যে "বরদম্"ও বলিয়াছেন। তাঁহার সুন্দরত্ব, তাঁহার শিবত্ব (মঙ্গলস্বরূপত্ব, মঙ্গলময়ত্ব) এবং তাঁহার বরদত্বও তাঁহার গুণ। এই সমস্ত গুণও তাঁহার স্বরূপভূত—সুতরাং অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির যে বাক্যে ব্রহ্মকে "নির্গুণঃ" বলা হইয়াছে, সেই বাক্যেই ব্রহ্মের কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব, সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদি গুণের কথাও বলা হইয়াছে। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥৬।১১॥" ইহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্র-কর্ম্মাধিষ্ঠাতা। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সাক্ষী সর্ব্বদ্রষ্টা। সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়মিতি স্মরণাৎ। চেতা চেতয়িতা। কেবলো নিরুপাধিকঃ। নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ॥—কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থ—সমস্ত প্রাণীর কৃত বিচিত্র কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা ফল-নিয়ামক। সাক্ষী—সর্ব্বভূতের সাক্ষী—সর্ব্বদ্রষ্টা। কারণ, স্মৃতি-শাস্ত্রে সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টাকেই সাক্ষী বলা হইয়াছে। চেতা অর্থ—চেতয়িতা (চেতনা-বিধানকারী)। কেবল অর্থ—নিরুপাধিক। নির্গুণ অর্থ—সত্ত্বাদিগুণরহিত, মায়িক সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণবর্জ্জিত।"

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব (কর্ম্মফল-নিয়ামকত্ব), সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব, চেতয়িতৃত্বাদি গুণ ব্রহ্মের আছে। উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যের "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ"-শব্দে সৃষ্টিকর্ম্মের অধ্যক্ষতাও বুঝাইতে পারে ; যেহেতু, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥ গীতা ॥৯।১০॥" এই অর্থে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-গুণের কথাও জানা যায়।

এ-সমস্ত গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে যখন "নির্গুণ—সত্ত্বাদি মায়িকগুণবর্জ্জিত"—বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের কর্ম্মাধ্যক্ষত্বাদি গুণ মায়িকগুণ নহে ; এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ ; এই সকল অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার আছে। আবার, এই সকল অপ্রাকৃত গুণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মকে যখন "কেবল"—"নিরুপাধিক"—বলা হইয়াছে, তখন এই সমস্ত যে তাঁহাতে আগন্তুক নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপভূতই, তাহাও জানা যাইতেছে। বস্তুতঃ, পরব্রহ্মের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যাদি গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত,—উপাধি নহে—তাহা পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৫৫- অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—পরব্রহ্মের অনন্ত অপ্রাকৃত—স্বরূপভূত—গুণ আছে। এই সমস্ত গুণে তিনি গুণী। তাঁহাতে কোনও মায়িক গুণ নাই, মায়িক গুণ-বিষয়েই তিনি নির্গুণ।

"গুণী"-শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক। সমস্ত অপ্রাকৃত গুণেই যে পরব্রহ্ম গুণী, তিনি যে অশেষ-কল্যাণ-গুণাত্মক, তাহাই এই "গুণী"-শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জানা গেল। প্রাকৃত গুণরূপ বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এই জাতীয় আরও অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্য-বোধে তাহা করা হইল না।

একটী সাধারণ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা হইতেছে এই যে—একই বস্তু-সম্বন্ধে একই গুণের এক স্থলে উপদেশ এবং অন্যস্থলে নিষেধ, কিম্বা একই স্থলে যুগপৎ উপদেশ এবং নিষেধ, শ্রুতির কথা তো দূরে, কোনও প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। একই ব্যক্তিকে কেহই একবার দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট এবং আর একবার অন্ধ বলে না। সুতরাং সবিশেষত্ব-সূচক বাক্যে শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যে ঠিক সেই গুণই আবার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না ; অন্য গুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে দেখা গেল—নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্মে কোনও প্রাকৃত গুণ নাই। আবার সবিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যও হইতেছে

এই যে, ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ আছে। শত সহস্র গুণের অনস্তিত্ব সত্ত্বেও যদি কেবলমাত্র একটী গুণেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মকে সবিশেষই বলিতে হইবে। স্তরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে শ্রুতির প্রতিপাদ্য, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ বিশেষত্বহীনতা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়।

৪৯। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে স্মৃতি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও যে শ্রুতি-তাৎপর্য্যেরই অনুরূপ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৪৩-৪৪ অনুচ্ছেদেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতির ন্যায় গীতাতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে "অকর্ত্তা (৪।১৩)" বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে, তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ (৫)-অনুচ্ছেদে অলোচিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি (৬।১১)-বাক্যেরই অনুরূপ উক্তি। "অকর্ত্তা"-শব্দে ব্রহ্মের জীববৎ প্রাকৃত কর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; অপ্রাকৃত কর্ম্ম নিষিদ্ধ হয় নাই। সৃষ্টিকার্য্য বা সৃষ্টিকার্য্যের অধ্যক্ষতা হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত কর্ম্ম—গীতার ৩।৯-বাক্যে কথিত "দিব্য কর্ম্ম।"

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির (৩।১৭-বাক্যের) ন্যায় ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্॥১৩।১৫॥" এ-স্থলেও ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রুতির ন্যায় গীতাতেও ব্রহ্মকে "নিগুর্ণ" বলা হইয়াছে—১৩।১৫, ১৩।৩২-ইত্যাদি শ্লোকে। এ-স্থলেও প্রাকৃত-গুণহীনত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। পুরাণও এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ ১।৯।৪৩॥" তিনি যে সমস্ত অপ্রাকৃতগুণাত্মক এবং এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণরাজি যে তাঁহার স্বরূপভূত, "সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকো হি"-ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮৪-শ্লোকে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

গোপালতাপনী-শ্রুতির ন্যায় স্মৃতিও বলিয়া গিয়াছেন—ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজমান। "স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥ লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণ বচন।"

পরব্রহ্মের লীলার কথাও ১।২।৪৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।"—ইত্যাদি বৃহদ্বামনপুরাণ-বচনাদি হইতে জানা যায়। এই লীলাই হইতেছে গীতা-প্রোক্ত "দিব্য কর্ম্ম।"

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং পুরাণাদি হইতে তাহাও জানা যায়। শ্রুতিও যে তাহাই বলেন, তাহাও পূর্ব্বে (১।২।৪১-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিগ্রন্থে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না ; বরং অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম—যাঁহাকে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়, সেই ব্রহ্ম—যে পরব্রহ্ম

শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং তদনুরূপ পুরাণবাক্যাদি হইতে তাহাই জানা যায়। যিনি অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছেন, অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ব্বিশেষ নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের—তাঁহার বিগ্রহের প্রাকৃত-জড়-বিবর্জিতত্বের—কথাও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (২৮৫ পৃষ্ঠায়) এইরূপ একটী স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।—"আনন্দমাত্র-করপাদ-মুখোদরাদিরিত্যাদি স্মৃতেশ্চ।—ব্রহ্মের হস্ত, পদ, মুখ, উদরাদি সমস্তই অনিন্দমাত্র।" তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৮৮ পৃষ্ঠায়) তিনি মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব হইতেও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ।—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক (প্রাকৃত) নহে।" ১।১।২১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও মহাভারতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতেও জানা যায়—"ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্ম্মেদোমাংসাস্থিসম্ভবা। ৪৬।৪২॥—প্রাকৃত মেদ-মাংসাস্থি-গঠিত প্রাকৃত দেহ তাঁহার নাই।" শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্"-ইত্যাদি ১০।১৪।৫৫-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীটীকায় মধ্বাচার্য্যধৃত একটী মহাবরাহপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"দেহদেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি মধ্বাচার্য্যধৃত-মহাবারাহবচনম্।" ইহা হইতে জানা যায়—ভগবানে দেহ-দেহি-ভেদ নাই; যেই দেহ, সেই দেহী; অথবা যেই দেহী, সেই দেহ; অর্থাৎ তাঁহার দেহও তাঁহার স্বরূপভূত এবং স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহার দেহও তাঁহারই ন্যায় আনন্দস্বরূপ। এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের কর-চরণাদি সমস্তই আনন্দঘন, বিজ্ঞানঘন; তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত পঞ্চমহাভূতে গঠিত নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূতও হইয়া থাকেন।

৫০। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় পূর্ব্বেই (১।২।২৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; একটী সূত্রেও নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই।

অবশ্য "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥"-এই ব্রহ্মসূত্রটীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাঁহার উক্তিগুলিও যে বেদান্তবিরুদ্ধ, তাহাও পূর্ব্বে (১।২।২৪-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥"-ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপভূত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের

এবং "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪॥"ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিগ্রহের কথাও জানা যায়।

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥"-সূত্র হইতে পরব্রহ্মের লীলার কথাও জানা যায়।

৫১। প্রস্থানত্রয় এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৪৮-৫০-অনুচ্ছেদে প্রস্থানত্রয়ের সারমর্ম্ম যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব্বের প্রথমাংশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রস্থানত্রয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে এমন কোনও কথা নাই, যাহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত বা শাস্ত্র-বহির্ভূত যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা প্রস্থানত্রয়ের সম্মত নহে। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সে-স্থলে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই স্বরূপে "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে শক্তি-বিকাশের ন্যূনতা ; এজন্য তাঁহাদের কেহই গীতাপ্রোক্ত "ব্রহ্মযোনি" নহেন। কিন্তু ব্রজবিলাসী স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের এমন এক প্রকাশও আছেন, যিনি "ব্রহ্মযোনি"—সুতরাং "স্বয়ংভগবান্।" মুণ্ডকশ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। মুণ্ডকশ্রুতি বলেন "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩।১।৩॥—যখনই কেহ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ (রুক্মবর্ণ) পুরুষকে দর্শন করেন, তখনই তিনি প্রেমভক্তিমান্ (বিদ্বান্) হয়েন, তাঁহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কর্ম্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশূন্য) হয়েন এবং সেই রুক্ম (স্বর্ণ)-বর্ণ পুরুষের সহিত (প্রভাব-বিষয়ে) পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন (১।১।১৯১-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।"

এই শ্রুতিবাক্যে এক "রুক্মবর্ণ"-পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায় ; এই "রুক্মবর্ণ" পুরুষকে "ব্রহ্মযোনি" বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও) প্রতিষ্ঠা-নিদান, মূল" তিনি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ব্রহ্মযোনি বা স্বয়ংভগবান্ একাধিক থাকিতে পারেন না ; সুতরাং গীতায় যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, মুণ্ডকশ্রুতিতেও তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থক আর একটী প্রমাণ এই যে, একমাত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দান করিতে সমর্থ, বাসুদেব-নারায়ণাদি প্রেমদান করিতে পারেন না (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনিও

প্রেম দান করেন, তাঁহার দর্শনেই লোকের প্রেমপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং রুক্মবর্ণ পুরুষও যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, বাসুদেবাদি অপর কেহ নহেন, তাহাই জানা গেল।

কিন্তু গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "শ্যামবর্ণ" ; আর মুণ্ডক-প্রোক্ত ব্রহ্মযোনি হইতেছেন "রুক্মবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ।" উভয়েই ব্রহ্মযোনি, উভয়েই প্রেমদাতা, উভয়েই স্বয়ংভগবান্। ইহাতে বুঝা যায়—এই রুক্মবর্ণ পুরুষও শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের এক প্রকাশ বা আবির্ভাব ; এই প্রকাশ কিন্তু বাসুদেব-নারায়ণাদির ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তিবিশিষ্ট নহেন,—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহেন। উভয়ে একই, উভয়ই কৃষ্ণ—একজন শ্যামকৃষ্ণ, আর একজন গৌরকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারতেও যে মুণ্ডকপ্রোক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষের বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা আছে, তাহাও পূর্ব্বে (১।১।১৮৯-৯০ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই রুক্মবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, তাহাও পূর্ব্বে (১।১।১৯৫-৯৬ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গের দ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে স্পৃষ্ট বা আলিঙ্গিত হইয়াই গৌরবর্ণে বা রুক্মবর্ণে বিরাজিত ; তিনি হইতেছেন—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই যে মুণ্ডক-প্রোক্ত রুক্মবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্, গৌরকৃষ্ণ, তাহাও পূর্ব্বে (১।১।১৯৩-৯৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্যামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, গোপালতাপনীশ্রুতি এবং গীতা-পুরাণাদি হইতে তাহা জানা যায়। রুক্মবর্ণ বা গৌরকৃষ্ণও যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তো তাহা জানা যায়ই, উপরে উদ্ধৃত মণ্ডুক-বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—এই রুক্মবর্ণ পুরুষকে যখনই কেহ দর্শন করেন, তখনই দর্শনকর্ত্তার পাপ-পুণ্য (সমস্ত কর্ম্ম) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি প্রেমলাভ করেন। পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্ম যাঁহার আছে, তিনি হইতেছেন এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সংসারী জীব ; চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাওয়ার যোগ্যতা তাঁহার থাকিতে পারে না ; সুতরাং রুক্মবর্ণ পুরুষকে তিনি চিন্ময় ভগবদ্ধামে দর্শন করিতে পারেন না। যদি সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলেই সংসারী জীবের পক্ষে তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। শ্রুতি যখন বলিয়াছেন—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনে লোকের পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্ম বিধৌত হইয়া যায়, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ বা গৌরকৃষ্ণও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ—উভয় স্বরূপে একই স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম বিরাজিত। তিনি রস-স্বরূপ—আস্বাদ্যত্বে এবং আস্বাদকত্বে তিনি সর্ব্বাতিশায়ী। তিনি দুই রূপে রস আস্বাদন করিয়া থাকেন—প্রেমের আশ্রয়রূপে এবং বিষয়রূপে (১।১।১৩২-অনু)। উভয়রূপের আস্বাদনেই প্রেম-রসাস্বাদনের—সুতরাং রসাস্বাদকত্বের—পূর্ণতা। তাঁহার শ্যামকৃষ্ণরূপ হইতেছে প্রেমের বিষয়-প্রধান-স্বরূপ ; এই স্বরূপে তিনি মুখ্যতঃ প্রেমের বিষয়রূপেই রসের আস্বাদন করেন (১।১।১৩২-অনু)।

আর, গৌরকৃষ্ণরূপ হইতেছে তাঁহার আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ ; এই স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনি রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। এই দুই রূপেই তাঁহার রসস্বরূপত্বের পূর্ণ সার্থকতা।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌রূপে শ্যামকৃষ্ণ ও গৌরকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন হইলেও প্রেমের বিষয়-প্রধানত্ব এবং আশ্রয়-প্রধানত্বরূপে তাঁহাদের পার্থক্য। উভয় স্বরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণরূপে কেবল অমূর্ত্ত-শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ; আর, গৌরকৃষ্ণরূপে, শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া এবং শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত—শক্তির এই উভয় বৈচিত্রীরই পূর্ণতম বিকাশ। ইহাতে বুঝা যায়—শ্যামকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণরূপের একটা বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অমূর্ত্ত-শক্তিজনিত যে উৎকর্ষ, তাহা উভয় স্বরূপেই বিরাজমান ; কিন্তু মূর্ত্তশক্তি-জনিত উৎকর্ষ কেবল গৌরকৃষ্ণেই বিরাজিত, শ্যামকৃষ্ণে তাহা নাই। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনের জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ণ-মূর্ত্তশক্তি শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন গৌরকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীরাধার উৎকর্ষও তাঁহাতেই থাকিবে। স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতেছেন এবং সেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতা-বশতঃ, নিজেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী সেবার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং আনুষঙ্গিকভাবে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করুক—এইরূপ বাসনা স্বরূপ-শক্তির পক্ষে এবং স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধার পক্ষে স্বাভাবিকী। তাঁহার এতাদৃশী বাসনাই হইতেছে জীবের প্রতি এক বিশেষ করুণা। এতাদৃশী করুণার উৎকর্ষ শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণেই অধিক ; কেননা, শ্যামকৃষ্ণে কেবল অমূর্ত্ত-স্বরূপশক্তি বিরাজিত এবং গৌরকৃষ্ণে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই বিরাজিত। উভয় স্বরূপের লীলার কথা বিবেচনা করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

শ্যামকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অসুরদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, বা করাইয়াছেন। কিন্তু গৌরকৃষ্ণ অসুরদিগের অসুরত্বের বিনাশ করিয়াছেন, কাহারও প্রাণ বিনষ্ট করেন নাই। পাপের ফলেই অসুরত্ব। গৌরকৃষ্ণের (রুক্মবর্ণ পুরুষের) দর্শনমাত্রেই যে দর্শনকর্ত্তার, অসুরেরও, পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মফল বিধৌত হইয়া যায়, সুতরাং অসুরের অসুরত্বও দূরীভূত হইয়া যায়, পূর্ব্বোদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহার দর্শনে যাঁহার পুণ্যপাপ—সুতরাং অসুরত্বও—দূরীভূত হইয়া যায়, তিনি যে মরিয়া যায়েন, শ্রুতি তাহা বলেন নাই। শ্রুতি বরং বলিয়াছেন—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের ফলে যাঁহার পুণ্যপাপ বিধৌত হইয়া যায়, তিনি বিদ্বান্ হয়েন, প্রেমলাভ করেন এবং রুক্মবর্ণ পুরুষের যে প্রভাবে তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা জন্মে, তিনিও সেই প্রভাবে রুক্মবর্ণ পুরুষের সাম্য লাভ করেন।

শ্যামকৃষ্ণ যে অসুরদের প্রাণ বিনাশ করেন, তাহাও অসুরদের প্রতি তাঁহার করুণা ;

কেননা, নিহত করিয়া তিনি অসুরদিগকে মুক্তি (সাযুজ্য মুক্তি) দিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রেম বা প্রেমসেবা দেন না। কিন্তু গৌরকৃষ্ণ অসুরদের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম এবং প্রেমসেবা দিয়া থাকেন।

উভয় স্বরূপই প্রেমদাতা। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণ নির্ব্বিচারে পাপীতাপীদিগকেও প্রেম দেন না ; গৌরকৃষ্ণ কিন্তু নির্ব্বিচারে পাপীতাপীকেও প্রেম দিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। গত দ্বাপরে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছিলেন—

"অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥
—শ্রী চৈ, চ, ১।৩।১৫-শ্লোকধৃত উপপুরাণবচন।

—হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব ! কোনও কোনও কলিতে আমিই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকি এবং পাপহত-লোকদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া (প্রেমভক্তি দান করিয়া) থাকি। (১।১।১৮৯-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।"

মহাভারত হইতে জানা যায়, গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন (১।১।১৯০-অনুচ্ছেদে)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, রুক্মবর্ণ পুরুষই (গৌরকৃষ্ণই) নির্ব্বিচারে প্রেম দান করিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের সম্বন্ধে এইভাবে প্রেম দানের কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

প্রেমদান-বিষয়ে গৌরকৃষ্ণের আরও বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্যামকৃষ্ণে আশ্রয়জাতীয় প্রেম—যে প্রেম ভক্তে থাকে এবং যে প্রেমের দ্বারা ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, সেই প্রেম—নাই ; সুতরাং তিনি কাহাকেও সেই প্রেম দিতে পারেন না। তথাপি কিন্তু তিনি প্রেমদাতা। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে। প্রীতিসন্দর্ভের ৬৫-অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়—শ্যামকৃষ্ণ হ্লাদিনীর (হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির) সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিবিশেষকে নিত্যই বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্তচিত্তে তাহা গৃহীত হইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। ইহা হইতে জানা গেল—তাঁহা হইতে হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষই ভক্ত লাভ করেন, ভক্তের অভীষ্ট প্রেম লাভ করেন না ; হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তচিত্তে আসিয়া ভক্তের বাসনা অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের কোনও এক রকমের প্রেমরূপে পরিণত হয়। ভক্তের অভীষ্ট প্রেমের মূল হ্লাদিনী শ্যামকৃষ্ণ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া শ্যামকৃষ্ণই বাস্তবিক প্রেমদাতা হইলেন। কিন্তু ভক্ত যে প্রেম চাহেন, সেই প্রেমরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিছু পায়েন না ; কেন না, ভক্তের চিত্তস্থ প্রেম শ্যামকৃষ্ণে নাই। কিন্তু অখণ্ড-ভক্তপ্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত বলিয়া গৌরকৃষ্ণও কৃষ্ণবিষয়ক অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী। তাঁহাতে পূর্ণতমা অমূর্ত্ত-শক্তিও আছে বলিয়া শ্যামকৃষ্ণের ন্যায় হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষও

তিনি ভক্তচিত্তে প্রেরণ করিতে পারেন এবং সেই বৃত্তিবিশেষও ভক্তচিত্তে ভক্তের অভীষ্ট প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিতে পারে। এইরূপ প্রেমদাতৃত্বসম্বন্ধে শ্যামকৃষ্ণে ও গৌরকৃষ্ণে কোনওরূপ পার্থক্য নাই। কিন্তু গৌরকৃষ্ণে শ্রীরাধাভাবেরই—অর্থাৎ কান্তাপ্রেমেরই—সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া এবং সেই প্রেমের তিনি অখণ্ড-ভাণ্ডার বলিয়া সেই প্রেমই তিনি ভক্তকে দিতে পারেন ; কেবলমাত্র সেই প্রেমের মূলীভূত কারণ হ্লাদিনীই যে দিতে পারেন, তাহা নহে, সেই প্রেমই দিতে পারেন –যাহা শ্যামকৃষ্ণ দিতে পারেন না। প্রেমদান-বিষয়ে, শ্যামকৃষ্ণ হইতে গৌরকৃষ্ণের ইহাই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তিতে এই তথ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। গৌরকৃষ্ণের অবতরণ-কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্—যাহা বহুকাল দান করা হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বলরসস্বরূপা (কান্তাপ্রেম-রসস্বরূপা) স্বীয় ভক্তিসম্পত্তি (তিনি নিজে যে ভক্তিসম্পত্তির অধিকারী, সেই ভক্তিসম্পত্তি) সমর্পণ করার নিমিত্তই করুণার সহিত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

পূর্ব্বোল্লিখিত মুণ্ডকবাক্য হইতে জানা যায়—গৌরকৃষ্ণের দর্শনে যিনি প্রেমলাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে প্রেমলাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এতাদৃশী কোনও উক্তি দৃষ্ট হয় না।*

আনন্দস্বরূপ মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ শ্যামকৃষ্ণ আনন্দদায়িনী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত বলিয়া গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যও যে শ্যামকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও পরম-উৎকর্ষময়, পূর্ব্বে (১।১।১৯৫-অনুচ্ছেদে) তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবত্তার সার (১।১।১৪০-অনু)। ভগবত্তার বা পরব্রহ্মত্বের সারস্বরূপ মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ হইতেছে স্বয়ং-ভগবান্ পরব্রহ্মের গৌরকৃষ্ণরূপে। এজন্যই শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" গৌরকৃষ্ণেই, বা শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণেই শক্তিমানের সহিত পূর্ণতমা অমূর্ত্ত শক্তির এবং পূর্ণতমা মূর্ত্তশক্তির নিত্যসম্মিলন।

---

* শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণের করুণার উৎকর্ষের বিশেষ আলোচনা যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লেখকের "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" নামক গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন আচার্য্যগণ ও ব্রহ্মতত্ত্ব

৫২। নিবেদন

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু প্রাচীন আচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদনুগত আচার্য্যগণ ব্যতীত শ্রীপাদ রামানুজাদি আর সকলেই একমত। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। প্রথমে শ্রীপাদ রামানুজাদির মতের আলোচনা করা হইতেছে।

৫৩। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যাদি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্ক এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই সবিশেষবাদী। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব, প্রাকৃতগুণহীনত্ব, অনন্ত-অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণাত্মকত্বাদি স্বীকার করেন। তবে পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে ইঁহারা সকলে একমতাবলম্বী নহেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বলেন—পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণই পরব্রহ্ম। শ্রীপাদ নিম্বার্কাদি অন্য আচার্য্যদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব যে প্রস্থানত্রয়-সম্মত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ-বিশেষ, তাঁহাতে যে পরব্রহ্মত্বের সম্যক্ বিকাশ নাই, সুতরাং তিনি যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহাও পূর্ব্বেই শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।১৭৬ ছ এবং ১।১।১৭৭-১৮২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে; গীতাতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কোনও উল্লেখই দৃষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ শ্রীনারায়ণ-পরব্রহ্মবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে আত্যন্তিক প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই ঃ—

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পরস্পর-নিরপেক্ষ দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব বা পৃথক্ স্বরূপ, তাহা নারায়ণ-পরব্রহ্মবাদীরাও বলেন না, শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীরাও বলেন না। নারায়ণ-

পরব্রহ্মবাদীরা বলেন—শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা করেন,শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীনারায়ণের অবতার। আবার শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনারায়ণরূপে লীলা করেন, শ্রীনারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ বা স্বরূপ। (১।১।১৭৬ ছ-১৭৬ঞ অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বীয় একই বিগ্রহে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজমান। তত্ত্বের বিচারে সকল ভগবৎ-স্বরূপই এক ; কেবল শক্তির এবং ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-রসত্বের বিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য। রসস্বরূপ পরব্রহ্মে অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর সমবায়। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বিভিন্ন রসবৈচিত্রীরই মূর্ত্তরূপ। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলা বস্তুতঃ একই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন রসবৈচেত্রীর আস্বাদনাত্মিকা লীলা।

উপাসকদিগের মধ্যে সকলের রুচি ও প্রকৃতি একরূপ নহে। যিনি যে রসবৈচিত্রীতে লুব্ধ হয়েন, তিনি সেই রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির অনুকূল সাধন-পন্থাই অবলম্বন করেন এবং সেই রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার উপাস্য এবং ধ্যেয়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"- এই গীতা-বাক্য অনুসারে একই পরব্রহ্ম বিভিন্ন ভাবের উপাসকদের বিভিন্ন ধ্যেয়রূপেই তাঁহাদিগকে কৃতার্থতা দান করিয়া থাকেন।

নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থ এ কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

—লঘুভাগবতামৃতধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত পয়ারে এই শ্লোকেরই মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ হইতেছেন ঐশ্বর্য্য-প্রধানাত্মক স্বরূপ ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মাধুর্য্য-প্রধানাত্মক স্বরূপ। একই তত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ ; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে তাত্ত্বিক ভেদ কিছু নাই ; ভেদ কেবল মাধুর্য্যাদির প্রকাশে।

বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক। স্বীয় উপাস্য-স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব-মনন অস্বাভাবিক নয়, বরং তাহা ভজন-নিষ্ঠার পরিপুষ্টি-সাধকই হইয়া থাকে। যে সম্প্রদায়ের উপাস্য-স্বরূপের পরব্রহ্মত্ব শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত, পরব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের অভিমতই যে অধিকতর আদরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যাঁহাদের চিত্ত স্বীয় উপাস্যস্বরূপে একান্তভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট না হইলে তাঁহারা শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। শ্রীনৃসিংদেবের

উপাসক শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ ভাগবত-টীকার প্রারম্ভে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্বের, তাঁহার জগদ্ধামত্বের এবং পরম-ধামত্বের উল্লেখপূর্ব্বক উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥
বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥"

শ্রীধরস্বামিপাদ এ-স্থলে যে নয়টী লক্ষণে লক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন, সেই নয়টী লক্ষণ শ্রীমদ্ ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ এবং মুক্তি-এই নয়টী বস্তু হইতেছে "লক্ষণ" এবং এই নয়টী লক্ষণে লক্ষিত একটী দশম বস্তু আছে, তাহার নাম হইতেছে "আশ্রয়।"

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ শ্রীভা ২।১০।১॥"

এই শ্লোকোক্ত 'আশ্রয়' বস্তুটী কি, তাহাও পরবর্ত্তী এক শ্লোকে বলা হইয়াছে।

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভা ২।১০।৭॥

—আভাস (সৃষ্টি) এবং নিরোধ (লয়) যাঁহা হইতে হয় এবং প্রকাশ পায়, তিনিই 'আশ্রয়'; তাঁহাকেই পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলা হয়।"

এই পরব্রহ্ম-পরমাত্মা আশ্রয়-বস্তুটী কে, শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

"ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়।
বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
ক্রীড়দ্‌যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে॥ ইত্যাদি।"

—যদুকুলে আবির্ভূত হইয়া পরানন্দস্বরূপ যিনি ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ দশম বস্তুই (পূর্ব্বোক্ত আশ্রয় বস্তুই) শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনিই সর্গ-বিসর্গাদি নবলক্ষণে লক্ষিত পরম ধাম এবং জগদ্ধাম শ্রীকৃষ্ণ।"

এই সকল মঙ্গলাচরণ-বাক্যে শ্রীধর স্বামিপাদ জানাইয়া গেলেন—শ্রীমদ্ ভাগবতের

পূর্ব্বোদ্ধৃত ২।১০।৭ শ্লোকে যে আশ্রয়-বস্তুকে পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলাবিলাসী এবং যদুকুলে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেঙ্কটভট্টের বিবরণও শ্রীধর স্বামিপাদেরই অনুরূপ। বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীপাদ রামানুজের আনুগত্যে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"ভট্ট কহে—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥২।৯।১০৮॥"

এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

—যদিও সিদ্ধান্তের বিচারে লক্ষ্মীপতি নারায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তথাপি রসের (সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রেমময় রসের) দিক্ হইতে বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। রসের স্বভাবই হইতেছে এই যে, তাহা স্বীয় আশ্রয়কে উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায়।"

এ-স্থলে দেখা গেল—শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইয়াও বেঙ্কটভট্ট শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের রসোৎকর্ষ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত আচার্য্যচতুষ্টয়ব্যতীত শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী আদি আরও অনেক প্রাচীন আচার্য্য পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব—সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব, জগৎকর্তৃত্ব, মায়িক-হেয়গুণহীনত্ব, অশেষ-কল্যাণগুণাকরত্বাদি—স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব-স্ব উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপকেই পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীদের পরব্রহ্মস্বরূপসম্বন্ধে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে।

৫৪। শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের দুইটী রূপ—কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় ; কার্য্যরূপে বহু জীব জগদাদি (পরবর্ত্তী ৪।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কারণরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন নিষ্প্রপঞ্চ (লোকাতীত, নিরাকার), অনন্ত, অসীম, সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ। তাঁহার সত্তা, বোধ বা জ্ঞান এবং অনন্তত্ব হইতেছে তাঁহার গুণ, তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। কেননা, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে স্বরূপের ভেদ হয় না, গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিত

কোনও গুণও নাই। "ন ধর্ম্মধর্ম্মিভেদেন স্বরূপভেদ ইতি। ন গুণরহিতং দ্রব্যমস্তি ন দ্রব্যরহিতো গুণঃ॥৩।২।২৩-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য।" ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। নিরংশ হইলেও ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব-জগদ্রূপে পরিণত হয়েন; কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন।

ভাস্করমতে ব্রহ্মের দ্বিবিধা শক্তি—জীবপরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি; এই শক্তিদ্বয়ের প্রভাবেই ব্রহ্ম উপাধির যোগে জীবরূপে এবং জগদ্রূপে পরিণত হয়েন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও নির্ব্বিশেষ নহেন; কেননা, তিনি ব্রহ্মের জীব-পরিণাম-শক্তি এবং গুণপরিণাম-শক্তি স্বীকার করেন, এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণও স্বীকার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-প্রকাশের নিরাকারত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু পরব্রহ্মের নিরাকারত্ব স্বীকার করেন না। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত নহে—ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মের অনন্ত এব অচিন্ত্য-শক্তিও স্বীকার করেন এবং অনন্ত অপ্রাকৃত এবং স্বরূপভূত গুণও স্বীকার করেন।

৫৫। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্ব্বিশেষ—সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন। তাঁহার এতাদৃশ মতের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, এ-স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

"ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥৩।২।১১" -এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন ঃ—

সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥

—'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যেই সমস্ত বিশেষহীন ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে।

মন্তব্য। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যটী হইতেছে কঠোপনিষদের ১।৩।১৫ বাক্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।২৮ ঙ অনুচ্ছেদে এবং ১।২।৪৭ ঘ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুগত্যেই এই শ্রুতি-বাক্যটী আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন যে, শব্দ-স্পর্শাদি হইতেছে স্থূল মায়িক পঞ্চভূতের গুণ; ব্রহ্মে এই সমস্ত গুণ নাই। ইহাতে বুঝা গেল—"অশব্দমস্পর্শম"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতাই সূচিত হইয়াছে। অথচ এই প্রাকৃত-

বিশেষত্বহীনতাবাচক শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন "সমস্তবিশেষরহিতম্—সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন।" তাঁহার এই উক্তি শ্রুতিভাষ্যে তাঁহার নিজের উক্তিরই বিরোধী। কেবলমাত্র প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধেই যে সমস্ত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই (১।২।৪৮ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫৬। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৪ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

"অরূপদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ॥৩।২।১৪॥" -এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন ঃ—

"রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ—'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্,' 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,' 'আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম,' 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ,' 'তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্,' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ, ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' ইত্যত্র।

—ব্রহ্ম রূপাদি আকাররহিত, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য; তিনি রূপাদিযুক্ত ইহা স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতেছে তৎপ্রধান (নিরাকার-ব্রহ্মপ্রধান)। 'তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন,' 'তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়,' 'প্রসিদ্ধ আকাশ হইতেছেন নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম', 'তিনি দিব্য, অমূর্ত্ত, পুরুষ; তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, তিনি অজ', 'সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য', 'এই আত্মা ব্রহ্ম সকলের অনুভবকর্ত্তা'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সকল যে মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত করে, অন্য অর্থ প্রতিপাদিত করে না, তাহা 'তত্তু সমন্বয়াৎ'-সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।"

এই ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যটী পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫-অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে অন্য বাক্যগুলি আলোচিত হইতেছে।

ক। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্"-ইত্যাদি হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৩।৮।৮-বাক্য। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আনুগত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৩৫ (৩২) অনুচ্ছেদে এবং ১।২।৪৭ (জ) অনুচ্ছেদে এই বাক্যটীর আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—"অস্থূলম্"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের দ্রব্যধর্ম্মহীনতাই, ব্রহ্ম যে কোনও দ্রব্য নহেন, তাহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনও প্রাকৃত দ্রব্য নহেন, কোনও প্রাকৃত দ্রব্যের প্রাকৃত ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই—ইহাই উল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষণ-

রহিতমিত্যর্থঃ।—তিনি সর্ব্ববিধ-বিশেষণ-রহিত, ইহাই তাৎপর্য্য।” কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা দেখাইয়া সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বহীনতার সিদ্ধান্ত স্থাপন নিতান্তই অযৌক্তিক। কোনও লোকের কেবলমাত্র চলচ্ছক্তিহীনতা দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তিহীন বলা কখনও সমীচীন হইতে পারে না।

ব্রহ্মের রূপাদি আকারহীনতা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর “অস্থুলম্”-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। রূপাদি আকারও হইতেছে বিশেষত্ব। ব্রহ্মের দেহ যদি প্রাকৃত হইত, তাহা হইলেই এই বাক্যটী উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহার বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত চিন্ময়—ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ।

খ। “আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম” ইহা হইতেছে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৪।১-বাক্য। এ-স্থলে “আকাশ”-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥১।১।২২॥ ব্রহ্মসূত্র” তাহাই বলিয়াছেন। এই বাক্যে ব্রহ্মকে নামরূপের নির্ব্বাহক (কর্ত্তা) বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই। নামরূপের কর্ত্তা বলিতে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই বুঝায়। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কখনও নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া নামরূপ তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ “আকাশ”-শব্দের একটি অর্থ লিখিয়াছেন “সম্ভবতি চ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকাশকত্বাদাকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বম্—আকাশতে, আকাশয়তি চেতি।” তাৎপর্য্য—আ+কাশ=আকাশ। আ—সম্যক্ “কাশতে—প্রকাশ পায় যাহা” এবং আ—সম্যক্ “কাশয়তি—প্রকাশ করে যাহা”, তাহাই “আকাশ।” ব্রহ্মকে “আকাশ”-শব্দে অভিহিত করায় ব্রহ্মের প্রকাশকত্বই খ্যাপিত হইয়াছে; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ (নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন এবং অপরকেও সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেন)। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব—সবিশেষত্ব—সূচিত হইতেছে।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—“সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে ইত্যাদি।—এই সকল ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।” ইহা দ্বারাও আকাশাখ্য ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

ব্রহ্মের দেহহীনতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর “আকাশো বৈ-” ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলভাবে অর্থ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—“আকাশো বৈ নাম শ্রুতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা। আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ।—আকাশ হইতেছে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আত্মার নাম। আকাশের ন্যায় শরীরহীন এবং সূক্ষ্ম বলিয়া ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে।”

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিটী শ্রুতিসম্মত কিনা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব সূচনা করার জন্যই ব্রহ্মকে “আকাশ” বলা হইয়াছে;

কেননা, "আকাশ"-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থেই প্রকাশকত্ব বুঝায়। ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই অর্থে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। ভূতাকাশের কোনও ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে বলিয়া যে ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে—একথা শ্রীপাদ রামানুজ বলেন নাই।

ছান্দোগ্যশ্রুতির ৩।১৪।২-বাক্যে ব্রহ্মকে "আকাশাত্মা" বলা হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্মের স্বরূপ আকাশের ন্যায় বলিয়া—সর্ব্বগতত্ব, সূক্ষ্মত্ব এবং রূপাদিহীনত্বে আকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের তুল্যত্ব আছে বলিয়া—ব্রহ্মকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব এবং আকাশ হইতেও সূক্ষ্মত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের রূপাদিহীনত্ব শ্রুতিসম্মত কিনা, তাহা বিবেচ্য। "আকাশো বৈ"-ইত্যাদি বাক্যের অর্থেও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—আকাশের ন্যায় অশরীর বলিয়াই ব্রহ্মকে "আকাশ" বলা হইয়াছে। "আকাশাত্মা—আকাশইব আত্মা স্বরূপং যস্য স আকাশাত্মা। সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ আকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। ৩।১৪।২-ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর।" এস্থলে তিনি যদি প্রাকৃত রূপ বা শরীরের কথা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপত্তির কথা কিছু নাই; কেননা, "অশরীরম্", "নিষ্কলম্", "অকলঃ," "অকায়ম্", ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি যে ব্রহ্মের ষোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃতদেহ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদশঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। কিন্তু "পুরুষবিধঃ", "আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥১৬।৬॥", "সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"—ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত "বিজ্ঞানঘন" "আনন্দঘন"অপ্রাকৃত বিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত নহে; সুতরাং প্রাকৃত বিগ্রহের নিষেধে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ শরীর-হীনতা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া তদনুকূল সিদ্ধান্তও আদরণীয় হইতে পারে না।

(গ) "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ-" ইহা হইতেছে মুণ্ডক-শ্রুতির ২।১।২-বাক্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১।৩০-চ এবং ১।২।৪৭-ক অনুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বাক্যটী হইতেছে এই :-"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

এই বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনতা এবং মনঃ-প্রাণাদি প্রাকৃত-কলা-হীনতাই কথিত হইয়াছে, শ্রীপাদশঙ্করের ভাষ্যানুসরণেই তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২।৪৭ ক এবং ১।২।৪৭ গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব—বিশেষতঃ অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় না (১।২।৪৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ"-এই বাক্য দুইটী হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২।৫।১৯-বাক্যের দুইটী অংশ। সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটী এই :—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥২।৫।১৯॥"

১।২।৩৫ (১০)-অনুচ্ছেদে ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই বাক্যটী ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক নহে। কেননা, এই বাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিতে বহুরূপে (নামরূপাদি বহুরূপে) নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সবিশেষত্বেরই পরিচায়ক। যিনি এই ভাবে স্বীয় শক্তিতে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—"তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বম্"-ইত্যাদি বাক্যাংশে তাঁহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন—অপূর্ব্বম্ (তাঁহার পূর্ব্ব, অর্থাৎ আদি বা কারণ নাই ; তিনিই সকলের আদি), অনপরম্ (তাঁহার পর, অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুও নাই), অনন্তরম্ (তাঁহার অন্তর নাই), অবাহ্যম্ (তাঁহার বাহিরও নাই), তিনি সর্ব্বানুভূঃ (সর্ব্বানুভবিতা, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববস্তু অনুভব করেন। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বমনুভবতীতি সর্ব্বানুভূরিতি ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর)।

কারণরহিত, অদ্বিতীয় এবং বাহ্যাভ্যন্তরহীন হইলেই নির্ব্বিশেষ হয় না ; যিনি এতাদৃশ কারণরহিত, অদ্বিতীয় এবং বাহ্যাভ্যন্তরহীন, তাঁহাকেই শ্রুতি "সর্ব্বানুভূঃ - সমস্তের অনুভবকর্ত্তা"—বলিয়াছেন। এই "সর্ব্বানুভূঃ"শব্দই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

এই শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-রূপহীনত্বও সূচিত করেন নাই। কেননা, "অনপরম্-" শব্দে অদ্বিতীয়ত্ব বুঝায়। "অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বাহ্যাভ্যন্তরহীন"-এই শব্দদ্বয়ে সর্ব্বব্যাপকত্ব সূচিত করে ; যিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার ভিতর-বাহির কিছু থাকিতে পারে না। গোপাল-তাপনী-শ্রুতি দ্বিভুজ গোপবেশ, বেনুবাদনশীল শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধেই আবার বলিয়াছেন—

"নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥ —গোপাল পূর্ব্বতাপনী॥
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ —গোপালোত্তরতাপনী॥"

এ-স্থলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই "নিষ্কল—ষোড়শ-কলাত্মক-দেহশূন্য," "অদ্বিতীয়—অর্থাৎ অনপর" "সর্ব্বব্যাপী—অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরহীন," "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ—সমস্ত ভূতে অবস্থিত," "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—সমস্তভূতের নিয়ন্তা", "সর্ব্বভূতাধিবাস—সমস্তভূতের অধিষ্ঠান", "সাক্ষী—সর্ব্বদ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বানুভূ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচকও নয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের বিরোধীও নহে।

ষোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃত দেহই স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দঘন অপ্রাকৃত এবং স্বরূপভূত বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন (১।১।৬৯-৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—"ইত্যেবামাদীনি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্ব-

প্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানি—এই সমস্তশ্রুতিবাক্য নিষ্প্রপঞ্চ (প্রপঞ্চাতীত) ব্রহ্মাত্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত করিয়া থাকে, অন্য কিছু প্রতিপাদিত করে না।”

বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই হইতেছে প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব; ব্রহ্মের স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহও প্রপঞ্চাতীত বস্তু। প্রপঞ্চগত জীবের প্রাপঞ্চিক-ষোড়শ-কলাত্মক দেহের কথা মনে করিয়া প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম-বিগ্রহের স্বরূপ-বিচার সঙ্গত নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়। প্রপঞ্চাতীত বস্তু হইতেছে প্রপঞ্চগত জীবের বাক্যমনের অতীত, চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্ক-বিচারাদিদ্বারা এতাদৃশ অচিন্ত্যবস্তু সম্বন্ধে কোনওরূপ সমাধানই সম্ভব নয়। শাস্ত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তার্কেন যোজয়েত। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥” শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যে একাধিকস্থলে এই শাস্ত্রবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যই মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথা তাহার স্বরূপ জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। “শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥” এবং “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥”—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রবাক্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

৩৭। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৬-ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

“আহ চ তন্মাত্রম্॥৩।২।১৬॥”-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

“আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম—‘স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরেঽয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব’ ইতি। এতদুক্তং ভবতি নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি, চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্। যথা সৈন্ধবঘনস্যান্তর্ব্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি, ন রসান্তরঃ তথৈবায়মপীতি॥

—শ্রুতিও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন চৈতন্যমাত্র, বিলক্ষণরূপান্তররহিত, নির্ব্বিশেষ। (শ্রুতি-বাক্য এই) লবণপিণ্ড (সৈন্ধবঘন) যেমন অনন্তর, অবাহ্য, কৃৎস্ন (সম্পূর্ণরূপ), রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মাও অনন্তর, অবাহ্য, কৃৎস্ন (পূর্ণ) এবং প্রজ্ঞাঘনই (চৈতন্যঘনই)।”

এই শ্রুতিবাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই—এই আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই, চৈতন্যভিন্ন অন্য রূপ এই আত্মার নাই ; নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই হইতেছে এই আত্মার স্বরূপ। যেমন লবণপিণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরে লবণরসই নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান, লবণপিণ্ডে যেমন লবণরস ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা, এই আত্মাও তদ্রূপ (অর্থাৎ এই আত্মারও ভিতরে বাহিরে একমাত্র চৈতন্যই বিরাজিত, চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছু তাঁহাতে নাই)।

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মে চৈতন্যবিলক্ষণ—অর্থাৎ চৈতন্যবিরোধী—বস্তুর অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্যবিলক্ষণ বা চৈতন্যবিরোধী বস্তু হইতেছে প্রাকৃত জড় বস্তু। সুতরাং এই

শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব—অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই বাক্যটী ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক নহে।

ঘন-শব্দ যে মূর্ত্তত্ব-সূচক, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেও তাহা বুঝা যায়। ১।৩।১৩-বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"ঘনা মূর্ত্তিঃ—ঘন-শব্দের অর্থ মূর্ত্তি।" সৈন্ধবঘন-শব্দেও সৈন্ধবের মূর্ত্তত্ব সূচিত হইয়াছে। লবণপিণ্ড অমূর্ত্ত নহে। তদ্রূপ "প্রজ্ঞাঘন"-শব্দেও "প্রজ্ঞামূর্ত্তি বা প্রজ্ঞাবিগ্রহ" বুঝায়। ইহাতেই বুঝা যায়, উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যটী ব্রহ্মের রূপহীনত্ব-বাচকও নহে। ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলায়, বিজ্ঞানঘন বলায়, ব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। ব্রহ্মবিগ্রহ প্রাকৃতত্ব-বর্জ্জিত।

৩৮। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৭-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

"দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেনঃ—

"দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপ-প্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি।' 'অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' ইতি। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যেবমাদ্যা। বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ (র্ধঃ) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বচন উবাচ—ব্রূমঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোহয়-মাত্মা' ইতি। তথা স্মৃতিষ্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

'জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥'

ইত্যেবমাদ্যাসু। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ইতি ॥

—শ্রুতি পর-রূপ-প্রতিষেধদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

'ইহার পরে উপদেশ এই যে—ইহা নহে, ইহা নহে।' 'তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে (পৃথক)।' 'তাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়'-ইত্যাদি। শ্রুতিতে আরও শুনা যায়—বাস্কলিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। 'হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান'—বাস্কলি এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব তূষ্ণীম্ভূত হইয়া (চুপ করিয়া) রহিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও বাস্কলি ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্ব বলিলেন—'আমি তো বলিতেছিই, তুমিই জানিতে পারিতেছ না। এই আত্মা উপশান্ত।' স্মৃতিতেও পররূপ-প্রতিষেধদ্বারাই

ব্রহ্মোপদেশ করা হইয়াছে। যথা—'যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। যাহাকে জানিয়া জীব অমৃত আস্বাদন (মুক্তিলাভ) করে, (তাহাই জ্ঞেয়)। পরব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন—এইরূপই বলা হয়।'-ইত্যাদি। অন্যস্মৃতিতে দেখা যায়—বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন—'হে নারদ! তুমি আমাকে যাহা (যেরূপ দেখিতেছ), তাহা আমারই সৃষ্টা মায়া। আমি সমস্ত ভূতগুণ-সমন্বিত—এইরূপ মনে করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।"

এই ভাষ্যের অন্তর্গত শাস্ত্রবাক্যগুলি আলোচিত হইতেছে।

ক। "অথাত আদেশো নেতি নেতি-" ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২।৩।৬ বাক্য। ১।২।১৩-অনুচ্ছেদে "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি-" ইত্যাদি ৩।২।২২-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বাক্যটী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"অথাত আদেশো নেতি নেতি"-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-প্রপঞ্চরূপের ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইয়ত্তা হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব। সুতরাং "নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-প্রপঞ্চরূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও, ইহাতে ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। প্রাকৃত রূপ হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর প্রাকৃত বিশেষত্ব। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারেই "নেতি নেতি"-বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতাতেই ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না। বিশেষতঃ, "নেতি নেতি"-শ্রুতিবাক্যর শেষভাগেও "নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্—"ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

খ। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি-" এই কেনোপনিষৎ ॥১।৩॥-বাক্যে বলা হইয়াছে—যাহা কিছু বিদিত, ব্রহ্ম তাহা হইতে অন্য—ভিন্ন; এবং যাহা কিছু অবিদিত, ব্রহ্ম তাহারও উপরে—তাহারও অতীত। এ-স্থলে "বিদিত" এবং "অবিদিত"-শব্দদ্বয়ে প্রাকৃত বস্তুর কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর মধ্যেই কোনও কোনওটী লোকের বিদিত থাকে, আবার অনেক বস্তু অবিদিতও থাকে। ব্রহ্ম এ সমস্ত হইতে ভিন্ন এবং এ-সমস্তেরও অতীত বলাতে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতেছেন অপ্রাকৃত; প্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব তাঁহাতে নাই। এই বাক্যটীও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলিয়াছেন।

গ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি ॥" ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৯॥"

ব্রহ্ম যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুই লোকের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে; ব্রহ্ম অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা বহুশ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরত্ব হইতেছে একটী প্রাকৃত বিশেষত্ব; এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের এতাদৃশ বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রুতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, সাধন-প্রভাবে ধীরব্যক্তিগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। জানিতে পারিলেও ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে অসীম বলিয়া তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞানও বাক্যমনের অগোচর। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"-বাক্যে ব্রহ্মের অসীমত্বও সূচিত হইতে পারে। সসীমত্ব হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর লক্ষণ বা বিশেষত্ব। এই বাক্যে ব্রহ্মের অসীমত্ব সূচনা করিয়া ব্রহ্মের সসীমত্বরূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আবার, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষো লভ্যঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতেছেন স্বপ্রকাশ বস্তু। সুতরাং তিনি জীবের বাক্যমনের অগোচর। প্রাকৃত বস্তু স্বপ্রকাশ নহে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে-"বাক্যে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সূচিত করিয়া প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্যই সূচনা করা হইয়াছে। এবং এইরূপে স্বপ্রকাশকত্বহীনতারূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—যে ভাবেই বিবেচনা করা যাউক না কেন, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঘ। বাস্কলি-বাহ্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—বাহ্বের নিরুত্তরতাই হইতেছে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক। কিন্তু তাহা নয়। নিরুত্তর থাকিয়া বাহ্ব জানাইলেন—ব্রহ্ম অসীম এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া বাক্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে অপ্রকাশ্য। ইহার পরে তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছেনও—"উপশান্তোঽয়মাত্মা - এই আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন উপশান্ত।" উপশান্ত—নির্ব্বিকার, আপ্তকাম বলিয়া নির্ব্বিকার। উপশান্ত-শব্দে সর্ব্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না। যেহেতু, শ্রুতিতে সবিশেষকেও "শান্ত"বলা হইয়াছে। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৬।১৯॥" সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যিনি আত্মবুদ্ধি-প্রকাশ (স্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশক), তিনি নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ নহেন—সবিশেষই। তাঁহাকেই এই শ্রুতি-বাক্যে "শান্ত" বলা হইয়াছে।

ঙ। "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥গীতা ॥১৩।১৩॥

এই গীতাশ্লোকের তিনটি শব্দই বিশেষভাবে বিবেচ্য—ব্রহ্ম "অনাদিমৎ", "ন সৎ" এবং "ন অসৎ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর "অনাদিমৎ"কে একটি শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদি "মৎ"কে পরবর্ত্তী "পরং" শব্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া "অনাদি" একটি শব্দ এবং "মৎপরং" আর একটি শব্দ ধরিয়াছেন। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থই অনুসৃত হইতেছে। "অনাদিমৎ" শব্দের অর্থ তিনি

করিয়াছেন—"ন আদিমৎ—আদিমান্ নহেন—অর্থাৎ অনাদি।" ব্রহ্মের কোনও আদি বা কারণ নাই বলিয়া তিনি "অনাদি।" প্রাকৃত বস্তু "অনাদি" নহে ; যেহেতু, প্রাকৃত বস্তুর আদি বা কারণ আছে। আদিত্ব হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম ; ব্রহ্মে এই ধর্ম্মের অভাব। সুতরাং "অনাদিমৎ বা অনাদি" শব্দেও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য—একটি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা—সূচিত হইয়াছে।

"ন সৎ" এবং "ন অসৎ" এই দুই বাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"সৎ" শব্দে "কার্য্যাবস্থা" এবং "অসৎ"-শব্দে "কারণাবস্থা" বুঝায়। "কার্য্যাবস্থা" হইতেছে নাম-রূপাদি বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ ; এই কার্য্যাবস্থা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে বলিয়া ব্রহ্ম "সৎ" নহেন, তিনি "ন সৎ।" "কারণাবস্থা" হইতেছে কার্য্যাবস্থার কারণ। যদিও ব্রহ্মই সমস্তের কারণ, তথাপি "কারণাবস্থা" বলিতে "কার্য্যাবস্থার" অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকেই বুঝায়। এই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতেছে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ অবস্থা বা মহত্তত্ত্বাদি। এইরূপে "কারণাবস্থা"ও ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে ; কেননা, তিনি "মহতঃ পরম্—মহত্তত্ত্বেরও অতীত।" এজন্য তিনি "অসৎ"ও নহেন, তিনি "ন অসৎ"। ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা এই উভয়ের অতীত।

কার্য্যাবস্থা এবং কারণাবস্থা—এই উভয়ই হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর অবস্থা—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্ব। ব্রহ্ম এই অবস্থাদ্বয়ের অতীত বলিয়া তিনি যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, তাহাই জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু অন্যরকম অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—যাহা অস্তি-শব্দের বাচ্য নহে, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই "অসৎ"। ব্রহ্ম অস্তিত্বহীন নহেন, ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে ; সুতরাং "অসৎ" নহেন—"ন অসৎ।"

আর, যাহা অস্তি-শব্দের বাচ্য, যাহা শব্দবাচ্য, শব্দের দ্বারা যাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায়, তাহাই "সৎ"। যে বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি আছে, সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি-বাচক শব্দও আছে ; সুতরাং সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি হইতেছে শব্দবাচ্য—"সৎ"। এবং সেই গুণ-ক্রিয়াদিদ্বারা লক্ষিত বস্তুটীও শব্দবাচ্য বলিয়া "সৎ"। যেমন শুক্ল, কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ, এবং ধনবান্, গো-মান্ ইত্যাদি সম্বন্ধ ; এই সমস্ত হইতেছে শব্দবাচ্য বস্তু—সুতরাং "সৎ"। আর, যাহা শুক্ল বা কৃষ্ণ ইত্যাদি, যে লোকের ধন বা গো-আদি আছে, তাহা বা সেই লোকও শব্দবাচ্য -সুতরাং "সৎ"। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও গুণ নাই, কোনও সম্বন্ধ নাই, কোনও ক্রিয়া নাই, দেহ নাই ; শব্দবাচ্য কোনও কিছুই তাঁহার নাই ; সুতরাং তিনি "সৎ" নহেন -"ন সৎ"। ব্রহ্মের যে শব্দবাচ্য গুণাদি নাই, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর এই কয়টী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা "নেতি নেতি", "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্", "তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি", "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে কোনও শব্দবাচ্য নহেন, তাহার প্রমাণরূপেও তিনি "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি

পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ বিশেষত্বহীনতা-সূচক – অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক—সিদ্ধান্ত স্থাপন যুক্তিসঙ্গতও নহে, শ্রুতিসম্মতও নহে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৬-অনুচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

চ। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব বা রূপহীনত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে আর একটী স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই ঃ—

নরায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন--

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"

ইহা হইতেছে মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বের (৩৩৯ অধ্যায়, ৪৫-৪৬) শ্লোক। মহাভারতের বঙ্গবাসী-সংস্করণে "দ্রষ্টুমর্হসি"-স্থলে "জ্ঞাতুমর্হসি" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য একই। টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বভূতগুণৈঃ স্বরূপাদিভিরেবম্প্রকারেণ যুক্তং মাং জ্ঞাতুং নার্হসি নির্গুণত্বাৎ মমেত্যর্থঃ।—আমি নির্গুণ (প্রাকৃত গুণহীন) বলিয়া আমাকে সর্ব্বভূতগুণযুক্ত স্বরূপাদিতে এবম্প্রকার (অর্থাৎ সর্ব্বভূতগুণযুক্ত) বলিয়া জানা (অর্থাৎ মনে কর) তোমার সঙ্গত হইবে না।"

শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ ঃ—

"হে নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া। আমি সর্ব্বভূত-গুণযুক্ত –এইরূপ দর্শন করা (মনে করা) তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন। সেই দিব্যচক্ষুদ্বারাই অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায় – অর্জ্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপটি প্রাকৃত রূপ নহে; প্রাকৃতরূপ হইলে তাহার দর্শনের জন্য দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইত না। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ গীতা॥১১।৫॥"-এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও "দিব্যানি" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"দিবি ভবানি দিব্যানি অপ্রাকৃতানি—দিব্য হইতেছে অপ্রাকৃত।" অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিবেন, সেই বিশ্বরূপের অন্তর্গত বহুবিধ রূপকেই এ-স্থলে "দিব্য,—অপ্রাকৃত"-বলা হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন, গীতা॥১১।৮॥-শ্লোকের টীকায় "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ" এই বাক্যের অর্থে তাহার সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন— "দিব্যমপ্রাকৃতম্ মদ্দর্শনসাধনং চক্ষুর্দদামি।"

শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—"দিব্যমপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপদর্শনক্ষমং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ।"

ইহা হইতে জানা গেল—অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চক্ষুই দিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথও তাহাই লিখিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থের তাৎপর্য্যও অপ্রাকৃত চক্ষুই। তিনি লিখিয়াছেন –"ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা, যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন পশ্য।—অর্থাৎ তোমার প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা বিশ্বরূপধর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যদ্দারা দেখিতে পাইবে, সেই দিব্য চক্ষু তোমাকে দিতেছি।" অর্জ্জুনকে যে অপ্রাকৃত চক্ষু দেওয়া হইয়াছিল, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

অর্জ্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপটী অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ হইলেও সমস্ত জগৎ তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। "সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তর্ভূতসর্ব্বজগৎকম্। গীতা।১১।৮॥ শ্লোক-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ।"

এ-স্থলেও নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাও ছিল অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দময় এবং তাহার মধ্যে সমস্ত জগদাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে জন্যই "মায়া-সৃষ্টির" প্রয়োজন হইয়াছিল।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এ-স্থলে "মায়া"-শব্দের অর্থ কি? "মায়া"-শব্দের একটী অর্থ কৃপা। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ।" এ-স্থলে "কৃপা"-অর্থ অতি সুসঙ্গত। নারায়ণ কৃপা করিয়া নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন –"নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার কৃপা; আমিই এই কৃপা প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও।" বস্তুতঃ, তাঁহার কৃপাব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষো লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥-শ্রুতি।"

"মায়া"-শব্দে "মায়া শক্তি"কেও বুঝাইতে পারে। "মায়া-শক্তি" হইতেছে নিত্যা—সুতরাং সৃষ্টির অযোগ্যা। সুতরাং শ্লোকস্থ "সৃষ্টা"-শব্দের অর্থ হইবে "প্রকটিতা।" নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন—"নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার মায়া – মায়াশক্তি; আমিই এই মায়াশক্তি প্রকটিত বা প্রকাশিত করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও।" বস্তুতঃ ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ তত্ত্ব; তাঁহার নিজের শক্তিতেই তিনি নিজেকে অন্যের নিকটে প্রকাশ করেন; তাঁহার এই স্বপ্রকাশিকা শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন॥"

কিন্তু এই "মায়া-শক্তি" কি "বহিরঙ্গা মায়াশক্তি", না কি "যোগমায়াশক্তি?" বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে অচেতনা জড়রূপা শক্তি; তাহা নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে না, ভগবান্‌কে প্রকাশ করিবে কিরূপে? সুতরাং যে মায়া-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ নারদের নিকটে

তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তাহা জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষ যোগমায়াই হইতেছে ভগবানের স্বপ্রকাশিকা শক্তি। এই যোগমায়া শক্তিকে প্রকাশ করিয়াই নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

আলোচ্য স্মৃতিবাক্যটী নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক নহে। নির্ব্বিশেষ বস্তু "মায়াসৃষ্টি" করিতে অসমর্থ। মায়া যাঁহার শক্তি, তিনি সশক্তিকই—সুতরাং সবিশেষই, নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। নারদের নিকটে নারায়ণই বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন ; সুতরাং নারায়ণও নির্ব্বিশেষ নহেন। আবার নারায়ণ যখন নারদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তখন নারায়ণ যে রূপহীন নহেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। পূর্ব্বেই (১।১।১৭৭-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—নারায়ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ। তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; আলোচ্য শ্লোকে "সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমর্হসি"-বাক্যে নারায়ণ জানাইয়াছেন—তাঁহার বিগ্রহ পঞ্চভূতনির্ম্মিত নহে। পরব্রহ্মের একটী স্বরূপও যখন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তখন পরব্রহ্মও যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধও নহে, পরন্তু শ্রুতিসম্মত।

এই স্মৃতিবাক্যটীর অবতারণা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় জানাইতে চাহিয়াছেন যে—ব্রহ্মের সাকার রূপ হইতেছে বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগে রচিত। এইরূপ অনুমান যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, শ্রুতিতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের উক্তিই তাহার প্রমাণ। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৬-অনুচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য)।

৫৯। স্বীয় মতের সমর্থনে ১।১।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

"শ্রুতত্বাচ্চ ॥১।১।১১॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক অনুচ্ছেদে আলোচিত হয় নাই, সেইগুলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

ক। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।

—যখন দ্বৈততুল্য হয়, তখনই অন্য অন্যকে দেখে ; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা-এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে ?"

ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২।৪।১৪-বাক্যের একটী অংশ। এই শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্বের কথাই বলা হইয়াছে, সর্ব্ববিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্বের জ্ঞান না জন্মে, সে-পর্য্যন্তই পরিদৃশ্যমান্ বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু যখন সর্ব্বাত্মকত্বের জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়—সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মের প্রকাশ-বিশেষ।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ"-ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-(২।৩।১)-বাক্য, "ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব ।"-ইত্যাদি, এবং "সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম"-ইত্যাদি মাণ্ডূক্য-শ্রুতিবাক্য, "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্ ॥"-ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-শ্রুতি (১।৮)-বাক্য হইতে জানা যায়, পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মেরই একটী রূপ - অবশ্য ইহা ব্রহ্মের পররূপ নহে। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই এই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন । ইহাতেই সমস্ত পরিদৃশ্যমান্ বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব এবং তাঁহারও সর্ব্বাত্মকত্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ॥"-ইত্যাদি বাক্যও তাঁহার সর্ব্বাত্মকত্বেরই পরিচায়ক। সুতরাং সর্ব্বাত্মকত্বে ব্রহ্মের সর্ব্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না ; বরং জগদ্রূপে পরিণতিতে সবিশেষত্বই সূচিত হয়।

এই শ্রুতিবাক্যটী যে সর্ব্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত করে না, তাহার প্রমাণ এই যে, বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।—বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?" এ-স্থলে ব্রহ্মকেই "বিজ্ঞাতা" বলায় ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব—সবিশেষত্বই—খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৪।১ ॥

—যাঁহাতে অন্য কিছু দেখেনা, অন্য কিছু শুনেনা, অন্য কিছু জানেনা, তাঁহা হইতেছেন ভূমা। আর যাহাতে অন্য দেখে, অন্য শুনে, অন্য জানে, তাহা হইতেছে অল্প। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত (অবিনাশী, নিত্য)। আর যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশী অনিত্য)।"

অল্প অর্থ—সীমাবদ্ধ; দেশে সীমাবদ্ধ, কালে সীমাবদ্ধ। এতাদৃশ অল্প হইতেছে এই অনিত্য জগৎ-প্রপঞ্চ। আর ইহার বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু হইতেছে ভূমা—সর্ব্ববৃহত্তম সর্ব্বব্যাপক নিত্য ব্রহ্ম বস্তু।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন কি অবস্থা হয় এবং ব্রহ্ম দর্শনের পূর্ব্বে চিত্ত অশুদ্ধ থাকাকালেই বা কি অবস্থা হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন অন্য কিছু দেখেনা, শুনেওনা, জানেওনা ; কেবলমাত্র ব্রহ্মকেই দেখে, শুনে ও জানে। এইরূপ দর্শনাদিরও দুইটি অবস্থা হইতে পারে। প্রথমতঃ, তখন এই জগৎ-প্রপঞ্চ দেখিলেও তাহাকে ব্রহ্মাত্মকই দেখে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে করেনা। দর্শন-শ্রবণাদির ফলে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, যখন নিবিড় তন্ময়তা জন্মে, তখন "স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি। শ্রীচৈ. চ.

২।৮।২২৭॥" – প্রপঞ্চস্থিত কোনও বস্তুর প্রতি নয়ন পতিত হইলেও সেই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, তাহার স্থলেও ব্রহ্মকেই দর্শন করে। প্রপঞ্চান্তর্গত কোনও বস্তুর স্বর শুনা গেলেও সেই বস্তুর স্বর বলিয়া মনে করে না, মনে করে—তাহা ব্রহ্মেরই স্বর; ইত্যাদি। দর্শন-শ্রবণাদির উপলক্ষণে শ্রুতিবাক্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির কথাই বলা হইয়াছে।

আর যখন চিত্ত অশুদ্ধ থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি যে বাহিরের দিকে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর দিকেই থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। তখন ব্রহ্মজ্ঞান থাকে না, সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চই যে ব্রহ্মাত্মক, সেই জ্ঞানও থাকে না। সুতরাং তখন যাহা কিছু দেখে বা শুনে, তাহাকেই ব্রহ্মনিরপেক্ষ—অন্য—বস্তু বলিয়াই মনে করে।

চিত্তশুদ্ধির অবস্থায় ব্রহ্ম-তন্ময়তা জন্মিলে যে ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুর দর্শন-শ্রবণাদি হয়না বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের রূপগুণাদিও সূচিত হইতে পারে। তাঁহার রূপের দর্শনে, তাঁহার শব্দের শ্রবণে, তাঁহার গন্ধাদির অনুভবে (সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।৪) ইন্দ্রিয়বর্গ এমন নিবিড় তন্ময়তা লাভ করে যে, তদতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তুর প্রতি তাহাদের আর অনুসন্ধান থাকে না; সুতরাং অন্য কোনও বস্তুর দর্শনাদিও তখন সম্ভব হয় না। তখন অন্য বস্তুর প্রতি অনুসন্ধান থাকে না বলিয়াই অন্য বস্তুর দর্শনাদি হয় না, অন্য বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। আর যখন এতাদৃশ নিবিড় তন্ময়ত্ব জন্মেনা, অথচ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব উপলব্ধ হয়, তখনও এই জগৎ দুঃখময় বলিয়া মনে হয় না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় তখন জগৎকেও আনন্দপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৫৫পৃষ্ঠায়) এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"নান্যৎ পশ্যতীতি তন্মাত্রদর্শনাদবগম্যতে রূপবত্ত্বম্, তথা নান্যচ্ছৃণোতীতি শব্দবত্ত্বঞ্চ তস্য দর্শিতম্। এতদুপলক্ষণম্—স্পর্শাদিমত্ত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। 'সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।৪॥' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবং বহিরিন্দ্রিয়েষু স্ফূর্ত্তির্দর্শিতা। নান্যদ্ বিজানাতীতি তথৈবান্তঃকরণেষু স্ফুরতীত্যাহ তত্রান্যদর্শনাদি-নিষেধস্তস্যানন্তবিবক্ষয়া কৃৎস্নস্য জগতোঽপি তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্ববিবক্ষয়া চ শুদ্ধে চিত্তে জগতোঽপি তদ্বিভূতিরূপত্বেন যথার্থায়াং স্ফূর্ত্তৌ ন দুঃখদত্বম্। তদুক্তম্—'ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশাঃ।'—ইতি তথৈব বাক্যশেষঃ।"

এইরূপে দেখা গেল, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হয় নাই, বরং সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত সর্ব্বসম্বদিনীবাক্য হইতে জানা যায়—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের রূপবত্তা এবং শব্দবত্তাও এবং তদুপলক্ষণে স্পর্শাদিমত্তাও সূচিত হইতেছে। "নান্যৎ পশ্যতি—অন্য কিছু দেখেনা"—এই বাক্যে বুঝা যায়– ব্রহ্মকে দেখে, ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছু দেখে না; সুতরাং ব্রহ্মের রূপ আছে; নতুবা কি দেখিবে? এইরূপে, "নান্যৎ শৃণোতি—অন্য কিছু শুনে না"—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের

শব্দই শুনে অন্য কিছু শুনে না ; সুতরাং ব্রহ্মের শব্দ আছে ; নতুবা শুনিবে কি "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ", ইত্যাদি ছান্দোগ্য বাক্য হইতে ব্রহ্মের গন্ধ এবং রসের কথাও এবং উপলক্ষণে স্পর্শের কথাও জানা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মের "রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ"– সমস্তের অস্তিত্বের কথাও আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। অবশ্য এই রূপরসাদি হইতেছে অপ্রাকৃত।

৬০। স্বীয় নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্করকর্ত্তৃক উল্লিখিত আরও কয়েকটি শ্রুতিবাক্য

এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

ক। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥১॥

– ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।"

ভাষ্যের আরম্ভেই শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অতঃ অশেষোপদ্রববীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং নির্দ্ধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে – সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শনার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে।" ইহা হইতে বুঝা গেল— শ্রীপাদ শঙ্করের মতে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

এই বাক্যটী যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর বাক্যটীর যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

"সতং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম, বিবক্ষিতত্বাৎ বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাৎ বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাৎ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বাৎ এব সত্যাদীনি একবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরাণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভি র্ব্বিশেষণৈ র্ব্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্‌জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্। যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি।"

তাৎপর্য্য :– "সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম" এইটী হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণার্থক বাক্য (অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ)। এ-স্থলে সত্যাদি তিনটি পদ হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষণ, আর ব্রহ্ম তাহাদের বিশেষ্য। এ-স্থলে বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই বিবক্ষিত ; এজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যেহেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এ-স্থলে প্রধানরূপে বিবক্ষিত (শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান-বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি-পদত্রয় হইতেছে সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইলেই কোনও বস্তু যথাযথভাবে

জ্ঞাত হইতে পারে। যেমন, লৌকিক জগতে, নীল সুগন্ধি উৎপল (পদ্ম) বলিলেই নীলাদি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্য প্রকার উৎপল হইতে পৃথক্‌রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অনুবাদের অনুসরণে।”

“সত্যং জ্ঞানম্”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ যে সামানাধিকরণ্যেই করিতে হইবে, এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন।

উল্লিখিত ভাষ্যাংশে শ্রীপাদ শঙ্কর “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত”—এই তিনটী পদকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন। তাহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—যদি এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকে, তাহা হইলেই বিশেষণের দ্বারা একটী বস্তুর অপর বস্তুগুলি হইতে পার্থক্য জানান হয়। যেমন, উৎপল নীলও থাকিতে পারে, রক্তও থাকিতে পারে, শ্বেতও থাকিতে পারে। এইরূপ স্থলে “নীল”-এই বিশেষণের দ্বারা নীল-উৎপলকে রক্তোৎপল বা শ্বেতোৎপল হইতে পৃথক্ করিয়া জানান হয়। ব্রহ্ম তো একাধিক নাই। তাহাহইলে বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করার সার্থকতা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—উক্তরূপ প্রশ্নের অবকাশ নাই। এ-স্থলে ব্রহ্মের বিশেষণ অনর্থক নহে। যেহেতু, এ-স্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ করাই সত্যাদি-বিশেষণের প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রহ্মকে বিশেষিত করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য নহে। “লক্ষণার্থ-প্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণ-প্রধানান্যেব।”

তাহা হইলে লক্ষণ ও লক্ষ্য বস্তুর এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“বিশেষণ সমূহ” বিশেষ্যকে সজাতীয় (তজ্জাতীয়) অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু “লক্ষণ” সকল পদার্থ হইতে, সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতেই, লক্ষ্যবস্তুর পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে। “সজাতীয়েভ্যো এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব।” যেমন, অবকাশদাতৃত্ব হইতেছে আকাশের লক্ষণ। প্রথমেই বলা হইয়াছে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটী হইতেছে লক্ষণার্থক, অর্থাৎ সত্যাদি হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ, বিশেষণ নহে।

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে “বিশেষণ” ও “লক্ষণ”—এই দুইয়ের যে ভেদ দেখাইলেন, তাহা আত্যন্তিক ভেদ বলিয়া মনে হয় না। উভয়ই পার্থক্য-জ্ঞাপক। বিশেষত্ব এই যে, “বিশেষণ” কেবল সজাতীয়ের মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে; আর, “লক্ষণ” সজাতীয়-বিজাতীয় সকল বস্তু হইতে ভেদ জ্ঞাপন করে। ভেদ-জ্ঞাপকত্ব বা পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব উভয়েই আছে—বিশেষণেও আছে, লক্ষণেও আছে। লক্ষণের ভেদ-জ্ঞাপকত্ব, বিশেষণের ভেদজ্ঞাপকত্ব অপেক্ষা ব্যাপকতর—এই মাত্র বৈশিষ্ট্য। বিশেষণেও লক্ষণের পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান এবং লক্ষণেও বিশেষণের পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব-ধর্ম্ম বিদ্যমান। ব্যাপকত্বের পার্থক্যে স্বরূপের পার্থক্য জন্মে না। কূপস্থিত জলও জল, দীর্ঘিকার জলও জল; এই দুই স্থানের জলের পরিমাণ ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপ ভিন্ন নহে।

শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—"সত্যাদিস্ত্রিভির্ব্বিশেষণৈ র্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে।" এ-স্থলে তিনি সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন। বিশেষণ এবং লক্ষণ-এই উভয়ের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম্ম যে পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান, তাহাই এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বিশেষণ ও লক্ষণের মধ্যে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই, তাহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই অবস্থায় "সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-" এই তিনটী পদকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিলেই বা ক্ষতি কি ?

অপর বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করে বলিয়া "লক্ষণ"কেও "বিশেষণ" বলা যায়। আকাশের অবকাশদাতৃত্ব লক্ষণও বটে, বিশেষণও বটে। কেননা, এই অবকাশ-দাতৃত্ব-লক্ষণটী অপর বস্তু হইতে আকাশের বিশেষত্ব সূচিত করে। যাহা বিশেষত্ব সূচিত করে, তাহাই তো বিশেষণ। সুতরাং "অবকাশদাতৃত্ব" হইতেছে আকাশের কেবল "লক্ষণ," কিন্তু "বিশেষণ" নহে—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রূপ, "সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত"—এই তিনটী হইতেছে ব্রহ্মের কেবল "লক্ষণ", পরন্তু "বিশেষণ" নহে—ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-এই বাক্যে সত্যাদি তিনটী পদে যে ব্রহ্মের বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে সত্যাদি-পদত্রয়কে পুনঃপুনঃ "বিশেষণানি" শব্দে অভিহিত করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—"বিশেষণ" এবং "লক্ষণ"-এই উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও সেই ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব সমান নহে। এ জন্য বিশেষণ ও লক্ষণের পার্থক্য স্বীকার করিতেই হইবে। সজাতীয় অন্যান্য বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিতে হইলে লক্ষণের উল্লেখ আবশ্যক হয় না, বিশেষণের উল্লেখই যথেষ্ট হয়। কিন্তু সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপন করিতে হইলে (কেবল মাত্র সজাতীয় বস্তুতে ব্যাপকতাবিশিষ্ট) বিশেষণের উল্লেখ করিলে চলে না ; এ-স্থলে (সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তুতে ব্যাপকত্ব-বিশিষ্ট) লক্ষণের উল্লেখ অপরিহার্য্য। সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্ম-বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে ব্রহ্মের লক্ষণেরই উল্লেখ করিতে হইবে। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে সত্যাদি তিনটি পদে সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়াই সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে ; বিশেষণ বলা সঙ্গত হয় না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই :—সত্যাদি তিনটী পদের প্রত্যেকটীই যদি ব্রহ্মের লক্ষণ হয় (অর্থাৎ প্রত্যেকটীরই যদি সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম্ম থাকে), তাহা হইলে তিনটী লক্ষণের উল্লেখের প্রয়োজন থাকিতে পারে না ; একটীর উল্লেখেই সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপিত হইতে পারে। এই অবস্থায় তিনটী লক্ষণের উল্লেখ করিলে দুইটীর উল্লেখ অনর্থক হইয়া পড়ে। শ্রুতিবাক্যে অনর্থক শব্দের বিন্যাস সম্ভব নয়। শ্রুতিবাক্যে যখন সত্যাদি তিনটী পদই উল্লিখিত হইয়াছে, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—এই তিনটী পদের কোনওটীই

ব্রহ্মের লক্ষণ-বোধক নহে। লক্ষণ-বোধক না হইলেই তাহারা বিশেষণে পর্য্যবসিত হয় এবং বিশেষণে পর্য্যবসিত হইলেই বুঝিতে হইবে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। বিশেষণেত্ব সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এই প্রসঙ্গেই পরে তাহা আলোচিত হইবে)।

যাহা হউক, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যটীর সামানাধিকরণ্যে অর্থ-নির্দ্ধারণের সঙ্গতি প্রদর্শনার্থ, সত্যাদি পদত্রয়ের অর্থ-নির্ণয়ের প্রারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বা অন্বিত নয়, উহারা পরার্থক —বিশেষ্য ব্রহ্মের অর্থ জ্ঞাপন করে। এজন্যই এক একটী বিশেষণশব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে ; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্ম। "সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে, পরার্থত্বাৎ ; বিশেষ্যার্থা হি তে। অতএব একৈকো ৷বশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্ম-শব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; সুতরাং একটী শব্দের অর্থের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ নাই। তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই একই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—এই তিনই। তিনটী শব্দের প্রত্যেকেই একই ব্রহ্ম-শব্দকে লক্ষিত করে বলিয়াই সামানাধিকরণ্য সম্ভব হইতে পারে।

যাহাহউক, সত্যাদি তিনটী শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ করিয়াছেন। সত্য—যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, তাহা যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও যদি অন্যথা না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সত্য বলা হয়। "সত্যমিতি—যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎসত্যম্"। তাৎপর্য্য হইল এই যে—সর্ব্বদা যাহার একরূপত্ব বর্ত্তমান থাকে, তাহাই সত্য। ইহাদ্বারা সত্য বস্তুর বিকারাভাবত্বও সূচিত হইল। সত্য হইল—বিকার-বিরোধী। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অতঃ 'সত্যং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ—অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটী ব্রহ্মের বিকার-ভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্ব সিদ্ধ হইল।"

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, ব্রহ্ম যে ঘটের কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিৎ বা জড় নহেন, তাহা জানাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"জ্ঞানং ব্রহ্ম।" জ্ঞান—অর্থ জ্ঞপ্তি, অববোধ (উপলব্ধি)। সত্য ও অনন্ত-এই শব্দদ্বয়ের সহিত জ্ঞানশব্দও ব্রহ্মের বিশেষণ। "ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ।" জ্ঞান-শব্দে জড়-বিরোধিত্বও সূচিত হইতেছে।

আর, অনন্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে—অপরিচ্ছিন্ন, দেশে অপরিচ্ছিন্ন, কালে অপরিচ্ছিন্ন এবং বস্তুতে অপরিচ্ছিন্ন। ইহাদ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব-বিরোধিত্বও সূচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"লক্ষণার্থ-প্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণ-প্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ

ত্যাগ (নিজ নিজ অর্থের ত্যাগ) নিশ্চয়ই হয় না। কেননা, সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা) উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে সত্যাদিপদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (স্বার্থক) হইলেই তদ্বিপরীত ধর্ম্ম-যুক্ত অপরাপর বিশেষ্য-পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত (অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্) করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ নহে। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও অন্তবত্ত্ব-ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দদ্বয় কিন্তু স্বার্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই সমস্ত উক্তি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—

(১) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী শব্দের অর্থ বিভিন্ন হইলেও তাহারা সকলে একই ব্রহ্মের পরিচায়ক বলিয়া সামানাধিকরণ্য সম্ভব এবং সঙ্গত হয়।

(২) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটী হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপের পরিচায়ক। ইহাদের মধ্যে সত্য ও জ্ঞান এই শব্দ দুইটী নিজেদের অর্থ ত্যাগ না করিয়াই ব্রহ্মের পরিচায়ক, কেবলমাত্র তাহাদের প্রতিযোগী বিকারাদির নিষেধমাত্র করিয়াই পরিচায়ক নহে। অনন্ত-শব্দ কেবল তাহার প্রতিযোগী অন্তবত্ত্ব-ধর্ম্মের নিষেধ করিয়াই ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ হইয়াছে।

(৩) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটী শব্দের অর্থ এবং তাহাদের প্রতিযোগী ধর্ম্মও বিভিন্ন বলিয়া ইহাদের কোনও একটী শব্দদ্বারাই সজাতীয়-বিজাতীয় বস্তুজাত হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইতে পারে না, এই তিনটি শব্দের সমবায়েই তাহা সম্ভব।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, ইহা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে—অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-এই তিনটী শব্দের কোনটীকেই ব্রহ্মের “লক্ষণ” বলা যায় না ; সুতরাং প্রত্যেকটীই “বিশেষণে” পর্য্যবসিত হয়।

আপত্তি হইতে পারে—বিশেষণের ব্যাপ্তি সজাতীয়ের মধ্যে। ব্রহ্ম যখন সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য, তখন ব্রহ্মের সজাতীয় কোনও বস্তু থাকিতে পারে না ; সুতরাং সজাতীয় বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞাপক বিশেষণও ব্রহ্মবস্তুর থাকিতে পারে না। এজন্য সত্যাদিকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা সঙ্গত হয় না।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই। এইরূপ আপত্তি যদি বিশেষণ-সম্বন্ধে করিতে হয়, তাহা হইলে “লক্ষণ” সম্বন্ধেও করা যায় ; যেহেতু, “লক্ষণ”ও সজাতীয়-বিজাতীয় অপর বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞাপক। এইরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মের বিশেষণও থাকিতে পারেনা, লক্ষণও থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও স্বতন্ত্র বস্তু কোথাও নাই বলিয়া এবং ব্রহ্ম অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট বস্তু বলিয়া ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি ব্রহ্মই যখন একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, তখন ব্রহ্মসম্বন্ধে একটা মোটামোটী ধারণা জন্মাইবার জন্য লৌকিক বস্তুর সহায়তায় তাঁহার একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। লৌকিক জগতে বিশেষণ এবং লক্ষণের দ্বারাই দৃষ্ট ও জ্ঞাত বস্তুসমূহের

মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য সূচিত হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণেই ব্রহ্মের পরিচয় দানের জন্যও বিশেষণ ও লক্ষণের উল্লেখ করা হয়।

আবার, লৌকিক জগতেও এমন বস্তু আছে, পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মবিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না। বর্ণনা দ্বারাই সেই বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। সেই বর্ণনাও কেবল বিশেষণাত্মক—অন্য বস্তু হইতে সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য-সূচক।

বিশেষণেরও দুইটি বৃত্তি আছে—একটী বৃত্তিতে সজাতীয় অপর বস্তুতে বিদ্যমান প্রতিযোগী ধর্ম্মের নিষেধ করা হয়—যেমন নীলোৎপল-স্থলে রক্তত্বাদি নিষিদ্ধ হয়। এই প্রতিযোগি-ধর্ম্ম-নিবর্ত্তিকা বৃত্তিতে বিশেষণের স্বকীয় অর্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অপর একটী বৃত্তিতে প্রতিযোগি-ধর্ম্ম-নিবর্ত্তনের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না, বিশেষণের স্বকীয় অর্থেই প্রাধান্য দেওয়া হয়—যেমন নীলোৎপলের ব্যাপারে নীলত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই নীলত্ব হইতেছে নীলোৎপলের গুণ। এ-স্থলেও সজাতীয়ত্বের প্রাধান্য নাই ; যেহেতু, উৎপল-জাতির অন্তর্গত নীলোৎপল-সমূহের মধ্যেও নীলত্বের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে নানাভেদ থাকিতে পারে। এ স্থলে সজাতীয়ত্ব আরও সঙ্কুচিত হইয়া যায়—উৎপল-জাতির অন্তর্গত আর একটী ক্ষুদ্রতর জাতি দেখা দেয়—নীলোৎপল-জাতি। এইরূপে জাতি সঙ্কুচিত হইতে হইতে ব্যষ্টিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তখন বিশেষণটী কেবল ব্যষ্টিগত গুণেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য গুণবাচক শব্দকেও বিশেষণ বলা হয়। ব্রহ্মের সত্যাদিও এইরূপই গুণবাচক বিশেষণ।

সজাতীয়-বিজাতীয় অন্য বস্তুনিচয় হইতে পার্থক্য জ্ঞাপক "লক্ষণ" অবশ্য ব্রহ্মের আছে। "ব্রহ্ম"-শব্দটীই হইতেছে সেই লক্ষণ-সূচক—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বই হইতেছে এই লক্ষণ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সত্যাদি শব্দত্রয়ের কোনওটীরই লক্ষণত্ব নাই, তাহাদের বিশেষণত্ব আছে এবং এই বিশেষণত্বও গুণমাত্র। সত্যাদি-শব্দত্রয়ের প্রত্যেকটীই ব্রহ্মের গুণবাচক। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যটীতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

অগ্নির দাহকত্বের ন্যায়, সত্যাদি গুণসমূহও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত। তথাপি ব্রহ্মের স্বরূপবাচক বলিয়া, অপর পদার্থ হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য-বাচক বলিয়া, তাহারা গুণ নামে অভিহিত।

সামানাধিকরণ্যের সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক শ্রীপাদ রামানুজও তাঁহার বেদান্তভাষ্যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—ইহা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক নহে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৪২ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামানুজের এই ভাষ্যাংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-স্থলে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে :—

"শ্রীরামানুজীয় ভাষ্যের অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ—এই তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না।

কেননা, সত্যাদি গুণ-পদ এ-স্থলেও ব্রহ্মের সহিত সামানাধিকরণ্যভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনেক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ত-ভেদ হইলেও উহারা যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই স্থলে সত্যাদি গুণসকল আপন আপন মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী ভাবের প্রতিযোগিরূপেই হউক—একই অর্থে যদি পদগুলির প্রবৃত্তি হয়, তবে তাদৃশ স্থলে নিমিত্ত-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, একপক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতাকে বস্তুস্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে এক পদেই, অর্থাৎ বিজ্ঞানেই যখন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদান্তর-প্রয়োগের কোনও আবশ্যক থাকে না—অন্য পদ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু, সামানাধিকরণ্যে একই বস্তু প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিত্ত-ভেদ থাকা প্রয়োজনীয়। তাহা না থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ভেদ ঘটে। সামানাধিকরণ্য-স্থলে একার্থ-প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেননা, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতাসূচক পদ-প্রয়োগে এক বস্তুকে সূচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম্ম। শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্ন-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য।—শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত অনুবাদ।"

পাদটীকায় শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"'ভিন্ন-প্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।' এই বাক্যটী পাণিনীয় ব্যাকরণের ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকা হইতে উদ্ধৃত। 'তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ' ইত্যাদি সূত্রে সামানাধিকরণ-শব্দ-বিবরণের জন্য সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।" ইহার পরে, কৈয়ট-প্রোক্ত সামানাধিকরণ্য-পদের লক্ষণ বিচার করিয়া বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"কৈয়টের প্রাগুক্ত সামানাধিকরণ্য-পদের লক্ষণ-বিচারের সার মর্ম্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দসমূহের একমাত্র অভিধেয় পদার্থে যখন অর্থাবসান হয়, তখন উহা সামানাধিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার করা যাইতেছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'-এই শ্রুতিতে সত্য-শব্দ, জ্ঞান-শব্দ ও অনন্ত-শব্দ—ব্রহ্মের বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের সূচনা করিতেছে। একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এ-স্থলে সামানাধিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম না বুঝাইয়া একই ধর্ম্ম বুঝাইত, তবে এই বাক্যটীকে সামানাধিকরণ্যের উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না। ফলে, এই বিচার দ্বারা ব্রহ্ম যে বহুধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং নির্ব্বিশেষ-বাদ নিরাকৃত হইল।"

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, শ্রুতির

স্পষ্টোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। এই "সত্যং জ্ঞানম্"-ইত্যাদি বাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। ইত্যাদি॥ তৈত্তীরীয় শ্রুতি॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥১॥" এই বাক্যে "আত্মা" হইতে আকাশাদির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই "আত্মা" যে সবিশেষ, তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

কিন্তু এই "আত্মা" কে? শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।"—এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তস্মাদিতি মূলবাক্য-সূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে। এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্ ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ ব্রহ্মণ আত্মন আত্মা-শব্দ বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য। 'তৎ সত্যং স আত্মা' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মণ আত্মাস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ।—এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে)-এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূত্রিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'—এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্মশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের আত্মা'-এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহা হইতে জানা গেল—যে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি, সেই আত্মা হইতেছেন—যে ব্রহ্মকে 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত' বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতেই যখন আকাশের উৎপত্তি, তখন সেই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না।

খ। "জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দ্দাতুঃ পরায়ণম্। তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি॥
—বৃহদারণ্যক ॥৩।৯।২৮॥

—(যদি মনে কর) মর্ত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং পুনরায় আর জন্মে না। (না, সে কথাও বলিতে পার না; কেননা, মর্ত্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি) কে ইহাকে উৎপাদন করে? (অথবা, যদি মনে কর, মর্ত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং জন্মেনা; কাজেই ইহাকে আবার জন্মাইবে কে?) (অতঃপর শ্রুতি নিজেই জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন) জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এবং ধনদাতা কর্ম্মীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই (মূল কারণ)।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এই বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—যে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ (বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ) বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই জগতের—জীবের জন্ম-মৃত্যুর—মূল কারণ বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে কর্ম্মীর কর্ম্মফলদাতা এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও পরম আশ্রয়, তাহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যে যে বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে, তাহাই জানা যায়।

এক্ষণে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-এই বাক্যটী আলোচিত হইতেছে। এ-স্থলে "বিজ্ঞানম্" এবং "আনন্দম্" এই শব্দ দুইটী একার্থবাচক নহে। একার্থবাচক দুইটী শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগের কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না ; বিশেষতঃ, তাহাতে পুনরুক্তি-দোষেরও উদ্ভব হয়। এই শব্দ দুইটী ভিন্নার্থবাচক। ভিন্নার্থ-বাচক হইলেও উভয়-শব্দের উদ্দিষ্ট হইতেছে একটীমাত্র বস্তু—ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপঅনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে সামানাধিকরণ্যেই এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, এই শ্রুতিবাক্যে "বিজ্ঞানম্" এবং "আনন্দম্" এই শব্দ দুইটী হইতেছে "ব্রহ্ম"-শব্দের বিশেষণ। বিশেষণ হওয়াতে, এই বাক্যটীতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে। এই বাক্যটীতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে বলিয়া সমগ্র বাক্যটীরও সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-এই বাক্যটীর নির্ব্বিশেষপর অর্থ করিয়াছেন। এ-স্থলে তাঁহার উক্তির আলোচনা করা হইতেছে।

উপরে উদ্ধৃত আরণ্যক-শ্রুতি-বাক্যটীর ভাষ্যের প্রথম দিকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"যাহা জগতের মূল কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দদ্বারা ব্রহ্মের যেরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্বয়ং শ্রুতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—'বিজ্ঞানং' —বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ-স্বরূপও বটে ; কিন্তু উহা বিষয়জ জ্ঞানের ন্যায় দুঃখমিশ্রিত নহে ; তবে কিনা, উহা শিব (কল্যাণময়), অনুপম—সর্ব্ববিধ ক্লেশ-সম্পর্কবর্জ্জিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (এক স্বভাব)। উক্ত উভয়বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার ? ধনদাতার—কর্ম্মানুষ্ঠাতা যজমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা। অপিচ, যাহারা লোকৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা, এই ত্রিবিধ কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া সেই ব্রহ্মেতেই স্থিতিলাভ করেন, অকর্ম্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মবিৎ— যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হন, তাঁহাদেরও পরমাশ্রয়-স্বরূপ।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"অতঃপর, এ-বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।" তাঁহার আলোচনাটী এইরূপঃ—

জগতে 'আনন্দ'-শব্দ সুখবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অথচ এস্থলে 'আনন্দং ব্রহ্ম' এই বাক্যে আনন্দ-শব্দটী ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও দেখা যায়—ব্রহ্মের

বিশেষণরূপেই 'আনন্দ'-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ—ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিয়াছিলেন', 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্—ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে', 'যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ না হইত', 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্—যাহা ভূমা (পরম মহৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখ' এবং 'এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—পরমাত্মারই এই পরম আনন্দ'-ইত্যাদি। আনন্দশব্দ অনুভবযোগ্য সুখেই প্রসিদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্মানন্দও যদি অনুভবযোগ্য হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত 'আনন্দ-শব্দ' যুক্তিযুক্ত হইতে পারে (অর্থাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ অনুভবযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলার সার্থকতা কিছু থাকে না)।

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মানন্দের অনুভবযোগ্যতার খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে অনুভবযোগ্য নয়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ যদি অনুভবযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন; তাই ব্রহ্মানন্দ যে অনুভবযোগ্য নয়—তাহা দেখাইয়া তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এইরূপ :—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তিনি অনুভব-যোগ্য আনন্দস্বরূপ, একথা বলা যায় না; কেননা, এ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা, "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—যখন মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে?" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা—যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানেনা, তাহাই ভূমা (ব্রহ্ম)", "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ—প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলে জীব বাহ্য (বাহিরের) কিছুই জানে না"- ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া বিচারের প্রয়োজন।

ইহা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "আনন্দ" বলা হইয়াছে। আবার "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ—মুক্তপুরুষ হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন, রমণ করেন", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি—তিনি যদি পিতৃলোককামী হয়েন", "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ—তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", "সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে—সমস্ত কাম (কাম্য বস্তু) উপভোগ করেন"- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জানা যায়—মোক্ষাবস্থায় সুখের অনুভব আছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—মুক্ত জীব ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করে। এই ব্রহ্মৈকত্ব-পক্ষে যখন কারক-বিভাগ (কর্ত্তা-কর্ম্ম-বিভাগ) থাকিতে পারে না, তখন সুখানুভবও হইতে পারে না (অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বে মুক্তাবস্থায় জীব যখন জলে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া একই হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে অনুভব করিবে? নিজে নিজেকে অনুভব করিতে পারে না)। ইহার সমাধান কি?

সমাধান করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—যদি বল, বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া দোষের কিছু নাই। কেননা, ব্রহ্মানন্দের অনুভব-যোগ্যতা-বিষয়ে শব্দপ্রমাণ (শ্রুতিবাক্য) আছে। অনুভব-যোগ্যতা স্বীকার না করিলে "বিজ্ঞানমানন্দম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবচন অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"ননু বচনেনাপি অগ্নেঃ শৈত্যম্, উদকস্য চৌষ্ণ্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাৎ বচনানাম্। ন চ দেশান্তরে অগ্নিঃ শীতঃ ইতি শক্যত এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্যে বা দেশান্তর উষ্ণমুদকমিতি।—ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয়? বচনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা, জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বচন (শব্দপ্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র; কিন্তু অন্য দেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ—উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না (জ্ঞাপন করিলেও সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না)। দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—যদি বল, উল্লিখিত আপত্তি সঙ্গত নহে। কেননা, পরমাত্মগত আনন্দের যে অনুভব হয়, ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ "অগ্নি শীতল"-ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক, "বিজ্ঞানম্ আনন্দম্"-ইত্যাদি বাক্যগুলি সেরূপ কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক নহে। আর এই সকল শ্রুতিবাক্যের যে অর্থগত বিরোধ নাই, তাহা অনুভবসিদ্ধও বটে; কেননা "আমি সুখী"-ইত্যাদি রূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব কথাটা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ হইলেই আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদক পূর্ব্বোদাহৃত "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে। (সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ বলিয়াছেন—না, একথা হইতে পারে না। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হয় না। কেননা, আত্যন্তিক মোক্ষদশায় ইন্দ্রিয়াশ্রয় শরীর থাকে না। শরীররূপ আশ্রয় না থাকায় ইন্দ্রিয় থাকাও সম্ভব হয় না; অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আনন্দবিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই সম্ভব হয় না। আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও এই দেহেন্দ্রিয়াদির পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না। একথা একত্ব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধও বটে; কারণ, পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না। আর সংসারী আত্মাও যখন সংসার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত স্বরূপই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সংসারীর পক্ষেও ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তাহার পর, মুক্ত আত্মা ত—জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলির ন্যায় ব্রহ্মের

সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায় ; কিন্তু আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য কখনই পৃথক্ হইয়া থাকে না। অতএব, "মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে"-একথার কোন অর্থই হয় না (সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)।

এই জাতীয় আরও যুক্তি দেখাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্মের কেবল স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই "বিজ্ঞানমানন্দম্"-এই শ্রুতির উদ্দেশ্য ; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভাব্যতা প্রতিপাদন করা উহার উদ্দেশ্য নহে। "তস্মাৎ বিজ্ঞানমানন্দমিতি স্বরূপান্বাখ্যানপরৈব শ্রুতির্নাত্মানন্দ-সংবেদ্যত্বার্থা।"

তাঁহার উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে "জক্ষৎ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন—হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্য-ক্রীড়াদি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হাস্য-ক্রীড়াদিরূপে পরিগণিত হয় ; কারণ, তখন তিনি সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বাত্মরূপে মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্য-ক্রীড়াদি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু অন্য কিছু নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না।"

তাঁহার এই সিদ্ধান্তে একটী আপত্তি উঠিতে পারে এই যে—"সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্য-ক্রীড়াদি প্রাপ্তির ন্যায়, স্থাবরাদি দেহের দুঃখাদি-প্রাপ্তিও তো সম্ভব হইতে পারে ?"-ইহার উত্তরে তিনি বলেন—"এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যত কিছু সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ, তৎসমস্তই নামরূপকৃত কার্য্য-করণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি-সম্পর্ক জনিত ভ্রান্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র—কোনটীই সত্য নহে।"

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে।

তাঁহার প্রধান যুক্তি হইতেছে—মুক্তজীবের ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তি। জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলি যেমন জলাশয়ের জলের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তদ্রূপ মুক্তজীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যায়। তাহার তখন পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা সম্ভব হয় না। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি। এই যুক্তির সমর্থনে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি আলোচিত হইতেছে।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি॥ বৃহদারণ্যক ॥২।৪।১৪॥" ইহা হইতেছে সমগ্র শ্রুতিবাক্যটীর শেষাংশ। পূর্ব্বাংশে "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—অজ্ঞানবশতঃ সংসারী জীব যখন ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্বের কথা জানিতে পারে না, তখন পরিদৃশ্যমান জগতের ভূত-ভৌতিক বস্তুসমূহকে এবং জীব নিজেকেও, ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয়—স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই মনে করে, তখন সমস্তকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপেই দর্শনাদি করিয়া থাকে। (ইহার পরেই উল্লিখিত "যত্র ত্বস্য"-ইত্যাদি শেষাংশের বাক্য বলা হইয়াছে)। কিন্তু অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া গেলে এইরূপ জ্ঞান

হয় যে—সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্মের বিভূতি এবং অন্তর্য্যামিরূপ ব্রহ্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত— ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই কোথাও নাই, তখন আর ভূত-ভৌতিক বস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে না। জীব তখন মনে করে—নিজেও স্বতন্ত্র নয়, নিজের ইন্দ্রিয়াদিও স্বতন্ত্র নয়, অন্য কোনও বস্তুও স্বতন্ত্র নয়। তখন আর কোন্ স্বতন্ত্র সাধনদ্বারা কোন্ স্বতন্ত্র বস্তুকে (স্বতন্ত্র কর্ম্মকে) দেখিবে ? "কেন কং পশ্যেৎ ইতাদি।" এইরূপে, তখন করণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম্ম (বস্তুসমূহ) এবং কর্ত্তা (মুক্তজীব নিজে)— সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারে ; কাহারও কোনও স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান থাকেনা। শ্রুতিবাকটীর উপসংহারে বলা হইয়াছে— "যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, তৎ কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—যাহাদ্বারা এই সমস্ত জানা যায়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানিবে ? বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে ?"

মুক্তজীব যে ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা—একথা আলোচ্য শ্রুতি-বাক্যে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ—সমস্তই আত্মা, এই জ্ঞান যখন হয়।" যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটের তত্ত্ব জানা না থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্—মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ—বলিয়া মনে করা হয়। ঘটের তত্ত্ব জানিলে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি, ঘট মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কাহারও ঘটের অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় না, ঘট তাহার কারণ মৃত্তিকাতে পর্য্যবসিত হইয়া যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অন্য শ্রুতিবাক্য হইতেছে—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য ॥৭।২৪।১॥-বাক্য। এই শ্রুতিবাক্যটীতে ভূমার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যাহাতে অন্য (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু দর্শন করে না, অন্য (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু শ্রবণ করে না, অন্য (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু জানে না, তাহাই ভূমা। ইহাও পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক-বাক্যের অনুরূপ— সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু আছে বলিয়া জ্ঞান থাকে না, ইহাই এ-স্থলেও বলা হইয়াছে।

"ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১।৩।৭"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"অয়মর্থঃ—অনবধিকাতিশয়সুখরূপে ব্রহ্মণ্যনুভূয়মানে ততোঽন্যৎ কিমপি ন পশ্যত্যনুভবিতা, ব্রহ্ম-স্বরূপ-তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বাচ্চ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য। অত ঐশ্বর্য্যাপরপর্য্যায়-বিভূতিগুণ-বিশিষ্টং নিরতিশয়সুখরূপং ব্রহ্মানুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনোঽভাবাদেব কিমপ্যন্যৎ ন পশ্যতি। অনুভাব্যস্য সর্ব্বস্য সুখরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্যতি ; তদেব হি সুখম্, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি—অসীম নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে পর অনুভবকর্ত্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না ; কেননা, সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতির অন্তর্গত ; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্য্য-সংজ্ঞক বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় সুখস্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে অনুভব করিতে থাকেন এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না। আর অনুভবগোচর সমস্তই সুখস্বরূপ প্রতিভাত হয় ; কাজেই তখন দুঃখও দর্শন করেন না ; (কেন না),

তাহাই প্রকৃত সুখ, যাহা অনুভব-সমকালে অনুভবিতৃ-পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অপর শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে—“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ।” ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির বাক্য। সম্পূর্ণ বাক্যটী হইতেছে এইরূপ। “তদ্বা অস্য এতদ্ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ॥৪।৩।২১॥ —এই আত্মার ইহাই অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য, নিষ্পাপ এবং ভয়বিরহিত রূপ। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না।—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইলে জীব যে স্বীয় পৃথক্ সত্ত্বা হারাইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়, এই শ্রুতিবাক্যে তাহা বলা হয় নাই। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইলে কোনও পুরুষই স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া স্ত্রীর সহিত একীভূত হইয়া স্ত্রী হইয়া যায় না; বরং স্ত্রীর আলিঙ্গন-লব্ধ আনন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না। এই দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও জীব ব্রহ্মানন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দ অনুভবের যোগ্য, এবং মুক্ত জীব তাহা অনুভব করিতে পারেন। ব্রহ্মানন্দের অনুভব লাভ হইলে জীব অভয় হয়। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি মুক্তজীবের ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তির কথা বলেন নাই, সর্ব্ববস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্তির কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্তিতে মুক্তজীবের পৃথক্ সত্ত্বার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না। পৃথক্ সত্ত্বার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ না হওয়ায় মুক্তজীবের পক্ষে ব্রহ্মানন্দের অনুভবও অসম্ভব হইতে পারে না। মুক্ত জীব যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, “প্রাজ্ঞেনাত্মনা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়, এবং শ্রীপাদ রামানুজের উপরে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। ইহাই যে শ্রুতিসম্মত অর্থ, “জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়।

“জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—“যে লোক বলে অগ্নি শীতল, তাহার বাক্যের যেরূপ মূল্য, এই সকল শ্রুতিবাক্যেরও তদ্রূপ মূল্য।” ইহাতে তিনি শ্রুতির অজ্ঞতার বা উন্মত্ততার ইঙ্গিতই করিয়াছেন। কেননা, অজ্ঞ বা উন্মত্ত ব্যতীত অপর কেহই বলিতে পারে না—অগ্নি শীতল। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য

নিষ্প্রয়োজন। বিরুদ্ধ পক্ষকে গালাগালি দিলেই তাহার উক্তি খণ্ডিত হয় না, কোনওরূপ সমাধানেও উপনীত হওয়া যায় না। ইহাতে বরং বিরুদ্ধ-মতখণ্ডনের অক্ষমতাই সূচিত হয়।

যাহা হউক, "জক্ষৎ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত স্বীয় অভিমতের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য তিনি আরও বলিয়াছেন—"মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন—হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্য-ক্রীড়াদি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হাস্যক্রীড়ারূপে পরিগণিত হয়; কারণ, তখন তিনি সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্যক্রীড়াদি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু অন্য কিছু নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না।"

যোগী বা দেবতাদির হাস্যক্রীড়াদি ব্যাপার মুক্তাত্মার "স্বতঃপ্রাপ্ত", একথা বলার তাৎপর্য্য কি এই যে যোগী বা দেবতাদির হাস্য-ক্রীড়াদিজনিত সুখ মুক্তাত্মা স্বতঃ প্রাপ্ত হয়েন? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তো বুঝা যায়—মুক্তাত্মা যোগী বা দেবতাদির আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁহার মতে যখন মুক্তাত্মা তখন ব্রহ্মৈক্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মও যোগী বা দেবতাদির হাস্যক্রীড়াদিজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ব্রহ্মেরও অনুভবের যোগ্যতা আছে—ইহাই স্বীকৃত হইয়া গেল।

তাহা না হইয়া শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে—এ-স্থলে কেবল যোগী বা দেবতাদির হাস্য-ক্রীড়াদি ব্যাপারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, মুক্তাত্মাকর্ত্তৃক সেই ব্যাপারের অনুভবের কথা বলা হয় নাই, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—"জক্ষৎ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি বাক্যে মুক্তাত্মারই হাস্য-ক্রীড়াদির কথা বলা হইয়াছে, অপরের হাস্য-ক্রীড়াদির কথা বলা হয় নাই। আবার, "জক্ষৎ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলি মোক্ষের প্রশংসাসূচকই বা হয় কিরূপে, বুঝা যায় না। সংসারী জীবকে মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টার জন্য প্রলুব্ধ করাই যদি মোক্ষের প্রশংসার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, যোগী বা দেবতাদির সুখের কথা বলিয়া এবং তদ্দ্বারা সংসারী জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া—যে অবস্থায় কোনওরূপ সুখানুভবের সম্ভাবনাই নাই, সেই অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করার প্ররোচনা দ্বারা শ্রুতি কি সংসারী জীব সম্বন্ধে বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না? ইহাতে কি শ্রুতিসম্বন্ধে বঞ্চনাকারিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে না? আবার, কেবল "জক্ষৎ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সম্বন্ধেই শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিরূপ কথা বলিয়া তাথাকথিত সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", "যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ", "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্", "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ"-ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যরূপে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে সকল শ্রুতিবাক্যে "আনন্দ"-শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া তিনিও বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতিবাক্যের কিরূপ সমাধান সম্ভব, তাহা শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন নাই।

অগ্নির শীতলত্ব-সম্বন্ধীয় বাক্যের ন্যায়ই এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মূল্য — ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবশ্য নূতন বক্তব্য আর থাকে না।

আবার, "সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্য-ক্রীড়াদি প্রাপ্তির ন্যায়, স্থাবরাদি-দেহের দুঃখাদি প্রাপ্তিও তো সম্ভব হইতে পারে ?"—এই আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কেন না, যত কিছু সুখ-দুঃখাদি-সম্বন্ধ, তৎসমস্তই নামরূপকৃত কার্য্যকরণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি সম্পর্কজনিত ভ্রান্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিতমাত্র — কোনটীই সত্য নহে।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উত্তরে পূর্ব্বপক্ষের সংশয় দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এ কথা বলার হেতু এই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীবের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভ্রান্তি-বিজ্ঞানে অধ্যারোপিতমাত্র, কোনওটীই সত্য নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, যোগি-দেবতাদি-জীবের হাস্যক্রীড়াদি-জনিত "অসত্য" সুখ যখন সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্যক্রীড়াদি-জনিত সুখে পরিণত হয়, তখন স্থাবরাদিদেহের "অসত্য" দুঃখ কেন তাদৃশ মুক্তপুরুষের দুঃখরূপে পরিণত হইবেনা ? সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্তপুরুষ কি কেবল যোগি-দেবতাদির সহিতই সর্ব্বাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়েন ? স্থাবরাদিদেহ-বিশিষ্ট জীবের সহিত কি সর্ব্বাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়েন না? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুক্তপুরুষের সর্ব্বাত্মকত্বই বা সিদ্ধ হয় কিরূপে? আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। "জক্ষন্-ক্রীড়ন্-"ইত্যাদি বাক্যে মুক্তপুরুষের যে হাস্য-ক্রীড়াদির কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহা যে সত্য নহে, একথা তো শ্রুতি বলেন নাই ? তাহা সত্যই। কেননা, যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনি তো ভ্রান্তিবিজ্ঞানের অতীতই হইয়াছেন ; তাঁহার পক্ষে অসত্য বা মিথ্যা হাস্যক্রীড়াদির প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কোনও সন্তোষজনক উত্তরই দিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত-স্থাপনে তাঁহার অসামর্থ্যই ইহাদ্বারা বুঝা যায়।

যাহা হউক, বৃহদারণ্যকের যে বাক্যটীর মধ্যে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-এই বাক্যটী আছে, সেই বাক্যটীতেই কথিত হইয়াছে —'বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই কর্ম্মীর কর্ম্মফলদাতা।' এইশ্রুতিবাক্যটীর ভাষ্যোপক্রমেই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন— "উক্ত উভয়বিধ (বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ) বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার ?—ধনদাতার—কর্ম্মানুষ্ঠাতা যজমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ ফলদাতা।" ইহাতে তাঁহার কথাতেই জানা গেল — বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন ফলদাতা। বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে তিনি আবার "ফলদাতা" কিরূপে হইতে পারেন ? ফলদাতৃত্ব তো সবিশেষত্বেরই পরিচায়ক। শ্রীপাদ শঙ্কর এই উক্তির কোনওরূপ সমাধানের চেষ্টা করেন নাই।

এইরূপে দেখা গেল—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—এই বাক্যটীতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপনের পক্ষে শ্রীপাদ শঙ্করের চেষ্টা সম্যক্‌রূপে ব্যর্থই হইয়াছে। এই বাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপন করিতেছে এবং বাক্যটীর সবিশেষত্ব-সূচক অর্থগ্রহণ করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে

পারে। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—এ-স্থলে "বিজ্ঞান" অর্থ—বিজ্ঞানময় এবং "আনন্দ" অর্থ—আনন্দময়। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৬১। ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আরও কয়েকটী উক্তির আলোচনা

ক। ব্রহ্মের প্রকাশকত্বহীন প্রকাশ-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

নির্ব্বিশেষবাদী বলেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল প্রকাশমাত্র। তিনিপ্র কাশক নহেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রকাশ বলিতেই স্ফূর্ত্তি বুঝায়। ব্রহ্ম যে প্রকাশ, তাহা জানা যাইবে কিরূপে? তিনি যখন কাহারও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তখন তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ না করিলে তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপত্বও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতিও তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। নিজেকে তিনি নিজে প্রকাশ করেন, ইহা স্বীকার করিলেই তাঁহার প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশিকা শক্তি স্বীকার করিতে হয়।

ইহার উত্তরে নির্ব্বিশেষবাদী হয়তো বলিবেন—"প্রকাশিকা শক্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন? প্রকাশ-বস্তু আত্মপ্রকাশের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্বপ্রকাশত্ব হইতেই প্রকাশরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে।" এই উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—এই উক্তিতেই ব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা শক্তি স্বীকৃত হইতেছে। প্রকাশিকা শক্তিব্যতীত স্বপ্রকাশ-নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৩০ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামানুজের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই।

"কিঞ্চ নির্ব্বিশেষ-প্রকাশমাত্র ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরুপপাদম্। প্রকাশো হি নাম স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্যতাম্ আপাদায়ন্ বস্তুবিশেষঃ। নির্ব্বিশেষস্য বস্তুনঃ তদুভয়রূপত্বাভাবাদ্ ঘটাদিবৎ অচিত্ত্বমেব। তদুভয়রূপত্বা ভাবেঽপি তৎক্ষমত্বমস্তীতি চেৎ? তন্ন, তৎক্ষমত্বং হি তৎসামর্থ্যমেব। সামর্থ্যগুণযোগে হি নির্ব্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ॥—শ্রুতত্বাচ্চ॥১।১।১১॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ॥—আরও এক কথা। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ-প্রকাশমাত্র স্বরূপ বলিলে তাঁহার প্রকাশত্বই উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না। কারণ, (অন্যের নিকট) নিজের ও অপরের ব্যবহারযোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা)-সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ-পদবাচ্য। নির্ব্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই অসম্ভব; সুতরাং ঘটাদি-পদার্থের ন্যায় তাঁহার অচিদ্রূপতাই (জড়তাই) সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, স্ব-পর-ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা আছে। না—তাহা হয় না; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য। ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের সম্বন্ধ স্বীকার

করিলেই ত নির্ব্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত ভাষ্যানুবাদ।”

নির্ব্বিশেষবাদী বলিতে পারেন—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মে ভেদের আরোপ করিতে হয়। ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে (৩৪ পৃষ্ঠায়) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

“ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্-বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥বৃহদারণ্যক॥৪।৩।২৩॥’ শ্রীমধ্বাচার্য্যানুস্মৃতং ব্যাখ্যানম্—‘উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥৩ ২।২৭॥,’ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়॥ব্রহ্মবল্লী॥১।১॥,’ ‘যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ॥মুণ্ডক॥১।১।৯॥,’ ‘এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ॥বৃঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঃ॥,’ ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ॥তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥৪।১॥’ ইত্যাদাবুভয়-ব্যপদেশাৎ যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্ত্বঞ্চ। ‘তু’-শব্দঃ শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণম্—ইতি নির্দ্ধারয়তি। অতঃ স্বস্মিন্নেবাভেদভেদ-নির্দ্দেশ-লক্ষণোভয়ব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথা—অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিভির্ভেদ এবমিহাপি।

“প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ব্রহ্মসূত্র ॥৩।২।২৮॥ ইতি, ‘অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা—প্রকাশঃ সাবিত্রঃ তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ। অথচ ভেদ-ব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥শাঙ্কর ভাষ্যম্ ॥”

“পূর্ব্ববদ্ বা ॥ব্রহ্মসূত্র॥৩।২।২৯॥’ ইতি অথবা ‘স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥২।৩।২০॥’-ইত্যত্রোত্তর-শব্দবদনন্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ পূর্ব্বো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মন্তব্যম্। ততশ্চ তস্য যথা-প্রকাশৈকরূপত্বেঽপি স্ব-পর-প্রকাশনশক্তিত্বমুপলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বপর-জ্ঞানানন্দহেতুরূপ-শক্তিত্বম্।

অত্র স্বয়ং স্বং জানাতীতি স্বার্থস্ফূর্ত্তিরিতি প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্। তদেবমুভয়ব্যপদেশাৎ সাধয়িত্বা শ্রুত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—‘প্রতিষেধাচ্চ ॥ব্রহ্মসূত্র ॥৩।২।৩০॥

ন চ বক্তব্যং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবস্তুন্তরম্। যতো ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’ ইতি। তথা ‘ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥” ‘চ’-কারেণ ত্বজ্ঞানাদিকং প্রতিষিধ্য স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিত্বমেব স্থাপ্যতে।”

মর্ম্মানুবাদ ঃ—“তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত দ্রষ্টৃ-পুরুষের দর্শনশক্তির বিপরিলোপ হয় না। তাঁহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, যিনি তাঁহা হইতে অন্য কিছু বিভক্ত দেখেন (বৃ. আ. ৪।৩।২৩)।

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুস্মৃতা ব্যাখ্যা,—(১) উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ (ব্রহ্মসূত্র-৩।২.২৮), (২) সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, (৩) এষ আত্মা পরমানন্দঃ, (৪) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিত্ব ও জ্ঞানমত্ত্ব, এই উভয়ই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। সূত্রে যে তু-শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ—‘শ্রুতিই এ-স্থলে প্রমাণ।’ অতএব আপনাতে ভেদ ও অভেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যপদেশহেতু সর্প-

কুণ্ডলত্ব দৃষ্টান্তাস্পদত্ব হইয়া থাকে। যেমন 'অহি' বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না, আবার উহার ফণা, কুণ্ডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয় উভয়েই যেমন বস্তুতঃ তেজঃ-পদার্থ, সুতরাং উভয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও তদনুরূপ প্রতিপাদ্য। যেমন—প্রকাশ—সূর্য্যকিরণ ; উহার আশ্রয়—সূর্য্য। উভয়েই তেজরূপে কোন পার্থক্য না থাকায় উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যপদেশ-বিশিষ্ট। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ ধর্ত্তব্য।

'পূর্ব্ববৎ বা (ব্রহ্মসূ ॥৩।২।২৯)' (এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারাও প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে)। (এস্থলে ' স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ॥২।৩।২০॥, এই ব্রহ্মসূত্রও প্রযুক্ত হইয়াছে)। এখানে উত্তর-শব্দের ন্যায় অনন্তরও ধর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশাশ্রয়-পদের পূর্ব্বে যেমন প্রকাশ, এ-স্থলেও সেইরূপ। ইহা হইতে এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, সূর্য্যের এক প্রকাশ-রূপ হইলেও তাহার যেমন স্ব-পর-প্রকাশক-শক্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্ব-পর-জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তিত্ব নিত্যই বর্ত্তমান।

তিনি যখন নিজেকে জানেন, তখন তাঁহার স্বার্থ-স্ফূর্ত্তি; কিন্তু প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে, এ-স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য।

উভয় ব্যপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা যাইতেছে,—ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যে পৃথক্ বস্তু, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মসূত্রকার 'প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।৩০-' এই সূত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎও বলেন,—তাঁহার কার্য্য বা করণ নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া ও বিবিধ শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

(অনূদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে—'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'—এই চ-কারের টিপ্পনী করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন),—চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানাদি-শক্তিমত্ত্বাই স্থাপিত হইয়াছে।—শ্রীল রসিক মোহন বিদ্যাভূষণকৃত অনুবাদ।)"

ইহার পরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণঃ ॥ ৮।২৩।৪॥"-শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন— "অর্কপ্রকাশবৎ স্বত এব দৃক্ জ্ঞানং যস্য স অর্কদৃক্। অতঃ সর্ব্বদৃশাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সমীক্ষণঃ প্রকাশকঃ-ইতি—অর্কপ্রকাশের ন্যায় স্বতঃই যাঁহার জ্ঞান, তিনি অর্কদৃক্। অতএব তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রকাশক।"

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন—"এবঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈ-রুক্তম্ জ্ঞানরূপস্য চ তস্য জ্ঞাতৃস্বরূপত্বং দ্যুমণিদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্—শ্রীভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও

এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; যথা—সূর্য্য ও দীপাদির প্রকাশবৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-স্বরূপও যুক্তিযুক্ত।”

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”-এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর এক স্থলে লিখিয়াছেন—‘দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি (জ্ঞাতৃত্ব) কখনও সম্ভব হইতে পারে না।’ এ-স্থলেও তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ধরিয়া লইয়াই এই কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও যে ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সম্ভব হইতে পারে, “ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥১।১।৫॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিয়াছেন—“সাংখ্যবাদী যদি বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তো ব্রহ্মের শরীর ছিল না ; সুতরাং তাঁহার ঈক্ষণব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব নিত্য। উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ, অবিদ্যাগ্রস্ত সংসারী দেহীর পক্ষেই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের সাধন হয় ; জ্ঞানের প্রতিবন্ধশূন্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে তদ্রূপ দেহাদির অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ‘ন তস্য কার্য্যম্’, ‘অপাণিপাদঃ’-এই দুই শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের পক্ষে জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদির অপেক্ষাহীনতা এবং জ্ঞানের আবরণহীনতাই প্রদর্শিত হইয়াছে।”

আবার “নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২।২।২৮॥”-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের উপলক্ষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব এবং স্বরূপত্বের অপরিত্যাগেও উহার শক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে ঈক্ষণাদি যখন সম্ভব হয়, তখন জ্ঞাতৃত্ব এবং প্রকাশকত্বাদিও সম্ভব হইতে পারে।

প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি স্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ-ভেদহীন ব্রহ্মে ভেদের আরোপ করা হয় বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রসঙ্গেই উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইল। এই আলোচনা হইতে জানা গেল—সূর্য্যের সহিত সূর্য্যের প্রকাশের যে সম্বন্ধ—অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকা শক্তির, কিম্বা মৃগমদের সহিত তাহার গন্ধের যে সম্বন্ধ—ব্রহ্মের সহিতও তাঁহার প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদির সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদির আত্যন্তিক ভেদ নাই, কেননা প্রকাশকত্বাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বা ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেই আত্যন্তিক ভেদের প্রশ্ন উঠিত। (অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে)। প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি গুণ হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ভেদ আছে বলিয়া মনে হইলেও এ-সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত বলিয়া বস্তুতঃ ভেদ নাই।

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একস্থলে বলিয়াছেন—“পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তো সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু তাহা তো কখনই করেন না।”

এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই—যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম তাঁহার আনন্দাত্মক স্বভাব সর্ব্বদা প্রকাশ করেন না, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকাশকত্বের নিত্যত্ব নিষিদ্ধ হয় না। বেদজ্ঞ আচার্য্য যখন তাঁহার শিষ্যের নিকটে বেদবিদ্যা প্রকাশ করেন, কেবলমাত্র তখনই যে তাঁহার বেদজ্ঞত্ব বর্ত্তমান থাকে, আর যখন তাহা করেন না, তখন যে তাঁহাতে বেদজ্ঞত্বের অভাব হয়, তাহা নহে। বেদজ্ঞত্ব তাঁহাতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। বস্তুর শক্তি, মন্ত্রাদির ন্যায় কার্য্য-ঘটনের পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে; বিশেষত্ব এই যে, কার্য্যকাল-প্রাপ্তিমাত্রেই উহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা। "তস্মাদ্ বস্তুনঃ শক্তিঃ কার্য্য-পূর্ব্বোত্তর-কালেঽপি মন্ত্রাদেরিবাস্ত্যেব, কার্য্যকালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ—তদ্ ব্রহ্মণোঽপি ভবিষ্যতি। সর্ব্বসম্বাদিনী॥ ৩১ পৃষ্ঠা।"

এই বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীপাদ শঙ্করের একটী উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "এবমদ্বৈতশারীরকেঽপি উক্তম্—'বিষয়-ভাবাদিময়চেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাদিতি'—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও লিখিয়াছেন—জগতের সর্ব্বত্র যে চেতনার বৃত্তি লক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ, উহা চৈতন্যের অভাবজনিত নহে।" অর্থাৎ উহা দ্বারা চৈতন্যের অভাব সূচিত হয় না।

শ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রকাশকত্বের কথা দৃষ্ট হয়ঃ—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

—শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৪॥ ; কঠোপনিষৎ ॥২।২।১৫॥ (১।২।২৮-প-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, সে সকল বিচারসহ নহে। প্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকাশক।

খ। ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানস্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব নাই।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই জানিতে পারেন; যাঁহার জ্ঞান নাই, তিনি জানিতে পারেন না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যিনি জানিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান আছে এবং যিনি জানিতে পারেন না, তাঁহার জ্ঞান নাই। এইরূপে দেখা যায়—জ্ঞানের সঙ্গে জানার বা জ্ঞাতৃত্বের একটা স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই জ্ঞাতৃত্ব থাকে—যেমন যেখানে অগ্নি, সেখানেই দাহিকা-শক্তি থাকে, তদ্রূপ। দাহিকা-শক্তিহীন অগ্নির ন্যায় জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানও কল্পনার অতীত।

যদি বলা যায়—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানস্বরূপই বলা হইয়াছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এস্থলে জ্ঞাতৃত্বের কথা বলা হয় নাই।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত যে ব্রহ্মের বিশেষণ, তাহাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান-শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়ায় তদ্দ্বারা তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই সূচিত হইতেছে।

জ্ঞান-শব্দে "চিৎ" বুঝায়। "জ্ঞানং চিদেকরূপম্।" ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম হইতেছেন চিৎ-মাত্র; তাঁহাতে চিৎ-বিরোধী বা জড় কিছু নাই। চিৎ থাকিলেই চিৎ-এর ধর্ম্ম জ্ঞাতৃত্বাদি থাকিবেই—যেমন অগ্নি থাকিলে তাহার দাহিকা-শক্তিও থাকিবে, তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্বাদি নিষিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রহ্মের অনুভব-যোগ্যতা আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বলিয়াছেন—ব্রহ্মের অনুভব-যোগ্যতা নাই; কিন্তু তিনি যে তাঁহার এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, তাহাও সেই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুভব-যোগ্যতা শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। এক—অন্য বা মুক্তজীব কর্ত্তৃক অনুভূত হওয়ার যোগ্যতা। আর এক অর্থ—নিজে অনুভব করার যোগ্যতা।

পূর্ব্ববর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—মুক্ত জীবগণ ব্রহ্মের বা ব্রহ্মানন্দের অনুভব করেন। শ্রুতিবাক্যও ইহার সমর্থন করেন।

তিনি যে অনুভবও করেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার আনন্দ জড় নয়; ইহা হইতেছে চেতন আনন্দ; সুতরাং এই আনন্দে চেতনার ধর্ম্মও থাকিবে। এই চেতন-ধর্ম্মবশতঃই তিনি মুক্তজীবের নিকটে অনুভূত হয়েন, নিজের নিকটেও অনুভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতি তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। এই স্বপ্রকাশত্ব হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম।

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম নিজেকে নিজে অনুভব করেন—ইহা স্বীকার করিলে একই বস্তুতে কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারক স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। একই বস্তু কর্ত্তৃকারক এবং কর্ম্মকারক হইতে পারেনা।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মের একাধিক কারকত্ব শ্রুতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃকারকত্ব এবং কর্ম্মকারকত্ব-উভয়ের কথাই বলা হইয়াছে। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত-ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুত ইতি কর্ত্তৃত্বম্।—ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন—এই বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়রূপতাই

প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আপনাকে'-এতদ্দ্বারা কর্ম্মত্ব এবং 'আপনি করিলেন'-এতদ্দ্বারা কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে।"

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে একই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অপাদান-কারকত্ব, করণকারকত্ব, এবং অধিকরণ-কারকত্বের কথা বলা হইয়াছে। "যাহা হইতে ভূতসমূহের জন্ম"-এই বাক্যে অপাদান-কারক, "যাহাদ্বারা জাত ভূতসমূহ জীবিত থাকে"-এই বাক্যে করণ-কারক এবং "যাহাতে শেষকালে ভূতসমূহ প্রবেশ করে"-এই বাক্যে অধিকরণ-কারকের কথা বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের একাধিক কারকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি বলা যায়—মায়িক উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধেই একাধিক-কারকের কথা বলা হইয়াছে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যুক্তির অনুরোধে ব্রহ্মের মায়িক উপাধি স্বীকার করিলেও, একই মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্মের সম্বন্ধেই তো একাধিক কারকের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং একই বস্তু একাধিক কারকের আস্পদ হইতে পারে না—একথা বলা সঙ্গত হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মের একাধিক-কারকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির কারণ, "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-এই তৈত্তিরীয়-বাক্যের ভাষ্যে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোনমতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্ব-ধর্ম্মদ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কি প্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? যাহাকে কোনও বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। 'আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ উপস্থিত হইত।' বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির প্রকৃত কারণ, তাঁহার উল্লিখিত উক্তির শেষাংশেই অভিব্যক্ত হইয়াছে—"জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার (ব্রহ্মের) শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতা অনুপপন্ন হয়।"—অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞার অনুকূল ভাবে শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিলে শ্রুতিবাক্যের আনুগত্য করা হয় না; বরং শ্রুতিবাক্যকে নিজের অভিমতের আনুগত্য করাইবার প্রয়াসই সূচিত হয়। তাহাতে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থও উপেক্ষিত হয়।

ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইলেই যে তাঁহার সত্যত্ব ও অনন্তত্ব ক্ষুণ্ণ হয়—একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, সত্য-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম বিকারশীল নহেন, তিনি সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত। জ্ঞান-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ, ব্রহ্ম জড় নহেন। আর-অনন্ত-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম দেশ, কাল এবং বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; তিনি সর্ব্ববিষয়ে অসীম। "তত্র 'সত্যং'-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্‌বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরং, 'জ্ঞানং-পদং চান্যধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্, 'অনন্তং'-পদং চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্‌ব্যবৃত্ত-পরম্।—শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণে।" জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ বলিয়া চিৎ-এর ধর্ম্ম স্বপ্রকাশকত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব যে তাঁহার থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জ্ঞাতৃত্বাদি হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়, জ্ঞাতৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতৃত্বদ্বারা তাঁহার অন্যরূপতা-প্রাপ্তিত্বের বা বিকারিত্বের আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার সত্যত্বেরও হানি হইতে পারে না। আবার, তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বিভক্তত্বের বা পরিচ্ছিন্নত্বের আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না—সুতরাং তাঁহার অনন্তত্বও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় তাঁহার জ্ঞাতৃত্বও অনন্ত-অসীম। (পূর্ব্ববর্ত্তী **ক**-উপ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বের কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।২॥ নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৮।১১॥ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৫।১৫॥"-ইত্যাদি।

এইরূপে দেখা গেল—জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। তাঁহার স্বরূপভূত নিত্য-জ্ঞাতৃত্ব আছে বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" বলিয়াছেন। যদি বলা যায়—মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মকেই শ্রুতি "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" বলিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যুক্তির অনুরোধে ব্রহ্মের মায়োপহিতত্ব স্বীকার করিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি না থাকিলে মায়োপাধিযোগে সর্ব্বজ্ঞত্ব যে সম্ভব হয় না, তাহা পরে ১।২।৬৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

গ। ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বহীন আনন্দস্বরূপত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

বেদান্তদর্শনের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥১।১।১২॥"-এইসূত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতিতে বহুস্থলে "আনন্দময়"-শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই "আনন্দময়"-শব্দে পরমাত্মাকে বা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অন্য কিছুকেই লক্ষ্য করা হয় নাই।

পরবর্ত্তী "বিকারশব্দান্নেতি চ প্রাচুর্য্যাৎ ॥১।১।১৩॥"; তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৪॥", "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১।১।১৫॥", "নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৬॥", "ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥",

"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১।১৮॥" এবং "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১।১।১৯॥"-এই সাতটী সূত্রেও "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"-সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আনন্দময়-শব্দে যে মুখ্য ব্রহ্মকেই (পরব্রহ্মকেই) লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবরূপ বা প্রকৃতিরূপ গৌণ-ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"আনন্দময়"-শব্দে মুখ্য ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অন্যকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অর্থে আটটী সূত্রেরই ভাষ্য করিয়া সর্ব্বশেষ, পূর্ব্বোল্লিখিত ১।১।১৯॥-সূত্রের ভাষ্যের পরে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া পুনরায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"-সূত্রে "আনন্দময়"-শব্দে মুখ্য ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, গৌণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; মুখ্যব্রহ্ম আনন্দময় নহেন, তিনি কেবল আনন্দ। অর্থাৎ শ্রীপাদ শঙ্করের শেষমতে পরব্রহ্ম হইতেছেন—আনন্দময়ত্বহীন আনন্দমাত্র।

এ-স্থলে একটী কথার উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহাতে বরং শ্রীপাদশঙ্করের তুই রকম ব্যাখ্যার একটা হেতুর আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কথাটী হইতেছে এইঃ—মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত পণ্ডিত-প্রবর কালীবরবেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ-সমন্বিত শঙ্করভাষ্যযুক্ত বেদান্তদর্শনের পাদটীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় রকম ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে,—

"এখানে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—আচার্য্যশঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কালে ৺কাশীধামে ছিলেন। 'আনন্দময়'-অধিকরণের ভাষ্য রচনার পর একদা তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। এমন সময় ব্যাসদেব ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে সেখানে আসিয়া আচার্য্যের সঙ্গে আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব তাঁহার ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমর্থ না হইলেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে, তোমার ব্যাখ্যা খুব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার অভিপ্রায় ঐরকম নহে, অতএব তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অভিমত অর্থও যোজনা করিয়া দিবে। এই জন্য ভাষ্যকার প্রথমে ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়া পরে 'ইদংত্বিহ বক্তব্যম্' হইতে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন।"

এই প্রবাদবাক্যটীর ভিত্তিতে ঐতিহাসিকত্ব যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নয়, তাহা ব্যাসদেব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। আর, ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলেও জানা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে বেদান্ত-সূত্রের সমর্থক শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থ প্রকাশ করে নাই,—এইরূপ বিশ্বাস বহুলোকেই পোষণ করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই সকল যুক্তি শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিবিধ শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া "আনন্দ-

ময়োহভ্যাসাৎ”-সূত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মসূত্রে “মুখ্যব্রহ্ম” সম্বন্ধেই “আনন্দময়”-শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর তদ্রূপ অর্থ করিয়া যখন ভাবিলেন যে, ঐরূপ অর্থে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব আসিয়া পড়ে, তখনই তিনি অন্যরূপ অর্থ করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পিত নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টায় তিনি যেন এ-স্থলে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের ভ্রম দেখাইতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। “অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১।১।১৯॥”—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

‘ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যস্যতে—.....ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্।—শ্রুতিতে ‘আনন্দময়’-শব্দের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই প্রাতিপদিকের (অর্থাৎ ‘আনন্দ’-মাত্রের) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) করা হইয়াছে।...আনন্দময়ের অভ্যাস করা হয় নাই, ইহাই জানিতে হইবে।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—সূত্রকার ব্যাসদেব যে শ্রুতিতে ব্রহ্মসম্বন্ধে “আনন্দময়”-শব্দের অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ উল্লেখের) কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। শ্রুতিতে কোথাও ব্রহ্মকে “আনন্দময়” বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয় নাই, “আনন্দ” বলিয়াই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ”-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র-প্রসঙ্গেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেবের ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—“অগ্নি শীতল”-এই বাক্যের যেরূপ মূল্য, এই সকল শ্রুতিবাক্যের তদ্রূপই মূল্য।

যাহা হউক, তাঁহার উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর যে কয়টী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কয়টী এই :—

“রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ”, “এষ হ্যেবানন্দয়াতি”, “সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ইতি, “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” ইতি চ। ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি। (এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে)।

এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে “আনন্দ” বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম “আনন্দময়” না হইলে এই সকল শ্রুতিবাক্যের যে কোনও সার্থকতাই থাকে না, তাহাও সত্য। শব্দার্থ-জ্ঞানে এবং শ্রুতিবাক্যের অর্থ জ্ঞানে সূত্রকার ব্যাসদেবের পারদর্শিতা ছিল না,—এইরূপ মনে না করিলে শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তির ন্যায় উক্তি কেহ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে অধিক মন্তব্য অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও লিখিয়াছেন—“যদি আনন্দময়-শব্দের ব্রহ্ম-বিষয়ত্ব নিশ্চিত

হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দ-শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে "আনন্দময়"-এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বলিয়া 'কল্পনা' করা যাইত ; কিন্তু 'আনন্দময়'-এর ব্রহ্মত্ব নাই।'

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—"আনন্দময়"-শব্দ যে মুখ্যব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার প্রথম অর্থে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদিও শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় অর্থ খণ্ডন করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মের আমন্দময়ত্ব শ্রুতিসম্মত এবং ব্যাসদেবেরও সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় অর্থ ব্যাসদেবের সম্মত নয়। ব্যাসদেবের সূত্রোক্তি স্বীয় অভিমতের প্রতিকূল বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাঁহার ভ্রম-প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি যে ব্যাসদেবের সম্মত নহে, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতিবাক্যেরই সমন্বয় স্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন ; সুতরাং ব্যাসদেবের উক্তি যে শ্রুতিসম্মত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বই শ্রুতি-সম্মত। (পূর্ব্ববর্ত্তী **ক** উপ-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। ব্রহ্মের সত্তামাত্রত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্তামাত্র—আনন্দসত্তা, জ্ঞানসত্তা, চিৎসত্তা। এজন্যই তিনি ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, আনন্দময়ত্বাদি স্বীকার করেন না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী **ক, খ** ও **গ** অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম কেবল আনন্দসত্তামাত্র নহেন, তিনি আনন্দময়ও; "এষ হ্যেব আনন্দয়াতি-" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের আনন্দদাতৃত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্-" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি (৬।২।১॥)-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ। —'সদেব' 'সৎ' অর্থ অস্তিতামাত্র (বিদ্যা-মানতা বা সত্তামাত্র), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থকৃত অনুবাদ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে "সৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"অস্তিতামাত্র", "সত্তামাত্র"। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—

"সৎ"-এর ভাব হইল "সত্তা"। সুতরাং "সৎ" এবং "সত্তা"-এক কথা নহে। যে বস্তু আছে, তাহার সত্তাও থাকিবে ; সত্তাহীন কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় না। আবার, বস্তু নাই, কেবল তাহার সত্তা মাত্র আছে—ইহাও কল্পনার অতীত। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে—"সৎই" ছিলেন,—একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। সেই "সৎ" বস্তুটী কিরূপ, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই

এক এবং অদ্বিতীয় বস্তুটী কি, শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—"সেই বস্তুটী হইতেছে—সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন, নিরবয়ব, বিজ্ঞান, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে যাঁহার কথা জানা যায়।" অর্থাৎ এই সৎ-বস্তু হইতেছেন "ব্রহ্ম"। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার নিজের ভাবে এই বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, নিরবয়ব-ইত্যাদি বলিয়াছেন।

এই ব্রহ্মকেই শ্রুতি "সৎ—যাহা সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ" বলিয়াছেন। এই ব্রহ্ম যে একটী বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর "অস্তিতামাত্র—সত্তামাত্র", এ কথা শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর "সৎ"-শব্দের "অস্তিতামাত্র—সত্তামাত্র" অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই বুঝা যায়—শ্রুতিতে যাহা নাই, এতাদৃশ একটী "তা"-শব্দের যোজনা করিয়াই তিনি অর্থ করিয়াছেন। সৎ = সৎ + তা = সত্তা অস্তিতা। অতিরিক্ত এই "তা"-শব্দটীর যোজনা না করিলে তিনি "সৎ"-শব্দের "সত্তামাত্র—অস্তিতা-মাত্র" অর্থ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের অত্যাগ্রহবশতঃই শ্রীপাদ শঙ্করকে এইরূপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রুতি বলিতেছেন—"সৎ" ছিলেন; শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—"সত্তা" ছিলেন। ইহাতে মনে হয়—শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে, "সৎ" ছিলেন না, কেবল সত্তাই ছিলেন। সত্তাযুক্ত সৎ ছিলেন—ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য হইতে পারে না; কেননা, "সৎ" ছিলেন বলিলেই বুঝা যায়, "সৎ"-এর অস্তিত্ব বা সত্তাও ছিল।

"সৎ" ছিলেন না, কেবল "সত্তামাত্র" ছিল—এই উক্তির কোনও তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না। "সৎ"-ব্যতীত "সত্তার" অস্তিত্ব কল্পনাতীত। "সৎ"কে আশ্রয় করিয়াই সত্তা থাকে; "সৎ"-এর আশ্রয়হীন ভাবে "সত্তা" থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম "সৎ" নহেন, কেবল "সত্তামাত্র"—এইরূপ অনুমান বিচারসহও নয়, শ্রুতিসিদ্ধ তো নহেই।

৬। ব্রহ্মের শব্দাবাচ্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি' ইত্যাদি ১৩।১৩-গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর শ্লোকস্থ "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে" এই অংশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম "ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যতে ইতি যুক্তং 'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে'-ইত্যাদি শ্রুতিভিশ্চ।—ব্রহ্ম কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না; 'যতো-বাচো নিবর্ত্তন্তে'-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন।"

এই উক্তির সমর্থনে তাঁহার যুক্তি এই যে—বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই শব্দের প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মের কোনও রূপ বিশেষত্বই যখন নাই, তখন ব্রহ্ম কখনও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বাচ্যতার কথা বলা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদেও তাহা প্রদর্শিত হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে অসীম বলিয়া তাঁহার সম্যক্ বর্ণন সম্ভব নয়—ইহাই এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।

যাহা হউক, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন বটে যে, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য নহেন; কিন্তু অন্যত্র তিনি "নির্ব্বিশেষ" ব্রহ্মের শব্দবাচ্যতার কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ-" ইত্যাদি ৬।২।১-ছান্দোগ্য-বাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ।" এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সর্ব্ববেদান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। বেদান্তশাস্ত্র তো শব্দময়; শব্দের সহায়তাতেই বেদান্তে বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে বেদান্তে কিরূপে ব্রহ্মের কথা বলা হইতে পারে?

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অথবা, যথোক্তং ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে—অথবা, ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রই ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিবার একমাত্র কারণ বা বোধহেতু, অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, অন্য প্রমাণে হয় না।—কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ।"

ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদাদি-প্রমাণের দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে?

এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই—শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্ব্ববিশেষত্ব-হীন ব্রহ্ম বাস্তবিকই শব্দবাচ্য হইতে পারেন না (পরবর্ত্তী ১।২।৬২-অনুচ্ছেদে এ-বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এজন্য বেদান্তবেদ্যও হইতে পারেন না, বেদান্তে কোনও স্থলেই এতাদৃশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথা নাই। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সবিশেষই—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট—সুতরাং শব্দবাচ্য।

৬২। শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত নির্ব্বিশেষত্বের স্বরূপ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা

স্বীয় অভিমত নির্ব্বিশেষত্বের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৫৫-৫৯-অনুচ্ছেদে তৎসমস্ত আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্র-প্রমাণগুলিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কোনও একটী প্রমাণেও অপ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়—প্রাকত-বিশেষত্বকেই

তিনি একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং যাহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব নাই, তাহাকেই তিনি সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন—সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ—বলিয়া মনে করেন। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত নির্ব্বিশেষত্বের স্বরূপ।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৪৮ **ক**-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—বিশেষত্ব দুই রকমের—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৪৮ খ-গ অনুচ্ছেদে শ্রুতিবাক্য সমূহের আলোচনায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে ; কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব যখন নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন ব্রহ্মকে সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন মনে করা যুক্তিসঙ্গতও নয়, শ্রুতিসম্মতও নয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও যে নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক নহে, পরন্তু সবিশেষত্ব-বাচক, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬০-অনুচ্ছেদের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশকত্বহীন প্রকাশ-স্বরূপ এবং আনন্দময়ত্বহীন আনন্দস্বরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬১-অনুচ্ছেদে তাঁহার এই সমস্ত উক্তির আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার উক্তি বিচারসহ নহে।

ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা স্বীকার করিতে গেলে নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। অথচ ব্রহ্মের নিত্যত্বাদি বিশেষত্ব শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন—"স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেকবিশেষাঃ সন্ত্যেব তে চ ন বস্তুমাত্র-মিতি শক্যোপপাদনাঃ। বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদ-দর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্ত্বিতি বক্তব্যম্।-জিজ্ঞাসাধিকরণ॥৫০॥—অপিচ (শ্রীপাদ শঙ্করের) নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম ব্রহ্মে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। সেগুলিকে বস্তুমাত্র (নির্ব্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করা যায় না। কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার-ভেদ দেখা যায় এবং (শ্রীপাদ শঙ্কর) নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকারভেদদ্বারাই স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, বস্তু যে প্রমাণসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের আনুগত্যে অনুবাদ।"

শ্রীপাদ রামানুজের উল্লিখিত উক্তি প্রসঙ্গে শ্রুতিপ্রকাশিকা বলেন—এ-স্থলে যে "নিত্যাদয়ঃ" পদ আছে, তাহার অন্তর্গত "আদি"-শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশকত্ব, একত্ব ও আনন্দত্ব ইত্যাদি। বৌদ্ধ-দের ক্ষণিকবাদ খণ্ডনের জন্য নিত্যত্ব, বৈশেষিকদের জড়ত্ববাদ খণ্ডনের জন্য স্বপ্রকাশত্বাদি বিশেষণ মায়াবাদীদেরও স্বীকৃত। শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের ঐসকল বিশেষণ স্বীকার করিয়াই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে তাঁহার নিজের স্বীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণসিদ্ধও হইতে পারে না ; কেননা, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক।

"নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ-বস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্॥ শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ॥৪৯॥"

যদি বলা যায়—প্রমাণ না থাকুক, নির্ব্বিশেষত্ব অনুভবসিদ্ধ। তাহাও হইতে পারে না। কেননা, নির্ব্বিশেষ বস্তুর অনুভব সম্ভব নয় ; সবিশেষ বস্তুরই অনুভব সম্ভব। "আমি ইহা দেখিয়াছি"-এই সকল অনুভব-স্থলে কোনও একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে (শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ॥৪৯॥) "ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ, ইহা অনুভবসিদ্ধ"—এতাদৃশ বাক্যই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যও হইতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রসমূহ সবিশেষ বস্তু বুঝাইতেই সমর্থ। একথা বলার হেতু এই। পদবাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত। প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদন অবর্জ্জনীয়। অর্থভেদ-বশতঃই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমষ্টিদ্বারা গঠিত বাক্যের মধ্যে অনেক পদার্থবিশেষ অভিহিত হওয়ায় উহাতে নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দ-প্রমাণেরও স্থান নাই (শ্রীপাদ রামানুজ। জিজ্ঞাসাধিকরণ ॥৫০॥)

শব্দবাচ্য বস্তুমাত্রই সবিশেষ। প্রকৃতি-প্রত্যয় হইতে শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থই হইতেছে সেই শব্দের বাচ্য বস্তুর বিশেষণ। যে বস্তুর কোনও বিশেষণ বা বিশেষত্ব নাই, সেই বস্তু শব্দবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

যদি বলা যায়—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তো ব্রহ্মের অনির্ব্বাচ্যতার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বাচ্যতার কথা বলেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে আনন্দমীমাংসার প্রসঙ্গেই এই বাক্যটী বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দের অপরিসীমতাই—ইয়ত্তাহীনতাই—সূচিত হইয়াছে। বাক্যমন এই আনন্দের ইয়ত্তায়—শেষ সীমায়—পৌছিতে পারে না। সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বাচ্যতার কথা এই বাক্যে বলা হয় নাই। যাহা সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বাচ্য, তাহার জিজ্ঞাসার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। অথচ বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভই হইতেছে—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়। শ্রুতিও একাধিক স্থলেই ব্রহ্মের "বিজিজ্ঞাসিতব্যের" কথা বলিয়াছেন।

আবার যদি বলা হয়—"নেতি নেতি" ইত্যাদি অতন্নিরসন-সূচক বাক্যেই ব্রহ্মের কথা জানান হইয়াছে ; ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও বস্তুর সম্যক্ পরিচয় দিতে হইলে অন্বয়ী মুখে এবং ব্যতিরেকী মুখে—এই উভয়রূপেই তাহার পরিচয় দিতে হয়। সেই বস্তুটী যাহা বা যদ্রূপ, তাহা যেমন বলিতে হয়, আবার সেই বস্তুটী যাহা নহে বা যদ্রূপ নহে, তাহাও তেমনি বলিতে হয়। তাহা না করিলে বস্তুটীর সম্যক্ জ্ঞানলাভের অসুবিধা হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে "নেতি নেতি"-বাক্যে

ব্যতিরেকী মুখে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্ম যাহা যাহা নহেন, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যতিরেকী মুখে ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াই শ্রুতি ক্ষান্ত হয়েন নাই, অন্বয়ী মুখেও পরিচয় দিয়াছেন—ব্রহ্মবস্তু কিরূপ, তাহাও বলিয়াছেন। যথা—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "রসো বৈ সঃ"-ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ ইত্যাদিও শ্রুতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই জানা যায়—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য এবং শব্দবাচ্য বলিয়া সবিশেষ। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ। যাঁহার শব্দবাচ্য লক্ষণ আছে, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। লক্ষণই বিশেষণ।

ব্রহ্ম-শব্দটীই বিশেষত্ব-সূচক। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ১।২।৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার ব্রহ্মত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" হইয়া পড়েন "শূন্যনির্ম্মিত স্বর্ণকলসের" ন্যায় অবাস্তব বস্তু। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" শূন্যত্বেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন।

এই সমস্ত কারণে, শ্রীপাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষত্ব-পর সিদ্ধান্ত যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, অবৈদিক, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৬৩। শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-বাচক

ক। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"-ইত্যাদি ১।৩-বাক্যের ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইত্যারভ্য "বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম" ইতি সকৃৎশ্রুতস্য ব্রহ্মপদস্য নিমিত্তোপাদানরূপেণার্থভেদঃ শ্রুত্যৈব দর্শিতঃ॥"

একবারমাত্র উক্ত একই শব্দের বহুপ্রকার অর্থ যে স্বয়ং শ্রুতিও প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিপ্রোক্ত "গোপা"-শব্দের বহু অর্থের ব্যবহার দেখাইয়া তাহার পরে, "ব্রহ্ম"-শব্দেরও যে তদ্রূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে, তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি উপরে উদ্ধৃত ভাষ্যাংশ বলিয়াছেন। এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এই :—

শ্রুতিতে অন্যত্র আবার "কস্মাদুচ্যতে পরংব্রহ্ম—পরব্রহ্ম কেন বলা হয়"-এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরংব্রহ্ম—যেহেতু তিনি নিজে বৃদ্ধি পায়েন এবং অপরেরও বৃদ্ধিকারক, সেই হেতুতেই ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে।" এখানেও একবারমাত্র শ্রুতি নিজেই শ্রুত "ব্রহ্ম"-শব্দের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

[এ-স্থলে বৃদ্ধি পায়েন (বৃংহতি)-বাক্যে নিমিত্ত-কারণ বলা হইয়াছে। আর বৃদ্ধি করান (বৃংহয়তি)-বাক্যে উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে।]

উক্ত ভাষ্যাংশে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইয়া শ্রীপাদ শঙ্করই বলিলেন—জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণ বলিয়াই ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ হইতেই জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সর্ব্ববিধ কারণ।

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেই জানা যায়—ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-বাচক। জগৎ-কারণ নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না।

খ। অন্যত্র আবার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"অস্তি তাবৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতো রর্থানুগমাৎ।—নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত—এতাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম আছেনই। বৃহতি-(বৃন্‌হ্‌)-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই নিত্যশুদ্ধত্বাদি (নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতত্বাদি) অর্থ উপলব্ধ হয়।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই অর্থ হইতেও জানা গেল—ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-বাচক।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—এই উভয় স্থলেই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন--ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ (শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে) ; (আবার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন) ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। এই সমস্তই হইতেছে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক এবং এই সবিশেষত্ব যে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ হইতেই লব্ধ, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থই যখন সবিশেষত্ব-বাচক, তখন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব যে সবিশেষ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না ; কেননা, বেদান্তে এই প্রতিপাদ্য বস্তুকেই সবিশেষত্ব-বাচক ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতেন, তাহা হইলে সবিশেষত্ব-বাচক ব্রহ্ম-শব্দে তাঁহাকে অভিহিত করা হইত না।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে "আত্মা"-শব্দেও কোনও কোনও স্থলে অভিহিত করা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দে এবং আত্মা-শব্দে যে অর্থগত কোনও পার্থক্য নাই, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি ১১।২।৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত তন্ত্রোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ।—সর্ব্বব্যাপকত্ববশতঃ এবং জগৎ-যোনিত্ববশতঃ হরিই পরম আত্মা।" আত্মা-শব্দও সবিশেষত্ব-বাচক।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার

শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ হইতেই জানা জায়—জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন পরম-ব্রহ্ম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইতে পারেন না, উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

যাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক তো দূরের কথা, তিনিই হইবেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরম-ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি তাদৃশ অসমোর্দ্ধ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—তিনি প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, তাঁহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে এবং স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে—অর্থাৎ তিনি সবিশেষ।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮॥

এতাদৃশ সবিশেষ পরম-ব্রহ্মের সমান বা অধিক যখন কোনও তত্ত্বই নাই, তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে তাঁহার অধিক তো নহেনই, সমানও নহেন, তাহাই পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল। আবার, পরব্রহ্ম সর্ব্বাধিক বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া অন্য সমস্তের—সুতরাং নির্ব্বিশেব ব্রহ্মেরও—মূলও যে তিনি, তাহাও শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌"-বাক্যে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—সবিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা মূল।

বলা বাহুল্য, এ-স্থলে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন—অব্যক্তশক্তিক বা অসম্যক্‌প্রকাশ ব্রহ্ম, পরন্ত শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্ব্ববিশেষত্বহীন ব্রহ্ম নহেন। সর্ব্ববিশেষত্বহীন ব্রহ্মের উল্লেখ শ্রুতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না।

৬৪। সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, সুতরাং বেদান্তবেদ্য, শ্রুতি হইতে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়

সংসারী জীবের জন্যই শ্রুতি। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান-হীনতাবশতঃ জন্মমৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি, তাহা শ্রুতিই জানাইয়া দেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে যাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারিবে, ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" সুতরাং সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে—ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র বিজিজ্ঞাসিতব্য। এ জন্যই, বেদান্ত-সূত্রের আরম্ভই হইয়াছে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥ ব্রহ্মসূত্র॥"

এই বিজিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্মের স্বরূপই বেদান্ত-শাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্থল-বিশেষে স্পষ্ট-ভাবেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—“য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥৮।৭।১॥—যে আত্মা (ব্রহ্ম) নিষ্পাপ, জরাবর্জ্জিত, মৃত্যুহীন, শোকরহিত, ক্ষুধাপিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মারই অন্বেষণ করিবে, সেই আত্মার সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিবে।”

এ-স্থলে বলা হইল—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, অথচ সত্যকামত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্মই, অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মই, হইতেছেন বিজিজ্ঞাসিতব্য, অন্বেষ্টব্য (অনুসন্ধেয়)।

মুণ্ডক-শ্রুতিও বলিয়াছেন—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥২।২।৭॥—যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ, ভুবনে যাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) দিব্য (অপ্রাকৃত) আকাশে (সর্ব্বব্যাপক) ব্রহ্মপুরে প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। তিনি মনোময় (সঙ্কল্পময়) এবং জীবের প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) ও শরীরের (অথবা জীব-শরীরের) নিয়ামক এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অন্নে (জীবভোগ্য বস্তুতে) প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বিজ্ঞানে ধীরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং জানিতে পারেন—তিনি আনন্দস্বরূপ (সর্ব্ববিধ দুঃখহীন) এবং অমৃত (অবিনাশী)।”

এ-স্থলেও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিশেষত্বযুক্ত সবিশেষ ব্রহ্মই যে জ্ঞাতব্য, তাহা জানা গেল।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন—“স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥৪।১৫॥—তিনিই যথাসময়ে (বিশ্বের স্থিতিকালে) বিশ্বের পালনকর্ত্তা, তিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের অধিপতি), তিনিই সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত। দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাতেই যুক্ত (মনঃ সংযোগ করিয়া থাকেন)। তাঁহাকে এই ভাবে (পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণাক্রান্তরূপে) জানিতে পারিলে মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায়।”

এই বাক্য হইতেও জানা গেল—সবিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—“অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥৫।১৩॥—এই সংসারে সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা অনেক রূপে (দেব-মনুষ্যাদি বহুরূপে) অভিব্যক্ত; বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা সেই দেবকে জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।”

এই বাক্যেও জানা গেল—বিশ্বস্রষ্টা সবিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত (সর্ব্বপাশমুক্ত) হইতে পারা যায়।

"জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১।৪।১৬॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, সবিশেষ ব্রহ্মই বেদিতব্য—জ্ঞেয়, জিজ্ঞাসিতব্য॥ "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ॥ কৌ, ব্রা. অঃ ৪। কং ১৯॥—হে বালাকে! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং এ-সকল যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয়।" এই বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বের উল্লেখে সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

যে ব্রহ্মের জ্ঞানে অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ হয়, সেই ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য, জ্ঞাতব্য, সেই ব্রহ্ম যে সবিশেষ, কেনোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা যায়ঃ—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ কেন ॥১।২॥"

১।২।২৭-ক-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মই যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়কার্য্যের প্রবর্ত্তক—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ—এবং তাঁহার জ্ঞানেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা বলা হইয়াছে।

"যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ কেন ॥১।৮॥"

১।২।২৭-ছ-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে এবং সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে।

কঠোপনিষদেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়ঃ—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥—কঠ ॥২।২।১২
"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥—কঠ॥২।২।১৩॥"

১।২।২৮-ধ-ন-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

এই দুইটী বাক্যেও সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে।

"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥-এই ব্রহ্মসূত্রেও জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্মই যে জ্ঞেয় এবং জিজ্ঞাসিতব্য, তাহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য।

এই জাতীয় আরও অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না, (১।২।৬৮-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মই অন্বেষ্টব্য, বিজিজ্ঞাসিতব্য, সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।

সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি।—শ্রুতিসমূহ—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম'-এইরূপ কথা বলিয়া ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে জানা গেল—জগৎ-কর্ত্তা সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জিজ্ঞাস্য বস্তু।

এতাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, সেই ভাষ্যে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ।" আবার তৎপূর্ব্বে সেই ভাষ্যেই "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"-এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। "তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি—'ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্'-ইত্যাদিঃ।"

এইরূপে, শ্রুতিবাক্য হইতে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জিজ্ঞাস্য, সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় এবং পরম-পুরুষার্থ লাভ করা যায়। সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্মই যে বেদান্ত-বেদ্য, তাহাই নিঃসন্দেহে জানা গেল। (১।২।৬৮-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

৬৫। শ্রীপাদ শঙ্করের "সগুণ ব্রহ্ম" এবং "নির্গুণ ব্রহ্ম"

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্মের দুইটী রূপ—নির্গুণ এবং সগুণ।

যিনি সর্ব্বশক্তিরহিত, সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধরূপরহিত, সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম।

আর ঐ নির্গুণ ব্রহ্মে যখন শক্তির, গুণের, রূপের বা কোনওরূপ বিশেষত্বের উদয় হয়, তখন তিনি হয়েন সগুণ ব্রহ্ম।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধির যোগেই "নির্গুণ" ব্রহ্ম "সগুণ" হইয়া থাকেন। এই সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, জগৎকর্ত্তা। নির্গুণ ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বা জগৎ-কর্তৃত্বাদি নাই।

মায়ার দুইটী বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা (১।১।২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়ার সত্ত্বগুণই হইতেছে বিদ্যা। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়ার বিদ্যাবৃত্তির প্রভাবেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইয়া থাকেন। গুণ যখন ব্রহ্মের স্বরূপে (অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে) অবিদ্যমান, তখন সগুণ ব্রহ্মে গুণ

হইতেছে আগন্তুক বস্তু এবং আগন্তুক বলিয়া তাহা হইতেছে উপাধি। এজন্য তিনি সগুণ ব্রহ্মকে বলেন—ঔপাধিক স্বরূপ ; আর নির্গুণ ব্রহ্মকে বলেন—নিরুপাধিক স্বরূপ। “উচ্যতে—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্॥ শ্রুততাচ্চ॥১।১।১১॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর॥—শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। (এক সগুণ, অপর নির্গুণ)। যাহা নামরূপাত্মক বিকারভেদে উপাধিবিশিষ্ট, তাহা (সগুণ) এবং যাহা তাহার বিপরীত, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, তাহা (নির্গুণ)।”

শাস্ত্রে যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা দৃষ্ট হয়, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে তাঁহারা হইতেছেন সগুণ—নাম-রূপ-শক্তি-সার্ব্বজ্ঞ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট স্বরূপ।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্য এবং নিরুপাধিক বা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়—ইহাই বেদান্তের উপদেশ। “এবমেকমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যত ইতি॥১।১।১১॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর॥”

এক্ষণে উল্লিখিত উক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে।

৬৬। শ্রীপাদ শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আলোচনা

ক। মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়ার বিদ্যাবৃত্তির প্রভাবেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-জগৎকর্ত্তৃত্বাদি গুণরূপ উপাধি-যোগে সোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম হইয়া থাকেন।

এই বিষয়ে বিবেচ্য এই। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে মায়া হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি ; কিন্তু শক্তি হইলেও বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে অচেতনা, জড়রূপা। এজন্য এই মায়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন। “মায়য়া বা এতৎ সর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি, তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী॥১।৫।১॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ মায়াদ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। মায়া আত্মাকে (ব্রহ্মকে) স্পর্শ করে না। এজন্য কেবল বহির্ভাগই (বহির্জগৎই) মায়া দ্বারা বেষ্টিত।” মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ”-ইত্যাদি কতিপয় (৩।৭।৩-২১) বাক্যে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন—প্রাকৃত জগতের সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম আছেন, অথচ তিনি সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ বস্তুর সহিত স্পর্শহীন)। ইহাই হইল ব্রহ্মসম্বন্ধে মায়ার সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থা।

শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্না

প্রকৃতি বা মায়া বিক্ষুব্ধা হয়, এবং তাহার পরেই ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে বিদ্যা ও অবিদ্যা—মায়ার এই দুইটী বৃত্তির উদ্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম যদি সর্ব্বশক্তিহীন নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না এবং বিদ্যার ও অবিদ্যার উদ্ভবও সম্ভব হয় না। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি তাহা স্বীকার করিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যা যে মায়াকে স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা-এই উভয়ই হইতেছে বহিরঙ্গা-মায়ার বৃত্তি (১।১।২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যা হইতেছে মায়িক-সত্ত্বগুণময়ী। সত্ত্বগুণময়ী বলিয়া বিদ্যাও হইতেছে স্বরূপতঃ জড়রূপা—সুতরাং ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অসমর্থা। গোপালোত্তর-তাপিনীশ্রুতি স্পষ্টকথাতেই বলিয়া গিয়াছেন—পরব্রহ্ম হইতেছেন—বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। "যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ॥ গোপালোত্তর-তাপনী ॥৭॥—(মায়ার বৃত্তিরূপা) বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মের সমীপেও যে আছে, তাহা জানি না। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন।" এইরূপই যখন মায়াবৃত্তি বিদ্যার স্বরূপ, তখন এই বিদ্যা যে ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া এই বিদ্যা যে ব্রহ্মকে উপাধিযুক্তও করিতে পারে না, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

ইহা হইতে বুঝা গেল—মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব বা সগুণত্ব শ্রুতিসম্মত তো নহেই, ইহা বরং শ্রুতিবিরুদ্ধ।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—অব্যক্ত বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা "অবুদ্ধি"।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ গীতা ॥৭।২৪॥"

[১।২।৪৩ (২৫) অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

খ। ব্রহ্মের মায়িক উপাধি যুক্তিসঙ্গতও নহে

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়ার যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সোপাধিকত্ব যে অসম্ভব, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা যে যুক্তিসঙ্গতও নয়, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইলেও জড়রূপা বলিয়া কার্য্যসামর্থ্যহীনা। আর, শ্রীপাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও সর্ব্বশক্তিবর্জ্জিত বলিয়া কার্য্যসামর্থ্যহীন। দুইটী কার্য্যসামর্থহীন বস্তু আপনা হইতে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের সংযোগও সম্ভব হইতে পারে না। দুইটী প্রস্তরখণ্ড আপনা-আপনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং মায়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তথাপি এই মিলনের ফলে ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বা জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি শক্তি

কোথা হইতে আসিবে ? ব্রহ্মে যখন শক্তি নাই, মায়াতেও যখন কার্য্যসামর্থ্য নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও যখন কিছু নাই, তখন নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত কার্য্যশক্তিহীনা মায়ার যোগে শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়।

যদি বলা যায়—লৌহখণ্ডদ্বারা প্রস্তরখণ্ডকে আঘাত করিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত জড়রূপা মায়ার যোগেও জ্ঞাতৃত্বাদি শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে—লৌহ এবং প্রস্তর যে পঞ্চমহাভূতে গঠিত, তাহার মধ্যে অগ্নি বা তেজঃ বিদ্যমান ; সুতরাং লৌহ এবং প্রস্তর-উভয়ের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বা সূক্ষ্মরূপে অগ্নি বিদ্যমান। উভয়ের সংযোগে সেই সূক্ষ্ম অগ্নিই স্থূলরূপ ধারণ করিয়া স্ফুলিঙ্গাকারে নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি যদি প্রচ্ছন্নভাবেও থাকে, তাহা হইলেও তাঁহাকে বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার-শক্তিহীন বলা যায় না। আর জড় মায়াতেও যদি প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও তাহাকে বাস্তবিক জড় বলা হইত না। কার্য্যসামর্থ্য হইতেছে চেতনবস্তুর বা চিৎ-এর ধর্ম্ম ; জড় হইতেছে সম্পূর্ণরূপে চিদ্‌বিরোধী বস্তু ; সুতরাং জড় মায়াতে প্রচ্ছন্নভাবেও চেতনত্ব বা চিৎত্ব থাকিতে পারে না। এ-সমস্ত কারণে, নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত কার্য্যসামর্থ্যহীনা মায়ার যোগে শক্তির উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—উদ্‌জানেও (Hydrogenএ) কেবল উদ্‌জানই আছে, অপর কিছু নাই। অম্লজানেও (Oxygenএ) কেবল অম্লজানই আছে, অপর কিছু নাই। তথাপি যথাযথভাবে উভয়ের মিলনে যেমন জলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ চিন্মাত্র-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত জড়মাত্র-স্বরূপ মায়ার মিলনেও শক্তির উদ্ভব হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—জল হইতেছে পঞ্চতন্মাত্রার অন্তর্গত রস-তন্মাত্রার স্থূলরূপ। উদ্‌জান এবং অম্লজান এই উভয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে রস-তন্মাত্রা বিদ্যমান। উভয়ের যথাযথ ভাবে মিলনে সূক্ষ্ম রস-তন্মাত্রা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জলরূপে দৃশ্যমান হইতে পারে। চিন্মাত্র-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বা জড়মাত্র-স্বরূপা মায়াতে সূক্ষ্মরূপেও শক্তি অবস্থিত নাই (তাহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)। এজন্য এই উভয়ের সংযোগে কর্ত্তৃত্বাদি শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়। সম্ভব বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মের শক্তিবিশিষ্টতা অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিয়া লইতে হয় ; তাহা স্বীকার করিলে আর ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলা চলে না।

(২) আবার যদি বলা যায়—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার যে যোগের কথা বলা হইতেছে, তাহা পরস্পরের স্পর্শমূলক যোগ নহে। ইহা হইতেছে পরস্পরের সামীপ্যমাত্র। সামীপ্যবশতঃ একের মধ্যে অপরের প্রতিবিম্বিত রূপই হইতেছে সগুণ ব্রহ্ম। এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমে মনে করা যাউক—**মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব** সগুণ ব্রহ্ম হইতে পারেন কিনা। তাহা হইতে পারেন না ; কেননা, ইহা অযৌক্তিক, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু ;

অপর কোনও বস্তুতে তাঁহার কোনও প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। কেননা, প্রতিবিম্ব উৎপাদনের জন্য বস্তু ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্ব্বব্যাপক বস্তুর সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবধান কল্পনাতীত ; ব্যবধান স্বীকার করিতে গেলে সর্ব্বব্যাপকত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না। কেননা, রূপেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। রূপ বলিতে আকৃতিকেও বুঝায়, নীল-পীত-রক্তাদি বর্ণকেও বুঝায় এবং বর্ণযুক্ত আকারকেও বুঝাইতে পারে। নীল-পীতাদি বর্ণ কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; সেই বস্তুর সঙ্গে বর্ণও জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তু ব্যতীত আকারহীন, বর্ণাদিহীন কোনও বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। আকারহীন বর্ণহীন বায়ু বা আকাশ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। যদি বলা যায়—রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব তো জলাশয়ে দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব জলাশয়ে দৃষ্ট হয় না। আকারহীন এবং বর্ণাদিহীন আকাশ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এবং নীলিমাদির যোগে রূপবান্ হয় বলিয়াই তাহা জলে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে ; এই প্রতিবিম্বও হইতেছে বাস্তবিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এবং নীলিমাদিরই প্রতিবিম্ব, আকাশের প্রতিবিম্ব নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আকারহীন, বর্ণহীন বলিয়া এবং নীলপীতাদি কোনও বর্ণও নহেন বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব, তাহা হইলেও প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের সগুণত্ব সম্ভব নয়। কেননা, সকল সময়েই প্রতিবিম্ব হয় বিম্বের অনুরূপ। কর-চরণ-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্বও হয় কর-চরণ-বিশিষ্ট। রূপহীন বায়ুর প্রতিবিম্ব কখনও কর-চরণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না।

সগুণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি আছে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি কোনওরূপ বিশেষত্বই নাই। এই অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কখনও সবিশেষ— কর্ত্তৃত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট—হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্ববিশেষত্বহীন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সগুণ বা সবিশেষ হইয়া থাকেন—এইরূপ অনুমান বিচারসহ বা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আবার যদি বলা যায়—**মায়াই ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত** হয় ; মায়ার প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম-রূপে প্রতীয়মান হয়েন। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এইঃ—

প্রথমতঃ, সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বগত ব্রহ্মে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্ভব নয় ; কেননা, ব্যবধানের অভাব। ব্যবধানের অভাবে প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

আবার, সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ সর্ব্বশক্তিহীন কোনও বস্তুতে অপর বস্তুর প্রতিবিম্বও সম্ভবপর নয়। তাহা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আর তাহার নির্ব্বিশেষত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে মায়ার প্রতিবিম্বিত হওয়া স্বীকার করিলেও

মায়ার প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্ভব হয় না। তাহার হেতু এই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সর্ব্বত্রই প্রতিবিম্ব হয় বিম্বের অনুরূপ। সুতরাং ব্রহ্মে মায়ার প্রতিবিম্বও হইবে—মূলবিম্ব মায়ার অনুরূপ ; কিন্তু জড়রূপা মায়ার কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি নাই, রূপ নাই। তাহার প্রতিবিম্বেরও কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি বা রূপাদি থাকিতে পারে না ; সুতরাং এতাদৃশ প্রতিবিম্বযুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও সবিশেষত্ব উৎপাদিত হইতে পারে না।

যদি বলা যায়---মায়াবৃত্তি বিদ্যার কর্তৃত্ব-শক্তি আছে ; সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বেরও কর্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে, কিম্বা তাহাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মেরও কর্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রুতিপ্রোক্ত সবিশেষ ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতেই শ্রুতিপ্রোক্তা কর্তৃত্ব-শক্তিহীনা জড়রূপা মায়া বিদ্যারূপে (বা অবিদ্যারূপে) কর্তৃত্ব-শক্তি লাভ করে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শক্তি নাই বলিয়া মায়াও কর্তৃত্ব-শক্তিযুক্তা বিদ্যা (বা অবিদ্যা) রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল —মায়ার প্রতিবিম্বযুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম—এইরূপ অনুমানও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

(৩) মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্বও অযৌক্তিক

কেহ যদি বলেন—রসায়ন-শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কোনও কোনও বস্তুর কেবল সান্নিধ্যবশতঃ বা একত্রাবস্থিতিবশতঃই অপর কোনও কোনও বস্তু বিশেষ-শক্তি-আদি লাভ করিয়া রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও রাসায়নিক বলেন, স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়-তায় পারদ স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয়, স্বর্ণ সর্ব্বতোভাবে অবিকৃত থাকে। তদ্রূপ মায়ার সান্নিধ্যবশতঃ বা মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তার পারদই স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয় ; কিন্তু স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতি বশতঃ তদ্রূপ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় জলদুগ্ধাদি অন্য কোনও বস্তু স্বর্ণসিন্দূরাদিতে পরিণত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বর্ণসিন্দূরে পরিণত হওয়ার উপযোগিনী কোনও শক্তি পারদের মধ্যে বিদ্যমান্ আছে ; স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতির এবং প্রক্রিয়া-বিশেষের যোগে সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া পারদকে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। আবার, কেবল স্বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃই পারদ উক্তরূপ রূপান্তর গ্রহণ করে, রৌপ্যাদি বা প্রস্তরাদির সান্নিধ্যে তদ্রূপ রূপান্তরিত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বর্ণের মধ্যেও এমন কোনও প্রভাব আছে, যাহা প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পারদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পারদের রূপান্তর গ্রহণের সহায়তা করে। এই রূপে দেখা যায়—স্বর্ণের সহযোগে প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় পারদের স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হওয়ার পক্ষে পারদের

এবং স্বর্ণের মধ্যেও শক্তিবিশেষের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। মায়ার সান্নিধ্যে যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্বে পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মায়ার মধ্যে এবং ব্রহ্মের মধ্যেও কোনও শক্তির বা ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব—নিঃশক্তিকত্ব—অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। আবার জড়রূপা মায়ার কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবেও তাহাতে কোনও শক্তির কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। তথাপি যদি মায়ার সান্নিধ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্বে পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম কেবলমাত্র স্বীয় প্রচ্ছন্ন-শক্তির প্রভাবেই সবিশেষত্ব লাভ করেন। শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রয়োজনের অভাবে যে লোক কথা বলেনা, তাহাকে বাক্-শক্তিহীন বলা যায় না। আবার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিহীনা মায়ার কেবল সান্নিধ্যবশতঃই যদি প্রচ্ছন্ন-শক্তিক ব্রহ্মের শক্তির উদ্বোধন স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীয় শক্তির প্রকাশে ব্রহ্ম যে মায়ার সান্নিধ্যের অপেক্ষা রাখেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশও বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার সান্নিধ্যবশতঃ বা মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(৪) সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্মের ঈক্ষণ-শক্তি থাকে বলিয়া মায়ার প্রভাবে তাঁহার সগুণত্ব অসম্ভব

শ্রুতি হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির সূচনাতে ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঈক্ষণ হইতেছে সবিশেষত্বের পরিচায়ক; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেই, সৃষ্টির সূচনাতেও ব্রহ্ম সবিশেষই ছিলেন। কিন্তু মায়ার যোগে, মায়ার বিদ্যাবৃত্তির প্রভাবে, এই সবিশেষত্ব সম্ভব হইতে পারে না; কেন তাহা হইতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটী গুণই থাকে সাম্যাবস্থায়। জড়রূপা মায়ার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া, স্বতঃপরিণামশীলত্বও নাই বলিয়া, বাহিরের কোনও শক্তির প্রভাবব্যতীত তাহার এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। কোনও এক চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, মায়া বা প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়। প্রকৃতিতে সঞ্চারিত এই চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটী বৃত্তি অভিব্যক্ত হয়—সত্ত্বগুণ বিদ্যারূপে এবং রজস্তমঃ অবিদ্যারূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এবং ঈক্ষণকর্ত্তা ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছু যখন সেই সময়ে ছিল না, তখন সহজেই বুঝা যায়—ঈক্ষণকর্ত্তা ব্রহ্ম হইতেই এই চেতনাময়ী শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যাঁহার চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবে বিদ্যার অভিব্যক্তি,

বিদ্যার প্রভাবে তাঁহাতে শক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে গেলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, পুত্র পিতাকে জন্ম দিয়া তাহার পরে সেই পিতা হইতে নিজে জন্ম গ্রহণ করে।

যদি কেহ বলেন—বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে।*

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঃ—বীজাঙ্কুর-ন্যায় অতিপ্রসিদ্ধ দৃষ্ট-শ্রুত বস্তুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে, অন্যত্র নহে। বীর্য্য হইতে দেহ, আবার দেহ হইতে বীর্য্যের উদ্ভব। ইহা অতিপ্রসিদ্ধ, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আগে বীর্য্য, তাহার পরে দেহ ; না কি আগে দেহ, তাহার পরে বীর্য্য—ইহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। এজন্য অনুরূপ আর একটী ব্যাপারের দৃষ্টান্ত—যেমন বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত—দেখিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া হয়। ইহা বাস্তবিক সমাধান নহে। "এইরূপ অন্যত্রও দেখা যায়"—ইহা মনে করিয়া সমাধানের চেষ্টাকে বিরত করা হয় মাত্র। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ ব্যাপারে এই বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের প্রয়োগ সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। মায়ার, বা মায়ার বিদ্যাবৃত্তির, প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি,—ইহা প্রসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই ; শ্রুতিও ইহা বলেন না ; বরং শ্রুতি হইতে ইহার বিপরীত কথাই জানা যায়। সুতরাং ইহা দৃষ্টশ্রুতও নহে, প্রসিদ্ধও নহে।

মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি এবং তদ্রূপে সবিশেষত্ব প্রাপ্ত ব্রহ্মের প্রভাবে মায়ার বিদ্যাবৃত্তিত্ব-প্রাপ্তি হইতেছে প্রতিপাদনের বিষয়। ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় নয় ; এজন্য এ-স্থলে বীজাঙ্কুর-ন্যায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে তাদৃশ প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্ট-শ্রুত ব্যাপারের সমাধান চেষ্টা হইতে অনুসন্ধান-বৃত্তিকে নিরস্ত করা হয় মাত্র ; তাহাতে সমস্যার কোনওরূপ সমাধান হয় না। সুতরাং বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। যদি ইহা প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্টশ্রুত ব্যাপার হইত, তাহা হইলে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের উল্লেখ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু ইহা দৃষ্ট-শ্রুত বা প্রসিদ্ধ ব্যাপার নহে বলিয়া, বিশেষতঃ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া, বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের উল্লেখে মনকেও প্রবোধ দেওয়া যায় না।

আর এক ভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত হইতেছে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের

* বীজাঙ্কুর-ন্যায়। জগতে দেখা যায়, বীজ হইতে অঙ্কুরের এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। আবার সেই বৃক্ষ হইতেই বীজ জন্মে। এইরূপে দেখা যায়, বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। এস্থলে বীজই বৃক্ষের কারণ, না কি বৃক্ষই বীজের কারণ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অথচ বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ যে উৎপন্ন হয়, তাহা অস্বীকারও করা যায় না। তাই তাহা স্বীকার করিয়া নিতে হয়। এইরূপে, যে স্থলে কার্য্য-কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা যায় না, সে স্থলে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের অবতারণা করা হয়। তাৎপর্য্য হইতেছে—"এইরূপ হইতে দেখা যায়", ইহা মনে করিয়াই কার্য্য-কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতে বিরত থাকা।

ব্যাপার। আর, ব্রহ্মকর্তৃক ঈক্ষণ এবং বিদ্যার উদ্ভব হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বের ব্যাপার। সৃষ্টিকালে বীজ, অথবা বৃক্ষই প্রথমে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। তাহার পরে একটী হইতে অপরটীর জন্ম। প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্তের উৎপত্তি; সুতরাং মহত্তত্ত্বকেই অন্যান্য সমস্তের বীজ বলা যায়। পঞ্চ-তন্মাত্রাও পঞ্চমহাভূতের বীজ বা সূক্ষ্মাবস্থা। পঞ্চমহাভূত আবার স্থূল বৃক্ষ-বীজাদির মূল বা বীজ। এইরূপে দেখা যায়—প্রপঞ্চ-সৃষ্টির ব্যাপারে আগে বীজেরই উৎপত্তি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আদি স্তরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরবর্ত্তী স্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের আশ্রয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ এবং অনস্বীকার্য্য দৃষ্টশ্রুত ব্যাপারেই যে বীজাঙ্কুর-ন্যায় প্রযুক্ত হয়, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। যাহা হউক, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আদিস্তরে—যাহা দৃষ্ট শ্রুত নহে, সেই স্তরে এই বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে বরং ব্রহ্মকর্তৃক ঈক্ষণকেই মায়াবৃত্তি-বিদ্যার উদ্ভবের হেতু বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায়। ইহা শ্রুতিসম্মতও। তাহা হইলে মায়ার বিদ্যাবৃত্তির প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের বলে যদি বিদ্যা হইতে ব্রহ্মের সগুণত্ব-প্রাপ্তি সমর্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ন্যায়ের বলে জীব হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তিও সমর্থিত হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্করই কি ইহাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন?

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার যোগে বা মায়ার বিদ্যাবৃত্তি-প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(৫) অর্থাপত্তি-ন্যায়েও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অসিদ্ধ

পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তিসমূহের খণ্ডনার্থ যদি বলা হয় যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগ বা সান্নিধ্য হইতেছে অনাদি। তাহা হইলে, উত্তরে বলা যায়—অনাদি সংযোগ বা সান্নিধ্য সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য কোথায়? ইহার উত্তরেও যদি বলা হয়—অর্থাপত্তি-ন্যায়ে তাহা স্বীকার করা যায়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সিদ্ধ বা দৃষ্টশ্রুত বস্তুই হইতেছে অর্থাপত্তির স্থল। ব্রহ্ম এবং মায়ার সংযোগ বা সেই সংযোগের ফলে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি দৃষ্ট বস্তু নহে, দৃষ্টবস্তু হইতেও পারে না। সুতরাং দৃষ্টার্থাপত্তি-ন্যায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে না।

ইহা শ্রুত বস্তুও নহে। কেননা, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগের কথা কোনও শ্রুতি হইতে জানা যায় না, বরং তাহার বিপরীত কথাই জানা যায়।

যদি বলা যায়—ব্রহ্ম আছেন, মায়া আছে, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়; সুতরাং ব্রহ্ম এবং

মায়ার অস্তিত্ব শ্রুতবস্তু। আবার, সবিশেষ ব্রহ্মের কথাও শ্রুতি হইতে জানা যায়; সুতরাং ইহাও শ্রুত বস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সংযোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। শ্রুতার্থাপত্তি-ন্যায়েই ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অর্থাপত্তি-প্রমাণে যে হেতুটীর কল্পনা করা হয়, সিদ্ধ-ফলোৎপাদনে তাহার সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন হয়। দেবদত্ত দিনে আহার করে না, অথচ পরিপুষ্ট-কলেবর। এ-স্থলে পরিপুষ্টতার হেতুরূপে রাত্রি-ভোজনের কল্পনা করা হয়। ভোজন ব্যতীত দেহের পরিপুষ্টি সম্ভব নহে বলিয়া এবং ভোজ্যবস্তুরও গলাধঃকৃত হওয়ার যোগ্যতা এবং পাকস্থলীতে রক্তাদিরূপে পরিণতির যোগ্যতা আছে বলিয়াই রাত্রি-ভোজনের কথা বলা হয়। পরিপুষ্টির হেতুরূপে দেবদত্তের রাত্রিকালে গাঢ়-নিদ্রামগ্নতা কল্পিত হয় না; কেননা, গাঢ় নিদ্রানিমগ্নতার দেহ-পুষ্টিকারক সামর্থ্য নাই। ইহা হইল দৃষ্টার্থাপত্তি-সম্বন্ধে। শ্রুতার্থাপত্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপই। যজ্ঞবিশেষের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়—শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের অনেক পরে স্বর্গপ্রাপ্তি—কার্য্য-কারণের অনেক ব্যবধান। অথচ কার্য্য-কারণের অব্যবহিতত্বই প্রসিদ্ধ। এজন্য এ-স্থলে, যজ্ঞানুষ্ঠানজাত পুণ্যই স্বর্গ-প্রাপ্তির অব্যবহিত কারণরূপে মনে করা হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"-ইত্যাদি গীতাবাক্য হইতে পুণ্যের স্বর্গপ্রাপকত্বের কথা জানা যায়। এ-স্থলে পাপকে স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত হেতুরূপে কল্পনা করা যায় না; কেননা, পাপের স্বর্গপ্রাপকত্ব-সামর্থ্য নাই। এইরূপে দেখা যায়—অর্থাপত্তি-প্রমাণে হেতুরূপে যাহার কল্পনা করা হয়, তাহার ফলোৎপাদনের সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। অর্থাপত্তি-ন্যায়ে মায়ার সহিত ব্রহ্মের সংযোগের এবং এই সংযোগের ফলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির অনুমান করিতে হইলে দেখিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে ভোজ্যদ্রব্যের গলাধঃকৃত হওয়ার যোগ্যতার ন্যায়, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগের সম্ভাবনা বা যোগ্যতা আছে কিনা। কিন্তু শ্রুতি বলেন—তাহা নাই; কেননা, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে, ভুক্তদ্রব্যের পাকস্থলীতে রক্তাদিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতার ন্যায়, ব্রহ্মের সহিত সংযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের যোগ্যতা মায়ার আছে কিনা। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায়—তাহা নাই। কেননা, জড়রূপা মায়াও কর্ত্তৃত্বসামর্থ্যহীনা এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও সর্ব্ববিধ-সামর্থ্যহীন।

যদি বলা যায়—মায়া কর্ত্তৃত্বশক্তিহীনা নহে, পরন্তু প্রজ্ঞারূপা। উত্তরে বলা যায়—ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলেন—জড়রূপা মায়া অচেতনা; অচেতনের প্রজ্ঞা থাকিতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—অর্থাপত্তি-প্রমাণে মায়ার প্রজ্ঞাত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। মায়ার সংযোগাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বুঝা যাইবে—মায়ার প্রজ্ঞারূপত্ব অর্থাপত্তি-

প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিবলে মায়া-ব্রহ্মের সংযোগাদি-স্থলে অর্থাপত্তি-প্রমাণের অবকাশ নাই।

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি অর্থাপত্তি-প্রমাণেও সিদ্ধ হইতে পারে না।

গ। সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম যে সগুণ ও নির্গুণ এই দুইরূপে অবস্থান করেন, শ্রুতি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"তথা হ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আম্নায়ঃ—

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ (ছান্দোগ্য॥৩।১২।৬॥)"

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, এই ছান্দোগ্য-বাক্যটী হইতে জানা যায়—সগুণ বা সবিকার এবং নির্গুণ বা নির্ব্বিকার এই দুইরূপে ব্রহ্ম বিরাজিত। বস্তুতঃ, ইহাই এই শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"তাবান্ অস্য গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ, যাবান্ চতুষ্পাৎ ষড়বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতঃ তস্মাদ্ বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাদ্ বাচারম্ভণমাত্রাৎ ততো জ্যায়ান্ মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরিশয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বাণি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি সস্থাবরজঙ্গমানি। ত্রিপাৎ ত্রয়ঃ পাদা অস্য সোঽয়ং ত্রিপাৎ; ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিতমিত্যর্থঃ, ইতি ॥

—ব্রহ্মের চতুষ্পাদ ও ষড়বিধ-বিকারাত্মক যে পরিমাণ একপাদ গায়ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইল, সেই পরিমাণই অর্থাৎ তৎসমস্তই উক্ত গায়ত্রী-সংজ্ঞক সমস্ত ব্রহ্মের মহিমা, অর্থাৎ বিভূতিবিস্তার; অতএব তদপেক্ষাও পরমার্থ সত্য, বিকারহীন পুরুষ (পরব্রহ্ম) জ্যায়ান্—অতিশয় মহৎ; কারণ, তিনিই সর্ব্বজগৎকে পরিপূরণ করেন, অথবা হৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন [এই জন্য পুরুষপদ-বাচ্য হন]। সমস্ত ভূত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ সেই এই পুরুষেরই একপাদ (একাংশমাত্র); এই গায়ত্র্যাত্মক সমস্ত ব্রহ্মের ত্রিপাদ্ যুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এই প্রকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে—এই দৃশ্যমান্ যাহা কিছু, তৎসমস্তই

গায়ত্রীস্বরূপ। পৃথিবী, বাক্, ভূত, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ-এই সমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ। এই ছয়টী হইতেছে গায়ত্রীর বিধা বা অংশ। আর, গায়ত্রী হইতেছে চতুষ্পদা (গায়ত্রীতে চব্বিশটী অক্ষর আছে; প্রতি ছয়টী অক্ষরে একপাদ)। গায়ত্রী ব্রহ্মস্বরূপা-গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম।

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে জানা গেল বিকারাত্মক পৃথিব্যাদি ছয়টী বস্তু হইতেছে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি। বিকারাত্মক বলিয়া এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম পরমার্থ সত্য নহেন। পরমার্থ সত্য হইতেছেন—বিকারহীন পুরুষ (পরব্রহ্ম), তিনি গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে জ্যায়ান্—অতিশয় মহৎ। (শ্রুতিবাক্যস্থ "ততঃ"- শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন—সেই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে)। সমস্ত পূরণ করেন বলিয়া এবং হৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে (পরমার্থসত্য পরব্রহ্মকে) পুরুষ বলা হয়। স্থাবর-জঙ্গমসমূহ তাঁহার (সেই পুরুষের) এক পাদ। এই এক পাদ হইতেছে বিকারাত্মক। তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি হইতেছে অমৃত—বিকারহীন। এতাদৃশ ত্রিপাদযুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে (দিবি) অবস্থিত।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে স্থাবর-জঙ্গমরূপ বিকারাত্মক একপাদ বিভূতি-বিশিষ্ট গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতেছেন "সগুণ বা সবিকার ব্রহ্ম"; আর, যিনি প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে (দিবি) অবস্থিত, তিনি হইতেছেন বিকারহীন ত্রিপাদ্‌যুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ-"নির্গুণ বা নির্ব্বিকার ব্রহ্ম।"

বিকারহীন ত্রিপাদ্-বিভূতি-বিশিষ্ট পুরুষ নির্ব্বিকার হইতে পারেন; কেননা, তাঁহার বিভূতি হইতেছে অমৃত বা বিকারহীন। কিন্তু যাঁহার ত্রিপাদ্-বিভূতি-আছে, তাঁহাকে "নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ" বলা যায় কিরূপে? তাঁহার ত্রিপাদ্-বিভূতিই তো তাঁহার "গুণ বা বিশেষত্ব।"

আবার, শ্রীপাদ শঙ্কর "পুরুষ"-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সবিশেষত্ব-সূচক। "পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরিশয়নাচ্চ—সমস্ত পূরণ করেন বলিয়া এবং হৃদয়-পুরে শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ-নামে অভিহিত হয়েন।" সর্ব্বপূরণের সামর্থ্য এবং হৃদয়-পুরে শয়নের সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—বিকারহীন ত্রিপাদ্-বিভূতিবিশিষ্ট যে পুরুষকে তিনি "নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ" বলিয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ "নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ" নহেন, তিনি সবিশেষই। সুতরাং "সগুণ ও নির্গুণ"-এই দুইরূপে ব্রহ্মের অবস্থিতির কথা জানাইবার জন্য তিনি যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবাক্য তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে।

"ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ—পুরুষ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ"-এই বাক্যের "ততঃ"-শব্দের "গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে" অর্থ ধরিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন—পুরুষ হইতেছে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার এইরূপ অর্থ বিচারসহ কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে।

শ্রুতিবাক্যটীর সর্ব্বত্রই "ইদম্"-শব্দ হইতে উদ্ভূত "অস্য"-শব্দে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মকে উদ্দেশ করা হইয়াছে—"অস্য মহিমা", "সর্ব্বা ভূতানি অস্য পাদঃ, "দিবি অস্য ত্রিপাদমৃতম্।"

আর "তাবান্" হইতেছে "তৎ"-শব্দ হইতে প্রাপ্ত ; পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত মহিমার কথা বলা হইয়াছে, "তাবান্-তৎপরিমাণ"-শব্দে সে সমস্ত মহিমাই লক্ষিত হইয়াছে। "ততঃ"-শব্দটীও "তৎ"-শব্দ হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং "ততঃ-তাহা হইতে"-শব্দটীও সেই মহিমাকেই উদ্দেশ করিতেছে—ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। ইহাই "ততঃ"-শব্দের সহজ অর্থ। এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে, "ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"-বাক্যের অর্থ হইবে—পুরুষ কিন্তু সেই মহিমা হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রকরণের সহিতও যে এইরূপ অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বাবর্ত্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে—এই দৃশ্যমান্ সমস্তই—পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ—গায়ত্রীস্বরূপ, অর্থাৎ গায়ত্র্যাখ্য-ব্রহ্মাত্মক। ইহাতে মনে হইতে পারে—পৃথিব্যাদি-স্থাবর-জঙ্গমই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম আর নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে না, পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমমাত্রেই ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম তাহা হইতেও জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি যেমন "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যাদি ২।৩।১-বাক্যে এই জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া "অথাত আদেশো নেতি নেতি"-ইত্যাদি ২।৩।৬-বাক্যে জানাইয়াছেন—জগৎ-প্রপঞ্চের ইয়ত্তাই কিন্তু ব্রহ্মের ইয়ত্তা নহে, ব্রহ্ম জগৎ-প্রপঞ্চেরও অধিক এবং সূত্রকার ব্যাসদেবও যেমন "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২২॥"-ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তদ্রূপ। পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ গায়ত্র্যাখ্য-ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম কিন্তু স্থাবর-জঙ্গমসমূহ হইতে জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ, অধিক, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চের অতীতেও ব্রহ্ম বিরাজিত। ইহা হইতেছে "জ্যায়ান্"-শব্দের একটী তাৎপর্য্য।

জ্যায়ান্-শব্দের আর একটী তাৎপর্য্যও আছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-প্রপঞ্চ হইতেছে বিকারশীল, কালত্রয়ের অধীন ; ব্রহ্ম কিন্তু কালত্রয়ের অতীত, অবিকারী। প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রহ্মের অপররূপ, ইহার অতীতও ব্রহ্মের পর-রূপ আছে। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ॥ প্রশ্ন ॥৫।২॥" ; "ওঁমিতেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥ মাণ্ডূক্য ॥১॥" কালাতীতত্বে এবং বিকারহীনতায়ও গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতেছেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মহিমা হইতে জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানা গেল—পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও—সুতরাং গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা হইলেও—গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম কিন্তু এই মহিমা হইতে "জ্যায়ান্—ব্যাপকত্বে শ্রেষ্ঠ, কালাতীতত্বে এবং বিকারহীনতাতেও শ্রেষ্ঠ।" ইহাই "ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"-বাক্যের স্বাভাবিক এবং শ্রুতিসঙ্গত ও প্রকরণসঙ্গত অর্থ।

"ততঃ"-শব্দের "গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে" অর্থ করিতে গেলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ; কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "তাবান্"-শব্দের সহিতই "ততঃ"-শব্দের নিকট সম্বন্ধ ; "অস্য—অর্থাৎ গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মণঃ" শব্দের সহিত ইহার নিকট সম্বন্ধ নহে।

এইরূপ কষ্টকল্পনালব্ধ অর্থ হইতে শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে--গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে "পুরুষ" শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাঁহার মতে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের বিকারী মহিমা বলিয়া গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মও বিকারী, "সগুণ" ; কিন্তু "পুরুষ" হইতেছেন অবিকারী—অমৃত-ত্রিপাদ্‌বিভূতিযুক্ত বলিয়া অবিকারী। অবিকারী বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর পুরুষকে "নির্গুণ—নির্ব্বিশেষ" বলেন ; কিন্তু তাঁহার ভাষ্য হইতেই যে অবিকারী পুরুষের সগুণত্ব বা সবিশেষত্বের কথা জানা যায়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা বিকারী হইলেই যে সেই ব্রহ্মও বিকারী বা "সগুণ" হইবেন, তাহার প্রমাণ কোথায় ? "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি সমস্ত জগৎকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়াছেন বলিয়াই যে ব্রহ্ম "সগুণ – মায়োপহিত" হইবেন, তাহার প্রমাণ নাই। বরং "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্"-ইত্যাদি বাক্যসমূহে শ্রুতি বলিয়াছেন—এই জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। জগতের দোষাদি যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার বহু শ্রুতিপ্রমাণ বিদ্যমান। মায়িক জগতের দোষাদি যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, শ্রুতি বলেন – মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল, কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটী হইতে যে "সগুণ" ও "নির্গুণ" ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সেই চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে নাই। এই শ্রুতিবাক্যটী "সগুণ" ও "নির্গুণ" এই দুইরূপে ব্রহ্মের অবস্থিতির কথা বলেন নাই। ব্রহ্মাত্মক প্রাকৃত প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই এই শ্রুতিবাক্যটী প্রকাশ করিয়াছেন।

গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম এবং পুরুষে কোনও ভেদ নাই। গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম এবং পুরুষ এক এবং অভিন্ন। তাঁহারই চতুষ্পাদ মহিমার মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চ হইতেছে এক পাদ মহিমা, মায়িক মহিমা এবং তাঁহার অপর তিন পাদ মহিমা হইতেছে অমৃত—মায়াতীত, অবিকারী এবং এই ত্রিপাদ বিভূতি "দিবি—দিব্যলোকে, প্রকাশময় ভগবদ্ধামে," অবস্থিত। এইরূপ অর্থে স্মৃতিরও সমর্থন দৃষ্ট হয়।

"প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্। অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্॥
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্। অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্॥
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্। সমানাধিক্যরহিতমাদ্যন্তরহিতং শুভম্॥
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্। এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ইত্যাদি।
—লঘুভাগবতামৃত-ধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডপ্রমাণম্॥১।৫২৪-২৫॥"

(প্রথম শ্লোকোক্ত "প্রধান"-শব্দে মায়া বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়)

পাদ্মোত্তরখণ্ডের শ্লোকসমূহের সার মর্ম্ম এইরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ—

"ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎপদম্‌। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

লঘুভাগবতামৃত ॥১।৫৬৩॥

—ত্রিপাদ্ বিভূতির (ঐশ্বর্য্যের) আশ্রয় বলিয়া সেই ধাম (বিষ্ণুর পরম পদ) হইতেছে ত্রিপাদ্‌ভূত ; যেহেতু, সমগ্র মায়িকী বিভূতিকে এক পাদ বলা হয়।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

"গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িক বিভূতি—'একপাদ' অভিধান ॥২।২১।৪০-৪১॥"

৬৭। মায়ার যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর-কর্ত্তৃক উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যসমূহের আলোচনা

বহিরঙ্গা মায়ার যোগেই যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তির সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এক্ষণে সেইগুলি আলোচিত হইতেছে।

ক। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্‌।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ॥৪।৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অজ হইয়াও, অব্যয়াত্মা হইয়াও, ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও, স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আমি আত্মমায়ায় সম্ভূত (আবির্ভূত) হইয়া থাকি।"

এই শ্লোকের শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত অর্থের আলোচনা পূর্ব্বেই [১।২।৪৩ (৬)-অনুচ্ছেদে] করা হইয়াছে।

(১) এই শ্লোকের "প্রকৃতিম্" এবং "আত্মমায়য়া"—এই দুইটী শব্দের অর্থই বিশেষভাবে বিবেচ্য। শ্রীধরস্বামিপাদ "প্রকৃতিম্"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাম্" এবং "আত্মমায়য়া" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—'স্বেচ্ছয়া।" "স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোঽর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ এবং উর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তিতে নিজের ইচ্ছায় আমি অবতীর্ণ হই।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরোঽপি কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্‌ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি—আমি কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত হইয়াও স্বমায়ায় অর্থাৎ সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্য্যাদি-শক্তিদ্বারাই আত্মপ্রকট করি।"

এ-স্থলে "স্বমায়া"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিলেন—সম্যক্ রূপে অপ্রচ্যুত জ্ঞানবলবীর্য্যাদি-শক্তি, অর্থাৎ পরিপূর্ণা ঐশ্বর্য্যশক্তি, যে ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে না (সম্যগপ্রচ্যুত)। ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এই শক্তি দ্বারাই যখন তিনি আত্মপ্রকট করেন, তখন ইহা যে তাঁহার স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি যে বহিরঙ্গা মায়া নহে, স্বামিপাদ তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"স্বাং প্রকৃতিং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায়—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি বা শক্তিকে স্বীকার করিয়া।" চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির অপর নামই শুদ্ধসত্ত্ব (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বলাতেই বুঝা যাইতেছে—ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শক্তির সহায়তাতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার অনুকরণ করেন। কিন্তু তাঁহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় ষোড়শ-কলাত্মক নহে, তাহাও স্বামিপাদ বলিয়াছেন। "নন্বু তথাপি ষোড়শ-কলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তম্। স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।" তাঁহার দেহ হইতেছে "বিশুদ্ধ এবং উর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি"—প্রাকৃত সত্ত্বমূর্ত্তি নহে; কেননা প্রাকৃত সত্ত্ব জড় বলিয়া, মায়িক বলিয়া, বিশুদ্ধ নহে; ইহা হইতেছে উর্জ্জিত সত্ত্ব—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহ, আনন্দঘনবিগ্রহ।

শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত শ্লোকভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অজত্বাব্যয়ত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বাদি-সর্ব্বপারমৈশ্বর্য্য-প্রকারমজহন্নেব স্বাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি, প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ।—অজত্ব, অব্যয়ত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি সর্ব্বপ্রকার পারমৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া—স্বীয় রূপেই—আমি স্বেচ্ছায় সম্ভূত হইয়া থাকি।" শ্রীপাদ রামানুজ "প্রকৃতি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"স্বভাব—স্বীয় নিত্যসিদ্ধরূপ" এবং "স্বমায়া"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"স্বেচ্ছা।" প্রকৃতি-শব্দের একটী অভিধানিক অর্থ হয়—স্বভাব। "সংসিদ্ধিপ্রকৃতীত্বিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যমরঃ। আর, মায়া-শব্দের একটী অর্থ হয়—জ্ঞান বা ইচ্ছা। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ ইতি নির্ঘণ্টকোষাৎ।" আবার মায়া-শব্দের অর্থ কৃপাও হয়। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বঃ।" জগতের প্রতি কৃপাবশতঃই তিনি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েন।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য হইতে জানা গেল—স্বীয় স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তির সহায়তাতেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যসিদ্ধ রূপকে জগতের প্রতি কৃপাবশতঃ স্বেচ্ছায় প্রকট করিয়া থাকেন।

(২) কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।—প্রকৃতি অর্থ হইতেছে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী

মায়া ; সমস্ত জগৎ যাহার বশে অবস্থিত, যৎকর্তৃক মোহিত হইয়া জীব আমাকে— আত্মা বাসুদেবকে— জানে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেহবানের ন্যায়, জাতের ন্যায়, আত্মমায়ায় সম্ভূত হই, কিন্তু আমার জন্ম লোকের জন্মের ন্যায় পরমার্থিক নহে।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘ত্রিগুণাত্মিকা— সুতরাং বহিরঙ্গা— মায়া।” “আত্মমায়া”-শব্দের অন্তর্গত “মায়া”-শব্দের কোনও অর্থ পৃথক্‌ভাবে তিনি লেখেন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের টীকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত জন্ম হইতেছে “প্রাতিভাষিক জন্ম,” “মায়াময় জন্ম।” আলোচ্য গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করানুগত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে “মায়ার” এবং “মায়াময় জন্মের” তাৎপর্য্য জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“আত্মমায়য়া মায়য়া ভবামি। যথা কশ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদ্ অপ্রচ্যুতস্বভাবোঽপি অদৃশ্যো ভূত্বা স্থূলসূক্ষ্মভূতান্যনুপাদায়ৈব কেবলয়া মায়য়া দ্বিতীয়ং মায়াবিনং স্বসদৃশমেব সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তং সৃজতি, এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রো গ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাদ্যবস্থাশ্চ সূত্রারোহণবদ্দর্শয়ামি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ—লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্ দ্বিতীয়ং মায়াবিনমপ্যুপসংহরতি, অহন্তু তামনুপসংহরন্ স্ববিগ্রহমপি নোপসংহরামি ইতি তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়শরীরং নিত্যমিতি।.......ভাষ্যে তু ‘স্বাং প্রকৃতিং বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মমায়য়া সম্ভবামি দেহবান্ জাত ইব আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ’ ইতি ব্যাখ্যাতম্।”

শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের উক্তি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই। “লৌকিক জগতে দেখা যায়, কোনও মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) লোক স্বীয় ইন্দ্রজালবিদ্যার (স্বীয় মায়ার) প্রভাবে নিজে স্বস্থানে অবস্থান করিয়াও নিজেকে অদৃশ্য করিয়া স্থুল-সূক্ষ্ম-ভূতাদির সৃষ্টি না করিয়াও সর্ব্বতোভাবে নিজের তুল্য এবং একটী সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশের দিকে আরোহণকারী, দ্বিতীয় এক মায়াবীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তদ্রূপ কূটস্থ চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় মায়ায় (ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায় শক্তিতে) নিজের চিন্ময় শরীরের সৃষ্টি করেন এবং লৌকিক মায়াবীদ্বারা সৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবী যেমন সূত্রারোহণাদি দেখাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ স্বীয় সৃষ্ট চিন্ময় শরীরের বাল্যাদি অবস্থা দেখাইয়া থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, লৌকিক মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) শেষকালে স্বীয় মায়াকেও উপসংহৃত করে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়াকেও উপসংহৃত করেন না, নিজের শরীরকেও উপসংহৃত করেন না। সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীর যে নিত্য, তাহাও জানা গেল।”

উপসংহারে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ শ্রীপাদ শঙ্করের শ্লোকভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়— শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য-তাৎপর্য্যই শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল —“মায়া” হইতেছে লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-বিস্তারের শক্তির ন্যায় একটী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি ; ইহা মিথ্যাভূত বস্তুকেও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে

পারে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রকট বিগ্রহও হইতেছে লৌকিক মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর শরীরের তুল্য, যাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। প্রকট-শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি অবস্থা, তত্তদবস্থায় তাঁহার কার্য্যাদিও অবস্তুভূত দ্বিতীয় মায়াবীর সূত্রারোহণাদি কার্য্যের ন্যায় স্বরূপতঃ মিথ্যা, অথচ উক্তলক্ষণা মায়ার প্রভাবে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষত্ব এই যে; শ্রীকৃষ্ণের এই মায়াও নিত্যা এবং দ্বিতীয় মায়াবীর দেহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মায়াসৃষ্ট মায়াময় দেহও নিত্য।

(৩) গীতাভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—"ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডম-ব্যক্তসম্ভবম্। অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥ স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদনীগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস ততোঽন্যাংশ্চ সনক-সনন্দাদীন্ উৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্ম্মেণ অভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসু-দেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্ম্মঃ তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবল-বীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি ভূতানুজি-ঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়ম্ অর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ।"

তাৎপর্য্যঃ—"চরাচর-শরীরসমূহের এবং জীবসমূহের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণ হইতেছেন অব্যক্তের (প্রকৃতির) পর—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বা প্রকৃতির অতীত। এই অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। ভূরাদি লোক সমূহ এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। সেই ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রে মরীচি আদি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি-লক্ষণ বেদোক্তধর্ম্ম (গৃহস্থাশ্রমোপযোগী ধর্ম্ম) উপদেশ করিয়া গ্রহণ করাইলেন; পরে সনক-সনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ -প্রকৃতি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম হইতেছে জগতের স্থিতির (রক্ষার) কারণস্বরূপ। যাহা প্রাণীদিগের সাক্ষাৎ মঙ্গলের হেতু, তাহাই ধর্ম্ম। শ্রেয়োঽভিলাষী আশ্রমস্থিত ব্রাহ্মণাদি-বর্ণগণ দীর্ঘকাল এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহাদের বিষয়-ভোগাভিলাষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং

বিবেক-বিজ্ঞানের হীনতাসাধক অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হইলে এবং অধর্ম্মও প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইলে, জগতের স্থিতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণ-নামক বিষ্ণু বেদের এবং ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় অংশে (অথবা অংশের সহিত) বসুদেব হইতে দেবকীতে কৃষ্ণরূপে সম্ভূত (আবির্ভূত) হইলেন। বর্ণাশ্রমাদি ভেদ ব্রাহ্মণত্বের অধীন বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের রক্ষণেই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে। সেই ভগবান্ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ—এই ষড়ৈশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বদা সম্পন্ন (ষড়ৈশ্বর্য্য তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান)। অজ, অব্যয়, ভূতসমূহের ঈশ্বর এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়াও তিনি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়ারূপা মূলপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শোক-মোহ-মহাসমুদ্রে নিমগ্ন অর্জ্জুনের নিকটে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন ; যেহেতু, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন লোকসমূহের গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মেরই লোক-সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ হইয়া থাকে। ভগবৎ-কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট সেই ধর্ম্মই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতানামক গ্রন্থে সপ্তশত-শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।”

(8) শ্রীপাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে আরও দুইটী স্বরূপের কথা জানা যায়। তিনি মোট যে তিনটী স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন—

প্রথমতঃ, নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। ইনি সর্ব্ববিধ শক্তিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ-রূপগুণাদিবর্জ্জিত।

দ্বিতীয়তঃ, নারায়ণাখ্য বিষ্ণু। ইনি নিত্য-ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি জগতের স্থিতি-রক্ষার্থ মরীচি-আদি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত-প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন এবং সনক-সনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে—এই নারায়ণ হইতেছেন—“পরোঽব্যক্তাৎ— অব্যক্ত হইতে পর, অর্থাৎ ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, অতীত।” অব্যক্ত-শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) বুঝায়। “সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥ মৎস্যপুরাণ। তৃতীয় অধ্যায়॥” ত্রিগুণাত্মক বলিয়া এই অব্যক্ত হইতেছে জড়রূপ। নারায়ণকে ইহা হইতে “পর—ভিন্ন” বলায় নারায়ণের চিদ্রূপত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। জড়বিরোধী চিৎই হইতেছে জড় হইতে ভিন্ন, জড় হইতে শ্রেষ্ঠও এবং জড়াতীতও।

তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যখন অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় এবং অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্বরূপ নারায়ণাখ্য বিষ্ণু ভগবান্ই—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইয়াও, ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াকে বশীকৃত করিয়া বসুদেব হইতে দেবকীতে কৃষ্ণরূপে সম্ভূত হইয়া শোক-মোহ-সমুদ্রে নিমগ্ন

অর্জ্জুনের নিকটে প্রবৃত্তি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। দেবকীতে সম্ভূত তাঁহার এই রূপটী হইতেছে মায়াময়—শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অনুসারে, লৌকিক ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক সৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের দেহের ন্যায়—প্রাতিভাষিক মাত্র, তাঁহার জন্ম-বাল্যাদি এবং কার্য্যাদি সমস্তই ঐ দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রাতীতিকমাত্র।

এ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে। ক্রমশঃ সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

(৫) প্রথমতঃ, জগৎকর্ত্তা নারায়ণের কথা বিবেচনা করা যাউক। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই নারায়ণ হইতেছেন জগৎকর্ত্তা—সুতরাং "সগুণ ব্রহ্ম", মায়িকগুণোপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। অথচ শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—নারায়ণ হইতেছেন "অব্যক্তাৎ পরঃ—অব্যক্ত বা প্রকৃতি বা মায়া হইতে ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, মায়াতীত।" শ্রুতিও তাঁহাকে "মহতঃ পরঃ" বলিয়াছেন। নারায়ণ যে মায়া হইতে ভিন্ন, মায়াতীত ইহা শ্রুতিসম্মত কথা। কিন্তু যিনি মায়া হইতে ভিন্ন, মায়াতীত, তাঁহার সঙ্গে মায়িক উপাধির যোগ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মই মায়িক উপাধির যোগে সবিশেষত্ব লাভ করেন। কিন্তু তাহা যে কোনওরূপেই সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বেই ১।২।৬৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়া মায়ার সহিত যোগদানের বা মায়িক উপাধিগ্রহণের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইতে পারে না। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াও জড়রূপা বলিয়া তাঁহার পক্ষেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদনুকূল সামর্থ্যও তাহার থাকিতে পারে না। প্রতিবিম্ব উৎপাদনের অনুমান, বা সান্নিধ্যবশতঃ সবিশেষত্ব উৎপাদনের অনুমানও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬৬ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং মায়িক উপাধির যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রাপ্তি শ্রুতিসম্মত তো নহেই, যুক্তিসম্মতও নহে।

পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের এবং শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদনায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার "মুখবন্ধে" বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, "ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকায়" তাহার বঙ্গানুবাদও তিনি দিয়াছেন। তাহার একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর-বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব অপ্রত্যাখেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ-বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে, কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। **। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি

অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোনও এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন বা নিকটে, কখন দূরে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ-স্বভাবান্বিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। * *। অখণ্ড-চেতন অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান। * * *। চিদাত্মা ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখনবা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ-শাস্ত্রে ঐশী শক্তি, জগদ্‌যোনি, অজ্ঞান-শক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে।”

“ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকায়” অন্যত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—“যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদি-প্রয়োগে ক্ষুভ্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন করে, সেইরূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছা-শক্তিই এতৎ-শাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর-বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব-প্রাবল্যে মায়া এবং মলিন-সত্ত্ব-প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর, আর অবিদ্যায় উপহিত জীব। * * * *। মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতাবশতঃ সেরূপ নহে।”

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

অজ্ঞানরূপা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানাত্মক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তিরূপ সমস্যার একটা সমাধানের চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। তিনি বলেন—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী হইলেও তাহাদের “অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এইঃ—বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানস্বরূপ মায়ার মধ্যে অভিভাব্য-অভিভাবক ভাব বর্ত্তমান। আলোকই অন্ধকারকে অভিভূত—অপসারিত—করিয়া থাকে; অন্ধকার কখনও আলোককে অপসারিতও করিতে পারে না, আলোকের সঙ্গে মিশ্রিতও হইতে পারে না। সুতরাং আলোক এবং অন্ধকারের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব পারস্পরিক নহে। তদ্রূপ, তাঁহারই উপমা অনুসারে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অজ্ঞানস্বরূপা মায়াকে অভিভূত—অপসারিত—করিতে পারেন, মায়া কখনও ব্রহ্মকে অভিভূত—কোনওরূপে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। সুতরাং মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে সবিশেষত্ব লাভ করিতে পারেন?

এইরূপ সমস্যার আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় তিনি লিখিয়াছেন—“ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর, উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে কখন বা নিকটে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্নিহিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই ঃ—আলোকের প্রভাব-বিস্তারের তারতম্যানুসারে অন্ধকারই কখনও দূরে, কখনও বা নিকটে ইত্যাদিরূপে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হয়। অন্ধকারের প্রভাবে আলোকের কখনও ঐরূপ অবস্থা হয় না। ইহার মধ্যে অনির্ব্বাচ্য, কিছু নাই। "অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধের" উল্লেখ করিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় বোধহয় জানাইতে চাহেন যে, অজ্ঞানরূপা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির হেতুটী "অনির্ব্বাচ্য", অর্থাৎ এই হেতুটী যে কি, কিরূপে ব্রহ্ম মায়ার প্রভাবে সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহা বলা যায় না। ইহা দ্বারা সমস্যার কোনও সমাধান হইল না, বরং সমস্যা-সমাধানের অসামর্থ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক্ষণে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আর একটী উক্তি বিবেচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন— "উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব-প্রাবল্যে মায়া।······মায়ায় উপহিত ঈশ্বর।······মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ -মায়া দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে উপহিত হয়েন, এই সমস্যার কোনওরূপ সমাধান বেদান্তবাগীশ মহাশয় করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র "অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধের" উল্লেখ করিয়া সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। তথাপি যুক্তির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই এক্ষণে আলোচনা করা হইতেছে। সর্ব্ববিধ-শক্তিহীন ব্রহ্ম কার্য্যসামর্থ্যহীনা অজ্ঞানরূপা মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া কিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পারেন—বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ-স্থলে সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টাই করিয়াছেন। তিনি বলেন—উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব-প্রধানা মায়া দ্বারাই ব্রহ্ম উপহিত হয়েন ; এইরূপ মায়াতে জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষবশতঃই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উপাধি জন্মে।

এ-সম্বন্ধে বিবেচ্য হইতেছে এই। জড়রূপা অজ্ঞানরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই জড়রূপ, অজ্ঞানরূপ। বিশেষত্ব এই যে, সত্ত্ব হইতেছে স্বচ্ছ, উদাসীন। স্বচ্ছ ও উদাসীন বলিয়া সত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে—যেমন স্বচ্ছ কাচ আলোক-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হয়, তদ্রূপ। কিন্তু সত্ত্বের কোনওরূপ জ্ঞান-শক্তি নাই, জড়রূপ এবং অজ্ঞানরূপ বলিয়া থাকিতেও পারে না ; স্বচ্ছ কাচের যেমন স্বতঃ প্রকাশিকা শক্তি থাকে না, থাকিতে পারেও না, তদ্রূপ। এই অবস্থায়, স্বত্ত্বপ্রধানা মায়াতে "জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ" কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এবং তদুপহিত ব্রহ্মেরই বা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহা যে অসম্ভব, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬৬ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তিরূপ সমস্যার, নারায়ণরূপে জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি-প্রাপ্তিরূপ সমস্যার, কোনওরূপ সমাধানই নির্ব্বিশেষ-বাদীরা করিতে পারিতেছেন না।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর।" "চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্য-সত্তার অধীন।" 'চিদাত্মা

ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর-কখন বা সহচর—শক্তিবিশেষই মায়া, মূল প্রকৃতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।”

মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি, ইহা শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত কথা। কিন্তু মায়া দ্বারা ব্রহ্ম উপহিত হইয়া থাকেন—ইহা শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত নহে। যাহা হউক, নির্ব্বিশেষবাদীরা কোনও কোনও স্থলে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলেও কার্য্যকালে তাহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহার হেতু এই যে—ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে আর নির্ব্বিশেষ বলা চলে না।

তাঁহারা বলিবেন—মায়া নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তি নহে, সগুণ ব্রহ্মের শক্তি। যে সময় মায়ার প্রভাবে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণত্ব লাভ করেন, সেই সময় হইতেই মায়া হয় সগুণ ব্রহ্মের শক্তি, অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগন্তুকী শক্তি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্বই যখন শ্রুতিদ্বারা বা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না, তখন মায়ার সগুণ-ব্রহ্ম-শক্তিত্বও সিদ্ধ বা বিচারসহ হইতে পারে না।

(৬) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—ভগবান্ নারায়ণ জ্ঞানশক্তিবলাদি ষড়ৈশ্বর্য্যদ্বারা “সদা সম্পন্ন”—অর্থাৎ তিনি নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। ষড়ৈশ্বর্য্য যদি তাঁহার অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলেই তাঁহাকে নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলা যায়। নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যও হইবে নিত্য—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে কিরূপে উপাধি বলা যাইতে পারে? কেননা, উপাধি হইতেছে আগন্তুক বস্তু; তাহার আবির্ভাব যেমন আছে, তেমনি তিরোভাবও আছে। অনাদি উপাধিও স্বীকৃত হয়—সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি; কিন্তু ইহা অনন্ত নহে; অনন্ত হইলে হইত অপসারণের অযোগ্য। সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি হইলেও অনন্ত—অনপসারণীয়—হইলে সাধন-ভজনের কোনও সার্থকতাই থাকিত না, মুক্তি বলিয়াও কোনও বস্তু থাকিত না। জীবস্বরূপে মায়া নাই বলিয়াই এই অনাদি সংসারিত্বকে আগন্তুক বলিয়া—সুতরাং উপাধি বলিয়া—স্বীকার করা হয়। কিন্তু জগৎকর্ত্তা নারায়ণের ষড়ৈশ্বর্য্য যখন নিত্য—অনাদি এবং অনপসারণীয়, তখন তাহাকে উপাধি বলা চলে না, আগন্তুকও বলা চলে না। যদি বলা যায়, ব্রহ্মস্বরূপে মায়া নাই বলিয়া এবং এই ষড়ৈশ্বর্য্যও মায়া-প্রভাবজাত বলিয়াই ইহাকে আগন্তুক উপাধি বলা হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মের ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সবিশেষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না, নির্ব্বিশেষবাদীরাও তাহার সমর্থনে কোনও শ্রুতিবাক্যের বা বিচারসহ যুক্তির উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সবিশেষত্ব যে মায়া-প্রভাবে উদ্ভূত—সুতরাং আগন্তুক—তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। আগন্তুক না হইলেই এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে জগৎকর্ত্তা নারায়ণের স্বরূপভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নির্ব্বিশেষবাদীরাই বলেন—ষড়ৈশ্বর্য্যাদি বিশেষত্বের যোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াছেন।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই ষড়ৈশ্বর্য্য যখন জগৎকর্ত্তা নারায়ণের স্বরূপভূত, অপিচ আগন্তুক নহে, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তথাকথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যেই ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সবিশেষত্বের বীজ – সবিশেষত্বের বীজরূপা শক্তি—বিরাজিত। সুতরাং ব্রহ্মকে আর নির্ব্বিশেষ বলা চলে না।

যুক্তির অনুরোধে সগুণ ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা নারায়ণের ঐশ্বর্য্যকে আগন্তুক বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই। অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত লৌহে যে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে অগ্নি হইতে প্রাপ্ত আগন্তুকী শক্তি। অগ্নিকে গ্রহণ করার শক্তি লৌহের আছে বলিয়াই লৌহের পক্ষে অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত বা অগ্নির দাহিকা-শক্তি-প্রাপ্তি সম্ভব হয়। লৌহ কখনও কাষ্ঠের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইতে পারে না, কাষ্ঠের ধর্ম্মও কখনও লৌহে প্রবেশ করিতে পারে না ; কেননা, কাষ্ঠকে বা কাষ্ঠের ধর্ম্মকে গ্রহণ করার শক্তি লৌহের নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, লৌহের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে তাহার পক্ষে অগ্নির দাহিকা-শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে। তদ্রূপ, মায়ার প্রভাবে তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যাদি-সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, মায়ার যোগে ঐশ্বর্য্যাদি-সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির অনুকূল-শক্তি ব্রহ্মের মধ্যে আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আর ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক – নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ – বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম যদি নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে মায়ার প্রভাবে সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

(৭) তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন— আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্য বিষ্ণুই ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের ইচ্ছায় স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া মূল প্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া (বশীকৃত্য) দেবকীতে সম্ভূত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনের প্রতি প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ বেদোক্ত ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা"-ইত্যাদি গীতা (৪।৬)-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন – এই বৈষ্ণবী মায়া হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া—যাহাদ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সুতরাং এই মায়া হইতেছে জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া।

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই :—আদিকর্ত্তা নারায়ণ ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে বশীকৃত করিয়া (বশীকৃত্য) ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভূত হয়েন। বশ-শব্দের উত্তর কৃ-ধাতুর যোগে অভূত-তদ্ভাব-অর্থে চ্বি-প্রত্যয় করিয়া "বশীকৃত্য"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভূত-তদ্ভাবের তাৎপর্য্য অনুসারে "বশীকৃত্য"-শব্দের অর্থ হইবে – পূর্ব্বে যাহা বশে ছিলনা, তাহাকে বশে আনিয়া, বশীকৃত করিয়া। সুতরাং "বশীকৃত্য"-শব্দ হইতে জানা যায়—ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া পূর্ব্বে আদিকর্ত্তা নারায়ণের বশে বা অধীনে ছিল না ; পরে তাহাকে বশীকৃত করিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভূত হইয়াছেন। এই মায়া যদি পূর্ব্বে নারায়ণের বশে বা অধীনতায় না থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নারায়ণের

"স্বীয় মায়া" বলার সার্থকতা কি, বুঝা যায় না। "স্বীয় মায়া" বলিলে মায়ার পক্ষে নারায়ণের রশ্যতা বা অধীনতাই বুঝা যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পুনরায় "বশীকৃত্য"-শব্দেরও সার্থকতা কিছু দেখা যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে বৈষ্ণবী মায়া যদি জগৎকর্ত্তা নারায়ণের বশেই না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মায়া তখন ছিল স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষ-নারায়ণত্ব যখন মায়ার প্রভাবজাত, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, স্বতন্ত্রা মায়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্র প্রভাবেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বহীনা জড়রূপা মায়ার পক্ষে তাহাও সম্ভব নহে।

যদি বলা যায়, কর্ত্তৃত্বহীনা জড়রূপা মায়া জগৎকেও তো মুগ্ধ করিয়া থাকে। জগৎকে যখন মোহিত করিতে পারে, তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষ করিতে পারিবেনা কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য এবং জগতের মোহনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে (১।২।৬৪-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির আনুকূল্যব্যতীত জড়-মায়ার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাঁহাতে এই চেতনময়ী শক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং জড়রূপা মায়াও কর্ত্তৃত্ব-শক্তি লাভ করিতে পারে না। বীজাঙ্কুর-ন্যায়েও যে ইহা সম্ভব হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [১।২।৬৬-খ (৪)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

যুক্তির অনুরোধে তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও, যে শক্তির অধীন নারায়ণ, সে শক্তিকে নারায়ণের "স্বীয় শক্তি মায়া" বলা যায় না। যেহেতু, শক্তি শক্তিমানের অধীনেই থাকে, শক্তি-মান্‌কর্ত্তৃকই তন্ত্রিত হয়, কখনই স্বতন্ত্রা থাকে না। "বশীকৃত্য" শব্দে মায়াশক্তির স্বাতন্ত্র্যই স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার, স্বতন্ত্রা মায়ার প্রভাবে অবস্থিত নারায়ণ, স্বীয়-বশ্যতা-সম্পাদিকা স্বতন্ত্রা মায়াকে বশীভূতই বা করিবেন কিরূপে এবং কাহার শক্তিতে?

এইরূপে দেখা যাইতেছে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর কতকগুলি অসমাধেয় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৮) **চতুর্থতঃ**, ব্রহ্মাণ্ডে দেবকীসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের মায়াময়ত্ব। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়-দ্যোতক পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠাদির বাক্য হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীরটী নিত্য হইলেও তাঁহার দেবকীগর্ভ-প্রবেশাদি, বাল্যাদি অবস্থা, তত্তদবস্থায় কৃত কর্ম্মাদি সমস্তই হইতেছে ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব, কেবল প্রাতীতিক মাত্র। সুতরাং অর্জ্জুনের নিকটে তিনি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবাস্তব, প্রাতীতিকমাত্র। অথচ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শ্রীকৃষ্ণ নাকি "ভূতানুজিঘৃক্ষয়া—জীবসমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছাতে" অর্জ্জুনের নিকটে

বৈদিক ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ যদি ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তবই হয়, তদ্দ্বারা জীবের কি উপকারই বা সাধিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা জীবের প্রতি কি অনুগ্রহই বা প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মাদি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, স্বীয় জন্ম-কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"-বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেও ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতে হয়। "মায়া"-শব্দের এক অদ্ভুত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদনুবর্ত্তিগণ কি ভাবে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাহারই একটী দৃষ্টান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—এই জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহও ইন্দ্রজালসৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় অবাস্তব, তাহাদের সত্তা কেবল প্রাতীতিক মাত্র, বাস্তব কোনও সত্তা নাই (এ-সম্বন্ধে, জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে)। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব-বস্তুর ন্যায় অবাস্তব-জগতের জন্য অবাস্তব উপদেশের সঙ্গতি হয়তো থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাকে জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ-নামে অভিহিত করা যায় না। জীবই নাই, তাহার প্রতি আবার অনুগ্রহ কি ? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অবিদ্যার বশীভূত ব্রহ্মই নাকি জীবনামে পরিচিত। তাহাই যদি হয়, শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে ? তাঁহার (ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব বস্তুর ন্যায় অবাস্তব) উপদেশই ব্যাসদেব গীতাতে সঙ্কলিত করিয়াছেন বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন। তাহা হইলে এই গীতাও কি ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব নয় ? এবং গীতার ভাষ্যকারগণ এবং তাঁহাদের ভাষ্যও কি ইন্দ্রজালবৎ অবাস্তব নয় ? গুরু, শিষ্য, সাধন-ভজন—সমস্তই কি ইন্দ্রজালবৎ অবাস্তব ?

মায়া-শব্দের এইরূপ লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী শক্তিবিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার, মায়া-শব্দের এই একটী মাত্র (অর্থাৎ মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী শক্তি বিশেষ) অর্থই নহে এবং সর্ব্বত্রই এই একটীমাত্র অর্থেই শাস্ত্রে মায়া শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। স্বীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে শ্রীপাদ রামানুজ মায়া-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (১।২।৬৪-ছ- অনুচ্ছেদে) উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব।- প্রাকৃতবৎ (লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ন্যায়) মায়া-শব্দের ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবাচিত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু (মায়া-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)—নির্ম্মীয়তে অর্থাৎ বিচিত্রবস্তু নির্ম্মিত হয় ইহা দ্বারা—এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মায়া-শব্দের 'বিচিত্রার্থকরী শক্তি' অর্থই সঙ্গত।"

বৈদিক শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে আচার্য্য যাস্ক মায়া-শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—"মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া পদার্থাঃ—পদার্থসমূহ ইহাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া ইহাকে মায়া বলা হয়।" পাণিনীয় উনাদি সূত্র—"মাচ্ছাসিভ্যো যঃ॥ উনাদি ৪।১০৬॥"—অনুসারে মা-ধাতুর উত্তর য-প্রত্যয় যোগে মায়া-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—তাঁহার (ব্রহ্মের) শক্তি, যদ্দ্বারা তিনি অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ হইয়াছেন। ইহাই বৈদিকী মায়ার অর্থ। এই অর্থে ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী শক্তিই মায়া—এইরূপ অর্থের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। শ্রুতিস্মৃতিতে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থ তাহাতে আরোপিত করিলে শ্রুতিস্মৃতির অভিপ্রেত তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—(বহিরঙ্গা) মায়া-শব্দের লৌকিকী ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ন্যায় মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী শক্তি অর্থ যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু সর্ব্বত্রই মায়া-শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাতেই আলোচ্য গীতা-শ্লোকের তৎকৃত ভাষ্যেও পূর্ব্বোল্লিখিত অসমাধেয় সমস্যা দেখা দিয়াছে। পরন্তু শ্রীপাদ রামানুজাদি যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, (এই অর্থ শ্লোকালোচনার প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে), তাহাতে এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। তাঁহাদের অর্থ শ্রুতিস্মৃতির অনুগত।

(৯) এক্ষণে দেখিতে হইবে, **শ্রীকৃষ্ণের** তথাকথিত **মায়াময় দেহের উপাদান কি?**

আলোচ্য গীতা-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন:—"ননু তর্হি ভগবচ্ছরীরস্য কমুপাদানম্? অবিদ্যেতি চেৎ, ন, পরমেশ্বরে তদভাবাৎ। জীবাবিদ্যা চেৎ, ন, শুক্তিরজতাদেরিব তুচ্ছত্বাপত্তেঃ। চিন্মাত্রং চেৎ, ন, চিতঃ সাকারত্বাযোগাৎ, তথাত্বে তস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তিঃ। তস্মাৎ কিমালম্বনোঽয়ং ভগবদ্দেহঃ? *** শৃণু 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া' ইতি। অয়মর্থঃ জীবাত্মানো হি অনাত্মভূতাং প্রকৃতিং তেজোবন্নাদিকং পঞ্চভূতাত্মিকাং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবন্তি জন্মাদীন্ লভন্তে, অহন্তু স্বাং প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ তদেবাধিষ্ঠায় ন তু উপাদানান্তরম্ আত্মমায়য়া মায়য়া ভবামি।"

তাৎপর্য্য এই:—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহের উপাদান কি? ইহা অবিদ্যা হইতে পারে না; কেন না, পরমেশ্বরে অবিদ্যা নাই। ইহা জীবাবিদ্যাও হইতে পারে না; কেননা, ইহা শুক্তিরজতাদির ন্যায় তুচ্ছ। ইহা চিন্মাত্রও হইতে পারে না; কেননা, চিতের সাকারত্বযোগ সম্ভব নয়, * তদ্রূপ হইলে তাহার অতীন্দ্রিয়ত্বের আপত্তিও উঠিতে পারে। তাহা হইলে ভগবদ্দেহের আলম্বন কি? 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়" ইত্যাদি বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে। জীবাত্মারাই

---

* পূর্ব্বে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের যে টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রো গ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি।" শ্রীকৃষ্ণের শরীর যে চিন্ময়, এস্থলে তাহাই তিনি বলিয়াছেন।

তেজঃ, অপ্ আদি পঞ্চ-ভূতাত্মিকা অনাত্মভূতা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয়া প্রকৃতিকে—প্রত্যক্ চৈতন্যকে অধিষ্ঠান করিয়া, অন্য কোনও উপাদানকে অধিষ্ঠান না করিয়া, আত্মমায়ায় (মায়ায়) সম্ভূত হয়েন।

শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ বলেন—"স্বাম্ প্রকৃতিম্"-অর্থ হইতেছে স্বীয় প্রত্যক্চৈতন্য ; এই প্রত্যক্চৈতন্যই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় দেহের উপাদান। তাঁহার টীকা হইতে ইহাও বুঝা যায় – এই প্রত্যক্চৈতন্য অনাত্মভূত পঞ্চভূত নহে, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই "স্বাং প্রকৃতিম্"-এর অর্থ করিয়াছেন—"প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাম্--ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া।" ইহার টীকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি আবার লিখিয়াছেন—"মায়াশব্দস্যাসি প্রজ্ঞানামসু পাঠাদ্বিজ্ঞানশক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ। ত্রিগুণাত্মিকামিতি। —শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকৃতি-শব্দের মায়া অর্থ করিলেও তাহা যে প্রজ্ঞানামা বিজ্ঞানশক্তি নহে, তাহা জানাইবার জন্য লিখিয়াছেন—ত্রিগুণাত্মিকা।" প্রকৃতি-শব্দের অর্থ এ-স্থলে যদি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অনাত্মভূতা, অচৈতন্যস্বরূপা। এই অবস্থায় শঙ্করানুগ শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ কেন যে "প্রত্যক্চৈতন্য" লিখিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

আবার, শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—"ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্য। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি, প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং স্বাং স্বোপাধিভূতামধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি, তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব ভবামি।" তাৎপর্য্য—ঈশ্বরের শরীর ভৌতিক – পঞ্চভূতে নির্ম্মিত—নহে। স্বীয় উপাধিভূতা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিচিত্রানেকশক্তিরূপা মায়ানাম্নী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, চিদাভাসের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্ভূত হয়েন, সেই মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই তিনি দেহবানের ন্যায়, জাতের ন্যায়, হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়—যে মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণামবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেহবানের ন্যায় হয়েন, তাহা হইতেছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সুতরাং কর্তৃত্বশক্তি-বিশিষ্টা। তাহা হইলে এই প্রকৃতি শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নহে; কেননা শ্রীপাদ আনন্দগিরির টীকা অনুসারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেছে জড়রূপা, কর্ত্তৃত্বশক্তিহীনা।

পুর্ব্বে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে [(৫) অনুচ্ছেদে], তাহা হইতে জানা যায়—প্রকৃতির সত্ত্বপ্রধানা বৃত্তিকে বলে মায়া। শ্রীপাদ মধুসূদনও যদি সেই অর্থেই মায়াশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সত্ত্বপ্রধানা মায়াই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতে হইবে। সত্ত্বপ্রধানা মায়াও অবশ্য কর্ত্তৃত্বশক্তিহীনা ; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—এই মায়াকে চিদাভাসের দ্বারা বশীকৃত করা হইয়াছে। চিদাভাসের সহিত যুক্ত হইলে জড়রূপা সত্ত্বপ্রধানা মায়াও কর্ত্তৃত্বশক্তিযুক্তা হইতে পারে– চিৎ-এর প্রভাবে।

শ্রীপাদ মধুসূদন আরও বলিয়াছেন—"অনাদিমায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণত্ব-সম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তমানা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন মম মূর্ত্তিস্তদ্বিশিষ্টস্য চাজত্বমব্যয়ত্বমীশ্বরত্বঞ্চোপপন্নম্।" ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতেছে বিশুদ্ধসত্ত্বময়। এস্থলে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্ব। তাহা হইলে বুঝা যায়—এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকারই বলা হইয়াছে। এইরূপ অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

"চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার? ॥১।৭।১০৮॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥৭।১১০॥"

শ্রীকৃষ্ণের উপাধিভূতা মায়ার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ মধুসূদন বলিয়াছেন—"অনাদিমায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎ-কারণত্ব-সম্পাদিকা।"—যাবৎকালস্থায়িত্ববশতঃই উপাধিভূতা অনাদি মায়া নিত্যা। তাহা হইলে এতাদৃশ-মায়াসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণদেহও কি যাবৎকালস্থায়িত্ব-বশতঃ নিত্য? ইহাই কি শ্রীপাদনীলকণ্ঠকথিত শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় বিগ্রহের নিত্যত্বের স্বরূপ?

যাহা হউক, উপরে যাঁহাদের টীকার আলোচনা করা হইল, তাঁহারা সকলেই শ্রীপাদ শঙ্করের আনুগত্যে আলোচ্য গীতাশ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে মতের ঐক্য দেখা যায় না। মতের অনৈক্যের কথা বলার হেতু এই যে, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ বলেন—প্রত্যক্ চৈতন্যই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের উপাদান, এই প্রত্যক্চৈতন্য অনাত্মভূত পঞ্চভূত নহে। আবার শ্রীপাদ মধুসূদন বলেন—ইহা হইতেছে মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণামবিশেষ, বা প্রাকৃতসত্ত্ব; প্রাকৃতসত্ত্ব কিন্তু অনাত্মভূত। উল্লিখিত টীকাকারদের কেহই স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোন শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করেন নাই; তদ্রূপ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাইও। শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কেবল স্ব-স্ব-অনুমানই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অনুমান শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত নহে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেই অনুমান আদরণীয় হইতে পারে না। শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার না করাতেই তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করিলে এইরূপ মতভেদের সম্ভাবনা থাকিত না। শ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, দেহ-দেহি-ভেদহীন আনন্দঘন—চিদ্ঘন-বিগ্রহ, তাঁহার এতাদৃশ বিগ্রহেই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীপাদ রামানুজাদিকৃত অর্থও যে এইরূপ শ্রুতিসম্মত, তাহা এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই বলা হইয়াছে।

(১০) যাঁহারা ভগবানের মায়াময়রূপের উপাদান-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই একটী জিজ্ঞাসা মনে জাগিয়া উঠে। তাহা এই।

"অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩।২।১৮॥ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সোপাধিক স্বরূপের বিশেষবত্তা হইতেছে "অপারমার্থিকী।" "অতএব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য"—ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়—সোপাধিক স্বরূপও হইতেছে "অপারমার্থিক"—অবাস্তব। শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তাহা পরিষ্কার ভাবেই খুলিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ সোপাধিক শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—লৌকিক মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য অবাস্তব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অবাস্তব বস্তুর আবার উপাদান কি? লৌকিক মায়াবী যে রজ্জুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, যে রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মায়াবী ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, সেই রজ্জু কিসের দ্বারা নির্ম্মিত, সেই রজ্জুটি কি রেশমের দ্বারা প্রস্তুত, না কি সূতাদ্বারা প্রস্তুত, এইরূপ প্রশ্ন কি কাহারও মনে কখনও জাগে? না কি ইহার সমাধানের জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করে? সোপাধিক ভগদ্দেহও যখন মায়াবীসৃষ্ট রজ্জুর ন্যায় অবাস্তব, তখন তাহার কোনও বাস্তব উপাদানও থাকিতে পারে না এবং বাস্তব উপাদান-নির্ণয়ের জন্য প্রয়াসেরও কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না।

তথাপি যে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠাদি শ্রীকৃষ্ণদেহের উপাদান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়,—শ্রুতিতে ভগবদ্‌বিগ্রহের সত্যত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিও তাঁহাদের আস্থা আছে; অথচ সম্প্রদায়ানুরোধে তাঁহাদের সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত। এজন্যই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তাঁহারা উভয়ের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্তির আদ্যোপান্ত বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের সমন্বয়চেষ্টা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

(১১) শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তো বলিলেন—ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন লৌকিক মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য। তাহা হইলে যিনি এই দ্বিতীয় মায়াবীর সৃষ্টি করিলেন, সেই মূল মায়াবী কে? গীতাভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়—জগৎকর্ত্তা নারায়ণই হইতেছেন মূল মায়াবী; কেননা, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সদাসর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকী-বসুদেব হইতে সম্ভূত হইয়াছেন।

যদি জগৎকর্ত্তা নারায়ণই মূল মায়াবী হয়েন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জগৎকর্ত্তা নারায়ণও তো সোপাধিক স্বরূপ—সুতরাং অপারমার্থিক অর্থাৎ ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব। এতাদৃশ নারায়ণ কিরূপে মূল নারায়ণ হইতে পারেন? লৌকিক মায়াবী অবাস্তব নহে, তাহার সৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীই অবাস্তব।

লৌকিক মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় অবাস্তব মায়াবী কখনও তৃতীয় একটী মায়াবী সৃষ্টি করিতে পারে না। অবাস্তব মায়াবী নারায়ণ কিরূপে অবাস্তব মায়াবী শ্রীকৃষ্ণদেহের সৃষ্টি করিতে পারেন?

আবার জগৎকর্ত্তা নারায়ণও যদি মায়াবীসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর ন্যায় অবাস্তব বা অপারমার্থিকই হয়েন, তবে তাঁহাকে যিনি সৃষ্টি করিলেন, সেই মূল মায়াবী কে?

শ্রীপাদ শঙ্কর, কিম্বা তাঁহার অনুগত কোনও আচার্য্যই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই।

যদি বলা যায়—ইন্দ্রজালসৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপা মায়ার যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা নারায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে—কেবল ইন্দ্রজালবিদ্যা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহার সহায়তায় লৌকিক বাস্তব মায়াবীই তাহার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তদ্রূপ যদি মনে করা যায়—মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী মায়ার সহায়তায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় মায়াবীরূপে জগৎকর্ত্তা নারায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার যোগে যে সবিশেষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২।৬৬—অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"

এইটী মহাভারতের শ্লোক; পূর্ব্বে ১।২।৫৮-চ-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থালোচনা করা হইয়াছে। সে-স্থলে বলা হইয়াছে—অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, নারদের নিকটে নারায়ণকর্ত্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপও তদ্রূপই। শ্রীপাদ শঙ্করের গীতাভাষ্যের উল্লেখ করিয়া সে-স্থলে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ ছিল অপ্রাকৃত এবং অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুন তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদনুসারে ইহাই জানা যায় যে, নারদের নিকটে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল অপ্রাকৃত—সুতরাং সচ্চিদানন্দময় এবং নারদকে তিনি দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই নারদ তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন-দৃষ্ট বিশ্বরূপের ন্যায় নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপও অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দময়—হইলেও সমস্ত জগদাদি যে তাহার অন্তর্ভূত ছিল, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে-স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে মায়াদ্বারা নারায়ণ বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে ভগবানের স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি, বহিরঙ্গা মায়া নহে।

শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক প্রকটিত অপ্রাকৃত বিশ্বরূপের মধ্যে জগদাদি সমস্ত অন্তর্ভূত ছিল বলিয়াই তাহাকে "সর্ব্বভূতগুণযুক্ত" বলা হইয়াছে। তথাপি স্বরূপে তিনি যে "সর্ব্বভূতগুণযুক্ত—প্রাকৃতগুণ-যুক্ত—নহেন, উল্লিখিত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে "সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"-বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে। ইহার হেতুরূপে উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠও যে বলিয়াছেন—"নির্গুণত্বাৎ", তাঁহার টীকা উদ্ধৃত করিয়া তাহাও সে-স্থলে (১।২।৫৮-চ অনুচ্ছেদে) দেখান হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্ব্বত্র "মায়া"-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এ-স্থলেও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে চাহিয়াছেন—নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও হইতেছে

লৌকিক-ঐন্দ্রজালিকসৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অবাস্তব। ইহা বিচারসহ কিনা, তাহাই বিবেচনা করা হইতেছে।

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥১।১।২০॥"-এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একস্থলে লিখিয়াছেন—"স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। 'মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥'-ইতি স্মরণাৎ।—সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ইচ্ছাকৃত মায়াময় রূপ হইয়া থাকে। 'মায়া হ্যেষা'-ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।"

ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপের প্রদর্শনে সাধকের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। অবাস্তব রূপের প্রদর্শন তো বঞ্চনামাত্র। ইহা কি অনুগ্রহ?

কি অবস্থায় নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইতে পারে।

মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮তম এবং ৩৩৯তম এই দুই অধ্যায়ে উল্লিখিত নারায়ণ-নারদ-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৩৮তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—নারদ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া "একাগ্রমনা, সমাহিত এবং ঊর্দ্ধবাহু" হইয়া "গুণাত্মা এবং নির্গুণ" ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনের জন্য বলবতী বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী ৩৩৯তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—গুহ্যতথ্যদ্যোতক নামসমূহ দ্বারা নারদকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বিশ্বরূপধৃক্ ভগবান্ নারদকে দর্শন দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রকটিত বিশ্বরূপের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপের অনুরূপই,—পার্থক্য এই যে, অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপে যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত যোদ্ধৃগণও দৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপে তাঁহারা ছিলেন না। যাহা হউক, এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া প্রসন্নাত্মা নারদ বাগ্‌যত ও প্রণত হইয়া পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। তখন, দেবসমূহের আদি সেই অব্যয় ভগবান্ নারদের নিকটে বলিলেন—"আমার দর্শনের লালসায় মহর্ষিগণও এই স্থানে আসিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা আমার দর্শন পায়েন না, ঐকান্তিকশ্রেষ্ঠ ব্যতীত অপর কেহই আমার দর্শন পায়েন না। নারদ! তুমি ঐকান্তিকোত্তম বলিয়াই আমার দর্শন পাইয়াছ। হে দ্বিজ! আমার এই শ্রেষ্ঠ তনুসমূহ ধর্ম্মগৃহে জাত। তুমি সতত তাহাদের ভজন কর, সাধন কর। 'তাস্ত্বং ভজস্ব সততং সাধয়স্ব যথাগতম্ ॥৩৩৯।১৪॥' নারদ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমার নিকটে বর যাচ্ঞা কর, এই বিশ্বমূর্ত্তিরূপ অব্যয় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" তখন নারদ বলিলেন—"আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি, তাহাতেই আজ আমার তপস্যা, যম, নিয়ম—সমস্ত সফল হইয়াছে। আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি—ইহাই আমার প্রতি তোমার সনাতন বর।" ইহার পরে ভগবান্ নারদকে বলিলেন—"নারদ! তুমি এখন যাও। আমার যে সকল ভক্ত অনিন্দ্রিয়াহার হইয়া (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য যত্ন না করিয়া) একাগ্রচিত্তে আমার চিন্তা করেন, তাঁহাদের কোনও বিঘ্নই উপস্থিত হয় না। ইত্যাদি।" বাসু-

দেবের মহিমা, বাসুদেব কিরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করেন, কখন এবং কিরূপে বিভিন্নরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল করেন এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন—নারদের নিকটে বিশ্বরূপধারী ভগবান্ তৎসমস্তই বর্ণন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের নিকটে অনুগ্রহ লাভ করিয়া নারদও নর-নারায়ণের দর্শনের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—বিশ্বরূপধর ভগবান্ই নারদকে বলিয়াছেন যে, ঐকান্তিক ভক্তব্যতীত অপর কেহই তাঁহার এই রূপের দর্শন লাভে সমর্থন নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—অর্জ্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলিয়াছেন।

"সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

গীতা ॥১১ ৫২-৫৫॥

—অর্জ্জুন! তুমি আমার যে (বিশ্ব-) রূপ দর্শন করিলে, ইহা অতীব দুর্দর্শনীয়; এই রূপ দর্শনের জন্য দেবতাগণও সর্ব্বদা লালায়িত। তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিয়াছ, এবংবিধ (বিশ্বরূপধর) আমাকে—বেদাধ্যয়ন, বা তপস্যা, বা দান, বা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দর্শন করা যায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই (ভক্তগণ) এবংবিধ (বিশ্বরূপধর) আমাকে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইতে পারেন, (স্বরূপতঃ) দর্শন করিতে পারেন এবং আমাতে প্রবেশ করিতেও পারেন। হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্য কর্ম্ম করেন, আমাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন, যিনি আমার ভক্ত, যিনি সঙ্গবর্জ্জিত (বিষয়ে অনাসক্ত), যাঁহার কাহারও প্রতি বৈরভাব নাই, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই আমাকে লাভ করিতে পারেন।"

ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—ঐকান্তিক-ভক্তদৃশ্য বিশ্বরূপ কখনও ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপ হইতে পারে না। ইহা সত্য রূপই।

বিশ্বরূপধর ভগবান্ তাঁহাকর্ত্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপের ভজন করার জন্যও নারদকে উপদেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপের ভজনের উপদেশের কোনও সার্থকতাও থাকিতে পারে না এবং এতাদৃশ রূপের ভজনোপদেশে কাহারও প্রতি অনুগ্রহও প্রকাশিত হয় না।

বিশ্বরূপের দর্শনে নারদ নিজেকে কৃতার্থ বলিয়াও বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার যম-নিয়ম-তপস্যাদি সার্থক হইয়াছে বলিয়াও মনে করিয়াছেন। যদি এই বিশ্বরূপ ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তবই হইত, তাহা হইলে নারদ কখনও এইরূপ মনে করিতেন না। বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারদকে যখন বলিলেন—"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।", তখনও নারদের পূর্ব্বোক্ত কৃতার্থতা-জ্ঞান

তিরোহিত হয় নাই। ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপ দেখাইয়া এবং সেই রূপের ভজন-সাধনের উপদেশ দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছেন, বঞ্চনা করিয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানও নারদের হয় নাই। বিশ্বরূপধর ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পরেও নিজেকে পরমানুগৃহীত মনে করিয়াই নারদ বদরিকাশ্রমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় -"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা"-ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ নারদকে জানান নাই যে, নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপটী ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "মায়া"-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গতও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

গ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে॥ বৃহদারণ্যক ॥২।৫।১৯॥

—ইন্দ্র (ব্রহ্ম) মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূত-কৃত-মিথ্যাভিমানৈর্ব্বা, ন তু পরমার্থতঃ, পুরুরূপ বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে—একরূপ এব প্রজ্ঞাঘনঃ সন্ অবিদ্যা-প্রজ্ঞাভিঃ।—ইন্দ্র—পরমেশ্বর-মায়াদ্বারা—প্রকৃষ্টজ্ঞানদ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশিদ্বারা পুরুরূপে অর্থাৎ বহুরূপে প্রতীত হন ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাঘনরূপ একমাত্র রূপ। তথাপি তাঁহার অবিদ্যা-প্রসূত বিবিধ ভেদজ্ঞানবশে (নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন মাত্র)। -মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ-সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর "ইন্দ্র"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"পরমেশ্বর, অর্থাৎ তাঁহার "সগুণ ব্রহ্ম"। গীতাভাষ্যের উপক্রমে যাঁহাকে তিনি আদিকর্ত্তা বা জগৎকর্ত্তা "নারায়ণ" বলিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি এ-স্থলে "ইন্দ্র" বলিয়াছেন।

"মায়া"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রজ্ঞা—প্রকৃষ্টজ্ঞান, অথবা নাম রূপাত্মক-উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমান।" ইহা হইল শ্রীপাদ শঙ্করের সর্ব্বদা-গৃহীত অর্থ—ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ন্যায় মিথ্যাবস্তু উৎপাদনের শক্তিবিশেষ।

এই মায়াকে তিনি "প্রজ্ঞা" বলিয়াছেন এবং এই "প্রজ্ঞা" যে "অবিদ্যা-প্রজ্ঞা—অবিদ্যা-প্রসূত ভেদজ্ঞান", তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দগিরিও তাহাই বলিয়াছেন—"মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ মিথ্যাধীহেতুভূতানাদ্যনির্বাচ্য-দণ্ডয়মানাজ্ঞানবশাদেব বহুরূপো ভাতি। অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভির্বহুরূপো গম্যত ইতি।" গীতাভাষ্যের টীকাতেও শ্রীপাদ আনন্দগিরি "প্রকৃতি"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে তাহাই বলিয়াছেন-"মায়াশব্দস্যাপি প্রজ্ঞানামসু পাঠাদ্ বিজ্ঞানশক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি॥ গীতা ॥৪।৬॥-শ্লোকটীকা।"

আবার, "ইন্দ্র বা পরমেশ্বরকে" তিনি "প্রজ্ঞাঘন—মায়াঘন" বলিয়াছেন।

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই ঃ—মায়াকে প্রজ্ঞা বলায় পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে –

এই মায়া শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়া নহে। কেন না, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়া হইতেছে জড়রূপা অচেতনা—সুতরাং কর্তৃত্ব-সামর্থ্যহীনা। প্রজ্ঞা হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম; অচেতনা মায়া প্রজ্ঞারূপা হইতে পারে না। এই প্রজ্ঞারূপা মায়া শ্রীপাদ শঙ্করের পরিকল্পনা। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে স্থলে "মায়া"-শব্দের উল্লেখ আছে, সে-স্থলে যে শ্রুতি-স্মৃতিপ্রোক্তা 'মায়াই" অভিপ্রেত, তৎসম্বন্ধে বেশী বলার কোনও প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তীকালে ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত অর্থে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্ত মায়া-শব্দের তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া "মায়া"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"বিচিত্র-শক্তি।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যত্রাপি বিচিত্রশক্তয়োঽভিধীয়ন্তে।" শ্রীপাদ রামানুজের আনুগত্যে শ্রীপাদ গোপালানন্দস্বামীও বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মায়াভিঃ বিচিত্রকার্য্যনির্ব্বাহণসমর্থ-বিচিত্রশক্তিভিঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যত্রাপি মায়াশব্দস্য শক্তিমাত্রবাচ্যত্বান্ন দোষঃ॥ ১৪৪ পৃষ্ঠা॥" যাস্ক-লিখিত মায়া-শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই [ক অনুচ্ছেদে] উল্লিখিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্যে যে প্রসঙ্গে 'মায়া'-শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে 'মায়া'-শব্দের "শক্তি" অর্থই যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—"একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। ৪।১॥—যিনি এক এবং অবর্ণ হইয়াও নানাবিধ শক্তিদ্বারা স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে (স্বীয় কোনও প্রয়োজন বুদ্ধি ব্যতীতই) অনেক প্রকার বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি নানাবিধ বর্ণ) বিধান করেন।"

বৃহদারণ্যকে "মায়াভিঃ"-শব্দের যাহা তাৎপর্য্য, এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির "বহুধা শক্তিযোগাৎ" শব্দেরও তাহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং "মায়া"-শব্দে "শক্তিই" বুঝাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ একটী উক্তি দৃষ্ট হয়। তাহা এই :—

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥৬।৮৪॥

—সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক সেই বাসুদেব স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া বর্ত্তমান। তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিমত বহুদেহ গ্রহণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।"

এই শ্লোকটীকে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যটীর মর্ম্মানুবাদস্বরূপও মনে করা যায়। আরণ্যক-শ্রুতিতে যাহাকে "মায়া" বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে "স্বশক্তি" এবং "ইচ্ছা—ইচ্ছাশক্তি" দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"মায়া"-শব্দের এতাদৃশ অর্থব্যঞ্জক আরও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা

করা হইল না। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর "মায়া"-শব্দের "ইন্দ্রজাল-বিদ্যাতুল্যা প্রজ্ঞারূপা শক্তিবিশেষ" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্ব্বত্রই মায়া-শব্দের এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অবৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

৬৮। সবিশেষ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সোপাধিক বা সগুণ (অর্থাৎ সবিশেষ) ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্য এবং নির্গুণ (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয় (১।২।৬৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সবিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল উপাস্য, তিনি জ্ঞেয় নহেন ; তাঁহার জ্ঞানে মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে না। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রুতিসম্মতই নহেন ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

শ্রুতিতে সর্ব্বত্র যে সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। তাহার কারণও আছে। সবিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন প্রস্থানত্রয়-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম যখন সবিশেষ, এবং পরব্রহ্মের উপাসনাই যখন বিধেয়, তখন সবিশেষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা ব্যতীত আর কাহার উপাসনার কথা শ্রুতি বলিতে পারেন ?

সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন—এই উক্তিও বিচারসহ নহে। যিনি জ্ঞেয়, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য। সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন (১।২।৬৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬৪-অনুচ্ছেদে এতাদৃশ কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে ; এ-স্থলে আরও কয়েকটীর উল্লেখ করা হইতেছে।

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
—শ্বেতাশ্বতর ॥১।৮॥"

[১।২।৩৬ (২)-অনুচ্ছেদে ইহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; কেননা, তাঁহাকেই বিশ্বভর্ত্তা এবং ঈশ বলা হইয়াছে। তাঁহাকে জানার ফল যে সর্ব্বপাশ হইতে মুক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে।

"য একো জালবান্ ঈশতে ঈশানীভিঃ সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১॥"
[১।২।৩৬ (৫)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে জগতের শাসনকর্ত্তা এবং জগতের উৎপত্তি-প্রলয়ের কারণ বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানে যে অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে।

"যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১১॥"
[১।২।৩৬ (৩১)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এবং যাঁহার জ্ঞানে আত্যন্তিকী শান্তি (মুক্তি)-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; কেননা, তাঁহাকে বরপ্রদ, ঈশান, জগতের স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ —শ্বেতাশ্বতর॥৪।১৪॥"
[১।২।৩৬ (৩৩)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহার জ্ঞানে আত্যন্তিক শান্তি (মুক্তি) লাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যবস্থাপক) বলা হইয়াছে।

"স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥ —শ্বেতাশ্বতর॥ ৬।৬।
[১।২।৩৬ (৫৩)—অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এবং যাঁহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মুক্তি)-লাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে ভগেশ (ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি) জগৎ-প্রপঞ্চের পরিচালক, ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়), জগতের আশ্রয় এবং পাপনাশক বলা হইয়াছে।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৩॥"
[১।২।৩৬ (৬০)—অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহার জ্ঞানে সর্ব্বপাশ হইতে মুক্তিলাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; কেননা, তাঁহাকে সর্ব্বকারণ এবং অভীষ্টদাতা বলা হইয়াছে।

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥

কঠোপনিষৎ॥ ১।২।২১ ॥

(১।২।২৮খ অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যেহেতু, তাঁহার গমনাদির কথা, বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বের কথা এবং অচিন্ত্যশক্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ —মুণ্ডকোপনিষৎ ॥২।২।২॥"

(১ ২।৩০-ত অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

এস্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ ; যে হেতু, তাঁহাকে সর্ব্বাশ্রয় বলা হইয়াছে।

যাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে জীব জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারে এবং যাঁহার জ্ঞান লাভ ব্যতীত জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়ার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই, তাঁহার সম্বন্ধেই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৩।৭ – ৮॥

[১।২।৩৬ (৭—৮) অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে সবিশেষের জ্ঞেয়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—সবিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয়। সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, তিনি কেবল উপাস্য—শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ।

ক। সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই তাঁহার উপাস্যত্ব, তাঁহার প্রাপ্তিতেই অনাবৃত্তি লক্ষণা-মুক্তি

সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই তিনি উপাস্য। উপাসনাদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহাকে জানা এবং তাঁহাকে পাওয়া—একই কথা। পরাবিদ্যা দ্বারাই যে তাঁহাকে জানা যায়, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও অস্বীকার করেন না। এই জানা যে পাওয়া—পরাবিদ্যা-প্রসঙ্গে শ্রুতিই তাহা বলিয়াছেন।

"পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥১।১।৫ ॥" এ-স্থলে "অধিগম্যতে"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রাপ্যতে"; ইহার হেতুরূপে তিনি লিখিয়াছেন—"অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ-অধিপূর্ব্বক গম্-ধাতুর প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থে প্রয়োগ হয়।" এইরূপে জানা গেল—পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষরব্রহ্মকে পাওয়া যায় বা জানা যায়।

এই জানার বা পাওয়ার ফল হইতেছে—জন্ম-মৃত্যুর অবসান, মুক্তি বা অমৃতত্ব। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টভাবেই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনবারর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
গীতা॥৮।১৫-১৬॥

—মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরম-সিদ্ধি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

তাঁহার প্রাপ্তিতেই পুনর্জন্ম-নিবৃত্তির কথা যেমন বলিয়াছেন, তাঁহার অপ্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হয় না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

"অশ্রদ্দধানা পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥গীতা ॥৯।৩॥

—হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মের (রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যধর্ম্মের) প্রতি বীতশ্রদ্ধ লোকই আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসার-পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

তাঁহার প্রাপ্তিতেই যে অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি সম্ভব হইতে পারে, এইরূপে অন্বয়ীমুখে এবং ব্যতিরেকী মুখেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রাপ্তির উপরে যে আর কিছু নাই, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
—গীতা ॥১৮।৬৪-৬৫॥

—সমস্ত গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম (উৎকৃষ্ট) বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়; এজন্য তোমাকে হিতকথা বলিতেছি। (কি সেই কথা?) মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, মদ্‌যাজী হও, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; এজন্য সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার

নিকটে বলিতেছি যে, (এইরূপ আচরণ করিলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়া) তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে (ইহাতে সন্দেহ নাই)।"

ইহাই সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সর্ব্বশেষ কথা এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—ইহাই তাঁহার "সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য।" ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার প্রাপ্তিই হইতেছে পরম পুরুষার্থ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার অর্থ মায়াতীত হওয়া, সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত হওয়া। ইহাতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মায়াতীত, তিনি মায়োপাধিযুক্ত নহেন। কেননা, তিনি মায়োপাধিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রাপ্তিতে কেহ মায়ামুক্ত বা মায়াতীত হইতে পারে না, মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

খ। সবিশেষ স্বরূপের প্রাপ্তি এবং মুক্তি

বলা যাইতে পারে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে পুনর্জন্ম হয় না," "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥১৫।৬॥—যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরম ধাম"-ইত্যাদি বাক্যে যে পুনর্জন্ম-রাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা আত্যন্তিকী মুক্তি সূচিত হয় না। কেবলমাত্র পুনর্জন্মাভাবেই যে আত্যন্তিকী মুক্তি সূচিত হয় না, ক্রমমুক্তি-ফলপর্যবসায়িনী উপাসনার ফলে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাই তাহার প্রমাণ।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ॥গীতা ॥৮।১৬॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"যে ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নসম্যগ্‌ দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ, যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভিরতৎক্রতবো তত্র গতাস্তেষামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম। অতএব ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়েণ 'ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' ইতি শ্রুতি-সূত্রয়োরুপপত্তিঃ ॥—যে উপাসনার ফল হইতেছে ক্রমমুক্তি, সেই উপাসনার প্রভাবে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, সে-স্থানে তাঁহাদের সম্যগ্‌ দর্শনলাভ হইলে ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হয়। আর, যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসনায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গেই শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এবং 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'-এই ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন।" শ্রীধরস্বামিপাদও ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন।

এইরূপ ক্রমমুক্তিফলপর্যবসায়িনী উপাসনার ফলে যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

(স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১১॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক ধৃত স্মৃতিবচন)

—ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান্ পুরুষগণ সেখানে জ্ঞানলাভ করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর হিরণ্য-গর্ভের (ব্রহ্মার) সঙ্গে তাঁহারাও পরমপদে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন)।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—যাঁহারা ক্রমমুক্তির সাধক, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন ; সেস্থানে তাঁহারা সম্যক্জ্ঞানলাভ করিলে প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আর সংসারে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না। অথচ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালেও তাঁহারা কিন্তু মুক্ত নহেন ; প্রলয়কালেই তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুনর্জন্ম-রাহিত্যই যে আত্যন্তিকী মুক্তি নহে, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকগণই তাহার দৃষ্টান্ত। গীতাতে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বা ভগদ্ধাম-প্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্মাভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত অপ্রাপ্তমুক্তি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকদিগের পুনর্জন্মাভাবেরই তুল্য, তাহা আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। (ইহা হইতেছে বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তি)

বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলেন। পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যের তৎকৃত বঙ্গানুবাদের "ভাষাভাষ্য ভূমিকায়" লিখিয়াছেন—সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিকে শ্রীপাদ শঙ্কর আত্যন্তিকী মুক্তি বা অমৃতত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না ; এই সমস্ত হইতেছে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির ন্যায় গৌণ বা আপেক্ষিক অমৃতত্ব বা মোক্ষ।

শ্রুতি-স্মৃতিপ্রোক্ত অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপগণকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। এইরূপ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনায় যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার অভিমত। তাঁহার মতে সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন "নির্গুণ"-ব্রহ্মের জ্ঞানেই অমৃতত্ব সম্ভব ; সবিশেষ বা "সগুণ"-ব্রহ্মের উপাসকগণ "নির্গুণ"ব্রহ্মের উপাসনা করেন না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব। "ন চ তন্নির্বিকারং রূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্নুবন্তীতি শক্যং বক্তুম্। অতৎক্রতুত্বাৎ তেষাম্॥—"বিকারাবর্ত্তি চ-ইত্যাদি ৪।৪।১৯-ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য।"

পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমমুক্তির সাধক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকগণের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইলে যে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ হয়, তাহা "কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ-সহাতঃ পরম্॥৪।৩।১০॥"-ব্রহ্ম সূত্রে কথিত হইয়াছে। এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥৪।৪।২২॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সম্যগ্‌দর্শনবিধ্বস্ততমসান্ত নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি—

—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে। অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কাহার কোনও আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই। সেই জন্যই সূত্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্‌দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন

করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্‌দিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে, তখন আর নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণপরায়ণ নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌দিগের অনাবৃত্তির কথা কি বলিব?—কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ।”

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যোক্তির সার মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয়:—

“ব্রহ্মলোকবাসী ক্রমমুক্তির সাধকগণ নির্গুণ-ব্রহ্মের সম্যক্ দর্শন লাভ করিয়া মহাপ্রলয়-কালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণও তদাশ্রয়ের দ্বারা—অর্থাৎ নির্গুণ-ব্রহ্মের সম্যক্ দর্শনের দ্বারাই—অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি লাভ করিতে পারেন।”

অন্যত্রও শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য-শ্রুতির অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যোপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন—“মন্দবুদ্ধি লোকগণ নির্গুণ-ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহাদের জন্যই শ্রুতিতে সগুণব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে সৎপথবর্ত্তী হইলেই তাঁহারা নির্গুণব্রহ্মের ধারণায় সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে।” *

ইহা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সগুণব্রহ্মের উপাসনায় কেহ আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করিতে পারে না; সগুণব্রহ্মের উপাসনায় কেবল “সন্মার্গস্থ” মাত্র হওয়া যায়।

---

* “যদ্যপি দিগ্‌দেশকালাদিভেদশূন্যং ব্রহ্ম ‘সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’ ‘আত্মৈবেদং সর্ব্বম্’ ইতি ষষ্ঠ-সপ্তময়োরধিগতম, তথাপীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবদ্বস্তিত্যেবংভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়া কর্ত্তুমিতি, ইতি অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইতি তদধিগমায় হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যদ্যপি সৎসম্যক্ প্রত্যৈকবিষয়ং নির্গুণঞ্চাত্মতত্ত্বম্, তথাপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ সত্যকামাদিগুণবত্ত্বঞ্চ বক্তব্যম্। তথা যদ্যপি ব্রহ্মবিদাং স্ত্র্যাদিবিষয়েভ্যঃ স্বয়মুপরমো ভবতি, তথাপ্যনেকজন্মবিষয়সেবাভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ। তথা, যদ্যপি আত্মৈকত্ববিদাং গন্তৃগমনগন্তব্যাভাবাদ্ অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে গগন ইব বিদ্যুদ্ভূত ইব বায়ুর্দগ্ধেন্ধন ইবাগ্নিঃ স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিঃ, তথাপি গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়-দেশগুণবিশিষ্টব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্বক্তব্যা, ইত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসৎ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি। সন্মার্গস্থাঃ তাবদ্‌ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ।

—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে জানা গিয়াছে যে, দিক্, দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎস্বরূপ, ‘এক ও অদ্বিতীয়’ ‘আত্মাই এতৎসমস্ত স্বরূপ’-ইতি, তথাপি জগতে বস্তুমাত্রই দিক্, দেশ ও কালকৃত ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা দিক্‌দেশাদিকৃত ভেদযুক্ত নহে, তাহা বস্তুই নহে, অল্পবুদ্ধি লোকদিগের যে, উক্ত প্রকার চিরসংস্কারজাত বুদ্ধি, হঠাৎ তাহাকে পরমার্থ বিষয় গ্রহণে সমর্থ করিতে পারা যায় না: অথচ, ব্রহ্মাবগতি ব্যতীত পুরুষার্থও (মোক্ষও) সিদ্ধ হইতে পারে না; এই জন্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ উপযুক্ত স্থানের উপদেশ করা আবশ্যক হইতেছে। আর যদিও আত্মতত্ত্ব একমাত্র সদ্বিষয়ক

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে বুঝা যায়—ক্রমমুক্তির সাধকগণের মোক্ষ লাভের যেরূপ ক্রম, "সগুণ"-ব্রহ্মোপসাকগণের মোক্ষলাভেরও সেইরূপ ক্রমই। অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ক্রমমুক্তির সাধকগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে "নির্গুণ"-ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে যেমন ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন, "সগুণ"-ব্রহ্মের উপাসকগণও তেমনি "সগুণ"-ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে "নির্গুণ-ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে "সগুণ ব্রহ্মের" সহিত মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে মনে হইতেছে—শ্রীপাদ শঙ্কর "সগুণ-ব্রহ্মকে" হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার তুল্যই মনে করেন এবং "সগুণ ব্রহ্মের" ধামকেও তিনি ব্রহ্মলোকের তুল্যই মনে করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মলোক যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, "সগুণ-ব্রহ্মের" ধামও তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতিস্মৃতি-প্রোক্তা সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্থানও যখন ভগবদ্ধাম (অর্থাৎ

যথার্থতা-জ্ঞানৈকগম্য হউক, তথাপি, যাহারা মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি লোক, তাহাদের পক্ষে সগুণভাবই যখন অভীষ্ট, তখন সত্যকামত্বাদি গুণও অবশ্য বক্তব্য; সেইরূপ, যদিও ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্বভাবতই উপভোগ্য স্ত্রীপ্রভৃতি বিষয় হইতে উপরম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তথাপি বহুজন্মব্যাপী পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবা-জনিত যে বিষয়-তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, সহজেই তাহার নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না; তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি বিশেষ বিশেষ সাধনেরও উপদেশ করা আবশ্যক। সেইরূপ যদিও, আত্মৈকত্ববিদ্‌গণের পক্ষে গন্তা (গমনকারী), গন্তব্য ও গমনের অভাব হওয়ায় যদিও অবিদ্যাদির শেষ স্থিতির কোনও নিমিত্ত না থাকায়, অর্থাৎ নিঃশেষরূপে অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আকাশে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ও বায়ুর ন্যায় এবং দগ্ধেন্ধন (যে অগ্নি নিজের আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়াছে, সেই) অগ্নির ন্যায় আপনাতেই (স্বরূপেই) বিলীন হইয়া যায়, তথাপি যাহারা গন্তা ও গমনাদিবিষয়ক সংস্কার-সম্পন্ন-চিত্ত ও হৃদয়-প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের জন্য মূর্দ্ধন্য নাড়ীদ্বারা নির্গমন বা দেহত্যাগ নির্দেশ করিতে হইবে (১); এইজন্য অষ্টম প্রপাঠক আরব্ধ হইতেছে। দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফলভেদ শূন্য পরমার্থ সৎ (যথার্থ সত্য) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মন্দমতি লোকের নিকট অসতের (অসত্যের) ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে: এই জন্য শ্রুতি মনে করেন যে, জীবগণ প্রথমতঃ সৎপথবর্ত্তী হউক, পরে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুও বুঝাইয়া দিব। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

[(১) তাৎপর্য্য—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদের আর কোন পথ বিশেষ দ্বারা লোকবিশেষে গতি হয় না, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গন্তা, গন্তব্য ও গমন-এই ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতিস্থানে সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মূর্দ্ধন্য—যাহা হৃদয় হইতে মস্তকে যাইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে:—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং চোর্দ্ধমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।"

অর্থাৎ হৃদয়-প্রদেশ হইতে একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী উর্দ্ধে গিয়াছে, তাহারই নাম মূর্দ্ধন্য নাড়ী ও সুর্য্যনাড়ী; ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমনদ্বার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। —পাদটীকায় মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।]

"সগুণ ব্রহ্মের ধাম") এবং এই সকল ধামও যখন ব্রহ্মলোকের ন্যায় ধ্বংসশীল, তখন সালোক্যাদি মুক্তি যে আত্যন্তিকী মুক্তি নহে, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে।

এক্ষণে এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ, ব্রহ্মলোক হইতেছে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, মায়িক—সুতরাং ধ্বংসশীল। এ জন্য মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবদ্ধাম যে প্রাকৃত বস্তু নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত, চিন্ময়—সুতরাং নিত্য, ধ্বংসরহিত, তাহা পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৯৭-৯৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মলোক এবং ভগবদ্ধাম-এই উভয়ের স্বরূপই যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন ভগবদ্ধামকে ব্রহ্মলোকের তুল্য ধ্বংসশীল মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত। বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম যে কোনও সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না ; শ্রীপাদ শঙ্করও তদনুকূল কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গুণাবতার বলিয়া মায়িক উপাধিযুক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপগণ (যাঁহাদিগকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত' সগুণ'-ব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াসী, শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে তাঁহারা) হইতেছেন মায়াস্পর্শবিবর্জ্জিত। সৃষ্টির পূর্ব্বেও নারায়ণাদি বিদ্যমান ছিলেন ; কিন্তু তখন গুণাবতার শঙ্কর এবং ব্রহ্মা যে ছিলেন না, শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ॥ মহোপনিষৎ॥১।১॥", "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ॥"-ইত্যাদি। সুতরাং স্বরূপের বিচারেও গুণাবতার ব্রহ্মা এবং নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। এই অবস্থায় প্রাকৃত-বিশেষত্ববর্জ্জিত, অথচ অপ্রাকৃত-চিন্ময় বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপগণকে গুণাবতার ব্রহ্মার সমান মনে করাও নিতান্ত অসঙ্গত।

বিশেষতঃ, শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাও আরাধনা করেন ; কিন্তু কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে তাঁহার স্বীয় ধামে কাহারও আরাধনা করিয়া থাকেন, এইরূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায়, ক্রমমুক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়াও সাধন করেন ; এই সাধনের ফলেই তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে পরপদে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত বা ভগবৎ-প্রাপ্ত জীবগণের ভগবদ্ধামে কোনও সাধনের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না ; শ্রীপাদ শঙ্করও তদনুকূল কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এই অবস্থায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকদিগের সহিত ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত লোকদিগের তুল্যতা-মনন সঙ্গত হয় না।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যটী হইতে জানা যায়, ক্রমমুক্তিমার্গের সাধকগণ

প্রলয়-কালে ব্রহ্মার সহিত পরপদে প্রবেশ করেন। তাঁহারা যে শ্রীপাদ শঙ্করকল্পিত "নির্গুণ ব্রহ্ম" হইয়া যায়েন, তাহা উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় না।

পঞ্চমতঃ, যাঁহারা ক্রমমুক্তির সাধক, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অন্যান্য ভোগলোকের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভগবচ্চরণ-সেবা প্রার্থী, তাঁহারা প্রাজাপত্য পর্য্যন্ত কামনা করেন না। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর সাধকের তুল্যতা-মনন সমীচীন নহে।

ষষ্ঠতঃ, যাঁহারা ভগদ্ধাম-প্রাপ্তির প্রয়াসী, ক্রমমুক্তির দেবযান-পথে তাঁহাদিগকে যাইতে হয় না ; সাধন-পূর্ণতায় সদ্যই তাঁহারা পার্ষদ-দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনারদ এবং শ্রীঅজামিল। সাধন-পূর্ণতায় এই মর্ত্ত্যলোকেই যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া পার্ষদ-দেহে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় নাই। বৈকুণ্ঠাদি ভগদ্ধাম মায়াতীত বলিয়া ব্রহ্মলোকের ন্যায় ধ্বংসশীল নহে ; সুতরাং যাঁহারা, বৈকুণ্ঠাদিতে গমন করেন, তাঁহারা আত্যন্তিকী মুক্তিই লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল—"ভগবদ্ধাম-প্রাপ্ত লোকদিগের জন্মরাহিত্য ক্রমমুক্তিমার্গের সাধক ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত লোকদিগের জন্মরাহিত্যের অনুরূপ, তাদৃশ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকগণ যেমন বাস্তবিক মুক্ত নহেন, তদ্রূপ ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত লোকগণও মুক্ত নহেন"-এইরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তিই নাই। ইহা অশাস্ত্রীয়।

যাঁহাকে শ্রীপাদ শঙ্কর "সগুণ ব্রহ্ম" বলেন, সেই সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে যে অমৃতত্ব বা মোক্ষ পাওয়া যায়, বহু শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।৬৮-অনুচ্ছেদে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রেও অনুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥"-ব্রহ্মসূত্র।

এই সূত্রে জগৎ-কারণ সবিশেষ ব্রহ্ম-নিষ্ঠাতেই মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। "তন্নিষ্ঠস্য" শব্দ হইতেই জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অথবা সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার পরে, অন্য কোনও উপাসনা বা সাধন সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। অন্য উপাসনা বা সাধন গ্রহণ করিলে আর সবিশেষ ব্রহ্মে "নিষ্ঠাই" থাকে না।

এইরূপে দেখা গেল—সবিশেষ স্বরূপের উপাসনায় বা প্রাপ্তিতে যে পুনর্জ্জন্মাভাব, তাহা আত্যন্তিকী মুক্তিই ; তাহা "গৌণ" বা "আপেক্ষিক" মোক্ষ নহে।

মুক্তি-শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে—মায়ানির্ম্মুক্তি, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর ইহাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু মায়া হইতেছে জীবের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া। এই মায়ার কবল

হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। ইহা সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা হইতেই জানা যায়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥গীতা॥৭।১৪॥

এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—সবিশেষ ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগতিই হইতেছে মুক্তির একমাত্র উপায়। তথাকথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শরণাগতির কথা কোথাও বলা হয় নাই। ইহা হইতেও জানা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের পূর্ব্বোল্লিখিত অভিমত শাস্ত্রসম্মত নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তাঁহার জ্ঞান লাভের জন্য উপাসনার প্রয়োজন ; এ জন্যই তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

উপাসনাদ্বারা অবশ্য জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি হয় না ; জ্ঞান জন্য-পদার্থ নহে। ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। কামনা-বাসনাদির আবরণে সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উপাসনা দ্বারা সেই আবরণ—চিত্তের মলিনতা—দূরীভূত হইলে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সতঃই স্ফুরিত হয়। এজন্য উপাসনার প্রয়োজন। যাঁহার জ্ঞান লাভ অভীষ্ট, তাঁহারই উপাসনা করা প্রয়োজন। একের উপাসনায় অন্যের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অন্তর্গত "অতৎক্রতুত্বাৎ"-শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌॥৯।২৫॥

—দেবভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, (শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ) পিতৃযাজিগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়েন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন, আমার যজনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

গ। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রুতি-স্মৃতিতে সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল মুক্তি বা ইহাদের কোনও একরকমের মুক্তি যে আপেক্ষিক বা গৌণ—একথা শ্রুতি-স্মৃতি কোথাও বলেন নাই। মুক্তি অর্থই তো মায়া-নিবৃত্তি। মায়ার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে, মায়ার কিছুমাত্র প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাকে মুক্তি বলা যায় না। সুতরাং মুক্তি-সম্বন্ধে আপেক্ষিকত্ব বা গৌণত্বের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ।

যদি বলা যায়—সম্যক্‌রূপে মায়া-নিবৃত্তিই যে মুক্তি, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। মায়ার সম্যক্-নিবৃত্তি একরূপই হইবে, তাহার বিভিন্ন রূপ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পঞ্চবিধা

মুক্তির কথা বলা হইল কেন ? একাধিক প্রকারের মুক্তির কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—এই সকল মুক্তি আত্যন্তিকী মুক্তি নহে, ইহারা গৌণ বা আপেক্ষিক, অথবা ঔপচারিক।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—সম্যক্‌রূপে মায়ানিবৃত্তি ব্যতীত যখন মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন মুক্তি একরকমই, তাহার রকমভেদ থাকিতে পারে না। তথাপি যে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা মায়ানিবৃত্তির বিভিন্ন স্তর সূচিত হয় না। মুক্ত জীবের বহু অবস্থায় অবস্থিতত্বই সুচিত হয়।

পঞ্চবিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের সকলেই সম্যক্‌রূপে মায়া নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন; এই অবস্থাটী সকলেরই সাধারণ। সুতরাং মুক্তির স্তরভেদ নাই। এইরূপ সম্যক্ মায়ানিবৃত্তিরূপা মুক্তি লাভ করিয়াও জীব বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারেন—কেহ বা স্বীয় উপাস্যের সমীপে (সামীপ্য), কেহবা উপাস্যের সঙ্গে একই লোকে (সালোক্য) থাকিতে পারেন; কেহবা উপাস্যের সরূপতা লাভ করিতে পারেন (সারূপ্য), কেহবা উপাস্যের কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য (সার্ষ্টি) লাভ করিতে পারেন। এইরূপে মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির যে প্রকার-ভেদ, তদনুসারেই পঞ্চবিধা মুক্তির ভেদ। মায়ানিবৃত্তিরূপা মুক্তির কোনওরূপ ভেদ নাই। সুতরাং পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওটীই আপেক্ষিক, বা গৌণ, বা ঔপচারিক নহে। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই পঞ্চবিধা মুক্তির নিত্যত্ব অসিদ্ধ হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন, তদনুসারেই তিনি সালোক্যাদি মুক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অভিমত জীবতত্ত্ব এবং মুক্তি যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে, তাহা জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তিই—অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া, ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াই—একমাত্র মুক্তি। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিতে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়া তিনি এই সকল মুক্তির মুখ্যত্ব স্বীকার করেন না। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ৪।৪।২১॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। তিনি সে-স্থলে লিখিয়াছেন—"স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি, এবং হৈবম্বিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি, তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাঞ্জয়তি"-ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশলিঙ্গেভ্যঃ।

সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি-এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করেন। পার্ষদ-দেহে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সাযুজ্য-মুক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে—ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হওয়া—ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করা। ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিলেও সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; অবশ্য পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের ন্যায় তাঁহার পার্ষদদেহ থাকে না; চিৎকণরূপে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

শ্রুতি হইতে জানা—পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয় বস্তু (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। প্রিয়ত্বের সম্বন্ধটী পারস্পরিক। ভগবান্

পরব্রহ্ম যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তেমনি তাঁহার প্রিয়। অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ সংসারী জীব তাহা ভুলিয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা ভুলেন না, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভুলিতে পারেনও না। জীব যখন মায়ানির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাহার এই প্রিয়ত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। সেব্যের প্রীতিমূলা সেবাবাসনাই প্রিয়ত্ব-বুদ্ধির প্রাণ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রভাবে প্রীতিমূলা সেবাবাসনা, বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের বৈচিত্রী অনুসারে সেবাবাসনার বিকাশও বৈচিত্র্যময় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রীতিমূলা সেবা-বাসনার বিকাশের প্রকার-ভেদই হইতেছে মুক্তজীবের বিভিন্ন অবস্থা-ভেদের হেতু এবং তাহারই ফলে পঞ্চবিধা মুক্তিরও ভেদ। মুক্তত্বে কোনওরূপ ভেদ নাই, সেবাবাসনা-বিকাশের ভেদবশতঃ মুক্তজীবের অবস্থিতির ভেদমাত্র হইয়া থাকে।

ঘ। পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব-সম্বন্ধে আপত্তির আলোচনা

সালোক্যাদি শ্রুতিবিহিত পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব বা অনাবৃত্তিলক্ষণত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে তাঁহারা বলিতে পারেন যে—প্রথমতঃ, বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয়-বিজয়েরও যখন সনকাদির নিকটে অপরাধবশতঃ পতনের কথা পুরাণে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় যে, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠপার্ষদত্ব লাভ করেন, তাঁহাদের মুক্তি আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবেরও যখন ভগবদ্ভজনের কথা শ্রুতি আদিতে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় যে, সাযুজ্যমুক্তিও আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। আত্যন্তিকী মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের আবার ভগবদ্ভজনের কি প্রয়োজন? এই দুইটী আপত্তির কথা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

(১) জয়-বিজয়ের প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয়-বিজয়ের পতনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই পতনের মূলে কি রহস্য ছিল, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। সেই রহস্যটী অবগত হইলে বুঝা যাইবে—জয়-বিজয়ের ব্রহ্মাণ্ডে আগমন এবং অসুররূপে জন্মগ্রহণ অমুক্ত জীবের পুনরাবর্ত্তনের তুল্য নহে।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সত্যলোকের ঊর্দ্ধদেশে স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠকে প্রকটিত করিয়া বিকুণ্ঠাসুত বৈকুণ্ঠ-নামে ভগবান্ বিরাজিত ছিলেন। তাঁহার নামও বৈকুণ্ঠ, তাঁহার ধামের নামও বৈকুণ্ঠ। এই ধাম বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী হইলেও অপ্রাকৃত চিন্ময়, মায়াতীত। তাঁহার অন্যান্য পরিকরের সহিত তাঁহার পার্ষদ জয়-বিজয়ও সেই ধামে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। এক সময়ে ব্রহ্মানন্দ-রস-নিমগ্ন সনকসনন্দনাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র-চতুষ্টয় ভগবানের

দর্শনেচ্ছু হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাঁহারা বয়সে প্রবীণ হইলেও ব্রহ্মানন্দ-রসে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেখিতে পঞ্চম বর্ষের বালকের মতনই ছিলেন এবং তদ্রূপ উলঙ্গও ছিলেন। তাঁহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া দ্বারপাল জয় ও বিজয় বেত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন। ইহাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করিলেন—জয়-বিজয় যেন বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া সে স্থানে আসিলেন। সনকাদি তাঁহার বন্দনা ও স্তবস্তুতি করিয়া জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্‌ও নানাকথায় তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া অবশেষে জানাইলেন যে,—জয়-বিজয় যাহা করিয়াছেন এবং সনকাদিও যাহা করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাঁহারই প্রেরণায়।

তিনি সনকাদিকে বলিয়াছিলেন—"যো বঃ শাপো ময়ৈব নির্মিতস্তদবেত বিপ্রাঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৬।২৬॥—তোমাদের প্রদত্ত শাপ আমারই নির্ম্মিত।" আর জয়-বিজয়কে বলিয়া ছিলেন—"ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে॥ শ্রীভা, ৩।১৬।২৯॥—ভগবান্ তাঁহার অনুগ জয়-বিজয়কে বলিলেন—তোমরা এস্থান হইতে গমন কর, ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে আমার ইচ্ছা নাই; এই শাপ আমার অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মমৈব তু মতং সম্মতম্। ইদমত্র তত্ত্বম্—যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎ-পার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকূল্যং, ন চ ভগবতঃ স্বভক্তোপেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জ্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজনি। তদান্যেষামল্পবলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেহপি প্রাতিপক্ষ্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণ-নিবারণে প্রবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়ম্ ইতি ভগবতৈব ব্যবসিতম্। অতঃ সর্ব্বং সঙ্গচ্ছতে। তদিদমুক্তম্—শাপো ময়ৈব নির্মিত ইতি, মা ভৈষ্টমস্তু শমিতি, হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ইত্যাদি।"

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্যঃ—সনকাদি ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন, মায়াতীত। তাঁহাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক সম্ভব নয়; কেননা, ক্রোধ হইতেছে মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ॥গীতা ॥৩।৩৭॥" সনকাদিতে মায়িক রজোগুণের অভাব। আর, জয়-বিজয় হইতেছেন ভগবৎ-পার্ষদ; তাঁহাদের পক্ষেও ব্রাহ্মণের প্রাতিকূল্যাচরণ সম্ভব নয়। ভগবানের নিজেরও স্বীয়-ভক্তের প্রতি উপেক্ষা নাই। আবার, যাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্মও সম্ভব নয়। এ সকল সত্য। তথাপি যে এ-সকল ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার তত্ত্ব বা রহস্য এই। কোনও প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকিলেও ভগবানের যেমন বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ কদাচিৎ তাঁহার যুদ্ধবাসনা—যুদ্ধরস আস্বাদনের বাসনা—জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধবাসনা কিরূপে

পূর্ণ হইতে পারে ? অন্য সকল লোকই তাঁহা অপেক্ষা হীনবল, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয়। তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার তুল্য বলশালী হইলেও তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতিপক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ভগবান্ নিজেই সনকাদিকে বাধা দেওয়ার কার্য্যে জয়-বিজয়কে প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনিই সনকাদির ক্রোধ উদ্দীপিত করাইলেন এবং সনকাদিদ্বারা জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করাইয়া জয়-বিজয়কে যুদ্ধবিষয়ে প্রতিপক্ষ হওয়ার সূচনা করিলেন। এজন্যই ভগবান্ সনকাদিকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের শাপ আমারই নির্ম্মিত" এবং জয়-বিজয়কেও বলিয়াছিলেন—"তোমরা যাও ; তোমাদের কোনও ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণে আমি সমর্থ হইলেও তাহা আমি করিব না ; এই অভিসম্পাত আমার অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে।"

এই অভিসম্পাতের ফলেই জয়-বিজয় অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধের ব্যপদেশেই তাঁহারা ভগবানের যুদ্ধরস-আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সমস্তই লীলা-শক্তির ব্যাপার। জয়-বিজয়ের এই ব্যাপারে বহিরঙ্গা-শক্তির কোনও সম্বন্ধই নাই। কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাঁহার পার্ষদগণকেও অবতারিত করেন (১।১।১১৫খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের এই অবতরণ অমুক্ত জীবের পুনর্জন্ম নহে। ভগবানের লীলার আনুকূল্য-বিধানার্থই তাঁহাদের অবতরণ। ব্রহ্মশাপের ব্যপদেশে তাঁহার পার্ষদ জয়-বিজয়কেও ভগবান্ এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন—উদ্দেশ্য, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় যুদ্ধলীলা-রস আস্বাদনের বাসনা পরিপূরণ।

বৈকুণ্ঠ মায়াতীত ধাম। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণও মায়াতীত ; তাঁহাদের দেহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়। সুতরাং এমন কোনও প্রবৃত্তি তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না, যাহার ফলে তাঁহারা কোনও অপরাধ-জনক কার্য্য করিতে পারেন ; কেননা, মায়ার প্রভাবেই লোক অপরাধ-জনক কাজ করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ জয়-বিজয় যে সনকাদির প্রতি অপরাধ-জনক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহাদের স্বীয় প্রবৃত্তির ফল নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবানের ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন। সুতরাং বাহ্যিক লক্ষণে ইহা অপরাধের ন্যায় মনে হইলেও ইহা বাস্তবিক তাঁহাদের অপরাধ নয়।

পাপযোনিতে জন্মগ্রহণের জন্যই সনকাদি জয়-বিজয়কে শাপ দিয়াছিলেন ; অসুর-যোনির কথা তাঁহারা বলেন নাই। অবশ্য অসুর-যোনিও পাপযোনিই। কিন্তু তাঁহাদের অসুর-যোনিতে জন্মের ব্যবস্থাও করিয়াছেন ভগবান্ নিজে। অসুর-যোনিতে তাঁহাদের জন্ম না হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং ভগবানের যুদ্ধরস-আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। ইহাতেই বুঝা যায়—ভগবানের মনে যুদ্ধবাসনা জাগিয়াছিল এবং সেই বাসনা পূরণের জন্যই জয়-বিজয় এবং সনকাদির চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া তিনি এই সকল কার্য্য করাইলেন।

মায়াতীত বৈকুণ্ঠে পাপ-যোনিতে বা অসুর-যোনিতে জন্ম সম্ভব নয় ; কেননা, মায়াতীত ধামে জন্মও নাই, পাপও নাই। ব্রহ্মশাপের ব্যপদেশে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই জয়-বিজয়ের জন্মের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাও যুদ্ধবাসনা পরিপূরণেরই উদ্দেশ্যে ; যেহেতু, বৈকুণ্ঠে যুদ্ধাদি সম্ভব নয়। ইহা দ্বারা ভগবানেরও ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সূচনা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়— জয়-বিজয়ের দৃষ্টান্তে বৈকুণ্ঠগত মুক্তজীবদের সংসারে পুনরাবৃত্তির অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। শ্রীধরস্বামিপাদও উপরে উদ্ধৃত টীকায় বলিয়াছেন—"ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জ্জন্ম।" বৈকুণ্ঠ-গতি হইতেছে অনাবৃত্তি-লক্ষণা আত্যন্তিকী মুক্তি।

ভক্তের প্রতি রূঢ় আচরণের যে কি বিষময় ফল, উক্ত লীলায় আনুষঙ্গিকভাবে ভগবান্ জগতের জীবকে তাহাও জানাইলেন।

(২) মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-প্রসঙ্গ

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥৪।১।১২॥"-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ ঃ—

"সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ॥ - যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ইঁহার উপাসনা করিবে। মুক্ত ব্যক্তিরাও ইঁহার উপাসনা করেন। সৌপর্ণশ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়।"

এই শ্রুতিবাক্যে যখন মুক্তদেরও উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়, তখন মনে হইতে পারে, তাঁহারা যে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা আত্যন্তিকী নহে ; আত্যন্তিকী হইলে আবার উপাসনার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

আবার নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীর "অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।"-ইত্যাদি ২।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।* ইহা হইতে জানা গেল-- মুক্ত জীবগণও বিগ্রহ বা দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

এ-স্থলে যে মুক্তজীবের কথা বলা হইয়াছে, সেই মুক্ত জীব জীবন্মুক্ত নহেন ; কেননা, ভাষ্য-বাক্যে দেহধারণের কথা আছে। জীবন্মুক্ত জীবের তো ভজনের উপযোগী দেহ আছেই ; তাঁহার

* ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি ॥

পক্ষে ভজনের উপযোগী অপর কোনও দেহ ধারণের প্রয়োজন হয় না। দেহ ধারণের কথা হইতেই বুঝা যায়—উল্লিখিত ভাষ্যবাক্যে সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে; কেননা, পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হয়েন; সুতরাং তাঁহাদেরও দেহ আছে। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব থাকে সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে; তাঁহার কোনওরূপ দেহ থাকে না।

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে জানা গেল—সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভজনোপযোগী পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিও যে আত্যন্তিকী নহে, তাহাই যেন মনে হয়। ইহা আত্যন্তিকী হইলে আবার ভজনের প্রয়োজন কি?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সাযুজ্যমুক্তিও আত্যন্তিকী মুক্তিই; কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মুক্তি একরূপাই; ইহার কোনও রকমভেদ নাই। সর্ব্ববিধ মুক্তিতেই সম্যক্‌রূপে মায়ানিবৃত্তি বুঝায়; নতুবা তাহা মুক্তি-শব্দবাচ্যই হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—সাযুজ্যমুক্তি যদি আত্যন্তিকী মুক্তিই হয়, তাহা হইলে কোন্ প্রয়োজনে আবার ভগবদ্‌ভজনের বাসনা জাগে?

গোবিন্দভাষ্যকার উপরে উদ্ধৃত ৪।১।১২ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ।—(যদি বলা যায়) মুক্ত ব্যক্তির আবার উপাসনা কি? কারণ, উহাতে বিধি ও ফলের অভাব। (উত্তরে বলা হইতেছে) সে-স্থলে বিধির (প্রয়োজনের) অভাব সত্য বটে; কিন্তু (মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও) বস্তুসৌন্দর্য্যবলেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পিত্তদগ্ধব্যক্তির মিশ্রীদ্বারা পিত্তনাশ হইলেও পুনরায় মিশ্রীর আস্বাদনে যেমন লালসা থাকে, তদ্রূপ।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—এক জাতীয় পিত্তরোগ আছে, যাহাতে মিশ্রীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। চিকিৎসক এতাদৃশ রোগীকে মিশ্রীই খাইতে বলেন; কেননা, মিশ্রী পিত্তঘ্ন। তিক্ত মনে হইলেও রোগী তখন মিশ্রী খায়েন—পিত্তনাশের প্রয়োজনে। পিত্ত যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন রোগী মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারেন। তখন যদিও, পিত্তরোগ দূর করার প্রয়োজন তাঁহার থাকে না, তথাপি মিশ্রীর মিষ্টত্বে লুব্ধ হইয়া তিনি মিশ্রীর আস্বাদন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ, মায়ানিবৃত্তির জন্য উপাসনা করিয়া যে জীব মায়া নির্ম্মুক্ত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, মায়ানির্ম্মুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার আর উপাসনার প্রয়োজন না থাকিলেও কোনও ভাগ্যে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে লুব্ধ হইয়া ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। মুক্ত অবস্থাতে তাঁহার ভজন মুক্তিলাভের জন্য নহে;

কেননা, পূর্ব্বেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়াছে। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির লোভনীয়তাই তাঁহার এতাদৃশ ভজনের প্রবর্ত্তক কারণ।

এইরূপে দেখা গেল—সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের ভগবদ্‌ভজন সাযুজ্যের অনাবৃত্তি-লক্ষণত্বের বিরোধী নহে—সাযুজ্যমুক্তি যে আত্যন্তিকী নহে, ইহাদ্বারা তাহা সূচিত হয় না।

(৩) মুক্তজীবের ভগবদ্‌ভজন-প্রসঙ্গে কয়েকটী বিবেচ্য বিষয়

মুক্তজীবের ভগবদ্‌ভজন-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিবেচ্য বিষয় আছে। ক্রমশঃ তৎসমস্ত আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সকল জীবই কি রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন?

না, তাহা নহে। সাযুজ্যপ্রাপ্ত সকল জীবই যদি ভগবদ্‌ভজনের জন্য লুব্ধ হইতেন, তাহা হইলে সাযুজ্যমুক্তি বলিয়া একটী মুক্তির কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইত না। যাহার পূর্ব্ব-ভক্তিবাসনা থাকে, কেবলমাত্র তিনিই মুক্ত অবস্থাতেও ভজনের জন্য লুব্ধ হয়েন।

পূর্ব্ব-ভক্তিবাসনা কি? তাহা বলা হইতেছে। মুক্তিলাভের জন্য ভগবদ্‌ভজন অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"-ইত্যাদি গীতাবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন (এ-বিষয়ে পরে সাধন-প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে)। সাযুজ্যমুক্তির সাধককেও সাযুজ্যমুক্তির জন্য ভগবানের ভজন করিতে হয়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার চিত্তের মলিনতা দূর করিতে থাকেন। এই সময়ে কোনও ভাগ্যে যদি সাময়িক ভাবেও সাধকের চিত্ত ভক্তির মাধুর্য্যে লুব্ধ হয়, তখন শুদ্ধাভক্তি লাভের জন্য তাঁহার বাসনা জাগে। তখন হইতেই যদি তিনি সাযুজ্যমুক্তির সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধাভক্তির সাধনই করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি সাধনপূর্ণতায় শুদ্ধাভক্তিই লাভ করিবেন। কিন্তু যদি তাহা না করেন, সাময়িকভাবে শুদ্ধাভক্তির জন্য বাসনা জাগিলেও তিনি যদি পূর্ব্ববৎ ভক্তি-সাধনের সাহচর্য্যে সাযুজ্যমুক্তির সাধনই করেন, তাহা হইলে সাধন-পূর্ণতায় তিনি সাযুজ্য-মুক্তিই লাভ করিবেন—ভক্তির সহায়তায়। সাযুজ্যমুক্তিলাভ করিলেও তাঁহার চিত্তে আবির্ভূতা ভক্তি তিরোহিত হইবে না; ভক্তির কৃপাব্যতীত সাযুজ্যমুক্তির আনন্দও অনুভূত হইতে পারে না। পূর্ব্বে এই ভক্তি ছিলেন সাযুজ্য-মুক্তিসাধনের সহিত মিশ্রিতা, তটস্থা; তখন স্বতন্ত্রা ছিলেন না। মুক্ত অবস্থায় সাযুজ্যমুক্তির সাধন থাকে না বলিয়া ভক্তি হয়েন স্বতন্ত্রা। তখন

পূর্ব্ব-ভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তি সেই মুক্ত জীবের মধ্যে ভক্তিবাসনাকে এবং ভগবদ্ভজনের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া দেন। ইহাতে জানা গেল, এইরূপ পূর্ব্ব-ভক্তিবাসনা যাঁহার থাকে, কেবলমাত্র তিনিই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, সকলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সাযুজ্য অবস্থায় মুক্ত জীব তো থাকে সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে ; তাঁহার কোনও দেহ থাকে না। এই অবস্থায় তিনি কিরূপে ভগবদ্ভজন করিতে পারেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার নৃসিংহতাপনীভাষ্যে দিয়া গিয়াছেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" মুক্ত জীব ভক্তির কৃপায় (লীলয়া—ভক্তিকৃপয়া) ভজনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।

যে ভক্তি পূর্ব্বভক্তিবাসনাবিশিষ্ট মুক্ত জীবের মধ্যে ভজনেচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করেন, সেই ভক্তিই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ভজনের উপযোগী দেহ দিয়া থাকেন। তাঁহার এই দেহ প্রাকৃত দেহ নহে, পরন্তু দিব্য অপ্রাকৃত দেহ। কেননা, কর্ম্মফল অনুসারেই মায়াবদ্ধ জীব কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী প্রাকৃত দেহ পাইয়া থাকে। মুক্ত জীবের তো কর্ম্মফলও নাই, মায়াবন্ধনও নাই, তাঁহার প্রাকৃত দেহপ্রাপ্তিরও কোনও হেতু নাই। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবেই মায়াবদ্ধ জীব প্রাকৃত দেহ পাইয়া থাকে। মুক্ত জীবের উপরে মায়ার প্রভাবও নাই। তিনি থাকেন স্বরূপ শক্তির প্রভাবাধীন। স্বরূপশক্তি অপ্রাকৃত দেহই দিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি এইরূপ :—

"ভক্তি বিনু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ। গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥ ২।২৪।৭৮-৮০॥"

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যোক্তি হইতে জানা যায়—পূর্ব্বভক্তি-বাসনাবিশিষ্ট এবং সাযুজ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভক্তির কৃপায় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেই বুঝা গেল—সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তিনি ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়েন না। নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ব্রহ্ম হইয়া গেলে ভক্তি কাহাকেই বা ভজনের উপযোগী দিব্য দেহ দিবেন ? পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর সাযুজ্যমুক্তিরও মুখ্যত্ব স্বীকার করেন না ; কেননা, তাঁহার মতে ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তিই হইতেছে একমাত্র মুক্তি।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব বলিয়া কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মই মায়ার অবিদ্যাবৃত্তির বশে জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। এতাদৃশ জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই তাহার অবিদ্যাবশবর্ত্তিতার—সুতরাং অমুক্ততার—পরিচায়ক। শ্রুতিপ্রোক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তিনি মনে করেন—তখনও জীব মায়ার বশেই থাকে, সুতরাং তখনও জীব আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করে না।

কিন্তু জীব-স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের ন্যায়, পঞ্চবিধা মুক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিমত শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রুতিপ্রোক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিই হইতেছে আত্যন্তিকী মুক্তি, অনাবৃত্তিলক্ষণা মুক্তি। ইহা হইতেও বুঝা যায়—অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্মই জীব নহে (এ-সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে)।

যাঁহারা মনে করেন—সাযুজ্য-মুক্তিই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে—তাঁহাদের এতাদৃশ অনুমান ভিত্তিহীন। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত মুক্তিকে সাযুজ্য বলা হইলেও তাহা শ্রুতিপ্রোক্তা সাযুজ্য মুক্তি নহে। শ্রুতিপ্রোক্তা সাযুজ্য মুক্তিতে যে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করই নৃসিংহতাপনী-ভাষ্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঙ। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত মায়িক উপাধিযুক্ত ভগবৎ-স্বরূপ

শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-প্রমাণ-বলে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ সবিশেষ ; তাঁহাতে প্রাকৃত বিশেষত্ব কিছুই নাই ; কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। তাঁহার ভগবত্ত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত ; সুতরাং এই বিশেষত্ব তাঁহার উপাধি নহে। (১।১।৫২।৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত (১।১।৭৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পরব্রহ্মের এই সকল স্বরূপের মধ্যে যে সকল স্বরূপ সাক্ষাদ্ভাবে সৃষ্টিকার্য্যাদিতে লিপ্ত হয়েন, সৃষ্টিকার্য্যাদি-কালে তাঁহাদের সহিত বহিরঙ্গা মায়ার সম্বন্ধ জন্মে। পুরুষাবতারত্রয় এবং গুণা-বতারত্রয়ই সৃষ্টিকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত (১।১।৮৭-৮৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইঁহারা মায়িক-উপাধিযুক্ত। (১।১।৯৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত স্বরূপ মায়িক উপাধিযুক্ত হইলেও ইঁহারা মায়াতে প্রতিবিম্বিত পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত মায়া নহেন। ইঁহারা মায়ার নিয়ন্তা বা দ্রষ্টা। মায়ার সহিত ইঁহাদের সংযোগ নাই ; মায়ার সান্নিধ্যে থাকিয়াই ইঁহারা মায়াকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করিয়া থাকেন। এইটুকুমাত্রই মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ।

জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি বাস্তবিক পরব্রহ্মের হইলেও তিনি সাক্ষাদ্ভাবে বা স্বয়ংরূপে সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন না। তাঁহার অংশস্বরূপ পুরুষাবতারাদি দ্বারাই তিনি তাহা করাইয়া থাকেন। প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতির প্রতি দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিতে চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট করেন। "ক্বচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ-'স ঈক্ষাং চক্রে, স প্রাণমসৃজৎ'-ইতি"-ইত্যাদি বাক্যে ১।১।৫-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া

গিয়াছেন। এ-স্থলে "ষোড়শকলম্"-শব্দে প্রাণাদি সৃষ্ট ষোড়শকলাকে বুঝাইতে পারে না; কেননা, তখনও এই ষোড়শকলার সৃষ্টি হয় নাই। এ-স্থলে যে স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ শ্রীভা ১।৩।১॥" এ-স্থলেও ষোড়শ-কল প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ীর কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যু-পযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ।—সৃষ্টির উপযোগিনী পূর্ণশক্তির সহিতই প্রথম পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই ষোড়শকল-শব্দের তাৎপর্য্য।"

ইহারাই শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ—সকলেই মায়াতীত, গুণাতীত।

(১) মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল

শ্রুতিস্মৃতিসম্মত মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপসমূহ হইতেছেন গুণময় - মায়িক-গুণময়—স্বরূপ। তাঁহাদের উপাসনাতে গুণাতীত—মায়াতীত—হওয়া যায় না, গুণময় ফলই পাওয়া যাইতে পারে।

ইহকালের সুখ-সম্পদ, কিম্বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ, এমন কি ব্রহ্মলোকের সুখৈ-শ্বর্য্যও গুণময়। গুণময় বলিয়া এই সমস্ত হইতেছে নশ্বর। গুণময়ী উপাসনায় যাঁহারা ব্রহ্মলোকাদি এবং ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যাদিও প্রাপ্ত হয়েন, সে-স্থানে গুণাতীতা উপাসনা দ্বারা গুণাতীতত্ব লাভ করিয়া মুক্তিলাভের যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগকেও পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। তাঁহারা গুণাতীত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"-বাক্যে এতাদৃশ লোকদের কথাই বলা হইয়াছে। ৪।৪।২২-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে "অন্তবত্ত্বেঽপি ত্বৈশ্বর্য্যস্য যথাঽনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতম্"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ইঁহাদের কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু মায়িক-গুণ-সম্বন্ধবর্জ্জিত ভগবানের উপাসনায় যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য মায়িক-গুণাতীত চিন্ময় বলিয়া, বিনশ্বর নহে। এই চিন্ময় ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের স্বরূপভূততুল্য হইয়া যায় বলিয়াই ইহার বিনাশ হয় না। জীব স্বরূপতঃ চিন্ময়, বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের দেহও চিন্ময়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যও চিন্ময়। সমস্তই একই চিৎ-জাতীয় বলিয়া ঐশ্বর্য্যের পক্ষে পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের স্বরূপভূততুল্য হওয়া সম্ভব হয়।

কেবল আগন্তুকত্বই বিনাশিত্বের হেতু নয়; আগন্তুক বস্তু যদি বিজাতীয় হয়, তাহা হইলে তাহা স্বরূপভূততুল্য হইতে পারে না বলিয়াই অপসারণীয় হইয়া থাকে। চিন্ময় জীবস্বরূপের মায়িক

উপাধি চিদ্বিরোধী জড়জাতীয়—সুতরাং জীবস্বরূপের বিজাতীয়; এজন্য তাহা স্বরূপের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে না; তাহাতেই তাহা অপসারণীয় হয়।

চিদ্‌বস্তু চিদ্‌বস্তুর সহিত মিলিত হইলে, আগন্তুক হইলেও তাহা যে বিনশ্বর নহে, তাহার অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম যাঁহাকে বরণ করেন—কৃপা করেন—তিনি তাঁহাকে পাইতে পারেন। পরব্রহ্মকে একবার পাওয়া গেলে আর হারাইতে হয় না। অথচ এই প্রাপ্তিটী হইতেছে আগন্তুকী। তথাপি এই প্রাপ্তির বিনাশ নাই, অন্ত নাই। তাহার হেতু হইতেছে এই যে জীবস্বরূপও হইতেছে চিন্ময়, পরব্রহ্মও চিন্ময়, প্রাপ্তিটীও চিদ্‌বস্তুর প্রাপ্তি বলিয়া চিদাত্মিকা। সমস্তই একজাতীয়। এজন্য তাহার বিনাশ নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে—আগন্তুকত্বই বিনাশিত্বের হেতু নহে, বিনাশিত্বের মুখ্য হেতু হইতেছে—বিজাতীয়ত্ব। পরিশ্রুত নির্ম্মল জলের সঙ্গে তাহার বিজাতীয় বালুকা মিশ্রিত হইলে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা বালুকাকে পৃথক্ করা যায়; কিন্তু তাদৃশ জলের সঙ্গে তাদৃশ জল মিশ্রিত হইলে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না; তাহাদের মিশ্রণ আগন্তুক হইলেও বিনাশী নহে।

এইরূপে দেখা গেল- বৈকুণ্ঠ-পার্ষদের ঐশ্বর্য্য বিনাশী নহে। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত-জীবের ঐশ্বর্য্যকে বিনাশী বলিতে গেলে তাহাকে মায়িক-গুণময়ই—মনে করিতে হয়, বৈকুণ্ঠকেও মায়িক-গুণময়—মনে করিতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠে বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই বলিয়াই বৈকুণ্ঠও মায়িক-গুণময় হইতে পারে না, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও মায়িক-গুণময় হইতে পারে না। সুতরাং তাহার বিনাশের অনুমান শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ।

(২) শ্রীপাদ শঙ্করের মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর যে মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের কথা বলেন, সেই স্বরূপ শ্রুতিসম্মত নহে; সুতরাং তাঁহার উপাসনার কথা বা উপাসনার ফলের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্ত সবিশেষ স্বরূপকেই তিনি মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া মনে করেন; তাঁহার এই অনুমান শাস্ত্রসম্মত নহে। সবিশেষ স্বরূপের বিশেষত্ব তাঁহার স্বরূপগত, আগন্তুক উপাধি নহে; এই বিশেষত্ব মায়িকও নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপকে বলেন—অপারমার্থিক, ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব বা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, অবাস্তব, তাহার উপাসনাই বা কি হইতে পারে? তাঁহার উপাসনার ফলই বা কি হইতে পারে? ইন্দ্রজালসৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর উপাসনায় কেহ কিছুই পাইতে পারে না; দ্বিতীয় মায়াবী নূতন কিছু সৃষ্টিও করিতে পারে না, সুতরাং কিছু দিতেও পারে না। সুতরাং এতাদৃশ স্বরূপের উপাসনায় অনিত্য বস্তুও লাভ হইতে পারে না।

চ। শ্রুতিসম্মত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে একমাত্র পরব্রহ্মেই সমস্ত শক্তির এবং ভগবত্ত্বাদি অনন্ত অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণের পূর্ণতম বিকাশ। অন্য যে সকল অনন্ত স্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত, সে সকল স্বরূপে শক্তি-আদির ন্যূন বিকাশ ; শক্তির ন্যূন বিকাশ বশতঃই সে সমস্ত স্বরূপকে তাঁহার অংশ বলা হয় ; বস্তুতঃ, তাঁহারা টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ নহেন। শক্তি-আদির ন্যূন বিকাশ বলিয়া এই সমস্ত স্বরূপ হইতেছেন পরব্রহ্মের অসম্যক্ প্রকাশ। ন্যূন বিকাশের মধ্যেও বিকাশের অনন্ত বৈচিত্রী আছে ; সুতরাং অসম্যক্-প্রকাশ-সমূহেরও অনন্ত-বৈচিত্রী।

এই সমস্ত অসম্যক্-প্রকাশসমূহের মধ্যে এমন এক প্রকাশ আছেন, যাঁহাতে শক্তি-আদির ন্যূনতম বিকাশ। এই স্বরূপে শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির বিলাস নাই, পরিদৃশ্যমান্ বা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব রূপে শক্তির প্রকাশ নাই। এ জন্য এই স্বরূপকে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বলা হয়। রূঢ়ি অর্থে ইঁহাকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়।

'ব্রহ্ম আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥শ্রী চৈ, চ, ২।২৪।৫৯॥

এই স্বরূপের নির্ব্বিশেষত্বও আপেক্ষিক। সম্যক্ রূপে সর্ব্ববিশেষত্বহীন হইলে আনন্দস্বরূপত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব, ব্রহ্মত্ব, নিত্যত্বাদিও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সর্ব্ববিশেষত্বহীনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না ; কেননা, যাহা সর্ব্বশক্তিহীন, তাহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তিও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার অস্তিত্বও থাকিতে পারে না।

এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী সাধকও আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—সাযুজ্য-কামী সাধকগণ কিরূপ সাধনে এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন ? কিরূপে তাঁহারা এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভই হইতেছে ব্রহ্মসাযুজ্য।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—যাঁহাকে ব্রহ্ম বরণ করেন বা কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কৃপাদির বা বরণ-শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া তিনি কৃপা বা বরণ করিতেও পারেন না।

আবার মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই ; চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মের বা তাঁহার কোনও স্বরূপের—নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরও—উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। সাধক জীব নিজের চেষ্টায় নিজেকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন না ; কেননা, মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। গীতা।" এই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাঁহার ভজন করিতে হয়। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥" ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভজনও সম্ভব নয়, তাঁহার শরণ গ্রহণও সম্ভব নয়। কেননা, ভজনীয় কোনও গুণের বিকাশ তাঁহার মধ্যে নাই, সাধককে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করার অনুকূল শক্তির বিকাশও তাঁহার মধ্যে নাই, সাধনের ফল দানের শক্তির বিকাশও তাঁহাতে নাই।

সাধনের ফল দিতে পারেন একমাত্র সবিশেষ ব্রহ্ম। "ফলমত উপপত্তেঃ॥৩।২।৩৮॥"-এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥গীতা॥৯।২৪॥"-এই গীতাবাক্যেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা ব্যতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভও সম্ভব হইতে পারে না। সবিশেষ-স্বরূপের উপাসনা করিয়া তাঁহার চরণে তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশের সহিত সাযুজ্যের কামনা নিবেদন করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধককে মায়া-নির্ম্মুক্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য দিতে পারেন।

এ-স্থলে যে সবিশেষ স্বরূপের উপাসনার কথা বলা হইল, তিনি মায়িক-উপাধিযুক্ত কোনও সবিশেষ স্বরূপ নহেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মায়িক-উপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনায় মায়ামুক্ত হওয়া যায় না, তাঁহার উপাসনায় মায়িক গুণময় বস্তুই লাভ হইতে পারে, মায়াতীতত্ব লাভ করা যায় না।

মায়াতীত, মায়িক-গুণবিবর্জ্জিত, অপ্রাকৃত-বিশেষত্বে সবিশেষ স্বরূপের উপাসনাতেই মায়াতীত হওয়া যায়, মুক্তিও লাভ করা যায়। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী এতাদৃশ সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।

সবিশেষ-স্বরূপের অনুগ্রহেই যে অসম্যক্‌প্রকাশ নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকটে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্ব্বিবৃতং হৃদি ॥৮।২৪।৩৮॥

—যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়, তাহা আমারই মহিমা বা বিভূতি (নির্ব্বিশেষ স্বরূপ)। আমার অনুগ্রহেই তাহাকে তুমি অপরোক্ষ ভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) করিয়াছ বলিয়া আমি তাহা প্রকাশ করিলাম।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মে ময়া অনুগৃহীতং প্রসাদীকৃতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি। ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ম্ময়া বিবৃতং প্রকাশিতং সন্তম্।"

শ্রীজীব গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"মহিমানমৈশ্বর্য্যং বিভূতিঃ নির্ব্বিশেষমিতি যাবৎ। অতএব মে ময়া অনুগৃহীতমনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি। ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতমিতি। স তু যদ্যপি মদনুভবান্তর্ভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা,

তথাপি ভক্তি-প্রকাশিতসাক্ষাম্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয়স্ফুটতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্বর্ত্ততে, তদা সাপি ভবেদিতি ভাবঃ।”

শ্রীজীব গোস্বামীর এই টীকা হইতে জানা গেল—ভক্তিপ্রভাবে ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব লাভ হইলে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভবও সেই অনুভবেরই অন্তর্ভূত হয়; কেননা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানেরই বিভূতি। তথাপি সেই অনুভবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের অনুভব পরিস্ফুট হয় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের পরিস্ফুট অনুভবের জন্য যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছাও পূর্ণ করেন।

ছ। সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রুতি ব্রহ্মেরই জিজ্ঞাস্যত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এই ব্রহ্মই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা এবং গুরুমুখে জিজ্ঞাসার উত্তর সম্ভব এবং শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সম্ভব। যিনি সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন, তাঁহার সম্বন্ধে শ্রবণ-মননাদি সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার জ্ঞেয়ত্বও সম্ভব হইতে পারে না।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। সত্য-জ্ঞানাদি ব্রহ্মের লক্ষণ। যিনি সর্ব্ববিশেষত্বহীন, তাঁহার আবার লক্ষণ কি? লক্ষণইতো বিশেষত্ব (১।২।৬০ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের লক্ষণ আছে বলিয়াই তিনি জিজ্ঞাস্য এবং জ্ঞেয় হইতে পারেন।

শ্রুতি সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন—ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান জন্মে। বিশেষণসমন্বিত বিশেষ্যের জ্ঞানেই বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান এবং বিশেষণেরও জ্ঞান জন্মিতে পারে। তাহাতেই একের বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান সম্ভব। ব্রহ্ম যদি সর্ব্ববিধ-বিশেষণহীন কেবল বিশেষ্য মাত্রই হয়েন, তাহা হইলে কেবল বিশেষ্যের জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা যখন শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, তখন “সর্ব্বের”-অস্তিত্বও শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন—বলিতে হইবে। এই সর্ব্বও ব্রহ্মের বিশেষণতুল্য।

ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষণহীনতার কথা শ্রুতি বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু প্রাকৃত-অপ্রাকৃত—সর্ব্ববিধ-বিশেষণ-বর্জ্জিত ব্রহ্মের কথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই এবং মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির কথাও কোথাও বলেন নাই।

৬৯। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার স্বরূপ

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—বৈদিকী মায়া ও শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া—এতদুভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

মায়া-শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।২৬-অনুচ্ছেদে মায়া-শব্দের কয়েকটী অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—শক্তি, ইচ্ছা, স্বরূপ-শক্তি, জড়রূপা বা বহিরঙ্গা মায়া শক্তি, বিষ্ণুশক্তি, কৃপা, প্রতারণা-শক্তি, জ্ঞান-ইত্যাদি বহু অর্থে মায়া-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও মায়া বলিতে সাধারণতঃ ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়াকেই বুঝায়। এ-স্থলের আলোচনায় মায়া-শব্দে বহিরঙ্গা মায়াকেই লক্ষ্য করা হইবে; অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সেই অন্য অর্থের উল্লেখ করা হইবে।

বৈদিকী মায়া বলিতে শ্রুতি-স্মৃতিতে উল্লিখিত মায়াকেই বুঝাইবে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্ব্বত্র মায়ার যে স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, বৈদিকী মায়ার স্বরূপের সঙ্গে তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নের আলোচনা হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

ক। বৈদিকী মায়া হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া পরব্রহ্মের শক্তি নহে। শ্রুতিতে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের কোনওরূপ শক্তিই স্বীকার করেন না। মায়া ব্যতীত তিনি অন্য কোনও শক্তিই স্বীকার করেন না; সেই মায়াকেও তিনি আবার পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

খ। বৈদিকী মায়া হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা; সুতরাং তাহার কোনও কার্য্যসামর্থ্য বা কর্ত্তৃত্ব নাই। পরব্রহ্মের অধ্যক্ষতায়, তাঁহার চেতনাময়ী শক্তিতে সামর্থ্যবতী হইয়াই জড়মায়া সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থা হয়। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥গীতা ॥৯।১০॥"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, বিদুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—

"অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ শ্রীভা, ৩।৫।২২॥

—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমস্ত ভগবল্লীলাই আনুপূর্ব্বিক ভাবে তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি। এই সমস্ত লীলাই যোগমায়া কর্ত্তৃক বিস্তারিতা।" (যোগমায়া হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, চিন্ময়ী শক্তি)।"

সৃষ্টি-প্রসঙ্গে শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই বলা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ভগবান্‌ই ছিলেন। সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া তিনি দৃষ্টি করিলেন; কিন্তু তখন মায়া সুপ্তা (অনভিব্যক্তা) ছিল বলিয়া দৃশ্য কিছু ছিল না। মায়া সুপ্তা ছিল বটে; কিন্তু ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা দৃষ্টি অসুপ্তা ছিল। এই চিচ্ছক্তিরূপা দৃষ্টির স্পর্শেই (অর্থাৎ দৃষ্টিদ্বারা সঞ্চারিত চিচ্ছক্তির প্রভাবেই) সুপ্তা মায়া জাগ্রতা (অর্থাৎ বিক্ষুব্ধা) হয়। এই বিক্ষুব্ধা মায়া হইতেই সৃষ্টি। (শ্রী ভা, ৩।৫।২৩-২৭)।

এই রূপে দেখা গেল, ভগবান্ পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির যোগেই জড়রূপা মায়া সৃষ্টি-শক্তি

লাভ করিয়া থাকে। যাহারা অধ্যক্ষের অধীনে কার্য্য করে, অধ্যক্ষের শক্তিতেই তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। রাজকার্য্য-বিষয়ে রাজা উদাসীন থাকিলেও রাজার শক্তিতেই প্রজাবর্গ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া হইতেছে "প্রজ্ঞাস্বরূপা।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে॥ বৃহদারণ্যক ॥২।৫।১৯॥"-এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ।" প্রজ্ঞা (বা প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্টা) কখনও অচেতনা বা জড়রূপা হইতে পারে না; জ্ঞান চেতনেরই ধর্ম্ম। চেতন-বিরোধী অচেতনের জ্ঞানধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আলোক-বিরোধী অন্ধকারে কখনও আলোকের ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা যাইতেছে—শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া হইতেছে বৈদিকী মায়ার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টা, চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্টা।

পঞ্চদশী গ্রন্থেও মায়াকে "সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি" বলা হইয়াছে। "শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ॥৩।৩৮॥" কিন্তু বেদান্তসারে আবার মায়াকে "ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ" বলা হইয়াছে।

গ। বৈদিকী মায়া, পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া তাঁহারই ইচ্ছায়, বিচিত্র-কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থা। কিন্তু মায়ার সমস্ত কার্য্যই ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব নহে। এই সৃষ্ট জগৎও মিথ্যা বা অবাস্তব নহে (সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইবে)।

সৃষ্টির প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া যে মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি করে না, তাহা নহে। সংসারী জীবের কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত তাহার অনাত্ম-দেহেতে মায়া আত্মবুদ্ধি জন্মায়। ইহা অবশ্য মিথ্যা জ্ঞান। এ-স্থলে দেখা যায়—মায়া মিথ্যা জ্ঞানমাত্র জন্মায়, দৃশ্যমান্ মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে না। কিন্তু এতাদৃশ মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত করাই মায়ার একমাত্র কার্য্য নহে। চেতনাময়ী শক্তির সহায়তায় মায়া জগতের সৃষ্টি-আদি কার্য্যও নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মৌষল-লীলায় মায়াময় সৃষ্টির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১।১।১৪৪খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব ছিল না। মায়াবিস্তারক শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও যাদবদের মায়াময় দেহের অস্তিত্ব এবং সৎকারাদিই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব—অথচ সত্যরূপে প্রতীয়মান—বস্তুই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ঘ। বৈদিকী মায়া ব্রহ্মের স্বভাবিকী শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্মও নিত্য বলিয়া, এই মায়াও নিত্যা।

শ্রীপাদ শঙ্করও মায়াকে নিত্যা বলেন, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বৈদিকী মায়ার নিত্যত্ব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব এক রকম কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

বৈদিকী মায়ার নিত্যত্বের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ইহা বাস্তব-বস্তু, অনাদিকাল হইতে অবস্থিত, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। মহাপ্রলয়ে মায়ার কার্য্য ধ্বংস হয় বটে; কিন্তু মায়া ধ্বংস

প্রাপ্ত হয় না। তখন মায়া স্বকীয় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। মায়ার কার্য্য-ভাব অনিত্য, ধ্বংসশীল; কিন্তু মায়ার অস্তিত্ব নিত্য, অবিনাশী। মৃণ্ময় ঘট নষ্ট হইলেও মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে।

শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভে অধ্যাস-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন –"নৈসর্গিকঃ অনাদিরনন্তোঽয়মধ্যাসঃ—এই অধ্যাস হইতেছে নৈসর্গিক, অনাদি এবং অনন্ত।" ইহা হইতে জানা গেল—অধ্যাসের আদিও নাই, অন্তও নাই। অধ্যাস হইতেছে – মিথ্যা জ্ঞান, এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া মনে করা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে মায়ার—মায়ার অবিদ্যা-বৃত্তির—প্রভাবেই এই অধ্যাস জন্মে। তাহা হইলে বুঝা যায়—অধ্যাস যখন অনাদি ও অনন্ত, মায়াও অনাদি এবং অনন্ত—সুতরাং নিত্য।

কেহ বলিতে পারেন—বিদ্যাদ্বারা যখন অবিদ্যাকে (বা অধ্যাসকে) দূর করা যায়, তখন মায়াকে (অবিদ্যাকে বা অধ্যাসকে) অনন্ত (যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তদ্রূপ) বলা যায় কিরূপে? সুতরাং এ-স্থলে "অনন্ত" অর্থ "অবিনাশী" না হইয়া "দীর্ঘকাল স্থায়ী" হওয়াই সঙ্গত। এই অর্থ গ্রহণ করিলে অবশ্য মায়াকে নিত্য বলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এ-স্থলে একটু বিবেচনার বিষয় আছে। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাঁহারই অধ্যাস (বা তাঁহার উপরে মায়ার প্রভাবই) নষ্ট হয়; অপরের উপরে তাহা থাকিয়াই যায়। আর, মায়ার প্রভাব নষ্ট হওয়াতেই মায়া নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্কর যখন অধ্যাসকে (সুতরাং মায়াকে) অনাদি এবং অনন্ত বলিয়াছেন এবং তিনি যখন বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার তিরোভাবের কথাও বলিয়াছেন, তখন অনন্ত-শব্দের "দীর্ঘকাল-স্থায়ী" অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। স্বরূপে অবিনাশী, ইহাই যেন তাঁহার অনন্ত-শব্দের ব্যঞ্জনা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার মতেও মায়ার নিত্যত্ব স্বীকৃত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য মায়ার বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে মায়া "মিথ্যা"। এবিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যাহাহউক, বেদ-মতে এবং শঙ্কর-মতে মায়া নিত্যা হইলেও অবশ্য মায়ার বাস্তবত্ব ও মিথ্যাত্ব বিষয়ে উভয় মতের পার্থক্য আছে।

"অজোঽপি সন্নব্যায়াত্মা "ইত্যাদি ৪।৬-গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন— "অনাদিমায়ৈব মদুপধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণসম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তমানা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন মম মূর্ত্তিঃ ইত্যাদি।" এই টীকা হইতে জানা গেল—কোনও বস্তুর যাবৎকাল-স্থায়িত্বকেও "নিত্যত্ব" বলা হয়। যতকাল অস্তিত্ব থাকে, তত কালের জন্য নিত্য। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াও যদি এতাদৃশী নিত্যা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেছে বস্তুতঃ অনিত্যা—সুতরাং বৈদিকী মায়া হইতে ভিন্নরূপের একটী পদার্থ।

ঙ। বৈদিকী মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা।

শ্রীপাদ শঙ্করও মায়ার ত্রিগুণাত্মকত্ব স্বীকার করেন। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদি গীতা (৪।৬) শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাম্, যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কিরূপে "প্রজ্ঞা"-শব্দবাচ্যা হইতে পারে, বুঝা যায় না।

চ। বৈদিকী মায়া ' সদসদাত্মিকা।"

শ্রীমদ্ভাগবত মায়াকে "সদসদাত্মিকা" বলিয়াছেন :—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ **সদসদাত্মিকা**।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীভা ৩।৫।২৫॥"

"যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং **সদসদাত্মকম্**।
প্রধানং প্রকৃতিমাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ শ্রীভা ৩।২৬।১০॥"

উভয় স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, সদসদাত্মক—কার্য্যকারণরূপ।

বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥৬।৪।৩৮॥"

"**ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা** তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে ॥৬।৪।৪৫॥"

ব্যক্ত—সৎ, কার্য্যরূপ, অভিব্যক্তরূপ। আর, অব্যক্ত—অসৎ, অনভিব্যক্তরূপ, কারণরূপ।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট।

"পর্য্যায়েন প্রবর্ত্তন্তে তত্র তত্র যথা তথা। যৎকিঞ্চিদিহ লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বমেতে ত্রয়োগুণাঃ॥
ত্রয়োগুণাঃ প্রবর্ত্তন্তে হ্যব্যক্তা নিত্যমেব তু। সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণসর্গঃ সনাতনঃ॥
তমোব্যক্তং শিবং ধাম রজো যোনিঃ সনাতনঃ। প্রকৃতির্ব্বিকারঃ প্রলয়ঃ প্রধানং প্রভবাপ্যয়ৌ॥
অনুদ্রিক্তমনূনং ব্যাপ্যকম্পমচলং ধ্রুবং। **সদসচ্চৈব** তৎ সর্ব্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম্॥
জ্ঞেয়ানি নামধেয়ানি নরৈরধ্যাত্মচিন্তকৈঃ॥—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব। ৩৯।২১-২৪ ॥"

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির একটী নামই "সদসৎ"-এস্থলে তাহাই বলা হইয়াছে।

প্রকৃতির বা মায়ার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে অনভিব্যক্ত অবস্থায়। গুণক্ষোভের পরে জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হয়। অনভিব্যক্ত অবস্থাকেই "অসৎ—কারণরূপ" এবং অভিব্যক্ত অবস্থাকে "সৎ—কার্য্যরূপ" বলা হয়। এই দুইটী অবস্থা লাভ করে বলিয়াই তাহাকে "সদসৎ" বলা হয়।

বৈদিকী মায়া "অনির্ব্বাচ্যাও" নহে। যেহেতু, বৈদিকী মায়া পরব্রহ্মের শক্তি, জড়রূপা শক্তি। জড়রূপা হইলেও পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে কর্ত্তৃত্বশীলা হইয়া তাঁহারই অধ্যক্ষতায় জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে, বহির্ম্মুখ জীবদের মুগ্ধত্বাদিও সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং মায়ার তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বলিবার অনেক কিছু আছে। এজন্য এই মায়া "অনির্ব্বাচ্যা" হইতে পারে না।

আবার মায়ার অস্তিত্ব আছে বলিয়া মায়া "সৎ"-শব্দবাচ্যা। অস্তিত্ব আছে বলিয়া "অসৎ"-শব্দবাচ্যাও নহে। সুতরাং একথা বলা যায় না যে—বৈদিকী মায়া "অদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা—অর্থাৎ ইহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।"

শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া কিন্তু "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা।" তাঁহার মতে মায়াকে "সৎও" বলা যায় না, "অসৎ"ও বলা যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে "সৎ" ও "অসৎ"-এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ কি অর্থে করিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাণেতিহাস-বাক্যে যে অর্থে মায়াকে "সদসৎ" বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্যই সেই অর্থে মায়াকে "সদসদ্ভিনির্ব্বাচ্যা" বলেন নাই। কেননা, "সৎ—ব্যক্ত" নহে, এবং "অসৎ—অব্যক্ত"ও নহে, এইরূপ কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় না। যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহা হইবে—হয়তঃ "ব্যক্ত", আর না হয় "অব্যক্ত।" এই দুই অবস্থার অতিরিক্ত কোনও অবস্থার কল্পনা করা যায় না। শ্রীপাদ শঙ্কর যখন মায়াকে "নিত্যা" বলেন, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে "নিত্য" বলার সার্থকতা কিছু নাই।

"সৎ" এবং "অসৎ"-এই দুইটী শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকে বলা যায়—"সৎ" ; আর যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে বলা যায়—"অসৎ, অস্তিত্বহীন।"-যেমন বন্ধ্যাপুত্র। এইরূপ অর্থে যদি শ্রীপাদ শঙ্কর মায়াকে "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা" বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও এই উক্তির কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। কেননা, অস্তিত্বযুক্ত এবং অস্তিত্বহীন—এই দুইরকম বস্তুর অতিরিক্ত কোনও বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলেই বলা যায়—এই বস্তু-বিশেষটী "অস্তিত্ব-বিশিষ্টও" নয়, "অস্তিত্বহীনও" নয়, ইহা হইতেছে সদসদতিরিক্ত একটী বস্তু। কিন্তু কি লৌকিক জগতে, কি শাস্ত্রাদিতে সদসদতিরিক্ত কোনও বস্তুর কথা শুনা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের "জ্ঞাজ্ঞৌ"-ইত্যাদি ১।৯-বাক্যের শঙ্করভাষ্যানুবাদের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"সদসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা সৎ, তাহা কখনও বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না, সৎ-বস্তু চিরকাল একই রূপে থাকে। অজা প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিতে পারা যায় না ; পক্ষান্তরে, অসতের যখন কোনরূপ কার্য্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশকুসুমের ন্যায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন ঐ প্রকৃতিরই ফল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পারা যায় না। এজন্যই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। অনির্ব্বাচ্যমাত্রই অবস্তু অসত্য।" পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে—সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীপাদ সায়নাচার্য্যের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি হইতে জানা গেল—যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ যাহার কোনওরূপ বিকারই নাই, তাহাই সৎ-শব্দবাচ্য। মায়ার বিকার আছে বলিয়া মায়া সৎ-শব্দবাচ্য

হইতে পারে না। আবার, মায়ার অস্তিত্ব নাই, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু, মায়ার কার্য্য এই জগৎ দৃষ্ট হয়। যাহার কার্য্য আছে, তাহার অস্তিত্ব নাই—একথাও বলা যায় না ; এজন্য মায়া অসৎ-শব্দবাচ্যও নহে। এইরূপে, মায়াকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না বলিয়া মায়া হইতেছে "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা।"

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় "অসৎ"-শব্দের অন্তর্গত "সৎ"-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন "অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।" ইহা "সৎ"-শব্দের সাধারণ ব্যাপক অর্থই। কিন্তু, প্রথমোক্ত "সৎ"-শব্দের অর্থে তিনি সাধারণ ব্যাপক অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বলিয়াছেন—অস্তিত্ব এবং বিকারহীনত্ব এই উভয়ই যাহার আছে, তাহাই সৎ-শব্দবাচ্য। যাহা হউক, "অসৎ"-শব্দের যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মায়ার অস্তিত্ব—অবশ্য বিকারী অস্তিত্ব—স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার অর্থে "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা"-শব্দের একটা বোধগম্য অর্থ পাওয়া যায়।

কিন্তু সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থ কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করা হইতেছে।

"তদধীনত্বাদর্থবৎ॥১।৪।৩॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ।" ইহার মর্ম্মানুবাদে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"মায়াশক্তি বস্তু সৎ, কি অসৎ, কি মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়।" শ্রীযুত মহেশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণে উহার অনুবাদ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে - "সেই অব্যক্তই ও মায়া, যেহেতু, তাহার তত্ত্ব নিরূপণ অশক্য।" ইহা হইতে বুঝা যায় —মায়ার কোনও তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই মায়াকে "অনির্ব্বাচ্যা" বলা হইয়াছে। এই অর্থের সহিত সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অর্থের ঐক্য দৃষ্ট হয় না।

আবার পঞ্চদশীকার বলেন—"ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ॥ নাসদাসীদ্ বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ। বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ॥ তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা। জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক-লৌকিকৈঃ॥—পঞ্চদশী॥৬।১২৮-৩০॥" এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—মায়ার তিন রকম ভাব প্রকাশ পায় ; ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তব, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং শ্রুতির দৃষ্টিতে তুচ্ছ। "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যুক্তিদ্বারা মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব জানা যায়। এ-স্থলে কেবল "অনির্ব্বাচ্যত্ব"-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

(১) "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ"-ইহা হইতেছে ঋগ্বেদান্তর্গত ব্রহ্মসূক্তের অংশ। সমগ্র সূক্ত দুইটী এইরূপ :—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাববীরঃ কুহকস্য শর্ম্মন্ অম্ভঃ কিমাসীদ্গহণং গভীরম্॥১০।১২৯।১॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেত
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥১০।১২৯।২॥

১।১।৬১ (৭)-অনুচ্ছেদেও অন্য প্রসঙ্গে এই সূক্তটী আলোচিত হইয়াছে।

এই ঋগ্বেদ-সূক্তদ্বয়ে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপ্রলয়-কালের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রথম সূক্তে বলা হইয়াছে—তখন অসৎ ছিল না (নাসদাসীৎ=ন অসৎ আসীৎ), সৎও ছিল না (নো সৎ আসীৎ), রজঃ ছিল না, ব্যোম (আকাশ) ছিল না, মৃত্যু ছিল না (সুতরাং জন্মও ছিল না), রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না ইত্যাদি। তাহার পরে, দ্বিতীয় সূক্তের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে, তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন।

এ-স্থলে, "তখন ব্যোম ছিল না, মৃত্যু ছিল না, দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না"-ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—তখন সৃষ্ট কোনও বস্তু, অর্থাৎ নাম-রূপাদিরূপে অভিব্যক্ত জগৎ, ছিল না। আর "তখন রজঃ ছিল না"-এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রজোগুণের (উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই গুণত্রয়ের) পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। মহাপ্রলয়ে মায়ার গুণত্রয় সাম্যবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখন প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়, মহত্তত্ত্ব-অহঙ্কারতত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। তখনই গুণত্রয়েয় পৃথক্ত্ব সম্ভব, তাহার পূর্ব্বে নহে। "রজঃ ছিল না"-বাক্যে বলা হইয়াছে—প্রকৃতি বা মায়াও তখন বিক্ষুব্ধা ছিল না, মহত্তত্ত্বাদিরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থাপন্না প্রকৃতি বা মায়া হইতেছে জড়রূপা, কেবল অচিৎ। ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে উৎপন্ন মহত্তত্ত্বাদি হইতেছে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট। সৃষ্টবস্তুসমূহও চিদচিদ্‌বিশিষ্ট। অব্যবহিতভাবে মহত্তত্ত্বাদি হইতেই তাহাদের উৎপত্তি ; সুতরাং চিদচিদ্‌বিশিষ্ট মহত্তত্ত্বাদিকেই সৃষ্ট জগতের অব্যবহিত কারণ বলা যায়। মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট জগতের অব্যবহিত কারণরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট মহত্তত্ত্বাদি ছিল না, ইহাই হইতেছে "রজঃ ছিল না"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য অবশ্য "রজঃ"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। যাস্কের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—রজঃ-শব্দের অর্থ লোকসমূহ (সৃষ্ট জগৎ)। "লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে ইতি যাস্কঃ।" ইহা বলিয়াও তিনি অবশ্য মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই "মায়া" অবশ্যই সাম্যাবস্থাপন্না মায়া। তখন যে গুণত্রয়ের পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি ছিল না, মহত্তত্ত্বাদিও ছিল না, শ্রীপাদ সায়নের অর্থ হইতেও তাহা বুঝা যায়।

কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত সৃষ্ট জগৎ হইতেছে—সৎ। আর, কার্য্যরূপে অনভিব্যক্ত, কেবল কারণরূপে অবস্থিত চিদচিদ্‌বিশিষ্ট মহত্তত্ত্বাদি হইতেছে—অসৎ। আলোচ্য ঋগ্বেদসূক্তে "অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না"-এই কথা বলিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে—তখন কারণরূপ মহত্তত্ত্বাদি ছিল না (ইহাই 'অসৎ ছিল না'-বাক্যের তাৎপর্য্য) এবং কার্য্যরূপ সৃষ্ট জগৎও ছিল না (ইঁহাই 'সৎ ছিল না'-বাক্যের তাৎপর্য্য)।

এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ"-বাক্যের লক্ষ্য হইতেছে জগতের কারণাবস্থা (মহাপ্রলয়ে)। অপর কিছু নহে।

যে যুক্তিদ্বারা পঞ্চদশীকার এই বেদবাক্য হইতে মায়ার সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে বোধ হয় এইরূপ ঃ—

"বেদবাক্যে বলা হইয়াছে, তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। কিছু তো তখন ছিল? যাহা ছিল, তাহাকে যখন সৎও বলা হয় নাই, অসৎও বলা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, তাহা সৎ-নামে বাচ্য হওয়ার যোগ্যও নয়, অসৎ-নামে বাচ্য হওয়ার যোগ্যও নয়। সুতরাং তাহা হইবে—সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্য। তখন ছিল মায়া। সুতরাং বেদবাক্যটী হইতে জানা গেল—মায়া হইতেছে সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্য।"

এই যুক্তিটী বিচারসহ কিনা, তাহা দেখা যাউক। মহাপ্রলয়ে মায়া থাকে ব্রহ্মে (অস্পৃষ্ট-ভাবে) লীন অবস্থায় ; তখন তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। এ জন্যই উল্লিখিত ঋগ্বেদসূক্তে বলা হইয়াছে—তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন। তখন যাহা ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যদি "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন—ইহাই বেদের অভিপ্রায়। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত অনুমান ; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য সৎ-বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মই ছিলেন ; যেমন, রাজা আসিতেছেন বলিলে সপরিকর রাজা আসিতেছেন—ইহাই বুঝায়, তদ্রূপ। সুতরাং, তখন কেবল মায়াই ছিল, অপর কিছু ছিল না এবং এই মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও সঙ্গত হয় না। মায়া ব্যতীত আর যাহা তখন ছিল, তাহাকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) বাদ দিয়া কেবল মাত্র মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই এই বাক্যটী বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুমানের সমর্থক কোনও কথাও উল্লিখিত ঋগ্বেদসূক্তে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি বাক্যে মায়ার "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যতার" কথা বলা হইয়াছে—এইরূপ অনুমান যুক্তি-সঙ্গত হয় না।

বিশেষতঃ "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি বাক্যে কোনও বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতার কথা কিছুই বলা হয় নাই। কেবলমাত্র বলা হইয়াছে—তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। তখন 'সৎ ও ছিল না, অসৎও ছিল না' বলিলে, যাহা ছিল, তাহার অনির্ব্বাচ্যতা বুঝাইতে পারে না। যাহা ছিল, তাহা তো অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুই। ব্রহ্মও এতাদৃশ সৎবস্তু, মায়াও এতাদৃশ সৎ-বস্তু। তাহাদিগকে—সৎ বলা যায় না—তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহারা সৎ-শব্দবাচ্যই। অবশ্য এস্থলে "সৎ" শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে—অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। ব্রহ্ম এবং মায়ার অস্তিত্ব যখন আছে, তখন তাহারা "সৎও নহে, অসৎও নহে"—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য কিছু নাই।

সৎ ও অসৎ —এই শব্দদ্বয়ের অন্য অর্থও হইতে পারে—অভিব্যক্ত এবং অনভিব্যক্ত ; কার্য্যরূপে

অভিব্যক্ত হইতেছে সৎ ; আর কার্য্যরূপে অনভিব্যক্ত, কেবল কারণরূপে অবস্থিত হইতেছে—অসৎ। এই দুই অর্থেই যে এ-স্থলে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সূক্তবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি বাক্যটীর লক্ষ্য হইতেছে চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, এই চিদচিদ্বিশিষ্ট জগতের কার্য্যাবস্থাও ছিল না, কারণাবস্থাও ছিল না—ইহাই হইতেছে এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য। এই বাক্যে মায়ার অনির্ব্বাচ্যতার কথা বলা হয় নাই। পঞ্চদশীকারের উল্লিখিতরূপ অনুমান অযৌক্তিক।

যজুর্ব্বেদেও "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ"-ইত্যাদি একটী বাক্য আছে। সম্পূর্ণ বাক্যটী হইতেছে এইরূপ ঃ—"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতম্। যজুর্ব্বেদ ॥২।৮।৯॥"* শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে এই বাক্যটীর আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্-"ইত্যত্রাপি সদসচ্ছব্দৌ চিদচিদ্ব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তি-বেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ চিদচিদ্ব্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদন-পরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কস্যচিৎ সদসদনির্বচনীয়তোচ্যতে। সদসতোঃ কাল-বিশেষেঽসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভিহিতস্যাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (সুবালশ্রুতি ।২।)-ইতি। সত্যম্, তমঃ-শব্দেনাচিৎ-সমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্যাস্তু মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ (শ্বেতাশ্বতর-॥৪।১০॥)"-ইতি মায়াশব্দেনাভিধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ। নৈতদেবম্। মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্য্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতিচেৎ। তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়া-শব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অসুর-রাক্ষস-শস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বেব মায়াশব্দ প্রয়োগাৎ।

মর্ম্মানুবাদ। "তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না"-এই স্থলে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টিবোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা, উক্ত বাক্যটী প্রলয়-কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সৎ ও ত্যৎ শব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে প্রলয়কালে অচিৎ-সমষ্টিরূপ "তমঃ"-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই

*শ্রীপাদ রামানুজকৃত শ্রীভাষ্যসম্বলিত বেদান্তদর্শনের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং তাঁহার পূর্ব্বে বেদান্তাচার্য্য পণ্ডিত ধনীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ও উদ্ধৃত বাক্যটীকে যজুর্ব্বেদের ২।৮।৯-বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঋগ্বেদের যে দুইটী সূক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম (১০।১২৯।১) সূক্তটীর প্রথমাংশ হইতেছে—"নাসদানীন্নো সদাসীৎ তদানীং" এবং তাহাদের পরবর্ত্তী ১০।১২৯।৩-সূক্তের প্রথমাংশও হইতেছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।" ঋগ্বেদের এই দুইটী সূক্তের প্রথমাংশদ্বয়ের সমবায়ই হইতেছে শ্রীপাদ রামানুজ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাক্যটী।

"নাসদাসীৎ"-বাক্যের অবতারণা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্ব্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিস্থিত "তমঃ"-শব্দটী যে অচেতন সমষ্টিবোধক, তাহা নিম্নলিখিত "অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পরদেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।"-এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। হ্যাঁ, "তমঃ"-শব্দ যদিও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড়সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাতেই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে"—এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই "মায়া"-শব্দে অভিহিত করায় "তমঃ"-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ব্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—"মায়া"-শব্দের অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্য্যায়ে উক্ত, অর্থাৎ "মিথ্যা"-শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, "মায়া"-শব্দটী যখন সর্ব্বত্র "মিথ্যা"-অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্য্যায়ও বলিতে পার না। কেননা, অসুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে, সে সকল মিথ্যা নহে,—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় (বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে)।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।

এইরূপে, শ্রীপাদ রামানুজ "নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি যজুর্ব্বেদ-বাক্যটীর যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা গেল, উক্ত শ্রুতিবাক্যে মায়ার অনির্ব্বাচ্যতার কথা বলা হয় নাই। শ্রীপাদ রামানুজ আরও বলিয়াছেন— মায়া-শব্দের অনির্ব্বচনীয়ত্ব অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয়না। মিথ্যা-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াও মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলা যায় না ; কেননা, সত্য-বস্তুতেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং মায়াকে মিথ্যা-পর্য্যায়ভুক্তও বলা যায় না।

যজুর্ব্বেদবাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে—"তদানীং তম আসীৎ—সেই সময়ে (মহা-প্রলয়ে) তমঃ (প্রকৃতি বা মায়া) ছিল।" এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়, মায়ার সদসদনির্ব্বাচ্যতা যজুর্ব্বেদের অভিপ্রেত নয়।

"নাসদাসীৎ"-ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত ঋক্সূক্তের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এ-সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন "তদানীং প্রলয়দশায়াম্ অবস্থিতং যৎ অস্য জগতঃ মূলকারণং তৎ ন অসৎ—শশবিষাণবৎ নিরূপাখ্যং ন আসীৎ।—প্রলয়-কালে অবস্থিত জগতের মূলকারণকে শশ-বিষাণের ন্যায় 'অসৎ বলা যায় না।" ইহার কারণরূপে তিনি বলিয়াছেন –"কারণ, শশ-বিষাণবৎ অসৎ হইতে সৎ-জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়।" শ্রীপাদ সায়নের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় শশ-বিষাণের কোনও অস্তিত্বই নাই। প্রলয়াবস্থায় জগতের মূলকারণ যাহা ছিল, তাহাকে এইরূপ "অস্তিত্ব-হীন" বস্তু বলা সঙ্গত হয় না ; কেননা, অস্তিত্বহীন বস্তু হইতে "সৎ-জগতের" উৎপত্তি সম্ভব নয়।

এইরূপে, তৎকালীন জগতের মূলকারণকে "অসৎ—অস্তিত্বহীন" বলা যায় না বলিয়া পরে তিনি বলিয়াছেন—তাহাকে "সৎ"ও বলা যায় না। "তথা নো সৎ—নৈব সৎ, আত্মবৎ সত্ত্বেন নিৰ্ব্বাচ্যমাসীৎ।" সেই মূলকারণকে "সৎ" বলা যায় না কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—"তাহাকে আত্মার ন্যায় 'সৎ' বলা যায় না," অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম যেরূপ "সৎ" বস্তু, তৎকালীন জগতের মূলকারণকে সেইরূপ "সৎ" বলা যায় না। এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—আত্মা বা ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত, সর্ব্বথা বিকারহীন, মূলকারণ তদ্রূপ নহে বলিয়া তাহাকে "সৎ" বলা যায় না ; কেননা, যাহা মূলকারণ, তাহা কার্য্যরূপ জগতে পরিণত হয়, তাহার বিকার আছে, তাহা সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত থাকেনা।

ইহার পরে শ্রীপাদ সায়ন বলিয়াছেন—"যদ্যপি সদসদাত্মকং প্রত্যেকং বিলক্ষণং ভবতি, তথাপি ভাবাভাবয়োঃ সহাবস্থানমপি সম্ভবতি—যদিও 'সৎ' এবং 'অসৎ'—এতদুভয় পরস্পর বিরুদ্ধ-লক্ষণ-বিশিষ্ট, তথাপি তাহাদের সহাবস্থান—একত্র অবস্থান—সম্ভব হইতে পারে।" ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—"কুতস্তয়োঃ তাদাত্ম্যম্ ইতি উভয়বিলক্ষণম্ অনিৰ্ব্বাচ্যম্ এব আসীৎ-ইত্যর্থঃ।—যদি বলা যায়, বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট দুইটী বস্তুর তাদাত্ম্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে,—তাহা 'সৎ' ও 'অসৎ'-এই উভয়-বিলক্ষণ অনিৰ্ব্বাচ্যই। ইহার পরে সূক্তটীর ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—সূক্তে যখন ব্রহ্মের "সৎ-তার" কথা বলা হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে "অনিৰ্ব্বাচ্য" বলা যায় না। সুতরাং মায়াকেই "অনিৰ্ব্বাচ্য" বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এ-স্থলে "অনিৰ্ব্বাচ্যত্ব"-সম্বন্ধে শ্রীপাদ সায়নের যুক্তিটী পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছেনা। প্রথমে তিনি বলিলেন—জগতের মূলকারণকে "সৎ"ও বলা যায় না "অসৎ"ও বলা যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি হইতে বুঝা যায়—মায়াকেই তিনি মূল কারণ বলিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা গেল—এই মায়া "অসৎ" নয় এবং ব্রহ্মের ন্যায় "সৎ"ও নয়। তাহার পরে তিনি বলিলেন—"সৎ"এবং "অসৎ" পরস্পর বিলক্ষণ হইলেও তাহাদের একত্রাবস্থিতি বা তাদাত্ম্য সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার উক্তি অনুসারে, ব্রহ্মই হইতেছেন একমাত্র "সৎ"বস্তু ; এই "সৎ"বস্তুর সহিত কোন্ "অসৎ"-বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথা তিনি বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার পূর্ব্ব উক্তি অনুসারে মূলকারণ মায়া যখন "সৎ"ও নহে "অসৎ"ও নহে, তখন মায়াকে তো "অসৎ" বলা যায় না? কোন্ "অসৎ" বস্তুর সহিত ব্রহ্মরূপ "সৎ"বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথা তিনি বলিয়াছেন?

যাহা হউক, "সৎ" ও "অসৎ" এই পরস্পর-বিলক্ষণ বস্তু দুইটীর তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আপত্তির উত্তরে তিনি আবার বলিলেন—"উভয়-বিলক্ষণম্ অনিৰ্ব্বাচ্যম্ এব—এই উভয় বিলক্ষণ অনিৰ্ব্বাচ্যই।" কোন্ বস্তুটীর অনিৰ্ব্বাচ্যতার কথা তিনি বলিয়াছেন? তাদাত্ম্যের? না কি, "সৎ" ও "অসৎ" এই উভয় হইতে বিলক্ষণ (অর্থাৎ ভিন্ন) অপর কোনও বস্তুর?

যদি বলা যায়—তাদাত্ম্যের অনির্ব্বাচ্যতার কথাই তিনি বলিাছেন, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যদিও "সৎ" ও "অসৎ" এই দুইটী পরস্পর বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট বস্তুর একত্রাবস্থিতি বা তাদাত্ম্য সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, তথাপি কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হয়, তাহা তিনি বলিতে পারিতেছেন না, ইহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

আর যদি বলা যায়—"সৎ" এবং "অসৎ" এই উভয় বস্তু হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন অপর কোনও বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতার কথাই তিনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—

প্রথমতঃ, সৎ এবং অসৎ এতদুভয়-বিলক্ষণ অর্থাৎ এই দুইয়ের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর কথা যখন শাস্ত্রেও দেখা যায় না, লৌকিক জগতেও দেখা যায় না, তখন এতাদৃশ একটী বস্তুর কল্পনা নিরর্থক এবং তাহার অনির্ব্বাচ্যতার কথাও অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "সৎ" বস্তুর সহিত "অসৎ" বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথাই তিনি বলিয়াছেন। "সৎ" এবং "অসৎ"—এই দুই নামে অভিহিত করিয়া তিনি তাহাদের "নির্ব্বাচ্যতাই" প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আবার এতদুভয় হইতে অতিরিক্ত একটী তৃতীয় বস্তুর কথা কিরূপে আসিতে পারে ?

যদি বলা যায়—পূর্ব্বেই তো তিনি বলিয়াছেন, মায়া "সৎও" নহে, "অসৎ"ও নহে; সেই মায়াকেই এ-স্থলে "অনির্ব্বাচ্যা" বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যে দুইটী বিপরীত-লক্ষণ-বিশিষ্ট বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের প্রসঙ্গে তিনি "অনির্ব্বাচ্য"- কথাটী বলিয়াছেন, সেই দুইটীর কোনওটীকে তিনি—"সৎ"ও নয়, "অসৎও" নয়—এইরূপ বলেন নাই। সেই দুইটী বস্তুকে তিনি "সৎ এবং অসৎ" নামেই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের কোনও একটীকেই তিনি সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা মায়া বলিতেছেন—এইরূপ মনে করার কোনও হেতু দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দারা মায়ার সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যতা প্রতিপন্ন হয় না।

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ"-এই বাক্যটী যে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে এবং এই বাক্যটীতে কাহারও অনির্ব্বাচ্যতার কথাও যে বলা হয় নাই, তাহাও সে স্থলে দেখান হইয়াছে। সুতরাং কেবল এই বাক্যটী হইতেই মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়ার কোনও তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায় না। তাঁহার এই উক্তিটী অতি পরিষ্কার। কিন্তু বৈদিকী মায়া-সম্বন্ধে এই উক্তির কোনওরূপ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না ; কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বৈদিকী মায়ার তত্ত্ব অনির্ণেয় নহে, বৈদিকী মায়া অনির্ব্বাচ্যাও নহে।

শ্রীপাদ সায়ন তাঁহার ঋক্-ভাষ্যে মায়াকে জগতের মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহাতে কি তিনি মায়ার নির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকার করেন নাই ? এইরূপে মায়ার নির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকার করিয়া আবার তাহার অনির্ব্বাচ্যত্বের কথা বলার তাৎপর্য্য দুর্ব্বোধ্য।

(২) মায়া মিথ্যা বলিয়া অনির্ব্বাচ্য।

মায়ার অনির্ব্বাচ্যতা সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষবাদীরা আর একটী হেতুর উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন —মায়া-শব্দ মিথ্যাপর্য্যায় বলিয়া মায়া হইতেছে অনির্ব্বাচ্য। শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার জিজ্ঞাসাধিকরণে এ-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

'মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্য্যায়ত্বেন অনির্ব্বচনীয়বাচিত্বমিতি চেৎ। তদপি নাস্তি। ন হি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ—যদি বলা যায়, মায়াশব্দের মিথ্যাপর্য্যায়ত্ব বশতঃ মায়ার অনির্ব্বচনীয়বাচিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহাও নয়। কেন না, সর্ব্বত্র (কোন স্থলেই) মায়াশব্দ মিথ্যাবিষয়ক নহে।"

তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"আসুর-রাক্ষসাস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্—

'তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাহশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমৈকৈকশ্যেন সূদিতম্ ॥১।১৯।২০॥' ইতি।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাৎ। 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ শ্বেতাশ্বতর॥'-ইতি মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, ন অজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব হি মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে। 'অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ' ইতি। 'অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। গৌড়পাদকারিকা॥১১৬॥'–ইতি চ। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"-ইত্যত্রাপি বিচিত্রশক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি 'ভূরি ত্বষ্টৈব রাজতি' ইতুচ্যতে। ন হি মিথ্যাভিভূতঃ কশ্চিদ্‌বিরাজতে। 'মম মায়া দুরত্যয়া'-ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যত ইতি। ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্ব্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্।"

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদের আনুগত্যে মর্ম্মানুবাদ। "অসুরদিগের এবং রাক্ষসদিগের সত্য অস্ত্রাদিতে মায়া-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—(হিরণ্যকশিপুর আদেশে বালক প্রহ্লাদের প্রাণ বিনাশের উদ্দেশ্যে শম্বরাসুর যখন শতসহস্র মায়া প্রয়োগ করিল, তখন ভগবানের আদেশে বালকের রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমান সুদর্শন-চক্র আসিয়া উপনীত হইল) বালকের দেহরক্ষক সেই দ্রুতগামী চক্রদ্বারা শম্বরের সহস্র মায়া একে একে বিনষ্ট হইল। (এ-স্থলে শম্বরের মায়া হইতেছে শম্বরের অস্ত্র। এই মায়া-নামক অস্ত্র হইতেছে বাস্তব বস্তু, ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে প্রহ্লাদের প্রাণ-সংহারের জন্য শম্বরাসুর তাহার প্রয়োগ করিত না এবং তাহা হইতে প্রহ্লাদের রক্ষার জন্য ভগবান্‌ও সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিতেন না। বাস্তব বলিয়াই সুদর্শনচক্র এই অস্ত্রকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে। মিথ্যা বস্তুর কোনওরূপ বিনাশ সম্ভব নয়। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার বিনাশ কি ?) অতএব, মায়াশব্দ বিচিত্রবস্তু-সৃষ্টিকারিণী শক্তিকেই বুঝায়। বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই

প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'তাহা হইতে মায়ী এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তাহাতে অন্য (জীব) মায়াদ্বারা সংনিরুদ্ধ হয়।' ইহাতে মায়াশব্দবাচ্যা প্রকৃতির বিচিত্র-বস্তু-সৃষ্টিকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম পুরুষের এই (বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকারিণী) মায়া (মায়ারূপা শক্তি) আছে বলিয়াই তাঁহকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে, তাঁহার অজ্ঞত্বনিবন্ধন নয়। শ্রুতি হইতে জানা যায়—জীবই মায়াদ্বারা নিরুদ্ধ হয়, 'তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সিংনিরুদ্ধঃ—সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে জীব মায়াদ্বারা সংনিরুদ্ধ হয়', 'অনাদি মায়াদ্বারা সুপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়' ইত্যাদি। 'পরমপুরুষ (ইন্দ্র) মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হয়েন'-এই শ্রুতিবাক্যেও 'মায়া'-শব্দে পরমপুরুষের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, 'মিথ্যাত্ব' নহে। এই কারণেই পরম পুরুষকে 'প্রচুরতর শিল্পনির্ম্মাতার ন্যায় শোভমান' বলা হইয়া থাকে; সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা (অবাস্তব) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণকৌশল) সম্ভব হইত না। মিথ্যাদ্বারা অভিভূত কেহ নাই। 'মম মায়া দুরত্যয়া'-ইত্যাদি গীতোক্ত বাক্যেও মায়াকে 'গুণময়ী' বলায়, মায়া যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহাই জানান হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কোনও শ্রুতিই সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের (মায়ার) অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল- মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব শ্রুতিস্মৃতিসম্মত নয়। ১।৪।৩॥-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব-সম্বন্ধে যে হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—মায়ার তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই মায়াকে অনির্ব্বাচ্যা বলা হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার মায়া হইতেছে—অবৈদিকী; কেননা, বৈদিকী মায়ার তত্ত্ব অনির্ণেয় নহে।

(৩) "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ"-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা

মায়ার মিথ্যাত্ব—সুতরাং অনির্ব্বাচ্যত্ব—প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নির্ব্বিশেষবাদিগণ, "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ"-এই ছান্দোগ্যশ্রুতির (৮।৩।২)-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থে তাঁহারা বলেন—"জীবসকল অনৃতদ্বারা (মিথ্যা মায়াদ্বারা) আবৃত।"

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার জিজ্ঞাসাধিকরণে এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

"যৎ পুনঃ সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি; তদসৎ। 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' ইত্যাদিষ্বনৃতশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হি অনৃতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্ম্মবাচি, 'ঋতং পিবন্তৌ' ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতং পরমপুরুষারাধনবেষং তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, 'এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ'-ইতি বচনাৎ।—সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেননা, 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ'-ইত্যাদি বাক্যস্থ 'অনৃত'-শব্দটী কখনই অনির্ব্বচনীয়তাবোধক নহে।

কারণ, ন+ঋত=অনৃত ; যাহা ঋত নহে, তাহাই অনৃত। ইহাই 'অনৃত'-শব্দের যথার্থ অর্থ। 'ঋতং পিবন্তৌ'-এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায়, 'ঋত'-শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্ধৃত সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই—'এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ—তাহারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত।' এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত এবং পরমপুরুষ-প্রাপ্তির অনুকূল পরম-পুরুষের আরাধনারূপ কর্ম্মই হইতেছে 'ঋত' ; আর যাহা তাহা নহে, যাহা সাংসারিক ফলসাধক কর্ম্ম—সুতরাং যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল— তাহাই হইতেছে 'অনৃত'-শব্দ বাচ্য।"

এই আলোচনায় শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে "অনৃত"-শব্দটী অনির্ব্বচনীয়তাবাচক নহে ; ইহা হইতেছে ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক সাধনকর্মবাচক।

"অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ"-ইহা যে শ্রুতিবাক্যটীর অংশ, সেই শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই ঃ—

"অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ। তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।৩।২॥—এই অজ্ঞলোকের যে সমস্ত আত্মীয় জীব (পুত্রাদি) ইহলোকে বর্ত্তমান আছে, যাহারা মরিয়াছে, এবং আরও যাহা কিছু, ইচ্ছা করিলেও সে সমস্ত প্রাপ্ত হয় না , কিন্তু এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে। কারণ, অজ্ঞ লোকের সেই সমস্ত সত্য কামনা (অব্যর্থ ইচ্ছা) অনৃত বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই তাহারা প্রাপ্ত হয় না। এবিষয়ে (দৃষ্টান্ত এই যে), যাহারা নিধিক্ষেত্র জানে না, অর্থাৎ কোন স্থানে নিধি আছে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, (পুনর্ব্বার গ্রহণের জন্য ভূগর্ভে রক্ষিত ধনকে 'নিধি' বলে), ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না ; কারণ, তাহাদের সত্যকাম-সমূহ অনৃত বা বিষয়াভিলাষ বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে।—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুগত্যে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে এবং তাহার অনুবাদেও কাহারও অনির্ব্বচনীয়তার কথা দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যেও "অনির্ব্বচনীয়"-শব্দটী দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"এবমেব ইমা অবিদ্যাবত্যঃ সর্ব্বাঃ ইমাঃ প্রজাঃ যথোক্তং হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ, তম্, অহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্ত্যোঽপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—অবিদ্যাবান্ এই সকল লোক, সুষুপ্তকালে হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রত্যহ পাইয়াও লাভ করিতে পারে না।" পরে তিনি লিখিয়াছেন—"অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যস্মাৎ প্রত্যূঢ়াঃ হৃতাঃ, স্বরূপাৎ অবিদ্যাদিদোষৈর্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্থঃ।—যেহেতু তাহারা পূর্ব্বকথিত অনৃতদ্বারা প্রত্যূঢ়—অপহৃত, অর্থাৎ অবিদ্যা-প্রভৃতি দোষবশে স্বরূপ হইতে বাহিরে আনীত।"

ভাষ্যের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দগিরি অবশ্য লিখিয়াছেন—“অনৃতেনেতি। যথোক্তেন মিথ্যাজ্ঞানশব্দিতানাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানকৃতেন তৃষ্ণাপ্রভেদেন তন্নিমিত্তেনেচ্ছাপ্রচারেণ ইত্যর্থঃ।—মিথ্যাজ্ঞানশব্দিত অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানকৃত তৃষ্ণাভেদ এবং তন্নিমিত্ত ইচ্ছাপ্রচার—ইহাই হইতেছে অনৃত।”

তৃষ্ণাভেদের কথা শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“বস্ত্রান্নপানাদি রত্নাদি বা বস্তু ইচ্ছন্—বস্ত্র, অন্ন, পানাদি, বা রত্নাদি বস্তু ইচ্ছা করিয়া।” অর্থাৎ বিষয়-ভোগের অভিলাষ বা তৃষ্ণা। বিষয়-ভোগের অভিলাষের দ্বারা জীবগণ আবৃত আছে বলিয়া, বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণাদ্বারা তাহাদের চিত্ত বাহিরে আকৃষ্ট হয় বলিয়া, তাহারা হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ইহা অবিদ্যারই ক্রিয়া। এই অবিদ্যা হইতেছে—বৈদিকী বহিরঙ্গা মায়ার রজস্তমঃ-প্রধানা অবিদ্যাবৃত্তি। বৈদিকী মায়া অনির্ব্বাচ্যা নহে বলিয়া তাহার অবিদ্যাবৃত্তিও অনির্ব্বাচ্যা নহে। শ্রীপাদ আনন্দগিরি যখন এই অবিদ্যাকে অনির্ব্বাচ্যা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়—তাঁহার এই অবিদ্যা বৈদিকী মায়ার বৃত্তি নহে। বিশেষতঃ তিনিই অবিদ্যাকে অনির্ব্বাচ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য শ্রুতিবাক্য অনির্ব্বাচ্যা বলেন নাই; এমন কোনও শব্দও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না, যাহার তাৎপর্য্য হইতে “অনির্ব্বাচ্যতা” অনুমিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—“অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ”-এই শ্রুতিবাক্য হইতে মায়ার অনির্ব্বাচ্যতা প্রতিপাদিত হয় না।

ছ। মায়ার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বৈদিকী মায়াও সত্যই—অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্টই; ইহা অস্তিত্বহীন নহে; অবশ্য ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে এবং ব্রহ্মের অধ্যক্ষতায় এই মায়া বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া মিথ্যা—মিথ্যাপর্য্যায় বলিয়া মিথ্যা। এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, শ্রুতিসম্মতও নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী চ-অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে (২-৩-উপ-অনুচ্ছেদে) শ্রীপাদ রামানুজের শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণমূলক আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর কোন্ অর্থে “মিথ্যা-”শব্দটী ব্যবহার করেন, তাহাও জানা দরকার। তাঁহার “মিথ্যা”—আকাশ-কুসুমের ন্যায়, কিম্বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় মিথ্যা নহে। এই দুইটী বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নাইও, ইহাদের অস্তিত্বের ভ্রান্তিমূলক প্রতীতিও জন্মে না এবং ইহাদের কোনও কার্য্যও দৃষ্ট হয় না। ইহারা অলীক।

আবার এমন বস্তুও আছে, যাহার বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও অস্তিত্ব আছে বলিয়া ভ্রান্তি-

মূলক প্রতীতি জন্মে— যেমন ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের "মিথ্যা।" এতাদৃশ অর্থে মায়াকে "মিথ্যা" বলা সঙ্গত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই জগৎ ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় "মিথ্যা।" এই জগতের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই, মায়ার প্রভাবে অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়াই আলোচনা করা হইতেছে।

ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু মিথ্যা বটে ; কিন্তু যাহার প্রভাবে ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে, সেই ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা নহে। ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদ্দ্বারা প্রতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুও সৃষ্ট হইতে পারিত না। ইন্দ্রজালবিদ্যা যাহার আয়ত্তে নাই, সেই ব্যক্তি কখনও ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে পারে না। ইন্দ্রজালবিদ্যা হইতেছে—মণিমন্ত্রৌষধির শক্তির ন্যায় একটী অচিন্তনীয় বাস্তব-শক্তি।

যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই, তাহা কখনও অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। বন্ধ্যাপুত্র এবং আকাশ-কুসুমই তাহার প্রমাণ। ইন্দ্রজালবিদ্যা যখন অস্তিত্বহীন বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারে এবং স্বীয় সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মাইতে পারে, তখন ইন্দ্রজালবিদ্যা যে একটী বাস্তব-শক্তি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে মায়া ইন্দ্রজালসৃষ্ট মিথ্যা বস্তুর ন্যায় জগতের সৃষ্টি করে এবং তাহার অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মায়, তাহাও ইন্দ্রজালবিদ্যার ন্যায় একটী বাস্তব-শক্তি ; তাহা মিথ্যা হইতে পারে না।

ইন্দ্রজালবিদ্যা এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা-সৃষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট অবাস্তব বস্তু—এক নহে। একটী কারণ, অপরটী তাহার কার্য্য। তদ্রূপ, মায়া এবং মায়াসৃষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট জগৎও এক নহে ; মায়া হইতেছে কারণ, জগৎ তাহার কার্য্য। উভয়ে যখন এক নহে, তখন জগৎ মিথ্যা হইলেও তাহার কারণ মায়া মিথ্যা হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী বলিয়া মায়াকে মিথ্যা বলা যায়। ইহাও বিচার-সহ নহে। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা নহে। মায়ার মিথ্যাত্ববাদীদের মতে এই জগৎ মিথ্যা ; কিন্তু মিথ্যা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম মিথ্যা নহেন ; ব্রহ্ম সত্য বস্তু। কার্য্য ও কারণ একরূপ—ইহা স্বীকার করিলে জড় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মেও জড়ত্বের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম যে শুদ্ধ চিদ্বস্তু, ব্রহ্মে যে জড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই, তাহা বেদান্তসম্মত। সুতরাং মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী বলিয়াই মায়াকে মিথ্যা বলা যায় না।

আবার যদি বলা যায়—মায়া হইতেছে অচিৎ-বস্তু। অচিৎ-বস্তু "নাস্তি"-শব্দবাচ্য, "অসৎ"-শব্দবাচ্য। যাহা "নাস্তি" বা "অসৎ", তাহাই মিথ্যা বা তুচ্ছ। সুতরাং মায়াও মিথ্যা এবং তুচ্ছ।

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার জিজ্ঞাসাধিকরণে বলিয়াছেন—"অচিদ্‌বস্তুনি 'নাস্ত্যসত্য-শব্দৌ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরৌ প্রযুক্তৌ। অপিতু বিনাশিত্বপরৌ। 'বস্তুস্তি কিং—মহী, ঘটত্বম্' ইত্যত্র

বিনাশিত্বমেব হি উপপাদিতম্ ; ন নিষ্প্রমাণকত্বম্ জ্ঞানবাধ্যত্বং বা। একেনাকারেণ একস্মিন্ কালেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্যথোপলব্ধ্যা নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্। বাধোঽপি যদ্দেশকালসম্বন্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধম্, তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বম্।”

মর্ম্মানুবাদ। (যাহা সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করে, কখনও রূপান্তর বা বিকার প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে ‘সত্য’ বলা হয় এবং তাহাই আবার ‘অস্তি’-শব্দের বাচ্য। আর যাহা সর্ব্বদা একরূপে থাকে না, রূপান্তর বা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ‘অসত্য—ন সত্য’ বলা হয় এবং তাহাই ‘নাস্তি—ন অস্তি’ শব্দের বাচ্য। ‘অসত্য’ হইল ‘সত্য’এর বিরোধী এবং ‘নাস্তি’ হইল ‘অস্তি’এর বিরোধী। উভয় শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে—সত্য-শব্দবাচ্য এবং অস্তি-শব্দবাচ্য বস্তুর যে ধর্ম্ম, তাহার অভাব। সত্য-শব্দবাচ্য বা অস্তি-শব্দবাচ্য বস্তুর ধর্ম্ম হইতেছে এই যে—ইহা সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করে। এই ধর্ম্ম যে বস্তুতে নাই, যে বস্তু সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করে না, পরন্তু বিকার প্রাপ্ত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই অসত্য-শব্দবাচ্য বা নাস্তি-শব্দবাচ্য। সত্য-শব্দবাচ্য এবং অসত্য-শব্দবাচ্য—এই উভয় বস্তুরই অস্তিত্ব আছে ; পার্থক্য এই যে—সত্য-এর অস্তিত্ব সর্ব্বদা একরূপে। আর অসত্যের অস্তিত্ব সর্ব্বদা একরূপে নহে ; যেহেতু, ইহা বিকার প্রাপ্ত হয় ; ইহার যে রূপটী এক সময়ে থাকে, অন্য সময়ে বিকার প্রাপ্ত হইলে সেই রূপটী বিনষ্ট হয়)।

অচিৎ বস্তুকে যে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ বলা হয়, তাহার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে ; পরন্তু অচিৎ বা জড় বস্তুর বিনাশিত্ব বা বিকার-শীলতা প্রতিপাদন করাই তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর ‘বস্ত্বস্তি কিম্’ এবং ‘মহী. ঘটত্বম্’-ইত্যাদি বাক্যেও জড় বস্তুর বিনাশিত্ব বা বিকারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে (বস্ত্বস্তি কিম্—সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত থাকে, জড়জগতে এমন কোনও বস্তু আছে কি ? অর্থাৎ নাই। মহী বা মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার মৃত্তিকাত্ব আর থাকে না। এইরূপে বিকারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে), কিন্তু নিষ্প্রমাণকত্ব (যাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করা যায় না, তদ্রূপত্ব) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। (জ্ঞানবাধ্যত্ব—যাহা জ্ঞানের উদয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় বা নষ্ট হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। অজ্ঞানবশতঃ কোনও কোনও স্থলে রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞান দূরীভূত হয়। এ-স্থলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইল জ্ঞানবাধ্য। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—ইহা হইতেছে একেবারেই ভ্রান্তি, তাই জ্ঞানের উদয়ে এই ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকা যে ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা ভ্রান্তি নহে, ইহা সকল স্থানে সকলেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার। কোনওরূপ জ্ঞানের উদয়েই ইহার অন্যথা হইতে পারে না। এজন্য ইহা জ্ঞানবাধ্য নহে। আবার, মৃত্তিকা যে ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণেরও অভাব নাই, এজন্য ইহা নিষ্প্রমাণকও নয়)।

এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকার দেখা যায়, বিকারবশতঃ অন্য সময়ে সেই বস্তুরই যে অন্যথাভাব (অন্যরূপ আকৃতি) দেখা যায়, তাদৃশ অন্যথাভাবকেই সেখানে 'নাস্তি'-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (অর্থাৎ যে আকারটী পূর্ব্বে ছিল এখন তাহা আর নাই—ইহাই বলা হইয়াছে)।

'তুচ্ছত্ব' অর্থ—কোনও প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে। আর 'বাধ'-অর্থ—যে বস্তু যেস্থানে ও যে কালে 'আছে' (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে এবং সেই কালেই যে সেই বস্তুর 'নাস্তিত্ব'-প্রতীতি বা অসত্তার প্রতীতি। কিন্তু কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে পরিণামাদি (অন্যথাভাবাদি)-কারণবশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি, তাহার নাম 'বাধ' নহে ; কেননা, বিভিন্ন কালে একই বস্তুর 'অস্তিত্বে' 'নাস্তিত্বে' (থাকা ও না থাকায়) কোনওরূপ বিরোধ হইতে পারে না (কেননা, একই বস্তুর একরকম ভাব এক সময়ে থাকিতে পারে, অন্য সময় তাহা না থাকিতেও পারে। ইহাতে বিরোধ কিছু নাই। কিন্তু একই কালে এবং একই দেশে যে একই বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়। একই লোক এক সময়ে শিশু, অন্য সময়ে বৃদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু একই সময়ে শিশু এবং বৃদ্ধ হইতে পারে না)। এইরূপে বুঝা গেল—অচিৎ বস্তুতে 'নাস্তি' ও 'অসত্য'-এই শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার পরিণামিত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্তু মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদের আনুগত্যে মর্ম্মানুবাদ)।

পঞ্চদশীকারও মায়ার বিকারশীলত্ব বা পরিণামিত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই—মায়াকে "তুচ্ছ" বলিয়াছেন। "বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥" নিত্য নিবৃত্তি—নিত্য পরিণামশীলতা। শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিতে পঞ্চদশাকারের এই উক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে।

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মায়া বিকারশীলা বলিয়াই যে মিথ্যা-শব্দবাচ্যা হইবে, তাহা সঙ্গত নয়। মিথ্যা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না ; কিন্তু বিকারশীল বস্তুর অস্তিত্ব আছে। তাহার অবস্থাভেদমাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

"তুচ্ছ"-শব্দের শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা কোনও প্রমাণেরই গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাই "তুচ্ছ"। এই অর্থে বৈদিকী মায়া "তুচ্ছা" নহে ; কেননা, বৈদিকী মায়ার শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ বিদ্যমান।

"তুচ্ছ"-শব্দের সর্ব্বজনবিদিত আরও একটী অর্থ আছে—অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য, উপেক্ষণীয়। "তুচ্ছ"-শব্দের এইরূপ অর্থে বৈদিকী মায়া "তুচ্ছ" নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে "দুরতিক্রমণীয়া" বলিতেন না। "দৈবী হেষ্যা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ গীতা ॥৭।১৪॥"

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার এই তুচ্ছত্ব কিসে ? প্রভাবে তুচ্ছ—ইহা বোধ হয় শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, তাঁহার মতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে মায়ারই ঐন্দ্রজালিক

বিদ্যার ফল। এমন একটী বিরাট ইন্দ্রজাল যে মায়া বিস্তার করিতে পারে, তাহার প্রভাবকে তুচ্ছ বলা যায় না। তিনি আরও বলেন—এই মায়া নাকি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেও সবিশেষত্ব—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি—দান করিয়া থাকে। মায়ার এতাদৃশ প্রভাবকেও তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

পঞ্চদশীকারও মায়াকে "সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি" বলিয়াছেন। "শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।" যাহা সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরীশক্তি, তাহা কখনও প্রভাবে "তুচ্ছ" হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশীকার অবশ্য এই সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তিকেই "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা, মিথ্যাভূতা, সনাতনী"ও বলিয়াছেন। "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী।" অনির্ব্বাচ্যত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে; মিথ্যাভূতত্ব-সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা হইতেছে।

তবে কি মায়া বস্তুত্বে তুচ্ছ ? বস্তুত্বে তুচ্ছ হইলেও মায়ার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে, পুষ্পে, পত্রে সুশোভিত বিরাট মহীরুহের অঙ্গে অনুবীক্ষণমাত্রদৃশ্য একটী অতিক্ষুদ্র কীটাণু থাকিলে মহীরুহের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ হইতে পারে, মহীরুহের দৃশ্যমান শোভাসৌষ্ঠবও তাহাদ্বারা ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যাহাকে তুচ্ছ বলা হয়, তাহার অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়া থাকে। অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাকে তুচ্ছ, বা নগণ্য, বা উপেক্ষণীয় বলা হয়। অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে "তুচ্ছ" বলার কোনও সার্থকতাই থাকে না। পঞ্চদশীকারও মায়াকে "ভাবরূপ যৎ কিঞ্চিৎ" বলিয়াছেন, "অভাবরূপ" বলেন নাই। "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকম্। জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ॥" সুতরাং বস্তুত্বে মায়া "তুচ্ছ" হইলেও তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য হইলেই মায়ার পৃথক্ স্বতন্ত্র সত্তাও অনস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং শ্রুতিপ্রোক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাক্যেরও কোনও সার্থকতা থাকে না।

মায়ার পৃথক্ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উত্থিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির "জ্ঞাজ্ঞৌ"-ইত্যাদি ১।৯-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ন চ তয়োর্ব্বস্ত্বন্তরস্য সদ্ভাবাদ্ দ্বৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায়া অনির্ব্বাচ্যত্বেন বস্তুত্বাযোগাৎ।—পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র বস্তুর স্বীকার করায় যে দ্বৈতবাদ সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মায়া সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচ্যা; সুতরাং তাহার বস্তুত্ব (সত্যতা) নাই। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ।"

এ-স্থলে, মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্বের উপরেই শ্রীপাদ শঙ্কর মায়ার অবস্তুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই দেখা গিয়াছে, মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধও নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। যাহা প্রতিপাদিত হয় নাই, সেই অনির্ব্বাচ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্তুত্ব (বা

মিথ্যাত্বও) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মায়ার অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন নাই। মায়াকে "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা" বলিয়াই তিনি মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; যেহেতু, এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—মায়া আছে বটে; তবে তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। এইরূপে মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি বলিতেছেন—মায়া থাকিলেও তাহার বস্তুত্ব নাই; সুতরাং দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। যদি কেহ বলেন, ইহা হইতেছে দ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীকে কথা বলিবার সুযোগ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাক্‌চাতুরী মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল –মায়ার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব শ্রুতিসিদ্ধও নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। মায়ার অনির্ব্বাচ্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব—উভয়ই হইতেছে কেবল শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতমাত্র; এই অভিমত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত নহে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অনির্ব্বাচ্যা এবং মিথ্যা মায়া বৈদিকী মায়া নহে।

জ। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া অবৈদিকী

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-ছ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে –শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া এবং বৈদিকী মায়া এক নহে।

বৈদিকী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। শ্রীপাদ শঙ্করও মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি ত্রিগুণাত্মকত্বের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। বৈদিকী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেছে অচেতনা, স্বরূপতঃ কর্তৃত্বহীনা; কেবল ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগেই কর্তৃত্বশক্তি লাভ করে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেছে—প্রজ্ঞারূপা। তিনি যখন ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, তখন ব্রহ্মের শক্তিতেই যে অচেতনা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রজ্ঞারূপা হইয়া থাকে—ইহাও তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

বৈদিকী মায়ার কেবল "মায়া"-নামটীই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বৈদিকী মায়ার কোনও লক্ষণ বা ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার মায়াতে নূতন লক্ষণ বা ধর্ম্ম যোজনা করিয়াছেন; এ-সমস্ত লক্ষণ বা ধর্ম্ম যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী ক-ছ অনুচ্ছেদের আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া বৈদিকী মায়া নহে; ইহা অবৈদিকী। অথচ শ্রুতি-স্মৃতিতে যে-স্থলেই "মায়া"-শব্দ তিনি পাইয়াছেন সে-স্থলেই বৈদিকী মায়ার অর্থ না ধরিয়া স্বীয় কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়াই তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে

তাঁহার ব্যাখ্যাও হইয়া পড়িয়াছে অন্যরূপ। তাঁহার ব্যাখ্যায় যে শ্রুতি-স্মৃতির অভিপ্রেত তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতিতে যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থ গ্রহণ না করিলে শ্রুতি-স্মৃতির অভিপ্রায় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ৩।৬৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য; সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া এবং বৌদ্ধ মায়া একই বস্তু।

৭০। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব এবং মায়িক উপাধির যোগে সবিশেষত্ব—শ্রুতিসম্মত নহে (আলোচনার উপসংহার)

নির্ব্বিশেষত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। তিনি বলেন—সমস্তবিশেষ-রহিত নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সবিশেষ নহে। "সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর (শ্রীযুত মহেশচন্দ্র পাল-প্রকাশিত সংস্করণ)। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি সে-স্থলেই বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদন-পরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক যে সমস্ত বেদান্ত-বাক্য আছে, সেই সমস্ত বাক্যে সর্ব্বত্রই 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সর্ব্ববিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহই ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক ; "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"-ইত্যাদি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদক নহে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদান্তদর্শন কোনও স্থলেই এইরূপ কোনও কথাই বলেন নাই। বরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে বেদান্তদর্শন সবিশেষত্বদ্বারাই ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে—ইহা বেদান্তের কথা নহে, পরন্তু শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা এবং তাঁহার এই উক্তির পশ্চাতে বেদান্তের সমর্থনও নাই।

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্ব্বেই সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—সুতরাং সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় নাই। অথচ, প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা দেখাইয়াই তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ বিশেষত্বহীন। ইহা সঙ্গত নহে। এমন একটী শ্রুতিবাক্যও তিনি কোনও স্থলে উল্লেখ করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা

ব্রহ্মের সর্ব্ব-বিশেষত্বহীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন বলিয়াই এবং তজ্জন্য ব্রহ্মের সর্ব্ববিশেষত্বহীনতা প্রথমেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়াই কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিশেষত্বহীন।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম শব্দটীই হইতেছে সবিশেষত্ব-সূচক। তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত নির্ব্বিশেষস্বরূপকে কিরূপে "ব্রহ্ম" বলা যাইতে পার ?

সোপাধিকত্ব

প্রস্থানত্রয় সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মকে সবিশেষই বলিয়াছেন। তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তাঁহার যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, তিনিই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—এসমস্ত কথাই প্রস্থানত্রয়ে বলা হইয়াছে। এই সবিশেষ স্বরূপের কোনও একটা সমাধান করিতে না পারিলে, শ্রুতিপ্রোক্ত সবিশেষ-স্বরূপের পরতত্ত্ব নিরসিত করিতে না পারিলে, তাঁহার কথিত নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের পরতত্ত্ব স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণসম্পন্ন সবিশেষ স্বরূপ হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই মায়িক-উপাধিযুক্ত স্বরূপ ; এই মায়োপহিত স্বরূপ পরতত্ত্ব নহেন।

কিন্তু বৈদিকী মায়া যে ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বৈদিকী মায়ার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কোনও স্থলে বিচার করেন নাই ; তিনি "সদসদনির্ব্বাচ্যা" এক অবৈদিকী মায়ার অবতারণা করিয়া তাহার সাহায্যেই তাঁহার সঙ্কল্পিত সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাঁহার এই অবৈদিকী মায়া পরব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও ব্রহ্মের এতাদৃশ মায়োপহিতত্ব যে শ্রুতিসম্মত নয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন না, তাঁহার মায়াই হইতেছে অবৈদিকী ; অবৈদিকী মায়ার সহায়তায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও হইবে অবৈদিক।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—মায়া "ত্রিগুণাত্মক" এবং "জ্ঞানবিরোধি।" অথচ ইহাও বলিয়াছেন—এই মায়াশক্তির উপাধিযোগেই ব্রহ্ম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকম্। জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ॥ তচ্ছক্ত্যুপাধিযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥" জ্ঞানবিরোধি বস্তুর শক্তিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বর হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায় না।

মায়োপহিত ব্রহ্মই যে জগৎ-কর্ত্তা, ইহা বেদান্ত-দর্শন কোনও সূত্রেই বলেন নাই। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরে বেদান্তদর্শন যখন বলিলেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", তখন একথা বলেন নাই যে, মায়োপহিত ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-আদি হইয়া থাকে। পরেও কোনও সূত্রে তাহা বলা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যও এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে দেখা যায়—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন—

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ।। বৃহদারণ্যক ।।৩।৮।৮"

[১।২।৩৫ (৩২)-অনুচ্ছেদে ইহার অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কয়েকটী প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্ব্ববিশেষত্বহীনতার) কথা বলা হইয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

"এতস্য বা অক্ষরস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবাঃ, দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ।। বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯ ।।"

[১।২৩৫ (৩৩)—অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্ব-বিধারকত্বের এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বের—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করের মতে যাঁহাকে সর্ব্ব-বিশেষত্বহীন বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সবিশেষ বলা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যোক্ত ব্রহ্ম যে মায়ার উপাধি-যোগে সবিশেষত্ব লাভ করিয়া জগতের বিধারক এবং নিয়ন্তা হইয়াছেন—একথা শ্রুতি বলেন নাই।

মুণ্ডক-শ্রুতিও পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥
—মুণ্ডক ॥১।১।৬॥"

[১।২।৩০ (ক)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্ব্ববিশেষত্বহীনতার) কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার "ভূতযোনি"-শব্দে সবিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। মায়িক-উপাধিযোগে যে ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহা বলা হয় নাই।

অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ —মুণ্ডক॥১।১।৭॥"

[১।২।৩০(খ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই শ্রুতিবাক্যে পরিষ্কারভাবেই ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু মায়িক উপাধিবশতঃই যে তাঁহার জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, তাহার কথা কিছু বলা হয় নাই।

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥মুণ্ডক॥২।১।২॥"
[১।২।৩০(চ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥মুণ্ডক॥২।১।৩॥"
[১।২।৩০(ছ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব বা সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে কথিত ব্রহ্ম যে মায়িক উপাধির যোগে সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্ট হয় না।

এতাদৃশ আরও বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না। মায়িক উপাধির যোগেই যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েন—একথা বা একথার আভাসমাত্রও কোনও শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য তাঁহার ভাষ্যে সবিশেষত্ব-প্রসঙ্গে মায়িক উপাধির কথা, অথবা স্থলবিশেষে, লৌকিকী প্রতীতির অনুরূপ উক্তির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত কেবল তাঁহার নিজেরই কথা, শ্রুতি-স্মৃতির কথা নহে।

বস্তুতঃ প্রস্থানত্রয় অনুসারে পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ সবিশেষই—প্রাকৃত-বিশেষত্ববর্জ্জিত, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্বযুক্ত। নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপনের অত্যাগ্রহে শ্রীপাদ শঙ্কর এই অপ্রাকৃত-বিশেষত্বকেও মায়িক উপাধি বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অভিমত যে বেদান্তসম্মত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা-সমূহ হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়।

যদিও "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্-" এই স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস অসঙ্গত বলিয়া একাধিকস্থলে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যদিও "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ", "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়া একাধিক স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভরতার কথাই বলিয়া গিয়াছেন, তথাপি কিন্তু ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদনের অত্যাগ্রহ বশতঃ তিনি কোনও কোনও স্থলে লৌকিক অভিজ্ঞতারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ-স্থলে একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

যদিও শ্রুতি-স্মৃতি ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের প্রাকৃত-

পাঞ্চভৌতিক রূপেরই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু বলেন – ব্রহ্মের কোনও বিগ্রহ বা রূপ নাই ; তাহার হেতুরূপে তিনি বলেন—"সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি।—ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।"

প্রাকৃত জীবের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহই অনিত্য। এই লৌকিকী যুক্তির আশ্রয়ে তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের বিগ্রহ বা দেহ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই বিগ্রহ হইবে অনিত্য। কিন্তু অচিৎ জড় বস্তুই অনিত্য হয়। জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু কি কখনও অনিত্য হইতে পারে? এ-স্থলে তিনি লৌকিকী অভিজ্ঞতাকেই শ্রুতির উপরে স্থান দিয়াছেন, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-বাক্যের কোনও মর্য্যাদাই রাখেন নাই।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব শ্রুতিসম্মত নহে ; ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র।

মায়াবাদীরা অবশ্য বলেন, নৃসিংতাপনীশ্রুতির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটী হইতেই জানা যায়—জীব ও ঈশ্বর (শঙ্করের সগুণব্রহ্ম) মায়ারই সৃষ্টি।

জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।

—নৃসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড।

এই শ্রুতিবাক্যটীর যথাশ্রুত অর্থ হইতে মনে হয়, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। যথাশ্রুত অর্থে শ্রুতিবাক্যস্থ "আভাস"-শব্দে "প্রতিবিম্ব" বুঝায়।

কিন্তু "আভাস"-শব্দের "প্রতিবিম্ব"-অর্থ – মুখ্যার্থ—গ্রহণ করিলে "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত, এমন কি নৃসিংহতাপনীরই "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্ব্ব-তাপনী॥১।৫।১॥"-এই বাক্যের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া "জীবেশাবাভাসেন" ইত্যাদি বাক্যটীর অর্থ করিতে হইলে যে "আভাস"-শব্দের গৌণার্থ—"প্রতিবিম্বতুল্য"-অর্থ—গ্রহণ করিতে হইবে, শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণবলে তাহা পরবর্ত্তী ৪।১৫ গ (১) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩।২।১৯॥, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥৩।২।২০॥, আভাস এব চ ॥২।৩।৫০॥"-এই সকল ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে দেখাইয়াছেন—যে-স্থলে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে, সে-স্থলে প্রতিবিম্ব-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "প্রতিবিম্বতুল্য", বাস্তবিক "প্রতিবিম্ব" তাহার তাৎপর্য্য নহে।

গৌণার্থের তাৎপর্য্য এইরূপ। জীবপক্ষে—জলের ক্ষোভে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে সূর্য্য ক্ষুব্ধ হয়না। তদ্রূপ, সংসারী জীব অবিদ্যাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রহ্ম প্রভাবান্বিত হয়েন না।

ঈশ্বর পক্ষে—সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় কার্য্যে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুষাবতার-গুণাবতারাদি মায়াকে পরিচালিত করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধা করেন; সুতরাং মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মায়ার তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব সম্বন্ধেই এ-স্থলে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য, অন্য কোনও বিষয়ে নহে।

এইরূপে দেখা গেল—"জীবেশাবাভাসেন"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী মায়াবাদীদের উক্তির সমর্থক নহে।

এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে প্রথম পর্ব্বে দ্বিতীয়াংশ
—ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রস্থানত্রয় এবং অন্য আচার্য্যগণ—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রথম পর্ব্ব
—ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

দ্বিতীয় পর্ব

জীবতত্ত্ব

প্রথমাংশ

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের
এবং
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের
অভিমত

বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।

সূত্র

ঈশ্বরের তত্ত্ব— যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥১।৭।১১১-১২॥

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২০।১০১॥

'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২০।১০৪-৬॥

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২২।১৭-১৮॥

প্রথম অধ্যায়

জীব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

১। নিবেদন

জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয় এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ নাই। প্রস্থানত্রয়ের মুখ্যার্থের আনুগত্যেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এজন্য জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের অভিমত এক সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করা হইবে।

২। জীব কি বস্তু

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি যত রকমের প্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহ থাকে চেতন; কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহা হইয়া যায় অচেতন—তখন দেহের সমস্তই থাকে, থাকে না কেবল চেতনা। তাহা হইতে বুঝা যায়—দেহের মধ্যে এমন একটী বস্তু ছিল, যাহার প্রভাবে সমস্ত দেহটীই চেতন এবং অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকিত, মৃত্যুর সময়ে সেই বস্তুটী দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতেই দেহটী অচেতন এবং অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। একটী অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি একটী প্রদীপ আনা হয়, ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, ঘরটী আলোকিত হইয়া পড়ে। প্রদীপটী অন্যত্র লইয়া গেলে ঘরটী আবার অন্ধকারময় হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায়—প্রদীপটী আলোকময়, ইহা অপরকেও আলোকিত করিতে পারে। তদ্রূপ, যে বস্তুটী দেহে থাকিলে দেহটী চেতনাময় হয় এবং যাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহা নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই চেতন বস্তুটীকেই বলে "জীব।" যাহা নিজেও জীবিত এবং অপরকেও জীবিত করিতে পারে, তাহাই জীব। মনুষ্যাদি স্থাবর-জঙ্গমের দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত (জীবযুক্ত) থাকে। তাহাদের দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার। এজন্য "জীব"কে দেহীও বলা হয়।

দেহ কিন্তু জীব নয়; দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের চেতনা আছে। তথাপি, সাধারণতঃ জীববিশিষ্ট দেহকেও জীব বলা হয়। মানুষ একটী জীব, সিংহ একটী জীব, বৃক্ষ একটী জীব—এইরূপই সাধারণতঃ বলা হয়। পার্থক্য সূচনার জন্য প্রকৃত-চেতনাময় জীবকে

"জীবস্বরূপ" বা "জীবাত্মা" বলা হয়। জীবাত্মা হইল স্বরূপতঃই জীব; আর, জীবাত্মাবিশিষ্ট দেহকে—মনুষ্যাদিকে—জীব বলা হয় কেবল উপচারবশতঃ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নাম বা রূপ জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা যখন মানুষের দেহে থাকে, তখন দেহসম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়; যখন পশুদেহে থাকে, তখন পশু বলিয়া কথিত হয়। একই জীবাত্মা কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও তরু, গুল্ম, লতা ইত্যাদিও হইতে পারে।

৩। জীব বা জীবাত্মা অদৃশ্য

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গুল্মাদির দেহকে সকলেই দেখে। কতকগুলি অতিক্ষুদ্র জীব আছে—যেমন রোগের বীজাণু প্রভৃতি—যাহাদিগকে খোলা চক্ষুতে দেখা যায় না, মাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারাই দেখা যায়। তথাপি, যন্ত্রাদির সাহায্যে হইলেও, তাহারা চক্ষুর্দ্বারা দর্শনের যোগ্য। জীবাত্মাকে দেখা যায় না; যন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা অদৃশ্য। জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায়—কেবল তাহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা। যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেই দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে; তাহা বুঝা যায়, তাহাদের জীবন-মৃত্যুদ্বারা।

৪। জীবদেহাদি এবং জীবাত্মা এক জাতীয় বস্তু নহে

জীবদেহ দেখা যায়, স্থলবিশেষে অনুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলেও তাহা দর্শনের যোগ্য। জগতের অন্যান্য বস্তুও দেখা যায় বা দর্শনের যোগ্য। কিন্তু বলা হইয়াছে—জীবাত্মাকে দেখা যায় না, অনুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা দর্শনের যোগ্য নহে। ইহাতেই বুঝা যায়—জীবদেহাদি যে জাতীয় বস্তু, জীবাত্মা সেই জাতীয় বস্তু নহে। জীবাত্মা হইতেছে ভিন্ন জাতীয় বস্তু।

জীবদেহাদি হইতেছে জড়জাতীয়—প্রাকৃত—বস্তু; এজন্য জড় চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখা যায়। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে—জীবাত্মা হইতেছে জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু। এজন্য প্রাকৃত চক্ষুর অদৃশ্য।

৫। জীবাত্মা একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই বেদ্য

মানুষের দেহের, পশুর দেহের বা বৃক্ষাদির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি বা উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্মার উপাদান বা বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যাহাকে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাহা কখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেহাদি দৃশ্যমান বা দর্শনযোগ্য বস্তু

হইতেছে জড়—প্রাকৃত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও জড়—প্রাকৃত। পরীক্ষক বিজ্ঞানীর চক্ষুরাদিও প্রাকৃত। কিন্তু জীবাত্মা হইতেছে জড়বিরোধী—অপ্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গোচর॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১৭৯॥"

জীবাত্মা স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মাদিই বা কিরূপ, তাহা কেবল শাস্ত্রোক্তি হইতেই জানা যায়। জীবাত্মার (অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের) স্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত আলোচনা এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

৬। প্রাকৃত বস্তু হইতে জীবাত্মার বৈলক্ষণ্য

দেহাদি প্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে; জীবাত্মার কিন্তু জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। প্রাকৃত বস্তু অনিত্য, কিন্তু জীবাত্মা নিত্য। অবশ্য কর্ম্মফল অনুসারে স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত বস্তু অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জলে আর্দ্র হয়, শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয়, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয়; জীবাত্মা কিন্তু অগ্নি-জলাদির প্রভাবে তদ্রূপ হয় না। এইরূপে জানা যায়—প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম হইতে জীবাত্মার ধর্ম্ম হইতেছে ভিন্ন। গীতাবাক্য হইতে এ-সমস্ত জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ গীতা॥২।১৮॥

—নিত্য জীবাত্মার এই সকল শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় (অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দুর্জ্ঞেয়)। অতএব অর্জ্জুন, তুমি যুদ্ধ কর।"

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা॥২।২০॥

—ইহার (এই জীবাত্মার) জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; কখনও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় বর্দ্ধিত হয়েন না। ইনি অজ (জন্মরহিত), হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য, ক্ষয়বিহীন এবং পরিণামশূন্য। শরীর বিনষ্ট হইলেও শরীরী জীবাত্মা বিনষ্ট হয়েন না।"

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা॥২।২২॥

—জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যে প্রকার নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন।"

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ গীতা॥২।২৩॥

—শস্ত্রসমূহ ইঁহাকে (এই জীবাত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে পারে না।”

“অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ গীতা ॥২।২৪॥

—ইনি (জীবাত্মা) ছিন্ন হওয়ার যোগ্য নহেন, দগ্ধ হওয়ার যোগ্য নহেন, ক্লিন্ন (আর্দ্র) হওয়ার যোগ্য নহেন এবং শুষ্ক হওয়ার যোগ্যও নহেন। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত (কর্ম্মফল অনুসারে স্থাবর-জঙ্গম সকল দেহে গমন করেন), স্থিরস্বভাব, সর্ব্বদা একরূপ এবং সনাতন।”

“অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ গীতা ॥২।২৫॥

—ইনি (জীবাত্মা) অব্যক্ত (অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন), ইনি অচিন্ত্য (অর্থাৎ মনেরও অগোচর) এবং অবিকার্য্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, অথবা জন্মাদি—ষড়্-বিকার রহিত)।”

এ-সমস্ত প্রমাণে জানা গেল —জীবাত্মার ধর্ম্ম এবং প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম এক রকম নহে ; প্রাকৃত বস্তু জীবাত্মার উপরে কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। ইহা হইতেই জানা গেল—জীবাত্মা প্রাকৃত বস্তু নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জীবের স্বরূপ

৭। জীবাত্মা—পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি

জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ও বিষ্ণুপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬।৭।৬১॥

—বিষ্ণুশক্তি (স্বরূপশক্তি) পরাশক্তি নামে অভিহিতা। অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি (জীবশক্তি)। অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞায় (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলিয়া) অভিহিতা।”

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা হইতে জানা যায়, বহিরঙ্গা মায়া শক্তির কথা বলিয়া তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

“অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫॥

—হে মহাবাহো ! ইহা (পূর্ব্বশ্লোকে যে প্রকৃতির বা মায়া শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা)

হইতেছে অপরা (অর্থাৎ নিকৃষ্টা) প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্না জীবভূতা (জীবশক্তিরূপা) আমার একটী পরা (অর্থাৎ উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি (বা শক্তি) আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীব-শক্তির অংশরূপ জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগের জন্য বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিভূত এই) জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।"

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"জীবতত্ত্ব শক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্‌।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ॥১।৭।১১২॥"

৮। জীবের পৃথক্‌-শক্তিত্ব

এইরূপে দেখা গেল—জীব বা জীবাত্মা হইতেছে ভগবানের জীবশক্তি। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা"-ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তি ও মায়া-শক্তির ন্যায় জীবশক্তিও যে একটী পৃথক্‌ শক্তি, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভেও তাহাই বলিয়াছেন। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনে তু তিসৃণামেব পৃথক্‌শক্তিত্বনির্দ্দেশাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকর্ম্মসম্বন্ধেনৈব শক্তিত্বমিতি পরাস্তম্‌॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ॥১২৮॥ শ্রীমৎপুরীদাস-সম্পাদিত গ্রন্থ॥" ইহা হইতে জানা গেল—মায়াশক্তির সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই যে জীবের শক্তিত্ব, তাহা নহে। জীব-শক্তি একটী পৃথক্‌ শক্তি। যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণে তিনটী শক্তিরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যদি একটী শক্তির সহিত অপর একটী শক্তির সম্বন্ধ বশতঃই প্রথমোক্তটীর শক্তিত্ব হইত, তাহা হইলে তাহার আর পৃথক্‌ নাম উল্লিখিত হইত না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও বলা হইয়াছে—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্‌॥৭।৫॥" এ-স্থলেও জীবশক্তিকে অপরা—মায়াশক্তি হইতে "অন্যা—ভিন্না" বলা হইয়াছে।

এ-সমস্ত প্রমাণবলে জানা গেল—মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তি ভিন্ন বা পৃথক্‌। জীবশক্তি যে স্বরূপ-শক্তি হইতেও পৃথক্‌, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, ধ্রুব ভগবানকে বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১।১২।৬৯॥

—হে ভগবন্‌! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধা শক্তি (অর্থাৎ এই তিনটী বৃত্তিসমন্বিতা স্বরূপ-শক্তি) সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। আর, হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক-তাপদায়িনী

তামসী)] এবং (সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ—এই উভয়) মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী)—এই তিনটী শক্তি, তুমি প্রাকৃত-সত্ত্বাদি গুণবর্জ্জিত বলিয়া, তোমাতে নাই।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়ি এব, ন তু জীবেষু। ইত্যাদি।”

এই টীকাতে স্বামিপাদ বলিলেন স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-আদি তিনটী বৃত্তি একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজিত, কিন্তু জীবে তাহারা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন—স্বরূপশক্তি হইতেছে ভগবানের স্বরূপভূতা, তাঁহার স্বরূপেই অব্যভিচারিণীরূপে অবস্থান করে—তাঁহার সহিত, তাঁহার স্বরূপের মধ্যে সর্ব্বত্র যুক্তভাবে অবস্থান করে। এই স্বরূপশক্তি অন্যত্র থাকে না, সুতরাং জীবেও নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া স্বামিপাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন (শ্রীমৎপুরীদাস সংস্করণ, ৯৭ পৃষ্ঠা)। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়—জীবে যে স্বরূপ-শক্তি নাই, ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করেন।

“স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং” ইত্যাদি শ্রীভা-১০।৮৭।২০-শ্লোকের টীকায় জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্লোকস্থ “অবহিরন্তরসম্বরণম্”-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“ন বিদ্যতে বহির্ব্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্।” ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—জীবশক্তিকে সর্ব্বথা স্বীয়ত্বরূপে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও স্বীকার করে না, অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিও (স্বরূপ-শক্তিও) স্বীকার করে না। ইহাতে জানা গেল—জীবশক্তি মায়াশক্তির অন্তর্ভূ্তাও নহে, স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূতাও নহে।

এইরূপে জানা গেল—জীবশক্তিতে **মায়া শক্তিও নাই, স্বরূপ শক্তিও নাই**। জীবশক্তি হইতেছে মায়াশক্তি হইতেও পৃথক্ এবং স্বরূপ-শক্তি হইতেও পৃথক্। এজন্যই বিষ্ণুপুরাণে এই তিনটী শক্তিকে তিনটী পৃথক্ শক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ২।৩১-চ-অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা যাইবে—নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ জীব-উভয়েই স্বরূপতঃ চিৎ-কণ হইলেও মুক্তজীবকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, নিত্যমুক্ত জীব (মুক্তি প্রাপ্ত জীবও) স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত নহে বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি জীবে স্বরূপ-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না; কেন না, মায়া কখনও স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে না। আবার জীবে স্বরূপ-শক্তি থাকিলে তাহার বহির্ম্মুখতাও সম্ভব হইত না; স্বরূপ-শক্তিই তাহাকে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ করিয়া রাখিত। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র গতিই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের বহির্ম্মুখতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনই হইতেছে স্বরূপশক্তিহীনতার প্রমাণ।

৭। জীবশক্তি চিদ্রূপা

পূর্ব্বোদ্ধৃত "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫॥"-গীতা-শ্লোকে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে। কোন্ হেতুতে জীবশক্তির এতাদৃশ শ্রেষ্ঠত্ব, উক্তশ্লোকের টীকাকারগণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"ইয়ং মম অপরা প্রকৃতিঃ। ইতস্তু অন্যাম্ ইতঃ অচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ বিসজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তস্যাঃ ভোক্তৃত্বেন প্রধানভূতাং চেতনরূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদমচেতনং কৃৎস্নং জগদ্ধার্য্যতে॥" ইহা হইতে জানা গেল—মায়া হইতেছে অচেতনা এবং চেতনভোগ্যভূতা। আর জীবশক্তি হইতেছে—চেতনা এবং ভোক্ত্রী। জীবশক্তি চেতনা বলিয়া অচেতনা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। চেতনত্ব হইতেছে চিৎ-এর ধর্ম্ম। সুতরাং জীবশক্তি যে চিদ্রূপা—মায়া শক্তির ন্যায় জড়রূপা নহে—তাহাই জানা গেল।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি। পরত্বে হেতুঃ। যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে॥" এই টীকার মর্ম্মও শ্রীপাদ রামানুজের টীকার অনুরূপই।

শ্রীপাদ মধুসূদন, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অপরা ন পরা, নিকৃষ্টা, শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকেয়ম্। ইতঃ অন্যাম্, যথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাম্।" এই টীকায় বলা হইল—মায়া হইতেছে সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা, শুদ্ধানর্থকরী —এজন্য নিকৃষ্টা। আর, জীবশক্তি হইতেছে ভগবানের আত্মভূতা, ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা, প্রাণধারণ-নিমিত্তভূতা—এজন্য প্রকৃষ্টা।

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও বুঝা গেল—মায়াশক্তি অচেতন (অর্থাৎ জড়) বলিয়া নিকৃষ্টা; আর জীবশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বলিয়া এবং বিশুদ্ধা—সুতরাং মায়া হইতে বিলক্ষণা—বলিয়া এবং ভগবানের আত্মভূতা বলিয়া মায়া হইতে উৎকৃষ্টা বা শ্রেষ্ঠা। মায়া-বিলক্ষণত্বে, ভগবদাত্মভূতত্বে এবং ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিত্বে জীবশক্তির চেতনরূপত্বই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্॥ আধত্ত বীর্য্যং সাসূত

মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥৩।২৬।১৯॥”-এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বীয় যোনিস্বরূপা প্রকৃতি দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী হইলে পরমপুরুষ তাহাতে বীর্য্যের আধান করিলেন এবং তাহার পরে সেই প্রকৃতি হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিল।”

এই শ্লোকের টীকায়—“বীর্য্যম্”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্” এবং শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“চিচ্ছক্তিম্।” ইহা হইতেও জানা যাইতেছে—জীবশক্তি হইতেছে চৈতন্যস্বরূপা, চিদ্রূপাশক্তি।

১০। চিদ্রূপা স্বরূপশক্তি হইতে চিদ্রূপা জীবশক্তির পার্থক্য

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী হইতেছে তিনটী পৃথক্ শক্তি; এই তিনটী শক্তির কোনও একটীর মধ্যেই অপর কোনও একটী শক্তি অন্তর্ভুক্তা নহে। জীবশক্তি চিদ্রূপা বলিয়া জড়রূপা মায়া শক্তি হইতে বিলক্ষণা; সুতরাং জীবশক্তি ও মায়াশক্তি পরস্পর হইতে পৃথক্ দুইটী শক্তি হইতে পারে এবং তদ্রূপ বৈলক্ষণ্যবশতঃ স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তিও পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে পারে।

কিন্তু স্বরূপশক্তিও চিৎস্বরূপা এবং জীবশক্তিও চিদ্রূপা। এই অবস্থায় এই দুইটী শক্তি কিরূপে পরস্পর হইতে সম্যক্ রূপে পৃথক্ হইতে পারে? উভয়েই তো চিৎ-জাতীয়—সুতরাং সমজাতীয়।

এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই। স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই চিজ্জাতীয় হইলেও, সুতরাং চিদ্‌বস্তু হিসাবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য না থাকিলেও, উভয়ের ধর্ম্ম কিন্তু সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। শর্করা, মিশ্রী, উত্তম-মিশ্রী প্রভৃতি দ্রব্য একই ঐক্ষজ-জাতীয় (একই-ইক্ষুরস হইতে উদ্ভূত) হইলেও তাহাদের ধর্ম্ম বা গুণ যেমন সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে, তদ্রূপ।

স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে পার্থক্য হইতেছে তাহাদের স্বরূপগত ধর্ম্মবিষয়ে। এ-স্থলে প্রধান প্রধান কয়েকটী পার্থক্য উল্লিখিত হইতেছে।

ক। অগ্নিতে দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্ব্বদা ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকে; কিন্তু জীবশক্তি ব্রহ্মে তদ্রূপভাবে অবস্থিত থাকে না। স্বরূপ-শক্তি হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপভূতা; জীবশক্তি কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপভূতা নহে।

খ। স্বরূপ-শক্তি বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে অপসারিত করিতে পারে (১।১।২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); কিন্তু জীবশক্তি নিজের প্রভাবে মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।”—ইত্যাদি গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ।

গ। স্বরূপ-শক্তির উপর বহিরঙ্গা মায়া কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির কৃপা প্রাপ্ত না হইলে জীবশক্তিকে মায়া অভিভূত করিতে পারে।

ঘ। স্বরূপ-শক্তির কখনও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা জন্মে না ; কিন্তু জীবশক্তির ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতেই জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয়।

ঙ। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই সংসারী জীবের মুক্তি বা ভগবৎ-পার্ষদত্ব সম্ভব ; সুতরাং স্বরূপ-শক্তি হইতেছে প্রভাবে জীবশক্তি অপেক্ষা গরীয়সী।

পরবর্ত্তী আলোচনায় এ-সকল বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

১১। জীবশক্তি হইতেছে তটস্থা শক্তি

স্বরূপশক্তি (বা চিচ্ছক্তি) এবং মায়াশক্তি—এই দুইটী শক্তির মধ্যে কোনওটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

তট-শব্দের অর্থ হইতেছে—তীর ; যেমন সমুদ্রের তট বা তীর। এই তট—সমুদ্র হইতেও পৃথক্, তটের অদূরবর্ত্তী ভূভাগ হইতেও পৃথক্। এই তটে যাহা অবস্থিত থাকে, তাহাকে "তটস্থ" বলা হয়. তাহা সমুদ্রেও অবস্থিত নহে, ভূভাগেও অবস্থিত নহে।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্যাবিদ্যাপরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টে স্তস্য তচ্ছক্তিত্বে সত্যপি পরমাত্মন স্তল্লেপাভাবাচ্চ যথা ক্বচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্য্যস্যাতিরস্কার স্তদ্বৎ॥ বহরমপুর সংস্করণ॥ ১২৭ পৃষ্ঠা॥" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই—দুই হেতুতে জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। প্রথমতঃ, জীবশক্তি হইতেছে মায়াশক্তির অতীত। দ্বিতীয়তঃ, জীবশক্তি অবিদ্যাদ্বারা পরাভূত হইলেও এই পরাভবরূপ দোষ পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সূর্য্যের রশ্মি কোনও স্থলে ছায়াদ্বারা তিরস্কৃত হইলেও সেই ছায়াদ্বারা যেমন সূর্য্য তিরস্কৃত হয় না, তদ্রূপ। জীবশক্তি যে স্বরূপশক্তি হইতেও পৃথক্, ইহাদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। কেননা, পরমাত্মাতে স্বরূপ-শক্তি আছে ; সেই স্বরূপশক্তিতে যদি জীবশক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকিত, তাহা হইলে অবিদ্যাকর্তৃক জীবশক্তির পরাভবে যে দোষের উদ্ভব হয়, তাহা পরমাত্মায় স্থিত স্বরূপশক্তিতেও—সুতরাং পরমাত্মাতেও—সংক্রামিত হইত। তাহা যখন হয় না, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—স্বরূপ শক্তিতে জীবশক্তির প্রবেশ নাই। এইরূপে উভয় কোটিতে—মায়াশক্তিতে এবং স্বরূপ-শক্তিতে—অপ্রবিষ্ট বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়।

নারদপঞ্চরাত্রেও জীব-শক্তিকে "তটস্থা" বলা হইয়াছে।

"যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

—পরমাত্মসন্দর্ভধৃত প্রমাণ॥ বহরমপুর। ১২৭ পৃষ্ঠা॥

—সংবেদ্য বস্তু হইতে বিনির্গত চিদ্রূপ যে তটস্থ বস্তু গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাই 'জীব' আখ্যা প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং ত্বয়ি"-ইত্যাদি ১০।৮৭।৩২-শ্লোকের টীকায় নারদপঞ্চরাত্রের উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। (পরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্লোকের "চিদ্রূপং"-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদের উদ্ধৃত শ্লোকে 'বিজ্ঞেয়ং" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়)।

"তল্লক্ষণঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে। যত্তটস্থন্তু বিজ্ঞেয়ং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥ অস্যার্থঃ। যত্তটস্থং বিশেষতো জ্ঞেয়ং চিদ্বস্তু স জীবঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতেঃ। স্বসংবেদ্যাচ্চিৎপুঞ্জাদ্ ভগবতঃ সকাশাৎ বিনির্গতং চেত্তদা গুণরাগেণ রঞ্জিতম্। বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেণ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণং স্যাত্তদা অন্তরঙ্গয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বীয়কল্যাণগুণেন রঞ্জিতং ভগবত্যনুরক্তীকৃতং চিন্ময়াকারযুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মায়াচিচ্ছক্ত্যাস্তটস্থবর্ত্তিত্বাত্তটস্থমিতি তন্নাম কৃতম্।'

টীকার তাৎপর্য্য। বিজ্ঞেয়-শব্দের অর্থ—বিশেষরূপে জ্ঞেয় চিদ্বস্তু। এই চিদ্বস্তুই জীব। স্বসংবেদ্য শব্দের অর্থ চিৎপুঞ্জ ভগবান্। শ্রুতি হইতে জানা যায়—যেরূপ অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ চিৎপুঞ্জ ভগবানের নিকট হইতে জীব বিনির্গত হয়। বিনির্গত হইলে গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত হয়। গুণ দুই রকমের—বহিরঙ্গা মায়ার গুণ এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির (অর্থাৎ স্বরূপশক্তির) গুণ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্বীয়গুণে রঞ্জিত হইলে জীব মায়িক আকার প্রাপ্ত হয়। আর যখন কেবলা বা প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবে জীব মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়, তখন অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির স্বকীয় কল্যাণগুণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া ভগবানে অনুরাগ লাভ করিয়া চিন্ময়াকারযুক্ত হয়। এইরূপে, মায়ার ও চিচ্ছক্তির তটস্থবর্ত্তী বলিয়া জীবকে তটস্থ বলা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীবশক্তি, স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া ইহাকে তটস্থা বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—তিনটী শক্তিই যখন পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, সুতরাং কোনও একটী যখন অন্য দুইটীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অপর দুইটী শক্তির কোনওটীকে তটস্থা না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থা বলা হয় কেন? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর যে টীকা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—মায়াশক্তি এবং চিচ্ছক্তির (বা স্বরূপ-শক্তির) তটস্থবর্ত্তিত্ববশতঃ জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। ইহাতে বুঝা যায়—জীবশক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরও তটস্থবর্ত্তিনী এবং মায়াশক্তিরও তটস্থবর্ত্তিনী, অর্থাৎ উভয় শক্তিরই নিকটবর্ত্তিনী। জীবশক্তি যদি স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেই তাহা উভয়ের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে। তিনটী শক্তিই যখন পরস্পর হইতে পৃথক্, তখন কেবল জীবশক্তিকেই বা কেন অপর দুইটীর মধ্যবর্ত্তিনী বলা হইল?

এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—স্বরূপের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে জীবশক্তিকে অপর দুইটী শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলা যায়। মায়াশক্তি হইল জড়-অচেতন; আর, জীবশক্তি হইল চিদ্রূপা—

সুতরাং মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্ময়ী শক্তি (চিচ্ছক্তি), জীবশক্তিও চিদ্রূপা। সুতরাং চিদ্রূপত্বাংশে স্বরূপ-শক্তি ও জীবশক্তি একই জাতীয়; সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি। মায়াশক্তি জড়রূপা বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি—এতদুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ-শক্তি পরম শ্রেষ্ঠা; কেননা, স্বরূপ-শক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তদ্রূপভাবে থাকে না। এজন্য জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপা মায়াশক্তির স্থান হইবে তাহারও পরে। এইরূপে বুঝা গেল—জীবশক্তির স্থান হইবে—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থলে। জীবশক্তির স্থান স্বরূপশক্তির পরে হওয়ার আরও একটী হেতু আছে। জীবশক্তি মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মায়াশক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে; কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়া স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারে না—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিকে স্পর্শও করিতে পারে না, স্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে বা পরমাত্মাকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না।

এ-সমস্ত কারণেই জীবশক্তিকে তটস্থা—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলা হইয়াছে।

১২। জীব পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ

গীতা-প্রমাণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥১৫।৭॥

—জীবলোকে (সংসারে) সনাতন (নিত্য) জীব আমারই অংশ।"

ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ। বেদান্ত-দর্শনেও জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলা হইয়াছে। কয়েকটী সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে ॥২।৩।৪৩॥

এই সূত্রে জীবের তত্ত্ব বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে অংশঃ [পরব্রহ্মের অংশ। অংশু বা কিরণ যেমন সূর্য্যের অংশ এবং সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তদ্রূপ জীবও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ এবং পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে। কেন জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হইল ?)

নানাব্যপদেশাৎ (পরমেশ্বরের সহিত জীবের নানারূপ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হয়। যেমন, সুবাল-শ্রুতি বলেন—'দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণ ইতি ॥ সুবালোপনিষৎ ॥ষষ্ঠ খণ্ড॥—এক দিব্য দেব নারায়ণ হইতেছেন সকলের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, গতি'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও বলেন—'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৮—অর্জ্জুনের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি (এই জগতের) গতি, ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভ-দ্রষ্টা), নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় কারণ।' আরও বলা হইয়াছে—'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥গীতা ॥৯।১৭॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফলদাতা)'। এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি-স্মৃতিতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। জীব যে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য ; ব্রহ্ম আধার, জীব আধেয় ; ব্রহ্ম প্রভু, জীব দাস—ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়)। **অন্যথা চ অপি** (অন্যরূপও উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ সূচিত হইয়াছে। অন্যরূপ—অর্থাৎ অভেদের—উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কোথায় অভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ?) **দাসকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে** [কেহ কেহ—অর্থাৎ আথর্ব্বণিকেরা—বলেন, ব্রহ্মই দাশকিতবাদিরূপে জীব। 'ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত। আথর্ব্বণিক ব্রহ্মসূক্ত ॥—দাশেরা (কৈবর্ত্তেরা) ব্রহ্ম, দাসেরা (ভৃত্যগণ) ব্রহ্ম, কিতবেরা (ধূর্ত্ত বা কপটীরাও) ব্রহ্ম]। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপে অভিন্ন হইলে এইরূপ ব্যপদেশ সম্ভব নয় ; যেহেতু, কেহ কখনও নিজের ব্যাপ্য হইতে পারে না, নিজের সৃজ্যও হইতে পারে না। আবার, চৈতন্যঘন ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপতঃ দাশাদি-ভাবও সম্ভব নয়। (এ-স্থলে গোবিন্দভাষ্যের আনুগত্যে এই বিবৃতি প্রদত্ত হইল। ভাষ্যকার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ)।

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন ভেদের উল্লেখও দেখা যায় এবং অভেদের উল্লেখও দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। কেননা, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ—শ্রুতিস্মৃতির উক্তি অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীবব্রহ্মের অংশাংশি-ভাবই অবগত হওয়া যায়।"—ব্রহ্ম হইতেছেন অংশী, জীব তাঁহার অংশ।

এইরূপে আলোচ্য বেদান্তসূত্র হইতে সমস্ত ভাষ্যকারদের ভাষ্যানুসারেই জানা গেল—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ।

পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রও আলোচিত হইতেছে।

খ। মন্ত্রবর্ণাৎ চ ॥ ২।৩।৪৪ ॥

এই সূত্রে বলা হইল—বেদের মন্ত্রাংশ হইতেও জানা যায়—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। পুরুষ-সূক্তে আছে—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

—এতাবান্ বস্তু (সমুদয় জগৎ-প্রপঞ্চ) এই পুরুষের মহিমা। পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ভূত তাঁহার একপাদ (অর্থাৎ অংশ) এবং অন্য ত্রিপাদ প্রপঞ্চাতীত অমৃত মহিমা দিব্যলোকে।"

এই বেদবাক্যে "সর্ব্বা ভূতানি"-শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে জীবই প্রধান। সুতরাং জীব যে ব্রহ্মের অংশ—তাহাই বেদবাক্য হইতে জানা গেল (শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুগত অর্থ)।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও (গোবিন্দভাষ্যকারও) এই সূত্রের উল্লিখিত রূপ অর্থই করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহারা বলেন—উল্লিখিত বেদবাক্যে "ভূতানি"-এই বহুবচনাত্মক-শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে—জীবাত্মা বহুসংখ্যক।

গ। অপি চ স্মর্য্যতে ॥২।৩।৪৫॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—স্মৃতি হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহার প্রমাণ-রূপে শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ—ইঁহাদের সকলেই "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"-এই গীতা (১৫।৭)-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের (মায়াবদ্ধ জীবের) দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইতে পারে—যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্ত-পদাদি আহত হইলে সেই ব্যক্তির কষ্ট হয়, তদ্রূপ। পরবর্ত্তী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন।

ঘ। প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ ॥২।৩।৪৬॥

ন এবং পরঃ (জীব যেমন দুঃখী হয়, পর বা ব্রহ্ম সেরূপ হয়েন না) প্রকাশাদিবৎ (সূর্য্যের ন্যায়।

সূর্য্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলিকে বাঁকাইলে সূর্য্যের আলোকও বাঁকাইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সেই বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। মায়াবদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া দেহের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করিয়া দুঃখী হয়। ব্রহ্মে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই)।

শ্রীপাদ শঙ্করাদি সমস্ত ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের তাৎপর্য্যই উল্লিখিত রূপ।

৬। স্মরন্তি চ ॥২।৩।৪৭॥

এই সূত্রেও বলা হইয়াছে—স্মৃতি-শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মের নির্লিপ্ততার কথা জানা যায়।

স্মৃতিপ্রমাণঃ—　　“তত্র য পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোহসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ॥

—(জীবের দুঃখ হয় বলিয়া যে পরমাত্মারও দুঃখ হয়, তাহা নহে) স্মৃতি বলেন—তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ (মায়িক গুণহীন)। পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ, গুণাতীত পরমাত্মাও কর্ম্মফলে লিপ্ত হয়েন না। অপর যিনি (জীব) কর্ম্মাত্মা (কর্ম্মাশ্রয়), তাঁহারই বন্ধন এবং তাঁহারই মোক্ষ এবং তিনিই সপ্তদশসংখ্যক রাশিতে (১০ ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ১মন, ১বুদ্ধি—১৭টী বস্তুতে) সম্মিলিত অর্থাৎ লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট।”

শ্রুতিপ্রমাণঃ—“তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি—সেই দুইয়ের (জীবাত্মা এবং পরমাত্মার) মধ্যে একটী (জীব) সুস্বাদ মনে করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে প্রত্যক্ষ করেন।”

“একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ—সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সেই এক (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) বস্তু (অসঙ্গস্বভাবতাবশতঃ) লোকের দুঃখে দুঃখিত (দুঃখলিপ্ত) হয়েন না (অর্থাৎ জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না)।” (শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য)।

এই সকল বেদান্তসূত্রে জীবাত্মার ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১৩। জীবাত্মা ব্রহ্মের কিরূপ অংশ

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জীব (জীবাত্মা) ব্রহ্মের কিরূপ অংশ ?

“অংশো নানাব্যপদেশাৎ”-ইত্যাদি ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার এবিষয়ে

আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ—জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের কোনও অংশ (অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্মরূপ অংশ) হইতে পারে না ; যেহেতু, ব্রহ্ম মায়ার বিষয়ীভূত নহেন (মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, ব্রহ্মের উপর কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না)।" তাহার পরে বলা হইয়াছে—"ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ—টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ-খণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের কোনও এক বিচ্ছিন্ন অংশই জীব—এ কথাও বলা চলে না (পাষাণকে খণ্ডিত করিবার যন্ত্রকে টঙ্ক বলে) ; যেহেতু, শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য (পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তুরই বিচ্ছিন্ন অংশ হওয়া সম্ভব। সর্ব্বব্যাপক অসীম অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর তদ্রূপ কোনও অংশ হইতে পারে না) ; বিশেষতঃ, ব্রহ্মকে এই ভাবে ছিন্ন করা যায় মনে করিলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব-দোষও স্বীকার করিতে হয় ; শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কিন্তু বিকারহীন।"

গোবিন্দভাষ্যকার শেষকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্—ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই তত্ত্ব।" শক্তি কিরূপে অংশ হইতে পারে, তাহাও ভাষ্যকার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বমিতি অপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতি—কোনও বস্তুর একদেশই হইল সেই বস্তুর অংশ। ব্রহ্মের শক্তি জীবও ব্রহ্মের একদেশ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ একবস্তু—ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।"

অংশত্ব-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। কোনও বস্তুর পৃথক্কৃত খণ্ডই যে কেবল তাহার অংশ, তাহা নহে। টঙ্কদ্বারা পাষাণের একটী খণ্ডকে যদি মূল পাষাণ হইতে পৃথক্ করা যায়, তখন সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডকেও মূল পাষাণের অংশ বলা হয়—সত্য ; কিন্তু পৃথক্-করণের পূর্ব্বেও ঐ খণ্ডটী মূল পাষাণের অংশই ছিল এবং তখন তাহা ছিল মূল পাষাণের এক দেশ। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া—এই সমস্তের প্রত্যেকেই হইতেছে পৃথিবীর একদেশ—একভাগ ; ইহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর অংশ—যদিও তাহা টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ পৃথিবী হইতে পৃথক্কৃত নহে। তদ্রূপ, এক এশিয়া মহাদেশেরও এক এক দেশ বলিয়া ভারত, জাপান, চীন-আদিও এশিয়ার অংশ—এবং সমগ্র পৃথিবীরও অংশ। ইহা হইতে বুঝা গেল—বাস্তবিক বস্তুর এক দেশই হইতেছে সেই বস্তুর অংশ—বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হইলেও অংশ, পৃথক্কৃত না হইলেও অংশ।

আবার, যে যে উপাদানে কোনও বস্তু গঠিত, সেই সেই উপাদানও হইতেছে সেই বস্তুর একদেশ—সুতরাং অংশ। অম্লজান এবং উদ্জান হইতেছে জলের উপাদান ; সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকেই জলের একদেশ—সুতরাং অংশ। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ আনন্দ। তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত—সুতরাং ব্রহ্মের একদেশ—সুতরাং অংশ ; অবশ্য টঙ্কচ্ছিন্ন

প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশ নহে, একদেশ বলিয়াই অংশ। এইরূপে জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ—শক্তিরূপ অংশ।

গোবিন্দভাষ্যকারের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই অনুগত।

"স্বকৃতপুরেষমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেহঙ্‌ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৮৭।২০॥"

এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"জীবস্য তচ্ছক্তিরূপত্বেনৈবাংশত্বমিত্যেতদ্ব্যঞ্জয়তি। —ভগবানের শক্তিরূপত্ব বশতঃই জীবের অংশত্ব, ইহাই সূচিত হইতেছে।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্" ইত্যাদি ৭।৫-শ্লোকে জীবকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের "শক্তি" বলিয়া আবার "মমৈবাংশো জীবলোকে"-ইত্যাদি ১৫।৭-শ্লোকে সেই জীবকেই তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় ভগবানের শক্তি বলিয়াই জীব তাঁহার অংশ—শক্তিরূপ অংশ।

১৪। জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশই জীব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—জীব কি কেবল ব্রহ্মের শক্তিরূপেই অংশ ? অর্থাৎ জীবে কি ব্রহ্মের কেবল শক্তি (জীব-শক্তি) মাত্রই আছে, না কি শক্তিমান্ সহ শক্তি আছে ?

পূর্ব্বোদ্ধৃত গোবিন্দভাষ্যে দৃষ্ট হয়—"ব্রহ্ম খলু শক্তিমেদকং বস্তু—ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ একটী মাত্র বস্তু।" একটীমাত্র বস্তু বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ শ্রী চৈ, চ, ১।৪।৮৪॥

—মৃগমদ এবং তাহার গন্ধের ন্যায়, অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তিও পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়—শক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই অংশ (অথবা শক্তিমানের সহিত সংযুক্ত শক্তিই) হইতেছে জীব।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ হইল জীব ? ব্রহ্মের সকল শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও সকল শক্তির সহিত তাঁহার যোগ কিন্তু এক রকম নহে। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্না হইলেও, তাহার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ

স্বরূপ-শক্তির মত নহে। স্বরূপ-শক্তি থাকে ব্রহ্মেরই স্বরূপের মধ্যে। মায়াশক্তির সহিত ব্রহ্মের কিন্তু স্পর্শ নাই ; তথাপি ব্রহ্ম মায়াশক্তির নিয়ন্তা, মায়াশক্তি ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মের উপরেই মায়া-শক্তির সত্তা নির্ভর করে, ব্রহ্মের ব্যতিরেকে মায়াশক্তিরও ব্যতিরেক হয়।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ —শ্রীভা, ২।৯।৩৩॥"

এ-সমস্ত হইতে জানা যায়—মায়াশক্তিও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্তা—অবশ্য স্পর্শহীন রূপে। অন্যান্য শক্তিও এইরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্তা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে –কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ হইতেছে জীব।

মায়াশক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশই কি জীব ? তাহা নয়। কেননা, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা॥৭।৫"-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্না এবং উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে। উৎকৃষ্টা বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি জড়রূপা, কিন্তু জীবশক্তি চিদ্রূপা (২।৯–অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জীব যদি মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের অংশই হইত, তাহা হইলে জীবকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বা উৎকৃষ্ট বলা হইত না।

তবে কি স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের অংশই জীব ? শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ "অংশো নানাব্যপ-দেশাৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৪৩–বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এ-বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। জীব যদি স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের অংশই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ও জীবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ থাকে না। অথচ জীব সৃজ্য, ব্রহ্ম স্রষ্টা ; জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা ; জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম তাহার ব্যাপক, ইত্যাদি সম্বন্ধ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিজে কেহ নিজের স্রষ্টা বা সৃজ্য, কিম্বা ব্যাপক বা ব্যাপ্য হইতে পারে না। "ন হি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা॥ গোবিন্দভাষ্য॥" সুতরাং জীব স্বরূপ-শক্তি-যুক্ত ব্রহ্মের (অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের) অংশ হইতে পারে না। ইহাও শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। তাহাই দেখান হইতেছে।

দেখা গিয়াছে—জীব (জীবাত্মা) হইতেছে-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ। আরও দেখা গিয়াছে—জীব মায়াশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নয়, স্বরূপ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশও নয়। বাকী রহিল এক জীবশক্তি। তাহা হইলে জীব (বা জীবাত্মা) কি জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশ ?

পূর্ব্বে ২।১৩-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণম্"-ইত্যাদি (১০।৮৭।২০)-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর॥১৩৫-৩৬পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—"অংশকৃতম্ অংশম্ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্তিধৃতঃ সর্ব্বশক্তিধরস্য ইতি বিশেষণম্ জীবশক্তি-বিশিষ্টস্য এব তব জীবোঽংশঃ, ন তু শুদ্ধস্য ইতি।" এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—শ্রুতিগণ

শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (উক্ত শ্লোকটী শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতির অন্তর্ভুক্ত) —"জীবশক্তি-বিশিষ্ট তোমার (কৃষ্ণের) অংশই জীব, শুদ্ধ তোমার (কৃষ্ণের) অংশ নহে।" এ-স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত শ্রুতিগণের বাক্য হইতেই শ্রীজীবগোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, **জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশই হইতেছে জীব বা জীবাত্মা।**

কিন্তু জীব—শুদ্ধ-কৃষ্ণের অংশ নহে—একথার তাৎপর্য্য কি? শুদ্ধকৃষ্ণ কাহাকে বলে?

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২০-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"তদেবমন্তর্য্যামিত্বাংশেঽপি ভগবতঃ শুদ্ধত্ববর্ণনেন তৎপরাণাং শ্রুতীনাং বচনং শ্রুত্বা"-ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা গেল—অন্তর্য্যামিত্বাংশেই ভগবানের বা ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব। স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামী। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণই শুদ্ধ কৃষ্ণ—ইহাই পাওয়া গেল। ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব স্বরূপ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে; সুতরাং জীবে স্বরূপ-শক্তিও থাকিতে পারে না। জীবে যে স্বরূপ-শক্তি নাই, তাহা পূর্ব্বেও (২।৮-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে জীবশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন?

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বরূপ-শক্তিই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে; জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় ভগবান্ কিরূপে জীবশক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারেন?

পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্ব্বিবক্ষিতম্॥ শ্রীভা, ১১।২২।৭॥"-এই শ্রীভগবদুক্তির প্রমাণে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ। ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা॥" এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তি হইতে জানা গেল—তত্ত্ব-সমূহের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ আছে। শক্তিমান্ পরমাত্মাতে (শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্মে) জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ জীবশক্তিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি কেন থাকিবে না?

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ পরমাত্মার স্বরূপে তো স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান। সেই ভগবানে যখন জীবশক্তি অনুপ্রবেশ করিল, তখন এই জীবশক্তিযুক্ত ভগবানেও তো স্বরূপ-শক্তি থাকিবে—যেহেতু, স্বরূপশক্তি সর্ব্বদাই ভগবানের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত। তাহা হইলে জীবেই বা স্বরূপশক্তি থাকিবে না কেন? জীব তো এতাদৃশ জীবশক্তিবিশিষ্ট ভগবানেরই অংশ। মিশ্রীর সরবত সর্ব্বদাই মিষ্ট; তাহাতে যদি লেবুর রস মিশ্রিত হয়, সরবতের মিষ্টত্ব তো লোপ প্রাপ্ত হয় না।

ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায়—ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। প্রাকৃত জগতেও এইরূপ দেখা যায়। কোনও বিচারপতি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোমলচিত্ত এবং খুব দয়ালু হইতে পারেন ; কিন্তু যখন তিনি বিচারাসনে বসেন, তখন আইনানুগত ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাকে আশ্রয় করে, তখন তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন। তখন তাঁহার চিত্তের কোমলতা ও দয়ালুতা যেন নিদ্রিত থাকে, ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। এ-স্থলে বলা যায়—ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ শক্তি থাকিলে ন্যায়পরায়ণতার ভিতর দিয়া তাঁহার কোমল-চিত্ততা এবং দয়ালুতা উকি-ঝুকিও মারিবে না। ভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীবশক্তি যখন তাঁহাতে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বরূপশক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও বিকশিত হয় না, একমাত্র জীব-শক্তিই তাঁহাতে প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। স্বরূপশক্তি ভগবানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও যে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই তাহার প্রমাণ। স্বরূপশক্তির বিকাশহীন ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট জীবশক্তি অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। এই তত্ত্বকেই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা।

এইরূপে দেখা গেল—জীব বা জীবাত্মা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ নয়, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।

১৫। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ

ভগবানের অংশ দুই রকমের—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ।

"তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশা স্তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্ত্ত গুণ-লীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। —পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর সং॥ ৪৩ পৃষ্ঠা।"

ইহা হইতে জানা গেল—লীলাবতার-গুণাবতারাদি বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ হইতেছেন ভগবানের স্বাংশ। আর, তটস্থা-শক্ত্যাত্মক জীব হইতেছে তাঁহার বিভিন্নাংশ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও উল্লিখিতরূপই জানা যায় ঃ—

"অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন॥ ২।২২।৫-৭॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণম্"-ইত্যাদি ১০।৮৮।২০-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় পুরাণ-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক এ-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"মণ্ডলস্থানীয়স্য ভগবত এব স্বল্পশক্তিব্যক্তিময়াবির্ভাববিশেষত্বাৎ স্বাংশত্বং শ্রীমৎস্যদেবাদীনাং

রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ বিভিন্নাংশত্বং জীবানামিতি তত্ত্ববাদিনঃ। অত্র তদুদাহৃতং মহাবারাহ-বচনঞ্চ। 'স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথাস্থিতিঃ।' তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্॥"

তাৎপর্য্য—"একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥ ১।২২।৫৪॥"-এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকানুসারে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলতুল্য এবং পরিদৃশ্যমান জগৎকে—সুতরাং জীবকেও—তাহার রশ্মিতুল্য মনে করা যায়। রশ্মি থাকে সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে—যদিও তাহা সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ জীব ভগবানের অংশ হইলেও ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না, বাহিরে থাকে। পূর্ব্বে (১।১।৭৯·৮৫-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই; তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। শক্তিতেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ন্যূন; তাই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাঁহারা হইতেছেন সূর্য্যমণ্ডল-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই অল্পশক্তি-ব্যক্তিময় আবির্ভাব-বিশেষ। তাঁহারা মণ্ডলের—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই—স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ; এজন্য এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের **স্বাংশ**। ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি আছে। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহ, পরব্যোমস্থ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভাগবৎ-স্বরূপগণ, এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ।

আর, রশ্মিস্থানীয় জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের **বিভিন্নাংশ**। বিভিন্নাংশ জীব— অল্পশক্তি, কিঞ্চিৎ-সামর্থ্যযুক্ত। জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই বিভিন্নাংশ : আর স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই স্বাংশ। বিভিন্নাংশে স্বরূপ-শক্তি নাই।

সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বদাই সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরেই থাকে, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বদা কৃষ্ণ-স্বরূপের বাহিরেই থাকে। সূর্য্যরশ্মি যেমন কখনও সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবও কখনও কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় না—মুক্তবস্থাতেও না [সাযুজ্য-মুক্তিতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ১।২।৬৮ খ (৩)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এজন্যই বোধহয় জীবকে বিভিন্নাংশ—বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ—বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জীবের পরিমাণ

১৬। জীবের পরিমাণ বা আয়তন

জীব বা জীবাত্মা পরিমাণে কি বিভু (সর্ব্বব্যাপক), না কি মধ্যমাকার, না কি অতিক্ষুদ্র বা অণুপরিমাণ ? তাহাই বিবেচ্য।

ক। জীবের বিভুত্ব-খণ্ডন

জীবাত্মা যদি বিভু বা সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে তাহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত সম্ভব নয় ; কোনও আধারে আবদ্ধ হওয়া বা সেই আধার হইতে বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলেন—জীবাত্মা (জগতিস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণীর) দেহ হইতে বাহির হইয়া গমন করে। "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতি, সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রমতি ॥৩'৪॥ —জীবাত্মা যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন এই সমস্তের (ইন্দ্রিয়াদির) সহিতই বাহির হইয়া যায়।"

জীবাত্মা যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তাহাও কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-শ্রুতি হইতে জানা যায়। "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি ॥১।২॥ —যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।"

আগমন করার কথাও বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥৪।৪।৬॥ —কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেই লোক (কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত যেই লোকে গমন করে, ভোগান্তে সেই লোক) হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করে।"

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রুতিতে যখন জীবের গতাগতির কথা দৃষ্ট হয়, তখন জীব বিভু বা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছিন্নই হইবে। সূত্রের ভাষ্যারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—"ইদানীন্তু কিম্পরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যমপরিমাণ আহোস্বিন্মহৎপরিমাণ ইতি।—জীবের (জীবাত্মার) পরিমাণ কি অণু ? না কি মধ্যম ? না কি বিভু ? তাহাই বিচার করা হইতেছে।" তাহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"উৎক্রান্তি-গত্যাগতি-শ্রবণানি জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি।—জীবের উৎক্রমণ, গমন এবং আগমনের কথা শুনা যায় বলিয়া জীব (বিভু হইতে পারে না), পরিচ্ছিন্নই হইবে।"

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়া পরিচ্ছিন্নত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

খ। মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন

বেদান্তভাষ্যকারগণ জীবের বিভুত্ব-খণ্ডন করিয়া পরিচ্ছিন্নত্বের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মধ্যমাকারও হইতে পারে, অণুপরিমাণও হইতে পারে। তবে কি জীব মধ্যমাকার ? মধ্যমাকার বলিতে দেহের যে আকার, জীবাত্মারও সেই আকার—ইহাই বুঝায়। জৈনদের মতে জীবাত্মা এতাদৃশ মধ্যমাকার।

বেদান্তসূত্রে জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে।

এবঞ্চ আত্মা অকাৎর্স্ন্যম্ ॥২।২।৩৪॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ। একই জীবাত্মা কর্ম্মফল অনুসারে কখনও মনুষ্যদেহ, কখনও কীটদেহ বা হস্তিদেহকে আশ্রয় করে। যে জীব কীটের ক্ষুদ্র দেহমাত্র ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই আবার হস্তীর বৃহৎ দেহকে কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ? ভিন্ন দেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও একই দেহেরও বিভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। শৈশব, কুমার, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য—জীবনের এসমস্ত বিভিন্ন অবস্থায় দেহের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যদি মধ্যমাকার বা দেহ-পরিমিত আকারবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে একই জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হইবে ?

যদি বলা যায়—দেহের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাত্মার পরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তর পাওয়া যায় বেদান্তের পরবর্ত্তী সূত্রেঃ—

ন চ পর্য্যায়াদ্ অপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ ॥২।২।৩৫॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এইরূপ। যদি বলা যায়—জীবাত্মা পর্য্যায়-ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত বিরোধের নিরসন হয় না। **বিকারাদিভ্যঃ**—কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্মা বিকারী—সুতরাং অনিত্য। কিন্তু জীবাত্মা বিকারীও নয়, অনিত্যও নয়। সুতরাং দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাত্মারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়—এইরূপ অভিমত শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

এ-প্রসঙ্গে আরও যুক্তি আছে। তাহা পরবর্ত্তী বেদান্তসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেঃ—

অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ॥২।২।৩৬॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ।

উভয়নিত্যত্বাৎ—আত্মা ও তাহার পরিমাণ-এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া **অন্ত্যাবস্থিতেঃ**—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার **অবিশেষঃ**—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষত্ব) কিছু নাই। আত্মা যেমন নিত্য, তাহার পরিমাণও তেমনি নিত্য—সকল সময়েই একই আকার-বিশিষ্ট, সুতরাং কখনও বড়, বা কখনও ছোট হইতে পারে না। মোক্ষপ্রাপ্তির পরে জীবাত্মার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দেহে অবস্থান কালেও সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীবাত্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না। কেননা, মধ্যমাকার হইলেই দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবাত্মাকে কখনও বড়, আবার কখনও ছোট হইতে হয়।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

১৭। জীবাত্মা অণুপরিমিত

জীবাত্মা যখন বিভুও নয়, মধ্যমাকারও নয়, তখন অণুপরিমিতই হইবে।

ক। শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতিও বলেন—জীব অণুপরিমিত।

মুণ্ডকশ্রুতি। "এষঃ অণুঃ আত্মা ॥৩।১।৯॥—এই আত্মা অণু।"

কঠশ্রুতি। "অণুপ্রমাণাৎ ॥১।২।৮॥—আত্মা অণুপ্রমাণ।"

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৫।৯॥

—কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায়, তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার শত-ভাগ করা যায়, তাহার সমান হইবে জীব।" অর্থাৎ কেশাগ্রের দশহাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য ক্ষুদ্র হইল জীব।

খ। স্মৃতিপ্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥১১।১৬।১১॥

—সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব।"

গ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রমাণ

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তো জীবঃ ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১১৫ পৃষ্ঠা ॥—জীব সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।" অর্থাৎ জীবাত্মা এত ক্ষুদ্র যে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তু আর কিছু নাই, ইহা সূক্ষ্মতম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিতজ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥১।৭।১১১॥

—ঈশ্বর হইতেছেন বহুবিস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে ক্ষুদ্র একটী স্ফুলিঙ্গের তুল্য—অতি ক্ষুদ্র।"

১৮। জীবের অণুত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

বেদান্ত-দর্শনের বহু সূত্রে সূত্রকর্তা ব্যাসদেব জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী সূত্র আলোচিত হইতেছে।

ক। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥২।৩।১৯॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের যখন উৎক্রান্তি আছে, গতাগতি আছে, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। জীব যে মধ্যমাকারও হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে (২।১৬-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই জীবাত্মার পরিমাণ হইবে অণু।

খ। স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ॥২।৩।২০॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য। (সূত্রটীর পদচ্ছেদ এইরূপ=উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনা কর্ত্রা সম্বন্ধাচ্চাণুত্বসিদ্ধিরিতিশেষঃ—গতি ও আগতি-এই দুইটী কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ কর্ত্তার চলন ব্যতীত গমনাগমন অসম্ভব। এই কারণেই জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হয়)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য। কোনও কোনও স্থলে বিনা চলনেও উৎক্রান্তি সম্ভব হইতে পারে। যেমন—কোনও গ্রাম-স্বামীর যদি গ্রাম-স্বামিত্ব চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামস্বামী গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া না গেলেও সাধারণ লোক বলিয়া থাকে—"গ্রামস্বামী চলিয়া গেলেন।" এ-স্থলে "চলিয়া যাওয়াটা" গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, মুখ্যার্থে নহে; কেননা. বাস্তবিক গ্রামস্বামী চলিয়া যায়েন নাই, তাঁহার গ্রাম-স্বামিত্বেরই অবসান হইয়াছে। তদ্রূপ, পূর্ব্বসূত্রে যে গত্যাগতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, মুখ্য অর্থে নহে; অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়বশতঃ জীবাত্মার দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও বলা যাইতে পারে—জীবাত্মা উৎক্রান্ত হইয়াছে। ইহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষ।

ইহার উত্তরেই আলোচ্যসূত্রে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বসূত্রের "গতি" ও "অগতি"-এই শেষ শব্দ দুইটীর (উত্তরয়োঃ) গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও সার্থকতা থাকে না। "গতি" ও "আগতি"-এই দুইটী ব্যাপার বিনা চলনে সম্ভব হয় না; কেননা, ঐ দুইটী শব্দের সহিত "আত্মার" সম্বন্ধ আছে (স্বাত্মনা)। প্রত্যেক গমন-ক্রিয়াই কর্ত্তৃনিষ্ঠ—গমেঃ কর্ত্তৃস্থ-ক্রিয়ত্বাৎ। গমনকর্ত্তা নিজে গমন না করিলে কোনওরূপ গতিই সম্ভব হয় না। যাহা মধ্যমাকার নয়, তাহার গত্যাগতি অণুত্বেই সম্ভব। "অমধ্যম-পরিমাণস্য চ গত্যাগতী অণুত্ব এব সম্ভবতঃ।" গতি এবং আগতির কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—দেহ হইতে জীবাত্মার অপসারণকেই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, দেহস্বামিত্বের অবসান অভিপ্রেত নহে। দেহ হইতে অপসৃত না হইলে গতিও হয় না, আগতিও হয় না। শাস্ত্রেও দেখা যায়, উৎক্রান্তির অপাদানস্বরূপে দেহের প্রদেশবিশেষকে অপাদানরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ প্রদেশবিশেষ হইতে উৎক্রান্তির কথা বলা হইয়াছে)। যথা, "চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীব-দেশেভ্যঃ ইতি।—হয় চক্ষুঃ হইতে, না হয় মূর্দ্ধা (মস্তক) হইতে, অথবা অন্য অঙ্গ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইত্যাদি।" "স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্বব ক্রমতি, শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানম্-ইতি।—জীব তেজোমাত্রাঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করে এবং শুক্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করে।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—দেহ-

মধ্যেও জীবাত্মার একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতাগতি আছে। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে "গতি" ও "আগতি" বা "উৎক্রান্তি" গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেই (স্বাত্মনা) দেহ হইতে গমন করে এবং আবার দেহান্তরে আগমন করে। ইহা দ্বারা জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। "অন্তরেঽপি শরীরে শারীরস্য গত্যাগতী ভবতঃ তস্মাদপি অস্য অণুত্বসিদ্ধিঃ।"

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

উল্লিখিত দুইটী সূত্রে জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার পরে কয়েকটী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব বিরুদ্ধপক্ষের আপত্তির উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রগুলি আলোচিত হইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন

গ। ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ, ইতি চেৎ, ন ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥

=ন অণুঃ (জীবাত্মা অণু-পরিমাণ হইতে পারে না, যেহেতু) অতৎ-শ্রুতেঃ (অনণুত্ব-শ্রুতেঃ—জীবাত্মা অনণু, বৃহৎ, বিভু-এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া), ইতি চেৎ (এইরূপ যদি কেহ বলেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। এই উক্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) ন (না—জীবাত্মা বিভু নহে। যেহেতু) ইতরাধিকারাৎ (শ্রুতিতে যে আত্মাকে বৃহৎ বা বিভু বলা হইয়াছে, সেই আত্মা জীবাত্মা নহে, অন্য আত্মা—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য। যদি কেহ বলেন—জীবাত্মা অণু নহে; কেননা শ্রুতিতে আত্মাকে অণুর বিপরীত—মহান্—বলা হইয়াছে। যথা "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত, যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়", "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ—আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম (বৃহৎ)"-ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য আত্মার অণুত্বের বিরোধী; সুতরাং আত্মা অণু হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—না, ইহা দোষের নহে; কেননা, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অন্যপ্রকরণে—ব্রহ্ম-প্রকরণে—উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে, জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়"-এই শ্রুতিবাক্যটীতে জীবাত্মারই বৃহত্তার কথা বলা হইয়াছে, উত্তরে বলা যায়—তাহা নহে। উহা হইতেছে বামদেব-ঋষির শাস্ত্রীয় দৃষ্টির অনুযায়ী (বামদেব-ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়ালিাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, ইত্যাদি)। অতএব অনণুত্ব-

বিষয়ক শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্ম-বিষয়ক, জীব-বিষয়ক নহে। সে-সমস্ত বাক্য জীবাত্মার অণুত্ব-বিরোধী নহে।

শ্রীপাদ রামানুজাদিও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"-এই শ্রুতিবাক্যসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—এই বাক্যটীও পরমাত্মা-বিষয়ক। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"—ইহা বলিয়া জীবাত্মার প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু মধ্যস্থলে "যস্য অনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা—প্রতিবুদ্ধ আত্মা যাহার বিজ্ঞাত হইতেছে"-এই বাক্যে পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—পরমাত্মা-সম্বন্ধেই বৃহত্তার কথা বলা হইয়াছে, জীবাত্মা-সম্বন্ধে নহে। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও শ্রীপাদ রামানুজের অনুরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সূত্রে জীবাত্মার বিভুত্ব-খণ্ডন পূর্ব্বক অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঘ। স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২২॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যে অণু, তাহা "স্বশব্দ" এবং "উন্মান" দ্বারাই বুঝা যায়। স্বশব্দ—শ্রুতির উক্তি। উন্মান—বেদোক্ত পরিমাণ।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য। জীব যে অণু, তাহার অন্য হেতুও আছে। তাহা এই। শ্রুতিতে জীবের সাক্ষাদ্‌ভাবে অণুত্ববাচী শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা-"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ-ইতি—যাহাতে প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে, সেই এই অণু আত্মা (জীবাত্মা) চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য।" এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যে (স্বশব্দেন) জীবাত্মাকে "অণু" বলা হইয়াছে। প্রাণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীবাত্মার অণুত্বের কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার, উন্মান-কথনও জীবের অণুত্ব-বোধক। উন্মান-কথন যথা—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ-ইতি—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, তাহার পরিমাণই হইতেছে জীবের পরিমাণ-ইহাই জানিবে।" "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ-ইতি—তিনি অবর হইলেও আরার (লোহার কাঁটার) অগ্রভাগের পরিমাণে দৃষ্ট হয়েন।" এই বাক্যেও জীবের পরিমাণের কথাই বলা হইয়াছে—সূচ্যগ্র-পরিমিত পরিমাণ হইতেছে জীবের পরিমাণ।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

ঙ। অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥

=আত্মা অণু-পরিমিত হইলেও চন্দন-স্পর্শের দৃষ্টান্তে তাহার সর্ব্বদেহব্যাপী কার্য্য-কারিত্বের বাধা হয় না।

পূর্ব্বসূত্রসমূহে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা অণু। ইহাতে কোনও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, জীবাত্মা যদি অণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্মই হয়, তাহা হইলে তাহা থাকিবে দেহের অতি ক্ষুদ্র একটি স্থানে। তাহা হইলে সমগ্র দেহে শীত-গ্রীষ্ম-যন্ত্রণাদির অনুভূতি কিরূপে জন্মিতে পারে ? এই আপত্তির উত্তরই এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

অবিরোধঃ—ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। আত্মা অণু-পরিমাণ হইলেও সমগ্র দেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে। কিরূপে ? **চন্দনবৎ**--চন্দনের ন্যায়। এক বিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে সংলগ্ন হইলে সমগ্র দেহেই যেমন তৃপ্তির অনুভব হয়, তদ্রূপ, আত্মা অণুপরিমিত হইলেও সমগ্র দেহে অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য। যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহের একদেশে স্থিত জীবাত্মাও সমগ্র-দেহব্যাপী বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন। ত্বক্‌সম্বন্ধ থাকায় এইরূপ উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্মসম্বন্ধ সমুদায় ত্বকে থাকে, ত্বক্‌ও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে। এই হেতু সমগ্র দেহে উপলব্ধি সম্ভব হয়।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেব একটী স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি।—স্মৃতিও বলেন, হরিচন্দন-বিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, তদ্রূপ জীবও একস্থানে অবস্থান করিয়াও সর্ব্ব-দেহব্যাপক হইয়া থাকে।"

এই উক্তির পরেও পূর্ব্বপক্ষের আর একটী আপত্তি থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব সেই আপত্তির উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

চ। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২।৩।২৪॥

যদি কেহ আপত্তি করেন যে, **অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ**—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাতে তাহার স্নিগ্ধতাজনিত তৃপ্তির অনুভব সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু জীবাত্মা তো সেরূপ দেহের একস্থানে থাকে না। **ইতি চেৎ**—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে বলা যায়, **ন**—না, এইরূপ আপত্তির কোনও স্থান নাই। কেন ? **অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি**—আত্মাও (দেহের একস্থানে, অর্থাৎ) হৃদয়ে বাস করে, ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম। যদি কেহ বলেন—জীবাত্মার ব্যাপারে চন্দনের দৃষ্টান্তের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে থাকিতে পারে—ইহা প্রত্যক্ষ এবং তাহার

ফলে সকল দেহে যে আহ্লাদ জন্মে, তাহাও প্রত্যক্ষ। কিন্তু আত্মার—সকল দেহে উপলব্ধিমাত্র প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মা যে দেহের একদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে; তাহা অনুমান মাত্র। যদি দেহের একদেশে জীবাত্মার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলেই চন্দনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বলা হইয়াছে—চন্দনের ন্যায় জীবাত্মাও যে দেহের একদেশে অবস্থান করে, ইহা অনুমানমাত্র নহে, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যথা—"হৃদি হি এষ আত্মা—এই আত্মা হৃদয়ে," "স বা এষ আত্মা হৃদি—সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা হৃদয়ে," "কতম আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—আত্মা কি রকম? প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতি পুরুষ"-ইত্যাদি। এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—চন্দনের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের আরও একটী আপত্তির উল্লেখ করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

ছ। গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২।৩।২৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কেহ হয়তো বলিতে পারেন—চন্দনের সূক্ষ্ম অংশগুলি সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র দেহে তৃপ্তি জন্মাইতে পারে; কিন্তু জীবাত্মার তো কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই যে, তাহা সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতি বিস্তার করিবে? সুতরাং আত্মা যদি অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে কিরূপে সর্ব্বদেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে?

ইহার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে, **গুণাৎ**—আত্মার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখের অনুভূতি জন্মায়। **আলোকবৎ**—আলোকের ন্যায়। প্রদীপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও যেমন আলোক বিস্তার করিয়া সমগ্র গৃহখানিকে আলোকিত করে, তদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম। জীব অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও চৈতন্য-গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য (সুখ-দুঃখ্যাদির অনুভব) বিরুদ্ধ হয় না। যেমন, মণি-প্রদীপাদি একস্থানে থাকে; কিন্তু তাহাদের প্রভা (আলোক) সমস্ত গৃহে বিস্তারিত হইয়া সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে। তদ্রূপ জীবাত্মা অণু হইলেও এবং দেহের একদেশে অবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্য-গুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়; তাই সকল দেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব; তাহার সূক্ষ্ম অংশসমূহ সমগ্র দেহে বিস্তারিত হইয়া সমগ্র দেহকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবাত্মা অণু এবং নিরবয়ব; সমগ্রদেহে বিস্তারিত হওয়ার উপযোগী সূক্ষ্ম অংশ তাহার নাই। এজন্য চন্দনের দৃষ্টান্তে কাহারও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়াই "গুণাৎ বা" সূত্রটী বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘আহ চৈবং ভগবান্। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥গীতা॥১৩।৩৪॥—শ্রীভগবান্ও এইরূপ বলিয়াছেন। ‘যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত ভুবনকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ, হে ভারত ! একমাত্র ক্ষেত্রী (জীবাত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশিত করেন।”

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ আরও বলিয়াছেন—সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ পরমাণু সকলই সূর্য্যের প্রভা—ইহা বলা সঙ্গত হয় না ; কেননা, তাহা হইলে সূর্য্য ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত। পদ্মরাগাদি মণিও একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তার করে—ইহা দেখা যায়। এ-স্থলেও মণি হইতে পরমাণু সকল বিকীর্ণ হইয়া যায়—ইহা বলা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে মণির পরিমাণের হানি হইত ; কিন্তু তাহা হয় না। এজন্য বুঝিতে হইবে—সূর্য্যের বা মণির গুণই হইতেছে প্রভা। জীব অণু হইলেও চেতয়িতৃত্ব-লক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া থাকে। “অণুরপি জীবঃ চেতয়িতৃত্ব-লক্ষণেন চিদ্গুণেন নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ।”

জ। ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥২।৩।২৬॥

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা অণু হইলেও, সুতরাং দেহের একদেশে—হৃদয়ে—অবস্থিত থাকিলেও, স্বীয় চিদ্গুণে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া সমগ্র দেহে অনুভূতি জন্মাইতে পারে। ইহাতেও কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে—গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। দুগ্ধের গুণ শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ, দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; যেখানে দুগ্ধ নাই, সেখানে তাহার শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ দেখা যায় না। জীবাত্মার গুণ চৈতন্য। যেখানে জীবাত্মা আছে, সেখানেই তাহার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে ; যেখানে জীবাত্মা নাই, সেখানে তো তাহার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা যদি অণুপরিমিতই হয়—সুতরাং তাহা যদি সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া না থাকে,—তাহা হইলে তাহার গুণ চৈতন্য কিরূপে সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ? আর, চৈতন্য-গুণ সমগ্র দেহে ব্যাপিয়া না থাকিলে সমগ্র দেহে সুখ-দুঃখের অনুভূতিই বা কিরূপে জন্মিতে পারে ?

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই সূত্রকার বলিতেছেন—**ব্যতিরেকঃ**—ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যে গুণীকে আশ্রয় করিয়াই গুণ থাকে, তাহা নয় ; যেখানে গুণী থাকেনা, সেখানেও স্থলবিশেষে বা বস্তুবিশেষে গুণ থাকিতে পারে। **গন্ধবৎ**—যেমন গন্ধ। যেখানে ফুল নাই, সেখানে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং দেহের যে স্থানে জীবাত্মা নাই, সেস্থানেও জীবাত্মার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম। যেখানে গন্ধদ্রব্য নাই, সেখানেও তাহার গন্ধগুণ ব্যাপ্ত হয় ;

যেখানে কুসুম নাই, সেখানেও কুসুমের গন্ধ পাওয়া যায়। তদ্রূপ, জীব অণু হইলেও তাহার চৈতন্য-গুণের ব্যতিরেক (অন্যস্থানে সংক্রমণ) হইতে পারে। সুতরাং আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া গুণ কখনও অন্যত্র যায় না—সকল বস্তু-সম্বন্ধে একথা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, দেখা যায় যে, গন্ধদ্রব্যের গুণ গন্ধ, তাহার আশ্রয় গন্ধদ্রব্যের বাহিরেও ব্যাপ্ত হয়। যদি বলা যায়—"গন্ধ তাহার আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া যায় না, আশ্রয়ের সঙ্গেই বাহিরে যায়; গন্ধদ্রব্য হইতে পরমাণুসমূহ বাহির হইয়া যায়; সেই পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধও বাহিরে যায়।" ইহাও সঙ্গত নয়; কেননা, যদি গন্ধদ্রব্য হইতে পরমাণুসমূহ বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলে গন্ধদ্রব্যের ক্ষয় হইত, তাহার আয়তন ও ওজন কমিয়া যাইত; কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—"পরমাণুসকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া গন্ধদ্রব্যের ক্ষয় লক্ষ্যের বিষয় হয়না; তাহাতেই, গন্ধদ্রব্যের আয়তন ও ওজন যে কিছু কমিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ গন্ধ বহন করিয়া পরমাণুই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া গন্ধের অনুভূতি জন্মায়।" কিন্তু এইরূপ অনুমানও সঙ্গত নয়। কেননা, পরমাণুমাত্রই অতীন্দ্রিয়, কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। নাসাতে পরমাণুর অনুভব হইলে তো গন্ধের অনুভব হইবে? কিন্তু পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া নাসাতে তাহার অনুভব হইতে পারে না। অথচ, নাগকেশরাদিতে স্ফুটরূপেই গন্ধ অনুভূত হয়। আবার, গন্ধের আশ্রয় নাগকেশর অনুভূত হইতেছে- এইরূপ জ্ঞান কাহারও জন্মে না; পরন্তু গন্ধ অনুভূত হইতেছে—এইরূপ প্রতীতিই জন্মে। রূপের আশ্রয়ের বাহিরে তাহার গুণ রূপের অনুভব হয় না সত্য—যেমন যেখানে দুগ্ধ নাই, সেস্থানে দুগ্ধের গুণ শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ থাকে না, তদ্রূপ। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তে একথা বলা যায় না যে – গন্ধদ্রব্যের আশ্রয় ব্যতীত গন্ধও অনুভূত হইতে পারে না। কেননা, আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমানের বিষয় নয়; অর্থাৎ আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে গন্ধ অনুভূত হয়, ইহা অনুমানমাত্র নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ। সুতরাং যে বস্তু যেভাবে উপলব্ধ হয়, সেই বস্তুর উপলব্ধির নিরূপণ সেই ভাবেই করা সঙ্গত, অন্যভাবে করা সঙ্গত নয়। মিষ্টত্বাদি রসগুণ কেবলমাত্র জিহ্বাদ্বারাই অনুভূত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্তে যদি বলা হয়—"রস একটী গুণ, তাহা জিহ্বাদ্বারাই উপলব্ধ হয়; তদ্রূপ, শ্বেতত্বও একটী গুণ; সুতরাং শ্বেতত্বও জিহ্বাদ্বারাই উপলব্ধ হইবে।" ইহা সঙ্গত হয় না। যে গুণ যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সেই গুণ কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে। তদ্রূপ, আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্বেতত্বাদি গুণের উপলব্ধি হইতে পারে না বলিয়া গন্ধগুণও যে আশ্রয়-ব্যতিরেকে উপলব্ধ হইবে না—এমন কথা বলা যায় না।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—কুসুম একস্থানে থাকিয়াও যেমন সর্ব্বত্র তাহার গন্ধ বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র দেহে চেতনা-শক্তি বিস্তার করিতে পারে।

এই সিদ্ধান্তেও কোনও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তির উত্থাপন করিতে পারেন যে –এই সূত্রে যাহা বলা হইল, তাহা তো কেবল যুক্তিমাত্র; তাহাও আবার লৌকিক বস্তুর দৃষ্টান্তমূলক যুক্তি। অণু-

পরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি ? ইহার উত্তরই পরবর্ত্তী সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

ঝ। তথা চ দর্শয়তি ॥২।৩।২৭

তথা (সেইরূপ—চৈতন্যগুণদ্বারা জীবাত্মাকর্ত্তৃক সর্ব্বদেহ-ব্যাপ্তি) **চ** (শ্রুতিও) দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য-তাৎপর্য্য। জীবাত্মার স্থান হৃদয়ে, জীবাত্মার পরিমাণও অণু—এই সকল বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"আলোমেভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ—(জীবাত্মা) লোম হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত।" এই উক্তিদ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন—চৈতন্য-গুণের দ্বারা জীবাত্মা সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া বিরাজিত।

ইহাতে বুঝা গেল—কেবল যুক্তিদ্বারাই যে চৈতন্যগুণের দ্বারা জীবাত্মার সমগ্র দেহব্যাপিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা নহে ; শ্রুতিও স্পষ্ট কথায় তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব ২।৩।২৬ এবং ২।৩ ২৭-এই সূত্রদ্বয়কে একটী মাত্র সূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করের অনুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জীবাত্মা এবং তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলেই জীবাত্মা একস্থানে থাকিলেও তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞান ও জীবাত্মা যে পৃথক্, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। ইহার উত্তরে সূত্রকার ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন—

ঞ। পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥

হ্যাঁ, জীবাত্মা এবং জ্ঞান যে পৃথক্, শ্রুতিতে তাহার উপদেশ বা উল্লেখ আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্ম্ম। কৌষীতকি-শ্রুতি বলেন—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য—প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া।" এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকে সমারোহণ-ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং প্রজ্ঞাকে সমারোহণের করণ বলা হইয়াছে। কর্ত্তা ও করণ পৃথক্। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা ও প্রজ্ঞাকে (জ্ঞানকে) পৃথক্ বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যগুণের দ্বারাই জীবাত্মা সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া থাকে। "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়—বিজ্ঞানের (চৈতন্যগুণের) দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের (জ্ঞানশক্তি) গ্রহণ পূর্ব্বক সুপ্ত হয়েন।" এ-স্থলেও গ্রহণ-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে জীবাত্মা এবং করণ হইতেছে বিজ্ঞান বা জ্ঞান। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যেও জীবাত্মা এবং জ্ঞানকে পৃথক্ বলা

হইয়াছে। এই বাক্যটী চৈতন্য-গুণের দ্বারা জীবাত্মার দেহ-ব্যাপিতার পোষকও। সুতরাং জীবাত্মা অণুই।

শ্রীপাদ রামানুজ বৃহদারণ্যক-শ্রুতির একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মা ও জ্ঞানের পৃথক্ত্ব দেখাইয়াছেন। "ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে ॥ বৃহদারণ্যক ॥৬।৩।৩০॥ —জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না।"

ট। তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥১।৩।২৯॥

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্ম। এই সূত্রে একটী আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আপত্তিটী এই। পূর্ব্বের কয়টী সূত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞান (অর্থাৎ চৈতন্য) হইতেছে জীবাত্মার গুণ এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই গুণ জীবাত্মা হইতে পৃথক্। কিন্তু কয়েকটী শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় –জ্ঞানকে জীবাত্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যথা—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৫।৭।২২॥ —যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন," "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ॥৫।১॥—বিজ্ঞান (জীব) যজ্ঞ প্রকাশ করেন।" বিষ্ণুপুরাণও বলেন—"জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ ॥১।২।৬॥— পরমার্থতঃ তিনি (জীব) জ্ঞানস্বরূপ এবং অত্যন্ত নির্ম্মল।" এ-সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে জ্ঞানকে জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞান যদি জীবাত্মার স্বরূপই হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে জীবাত্মার গুণ কিরূপে বলা যায় এবং জ্ঞানকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ই বা কিরূপে বলা যায় ?

"তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

তদ্‌গুণসারত্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূতগুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (জ্ঞান-স্বরূপত্ব-ব্যবহার), প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার ন্যায়)।

এ-স্থলে **তু**-শব্দটী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরসন করিতেছে। পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলিতেছেন, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়, জ্ঞান জীবাত্মার স্বরূপ নয়। তবে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে জীবকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইল কেন ? **তদ্‌গুণসারত্বাৎ**—(তদ্‌গুণ—তাহার অর্থাৎ জীবাত্মার গুণ ; সারত্বাৎ— সারভূত গুণ বলিয়া), জ্ঞানই জীবাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া **তদ্‌ব্যপদেশঃ**—জীবাত্মাকে বিজ্ঞান (জ্ঞান) বলা হইয়াছে। সারভূত গুণের উল্লেখ করিয়া যে গুণীর পরিচয় দেওয়া হয়, শ্রুতিতেও তাহা দৃষ্ট হয়। **প্রাজ্ঞবৎ**—প্রাজ্ঞের (পরমাত্মার) ন্যায়। আনন্দ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া পরমাত্মাকেও আনন্দ-শব্দে অভিহিত করা করা হয়। যথা—"যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দ বল্লী ॥৭।১॥—যদি এই আকাশ (ব্রহ্ম) আনন্দ না হইত", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ভৃগুবল্লী ॥৬।১॥—আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়াছিলেন" ইত্যাদি। এ-সমস্ত বাক্যে ব্রহ্মকে "আনন্দ" বলা হইয়াছে। আনন্দ যে ব্রহ্মের সারভূত গুণ, তাহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়।

যথা—"স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী ॥ ৮।৪॥—তাহা হইতেছে ব্রহ্মের একটী আনন্দ", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী ॥৯।১।—ব্রহ্মের আনন্দকে অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না"—ইত্যাদি। অথবা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী ॥ ১।১।২॥—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এ-স্থলে জ্ঞানবান্ ব্রহ্মকেই জ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ॥ ১।১।২॥—বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্) ব্রহ্মের সহিত", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৯—যিনি সর্ব্বজ্ঞ", ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যায়—জ্ঞানই হইতেছে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, আনন্দ এবং জ্ঞান পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া যেমন প্রাজ্ঞ-পরমাত্মাকেও আনন্দ ও জ্ঞান বলা হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য) জীবাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া জীবকেও বিজ্ঞান বা জ্ঞান বলা হয়।

প্রস্থান-ত্রয়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইল।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের অন্যরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ২।৩৬-অনুচ্ছেদে তাঁহার ভাষ্য আলোচিত হইবে।

ঔ। যাবদাত্মভাবিত্বাৎ চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২।৩।৩০॥

এই সূত্রেও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্ম। যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্ত্তিত্বহেতু) চ (ও) ন দোষঃ (দোষ হয় না), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু, সেই রকম দেখাও যায়)।

বিজ্ঞানই হইতেছে জীবাত্মার নিত্য সহচর ধর্ম্ম বা গুণ ; এজন্য বিজ্ঞানশব্দে জীবাত্মার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না। এইরূপ নিত্য সহচর গুণের দ্বারা গুণীকে অভিহিত করার রীতি দেখাও যায়। গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি ষণ্ড (ষাঁড়) প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ যতকাল ষণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোত্বের সত্তাও ততকাল ; এজন্য অনেক সময়ে ষণ্ডকেও গো-শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয়। সূত্রে "চ"-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে—জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ। এই কারণেও বিজ্ঞানরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তও উল্লিখিত রূপ।

ড। পুংস্ত্বাদিবৎ তু অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২।৩।৩১॥

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যমর্ম্ম। পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম-শুক্রাদির ন্যায়) তু (কিন্তু)

অস্য (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিদ্যমানের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (অভিব্যক্তি সম্ভব হয় বলিয়া)।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে। এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে—সুষুপ্তির সময়ে জ্ঞান থাকে কিনা ? এই সূত্রে সেই সন্দেহের নিরসন করা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও জ্ঞান—এতদুভয়ের নিত্যসহচরত্ব-সম্বন্ধে আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

সূত্রস্থ "তু"-শব্দ উল্লিখিত আপত্তির নিরসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের জ্ঞান সুষুপ্তি-অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে ; জাগ্রতাদি অবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র ; সুতরাং জ্ঞান যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। **পুংস্ত্বাদিবৎ**—পুংস্ত্বাদির ন্যায়। পুরুষের ধাতু বা শুক্র হইতেছে নিত্যসহচর অসাধারণ বস্তু ; কেননা, ধাতু না থাকিলে তাহার পুরুষত্বই সিদ্ধ হয় না। এই ধাতু বাল্যাবস্থাতেও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তখন তাহা অভিব্যক্ত থাকে না—ইহাই বিশেষত্ব। যৌবনে তাহা অভিব্যক্ত হয়। এ-স্থলে যেমন এই ধাতু বস্তুটী পুরুষদের পক্ষে কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে, তেমনি জ্ঞানও জীবের পক্ষে কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে। সপ্তধাতু-ময়ত্ব যে দেহের স্বরূপানুবন্ধী, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্॥ গর্ভোপনিষৎ ॥১॥—এই শরীর সপ্তধাতুযুক্ত, (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপ) ত্রিবিধ মলপূর্ণ, (মাতা ও পিতা-এই) দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন এবং চর্ব্ব্যচূষ্যাদি চতুর্ব্বিধ আহারময়।" শরীরের এইরূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ হইতে জানা যায়—সপ্তধাতু হইতেছে শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। সুষুপ্তি-আদি অবস্থাতেও "অহং"-পদার্থ প্রতিভাতই থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমান জ্ঞানের বিষয়-গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধি-গোচর হয় মাত্র। আত্মার যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম। সেই জীবাত্মা অণুপরিমাণ। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের জ্ঞান থাকে, কেবল স্থূলদেহের অনুগামী জন্ম-মরণাদি থাকে না। "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১২॥—মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না"—এই শ্রুতিবাক্যে মুক্ত-জীবের জ্ঞানাভাব সূচিত হইতেছে না। বরং "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।১২॥—জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়"-এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ভূতসমূহের আনুগত্যবশতঃ জীবের জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার হেতু পাওয়া যায় অন্য শ্রুতিবাক্যে। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্, সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্ব-মাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৬।২॥—জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, দুঃখও দর্শন করেন না। আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েন", "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্—অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না", "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩, ৫॥—কেবল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন।" মুক্ত অবস্থাতেও যে জীবের জ্ঞান থাকে, এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা যায়।

এইরূপে জানা গেল—জ্ঞান সর্ব্বাবস্থাতেই জীবের সহচর।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

চ। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২।৩।৩২॥

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যমর্ম্ম। অন্যথা (অন্যরূপ হইলে। অন্যরূপ কি ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হইতেছে জ্ঞান-গুণবান্ এবং অণু। জীবাত্মা যদি তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ হয়—জ্ঞান-গুণবান্ না হইয়া যদি জ্ঞানস্বরূপ হয় এবং অণু না হইয়া যদি সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপক হয়, অর্থাৎ একই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে) নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (নিত্যই—সর্ব্বদাই—যুগপৎই—উপলব্ধির এবং অনুপলব্ধির সম্ভাবনা জন্মে), বা (অথবা) অন্যতরনিয়মঃ (কেবলই উপলব্ধির বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম হইতে পারে)।

আত্মা জ্ঞান-গুণবান্ এবং অণু না হইয়া যদি জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বগত হয়, অর্থাৎ একই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়, যাহাদের সমাধান হইতে পারে না। কিরূপে অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহা দেখান হইতেছে।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই আত্মা উপলব্ধির হেতু হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—আত্মা কি উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি—এই উভয়েরই হেতু ? না কি কেবল উপলব্ধিরই হেতু ? অথবা, কি কেবল অনুপলব্ধিরই হেতু ?

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গ ঃ—আত্মা যদি উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি—এই উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে একই সময়ে উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি সম্ভব হইবে ; কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। একই সময়ে কোনও বস্তুর উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি হইতে পারে না। ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ। **অন্যতরনিয়মো** বা—আর, আত্মা যদি কেবল উপলব্ধির হেতুই হয়, তাহা হইলে নিত্যই—সর্ব্বদাই—উপলব্ধি থাকিবে, কোনও বিষয়ে কখনও অনুপলব্ধি থাকিতে পারে না। আবার, আত্মা যদি কেবল অনুপলব্ধির হেতুই হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি (বা অজ্ঞান) থাকিবে ; কখনও আর কোনও প্রকার উপলব্ধি সম্ভব হইবে না। অথচ, সময়বিশেষে কোনও কোনও বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার সময়বিশেষে তাহা হয়ও না—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

জ্ঞানস্বরূপ একই সর্ব্বগত আত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলে একজনের যাহা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহাই উপলব্ধি হইবে এবং যে বিষয়ে একজনের উপলব্ধি হইবেনা, সেই বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনওরূপ উপলব্ধি জন্মিতে পারে না ; কেননা, এ উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির হেতু একই আত্মা যখন সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের

সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথবা সমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অনুপলব্ধির বেলায়)। অথচ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—একজনের যাহা উপলব্ধ হয়, অপরের হয়তো তাহা হয় না। আত্মা সর্ব্বগত হইলে, একজনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সুখ জন্মিত, একজনের মৃত্যুতে সকলেরই মৃত্যু হইত। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কখনও কোথাও দৃষ্ট হয় না।

যদি বলা যায়—একই আত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির অদৃষ্টের বিভিন্নতাবশতঃ উপলব্ধির বা অনুপলব্ধিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায়—তাহাও হইতে পারে না। কেননা, জীবের কৃত কর্ম্মই অদৃষ্ট জন্মায়। বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন অদৃষ্টের হেতু। একই সর্ব্বগত আত্মা যে কর্ম্ম করিবে, তাহা সর্ব্বত্রই একই অদৃষ্টের সৃষ্টি করিবে, একই অভিন্ন কর্ম্ম হইতে অদৃষ্টের বিভিন্নতা জন্মিতে পারে না। যদি বলা যায়—বিভিন্ন সময়ে কৃত বিভিন্ন কর্ম্মের ফলে বিভিন্ন অদৃষ্ট জন্মে। তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না; কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম্ম করা হইলেও বিভিন্ন কর্ম্মের কর্ত্তা কিন্তু একই সর্ব্বগত আত্মা; সুতরাং বিভিন্ন-কর্ম্মজাত বিভিন্ন অদৃষ্টও সর্ব্বত্রই বিরাজিত থাকিবে এবং তাহারা একই সময়ে ফলপ্রসূ হইবে; সুতরাং সকল ব্যক্তিতেই যুগপৎ সমান কর্ম্মফল দেখা যাইবে। কিন্তু কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করিলে নানাবিধ অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়।

কিন্তু জ্ঞানগুণ-বিশিষ্ট জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকার করিলে কোনও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না। অণুপরিমিত জীবাত্মা যখন প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থিত, তখন এক জনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় অন্য একজনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় না হইলেও কোনও সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মা বিভিন্ন কার্য্য করে; তাহা হইতে বিভিন্ন অদৃষ্টের সৃষ্টি হয়; তাহার ফলও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ভোগ করে। কোনওরূপ অসমাধেয় সমস্যারই অবকাশ থাকে না।

বিশেষতঃ জীবাত্মার এই অণুত্ব কেবল যে যুক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাম্" সূত্রে ব্যাসদেব দেখাইয়া গিয়াছেন—জীবের অণুত্ব শ্রুতি সম্মত।

এইরূপে দেখা গেল – **জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ব বিচারসহ নহে।** অণুত্বই বিচারসহ ও শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তও উল্লিখিতরূপ।

সূত্রকার ব্যাসদেব উল্লিখিত বেদান্তসূত্র-সমূহে নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্ব্বক **জীবাত্মার অণুত্বই প্রতিপাদিত** করিয়াছেন।

১৯। জীবের অণুত্ব পরিমাণগত

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বেদান্তসূত্র-সমূহে জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে

প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জীবাত্মা পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই কি তাহাকে অণু বলা হইয়াছে? না কি অন্য কোনও কারণে অণু বলা হইয়াছে?

পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, অন্য কোনও কারণে নহে। তাহার প্রমাণ এই :—

শ্রুতিপ্রমাণ। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি জীবাত্মা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৫।৯॥—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ বলিয়া জানিবে।"

এ-স্থলে স্পষ্টভাবেই পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে; কেননা, শত শত ভাগের দ্বারা পরিমাণই সূচিত হয়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"আরাগ্রমাত্রোহ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥৫।৮॥—জীবাত্মা হইতেছে আরার (চর্ম্মভেদকারী লৌহশলাকার বা সূচীর) অগ্রভাগের পরিমাণের (মাত্রার) তুল্য।"

এ-স্থলেও জীবাত্মার পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা জানা গেল।

কঠোপনিষদ্‌ও জীবাত্মা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অণুপ্রমাণাৎ ॥১।২।৮॥—জীবের প্রমাণ বা পরিমাণ অণু।" এ-স্থলেও পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা জানা যায়।

স্মৃতিপ্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১১।১৬।১১॥—বৃহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি মহান্ (মহত্তত্ত্ব) এবং সূক্ষ্ম (বা ক্ষুদ্র)-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি জীব।"

এই শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী-তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ যৎ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পর-প্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্যানন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্যভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চমধ্যে হি সর্ব্বকারণত্বাৎ মহত্তত্ত্বস্য মহত্ত্বং নাম ব্যাপকত্বং ন তু পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া সুজ্ঞেয়ত্বং যথা, তদ্বৎ প্রপঞ্চে জীবানামপি সূক্ষ্মত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্যম্ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর ॥১১৫-১৬ পৃষ্ঠা ॥"

তাৎপর্য্য :—জীব হইতেছে সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, সূক্ষ্মতম। দুর্জ্ঞেয়ত্ব-বশতঃ যে সূক্ষ্মত্ব, তাহা এ-স্থলে অভিপ্রেত নহে। কেননা, এ-স্থলে বলা হইয়াছে—"আমি মহৎ-সমূহের (বড় বস্তু-সমূহের) মধ্যে মহান্ (বৃহত্তম—মহত্তত্ত্ব), সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব-এই বাক্যদ্বয় হইতেছে পরস্পর-প্রতিযোগী—মহৎ-এর প্রতিযোগী হইতেছে সূক্ষ্ম এবং মহান্-এর (মহত্তত্ত্বের) প্রতিযোগী হইতেছে জীব। এক সঙ্গেই এই প্রতিযোগী বাক্যদ্বয় কথিত হইয়াছে; সুতরাং দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃ জীবকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে মনে করিলে বাক্যের স্বারস্য ভঙ্গ হয়; কিরূপে স্বারস্য ভঙ্গ হয়, তাহা বলা হইতেছে।

(এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী "মহান্"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—মহত্তত্ব ; শ্রীজীবগোস্বামীও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন)। প্রপঞ্চমধ্যে পৃথিব্যাদি যাহা কিছু আছে, তাহাদের সমস্তের কারণ বলিয়াই মহত্তত্ত্বকে মহৎ বলা হয় ; মহৎ-অর্থ এ-স্থলে ব্যাপক। পৃথিবী-আদি অপেক্ষা মহত্তত্ত্বের ব্যাপকত্ব (আয়তন) বেশী বলিয়াই তাহাকে মহৎ বলা হইয়াছে ; পৃথিবী-আদি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব সুজ্ঞেয় বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা হয় নাই। কেননা, বস্তুতঃ মহত্তত্ত্ব পৃথিব্যাদি হইতে সুজ্ঞেয় নয়, বরং দুর্জ্ঞেয়ই। পৃথিবী-আদি হইতে মহত্তত্ত্ব সুজ্ঞেয় বলিয়া যদি তাহাকে মহৎ বলা হইত, তাহা হইলে প্রপঞ্চগত জীবের দুর্জ্ঞেয়ত্বকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বলিলে স্বারস্য রক্ষিত হইত ; কেননা, তাহাতে সুজ্ঞেয় মহত্তত্ত্বের প্রতিযোগী হইত দুর্জ্ঞেয় জীব ; সুজ্ঞেয়ের প্রতিযোগীই হইতেছে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু মহত্তত্ত্বের মহত্ত্বের হেতু যখন ব্যাপকত্ব (আয়তন), তখন তাহার প্রতিযোগী জীবের সূক্ষ্মত্বের হেতুও অণুত্ব (পরিমাণগত সূক্ষ্মত্ব) হইলেই স্বারস্য রক্ষিত হইতে পারে। অণুত্ব বা পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বই হইতেছে ব্যাপকত্বের প্রতিযোগী।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল— জীবাত্মার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব হইতেছে পরিমাণগত। পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই জীবকে অণু বা সূক্ষ্ম বলা হয়।

ব্রহ্মসূত্র প্রমাণ। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২২॥"-এই বেদান্ত-সূত্রে বলা হইয়াছে—"স্বশব্দ" হইতে এবং "উন্মান" হইতে জানা যায় যে, জীব অণু। স্বশব্দ = শ্রুতির উক্তি ; উন্মান = বেদোক্ত পরিমাণ। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮-ঘ অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—"উন্মানমপি জীবস্য অণিমানং গময়তি— 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।' ইতি, 'আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' ইতি চোন্মানান্তরম্ ॥ --শ্রুতিতে যে উন্মানের (পরিমাণের) কথা আছে, তাহা হইতেও জীবের অণুত্বই জানা যায়। যথা —'বালাগ্রশতভাগস্য' ইত্যাদি (ইহার অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে) এবং 'আরাগ্রমাত্রো'-ইত্যাদি (ইহার অনুবাদও পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে)।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য হইতেও জানা গেল—জীবের পরিমাণ বা আয়তন যে অণুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র, তাহাই উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৬-ক অনুচ্ছেদে **উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্** ॥২।৩।১৯॥"-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় জীবাত্মার বিভুত্ব খণ্ডিত হইয়াছে এবং ২।১৬।খ-অনুচ্ছেদে **এবঞ্চ আত্মা অকাৎর্স্ন্যম্** ॥২।২।৩৪॥", "**ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ** ॥২।২।৩৫॥" এবং '**অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ** ॥২।২।৩৬॥"- ব্রহ্মসূত্রসমূহের আলোচনায়, জীবাত্মার মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বিভুত্ব এবং মধ্যমাকারত্ব—এই উভয়ই হইতেছে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য। এইরূপে পরিমাণগত বিভুত্ব ও মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়া যে অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (২।১৭-অনুচ্ছেদ এবং ২।১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাও যে পরিমাণগতই, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮-গ-অনুচ্ছেদে আলোচিত **"ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥** ২।৩।২১॥"-ব্রহ্মসূত্রেও জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, সেই সূত্রে বিরুদ্ধপক্ষ জীবাত্মার অনণুত্বের কথাই বলিয়াছিলেন — শ্রুতিতে আত্মার অনণুত্ব (বিভুত্ব বা ব্যাপকত্ব) উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া। সূত্রকার ব্যাসদেব প্রতিপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন— শ্রুতিতে যে আত্মার অনণুত্বের বা বিভুত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মা হইতেছেন পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, পরন্তু জীবাত্মা নহে। পরমাত্মার অনণুত্ব বা বিভুত্ব হইতেছে তাঁহর ব্যাপকত্ব; ব্যাপকত্বে পরিমাণই বুঝায়— পরিমাণের বৃহত্তমতাই হইতেছে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব। পরমাত্মার পরিমাণগত অনণুত্বের প্রতিযোগী অণুত্বও পরিমাণগতই; অন্যথা, এই সূত্রবাক্যের সার্থকতা কিছু থাকে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮ চ-অনুচ্ছেদে আলোচিত **"অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি॥** ২।৩।২৪॥"-ব্রহ্মসূত্রেও জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই রলা হইয়াছে। কেননা, সে-স্থলে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। জীবাত্মা পরিমাণে ক্ষুদ্র না হইলে ক্ষুদ্র-পরিমিত হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮ ঙ-অনুচ্ছেদে আলোচিত "**অবিরোধঃ চন্দনবৎ** ॥২।৩।২৩॥"-ব্রহ্মসূত্রেও জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, তাহাতে বলা হইয়াছে— চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে থাকিয়াও যেমন সমগ্র দেহে তাহার স্নিগ্ধতা বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহের একস্থানে থাকিয়াও সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণ বিস্তার করে। দেহের একস্থানে অবস্থিতির উল্লেখে জীবাত্মার পরিমাণগত ক্ষুদ্রত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণে জানা গেল — জীবাত্মার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব হইতেছে পরিমাণগত। জীবাত্মার পরিমাণ বা আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই তাহাকে অণু বা সূক্ষ্ম বলা হয়।

২০। জীবাত্মা চিৎকণ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে —জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা (২।৯-অনুচ্ছেদ)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, জীবশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের অংশই হইতেছে জীবাত্মা (২।১৪-অনুচ্ছেদ)। ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন চিদ্বস্তু। জীবশক্তিও চিদ্বস্তু। সুতরাং জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণও চিদ্বস্তু এবং তাঁহার অংশ জীবও হইল চিদ্‌বস্তু। সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিদংশ।

জীবের পরিমাণ হইতেছে অণু বা কণা (২।১৯ অনুচ্ছেদ); সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। ব্রহ্ম হইলেন বিভু-চিৎ; আর, জীব হইতেছে অণু-চিৎ।

ব্রহ্মের স্বাংশ-ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের প্রত্যেকেই বিভু-চিৎ; যেহেতু, তাঁহারা প্রত্যেকেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু", তাঁহারা "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" আর, ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ জীব (২।১৫-অনুচ্ছেদ) হইতেছে অণু-চিৎ। ইহাই স্বাংশ ও বিভিন্নাংশের মধ্যে একটী পার্থক্য।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জীবের নিত্যত্ব ও সংখ্যা

২১। জীবাত্মার নিত্যত্ব

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে ; সুতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায় —মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেহধারী জীবের জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। জীবাত্মারও কি তদ্রূপ উৎপত্তি-বিনাশ আছে ? জীবাত্মার কি উৎপত্তি হয় ? ইহার উত্তরে বেদান্ত-সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন ঃ—

ন আত্মা শ্রুতে র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৭॥

ন আত্মা— আত্মা ন — জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, জন্মে না। **শ্রুতেঃ**—শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়। যথা, কঠোপনিষৎ বলিতেছেন--"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ কঠ॥ ১।২।১৮॥-আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কারণান্তর হইতে আসে নাই, নিজেও অন্য কিছুর কারণ নহে। এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত (অপক্ষয়বর্জ্জিত) এবং পুরাণ। শরীর হত হইলে ইহা শরীরের সহিত হত হয় না।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলেন—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা-ইত্যাদি ॥ শ্বেতাশ্বতর॥১।৯॥—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর (ব্রহ্ম) এবং অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা প্রকৃতি—ইহারা সকলেই অজ (জন্মরহিত)।" **নিত্যত্বাৎ তাভ্যঃ**— শ্রুতি ও স্মৃতি-এই উভয় হইতেই জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা জানা যায়। **চ**— চেতনত্বং চ-শব্দাৎ। চ-শব্দে জীবাত্মার চেতনত্ব বুঝায়। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৩॥— নিত্যেরও নিত্য (নিত্যতা-বিধায়ক) চেতনেরও চেতন (চেতনা-বিধায়ক)।" "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ ॥ গীতা॥২।২০॥ —অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।" জীবাত্মার নিত্যত্ব এবং চেতনত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে। (গোবিন্দভাষ্য)।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে— জীব যদি নিত্যই হয়, তাহার যদি জন্ম-মৃত্যু না-ই থাকে, তাহা হইলে লৌকিক জগতে প্রাণীদিগের জন্ম-মৃত্যু দৃষ্ট হয় কেন ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন— "এবং সতি জাতো যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহারো যশ্চ জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ।— যজ্ঞদত্তের জন্ম হইয়াছে, যজ্ঞদত্তের মৃত্যু হইয়াছে—এই যে লৌকিক ব্যবহার এবং লোকের যে জাতকর্ম্মাদির বিধি, তাহা কেবল দেহাশ্রিত জীব-সম্বন্ধে, অর্থাৎ জীবাত্মা যে-দেহ আশ্রয় করে, সেই দেহ-সম্বন্ধে ; জীবাত্মাশ্রিত দেহেরই জন্ম-মৃত্যু-আদি, জীবাত্মার নহে।" বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলেন-"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানং স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ ইতি। —সেই এই পুরুষ (জীব) জন্মসময়ে দেহ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে।" ছান্দোগ্য-শ্রুতিও বলেন "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।—জীবের মৃত্যু নাই, জীব হইতে বিশ্লিষ্ট দেহেরই মৃত্যু (ধ্বংস) হয়।" (গোবিন্দভাষ্য)।

অন্যান্য ভাষ্যকারগণও তাঁহাদের ভাষ্যে জীবাত্মার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এইরূপে জানা গেল — জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জীবাত্মা নিত্য। প্রাকৃত দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

২২। জীবাত্মার নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব

জীবের অণুত্ব যখন তাহার স্বরূপগত, তখন তাহা নিত্যও ; যেহেতু, কোনও অনিত্য বা আগন্তুক বস্তু স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং অণুত্ব যখন জীবের স্বরূপগত, তখন সর্ব্বাবস্থাতেই —সংসারী অবস্থাতেই হউক, কি মুক্ত অবস্থাতেই হউক, সকল অবস্থাতেই—জীব থাকিবে অণু-পরিমিত। এই অণুপরিমিত রূপে সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণও আছে।

শ্রুতিপ্রমাণ

"মমৈবাংশো জীবলোকে"-ইত্যাদি গীতা ॥ ১৫।৭॥- শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই। "স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতীতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ। —ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই মর্ত্ত্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মদ্বারাই দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারাই শ্রবণ করেন, ব্রহ্মদ্বারাই এই সমস্ত অনুভব করেন। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি।" ইহা হইতে জানা গেল—মুক্ত অবস্থাতেও জীব দর্শন-শ্রবণাদি করিয়া থাকে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে দর্শন-শ্রবণাদি সম্ভব নয়।

সৌপর্ণ-শ্রুতিও বলেন — "মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসত ইতি সৌপর্ণ-শ্রুতৌ ॥৪।১।১২॥-ব্রহ্ম-সূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃতশ্রুতিবচন ॥—মুক্ত পুরুষেরাও ইঁহার (পরব্রহ্ম ভগবানের) উপাসনা করেন।" মুক্তাবস্থায় পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে উপাসনা করিবে কে ?

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি হইতে জানা যায় — "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ ব্রহ্মবল্লী ॥৭। — তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। রস-স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়।" মুক্তাবস্থাতেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। তাঁহাকে পাইলেই জীব "আনন্দী" হয়, একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। তাঁহাকে পাইলে জীব "আনন্দ" হয় — একথা শ্রুতি বলেন নাই। আনন্দ এক বস্তু, আনন্দী আর এক বস্তু ; যেমন ধন এক বস্তু, ধনী আর এক বস্তু। সুতরাং "আনন্দী"-শব্দই মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্। * *। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥২।১॥ — ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। * *। চিত্ত-গুহায় অবস্থিত পরব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি

ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।" এ-স্থলে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে ভোগ করা সম্ভব হয় না।

মুক্তজীব-সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ॥৪।৩।২১॥—প্রিয়া স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া লোক যেমন ভিতরের ও বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ এই পুরুষও প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত (পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত) হইয়া ভিতরের ও বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না।" প্রেয়সী পত্নীকর্তৃক আলিঙ্গিত পুরুষ আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃই অন্য কোনও বিষয় জানিতে পারে না; আলিঙ্গনের ফলে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। তদ্রূপ আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও মুক্তজীব আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ অন্য কিছু জানিতে পারে না, অন্য কোনও বিষয়ে তাহার অনুসন্ধান থাকে না। দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে বুঝা যায়—মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ পায় না। পৃথক্ অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে আনন্দ-তন্ময়তা জন্মিবে কাহার? "ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"-এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়—তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানমাত্র থাকে না।

মুক্তজীব-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৭।২৫।২॥—সেই এই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার অনুভব করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাজ হয়েন; তিনি ইচ্ছানুসারে সমস্ত লোকে গমন করিতে পারেন।"

শ্রীপাদ আনন্দগিরি উক্ত শ্রুতিবাক্যের শঙ্কর-ভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন—জীবন্মুক্তিমুক্ত্বা বিদেহমুক্তিং দর্শয়তি—স ইতি। স্বারাজ্যং নিমিত্তীকৃত্য ফলান্তরমাহ—যত এবমিতি॥" ইহাতে বুঝা যায়—"তিনি স্বরাজ্ হয়েন, ইচ্ছানুসারে সকল লোকে গমন করিতেও পারেন"—এই সকল হইতেছে বিদেহ-মুক্তির অবস্থার কথা। ইহা হইতে জানা গেল—বিদেহ-মুক্তি-অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতির "যস্মাদ্ যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।২।৪॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" পূর্ব্বেই [১।২।৬৮ খ (৩)-অনুচ্ছেদে] এই ভাষ্যবাক্যটী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবদের ভগবদ্ভজনের কথাই বলিয়াছেন। ভক্তির কৃপায় (লীলয়া) সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভজনের উপযোগী দিব্য দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন—একথাই শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে জানা যায়। ইহা হইতে

জানা গেল—সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; তাহা না হইলে ভগবদ্-ভজনের জন্য দেহ ধারণ করিবে কে ?

এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

স্মৃতিপ্রমাণ

"মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ গীতা ॥১৫।৭॥"-এই গীতাবাক্যে জীবস্বরূপকে—সুতরাং জীবের অণুত্বকেও—সনাতন বা নিত্য বলা হইয়াছে। জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-কণ অংশরূপেই সনাতন বা নিত্য এবং এতাদৃশরূপে নিত্য বলিয়া মুক্তাবস্থাতেও যে জীবের চিৎ-কণ অবস্থা থাকে, বিভু হইয়া যায় না, তাহাই বুঝা যায়। জীব স্বরূপে যখন চিৎ-কণ, তখন কখনও বিভু বা মধ্যমাকার হইতে পারে না ; কেননা, বিভু বা মধ্যমাকার হইলেই স্বরূপের ব্যত্যয় হইয়া যাইবে ; কিন্তু কোনও বস্তুরই স্বরূপের ব্যত্যয় হইতে পারে না। মুক্তাবস্থাতেও জীব যদি চিৎ-কণই থাকে, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যায় যে, তখনও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥১১।৫৪॥

—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যা ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারা যায়, তত্ত্বতঃ দর্শন করিতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

পরব্রহ্ম ভগবানের তত্ত্ব-জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়। তত্ত্বতঃ দর্শন এবং তাঁহাতে প্রবেশ-এই দুইটী হইতেছে মুক্তি লাভের পরের অবস্থা-বৈচিত্রী (১।২।৬৮ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে, এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; নতুবা, দর্শন করিবে কে, প্রবেশই বা করিবে কে ?

গীতার অন্যত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি পরিমাণতঃ যতখানি এবং স্বরূপতঃ যাহা, তাহা ভক্তিদ্বারা জানা যায়। আমাকে যথার্থরূপে—তত্ত্বতঃ—জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে প্রবেশ করিবে কে ?

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয়।

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ ৬।৭।৯৪ ॥

—বিশেষরূপ ভেদের জনক অজ্ঞান আত্যন্তিকরূপে বিনষ্ট হইলে, জীবাত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহকে কে অস্তিত্বহীন করিবে ? অর্থাৎ কেহই করিবে না।”

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের আলোচনায় লিখিয়াছেন—“দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদঃ তস্য জনকেঽপি অজ্ঞানে নাশং গতে পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মনো জীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিকঃ, তং ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি ? অপি তু সন্তং বিদ্যমানমেব সর্ব্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। উত্তরত্র পাঠেনাসন্তং ইত্যেতস্য বিধেয়ত্বাদন্যথার্থঃ কষ্টসৃষ্ট এবেতি মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ স্বাভাবিকশক্তিত্বাদেব॥ বহরমপুর॥১২৮-২৯ পৃষ্ঠা॥”

তাৎপর্য্য। শ্লোকস্থ ‘বিভেদ’-শব্দের অর্থ হইতেছে—বিশেষরূপে ভেদ। বিশেষরূপ ভেদ কি ?—দেবত্ব-মনুষ্যত্ব-লক্ষণ ভেদই হইতেছে বিশেষ ভেদ। একই জীবাত্মা কর্ম্মফল অনুসারে কখনও দেবদেহে, কখনও বা মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে একই জীবাত্মার বিভিন্ন দেহে অবস্থান-কালে দেহের ভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ জীবাত্মার ভেদ নাই। তথাপি দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ লোকে মনে করে, জীবাত্মারও ভেদ আছে; কেননা, দেহাত্মবুদ্ধি জীব যখন দেহকেই আত্মা (জীবাত্মা) বলিয়া মনে করে, তখন দেহভেদে জীবাত্মার ভেদ-মনন তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি—সুতরাং দেহভেদে জীবাত্মার ভেদ-মনন হইতেছে অজ্ঞানের ফল। এইরূপ ভেদবুদ্ধির হেতু অজ্ঞান দূরীভূত হইলেও—যে অজ্ঞানবশতঃ লোক দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সেই অজ্ঞান দূরীভুত হইলেও—পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?—অর্থাৎ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। মায়াজনিত অজ্ঞান দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞান জন্মায়; কিন্তু সেই অজ্ঞান পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ-জ্ঞান জন্মায় না। সুতরাং সেই অজ্ঞানের তিরোধানে দেবমনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত একই জীবাত্মা সম্বন্ধীয় ভেদজ্ঞানই তিরোহিত হইতে পারে; কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে না; কেননা, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞান সেই অজ্ঞান-প্রসূত নহে। এই ভেদ হইতেছে স্বাভাবিক। অনাদিবহির্ম্মুখ সাংসারিক জীব ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ বা অভেদের কথাও জানিতে পারে না। বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইলে—সুতরাং সেই অজ্ঞানও দূরীভূত হইলে জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে, নিজের স্বরূপও জানিতে পারে; তখন এতদুভয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ নিত্য বিদ্যমান, তাহাও জানিতে পারে। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান, তাহা আর অস্বীকার করতে পারে না। ইহাই হইতেছে শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্লোকটীর শেষার্দ্ধ হইতেছে এইরূপ—‘আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি—জীবাত্মা

ও ব্রহ্মের মধ্যে যে ভেদ, তাহাকে অস্তিত্বহীন (অসন্তং) কে করিবে ?' এই বাক্যে "জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ"-এই অংশটী পূর্ব্বে বসিয়াছে বলিয়া হইতেছে অনুবাদ (জ্ঞাত বস্তু), আর "অসন্তং কঃ করিষ্যতি—অবিদ্যমান কে করিবে," এই অংশটী পরে বসিয়াছে বলিয়া হইতেছে বিধেয় (অজ্ঞাত বস্তু), অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদ (অর্থাৎ অভেদের অবিদ্যমানতা) স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে বিধেয় বা সাধ্যবস্তু। বাক্যরচনার শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অনুবাদই আগে বসে, তার পরে বসাইতে হয় বিধেয়কে। এই রীতি অনুসারে জানা গেল, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যে স্বাভাবিকভাবে নিত্য বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে উল্লিখিত বাক্যের প্রতিপাদ্য। সুতরাং শ্লোকের যে অর্থটী পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক অর্থ। অন্যরূপ অর্থের কল্পনা হইবে কষ্টকল্পনামাত্র।

এইরূপে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোক হইতে জানা গেল, জীবাত্মা পরমাত্মার স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া এবং সেই হেতু জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বলিয়া মোক্ষদশাতেও তাহার পরমাত্মাংশত্বের ব্যভিচার হয় না ; মোক্ষদশাতেও পরমাত্মার অংশরূপে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপেই অবস্থান করে।

পরমাত্মসন্দর্ভের অন্যত্রও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দেব-মনুষ্যাদিনামরূপ-পরিত্যাগেন তস্মিন্ লীনেঽপি স্বরূপভেদোঽস্ত্যেব তত্তদংশসদ্ভাবাৎ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫৭ পৃষ্ঠা ॥—দেব-মনুষ্যাদি-নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে লীন হইলেও জীবাত্মার স্বরূপ-ভেদ থাকেই ; যেহেতু, জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের অংশ।"

এইরূপে স্মৃতিপ্রমাণেও জানা গেল মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

"অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২।২।৩৬॥"-এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, অন্ত্য বা শেষ অবস্থায়ও (মোক্ষ লাভের পরেও) জীবাত্মা যেভাবে অবস্থান করে, সেই সময়ে আত্মা ও আত্মার পরিমাণ-এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু "অবিশেষঃ"-কোনও বিশেষ থাকে না, মোক্ষের পূর্ব্বে ও পরে জীবাত্মার পরিমাণের কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। এইরূপে এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—মোক্ষের পরেও জীবাত্মা অণু-পরিমিতই থাকে ; সুতরাং মোক্ষবস্থাতেও জীবাত্মার অণুরূপ পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ, কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যত্নুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োর-

ভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সীতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্ ”

তাৎপর্য্য। “আপ্রায়ণাৎ”—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে। “তত্রাপি” —তত্র (মোক্ষাবস্থায়) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থাতেও—অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও—উপাসনা করিবে। “হি”—যেহেতু,—“দৃষ্টম্”—শ্রুতিতে সকল সময়েই উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন—‘যে পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ইঁহার (ব্রহ্মের) উপাসনা করিবে।’ সৌপর্ণ-শ্রুতি বলেন—‘মুক্ত পুরুষেরাও ইঁহার উপাসনা করেন।’ প্রশ্ন হইতে পারে—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধিই বা কোথায়, ফলই বা কি ? উত্তরে বলা যায়—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও (এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও), বস্তুসৌন্দর্য্য-বলেই মুক্ত পুরুষ ভজনে প্রবর্ত্তিত হয়েন; যেমন মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তুসৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য।

এ-স্থলে, মোক্ষলাভের পরেও মুক্তজীবের ভগবদ্ভজনের কথা জানা যায়। তাহাতেই বুঝা যায়—তখনও, মুক্তাবস্থায়ও, জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, নচেৎ ভজন করিবে কিরূপে ?

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে” -নৃসিংহপূর্ব্ব-তাপনীর ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিটী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্যও শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির অনুরূপই।

“মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥১।৩।২॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন— “মুক্তানাং পরমা গতিঃ—ব্রহ্ম মুক্তপুরুষদিগেরও পরমা গতি।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে (১৩০ পৃঃ) এই ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাৎ তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগেরও উপসৃপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়।”

মোক্ষাবস্থায় যে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, এই ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা গেল।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥”

ইত্যুক্ত্বা ব্রবীতি—

"তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"-ইতি। ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"

তাৎপর্য্য। "পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধব্যতীত) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়"— একথা বলার পরে শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।" ব্রহ্ম যে মুক্তপুরুষের উপসৃপ্য (প্রাপ্য), তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। যথা শাস্ত্র বলিতেছেন—"যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখন জীব অমৃত হয়, ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে ভোগ করে।"

শ্রীপাদ শঙ্কর "উপসৃপ্য"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রাপ্য।" ব্রহ্ম হইতেছেন মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য। প্রাপ্তির কর্ত্তা হইতেছেন—মুক্ত পুরুষ; আর কর্ম্ম হইতেছেন ব্রহ্ম। ইহাদ্বারাও মুক্ত পুরুষের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে ভোগ করেন (সমশ্নুতে), অর্থাৎ রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দ এবং রস (মাধুর্য্যাদি) আস্বাদন করেন। ইহাদ্বারাও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। মুক্ত জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে আনন্দের ও রসের আস্বাদন করিবে কে?

এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল—মোক্ষাবস্থাতেও জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। জীবাত্মা যখন নিত্য, তখন তাহার এই পৃথক্ অস্তিত্বও নিত্য।

২৩। জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত

জীবের স্বরূপগত অণুত্ব হইতেই তাহার সংখ্যার অনন্তত্ব সূচিত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা অনন্তকোটী দেহধারী জীব দেখিতেছি। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই অণুরূপে জীবাত্মা বিদ্যমান। অনন্ত কোটী দেহে অনন্ত কোটী জীবাত্মা। সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাও অনন্ত। এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও বিদ্যমান। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিপ্রমাণ জীবাত্মা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥৫।৯॥

—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে, তাহার এক ভাগের যাহা পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহার তুল্য। সেই জীব আবার অনন্ত।"

এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মাকে "অনন্ত" বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই "অনন্ত"-শব্দের তাৎপর্য্য কি?

অন্ত নাই যাহার, তাহাকেই অনন্ত বলা হয়। কিন্তু "অন্ত"-শব্দের অর্থ কি ? "অন্ত"-শব্দের অর্থ—শেষ। এই "শেষ"-শব্দে অস্তিত্বের শেষও (অর্থাৎ ধ্বংসও) বুঝাইতে পারে, সীমার শেষও বুঝাইতে পারে এবং সংখ্যার শেষও বুঝাইতে পারে। শেষ (বা অন্ত)-শব্দে যদি অস্তিত্বের শেষ বুঝায়, তাহা হইলে "অনন্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার ধ্বংস নাই, অর্থাৎ যাহা নিত্য। আর, "অন্ত"-শব্দে সীমার শেষ বুঝাইলে "অনন্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার সীমার শেষ নাই, অর্থাৎ যাহা অসীম বা বিভু (সর্ব্বব্যাপক)। আবার "অন্ত"-শব্দে যদি সংখ্যার শেষ বুঝায়, তাহা হইলে "অনন্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার সংখ্যার শেষ নাই, অর্থাৎ যাহা অসংখ্য। এইরূপে, "অনন্ত"-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল—(১) বিভু বা সর্ব্বব্যাপক, (২) নিত্য এবং (৩) অসংখ্য।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই তিনটী অর্থের কোন্ অর্থের সহিত, বা কোন্ কোন্ অর্থের সহিত, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি থাকিতে পারে।

শ্রুতিবাক্যটীর পূর্ব্বাংশে জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২২॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বাংশ উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্ব প্রস্থানত্রয়-সম্মত (২।১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায়, "অনন্ত"-শব্দের "বিভু বা সর্ব্বব্যাপক"-অর্থ উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, তাহাই অভিপ্রেত মনে করিতে গেলে, ইহাও মনে করিতে হয় যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীতে একই জীবাত্মাকে একই সঙ্গে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত বিভু বা সর্ব্বব্যাপক বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির একই বাক্যে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং "অনন্ত"-শব্দের "বিভু বা সর্ব্বব্যাপক" অর্থ এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

এক্ষণে অন্য দুইটী অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। "অনন্ত"-শব্দের "ধ্বংসহীন বা নিত্য" অর্থ গ্রহণ করিলে অসঙ্গতি কিছু দেখা যায় না। কেননা, পরিমাণগত অণুত্ব এবং নিত্যত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে। বিশেষতঃ, জীবাত্মা যে নিত্য, তাহা শাস্ত্রসম্মত (২।২১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"অনন্ত"-শব্দের "অসংখ্য"-অর্থও শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত। কেননা, পরিমাণগত অণুত্ব এবং অসংখ্যত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পরিমাণগত অণুত্ব এবং অসংখ্যত্ব পরস্পর-বিরোধী না হইলেই কি সিদ্ধান্ত করা যায় যে—জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত ? জীবাত্মার অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ থাকিলেই তাহা স্বীকার করা যায়।

উত্তরে বলা যায়—জীবাত্মার অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

স্মৃতিপ্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতা যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি

নিয়মঃ।”-ইত্যাদি ১০।৮৭।৩০-শ্লোকে জীবাত্মার অসংখ্যত্বের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—“অপরিমিত এবং ধ্রুব দেহী (জীবাত্মা) সকল যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে শাস্যতা থাকে না।” এ-স্থলে “সর্ব্বগত”-শব্দে “বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব” বুঝাইতেছে ; সুতরাং “অপরিমিত”-শব্দেও “পরিমাণহীনতা বা সর্ব্বব্যাপকত্ব” বুঝাইতে পারে না ; কেননা, তাহা হইলে, একই বাক্যে একার্থ-বাচক দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয় ; তাহা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। সুতরাং এ-স্থলে “অপরিমিত”-শব্দের অর্থ হইবে—“সংখ্যার পরিমাণহীনতা বা অসংখ্য।” আর, “ধ্রুব”-শব্দের অর্থ “নিত্য।” শ্রুতিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—“নিত্য এবং অসংখ্য জীবাত্মা যদি সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপক বা বিভু) হয়, তাহা হইলে শাস্যতা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ভগবান্ শাসক বা নিয়ন্তা এবং জীব শাস্য বা নিয়ন্ত্রণীয়-এই নিয়ম থাকে না ; সুতরাং জীবের বিভুত্ব সম্ভব হয় না।” এ-স্থলে জীবাত্মার সংখ্যা যে অপরিমিত, শ্রুতিগণ তাহাই বলিয়াছেন।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“অপরিমিতা বস্তুত এব অনন্তসংখ্যা নিত্যাশ্চ যে তনুভৃতো জীবাস্তে যদি সর্ব্বগতা বিভবঃ স্যুঃ। তর্হি তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমত্বাচ্ছাস্যতেতি নিয়মো ন স্যাৎ, ঈশ্বরো নিয়ন্তা জীবো নিয়ম্য ইতি বেদকৃতনিশ্চয়ো ন ঘটতে ইত্যর্থঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর। ১১৭-১৮ পৃষ্ঠা॥—অপরিমিত অর্থাৎ বস্তুতঃই অনন্তসংখ্যক এবং নিত্য (ধ্রুব) যে দেহধারী জীবসকল, তাহারা যদি সর্ব্বগত, অর্থাৎ বিভু, হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাপ্যত্ব থাকে না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে সমত্বই হইয়া পড়ে (যেহেতু, জীবও বিভু ঈশ্বরও বিভু ; সুতরাং উভয়েই সমান) ; এই অবস্থায় জীবের শাস্যত্বের নিয়ম থাকে না। বেদ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে—ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়ম্য। জীব সর্ব্বগত বা বিভু হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়।”

এই টীকা হইতে জানা গেল—জীবাত্মা হইতেছে বস্তুতঃই অনন্তসংখ্যক।

এইরূপে, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—জীবাত্মা হইতেছে সংখ্যায় অনন্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব

২৪। জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা

পূর্ব্বেই (২।৯ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, জীবাত্মা চিদ্রূপ। চিৎ বলিতে জ্ঞানই বুঝায়; সুতরাং চিদ্রূপ জীবাত্মা হইতেছে চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীবাত্মা কি কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপই, না কি জ্ঞাতাও।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়—জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা জ্ঞাতাও। এ-স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে।

জ্ঞঃ অত এব ॥ ২।৩।১৮॥-ব্রহ্মসূত্র জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্বের কথা বলিয়াছেন।

জীব হইতেছে **জ্ঞঃ**—জ্ঞাতা। **অতঃ এব**—শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়।

শ্রুতিপ্রমাণ এইরূপ। **ছান্দোগ্য-শ্রুতি** বলিয়াছেন—"যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাক্। অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥—৮।১২।৪॥—যিনি জানেন (অনুভব করেন) 'আমি আঘ্রাণ (ঘ্রাণ গ্রহণ) করিতেছি', তিনি আত্মা (জীবাত্মা); নাসিকা তাঁহার ঘ্রাণ-গ্রহণের উপায়। আর, যিনি জানেন, 'আমি শব্দ উচ্চারণ করিতেছি', তিনি আত্মা; বাগিন্দ্রিয় তাঁহার শব্দোচ্চারণের উপায়। আর, যিনি জানেন, 'আমি শ্রবণ করিতেছি', তিনি আত্মা; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শ্রবণের উপায়।"

গন্ধবিশিষ্ট বস্তুর গন্ধ-গ্রহণের অনুভব, স্বীয় বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ উচ্চারণের অনুভব এবং অপরকর্তৃক উচ্চারিত শব্দের শ্রবণের অনুভব—এ-সমস্ত হইতেছে জ্ঞাতৃত্বেরই লক্ষণ। জীবাত্মা এই সমস্তের অনুভব লাভ করেন বলিয়া জীবাত্মার যে জ্ঞাতৃত্ব আছে, তাহাই জানা গেল।

জীবাত্মা সম্বন্ধে **প্রশ্নোপনিষৎ** বলিয়াছেন—"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ ৪।৯॥—ইনিই (এই জীবাত্মাই) দর্শন-কর্ত্তা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণ-কর্ত্তা, রসাস্বাদক, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা এবং বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়ের পরিচালক) পুরুষ।"

এই শ্রুতি-বাক্যের "বোদ্ধা—যিনি বুঝেন, তিনি"-শব্দে স্পষ্টভাবেই জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। "দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা"-ইতাদি শব্দেও জ্ঞাতৃত্ব সূচিত হইতেছে। কেন না, দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারের অনুভব না জন্মিলে দর্শন-স্পর্শনাদির কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। অনুভব হইতেছে জ্ঞাতৃত্বেরই ধর্ম্ম।

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব আছে।

গোবিন্দভাষ্যকার বলিয়াছেন—"জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব।—জীবাত্মা

জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপই।" তিনি বলেন—"শ্রুতিপ্রমাণ-বলেই জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, যুক্তিবলে নহে। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'—এই ব্রহ্মসূত্রবাক্যই অবলম্বন। জীবাত্মা যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ—স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। "জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽহমিতি স্মৃতেশ্চ।"

গোবিন্দভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন—"ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সুখমহমিতি সুপ্তোত্থিত-পরামর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি। জীবাত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপই নহে। যদি তাহাই হইত, যদি জীবের জ্ঞাতৃত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পক্ষে—"আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম", এইরূপ অনুভূতি সম্ভব হইত না। জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞাতৃত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপও এবং জ্ঞাতাও—ইহাই সিদ্ধান্ত।"

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা জানা যায়।

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ গীতা ॥ ৫।১৫ ॥—(অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ) অজ্ঞানের দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে ; সেইজন্য প্রাণিসকল মোহ প্রাপ্ত হয়।"

যে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া আছে, তাহা হইতেছে জীবের স্বরূপগত নিত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে বলিয়াই জীব পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে জানিতে পারে না; অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া গেলে নিত্যসিদ্ধ এই জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়, তখনই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা গেল—জীবের যে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে—জীবের জ্ঞাতৃত্ব : এইরূপে উদ্ধৃত গীতাশ্লোক হইতে জানা গেল—জীবের বা জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়।

"গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥৩।২৬।৫॥

—যে প্রকৃতি (মায়া) স্বীয় গুণের দ্বারা নিজের সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া জ্ঞানের আবরণরূপা সেই প্রকৃতিদ্বারা জীব সদ্যঃ মুগ্ধ হইয়া পড়েন।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানং গূহতে আবৃণোতীতি জ্ঞানগূহা তয়া—যাহা জ্ঞানকে আবৃত করে, তাহাই জ্ঞানগূহা, তদ্দ্বারা" এবং "মুমুহে আত্মানং বিস্মৃতবান্—মুমুহে শব্দের অর্থ—আত্মাকে বিস্মৃত হয়।"

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অত্র বিলোক্যেত্যনেন মুমুহ ইত্যনেন জ্ঞানগূহয়েত্যনেন চ পরাভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ তৎকৃতাদ্ অজ্ঞানাচ্চ প্রত্যগ্‌ভূতং যজ্‌জ্ঞানং তত্তস্য স্বরূপশক্তিরেব স্যাদিতি গম্যতে ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ৯৫ পৃষ্ঠা ॥—এ-স্থলে 'বিলোক্য'-শব্দের দ্বারা, 'মুমুহে' শব্দদ্বারা এবং 'জ্ঞানগূহয়া'

শব্দদ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, পরাভূতা প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতিকৃত অজ্ঞান হইতে প্রত্যগ্ ভূত যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে জীবের স্বরূপ-শক্তি (অর্থাৎ জীবের স্বরূপভূতা জ্ঞান শক্তি)।"

পরমাত্মসন্দর্ভের অন্যত্রও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চেতি॥ কিং তর্হি জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্তুনঃ প্রকাশমাত্রত্বেঽপি প্রকাশমানত্ববৎ। তাদৃশত্বমপি —জীবাত্মা কি জ্ঞানমাত্রাত্মক, না কি তাহা নয়? সূর্য্যাদি প্রকাশবস্তু প্রকাশমাত্র (প্রকাশ-স্বরূপ) হইয়াও যেমন প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা জ্ঞানমাত্র হইয়াও জ্ঞাতা হয়।"

"অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥", 'গুণাৎ বা আলোকবৎ॥ ২।৩।২৫॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে হৃদয়ে অবস্থিত অণুপরিমিত জীবাত্মার সমগ্রদেহে যে চৈতন্যগুণ-ব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই চৈতন্যগুণই হইতেছে জীবের জ্ঞাতৃত্ব। কেন না, এই চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি দ্বারাই দেহধারী জীব দেহের যে কোনও স্থানে সুখ-দুঃখাদির অনুভব লাভ করিতে—জ্ঞান লাভ করিতে—পারে।

এইরূপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল—জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা। কিন্তু জ্ঞাতা হইলেও জীব অণুচিৎ বলিয়া তাহার জ্ঞানও—জ্ঞাতৃত্বও—অল্প। জীব স্বল্পজ্ঞ। বিভুচিৎ বলিয়া ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ।

২৫। জীবাত্মার কর্তৃত্ব

ব্রহ্মসূত্র হইতে জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"জীব কর্ত্তা। কেন না, জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের—শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের—সার্থকতা থাকে। জীব কর্ত্তা হইলেই—যাগ করিবে, হোম করিবে, দান করিবে-ইত্যাদি শাস্ত্রবিধির সার্থকতা থাকিতে পারে; জীবের কর্তৃত্ব না থাকিলে এ-সমস্ত হইয়া পড়ে নিরর্থক। প্রশ্নোপনিষদে যে বলা হইয়াছে—'জীব দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানময় পুরুষ'—জীব কর্ত্তা হইলেই এই বাক্যও সার্থক হয়।"

এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ। কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্।—জীবই কর্ত্তা, মায়িক গুণ কর্ত্তা নহে। কেন না, 'স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন'—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা চেতন কর্ত্তাতেই দৃষ্ট হয়। গুণের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের নিরর্থকতা ঘটে। যেহেতু, শাস্ত্র—'কর্ম্মই ফলের হেতু'

এই রূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। জড় মায়ার জড়-গুণে তদ্রূপ বুদ্ধি উৎপাদনের সামর্থ্য নাই। চেতন জীবই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, জড়গুণ তাহা পারে না।" তাই জীবই কর্ত্তা, মায়িক গুণ কর্ত্তা নহে।

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি একটী প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তরও দিয়াছেন। প্রশ্নটী এই। জীবই যদি বাস্তবিক কর্ত্তা হয়, মায়িকগুণ বা প্রকৃতি যদি কর্ত্তা না-ই হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন— প্রকৃতির গুণই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, ভ্রমবশতঃ মায়াবদ্ধ জীব নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ?

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ॥৩।২৭॥

—সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়মতি ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।"

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—উল্লিখিত গীতোক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময়ে মায়ামুগ্ধ জীব—স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করে। কর্ত্তৃত্ব জীবাত্মারই, গুণসংসর্গবশতঃ তাহা গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়; সাংসারিক কর্ম্ম কেবলমাত্র জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বে নিষ্পন্ন হয় না। এজন্যই গীতাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে—"কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ গীতা ॥১৩।২২॥—জীব যে সদ্‌যোনিতে বা অসদ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতির গুণসঙ্গই (গুণসম্বন্ধই) তাহার কারণ।" এইরূপে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥
গীতা ॥১৮।১৪-১৬॥

—অধিষ্ঠান (শরীর), কর্ত্তা (অহঙ্কার), চক্ষুঃকর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, বিবিধ চেষ্টা (প্রাণ, অপ্রানাদি বায়ুর ব্যাপার) এবং ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোনও কর্ম্ম করে—উল্লিখিত পাঁচটীই হইতেছে তাহার হেতু। এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ সকল কর্ম্মের কারণ ঐ পাঁচটী হইলেও) যে লোক অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ কেবল আত্মাকেই (জীবাত্মাকেই) কর্ত্তারূপে দর্শন করে, সেই দুর্ম্মতি সম্যক্ দর্শন করে না।"

তাৎপর্য্য এই যে, শরীরাদি দৈবপর্য্যন্ত পাঁচটী বস্তুর সহায়তাতেই জীবাত্মা নানাবিধ সাংসারিক কর্ম্ম করিয়া থাকে; এই পাঁচটীর সহায়তা ব্যতীত কেবল মাত্র নিজের কর্ত্তৃত্বে জীব কোনও সাংসারিক

কর্ম্মই করে না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, মূলকর্তৃত্ব জীবাত্মারই ; সাংসারিক কর্ম্মে সেই কর্তৃত্ব গুণসঙ্গদ্বারা পরিচালিত হয়।

খ। বিহারোপদেশাৎ ॥২।৩।৩৪॥

শ্রুতিতে জীবাত্মার বিহারের উল্লেখ আছে বলিয়াও জীবাত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্ম্ম। জীবাত্মার কর্তৃত্ব-স্বীকারের অন্য হেতুও আছে। "স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্"-ইতি, "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি চ—"সেই অমৃত আত্মা যথা ইচ্ছা তথা গমন করেন", "শরীরে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তিত হয়েন" —ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবপ্রকরণের সন্ধ্যস্থানে (স্বপ্নস্থানে) জীবাত্মার বিহার বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্বই সুচিত হইতেছে।

গোবিন্দ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য : "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাৎ।" এই শ্রুতিবাক্যে মুক্তজীবেরও গমন, ভোজন, ক্রীড়া এবং রমণাদির উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, জীবের কর্তৃত্ব আছে। গোবিন্দভাষ্যে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে—কর্তৃত্ব-মাত্রই দূষণীয় নয়, মায়িক গুণের সহিত সম্বন্ধই দুঃখের হেতু ; কেন না, গুণসম্বন্ধই স্বরূপের গ্লানিজনক।

গ। উপাদানাৎ ॥২।৩।৩৫॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য। জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকারের পক্ষে অন্য হেতুও আছে। তাহা এই। জীবপ্রকরণে শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়"-ইতি—তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানকে (ইন্দ্রিয়দিগকে) গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন", "প্রাণান্ গৃহীত্বা"-ইতি চ—ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়েন।" এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার গ্রহণ-ক্রিয়ার—সুতরাং কর্তৃত্বের—কথা জানা যায়।

গোবিন্দভাষ্য। "স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত ইতি শ্রুতৌ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াদিতি স্মৃতৌ চ জীবকর্তৃকস্য প্রাণোপাদানস্য অভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব চেতনস্যৈব জীবস্য কর্তৃত্বং বোধ্যম্। অন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি করণম্। প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তস্যৈব তৎ ॥—'স যথা মহারাজঃ"—এই প্রকার উপক্রম করিয়া "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা,'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া শরীরের মধ্যে যথেচ্ছভাবে গমন করে। স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে- বায়ু যেমন গন্ধ লইয়া গমন করে, জীবও তদ্রূপ প্রাণাদির সহিত গমন করিয়া থাকে। এই সকল বাক্যে

উল্লিখিত জীবকর্তৃক প্রাণগ্রহণের কথা হইতে জানা গেল —চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, চেতন জীবাত্মাও তদ্রূপ প্রাণসমূহকে আকর্ষণ করে। ইহাদ্বারা জীবের কর্তৃত্বের কথাই জানা গেল। অপর বস্তুর গ্রহণ-বিষয়ে প্রাণাদি (ইন্দ্রিয়াদি) হয় করণ; কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণ-বিষয়ে অন্যবস্তুর করণত্ব নাই। প্রাণাদির গ্রহণে জীবেরই কর্তৃত্ব।

শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত দুইটী ব্রহ্মসূত্রকে একটী মাত্র সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া-"উপাদানাদ্ বিহারোপদেশাচ্চ"-এইরূপে গ্রহণ করিয়া উল্লিখিতরূপ ভাষ্যই করিয়াছেন।

ঘ। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥২।৩।৩৬॥

=ক্রিয়ায়াং (কর্ম্মে) ব্যপদেশাৎ (কর্তৃরূপে জীবের উল্লেখ আছে বলিয়া—জীবই কর্ত্তা), ন চেৎ (যদি জীবকে না বুঝাইত) নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ (তাহা হইলে নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইত)।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। জীব যে কর্ত্তা, তাহা স্বীকারের পক্ষে অন্যহেতুও আছে। তাহা এই। শাস্ত্রে বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যে জীবেরই কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। যথা—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ-ইতি ॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ॥ আনন্দবল্লী ॥৫।১॥—বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে এবং লৌকিক কর্ম্ম করে। (এ-স্থলে বিজ্ঞান-শব্দে জীবকে বুঝায়)।" যদি বলা যায়,—এ-স্থলে বিজ্ঞান-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝায়, জীবকে বুঝায় না; সুতরাং উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে জীবের কর্তৃত্ব সূচিত হয় না; বুদ্ধিরই কর্তৃত্ব সূচিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—এ-স্থলে বিজ্ঞান-অর্থ বুদ্ধি নহে; জীব-অর্থেই বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কেন না, এ-স্থলে জীব-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ না হইলে (ন চেৎ), নির্দ্দেশবিপর্য্যয় হইত—অর্থাৎ "বিজ্ঞানং" না বলিয়া "বিজ্ঞানেন" বলা হইত (বিজ্ঞান-শব্দের উত্তর কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি না হইয়া করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইত)। শ্রুতির অন্যত্রও দেখা যায়—বুদ্ধি-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ করিয়া করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। যথা "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়-ইতি—এই সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের মধ্যে) ইনি বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হয়েন।" উল্লিখিত "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে"-ইত্যাদি বাক্যে কর্তৃসামান্যের নির্দ্দেশ থাকায় বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্তৃত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেবও এই সূত্রটীর উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

ঙ। উপলব্ধিবদ্ অনিয়মঃ ॥১।৩।৩৭॥

=উপলব্ধির ন্যায় নিয়মের অভাব।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জীবাত্মাই কর্ত্তা, বুদ্ধি কর্ত্তা নহে। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—

বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত জীবাত্মাই যদি কর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা অবশ্যই স্বতন্ত্র—স্বাধীন—হইবেন। যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মিতরূপে নিজের যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই করিবেন, তাহার বিপরীত কিছু করিবেন না। কিন্তু জীবাত্মা যে বিপরীতও করেন, তাহা দেখা যায়। স্বাধীন জীবাত্মার এতাদৃশী অনিয়মিত-প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আলোচ্য সূত্রে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যমর্ম্ম। উপলব্ধির (অনুভবের) বিষয়ে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার উপলব্ধির কোনও নিয়ম নাই। এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্ব্বদা সুখকর বস্তুই উপলব্ধি করিবেন। কখনও সুখকর বস্তু অনুভব করেন, কখনও বা অসুখকর বস্তুও অনুভব করেন (অনিয়মঃ)। তদ্রূপ (উপলব্ধিবৎ), এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্ব্বদা নিজের হিতকর বা প্রিয় কার্য্যই করিবেন (অনিয়মঃ); তাই কখনও প্রিয় বা হিতকর কার্য্যও করেন, কখনও বা অপ্রিয় বা অহিতকর কার্য্যও করেন। তাহাতে যদি ইহা বলা হয় যে—উপলব্ধি-বিষয়ে জীবাত্মা অস্বতন্ত্র; যেহেতু তিনি উপলব্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন। ইহার উত্তরে বলা যায়—উপলব্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন বলিয়াই আত্মাকে অস্বতন্ত্র বলা যায় না। কেননা, উপলব্ধি-সামগ্রীর প্রয়োজন হয় কেবল বিষয়-কল্পনার জন্য; উপলব্ধি-বিষয়ে আত্মা কাহারও অপেক্ষা রাখেন না; যেহেতু, আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের যোগ আছে। অন্য কথা এই যে—অর্থ-ক্রিয়াতে (বস্তুব্যবহারে) আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। কেননা, সে বিষয়ে দেশকালাদি নিমিত্তবিশেষের অপেক্ষা করিতে হয়। আবার সহায়ের আবশ্যক হয় বলিয়াও যে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত হয়, তাহাও নহে। জল, বহ্নি-আদির অপেক্ষা থাকা সত্ত্বেও পাচকের পাককর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব, সহকারীর বৈচিত্র্য থাকিলেও অনিয়মিত রূপে ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বের বিরোধী নহে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। জীবাত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে যে একই সঙ্গে উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি সম্ভবপর হয়, অথবা কেবলই উপলব্ধি অথবা কেবলই অনুপলব্ধি সম্ভবপর হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ"-ইত্যাদি ২।৩।৩২-ব্রহ্মসূত্রে (২।১৮ ঢ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মার অকর্ত্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও তদ্রূপ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহার হেতু এই। প্রকৃতি এক; সকল জীবের সহিতই তাহার সমান সম্বন্ধ। এই অবস্থায় যদি জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের ফল সকল জীবকেই সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে। আর প্রকৃতির কৃত কর্ম্মের ফল যদি কোনও এক জীবের ভোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহা অন্য সকল জীবেরও ভোগ্য হইবে না। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়—বিভিন্ন জীব বিভিন্ন কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আর যদি আত্মারও বিভুত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে

প্রকৃতির সান্নিধ্যও সকল জীবের পক্ষেই সমান হইবে; তাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণাদিরও এমন কোনও বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয় না, যদ্দ্বারা ভোগ্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য ঘটিতে পারে।

সুতরাং জীবাত্মার অকর্ত্তৃত্ব-কল্পনা এবং প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব-কল্পনা অসঙ্গত। [পরবর্ত্তী "সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৯॥"-সূত্রের আলোচনায় দেখা যাইবে, শ্রীপাদ রামানুজ বুদ্ধি-অর্থেই প্রকৃতি-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন (২।২৬ ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।]

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্যও শ্রীপাদ রামানুজের অনুরূপই।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্ত একই—কর্ত্তৃত্ব জীবাত্মারই, বুদ্ধির বা প্রকৃতির নহে।

চ। **শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥২।৩।৩৮॥**

=শক্তির বিপর্য্যয় হয় বলিয়া।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। যদি বুদ্ধি কর্ত্তা হইত এবং জীব যদি কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে শক্তিবিপর্য্যয় স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি কর্ত্তা হইলে বুদ্ধির করণ-শক্তির হানি এবং কর্ত্তৃত্ব-শক্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বশক্তি স্বীকার করিলে অহংজ্ঞানের গম্য বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কেননা, সর্ব্বত্রই দেখা যায়—প্রবৃত্তিমাত্রই অহঙ্কার-পূর্ব্বক। "আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি ভোজন করিতেছি, আমি পান করিতেছি"—এই সমস্ত স্থলেই অহম্-এর (আমির) যোগ আছে। আবার, সর্ব্বত্রই দেখা যায়—কর্ত্তা করণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক বস্তুর) সাহায্যেই কার্য্যসম্পাদন করেন। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার অন্য একটী করণেরও কল্পনা করিতে হয়। নচেৎ, কর্ত্তা ও করণ—একই হইয়া পড়ে। কিন্তু করণ যে কর্ত্তা হইতে পৃথক্—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধিকে কর্ত্তা স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত কোনও করণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব বিচারসহ নহে; আত্মারই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ভোক্তৃত্ব-শক্তির বিপর্য্যয় হয়। যিনি কর্ত্তা, তিনিই কৃতকর্ম্মের ফলেরও ভোক্তা—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কর্ত্তা একজন, ভোক্তা আর একজন-ইহা কখনও হয় না। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-শক্তি স্বীকার করিলে তাহার ভোক্তৃত্ব-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ বুদ্ধি যে কাজ করিবে, তাহা ভোগও করিবে বুদ্ধিই, জীবের পক্ষে তাহার ভোগ সম্ভব নয়। কিন্তু জীবই হইতেছে কর্ম্মফলের ভোক্তা—ভোক্তৃত্ব-শক্তি জীবেরই, বুদ্ধির নহে। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে গেলে জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তিকে বুদ্ধিতে আরোপিত করিতে হয়। ইহাই শক্তিবিপর্য্যয়। ভোক্তৃত্ব-শক্তি যখন কর্ত্তৃত্ব-শক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্য, তখন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বশক্তি স্বীকার করিতে গেলে, তাহার ভোক্তৃত্ব-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে

জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তিকে অস্বীকার করিতে হয়। জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তি অস্বীকার করিলে জীবের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ থাকেনা ; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্র বলেন—"পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ ॥ সাংখ্য-কারিকা ॥২৭॥—ভোক্তৃত্ব-বশতঃই পুরুষের (জীবের) অস্তিত্ব।"

অতএব বুদ্ধির কর্তৃত্ব বিচারসহ নহে, জীবেরই কর্তৃত্ব।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজের যুক্তির অনুরূপ যুক্তি-দ্বারাই প্রকৃতির (বা বুদ্ধির) কর্তৃত্ব খণ্ডন পূর্ব্বক জীবের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ছ। সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৯॥

=আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে সমাধিরও অভাব হয়।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ; ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্—আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যা-সিতব্য ; আত্মাই অন্বেষণীয়, আত্মাই বিজিজ্ঞাসিতব্য ; ওম্-এই অক্ষরে আত্মার ধ্যান কর"—ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে আত্মজ্ঞান-ফলক সমাধির উপদেশ করা হইয়াছে। জীবাত্মাই দর্শন-শ্রবণ-মননাদি, নিদিধ্যাসনাদি করিবে—যাহার ফলে সমাধি লাভ হইতে পারে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে তাহার পক্ষে শ্রবণ-মননাদি ক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে না এবং শ্রবণ-মননাদির ফল সমাধিও সম্ভব হইতে পারে না। এ-সমস্ত কারণেও জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষসাধনভূত-সমাধিতেও বুদ্ধিই হইবে কর্ত্রী। সেই সমাধির স্বরূপও হইতেছে এই যে—"আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন"-এইরূপ। কিন্তু "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন"-এইরূপ সমাধি প্রকৃতির পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণেও স্বীকার করিতে হয়—জীবাত্মাই কর্ত্তা।

শ্রীপাদ রামানুজ এ-স্থলে বুদ্ধি ও প্রকৃতি - এই উভয়কে একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার হেতু এই যে, বুদ্ধিও প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, প্রকৃতিরই বিকার—সুতরাং প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

জ। যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥

=যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সূত্রধর) উভয়থা (উভয় প্রকার)

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কখনও তাহার কর্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু দেখা যায়—জীব সকল সময় কার্য্য করে না—কর্তৃত্ব প্রকাশ করে না ; সুতরাং জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরই "যথা চ তক্ষোভয়থা"-সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

যথা চ তক্ষা—তক্ষা (সূত্রধর) তাহার কার্য্যসাধন বাস্যাদি (সূত্রধরের বাইস, বাটুল প্রভৃতি) নিকটে থাকিলেও যখন তাহার ইচ্ছা হয়, তখনই কার্য্য করে, যখন ইচ্ছা হয় না, তখন করেও না। তদ্রূপ, জীব তাহার কার্য্যসাধন বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা করে না, তখন করেওনা (উভয়থা)। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলেও কর্ত্তৃত্বের বিকাশ জীবের ইচ্ছাধীন। সুতরাং জীব সর্ব্বদা তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করে না বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হয় না যে—তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে।

কিন্তু অচেতনা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কেননা, অচেতনা বুদ্ধিই যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই কার্য্য করিত; যেহেতু, বুদ্ধি অচেতন বলিয়া তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইতে পারে না; সুতরাং ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা বা না করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা যখন কার্য্য বা কার্য্যাভাব দৃষ্ট হয় না, তখন বুদ্ধিই যে কার্য্য করে, তাহা স্বীকার করা যায় না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম। সূত্রের পদচ্ছেদমূলক অর্থ হইতেছে এই—সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয়, তদ্রূপ। উভয় প্রকারে কিরূপে কর্ত্তা হয়—তাহা বলা হইতেছে। কাষ্ঠচ্ছেদনের জন্য সূত্রধর প্রথমে তাহার যন্ত্র বাস্যাদি ধারণ করে; এ-স্থলে বাস্যাদি-ধারণের কর্ত্তা হইতেছে সূত্রধর—ইহা তাহার এক প্রকার কর্ত্তৃত্ব। আবার, বাস্যাদি ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করে; এ-স্থলে চ্ছেদনের কর্ত্তাও সূত্রধর—ইহা তাহার আর এক প্রকার কর্ত্তৃত্ব। বাস্যাদি ধারণ করে নিজের কর্ত্তৃত্ব-শক্তিতে এবং কাষ্ঠচ্ছেদনও করে নিজের কর্ত্তৃত্ব-শক্তিতে। উভয় প্রকার কার্য্যেই সূত্রধরের নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ জীবও ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কার্য্য করে—ইহাতেও তাহার দুই রকম কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইতেছে—প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কার্য্য-করণ। উভয় স্থলেই জীবের স্বীয় কর্ত্তৃত্ব-শক্তির বিকাশ; সুতরাং সূত্রধরের ন্যায় (যথা চ তক্ষা) জীবও উভয় প্রকারে কর্ত্তা হইয়া থাকে (উভয়থা)। এইরূপে দেখা যায়—শরীরাদি (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা জীবের যে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়, শুদ্ধ জীব (জীবাত্মা) হইতেই তাহা প্রবর্ত্তিত হয়। তথাপি, মায়িক-গুণবৃত্তির প্রাচুর্য্যবশতঃ শরীরাদিকেই তাহার হেতু বলা হয়। কিন্তু জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বই মূলে রহিয়াছে বলিয়া শরীরাদির কর্ত্তৃত্ব হইতেছে ঔপচারিক। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত শরীরাদি কিছু করিতে পারে না—যেমন সূত্রধরের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত তাহার বাস্যাদি কাষ্ঠ-চ্ছেদন করিতে পারে না, তথাপি যেমন উপচারবশতঃ সাধারণতঃ বলা হয়—বাস্যাদিই কাষ্ঠচ্ছেদন করিল, তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে বলা হইয়াছে—"কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু—জীবের সদসদ্যোনিতে জন্মের কারণ হইতেছে প্রকৃতির গুণসঙ্গ—ইহাও ঔপচারিকমাত্র। কর্ত্তৃত্ব জীব-নিষ্ঠই, শরীরাদিনিষ্ঠ নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কর্তৃত্ব যদি জীবনিষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে জীবের মূঢ়ত্বের কথা কেন বলা হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা যায়—অধিষ্ঠান (শরীর), কর্ত্তা (অহঙ্কার), ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণাপানাদিবায়ুর ব্যাপাররূপ বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচটীই হইতেছে লোকের সমস্ত কর্ম্মের হেতু (গীতা॥১৮।১৪-১৫॥)। কর্তৃত্ব এই পাঁচটী বস্তুর অপেক্ষা রাখে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উল্লিখিত পাঁচটী বস্তু সকল কর্ম্মের হেতু হইলেও অসংস্কৃতবুদ্ধি বশতঃ যে লোক কেবল আত্মাকেই কর্তৃরূপে দর্শন করে, সেই দুর্ম্মতি সম্যক্ দর্শন করে না। "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ গীতা॥ ১৮।১৬"-এ-স্থলে উল্লিখিতরূপে দর্শনকর্ত্তাকে "দুর্ম্মতি—মূঢ়" বলা হইয়াছে। অধিষ্ঠানাদি-পঞ্চসাধন-সাপেক্ষ কর্তৃত্বেও স্বীয় একাপেক্ষত্ববুদ্ধিতেই এইরূপ হইয়া থাকে। "মৌঢ্যাদ্ব্যক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষেঽপি স্বৈকাপেক্ষত্ব-মননাৎ।" পাঁচটী অপেক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র এক (কর্ত্তার) সহায়তাতে দর্শন করা মনন হয় বলিয়াই দর্শনকর্ত্তার সম্যক্ দর্শন হয় না—সুতরাং তাহার মূঢ়ত্ব প্রকাশ পায়।"

গুণ-কর্তৃত্ববাচক বাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থকে ঔপচারিক মনে না করিয়া মুখ্য মনে করিলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, গুণ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেও বিরোধ দেখা দিবে। "সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৯॥"-এই পূর্ব্বসূত্রেই ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

'নায়ং হন্তি ন হন্যতে—জীব কাহাকে হনন করে না, কাহাকর্তৃক হতও হয় না"-ইত্যাদি বাক্যেও জীবাত্মার কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, তাহার কর্তৃত্ব পূর্ব্বসিদ্ধ—অনাদিসিদ্ধ। হননের ফল যে ছেদন, কেবল সেই ছেদনই এ-স্থলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, নিত্য জীবাত্মার ছেদন কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবাত্মারই যে কর্তৃত্ব, মায়িকগুণের যে কর্তৃত্ব নাই—ভক্তদিগের আচরণ হইতেও তাহা জানা যায়। ভক্তগণ যথাবস্থিত দেহে এবং মুক্ত অবস্থায় পার্ষদদেহে যে ভগবানের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। তাঁহাদের এই অর্চ্চনাদিকর্তৃত্ব হইতেছে নির্গুণ। কেননা, ইহকালে যথাবস্থিতদেহে মায়িক গুণসমূহকে বিমর্দ্দিত করিয়া চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির প্রাধান্যেই তাঁহারা অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন এবং পরকালে মুক্ত অবস্থায় কেবল চিচ্ছক্তি-বৃত্তিরূপা ভক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ভগবৎ-সেবাদি করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৬॥—অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ (বিষয়াবিষ্ট) কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট (অনুসন্ধানশূন্য) কর্ত্তা তামস এবং যিনি একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই (মদপাশ্রয়) কর্ত্তা (নিরহঙ্কার বলিয়া) নির্গুণ।" ভগবদ্‌ভক্ত যে গুণাতীত, তাহা এই প্রমাণ হইতে জানা গেল। অথচ এই প্রমাণেই তাঁহার কর্তৃত্বের কথাও জানা গেল (মদপাশ্রয়ঃ নির্গুণঃ কারকঃ)। তিনি যখন গুণাতীত

তখন তাঁহার এই কর্তৃত্ব গুণের কর্তৃত্ব হইতে পারে না—জীবাত্মারই এই কর্তৃত্ব। "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ গীতা ॥১৩।২১॥—সুখ-দুঃখ-ভোগ-বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া কথিত হয়।"-এই গীতাবাক্যেও জীবের ভোগকর্তৃত্বের কথাই জানা যায়। গুণসঙ্গে বর্ত্তমান জীবের সংবেদনে (জ্ঞাতৃত্বে) চিদ্রূপ জীবাত্মারই প্রাধান্য, চিদ্‌বিরোধী অচেতন গুণসমূহের প্রাধান্য নাই। চেতনেরই জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব। অচেতনের জ্ঞাতৃত্ব বা অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। জীব আপনিই আপনার প্রকাশক—চিদ্রূপ বলিয়া। "এষ হি দ্রষ্টা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়।

সূত্রধরের দৃষ্টান্তে জীবাত্মার কর্তৃত্বও সুসিদ্ধ হইতেছে এবং সেই কর্তৃত্বের সাতত্যও নিরস্ত হইতেছে। সূত্রধর-পক্ষে বাস্যাদির গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং বাস্যাদির সহায়তায় কাষ্ঠ-চ্ছেদনাদি-বিষয়ে আর এক প্রকার কর্তৃত্ব-এই দুই প্রকার কর্তৃত্ব। জীবপক্ষে ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কর্ম্ম-করণে আর এক প্রকার কর্তৃত্ব-এই দুই প্রকার কর্তৃত্ব (উভয়থা)। সূত্রধরের কর্তৃত্ব না থাকিলে যেমন কেবল বাস্যাদি কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবের কর্তৃত্ব না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয়াদিও কোনও কর্ম্ম-করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে দেখা গেল—কাষ্ঠচ্ছেদনাদিতে যেমন একমাত্র কর্তৃত্ব সূত্রধরেরই, তদ্রূপ কর্ম্ম-করণে একমাত্র কর্তৃত্ব জীবেরই। ইন্দ্রিয়াদির বা প্রকৃতির গুণের বা বুদ্ধির কর্তৃত্ব কেবল ঔপচারিকমাত্র।

আবার, সূত্রধর যেমন নিজের ইচ্ছানুসারে কখনও কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করে, কখনও বা করেও না, তদ্রূপ চেতন জীবও স্বীয় ইচ্ছানুসারে কখনও কর্ম্ম করে, কখনও বা করেও না। কার্য্যেতে কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি হইতেছে কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন। সুতরাং একথা বলা যায় না যে—জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইত, সর্ব্বদাই জীব কার্য্য করিত। সূত্রধর যখন কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করে না, তখন যে তাহার কাষ্ঠচ্ছেদন-সামর্থ্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নহে; তখনও তাহা থাকে, কার্য্যে তাহার বিকাশমাত্র থাকে না। সূত্রধর বা জীব যখন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহার কর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয়; যখন ইচ্ছা করে না, তখন তাহা অভিব্যক্ত হয় না-ইহাই বৈশিষ্ট্য। সূত্রধর বা জীব চেতন বস্তু বলিয়াই তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং জীব সর্ব্বদা কার্য্য করে না বলিয়া তাহার কর্তৃত্বে স্বাভাবিকত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া মায়িকগুণের বা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে নির-বচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদাই কর্ম্মের সদ্‌ভাব বা অভাব দৃষ্ট হইত। কেননা, মায়িকগুণ বা বুদ্ধি হইতেছে জড়-অচেতন বস্তু। অচেতন বস্তুর কোনওরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকিতে পারে না। সুতরাং ইচ্ছানু-সারে তাহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কল্পনা করা যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু আলোচ্য সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য অনুসারে সূত্রটীর পদচ্ছেদমূলক অর্থ হইবে এইরূপ :—

যথা তক্ষা (বাস্যাদির সহায়তায় কর্ত্তা হইয়া সূত্রধর যেমন দুঃখী হয়, আবার বাস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে সে যেমন সুখী হয়) উভয়থা (তদ্রূপ, আত্মাও জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়াদিকে গ্রহণ করিয়া কর্ত্তা হয়, কর্ত্তা হইয়া দুঃখী হয় ; আবার সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়াদিকে ত্যাগ করিয়া অকর্ত্তা হইয়া সুখী হয় এবং মোক্ষাবস্থাতেও অকর্ত্তা হইয়া সুখী হয়)।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্ব—স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির যোগেই জীবের কর্তৃত্ব। জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহা কখনও জীবকে ত্যাগ করিত না—অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণত্ব যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না, তদ্রূপ। জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার মোক্ষও সম্ভব হয় না। কেননা, কর্তৃত্বই দুঃখ ; কর্তৃত্বই যদি থাকিয়া গেল, তাহা হইলে দুঃখও থাকিয়া গেল ; দুঃখ থাকিয়া গেলে আর মোক্ষ কিরূপে হইবে ? "ন চ কর্তৃত্বাদনির্ম্মুক্তস্যাস্তি পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, কর্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ।"

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই। উপাধির যোগেই জীবের কর্তৃত্ব এবং উপাধির বিনাশেই মোক্ষ। যতক্ষণ উপাধিকৃত কর্তৃত্ব থাকিবে, ততক্ষণই উপাধি আছে—বুঝিতে হইবে। উপাধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না।

উপাধির যোগে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া জীব সংসারে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করে। যেমন, বাস্যাদির যোগে কাষ্ঠচ্ছেদনাদি কর্ম্ম করিয়া সূত্রধর পরিশ্রমাদি-জনিত দুঃখ ভোগ করে। আবার যেমন, বাস্যাদি ত্যাগ করিয়া সূত্রধর যখন বিশ্রাম করে, তখন সুখী হয়, তদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে এতাদৃশ অভিমত প্রকাশ করার হেতু আছে। তাঁহার মতে, জীব বলিয়া পৃথক্ কোনও বস্তু নাই। নির্ব্বিশেষ—সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন—ব্রহ্মই মায়ার উপাধিযোগে জীব-রূপে প্রতিভাত হয়েন। উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলেই জীব আবার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যায়—ইহাই তাঁহার মতে মোক্ষ। মোক্ষাবস্থায় জীব যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হইয়া যায়, তখন তাহার কর্তৃত্বাদি কিছুই থাকিতে পারে না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সর্ব্ব-বিশেষত্ববর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে প্রস্থানত্রয়ের প্রতিপাদ্য নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়িক উপাধির যোগও যে অসম্ভব এবং শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবস্বরূপতঃ ব্রহ্মই—ইহা স্বীকার করিলে জীবের বিভুত্বই স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম-সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেবই জীবের বিভুত্বখণ্ডনপূর্ব্বক অণুত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রুতিও যে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন—"স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥"—সূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কথাও ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ চিদ্রূপ বলিয়া তাহার জ্ঞাতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব স্বাভাবিকই, আগন্তুক—সুতরাং উপাধি—হইতে পারে না। আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রে-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নিজস্ব

অভিমত; তাহা প্রস্থানত্রয়-সম্মত নহে। এ-সম্বন্ধে পরে আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥"— পর্য্যন্ত আটটী ব্রহ্মসূত্রে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্ব্বক জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

২৬। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন

পূর্ব্বসূত্র-সমূহে জীবের (জীবাত্মার) কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের এই কর্ত্তৃত্ব কি স্বাধীন? নাকি পরমেশ্বরের অধীন? পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন— জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, জীবের নিজের আয়ত্তে। কেননা, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন না হইলে বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্রসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। যিনি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিম্বা কোনও কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ সার্থক হইতে পারে; অন্যথা তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই সঙ্গত। এইরূপ আপত্তির উত্তরেই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

ক। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২।৩।৪১॥

=পরাৎ (পরমাত্মা হইতে—জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মা হইতেই হয়) তু (কিন্তু) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা যায়)।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। **তু**—কিন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে, **পরাৎ**—পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীন। **তচ্ছ্রুতেঃ**—শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রুতিবাক্য এই। "এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥ কৌষীতকি শ্রুতি ॥৩।৮॥—পরমেশ্বর (পরমাত্মা) যাহাকে ইহ লোক হইতে উচ্চলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা তিনি সাধু কর্ম্ম করান এবং যাহাকে তিনি অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা তিনি অসাধু কর্ম্ম করান।" বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলেন—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি ॥৫।৭।২২॥—যিনি আত্মায় (দেহে) ও আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মার (জীবের) নিয়মন করেন।"

শ্রীপাদ রামানুজও তাঁহার ভাষ্যে উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণের সঙ্গে তিনি স্মৃতি-প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ॥১৫।১৫॥—আমি (অন্তর্য্যামিরূপে) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই সকলের স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং আমা হইতেই এতদুভয়ের বিলোপও হইয়া

হইয়া থাকে। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১॥—হে অর্জ্জুন! ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া) ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্মও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্ম্মের অনুরূপ।

এইরূপে আলোচ্য সূত্র হইতে জানা গেল—জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের (পরমাত্মার) কর্তৃত্বের অধীন—পরমেশ্বরদ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বরাধীনই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা থাকে কিরূপে? যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারেই কোনও কার্য্য করিতে, বা না করিতে সমর্থ, তাহার জন্যই বিধি-নিষেধ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরমেশ্বর যাহাকে উচ্চ লোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা সাধুকর্ম্ম করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। ইহাতে কি পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্ব প্রমাণিত হইতেছে না? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরেই পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

খ। কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২ ॥

=কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (ঈশ্বর জীবের কৃত প্রযত্নের—ধর্ম্মাধর্ম্মের—অপেক্ষা রাখেন। জীব যে প্রযত্ন করে, তদনুসারেই ঈশ্বর তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন) তু (আশঙ্কা-নিরসনে) বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থতা বা সার্থকতা হইতেই তাহা জানা যায়)।

["কৃত-প্রযত্ন"-শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃতকর্ম্মবশতঃ প্রযত্ন, জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতে উদ্ভূত প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ, জীবকৃত প্রযত্ন; জীবের এই প্রযত্ন পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার হইতে উদ্ভূতও হইতে পারে এবং পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূতও হইতে পারে। দ্বিতীয় রকমের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তাহার মধ্যে প্রথম রকমের অর্থও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে জীবের কোনও বাসনা জন্মিতে পারে কিনা, তাহা জানার পূর্ব্বে দ্বিতীয় রকম অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রের আলোচনা করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী ২।২৭ গ-ঘ অনুচ্ছেদে সেই বিষয় আলোচিত হইবে এবং ২।২৭-ঙ-অনুচ্ছেদে এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রটীর আলোচনা করা হইবে। জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার হইতে যে কর্ম্মবাসনার উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া যে জীব কর্ম্মবিষয়ে প্রযত্ন করে, তাহা প্রসিদ্ধ। সুতরাং এ-স্থলে "কৃত-প্রযত্ন"-শব্দের প্রথম রকমের অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রথমে সূত্রটীর আলোচনা করা হইবে। পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতেছে—পূর্ব্বসঞ্চিত-কর্ম্মসংস্কার। তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত বাসনা-সঞ্চিত-কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত নহে।]

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। তু-শব্দে আশঙ্কিত দোষের (ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরত্ব রূপ দোষের) নিরসন করা হইয়াছে। ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব আরোপিত করা সঙ্গত হয় না। কেন না, পরমেশ্বর হইতেছেন কৃত প্রযত্নাপেক্ষঃ—যে জীবের যে রূপ প্রযত্ন (ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক কর্ম্ম-সংস্কার) সঞ্চিত আছে, পরমেশ্বর সেই জীবের দ্বারা সেইরূপ কার্য্যই করাইয়া থাকেন। যাহার পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্মের ফলে পুণ্য কর্ম্ম করার জন্য তাহার বাসনা জাগে ; তদনুসারে ঈশ্বর তাহাদ্বারা পুণ্য কর্ম্মই করান, অসাধুকর্ম্ম করান না। আর, যাহার অধর্ম্ম কর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তাহার ফলে তাহার চিত্তে অসাধু কর্ম্ম করার বাসনা জাগে। তদনুসারে ঈশ্বর তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্মই করান, সাধুকর্ম্ম করান না। সুতরাং পক্ষপাতিত্ব-দোষ বা নিষ্ঠুরত্ব-দোষ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম এক রকম নহে ; তজ্জন্য সঞ্চিত-কর্ম্মফলজনিত বাসনাও এক রকম নহে এবং সেই বাসনার প্ররোচনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলও এক রকম নহে। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের বৈষম্যবশতঃ ফলও হয় বিষম—অসমান। বাসনাদ্বারা প্ররোচিত হইয়া জীবই কর্ম্ম করে, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তমাত্র। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা পরিস্ফুট করা হইতেছে। তরু, গুল্ম, ধান্য, গোধুমাদির বিভিন্ন রকমের বীজ আছে। মেঘ তাহাদের সকলের উপরেই নিরপেক্ষভাবে একই জল বর্ষণ করে—এক এক রকম বীজের জন্য এক এক রকম জল বর্ষণ করে না। তথাপি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৃক্ষ জন্মে এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রকম পত্র, পুষ্প, ফল, রসাদি জন্মে। এ সকল বৃক্ষের বা তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফল-রসাদির বিভিন্নতার হেতু হইতেছে বীজের বিভিন্নতা, মেঘবর্ষিত জল ইহার হেতু নহে। মেঘ হইতেছে নিমিত্তমাত্র। মেঘ বারি বর্ষণ না করিলেও বীজ হইতে বৃক্ষাদি বা পত্রপুষ্পাদি জন্মিতে পারে না। আবার, বীজ না থাকিলেও কেবল মেঘের বারি-বর্ষণে বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না। মেঘের জল লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি-বিষয়ে হেতু হইতেছে—বীজের বিভিন্নতা ; মেঘবর্ষিত জলকে নিমিত্ত করিয়া বিভিন্নতা ; মেঘবর্ষিত জলকে নিমিত্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায়—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপাদনে মেঘবর্ষিত জল বীজের পার্থক্যের অপেক্ষা রাখে। তদ্রূপ, ঈশ্বরও জীবকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুসারেই বিভিন্ন জীবের দ্বারা বিভিন্ন কর্ম্ম করান এবং তদনুসারে বিভিন্ন ফল দান করেন। ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র ; বিভিন্ন কর্ম্মের এবং কর্ম্মের বিভিন্ন ফলের মূল হেতু হইতেছে জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের বিভিন্নতা। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম না থাকিলে ঈশ্বর তাহাদ্বারা কোনও কর্ম্মই করান না—যেমন বীজ না থাকিলে মেঘবর্ষিত জল কোনও বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না। আবার, পূর্ব্বসঞ্চিত সাধুকর্ম্ম যাহার আছে, ঈশ্বর তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্মও করান না, কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত অসাধু কর্ম্ম যাহার আছে, ঈশ্বর তাহা দ্বারা সাধুকর্ম্মও করান না—যেমন, মেঘবর্ষিত জল আম্রবীজ হইতে ধান্য বা গোধুমবীজ হইতে কাঁঠাল গাছ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরতা আরোপিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের কর্ত্তৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলিতে গেলে ঈশ্বর যে জীবকৃত প্রযত্নের বা কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--জীবের কর্ত্তৃত্ব পরায়ত্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন) হইলেও কর্ম্ম করে কিন্তু জীবই, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না। কর্ম্মপ্রবৃত্ত জীবের দ্বারা ঈশ্বর কর্ম্ম করান মাত্র। "পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ, কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি।"

আবার যদি বলা যায়—জীবের কর্ত্তৃত্ব যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বর-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলে জীব কর্ম্ম করিতে পারে না। যে কর্ম্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর জীবের দ্বারা আবার কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, জীবের দ্বারা সেই কর্ম্ম কে করাইল ? জীবের কর্ত্তৃত্ব যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে, সেই কর্ম্মও ঈশ্বরই করাইয়াছেন। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে —জীবের সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম ঈশ্বরই করাইয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে যখন কোনও কর্ম্ম ছিল না, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—কোনও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর সেই কর্ম্ম করান নাই ; তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি তাহা করাইয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর কাহারও দ্বারা সাধুকর্ম্ম এবং কাহারও দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করাইয়াছেন। এই অবস্থায় বলা যায় না যে - ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা নাই।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সংসার-প্রবাহ অনাদি ; সংসারী জীবের কর্ম্মও অনাদি। সুতরাং জীবের সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। "অপিচ পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্য ইদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিতি অনাদিত্বাৎ সংসারস্য অনবদ্যম্।" সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-দোষ বা নিষ্ঠুরত্ব-দোষ আরোপিত হইতে পারে না।

ঈশ্বর যে জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন, বিধি-নিষেধের সার্থকতা দ্বারাও তাহা জানা যায়—**বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ**। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—"স্বর্গকামো যজেত—যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি যাগ করিবেন", "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ—ব্রাহ্মণকে হনন করিবেনা।"–ইত্যাদি বাক্যে বিধি ও নিষেধের কথা আছে। জীবের কর্ম্ম অনুসারেই ঈশ্বর ফলদান করেন—অর্থাৎ তিনি জীবের কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন—ইহা স্বীকার করিলেই উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য-সমূহ সার্থক হইতে পারে, অন্যথা তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁহাদ্বারা ঈশ্বর যাগ করান এবং তাহার ফলে, ঈশ্বর সেই যাগকর্ত্তাকে স্বর্গই দান করেন; স্বর্গকামব্যক্তিদ্বারা ঈশ্বর যাগ না করাইয়া অসাধু কর্ম্ম করান না এবং যাগ করাইয়াও যাগকর্ত্তাকে স্বর্গে না পাঠাইয়া নরকে পাঠান না। আবার যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-হত্যা করেন, তাঁহাকেও ঈশ্বর স্বর্গে পাঠান না ; ব্রাহ্মণ-হত্যারূপ কর্ম্মের যে ফল, সেই ফলই ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়া থাকেন। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়—ঈশ্বর কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন। তিনি স্বৈরাচার নহেন। স্বৈরাচার হইলে, শাস্ত্রবিধির অনুসরণের জন্য যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহাদ্বারা তিনি অসাধু কর্ম্মও করাইতে পারিতেন এবং অসাধু কর্ম্ম করাইয়াও

তিনি তাঁহাকে স্বর্গাদি উচ্চগতি দান করিতে পারিতেন। আবার, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে যাঁহার ইচ্ছা জন্মে, তাঁহাদ্বারাও তিনি সাধু কর্ম্ম করাইতে পারিতেন এবং সাধু-কর্ম্ম করাইয়াও তাঁহাকে নরকাদিতে গতি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন না ; (কেন না, শ্রুতি হইতে জানা যায়—সাধু-কর্ম্মের প্রবৃত্তি যাঁহার জন্মে, তাঁহাদ্বারা তিনি সাধু-কর্ম্ম করান এবং তাঁহাকে উচ্চগতি দান করেন। আবার অসাধু-কর্ম্মে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাদ্বারা তিনি অসাধু-কর্ম্ম করান এবং তাঁহাকে অধোগামীই করেন। এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। ইত্যাদি। কৌষীতকি শ্রুতি ॥) কর্ম্মাপেক্ষত্ব স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরের স্বৈরাচারত্ব স্বীকার করিতে গেলে বেদবাক্যের প্রামাণ্য থাকে না। জীব অত্যন্ত পরতন্ত্র (ঈশ্বরাধীন)। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরই তাহাকে বৈধ বা অবৈধ কার্য্যে নিয়োজিত করেন এবং তদনুরূপ ফল প্রদান করেন।

এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম্ম করান এবং কর্ম্মানুসারে ফলও দান করেন তিনি। তাহাতেই শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয়। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতাদ্বারাও জানা যাইতেছে যে—ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মূল সূত্রে "বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"-এ-স্থলে যে "আদি"-শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই। ঈশ্বর যদি অনপেক্ষ হইতেন, অর্থাৎ ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম্মের কোনও অপেক্ষাই না রাখিতেন, তাহা হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ হইত (অর্থাৎ পুরুষকারের কোনও ফলই জীব পাইত না) এবং দেশ, কাল, নিমিত্ত-এই সকলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আপতিত হইত। ইহাই সূত্রকার "আদি"-শব্দদ্বারা দেখাইয়াছেন। "ঈশ্বরস্য চ অত্যন্তনিরপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং, তথা দেশ-কাল-নিমিত্তানাং পূর্ব্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবঞ্জাতীয়কং দোষজাতমাদিগ্রহণেন দর্শয়তি।"

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে ; পরন্তু ঈশ্বরেরই অধীন। জীব অত্যন্ত-রূপে ঈশ্বরের অধীন।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জীবকৃত উদ্যোগ অনুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার অনুমতি ব্যতীত কোনও কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সার্থকতা দ্বারাই তাহা জানা যায়। সূত্রস্থ "আদি"-শব্দে "অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি" সূচিত হইতেছে।

যে-স্থলে একই বস্তুতে দুই জনের সত্ত্ব বিদ্যমান, সে-স্থলে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে দুই জনেরই সম্মতি থাকা আবশ্যক। এজন্য একজন সত্ত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর সত্ত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রথমোক্ত দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই দান-ফলের অধিকারী হয় ; কেননা, তাঁহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় সত্ত্বাধিকারী অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতির প্রয়োজক—সুতরাং ফলও সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই

প্রাপ্য। তদ্রূপ, জীবের চেষ্টা দেখিয়াই পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা। তাই, প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর কর্ম্মফল-ভোক্তা নহেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তম্, যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতি এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যম্ অধঃ নিনীষতি॥ কৌষীতকি-শ্রুতিঃ॥৩।৮॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—লোককে উর্দ্ধে ও অধোদেশে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় পরমেশ্বর নিজেই লোকের দ্বারা সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে মূল কর্ত্তৃত্ব হইল পরমেশ্বরেরই, জীবের নহে। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে. প্রকৃতপক্ষে জীবই কর্ম্মের কর্ত্তা, ঈশ্বর কেবল অনুমতি-দাতামাত্র—তাহা তো সঙ্গত হয় না?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—সাধু বা অসাধু কর্ম্ম-করণ-বিষয়ে পরমেশ্বরের মূল-কর্ত্তৃত্বের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ নহে। যিনি পরমপুরুষের আনুকূল্য-বিধানে—তাঁহারই অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যে—স্থিরনিশ্চয় থাকেন, ভগবান্ নিজেই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কর্ম্মে তাঁহার রুচি জন্মাইয়া থাকেন। আর, যিনি নিতান্ত প্রতিকূল কর্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করেন, ভগবান্ও তাঁহার প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্ম্মসমূহে তাঁহার রুচি জন্মাইয়া থাকেন। ভগবান্ নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তি মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ গীতা॥১০।৮॥

—আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থল, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে—ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন।"

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা॥১০।১০॥

—যাঁহারা সতত মদনুরক্তচিত্ত এবং যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥গীতা॥১০।১১॥

—আমি সেই সকল (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তাঁহাদের আত্মাতে (বা বুদ্ধি-বৃত্তিতে) অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল-জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি।"

এইরূপে ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলিয়া প্রতিকূলাচারীদের প্রতি নিগ্রহের কথাও ভগবান্ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠিতং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥" পর্য্যন্ত গীতা ॥১৬।৮-১৮॥শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—" সেই অসুর-প্রকৃতির জনগণ এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর (ঈশ্বরশূন্য) বলিয়া থাকে। * * *। তাহারা নিজের দেহে এবং পরের দেহে অবস্থিত আমাকে সর্ব্বতোভাবে দ্বেষ করতঃ অসূয়া করিয়া থাকে।"

এই সকল কথা বলিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৬।১৯॥

—(আমার প্রতি) দ্বেষকারী ক্রূরপ্রকৃতি সেই সমস্ত অশুভকারী নরাধমদিগকে আমি নিরন্তর অসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।"

রামানুজ-ভাষ্যের আলোচনা

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ যাহা বলিলেন, তাহা হইতেও পরমেশ্বরের পক্ষে জীবকৃত-কর্ম্মাপেক্ষত্বই সূচিত হইতেছে। এ-কথা বলার হেতু এই। যিনি ভগবদানুকূল্যময় কর্ম্মে কৃতনিশ্চয়, তাঁহার এই কৃতনিশ্চয়তার হেতুও হইতেছে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সাধুকর্ম্মজনিত সংস্কার। সেই সাধু কর্ম্ম-অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাদ্বারা সাধুকর্ম্ম করান, তাঁহাকে তাদৃশ বুদ্ধিযোগও দিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা তিনি ভগবান্‌কে পাইতে পারেন। ইহাকেই সেই সাধুকর্ম্ম-কর্ত্তার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ বলা হয়। আর, যিনি জগৎকে অসত্য মনে করেন, ঈশ্বরশূন্য মনে করেন, দ্বেষপরায়ণ হয়েন, তাঁহার এ-সমস্ত কর্ম্মের বা ধারণার মূলও হইতেছে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অসাধুকর্ম্ম। সেই অসাধুকর্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং এই অসাধু কর্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাকে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাঁহার প্রতি ভগবানের নিগ্রহ বলা হয়। বস্তুতঃ, ইহাও নিগ্রহের আকারে অনুগ্রহই; কেননা, কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া ভগবান্ কর্ম্মফলের গুরুভার কমাইয়া দিতেছেন। অনুগ্রহ বা নিগ্রহ—যাহাই বলা হউক না কেন, সমস্তের মূলেই রহিয়াছে—ভগবানের পক্ষে জীবের কর্ম্মাপেক্ষত্ব। সেজন্যই অনুগ্রহে বা তথাকথিত নিগ্রহে পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না। আর, উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতেও জানা যায়—সকলকেই ভগবান্ স্ব-স্ব-কর্ম্মফলের অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। ইহাতে বিহিত-প্রতিষিদ্ধের অবৈয়র্থ বা সার্থকতাও জানা যাইতেছে এবং এই সার্থকতাদ্বারাও ভগবানের জীব-কর্ম্মাপেক্ষত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীপাদ রামানুজ পূর্ব্বোল্লিখিত অনুগ্রহ-নিগ্রহকে অসাধারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই যথাদৃষ্ট অসাধারণত্বের ভিত্তি কিন্তু সাধারণ ; কেননা, সেই ভিত্তি হইতেছে—ভগবানের পক্ষে জীব-কর্ম্মাপেক্ষত্ব ; এই কর্ম্মাপেক্ষত্ব হইতেছে সাধারণ ; সকল জীবেরই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাহাদের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব কিছু নাই—জলবর্ষী মেঘের ন্যায়। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাপার হইতে—অর্থাৎ সাধারণ-কর্ম্মাপেক্ষত্বমূলক কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হইতে—যে অসমান কর্ম্ম—সাধু কর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্ম—করা হয়, তাহার হেতু কিন্তু ভগবৎ-কৃত কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নয় ; তাহার হেতু হইতেছে—জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত অসমান কর্ম্ম ; যেমন মেঘবর্ষিত একই জলের প্রভাবে বিভিন্ন রকমের বীজ হইতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ এবং বিভিন্ন রকমের পত্র-পুষ্প-ফলাদি জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ। ভগবৎকৃত কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনই তাঁহার কৃপা। এই কৃপা কিন্তু পক্ষপাতিত্বময়ী নহে। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে যে বিভিন্ন সংস্কার জন্মে, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই ভগবানের কৃপা—কাহারও পক্ষে অনুগ্রহ, আবার কাহারও পক্ষে বা নিগ্রহরূপে সাধারণের দৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়া থাকে। ভগবানের কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা কৃপা সাধারণ বলিয়াই তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব আরোপিত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ বলদেবও শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনিও বলেন—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে সংসারী জীবের চিত্তে যে কর্ম্মবাসনা জন্মে, সেই বাসনা অনুসারে জীব যে কর্ম্মে প্রয়াসী হয়, সেই কর্ম্ম করার অনুমতি মাত্র পরমেশ্বর দিয়া থাকেন। (মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া বীজকে পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল-ফলাদি আছে। বৃষ্টির জলে তাহা বিকাশ লাভ করে মাত্র। তদ্রূপ জীবের প্রয়াস বা প্রয়াসেরও মূল যে ইচ্ছা, তাহার মধ্যেই জীবের ভাবী কর্ম্মাদি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। ঈশ্বরের শক্তিতে সেই ইচ্ছা কর্ম্মরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়)। জীব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় ইচ্ছা-প্রয়াসাদিহীন বস্তু নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জীবের সমস্ত কর্ম্মের জন্য পরমেশ্বরই দায়ী হইতেন। কিন্তু তাহা নয়। "যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ তর্হি তস্য বাক্যস্য (শাস্ত্রবাক্যস্য) প্রামাণ্যং হীয়েত।" ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে বলিয়া জীবের যে কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। "কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্ত্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্য্যতে।" জীব হইতেছে প্রযোজ্য কর্ত্তা ; আর পরমেশ্বর হইতেছেন হেতুকর্ত্তা। "তস্মাৎ স জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা, পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা।" (শ্রীপাদ শঙ্করও ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কর্ত্তামাত্র বলিয়াছেন। নিমিত্ত-কর্ত্তাই হেতুকর্ত্তা)। বৃষ্টির জল ব্যতীত যেমন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ, ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীতও জীব কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না। "তদনুমতিমন্তরা অস্যৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতি।" (শ্রীপাদ রামানুজও একথা বলিয়াছেন। "অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য"-বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন)।

এইরূপে আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি ভাষ্যকারত্রয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা গেল—জীবের কর্ত্তৃত্ব হইতেছে পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবের চিত্তেই বিদ্যমান। অন্তর্য্যামিরূপেই তিনি জীবকে স্ব-স্ব-প্রযত্নানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। একথাই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা॥১৮।৬১॥-"শ্লোকে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২৭। জীবকর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন—জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। কিরূপে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম্ম করান, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—কর্ম্ম-করণে জীবকে অনুমতি দিয়া ঈশ্বর তাহা দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। "অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য"—এই বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তদ্রূপ ইঙ্গিতই দিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায়—কর্ম্ম করার শক্তি জীবের আছে ; কিন্তু শক্তি থাকিলেও ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত জীব সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। জীবের কর্ত্তৃত্ব-স্বীকারেই তাহার শক্তি স্বীকৃত হইতেছে। কেননা, শক্তিহীন কর্ত্তৃত্বের সার্থকতা কিছু নাই। জীব কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত জড় বস্তু নহে ; জীব হইতেছে চেতন বস্তু—ভগবানের চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া তাহার কার্য্যকরী শক্তিও থাকিবে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ন্যায় জড়রূপা শক্তি হইলে কার্য্যকরী শক্তি থাকিত না।

ক। জীবই কর্ম্মফল-ভোক্তা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুমতিব্যতীত জীব যখন কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না, তখন কর্ম্মের ফল কেবল জীবই ভোগ করিবে কেন ? অনুমতি-দাতা ঈশ্বরও তাহা ভোগ করিবেন না কেন ? কর্ম্মকরণে অনুমতি দিয়া ঈশ্বর তো জীবের কর্ম্মের সহায়তা বা আনুকূল্যই করিতেছেন। লৌকিক জগতে দেখা যায়—কর্ম্মকর্ত্তা এবং তাহার সহায়কারী—উভয়েই কর্ম্মফল ভোগ কয়িয়া থাকে। যে লোক নরহত্যার জন্য দণ্ডিত হয়, তাহার সহায়কারীও তাহাতে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। যে অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল হত্যকারী নরহত্যা করে, তাহার সহায়কারীর চিত্তেও যদি তদনুরূপ অভীষ্ট বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই সহায়কারীও হত্যার জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হয় ; তদনুরূপ উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট যদি সহায়কারীর না থাকে, তাহা হইলে সে হত্যার জন্য দণ্ডিত হয় না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নরহত্যায় বা নরহত্যার আনুকূল্যে যাহার ইচ্ছা থাকে, সে-ই দণ্ডিত হয়, হত্যা-কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম-করণে জীব ও ঈশ্বরের ব্যাপার তদ্রূপ নহে।

পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মজনিত-সংস্কারবশতঃ কর্ম্ম করার বাসনা জাগে জীবেরই চিত্তে; তাহাও জাগে—উদ্দিষ্ট কর্ম্মের ফল ভোগ করার জন্য। ঈশ্বরের চিত্তে তদ্রূপ বাসনা জাগে না। কেননা, সংসারী জীবের ন্যায় ঈশ্বরের কোনও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম নাই; সুতরাং পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কারও তাঁহার নাই, কর্ম্মসংস্কারবশতঃ কোনও বাসনাও ঈশ্বরের থাকিতে পারে না; কর্ম্মফল-ভোগের বাসনাও তাঁহার থাকিতে পারে না; যেহেতু, তিনি পূর্ণকাম। কোনও অপূর্ণ বাসনাই তাঁহার নাই। পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কারের ফলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে জীবেরই, কর্ম্মের উদ্যোগও করে জীবই। জীবের অভীষ্ট-কর্ম্ম-বিষয়ে ঈশ্বরের কোনওরূপ প্রবৃত্তিও জন্মে না, ঈশ্বর কোনও উদ্যোগও করেন না, তিনি কর্ম্মও করেন না। প্রবৃত্তি জন্মে জীবের, উদ্যোক্তাও জীব এবং কর্ম্মকর্ত্তাও জীবই; সুতরাং কর্ম্মের ফল-ভোগও করিবে জীবই। কর্ম্ম-করণ-বিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও জন্মে না, তিনি উদ্যোগও করেন না, কর্ম্মও করেন না; সুতরাং ঈশ্বর ফলভোক্তাও হইতে পারেন না। একমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা জীবই কর্ম্মফলভোক্তা।

ইহা হইল যুক্তি; কিন্তু কেবল যুক্তিদ্বারাই জীবের কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ নয়। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতি বলেন—জীবই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে, পরমাত্মারূপে ঈশ্বর তাহা ভোগ করেন না, তিনি কেবল সাক্ষিমাত্র।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্মবিষয়ে ঈশ্বরের যদি প্রবৃত্তি না-ই থাকে, তাহা হইলে তিনি জীবকে অনুমতিই বা দেন কেন? জীবের দ্বারা কর্ম্ম করান কেন? অনুমতি দিয়া কর্ম্ম করান বলিয়া কি ঈশ্বরের কোনও দোষ হইতে পারে না?

উত্তরে বক্তব্য এই। অনুমতি দিয়া জীবের দ্বারা কর্ম্ম করান বলিয়া ঈশ্বরের কোনও দোষ হইতে পারে না। কেননা, অনুমতি-দানের পশ্চাতে রহিয়াছে—কর্ম্মকর্ত্তা জীবের প্রতি ভগবানের কৃপা, মঙ্গলেচ্ছা। হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ করা হইলে তাহা হয় দূষণীয়, দণ্ডার্হ। কিন্তু রোগীর কল্যাণের জন্য ডাক্তার যদি রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে তাহা দূষণীয় বা দণ্ডার্হ হয় না, বরং তাহা প্রশংসনীয়ই হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকৃত- কর্ম্মসংস্কার-বশতঃ যে কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে, সেই কর্ম্মদ্বারা তাহার পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের ফলই ভোগ করা হয়। এই কর্ম্মফল ভুক্ত হইলেই জীবের একটী কর্ম্মের বোঝা নামিয়া গেল, তাহার কর্ম্মভার লঘু হইয়া গেল। সাধারণতঃ ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম্ম-করণে অনুমতি দিয়া ভগবান্ জীবের কর্ম্মভারই লাঘব করেন। ইহা তাঁহার কৃপা, শুভেচ্ছা; সুতরাং দূষণীয় নয়।

থ। কর্ম্মের অনাদিত্ব ও সংসারের অনাদিত্ব

বলা হইয়াছে—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারেই ঈশ্বর জীবের বাসনার অনুরূপ কর্ম্ম করার

জন্য জীবকে অনুমতি দিয়া থাকেন। ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারেন—সর্ব্বপ্রথমে জীব যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর অনুমতি দিলেন কেন? তখন তো জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত এমন কোনও কর্ম্ম ই ছিল না, যাহা দেখিয়া অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই।

ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেছে কেবল—অনবস্থা-দোষ হইতে রক্ষা পাওয়ার এবং সমস্যা-সমাধানের অসামর্থ্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখার জন্য বাক্-চাতুর্য্যমাত্র।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। ইহা বাক্চাতুর্য্যমাত্র নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারাও তাহা সমর্থিত। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—যিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সংসার-নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে আর কখনও সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
গীতা॥৮।১৫-১৬॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন) মহাত্মগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরমা সিদ্ধি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত-লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥ —গীতা॥১৫।৪॥
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা॥১৫।৬॥

—অনন্তর সেই বস্তু (অর্থাৎ বৈষ্ণবপদ) অন্বেষণ করিবে—যাহা প্রাপ্ত হইলে (জীব) পুনরায় (সংসারে) প্রত্যাবৃত্ত হয় না॥১৫।৪॥ যাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম॥১৫।৬॥"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবান্‌কে একবার প্রাপ্ত হইলে, একবার ভগবদ্ধামে যাইতে পারিলে, কাহাকেও আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহাতেই বুঝা যায়—ইদানীং যাঁহারা এই সংসারে আছেন, তাঁহারা কখনও ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন নাই, কখনও ভগবদ্ধামে যায়েন নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এই সংসারেই আছেন। সুতরাং সংসারী জীবের সংসার যে অনাদি, তাহাই শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইল।

আবার, কর্ম্মবশতঃই যখন সংসার এবং সংসারও যখন অনাদি, তখন কর্ম্মও যে অনাদি, তাহাও শাস্ত্রবাক্য হইতেই প্রতিপাদিত হইতেছে।

গ। জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব অত্যন্ত-পরতন্ত্র। "অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য।" জীবের এই পারতন্ত্র্য কোন্ বিষয়ে ? "কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু"-ইত্যাদি ২।৩।৪২-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গেই শ্রীপাদ শঙ্কর এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হইতে পারে— পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম হইতে জীবের চিত্তে যে বাসনা জাগ্রত হয়, সেই বাসনার অনুরূপ কার্য্য করার বিষয়েই জীব পরতন্ত্র—ঈশ্বরের অধীন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মজাত-বাসনার অনুরূপ কার্য্য জীব করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বীয় বাসনার অনুরূপ কার্য্যকরণ-বিষয়েই জীব "অত্যন্তপরতন্ত্র," একান্তভাবে ঈশ্বরের অধীন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্বীয় বাসনানুরূপ কার্য্য-করণে জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকিতে পারে ; কিন্তু বাসনা-পোষণ-বিষয়ে তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা ?

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন—"কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার হইতেই জীবের বাসনা জাগে ; সুতরাং যে বিষয়ে পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার নাই, সেই বিষয়ে জীবের কোনওরূপ বাসনা জাগিতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাগুলি এই :—

(১) "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে অনাদি অজ্ঞান, অনাদি-বিস্মৃতিই হইতেছে জীবের সংসার-বন্ধনের একমাত্র হেতু।

> "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২০।১০৪ ॥"

যে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞ, যে জীব অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও কর্ম্ম করাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং কৃষ্ণসম্বন্ধি-কর্ম্মজনিত বাসনাও তাহার চিত্তে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলে, কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও কর্ম্মের জন্য, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্য, কোনও কর্ম্মের প্রবৃত্তিও তাহার চিত্তে আসিতে পারে না। তাহার পক্ষে অনাদি-সংসার অনন্তই হইয়া পড়িবার কথা।

(২) জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম সাধুও হইতে পারে, অসাধুও হইতে পারে। একজনেরও উভয়রূপ কর্ম্ম হইতে পারে। যখন যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, তখন সেই কর্ম্মজনিত সংস্কারই অনুরূপ

বাসনা জাগ্রত করে। অসাধু কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়া জীবের দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করাইবার পরে, আবার তাহার সাধু কর্ম্ম ও ফলোন্মুখ হইয়া তাহাকে সাধু কর্ম্মে প্ররোচিত করিতে পারে।

কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের সাধু কর্ম্ম ও হইবে তাহার দেহের সুখ-প্রাপক, স্বর্গাদি-লোকের সুখ-প্রাপক। কেননা, অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া জীব দেহের সুখের নিমিত্তই স্বর্গাদি-প্রাপক পুণ্যকর্ম্মরূপ সাধু কর্ম্ম করিয়া থাকে। এতাদৃশ সাধু কর্মও তাহার পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের—সুতরাং সংসার-নিবৃত্তির—উপায় হয় না। সুতরাং কেবল পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেই জীবের বাসনা জাগে, অন্য কোনও হেতুতে বাসনা জাগিতে পারে না –ইহা স্বীকার করিলে সংসারী জীবের সংসার-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। জীবের সংসার-বন্ধন হইয়া পড়ে—নিত্য, অনন্ত।

কিন্তু জীবের সংসারকে অনন্ত বা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না।

(৩) "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যো ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র তাঁহার নিশ্বাস-রূপে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কাহার জন্য? বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনই নাই। যাঁহারা মুক্ত জীব, তাঁহাদেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তবে কাহার জন্য তিনি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন?

বেদ-পুরাণাদিতে আছে—ব্রহ্মের কথা, জীবের কথা, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের কথা, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহার কথা। কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে—এই উপায়ের উল্লেখেই বুঝা যায়, যাহারা অনাদি-কাল হইতেই ব্রহ্মকে ভুলিয়া আছে, তাহাদের জন্যই বেদ-পুরাণাদির প্রকটন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥শ্রী ভা, ১১।২২।১০॥

—অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত (মায়ামুগ্ধ) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাত্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান) হয় না। অন্য (মায়ামুগ্ধ জীব হইতে অন্য) তত্ত্বজ্ঞই (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞান পরমেশ্বরই) তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন। (টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন –স্বতো ন সম্ভবতি, অন্যতস্তু সম্ভবাৎ, স্বতঃ সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরোঽন্যো ভবিতব্য ইতি)।"

এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২০।১০৭॥"

উদ্দেশ্য – বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংসারী লোক যদি স্বীয় সংসার-দুর্দ্দশার হেতুর কথা এবং তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের উপায়ের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য সাধন-ভজনে ইচ্ছুক হইতে পারে। তাহার এতাদৃশী ইচ্ছা যে পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতে উদ্ভূত নয়, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায়।

ইহা হইতে জানা গেল, পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার ব্যতীত অন্য কারণেও জীবের চিত্তে বাসনার উদয় হইতে পারে। তাহা না হইলে পরব্রহ্মকর্তৃক শাস্ত্র-প্রকটনই নিরর্থক হইয়া পড়ে।

(৪) পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার ব্যতীত জীবের চিত্তে কোনওরূপ বাসনা জাগিতে পারে না—ইহা স্বীকার করিতে গেলে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বিধি হইতেছে—ইহা করিবে, এতাদৃশ উপদেশ। আর, নিষেধ হইতেছে - ইহা করিবে না, এতাদৃশ উপদেশ। করা বা না করা হইতেছে – যাহার প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার ইচ্ছা। তাহার ইচ্ছা হইলে বিধি-নিষেধের পালন করিবে, ইচ্ছা না হইলে করিবে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ॥" শ্রুতিও বলেন—সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে। "সর্ব্বদৈনমুপাসীত।" কিন্তু সকলেই কি এই শাস্ত্রোপদেশের পালন করেন?

কেবল শাস্ত্র-প্রকটন করিয়াই পরব্রহ্ম ভগবান্ ক্ষান্ত থাকেন না। যুগে যুগে মন্বন্তরে মন্বন্তরে যুগাবতার-মন্বন্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া এবং কখনও কখনও বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি বহির্ম্মুখ জীবকে সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপায় জানাইয়া থাকেন। পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেই যদি বাসনা জন্মিত, অন্য কোনও হেতুতে যদি বাসনা না জন্মিত, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অবতরণও নিরর্থক হইত।

পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক শাস্ত্রাদির প্রকটন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ, বিধিনিষেধের উপদেশ-এ-সমস্ত হইতেই জানা যায়, ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। উপদেশের অনুসরণ করা, বিধিনিষেধের পালন করা—জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো বলিয়া গিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" এবং "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে এতাদৃশ উপদেশেরও কোনও হেতু থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ কেহ অনুসরণ করেন, কেহ বা করেন না। ইহাতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "নরদেহ হইতেছে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সুগঠিত তরণীর তুল্য। যদি এই তরণীতে শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধাররূপে বসান যায়, তাহা হইলে আমার আনুকূল্য-রূপ পবনের দ্বারা চালিত হইয়া এই তরণী সংসার-সমুদ্রের অপরতীরে গিয়া উপনীত হইতে পারে। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেনা, সে আত্মহা।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥—শ্রীভা, ১১।২০।১৭॥"

এই উক্তি হইতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য জানা যাইতেছে।

চেতন জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে তাহাকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ, জড় যন্ত্রবৎ, মনে করিতে হয়। ভগবান্ই জীবের ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন,—ইহা স্বীকার করিলে কর্ম্মফলের জন্য জীবকে দায়ী করা সঙ্গত হয় না। ইচ্ছা জন্মাইয়া যিনি জীবকে কর্ম্মে প্ররোচিত করেন, তিনিই, অথবা তিনিও কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া পড়েন; সুতরাং কর্ম্মফলের ভোক্তাও তিনিই, অথবা তিনিও হইয়া পড়েন।

কিন্তু ভগবান্ যে কর্ম্মফল-ভোক্তা নহেন, ইহা শ্রুতি-স্মৃতির উক্তি। সুতরাং ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হইবে।

জীবের চিত্তে অসম্ভব ইচ্ছাও জাগে। শিশু আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চায়। নিতান্ত দীনদরিদ্রের চিত্তেও সাম্রাজ্য-লাভের বাসনা জাগিতে পারে। কাহারও কাহারও চিত্তে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বাসনাও জাগিতে পারে। এ সকল যে অসম্ভব, তাহাও জীব জানে। তথাপি কিন্তু ইচ্ছা জাগে। ইহাতেই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে।

ঘ। অণু স্বাতন্ত্র্য

এইরূপে দেখা গেল— ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইচ্ছা-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইচ্ছা-পূরণ-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই; কেননা ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করার স্বাতন্ত্র্য জীবের নাই; যেহেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব হইতেছে ঈশ্বরাধীন। "পরাত্তু তৎশ্রুতেঃ ॥২।৩।৪১॥-ব্রহ্মসূত্র ॥" আবার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের ফল-বিষয়েও জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই; কেননা, ফলদাতা হইতেছেন একমাত্র ভগবান্। "ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮॥-ব্রহ্মসূত্র ॥" ইহাতে বুঝা যায়—জীবের স্বাতন্ত্র্য হইতেছে সীমাবদ্ধ। যে কোনও ইচ্ছাই জীব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে—এইটুকুমাত্রই জীবের স্বাতন্ত্র্য।

ভগবান্ বিভু; তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও বিভু। কিন্তু জীব অণু; জীবের স্বাতন্ত্র্যও অণু। জীব ভগবান্কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও অবস্থা-বিশেষে ভগবানের বিভু-স্বাতন্ত্র্যদ্বারা নিয়ন্ত্রণের যোগ্য। একটা গরুকে যদি দড়ি দিয়া কোনও খুঁটীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দড়ি যতদূর পর্য্যন্ত যাইবে, ততদূর স্থানের মধ্যেই গরুটী যথেচ্ছভাবে চরিয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু দড়ির বাহিরে যাইতে পারে না। দড়ির গণ্ডীর মধ্যে চলাফেরা সম্বন্ধে গরুটীর স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহা সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ। জীবের এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশও কেবল তাহার ইচ্ছাতেই সীমাবদ্ধ।

জীবের এই স্বাতন্ত্র্য—ইচ্ছামাত্র-পোষণ-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য—অণু হইলেও ইহা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম-

বিবর্জ্জিত নহে। স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম্মই হইতেছে এই যে—ইহা বলপুর্ব্বক অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অযোগ্য। ইহা কেবল নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য। কাহারও ইচ্ছার গতি সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাতে না ফিরাইলে অপর কেহ তাহা বলপূর্ব্বক ফিরাইতে পারে না। রাজশক্তি রাজ-দ্রোহীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহার দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; কিন্তু তাদ্দ্বারা তাহার মনের পরিবর্ত্তন না হইতে পারে। মনের বা ইচ্ছার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে একমাত্র প্ররোচনাদ্বারা। প্ররোচনা ইচ্ছা-পোষণকারীকে প্ররোচিত করিয়া যদি অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে, তাহা হইলেই ইচ্ছা-পোষণকারী নিজের ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; অন্যথা তাহা অসম্ভব।

পরম-করুণ ভগবান্‌ও প্ররোচনাদ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখী ইচ্ছাকে অন্তর্ম্মুখী, ভগবদুন্মুখী করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বেদাদি-শাস্ত্রের প্রকটন, অবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ এবং উপদেশ দান—এই সমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে ভগবন্মুখী হওয়ার জন্য জীবকে প্ররোচিত করা।

সাধু-মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও ভাগ্যবান্ জীব প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার বহির্ম্মুখী বাসনার গতি ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী বা ভগবন্মুখী করিতে পারেন। রত্নাকর, তাহার প্রমাণ। পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে ব্যাধ-বৃত্তিকেই রত্নাকর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারদের কৃপায় তাঁহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তিনি ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই রত্নাকরই পরবর্ত্তী কালে বাল্মিকী নামে চির-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

রেলগাড়ীর ইঞ্জিন রেল-লাইনের উপর দিয়া যখন ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিমুখের পরিবর্ত্তন করা যায় না। কোনও কোনও ষ্টেশনে তাহার গতিমুখের পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত আছে, কৌশল আছে। সেই ষ্টেশনে গেলেই কৌশলক্রমে তাহার গতিমুখের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। সংসারী জীবের বাসনার গতিমুখও কেবল বাহিরের দিকেই। তাহার বাসনারূপ ইঞ্জিনের গতিমুখ ফিরাইবার উপযোগী ষ্টেশন হইতেছে—সাধুমহাপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের কৃপার প্ররোচনাতেই, সংসারী জীবের বহির্ম্মুখী বাসনা ভগবৎ-সেবা-বাসনায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এজন্যই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।
—ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে—একটী মাত্র নৌকা আছে; তাহা হইতেছে—সজ্জন-সঙ্গ। অতি অল্পকালের জন্যও যদি সজন-সঙ্গ ঘটে, তাহাও জীবের পক্ষে কল্যাণকর।"

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বাতন্ত্র্য অণু হইলেও প্ররোচনা ব্যতীত তাহার গতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। ইহাতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে।

এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা কোথায়, তাহা পরবর্ত্তী ২৯-গ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঙ। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত কর্ত্তৃত্বও ঈশ্বরাধীন

পূর্ব্বকৃত আলোচনায় জানা গেল—দুই ভাবে জীবের ইচ্ছার উদয় হইতে পারে —পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতে এবং পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার ব্যতীত আপনা আপনিও অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবেও ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতে যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে, ভগবান্ যে সেই কর্ম করাইয়া থাকেন, "কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু"-ইত্যাদি ২।৩।৪২॥-ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহা জানা গিয়াছে।

কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে জীবের যে ইচ্ছা জাগে, তদনুরূপ কর্ম্ম ভগবান্ জীবকে দিয়া করান কিনা ?

যদি বলা যায়—না, তাহা তিনি করান না, তাহা হইলে জীবের পক্ষে নূতন কোনও কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না ; কেন না, জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ; কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বর-পরতন্ত্র।

কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও জীব যদি নূতন কোনও কর্ম্ম করিতে না পারে, তাহা হইলে একটী সমস্যা দেখা দেয়। তাহা হইতেছে এই। ভোগের দ্বারা জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে ক্ষয় হইতে হইতে এক সময়ে—তাহা কোটি-কোটি জন্ম পরে হইলেও, একসময়ে—সমস্ত কর্মেরই অবসান হইবে। কিন্তু তাহার অনাদি-বহির্ম্মুখতার অবসান হইবে না ; কেন না, ভজন-সাধনের অভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে না, ব্রহ্মকে জানা সম্ভব হইবে না, ব্রহ্মকে না জানিলে সংসার হইতেও অব্যাহতি লাভ হইবে না। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" এই অবস্থায়, মহাপ্রলয়ের পরে পুনরায় যখন সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডে তাহার জন্মও হইবে না ; কেন না পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম অনুসারেই জীবের জন্ম হয়, জীব কর্মভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। তাহার কিন্তু কোনও কর্ম নাই। এই অবস্থায় সেই জীব থাকিবেই বা কোথায় এবং কি অবস্থাতেই বা থাকিবে ? জন্ম লাভের অভাবে ভজনোপযোগী দেহলাভও ঘটিবে না ; সুতরাং মোক্ষলাভও তাহার পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা নয়।

এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বেদাদি-শাস্ত্র-প্রকটনও নিরর্থক হইয়া যাইবে। কেন না, সকলের মোক্ষলাভই শাস্ত্রপ্রকটনাদির উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র-প্রকটনাদি যখন নিরর্থক হইতে পারে না, সকল জীবের মোক্ষই যখন ভগবানের কাম্য, তখন বুঝা যায়—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কর্মও জীবের দ্বারা তিনি করাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কর্মও যদি ভগবান্ জীবের দ্বারা করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে "কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২।৩।৪২॥"-ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গতি থাকে কিরূপে ?

উত্তরে বলা যায়—এই সূত্রের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ জীবের "কৃত-প্রযত্নের" অপেক্ষা রাখেন—ইহাই সূত্রে বলা হইয়াছে।

কেবলমাত্র "পূর্ব্বকৃত কর্মসংস্কারজাত প্রযত্নেরই" অপেক্ষা রাখেন—ইহা বলা হয় নাই। সাধারণ ভাবে "কৃত-প্রযত্নের" অপেক্ষার কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজ প্রযত্ন-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—উদ্যোগ। এই উদ্যোগ—পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কারজাত বাসনা হইতেও হইতে পারে, স্বতন্ত্র-নূতন-কোনও বাসনা হইতেও হইতে পারে। শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রের ব্যাপক অর্থই করিয়াছেন—"সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্ত্তয়তি। —অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন (উদ্যোগ-চেষ্টা) অনুসারে অনুমতি প্রদানে জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন।" এইরূপ অর্থে জীবের স্বতন্ত্র বা নূতন ইচ্ছাজনিত প্রযত্ন নিষিদ্ধ হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের শেষার্দ্ধে "পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যানবদ্যম্"-ইত্যাদিরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বকৃত-কর্মের কথা অবশ্য আসিয়া পড়িয়াছে, সত্য; কিন্তু সূত্রভাষ্যের প্রথমাংশে তিনিও সাধারণ ব্যাপক অর্থই করিয়াছেন। "কৃতো যঃ প্রযত্নো জীবস্য ধর্মাধর্মলক্ষণস্তদপেক্ষ এবৈনমীশ্বরঃ কারয়তি—জীবের ধর্মাধর্ম-লক্ষণ যে প্রযত্ন, তদনুসারেই জীবের দ্বারা ঈশ্বর কার্য্য করাইয়া থাকেন।" ধর্মাধর্ম-লক্ষণ প্রযত্ন পূর্ব্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে, স্বতন্ত্র নূতন-ইচ্ছা হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে। এইরূপে, জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাজনিত প্রযত্ন উক্ত সূত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, সূত্রস্থ "আদি" শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ঈশ্বর যদি জীবের প্রযত্নের কোনওরূপ অপেক্ষা না রাখিতেন, তাহা হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ হইত এবং দেশ-কাল-নিমিত্তেও দোষপ্রসঙ্গ হইত। "ঈশ্বরস্য চ অত্যন্তানপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং তথা দেশকালনিমিত্তানাং পূর্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যেবঞ্জাতীয়কং দোষজাতম্ আদিগ্রহণেন দর্শয়তি।" ইহাতেও বুঝা যায়—জীবের স্বতন্ত্র বাসনা অনুসারেও ঈশ্বর তাহাদ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন এবং তদনুরূপ ফলও দিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়। লৌকিক পুরুষকার স্বতন্ত্র বাসনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম-সংস্কারজনিত উদ্যোগ বা স্বতন্ত্র নূতন ইচ্ছাজনিত উদ্যোগ অনুসারেই যে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন, "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু" সূত্র হইতে তাহাই জানা গেল। ইহা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ যে ব্যর্থ হইয়া পড়ে, সূত্রের শেষাংশ "বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" হইতেও তাহা জানা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবাত্মা কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ

২৮। জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ

শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি আছে। এমন কি একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন,

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥৬।৮।৭॥—হে শ্বেতকেতো ! তাহা (ব্রহ্ম) তুমি হও।" ইহা অভেদবাচক বাক্য।

আবার সেই ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেই ভেদবাচকবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা,

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥৩।১৪।১॥—এই সকলই ব্রহ্ম। (যেহেতু) তাঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে।"

এই শ্রুতিবাক্যে জীবকর্ত্তৃক ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায়। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব তাঁহার উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতি-বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথাই পাওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা,

"অহং ব্রহ্মাস্মি ॥—আমি ব্রহ্ম হই।" ইহা হইতেছে অভেদবাচক বাক্য।

"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি ॥বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০—যিনি জানেন,—আমি ব্রহ্ম, তিনি এই সমস্ত হয়েন।" ইহাও অভেদবাচক বাক্য।

আবার ভেদবাচক বাক্যও আছে। যথা,

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥বৃহদারণ্যক ॥২।১।২০॥—যেরূপ উর্ণনাভি (মাকড়সা) তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত নির্গত হইয়াছে।"

এই শ্রুতিবাক্যও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, উর্ণনাভি এবং তাহার তন্তুর মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধের কথাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়।

অন্যান্য শ্রুতি হইতেও এইরূপ ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য উদ্ধৃত করা যায়।

শ্রুতিতে যখন ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয় এবং একই শ্রুতিতেও যখন ভেদ-বাচক ও অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে—একথা যেমন বলা চলে না, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটীই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, পরস্পর-বিরোধী বাক্য শ্রুতিতে—এমন কি একই শ্রুতিতেই—থাকিতে পারে না।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা, তত্ত্বের কথা, বলা হইয়াছে। শ্রুতির উক্তি বলিয়া উভয় প্রকারের বাক্যই অপৌরুষেয়- সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি ত্রুটিবর্জ্জিত এবং তুল্য গুরুত্ববিশিষ্ট। তাই, উভয় প্রকার বাক্যেই তুল্য গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে।

বাস্তবিক, আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় স্থাপনের একটী মাত্র পন্থাই আছে। তাহা হইতেছে—উভয়কেই তুল্যরূপ গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করা এবং উভয়কেই পারমার্থিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক মনে করা। তাহা না করিলে শ্রুতির স্বতঃ-প্রমাণতা এবং প্রমাণ-শিরোমণিত্ব থাকে না। বিশেষতঃ, কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের গুরুত্ব কম, অপর কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের গুরত্ব বেশী; কিম্বা কতকগুলি শ্রুতিবাক্য পারমার্থিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক, অপর কতকগুলি পারমার্থিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক নহে -এমন কথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই, এইরূপ ইঙ্গিতও শ্রুতিতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। আরও একটী কথা। শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে শ্রুতির মুখ্যার্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। মুখ্যার্থের সঙ্গতি-স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ভাবেই আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। জীবসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয় করিয়া তিনি বলিয়াছেন—জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল—ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় * * * * *।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১০১॥"

এইরূপ সিদ্ধান্তে একটী আপত্তি হইতে পারে এই যে—ভেদ এবং অভেদ হইল পরস্পর-বিরোধী। পরস্পর-বিরোধী দুইটী পদার্থের যুগপৎ অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তরে বলা যায়—একই অভিন্ন বিষয়ে ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ থাকিতে পারে না, সত্য কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং অপর কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ থাকা অসম্ভব নয়। এই জাতীয় ভেদ এবং অভেদ পরস্পর-বিরোধী নয়। জ্বলদগ্নি-রাশি এবং তাহার স্ফুলিঙ্গ—এই উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ে ভেদও আছে এবং কোনও বিষয়ে অভেদও আছে। উভয়েই অগ্নি; অগ্নি-হিসাবে উভয়ে

অভিন্ন। কিন্তু আয়তনাদিতে তাহারা ভিন্ন; জ্বলদগ্নি-রাশির আয়তন এবং প্রভাব যে রকম, স্ফুলিঙ্গের আয়তন এবং প্রভাব সে-রকম নহে; এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত "যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-বাক্যেও উর্ণনাভি এবং তাহার তন্তুর মধ্যে, অগ্নি এবং তাহার বিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে এতাদৃশ ভেদাভেদের কথাই সূচিত হইয়াছে।

জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও উল্লিখিতরূপ ভেদ এবং অভেদ বিদ্যমান—কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ, আবার কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ। জীব ও ব্রহ্ম—উভয়েই চিদ্‌বস্তু, উভয়েই নিত্য; এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার, ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্—কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; জীব তাহা নহে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মকে বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু যে জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ, মায়া তাহাকে কবলিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান— তাহাতে আপত্তির কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও উভয় প্রকার শ্রুতিবাক্যের প্রতি সমান মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভেদাভেদ-তত্ত্বই স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকটী বেদান্তসূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥৩।২।২৭॥

=উভয়ব্যপদেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলিয়া) তু (কিন্তু) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও তাহার কুণ্ডলের অনুরূপ)

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—শাস্ত্রে উভয় প্রকার সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যদি কেবল অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেই ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাচক বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। "তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ।" অতএব উভয়বিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া এ-স্থলে অহিকুণ্ডলবৎ তত্ত্ব হওয়াই সঙ্গত। "অত উভয়-ব্যপদেশদর্শনাৎ অহিকুণ্ডলবৎ অত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি।" তাহা কি রকম? তাহা বলা হইতেছে—'যথা অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি।—যেমন, সর্পরূপে অভেদ; আর কুণ্ডলাকার (বলয়াকার), আভোগ (ফণা), প্রাংশুত্ব (দীর্ঘ দণ্ডাকার অবস্থা)-ইত্যাদিতে ভেদ। জীব এবং ব্রহ্মেও তদ্রূপ।"

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য হইল এই—সাপ যদি বলয়াকারে কুণ্ডলী পাকাইয়া অবস্থান করে,

তাহা হইলে সাপ ও কুণ্ডলী উভয়েই বাস্তবিক সাপই, অন্য কিছু নহে ; সুতরাং সর্পত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে সর্পে ও কুণ্ডলীতে কোনও ভেদ নাই, তাহারা একই। আবার সাপ ও কুণ্ডলী কিন্তু দৃশ্যতঃ ভিন্ন। সাপ হইতেছে দীর্ঘ-দণ্ডাকার ; কিন্তু কুণ্ডলী হইতেছে গোল-বলয়াকার। দীর্ঘদণ্ডাকাররূপে সাপ ফণা ধারণ করিতেও পারে ; কুণ্ডলাকারে ফণা থাকে না। এইরূপে সাপে ও সাপের কুণ্ডলীতে ভেদ আছে। তদ্রূপ, ব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু, জীবও চিদ্‌বস্তু ; চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলা যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"চিত্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদ-নির্দ্দেশঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর ॥ ১৩০ পৃষ্ঠা ॥—চিৎ-রূপে কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়া কখনও বা অভেদের কথাও বলা হয়।" আবার, ব্রহ্ম হইলেন বিভু-চিৎ ; কিন্তু জীব হইতেছে অণু চিৎ—ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ; জীব কিন্তু অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব কিন্তু ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে সর্ব্বকর্ত্তা, জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু ব্রহ্মের অধীন। এই সকল বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর-সংস্করণ, ১৩০-পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসামঞ্জসঃ।—একই বস্তুতে শক্তির বৈবিধ্য দর্শন করা যায় বলিয়া ভেদনির্দ্দেশ অসঙ্গত নয়।"

খ। প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ৩।২।২৮॥

এই সূত্রেও প্রকাশ (সূর্য্যালোক) এবং প্রকাশাশ্রয়ের (সূর্য্যালোকের আশ্রয় সূর্য্যের) দৃষ্টান্ত-দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। অথবা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ—প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে। "অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্।" প্রকাশ (সূর্য্যালোক) এবং প্রকাশাশ্রয় (সূর্য্য) অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরূপে উভয়েই সমান, অথচ উভয়কেই ভিন্ন বলা হয়, জীব-ব্রহ্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। "যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্নৌ, উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ, অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ, এবমিহাপীতি।"

তাৎপর্য্য হইল এই যে—সূর্য্য ও সূর্য্যালোক, এই উভয়ের মধ্যেই যেমন ভেদ এবং অভেদ (উভয়েই তেজঃ বলিয়া অভেদ), তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ।

গ। অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ২।৩।৪৩ ॥

(পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১২ ক-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের সহিত জীবের নানারূপ সম্বন্ধের উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম হইলেন জীবের অংশী। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদের কথা জানা যায়। আবার অভেদের উল্লেখও দৃষ্ট হয় ; যেমন, অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত"-ইত্যাদি বাক্যে সকল মানবকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

এই সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ—যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। - চৈতন্যাংশে জীব ও ঈশ্বরে (ব্রহ্মে) কোনও ভেদ নাই (অবিশিষ্ট) ; যেমন অগ্নি ও তাহার বিস্ফুলিঙ্গে উষ্ণতা-বিষয়ে কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহাই অবগত হওয়া যায়।"

তাৎপর্য্য এই। জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই বিদ্যমান। অগ্নি ও তাহার অংশ স্ফুলিঙ্গ-এই উভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদও নাই, আত্যন্তিক অভেদও নাই ; অথচ ভেদ এবং অভেদ—কোনও বিষয়ে ভেদ (যেমন আয়তন-প্রভাবাদিতে) এবং কোনও বিষয়ে অভেদও (যমন উষ্ণতায়) বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যায়, অগ্নি ও অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার অংশ জীব—এই উভয়ের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বন্ধই বিদ্যমান।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের কৃষ্ণদাসত্ব

২৯। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস

শক্তিমানের সেবাই শক্তির কর্ত্তব্য। অংশীর সেবাই অংশের কর্ত্তব্য। বৃক্ষের শিকড়, শাখা, পত্র প্রভৃতি হইল বৃক্ষের অংশ। শিকড় মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করে। শাখা-পত্রাদিও রৌদ্র-বায়ু হইতে বৃক্ষের জীবন-ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন ও শোভাবৃদ্ধি করে। অংশ শিকড়াদি এইরূপেই অংশী বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকে। অংশ কেবল তাহার অংশীরই সেবা করে, অপরের সেবা করে না। শিকড় যে-বৃক্ষের অংশ, কেবল সেই বৃক্ষেরই পুষ্টিবিধান করে, অন্য বৃক্ষের বা অপর কাহারও সেবা স্বাভাবিক উপায়ে করে না।

শক্তিও কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অপর কাহারও সেবা করে না। একজনের শ্রবণ-শক্তি অপর একজনকে শব্দাদি শুনাইতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়—শক্তিমানের সেবাই হইতেছে শক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য। তদ্রূপ, অংশীর সেবাই হইতেছে অংশের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি ও অংশ (২।৭ এবং ২।১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভগবানের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

নিজের সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া—নিজের ইহকালের বা পরকালের সুখ-সুবিধাদির কথা, এমন কি নিজের আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির কথাও মনে স্থান না দিয়া—কেবলমাত্র সেব্যের প্রীতি-বিধানই হইতেছে সেবার তাৎপর্য্য। গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনৈবামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্ এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥ ১।৩॥" (ভক্তি= ভজন=সেবা ; কেননা, ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা)।

এইরূপে কেবল ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। সেবা হইল দাসের ধর্ম্ম। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া, অংশ বলিয়া, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাসই হইল। স্মৃতিও তাহাই বলেন। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর॥ ৮৯ পৃষ্ঠায় ধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড-বচন॥—জীব হরিরই দাস, কখনও অন্য কাহারও দাস নহে।"

উল্লিখিত পদ্মপুরাণ-বাক্যে যে কেবল সংসারী জীবের কৃষ্ণদাসত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু জীব-স্বরূপের বা জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পদ্ম-পুরাণ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥
ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেবের নান্যস্যৈব কদাচন ॥

—পরমাত্মসন্দর্ভ ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠাধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন।

—'অপি চ স্মর্য্যতে ॥২।৩।৪৫॥'-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত প্রমাণ ॥

—জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত। জীব অজ, নির্ব্বিকার, একরূপ ও স্বরূপভাক্, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল (মায়াবদ্ধ অবস্থায় কর্মফল অনুসারে বহুদেহে অবস্থান করে), চিদানন্দাত্মক, অস্মৎ-শব্দবাচ্য, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য,অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য,অশোষ্য, ও অক্ষর। জীব এবম্বিধ (পূর্ব্বোক্ত) গুণযুক্ত এবং শেষভূত (ব্রহ্মাংশ-স্বরূপ বা ব্রহ্মদাস-স্বরূপ)। (প্রণবের) ম-কারদ্বারা নিত্যপরবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের কথা বলা হইয়াছে। তিনি (জীব) একমাত্র শ্রীহরিরই দাস, কখনও অপর কাহারও দাস নহেন।"

এ-স্থলে জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন, অণু, নিত্য, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য-ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত লক্ষণ জীবাত্মার বা জীব-স্বরূপেরই। অনাদি-বহির্মুখতা-বশতঃ যে জীব সংসারী হইয়া পড়েন, কর্মফল অনুসারে তিনি নানাদেহ ভ্রমণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তখনও তাঁহার ব্রহ্মাংশত্ব এবং স্বরূপগত ব্রহ্মদাসত্ব বা কৃষ্ণদাসত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে— "দাসভূতো হরেরেব"-ইত্যাদি শেষবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

জীবের পক্ষে ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা—সুতরাং জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বই—যে শ্রুতিরও অভিপ্রেত, বৃহদারণ্যক-বাক্যের মর্ম হইতেও তাহা জানা যায়। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (১।৪।৮ এবং ২।৪।৫ বাক্যে) বলিয়াছেন— পরব্রহ্মই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক॥১।৪।৮ ॥" প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার তাৎপর্য্যই হইতেছে— তাঁহার প্রীতিবিধান ; কেননা, প্রিয়ের প্রীতি-বিধানই হইতেছে প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম ; প্রিয়ের সেবা করিয়া নিজের জন্য কিছু চাওয়া প্রিয়ত্ব-বিরোধী। প্রিয়ত্ব এবং স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও জানা যায় যে, জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। পরব্রহ্ম নিত্য, জীবও নিত্য, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও নিত্য। এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধও নিত্য। প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়াই প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার বা সেবার উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন। প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনা করিলে যে সেই একমাত্র প্রিয়, নিত্যপ্রিয় পরব্রহ্মকে নিত্য প্রিয়রূপেই পাওয়া যায়, বৃহদারণ্যক তাহাও বলিয়াছেন। "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ তস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥বৃহদারণ্যক॥ ১।৪।৮॥"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ —গীতা ॥১৮।৬৫॥

—আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার সেবা কর, আমার ভজন কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয় ; তোমার নিকটে সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিতেছি যে, তুমি (এইরূপ আচরণ করিলে) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।"

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব বস্তুটীই হইতেছে পারস্পরিক। অর্জ্জুনকে প্রিয় বলার তাৎপর্য্য এই যে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের (অর্জ্জুনের উপলক্ষণে সমস্ত জীবের) প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে ভজন করিলে যে প্রিয়রূপেই (অর্জ্জুন তাঁহাকে যে-রূপ প্রিয়রূপে পাইয়াছেন, সেইরূপ প্রিয়রূপেই) তাঁহাকে পাওয়া যায়, ইহা তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক-বাক্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা গেল—প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনা করিলে প্রিয়রূপেই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং এই প্রাপ্তিও নিত্য। "প্রিয়ং ন প্রমায়ুকং ভবতি।"

ইহা হইতে জানা গেল—প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের সেবা হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম। তাহা না হইলে প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা শ্রুতি বলিতেন না এবং উপাসনার ফলে প্রিয়-রূপে তাঁহার নিত্য-প্রাপ্তির কথাও বলা হইত না। যাহা স্বরূপগত নয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না।

পরব্রহ্মের সেবা জীবের স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া জীব যে স্বরূপতঃই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহাই জানা গেল। কেননা, সেবাই দাসত্বের প্রাণ।

সেবাই যে জীবের স্বরূপগত ধর্ম, সংসারী জীবের আচরণ লক্ষ্য করিলেও তাহা বুঝা যায়।

সকল সময়ে কেহ অপরের সেবা না করিলেও কখনও যদি কেহ অপরের সেবা করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—মনে করে, "একটা ভাল কাজ করিলাম।" ইহাতেই বুঝা যায়, সেবা-কার্য্যটী তাহার হার্দ্দ।

বিচার করিলে দেখা যায়—জ্ঞাতসারে হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের সকল জীবই পরস্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করে, ধনী অর্থোপার্জ্জন করে। ধনী অর্থের বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে শস্য গ্রহণ করে। পরস্পরের প্রয়োজনে এই বিনিময় সাধিত হইলেও তদ্দ্বারা পরস্পরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। কুকুর, শকুনি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের বিরক্তি-জনক, অস্বস্তিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যাদি অপসারিত করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে। চিকিৎসক রোগীর সেবা করিতেছে—ঔষধাদিদ্বারা। আবার রোগীও চিকিৎসকের সেবা করিতেছে—অর্থাদি-দ্বারা। প্রশ্ন হইতে পারে—এ-স্থলে যে সকল সেবার কথা বলা হইতেছে, তাহা তো বাস্তবিক সেবা

নয়; কেননা, এ-সকল তথাকথিত সেবার কাজ কেহই অপরের সুখ-সম্পাদনের উদ্দেশ্যমাত্র নিয়া করে না, করে বরং নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উত্তরে বলা যায়—সাধারণতঃ নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সকলে কাজ করে সত্য; কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই (যেমন, পূর্বোল্লিখিত কুকুর-শকুনি-আদির বেলায়) যে অপরের উপকার হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধিমূলক প্রয়াসের মধ্যে সেবা-বাসনাটী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই ঐ প্রয়াসেই অপরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। জীবস্বরূপ মায়াকবলিত হইয়া মায়িকদেহে এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী সেবা-বাসনা দেহেন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়-সেবার বাসনায় রূপান্তরিত হইয়াছে; তাহাতেই জীবের প্রয়োজন-বুদ্ধি এবং তাহাতেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়াস। এই প্রয়াসের প্রবর্ত্তক কিন্তু সেবাবাসনা—যদিও মায়ামুগ্ধ জীব তাহা জানিতে পারে না। জানুক বা না জানুক, সেই সেবাবাসনা তাহার ধর্ম প্রকাশ করিবেই, সামান্যমাত্র হইলেও তাহা করিবে, হয়তো বিকৃতভাবেই তাহা প্রকাশ করিবে। সেই সেবাবাসনাটী যেমন সংসারী জীবের নিকটে প্রচ্ছন্ন, সেবা-বাসনার স্বাভাবিক ধর্মের প্রকাশটীও তাহার নিকটে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকে। তাই সংসারী জীব মনে করে—তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধিমাত্রই সে করিল, অপরের সেবা করিল না। তথাপি কিন্তু সেবা হইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ অজ্ঞাতসারেই যে সেবা হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—সেবাবাসনাটী জীবের স্বাভাবিক, স্বরূপগত।

অন্যভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। সংসারী জীব আমরা কি করিতেছি? মায়ার দাসত্ব করিতেছি, মায়ার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছি। যে ইন্দ্রিয় যখন যাহা চায়, তাহাই সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টাতে, দেহের অপটুতাবশতঃ কখনও কখনও দেহের অবসাদ জন্মে বটে; কিন্তু মনের অবসাদ জন্মে না। দেহের অবসাদ মনের উপরে ছায়াপাত করিলেও চেষ্টার ইচ্ছা প্রশমিত হয় না। দেহের অবসাদবশতঃ সাময়িকভাবে চেষ্টার বিরতি হইলেও ইচ্ছার বিরতি হয় না। পুনঃপুনঃ চেষ্টাসত্ত্বেও ব্যর্থকাম হইলেও ইচ্ছা দূরীভূত হয় না; হয়তো সুযোগ-সুবিধার অভাবে ইচ্ছা চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু ইচ্ছা থাকিয়াই যায়; তাহাতেই আক্ষেপাদির উদ্ভব। ইহাতেই বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়াদির সেবার জন্য সংসারী জীবের ইচ্ছা অদম্যা, স্বাভাবিকী বলিয়াই অদম্যা। ইহাতেই জীবের সেবা-বাসনার স্বাভাবিকত্ব বা স্বরূপগতত্ব সূচিত হইতেছে।

কিন্তু এই সেবার বাসনাটী বাস্তবিক কাহার সেবার জন্য? জীব যখন নিত্য বস্তু, তাহার সেবাবাসনাটীও যখন স্বাভাবিক—সুতরাং নিত্য—তখন সহজেই বুঝা যায়—অনিত্য বস্তুর সেবার জন্য এই বাসনা হইতে পারে না। জীব মায়া-কবলিত হইয়াছে বলিয়াই মায়ার দাসত্ব করে, মায়ার প্ররোচনায় দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের দাসত্বও করে। কিন্তু সংসারী জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ হইতেছে

আগন্তুক—অপসারণীয়। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিও নিত্য নয়। সংসারী জীব কত দেহ ত্যাগ করে, আবার কত দেহ গ্রহণ করে। কোনওটীই নিত্য নহে। সুতরাং নিত্য জীবের নিত্য সেবাবাসনাও অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদির সেবার জন্য হইতে পারে না। যাহার সহিত জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সেবার জন্যই এই বাসনা। জীবের সহিত পরব্রহ্ম ভগবানেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; জীব তাঁহারই শক্তি এবং অংশ। তাঁহার সেবার জন্যই জীবস্বরূপের বাসনা থাকা স্বাভাবিক। জীবের স্বাভাবিকী সেবা-বাসনা তাঁহার দিকেই অনবরত ছুটিতেছে; কিন্তু অনাদি বহির্মুখ জীব অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না যে—সেবা-বাসনার গতি পরব্রহ্ম ভগবানের দিকেই। মায়ার প্রভাবে দেহেতে আবেশ জন্মে বলিয়া, পথভোলা পথিকের মত, সেই বাসনা দেহের দিকেই ছুটিয়া চলে। কিন্তু তাহাতেও বিরাম নাই; এক দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে, আবার সেই দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে, ইত্যাদিক্রমে সেবাবাসনা কেবল ঘুরা-ফিরাই করিতেছে। কোনও ভাগ্যে কখনও যদি বুঝিতে পারে—বাসনার গতির বাস্তবিক লক্ষ্য কি, তখন বুঝিতে পারে, পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই হইতেছেন তাহার একমাত্র সেব্য, অপর কেহ নহে।

কোনও ভাগ্যবান্ জীব নিম্নলিখিত বাক্যে এই তথ্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা স্তেষাংজাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥৩।২।৬॥

—কামাদির কত দুর্নিদেশ (দুষ্ট আজ্ঞা) আমি কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি; তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। আমার প্রতি করুণা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহারা লজ্জিতও হইল না, তাহাদের দাসত্ব হইতে তাহারা আমাকে নিষ্কৃতিও দিল না। হে যদুপতে! (কোনও সাধু মহাপুরুষের কৃপায়) সম্প্রতি (এক্ষণে) আমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে। (আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি—দাসত্ব আমার স্বভাব বটে; কিন্তু ঐ সকল নিষ্করুণ এবং নির্লজ্জ প্রভুদের দাস আমি নহি; আমি তোমারই দাস। তাই) তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ-দাস্যে নিযুক্ত কর।"

এজন্যই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—জীব "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১০১॥"

ক। সংসারাবদ্ধ জীবাত্মাও নিত্যকৃষ্ণদাস

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—তত্ত্বের বিচারে না হয় স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জীব

স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস। কিন্তু সংসারী জীব তো অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ—সুতরাং অনাদি কাল হইতেই ভগবৎ-সেবাবিমুখ। এই অবস্থায় কিরূপে জীবমাত্র সম্বন্ধেই বলা যায়—"কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব।"

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। দাসত্বের প্রাণবস্তু হইল সেবা। সেবার আবার প্রাণবস্তু হইল সেবাবাসনা। কেন না, সেবা-বাসনাহীন সেবার—ইচ্ছাহীন বাধ্যতামূলক সেবার—কোনও মূল্যই থাকিতে পারে না। সংসারী জীবেরও সেবাবাসনা স্বরূপগত, নিত্য; সুতরাং সংসারী জীবের দাসত্বও নিত্য। জীব যখন স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস, অন্য কাহারও দাস নয়, তখন কেবলমাত্র সেবা-বাসনার নিত্যত্বেই সংসারী জীবেরও নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে, সাংসারী জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতেই সংসারী জীবের কৃষ্ণদাসত্ব অন্তর্হিত হয় না। গাছের একটী পত্র যখন গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই পত্রদ্বারা আর গাছের সেবা চলিতে পারে না; তথাপি কিন্তু তখনও পত্রটী গাছের পত্রই থাকে।

সংসারী জীব আমরা। আমাদের সেবাবাসনা নিত্যই বিকশিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই সেবাবাসনার লক্ষ্য ভগবান্‌ই, অপর কেহ নহে; যেহেতু, অপর কোনও বস্তুর সহিত তাহার স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই সেবাবাসনা নিত্য বিকশিত হইলেও বিকাশের পথে মায়ার আবরণে প্রতিহত হইতেছে বলিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। কোনও পতিব্রতা রমণী দূরদেশস্থিত পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যদি পথ ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও পতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

চিরন্তনী সুখবাসনা ও প্রিয়বাসনা।

বস্তুতঃ অজ্ঞাতসারেও আমরা ভগবানেরই অনুসন্ধান করিতেছি। আমাদের চিরন্তনী সুখ-বাসনা এবং প্রিয়-বাসনাই তাহার প্রমাণ।

সংসারে আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই করি সুখের জন্য, প্রিয়বস্তু লাভের জন্য। ছোট শিশু মায়ের বা অপর কোনও স্নেহশীল লোকের কোলে থাকিতে চায়; কারণ, তাহাতে সে সুখ পায়। মুমূর্ষুও বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সংসার-সুখ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসুখ ভোগের জন্য। আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্ত্তকই হইতেছে সুখের বাসনা এবং প্রিয়বস্তু লাভের বাসনা। প্রশ্ন হইতে পারে—দুঃখ-নিবৃত্তির বা অপ্রিয়-নিরাকরণের বাসনাও তো চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—আমরা সুখ চাই বলিয়াই দুঃখ চাইনা, দুঃখ হইল সুখের বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট বস্তু; এবং দুঃখ চাই না বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য আমাদের প্রয়াস; সুতরাং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাসনা। তদ্রূপ, অপ্রিয়-নিরসনের চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে প্রিয়-প্রাপ্তির

বাসনা। যখন সুখ কিছুতেই পাওয়া যায় না, অথচ দুঃখও অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল—এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। দুঃখ দূর হইয়া গেলেই আবার সুখের বাসনা জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর সাধনাদির দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশাতে। এ-স্থলেও সুখ-বাসনাই হইতেছে কঠোর তপস্যাদির দুঃখ-বরণের প্রবর্ত্তক। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপ সুখবাসনা দৃষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির মধ্যেও তাহা দেখা যায়। লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে—তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া। ছায়াতে যে গাছ জন্মে, সে তাহার দু'একটী শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়—সুখের আশায়। তাহাতেই বুঝা যায়—স্থাবর জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা এবং তদ্রূপ প্রিয়প্রাপ্তির বাসনা আছে এবং এইরূপ বাসনাই হইতেছে সকলের সকল চেষ্টার প্রবর্ত্তক।

স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর মধ্যেই যখন এইরূপ বাসনা দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, সকল প্রাণীর মধ্যেই যদি কোনও একটী সাধারণ বস্তু থাকে, তাহা হইলে এই সাধারণ বাসনাটাও হইবে সেই সাধারণ বস্তুরই এবং সেই সাধারণ বস্তুটীও হইবে চেতন বস্তুই; কেন না, অচেতন বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। সকল প্রাণীর মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাত্মা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকল প্রাণীর মধ্যেই একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে সাধারণ সুখবাসনা বা প্রিয়বাসনাও জীবাত্মারই বাসনা।

প্রশ্ন হইতে পারে—সকল প্রাণীরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহারা সাধারণ। এই সংসারে জীবও দেহের সুখের জন্যই লালায়িত। সুতরাং বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ সুখবাসনা বা প্রিয়-প্রাপ্তির বাসনাটী দেহের বাসনাও হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—দেহ জড় অচেতন বস্তু; চেতন জীবাত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই দেহকে চেতন বলিয়া মনে হয়। জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হইলে), তখন দেহ পড়িয়া থাকে; তাহা জড়ই, অচেতনই। তখন তাহার কামনা-বাসনা কিছুই থাকে না। জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বাসনা বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। স্বরূপতঃ ইহা চেতন জীবাত্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নয়। জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত বস্তু; তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত—চিরন্তনী।

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়াও মনে করি এবং তাহা আস্বাদনও করিয়া থাকি, কিন্তু নবপ্রাপ্ত সুখের প্রথম উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার অধিকতর বা নূতনতর সুখের জন্য আমাদের

বাসনা জাগিয়া উঠে। তাহাও যদি পাই, তাহা হইলেও আরও অধিকতর বা নূতনতর সুখের জন্য আবার আমরা যত্নপর হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়—কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাই না ; যদি পাইতাম, তাহা হইলে সুখ-বাসনার তাড়নায় আমাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধহয়—যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, তাহার পরিচয়—স্বরূপও—আমরা জানিনা ; তাই তদনুকূল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়া প্রাণমাতান অনির্ব্বচনীয় এক গন্ধ অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইল ; কিন্তু তাহা কিসের গন্ধ, জানে না। চারিদিকে নানারকমের ফুল ফুটিয়া আছে। মনে করিল—বুঝি বা এই সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নাকের কাছে নিয়া দেখে—ঐ অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান সুগন্ধ ইহাদের কোনও একটী ফুলেরও নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, আমরা মনে করি—স্ত্রী বা পতি হইতে তাহা পাইব, অথবা পুত্র-কন্যা-ভ্রাতা-ভগিনী হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথবা এ-সকলের সম্মেলন হইতে তাহা পাইব। কিন্তু তাহা পাই না। কিছুতেই এই সংসারে আমাদের সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ—যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, তাহার প্রাপ্তির অনুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না। তাহারও হেতু এই যে—সেই সুখটীর স্বরূপই আমরা জানি না। কিন্তু সেই সুখটী কি রকম ?

প্রাচীন কালে কোনও ঋষির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুখ জিনিসটী কি ? উত্তর পাইলেন—"ভূমৈব সুখম্।" ভূমাই সুখ। ভূমা বলিতে সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু আছে মাত্র একটী—ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই সুখ। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে তিনি অসীম, অনন্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা—অসীম, অনন্ত—বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, "নাল্পে সুখমস্তি।" অল্প বস্তুতে—দেশে এবং কালে যাহা অল্প—সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে এবং স্থায়িত্বে অল্প বা সীমাবদ্ধ—সুতরাং যাহা সৃষ্ট, সৃষ্ট বলিয়া অনিত্য, প্রাকৃত-তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। অনন্ত অসীম নিত্য বস্তু—সান্ত সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্ট, প্রাকৃত, ধ্বংসশীল—সুতরাং অনিত্য, সসীম। সুতরাং ভূমা সুখ এই ব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যাইতে পারে না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে, অন্যত্র নহে। শ্রুতি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

আনন্দস্বরূপ-ব্রহ্মে—পরতত্ত্ব-বস্তুতে—আনন্দের অনন্ত-বৈচিত্রী আছে বলিয়া, এবং তাঁহার প্রত্যেক আনন্দ-বৈচিত্রীই অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মাইতে পারে বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী

ভবতি—এই রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে; অন্য কোনও উপায়েই জীব আনন্দী হইতে পারে না।” তাৎপর্য্য এই যে—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পরব্রহ্মকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে; একমাত্র তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটাছুটির চির অবসান সম্ভব হইতে পারে; তৎপূর্ব্বে নহে। তিনি আবার প্রিয়স্বরূপ বলিয়া, একমাত্র প্রিয় বলিয়া, তাঁহার প্রাপ্তিতে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির চিরন্তনী বাসনাও চরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নহে।

ইহা হইতে বুঝা গেল—সুখস্বরূপ—প্রিয়স্বরূপ—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্যই জীবের চিরন্তনী বাসনা। মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া তাহা বিকশিত হয় বলিয়া বহির্ম্মুখ জীব তাহাকে দেহাদির সুখের বাসনা বা দেহাদি-সম্বন্ধীয় প্রিয় বস্তুর জন্য বাসনা বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ জীবের অভীষ্ট বস্তু হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই। সংসারী জীব তাঁহারই অনুসন্ধানে—অবশ্য অজ্ঞাতসারে—ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

সুখ-স্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্য—শ্রীকৃষ্ণের জন্য—সংসারী জীবের এই চিরন্তনী বাসনাই তাহার নিত্য-কৃষ্ণদাসত্ব-ভাবের পরিচায়ক—যদিও তাহার অনুভূতি তাহার নাই। এইরূপে দেখা গেল—জীবাত্মামাত্রই নিত্য-কৃষ্ণদাস।

খ। কৃষ্ণদাসত্বের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃত জগতের দাসত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব একরূপ নহে। এই দুইটী বস্তু স্বরূপেই বিলক্ষণ। প্রাকৃত জগতের দাসত্ব স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু কৃষ্ণদাসত্ব হইতেছে প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতেই উভয়ের বৈলক্ষণ্য।

প্রাকৃত জগতের দাসত্ব। প্রাকৃত জগতের দাসত্ব হইতেছে সাধারণতঃ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধজাত। পূর্ব্বে পৃথিবীর কোনও কোনও স্থলে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসদের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। অনেক গৃহস্থও বাড়ীতে পাচক রাখেন, ভৃত্য রাখেন। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের মত শোচনীয় না হইলেও খুব লোভনীয়ও নয়। তাহার কারণ—ক্রীতদাস বা পাচক-ভৃত্য এবং তাহাদের প্রভু বা মনিব—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটী হইতেছে কেবলই স্বার্থের সম্বন্ধ। সকলেই নিজ নিজ সুখ-সুবিধাটী চায়; ভৃত্যাদির মনেও মনিবের সুখ প্রাধান্য লাভ করে না, মনিবের মনেও ভৃত্যাদির সুখ প্রাধান্য লাভ করে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধটী সুখময় হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন নাই।

সংসারে কিছু প্রীতির বন্ধন আছে—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে। মাতা শিশু-সন্তানের সেবা করেন—কাহারও আদেশে বা অনুরোধে

নয়, নিজের প্রাণের টানে। স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন, বা স্বামী স্ত্রীর সেবা করেন পরস্পরের সুখ-সুবিধাদির বিধান করেন—প্রীতির টানে। তাই এই সকল সেবায় কিছু সুখ আছে। কিন্তু ইহাতেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। কেননা, এ-সকল স্থলেও প্রীতির সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। বিচার করিলে দেখা যায়—এই প্রীতিও স্বার্থমূলা। স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনা আছে। সন্তান-সেবাতেও মাতার কিছুটা স্বসুখ-বাসনা আছে। তাহাদের সম্বন্ধটাও স্বরূপগত নয়, আগন্তুক মাত্র। যে দুইজন এখন পতি-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ, সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারাই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধ ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। মাতা ও সন্তান—জন্মের পূর্ব্বে বা পূর্ব্ব জন্মেও তাহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ ছিল না, পর জন্মেও হয়তো থাকিবে না। আবার লৌকিক জগতের এই সকল সম্বন্ধও মাত্রদেহের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ মুখ্যতঃ দেহের সম্বন্ধ। মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধও দেহের সম্বন্ধ—মাতার দেহ হইতে সন্তানের দেহের জন্ম। পরস্পরের সেবার সুখও দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখ। তাই যখনই সেবার ব্যাপারে দেহের দুঃখের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই সেই সেবা আর সুখকর হয় না। দেহ অনিত্য, এই সুখও অনিত্য।

আবার প্রাকৃত জগতে যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক সুখও নহে। ইহা হইতেছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলক ব্যবহার-জনিত চিত্ত-প্রসাদ। বাস্তব সুখ যে প্রাকৃত জগতে দুর্ল্লভ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "নাল্পে সুখমস্তি।"

কৃষ্ণদাসত্ব। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের—জীবাত্মার—সম্বন্ধ হইতেছে নিত্য অবিচ্ছেদ্য। ইহা হইতেছে আবার প্রীতির সম্বন্ধ। কেননা, পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটীও পারস্পরিক বলিয়া জীবস্বরূপও ভগবানের প্রিয়। এই প্রিয়ত্বের উপরেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। সংসারী জীবের মধ্যে এই সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন পিতা যদি বিদেশে থাকেন, এবং তাহার বহু বৎসর পরেও যদি তাহাদের পরস্পরের দর্শন না হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

সংসারী জীব আমরা অনাদিকাল হইতে ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি। তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমরা জানি না। কোনও ভাগ্যে যদি আমাদের এই অনাদি ভগবদ্‌বিস্মৃতি দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে—মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায়। মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করিলে তাহার কিরণজালও স্বতঃই বিকশিত হয়, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেও সেই সম্বন্ধের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বের জ্ঞানও তেমনি স্বতঃই স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তখনই জীব ভগবৎ-সেবার জন্য লুব্ধ হইবে, উৎকণ্ঠিত হইবে—কেন হইবে, এই প্রশ্ন উঠে না। ইহা সম্বন্ধেরই স্বভাবিক ধর্ম্ম। সূর্য্য উদিত হইলে

তাহার কিরণজালও যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয়, তদ্রূপ। তখন জীব ভগবানের স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়া (পরবর্ত্তী ২।৩০ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইবে, নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করিবে।

এই সেবাতে প্রাকৃত জগতের সেবার ন্যায় ক্লান্তি নাই, গ্লানি নাই, দুঃখের মিশ্রণ নাই, দুঃখের ছায়ার সহিতও মিশ্রণ নাই। আছে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান আনন্দ। কেননা, ইহা হইতেছে আনন্দ-স্বরূপের সেবা, প্রীতির সেবা। জীব এই সেবা করে—কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির, তাহার একমাত্র প্রিয় ভগবানের সুখের উদ্দেশ্যে। এতাদৃশী ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাব্যতীত তাহার আর অন্য কোনও কাম্যই থাকে না, তাহার নিজের জন্য কোনও কিছুর অনুসন্ধানই জীবের তখন থাকে না। কেননা, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধটীই হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ।

আবার, জীব ও ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধটী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ বলিয়া এবং প্রিয়ত্ববস্তুটীই স্বভাবতঃ পারস্পরিক বলিয়া ভক্ত জীব (যিনি ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলে। এতাদৃশ ভক্ত জীব) যেমন সর্ব্বদা চাহেন ভগবানের সুখ, ভগবান্‌ও চাহেন ভক্তের সুখ। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদন, ভক্তের প্রীতিবিধান। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্ত ভগবান্‌কে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, ভগবান্‌ও ভক্তকে তদ্রূপ প্রিয় মনে করেন। ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ভগবান্‌ও তেমনি ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ —শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥

—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত আর কিছু জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অপর কিছুর স্বল্পমাত্রও জানি না।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও উল্লিখিতরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ গীতা ॥৯।২৯॥

—যাঁহারা ভক্তিসহকারে (প্রীতির সহিত) আমার ভজন (সেবা) করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।"

প্রাকৃত জগতের প্রভু বা সেব্য চাহেন কেবল নিজের স্বার্থ—নিজের সুখ-সুবিধা, নিজের প্রীতি। তাঁহার সেবকের স্বার্থ—সেবকের সুখ-সুবিধা, সেবকের প্রীতি—তাঁহার কাম্য নয়; তাহা কখনও কাম্য হইলেও কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে। কিন্তু আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রভু চাহেন একমাত্র তাঁহার সেবকের সুখ—সেবকের চিত্ত-বিনোদনই তাঁহার

একমাত্র ব্রত। তিনি নিজের জন্য কিছু চাহেন না—তিনি পূর্ণতম স্বরূপ। তাঁহার এমন কোনও অভাবই নাই, সেবকের দ্বারা যাহার পূরণ করাইতে তিনি অভিলাষী হইতে পারেন। ইহাই হইল—প্রাকৃত জগতের সেব্যের এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ সেব্যের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য। প্রাকৃত জগতের প্রভু অপূর্ণ, তাঁহার বিবিধ অভাব। এই অভাব-পূরণের জন্যই তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাঁহার সেবক-নিয়োগ। আর পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-স্বরূপ, তাঁহার কোনও অভাবই নাই। সুতরাং অভাব-পূরণের জন্য স্বার্থবুদ্ধিও তাঁহার নাই, থাকিতেও পারে না। সেবকের নিকট হইতেও তাঁহার কাম্য কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। তাঁহার নিত্যসেবক জীব তাঁহার প্রিয় বলিয়া এবং "এষ হ্যেব আনন্দয়াতি" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে আনন্দস্বরূপ-তিনিই একমাত্র আনন্দদাতা বলিয়া তাঁহার নিত্য-সেবক জীবের প্রীতি-বিধান, আনন্দ-বিধানই তাঁহার একমাত্র কাম্য, একমাত্র ব্রত। এতাদৃশ লোভনীয় প্রভু হইতেছেন রসস্বরূপ প্রিয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

আর, প্রাকৃত জগতের সেবকও চাহে কেবল নিজের স্বার্থ। প্রভুর স্বার্থ তাঁহার লক্ষ্য নয়। কখনও লক্ষ্য হইলেও তাহা হয় কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে। কেননা, প্রাকৃত সংসারী জীব প্রাকৃত প্রভুর ন্যায় নিজেও অপূর্ণ, অভাব-বুদ্ধিবিশিষ্ট। পূর্ণতম-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবেই এই অপূর্ণতা। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ পূর্ণতম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাঁহার সহিত নিজের অনাদিসিদ্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধের কথা জানিতে পারেন, তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতাই দূরীভূত হইয়া যায়, কোনওরূপ অভাব-বোধও তাঁহার থাকেনা, আনন্দস্বরূপের অনুভবে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাঁহার চিত্তে তাঁহার একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনাও উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাতে তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। প্রিয়ত্বের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তিনি চাহেন কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। অন্য কোনওরূপ কামনার ছায়াও তাঁহাকে তখন স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই হইতেছে প্রাকৃত জগতের সেবক হইতে ভগবৎ-সেবকের অপূর্ব্ব বৈলক্ষণ্য।

সেব্যও সেবকের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যবশতঃই কৃষ্ণদাসত্বের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। জীবের স্বরূপানুবন্ধি কৃষ্ণদাসত্ব—প্রাকৃত জগতের নীরস দাসত্ব নহে। ইহা হইতেছে—নিতান্ত আপন-জন-বোধে, পরমপ্রিয়তম-জ্ঞানে অখিল-রসামৃত-বারিধি স্বীয় ভক্তজনের প্রীতিবিধান-লোলুপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ মনঃ-প্রাণঢালা প্রীতিবিধান-প্রয়াসমাত্র।

কৃষ্ণদাসত্বের আর একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে—অপরিসীম এবং অনির্ব্বচনীয় নিত্য-নবনবায়মান আনন্দের উপভোগ। যদিও ভক্তের চিত্তে এই আনন্দ আস্বাদনের বাসনাও থাকে না, তথাপি কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্মবশতঃই এই আনন্দ আপনা-আপনি অনুভূত হইয়া থাকে। তাপ গ্রহণের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্বলদগ্নিরাশির নিকটবর্ত্তী হইলেই যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই আপনা-আপনিই উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এবং তাঁহার

সেবার প্রভাবে ভক্ত জীবের আনন্দ আস্বাদনের বাসনা না থাকিলেও আপনা-আপনিই এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে। শ্রুতিকথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধিজনিত আনন্দ অপেক্ষাও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ অনন্তগুণে অধিক। শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ হরিভক্তিসুধোদয়॥

—হে জগদ্গুরো, তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত আমার নিকটে ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য (অতি সামান্য) মনে হইতেছে।"

আনন্দস্বরূপ ভগবানের সেবাতে এতই আনন্দ যে, শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"সাধু ভক্তগণ আমার সেবাতে এমনভাবে আনন্দপূর্ণ থাকেন যে, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির আনন্দকেও তাঁহারা তুচ্ছ মনে করেন; সুতরাং এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহা কালত্রয়ের অধীন, এতাদৃশ ব্রহ্মলোকাদির আনন্দও যে তাঁহারা ইচ্ছা করেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ?

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ —শ্রীভা ৯।৪।৬৭॥"

সাধন-কালেও ভক্ত যদি ভগবৎসেবার আনন্দের কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাতেই তিনি সেবার জন্য এতই লুব্ধ হয়েন যে, পঞ্চবিধা মুক্তি তিনি নিজে তো চাহেনই না, ভগবান্ উপযাজক হইয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। একথা শ্রীভগবান্ নিজের মুখেই বলিয়াছেন।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা ৩।২৯।১৩॥"

শুদ্ধা ভক্তির সাধনে ভগবৎ-কৃপায় যাঁহারা পার্ষদত্ব লাভ করিয়া মাধুর্য্যঘন রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন, ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার যে মাধুর্য্য

কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ
বলে হরে তা-সভার মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কাহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে, সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ ২।২১।৮৮॥"

এবং শ্রীকৃষ্ণের যে

"আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ শ্রীচৈ ২।৮।১১৪॥"

শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য তাঁহার নিজেরও বিস্ময় উৎপাদন করে "বিস্মাপনং স্বস্য চ ॥ শ্রীভাঃ ৩।২।১২॥" —ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকর ভক্তদিগকে সেই মাধুর্য্যের আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত লীলা করিতে থাকেন, সাধনসিদ্ধ পরিকর ভক্তগণও সেই লীলাতে তাঁহাব সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারাও তখন লীলারস-রসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সেই লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে, তাঁহারই কৃপায় লীলারস-আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ— সুতরাং স্বতঃই পরম-আস্বাদ্য। এতাদৃশী ভক্তি যাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তির স্বীয় প্রভাবে সেই আনন্দ আপনা-আপনিই তাঁহার অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে— যে-পাত্রে জ্বলন্ত অগ্নি থাকে, অগ্নির উত্তাপে সেই পাত্র যেমন আপনা-আপনিই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ।

এইরূপই হইতেছে নিত্য-কৃষ্ণদাস-জীবের প্রাপ্য সৌভাগ্যের লোভনীয়ত্ব। ইহাই হইতেছে কৃষ্ণদাসত্বের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য।

গ। জীবের কৃষ্ণদাসত্ব ও অণুস্বাতন্ত্র্য

পূর্ব্বে (২।২৭ গ, ঘ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্য আছে। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়াই তাহার এই অণু-স্বাতন্ত্র্য এবং কৃষ্ণদাসত্বেই এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা। তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের বাস্তব-প্রয়োগ-স্থান শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই। কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে সেবা হইয়া যায় যান্ত্রিক সেবার মতন। যন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র আদেশের অনুসরণেই যে সেবা, সেই সেবায় সেবার তাৎপর্য্য সেব্যের প্রীতিবিধান সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইতে পারে না। একটু স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কোনও সেবার পরিপাটী সকল সময়ে সম্ভব হয় না— সেব্যের মন বুঝিয়া, মনের ভাব বুঝিয়া সেবা করা যায় না। প্রতিপদে আদেশের অপেক্ষা থাকিলে সেইরূপ সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কান্তাভাবের কোনও সাধনসিদ্ধা পরিকর-স্থানীয়া সেবিকাকে তাঁহার গুরুরূপা সখী, বা শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি সখী যেন আদেশ করিলেন—"যাও, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জন্য —শ্রীশ্রীপ্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর জন্য—ফুলের মালা গাঁথিয়া আন।" ফুল কোথায় পাওয়া যাইবে, কি ফুলের কত ছড়া মালা গাঁথিতে হইবে, কত লম্বা মালা গাঁথিতে হইবে –ইত্যাদি বিষয়ে কোনওরূপ বিশেষ আদেশই দেওয়া হইল না। এসকল বিষয়ে আদেশ পাওয়া গেল না

বলিয়া যদি সেই সেবিকা মালা গাঁথার আদেশ পালনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেবাই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করিবেন—তাঁহার পছন্দমত মনোরম ফুল তুলিয়া পছন্দমত মালা গাঁথিবেন—যাহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য হইবে—গুরুরূপা সখী-আদির আদেশের অনুগত ; তাই ইহা অণুস্বাতন্ত্র্য, আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্য। আর একটা দৃষ্টান্ত। গুরুরূপা সখী-আদি কাহারও আদেশে সাধনসিদ্ধা সেবিকা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল। যুগল-কিশোর বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝিয়া সেবিকা রত্নবেদীতে নির্বৃন্ত-কুসুমের আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে কর্পূর-বাসিত সুশীতল চন্দন দিবেন, চামর ব্যজন করিবেন, ইত্যাদি। অথচ, এই ভাবে সেবা করিবার জন্য হয়তো সেই সেবিকা কোনও বিশেষ আদেশ পায়েন নাই। তাঁহার অণুস্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার করিয়াই তিনি এসমস্ত সময়োপযোগী সেবার কাজ করিয়া থাকেন। এ-সকল সেবাও আদিষ্ট সেবা বিষয়ে সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ; এসকল সময়োপযোগী সেবা যে অণুস্বাতন্ত্র্যের ফল, তাহাও সেবাবিষয়ে সাধারণ আদেশের অনুগত।

এসমস্ত কারণেই বলা যায়, কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই অণুস্বাতন্ত্র্যের বা আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অণুস্বাতন্ত্র্যকে নিজের দেহের সেবায় নিয়োজিত করিয়াই মায়াবদ্ধ সংসারী জীব তাহার অপব্যবহার করিতেছে এবং তাহার ফলে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

অষ্টম অধ্যায়

নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ জীব

৩০। নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ সংসারী জীব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব সংখ্যায় অনন্ত (২।২৬-অনুচ্ছেদ)। এই জীব দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ; আর এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে তাহাই লিখিয়াছেন। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গঃ অনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ, অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎ-পরাঙ্‌মুখঃ, স্বভাবতঃ তদীয়জ্ঞানভাবাৎ তদীয়জ্ঞানাভাবাৎ চ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫০ পৃষ্ঠা ॥" অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) আছে, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ; আর, অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব, অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবৎ-স্মৃতিহীন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বিমুখ—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ।

অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) আছে, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, অন্তরঙ্গা-স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য-ভগবৎ-পরিকরস্বরূপ। "অত্র প্রথমঃ অন্তরঙ্গাশক্তি-বিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর ॥১৫০পৃষ্ঠা ॥"

এই উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডের কয়েকটী শ্লোকের কথা বলিয়াছেন। ভগবৎ-সন্দর্ভে তিনি সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যথোক্তম্ ॥ পাদ্মোত্তরখণ্ডে 'ত্রিপাদ্‌বিভূতে র্লোকস্ত্বিত্যাদৌ ভগবৎ-সন্দর্ভোদাহৃতে।" ভগবৎ-সন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি এই :—

> "ত্রিপাদ্‌বিভূতে র্লোকস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ-সুখাহ্বয়াঃ ॥
> সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥
> সর্ব্ববেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ। নারায়ণপদাম্ভোজ-ভক্ত্যেক-রসসেবিতাঃ ॥
> নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ। সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদস্বরূপা বেদবর্চ্চস ইত্যাদি ॥
> —ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ৩৯৮ পৃষ্ঠা ॥

—ত্রিপাদ্ বিভূতির লোক অসংখ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহারা সকলে শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দ-সুখসেবী। সকলেই নিত্য, নির্ব্বিকার হেয়রাগ-বিবর্জ্জিত (দেহাদি-বিষয়ে আসক্তিশূন্য)। সকলেই তেজোময়, শুদ্ধ, কোটি-সূর্য্যতুল্যপ্রভাশালী, সর্ব্ববেদময়, দিব্য, কামক্রোধাদিবর্জ্জিত, অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা নারায়ণের পদকমল-সেবার রসের দ্বারা সেবিত, নিরন্তর সামগান-পরিপূর্ণ-সুখাশ্রিত। সকলেই পঞ্চ-উপনিষৎ-স্বরূপ এবং বেদবর্চ্চ ইত্যাদি।"

এ-স্থলে "ত্রিপাদ্‌বিভূতি"-শব্দে প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামকে বুঝাইতেছে। "অত্র ত্রিপাদ্‌বিভূতি-শব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোঽভিধীয়তে ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভ ॥ ৩৯৮ পৃষ্ঠা ॥" এই ভগবদ্ধামে যে অসংখ্য লোকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই নিত্যমুক্ত জীব। তাঁহাদের যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়—তাঁহারা নিত্যমুক্ত, নিত্য-ভগবৎ-সেবাপরায়ণ।

এই গেল নিত্যমুক্ত জীবদের কথা। আর, যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাববশতঃ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াকর্ত্তৃক পরিভূত, তাঁহারা সংসারী (সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীব) হইয়াছেন। "অপরস্তু তৎপরাঙ্‌মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫১ পৃষ্ঠা ॥"

দ্বিবিধ-জীব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনে তিনি পুরাণাদির প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তাহা এ-স্থলে আলোচিত হইল না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার ॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম—ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ। নিত্য সংসারী, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি মারে ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৮—১১ ॥"

এই কয় পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে উদ্ধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির মর্ম্মও তাহাই। সুতরাং পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির আনুগত্যেই এই কয় পয়ারের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। তাহা হইলে পয়ারোক্ত "নিত্যবদ্ধ", "নিত্যবহির্ম্মুখ", "নিত্য সংসারী" এবং "নিত্যসংসার"-এই বাক্যসমূহের অন্তর্গত "নিত্য"-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে—"অনাদি",-অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই "বদ্ধ, বহির্মুখ এবং সংসারী।" এই শ্রেণীর জীবসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে "অনাদি"-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"নিত্য"-শব্দের একটী ব্যঞ্জনা এই যে, যে সমস্ত জীব এই সংসারে আছেন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত "নিত্য-অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই" বদ্ধ, বহির্ম্মুখ এবং সংসারী। তাঁহাদের কেহই কখনও শ্রীকৃষ্ণসমীপে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই; কেননা, একবার শ্রীকৃষ্ণসমীপে গেলে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"নিত্য"-শব্দের সাধারণ অর্থ হইতেছে—অনাদি এবং অনন্ত। উল্লিখিত পায়ারসমূহে সংসারী জীবসম্বন্ধে উল্লিখিত "নিত্য"-শব্দের এই সাধারণ অর্থ করিলে বুঝা যায়—সংসারী জীবের সংসার বা মায়াবন্ধন হইতেছে নিত্য, অর্থাৎ ইহা অনাদি এবং অনন্ত, ইহার অন্ত বা শেষ নাই, সংসারী জীবের

মোক্ষ কখনও সম্ভব নয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত মোক্ষ-প্রাপক সাধনের উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, উপরে উদ্ধৃত পয়ারসমূহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়াছেন—

(পূর্ব্বোদ্ধৃত পয়ারে কথিত "নিত্যবদ্ধ", "নিত্যসংসারী" এবং "নিত্যবহির্ম্মুখ" জীব,)

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১২-১৩॥"

—মায়াবদ্ধ জীবও মহৎ-কৃপার ফলে মায়ামুক্ত হইয়া "কৃষ্ণ নিকট যায়"—পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যায়—"নিত্যবদ্ধ"-ইত্যাদি শব্দের অন্তর্গত "নিত্য"-শব্দ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অনাদি বটে; কিন্তু অবিনাশী নহে। ইহা বিনাশী—দূরীভূত হওয়ার যোগ্য। এই অনাদি-বহির্ম্মুখতার দূরীকরণের নিমিত্তই সাধন-ভজনের উপদেশ।

ক। মুক্তজীবে স্বরূপ-শক্তির কৃপা।

অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীব সম্বন্ধে পরমাত্ম-সন্দর্ভ বলিয়াছেন—"অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎপরিকরঃ।—অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসবিশেষ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া নিত্য ভগবৎ-পার্ষদরূপ।" যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, তাঁহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইতে হয় নাই; তাঁহারা "নিত্যমুক্ত।" অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা অন্তরঙ্গা শক্তির—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির—বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত এবং এইভাবে অনুগৃহীত বলিয়াই অনাদিকাল হইতে নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপে তাঁহারা ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। স্বরূপ-শক্তিকর্তৃক অনুগৃহীত না হইলে, স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়া সত্ত্বেও পরিকররূপে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইত না—ইহাই পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে সূচিত হইতেছে। তাহার হেতু এই যে—জীবের স্বরূপে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই (২।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অথচ, স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে ভগবানের সেবার পক্ষে অপরিহার্য্যা; যেহেতু, ভগবান্ হইতেছেন—আত্মারাম, স্বরাট্—স্বশক্ত্যেক-সহায়। তিনি—স্বতন্ত্র, নিজের দ্বারা, স্বীয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তন্ত্রিত; তিনি স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়। স্বরূপ-শক্তিই পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপে নিত্য অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপভূতা। অন্য কোনও শক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা নহে। সুতরাং স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে তাঁহার সেবার মুখ্যা অধিকারিণী; জীবশক্তি বা মায়াশক্তি তাঁহারই শক্তি হইলেও তাঁহার স্বরূপান্তর্ভূ্তা নহে বলিয়া স্বরূপ-শক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে সেবার অধিকারিণী নহে। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তাঁহারা সেবার অধিকারিণী হইতে

পারেন। স্বরূপ-শক্তি সেবার মুখ্যা অধিকারিণী বলিয়া তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে সেবা দেন, তিনিই সেবা পাইতে পারেন। এজন্য নিত্যমুক্ত জীবের পক্ষেও স্বরূপ-শক্তির কৃপা অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ, ভক্তি বা প্রেমব্যতীত ভগবানের সেবা হইতে পারে না। ভক্তি বা প্রেম হইতেছে— অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। তাই স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তিবিশেষের কৃপা না পাইলে ভগবৎ-সেবা বা ভগবৎ-পার্ষদত্ব কেহই পাইতে পারেন না।

কিন্তু স্বরূপ-শক্তিহীন শুদ্ধ জীব কিরূপে স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তি-বিশেষের কৃপা পাইতে পারেন ?

উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি-বিশেষকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। তাহা ভক্তচিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রীতি নামে খ্যাত হয় এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই পরমাস্বাদ্য হইয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনু-ভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্‌ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৬৫॥"শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ভগবৎ-সেবায় পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তাঁহাকে ভগবৎ-সেবার উপযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে পার্ষদত্ব দান করিয়া কৃতার্থ করেন। এইরূপেই নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপ-শক্তি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকেন।

সাধন-প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তও যখন নির্ম্মল হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ তাঁহার চিত্তেও গৃহীত হইয়া প্রেমরূপতা প্রাপ্ত হয়।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫৭।"

খ। মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-সুখের স্বরূপ

নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতেই পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন এবং সেবাসুখও আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে কখনও সাংসারজালে আবদ্ধ হইতে হয় নাই, কখনও সংসারদুঃখও ভোগ করিতে হয় নাই।

কিন্তু মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকে সংসার-দুঃখই ভোগ করিতে হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—সংসারে আমরা দুঃখ ভোগ করি বটে, কিন্তু কিছু সুখও তো পাইয়া থাকি। সংসারকে কেবল দুঃখময়ই বা বলা যায় কিরূপে ?

ইহার উত্তরে প্রধানতঃ দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, এই সংসারে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক সুখ নয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে আমরা সংসার-সুখ বলি, তাহাও স্বরূপতঃ দুঃখ। কেন ইহা বলা হইল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, যাহা স্বরূপতঃ সুখ, তাহা যে এই সংসারে দুর্ল্লভ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি—অল্প (সীমাবদ্ধ) বস্তুতে সুখ নাই", কেননা, "ভূমৈব সুখম্—সুখ বস্তুটী হইতেছে ভূমা—অসীম বৃহত্তম বস্তু।" সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন বাস্তব সুখ। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ ; সুতরাং সংসারী জীবের পক্ষে বাস্তব সুখের উপলব্ধি সম্ভব নয়।

সংসারে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা হইতেছে মায়িক-সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ। সত্ত্বগুণ এইরূপ চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার শক্তিকে হ্লাদকরী শক্তি বলে।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।১২।৬৯॥"

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা যে এক স্বরূপশক্তি, তাহা কেবল ভগবানেই বিরাজিতা, জীবে তাহা নাই। আর, হ্লাদকরী (সত্ত্বগুণ), তাপকরী (তমোগুণ) এবং মিশ্রা (রজোগুণ) ভগবানে নাই, যেহেতু ভগবান্ হইতেছেন প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী।" মায়ার এই সাত্ত্বিকী শক্তি কেবল মাত্র মায়াবদ্ধ জীবেই থাকে ; সুতরাং ইহাই হইতেছে জীবের পক্ষে হ্লাদকরী বা মায়াবদ্ধ জীবের সুখোৎপাদিকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও এই কথাই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সঙ্গসুখেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ॥১৪।৬॥

—হে অনঘ (অর্জ্জুন)! (মায়ার গুণত্রয়ের মধ্যে) সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব (স্বচ্ছত্ব) প্রযুক্ত প্রকাশক এবং শান্ত ; এজন্য এই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনাময়ং চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেন সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেন জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি।" এই টীকা হইতে জানা গেল, সত্ত্বগুণের কার্য্যই হইতেছে সুখ এবং জ্ঞান।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি

বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িনি আত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাতমিতি মৃষৈব সুখেন সংজননমিতি। সৈষাঽবিদ্যা। “অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয়্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্যাত্মভূতে সুখে সংযোজয়তীব আসক্তমিব করোতি।” এই ভাষ্য হইতেও জানা গেল—বিষয়ী লোকের বিষয় হইতেই সুখ জন্মে এবং এই সুখ হইল অবিদ্যা (মায়া) হইতে জাত।

এইরূপে দেখা গেল—সংসারী জীবের সুখ হইতেছে সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত, সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদমাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, সংসারী জীবের সুখ সত্ত্বগুণজাত বলিয়া ইহা হইতেছে—জড়, চিদ্‌বিরোধী। যাহা প্রকৃত সুখ, তাহা হইতেছে চিদ্‌বস্তু; কেননা, প্রকৃত সুখ হইতেছে ভূমা, ভূমা বস্তুই চিদ্‌বস্তু। অচিৎ বা জড়বস্তু কখনও ভূমা হইতে পারে না। যাহা চিদ্‌বিরোধী, তাহাই হইবে সুখবিরোধীও। যাহা সুখবিরোধী, তাহাই দুঃখ। সংসারী জীবের সুখ জড় বা চিদ্‌বিরোধী বলিয়া স্বরূপতঃ তাহা হইবে সুখবিরোধী, অর্থাৎ দুঃখ। এইরূপে দেখা গেল—সংসারী জীব যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তত্ত্বের বিচারে তাহাও দুঃখ; কেননা, তাহা সুখবিরোধী। এজন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ শ্রীচৈ, চ ২।২০।১০৪-৫॥”

এ-স্থলে স্বর্গসুখকে—উপলক্ষণে ব্রহ্মলোকের সুখকেও—সংসার-দুঃখ বলা হইয়াছে। কেননা, স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মলোকের সুখও জড় সুখ—সুতরাং চিদ্‌বিরোধী এবং চিদ্‌বিরোধী বলিয়া সুখ-বিরোধী, সুখ-বিরোধী বলিয়াই দুঃখ। স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোকাদি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ব্রহ্মলোকাদির সুখও প্রাকৃত সুখ, জড়—সুতরাং স্বরূপতঃ দুঃখ।

এইরূপই হইল সংসার-সুখের স্বরূপ।

যাহা হউক, শাস্ত্রে নিত্যমুক্ত জীবের কথা আছে বলিয়াই জীব যে স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষেও যে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পার্ষদরূপে কৃষ্ণদাসত্ব লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইয়াছে।

৩১। জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু

ক। অনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই সংসার-দুঃখের হেতু

এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই—সংসারী জীবের জন্ম হয়, আবার মৃত্যুও হয়। জন্ম ও

মৃত্যুর মধ্যে রোগ, শোক, তাপ—কত কিছু দুঃখ। সুখ যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও দুঃখমিশ্রিত ; আবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সেই সুখও স্বরূপতঃ দুঃখই (২।৩০-খ অনুচ্ছেদ)।

আবার, মৃত্যু হইলেই যে এ-সমস্ত দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহাও নহে ; কেননা, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—মৃত্যুর পরেও আবার জন্ম আছে।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ॥ গীতা॥ ২।২৭ ॥

—জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতব্যক্তির পুনরায় জন্মও নিশ্চিত।"

মৃত্যুর পর আবারও যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সকল দুঃখের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আবার সেই সমস্ত দুঃখই ভোগ করিতে হয়।

জীব তাহার মৃত্যু ও জন্মের মধ্যে কি অবস্থায় থাকে, তাহা আমরা দেখিনা ; কিন্তু শাস্ত্র হইতে জানা যায়—সেই সময়ে স্বর্গ-নরকাদি দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। আবার জন্ম-উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রণা এবং মৃত্যু উপলক্ষ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা তো আছেই।

এইরূপে জানা যায়—জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে পুনরায় জন্ম পর্য্যন্ত জীব কেবলই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ যখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছেই, তখন দুঃখ-প্রবাহও যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতেছে, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে মনে হয়—কোনও প্রকারে যদি জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলেই এই দুঃখ-প্রবাহ হইতেও অব্যাহতি লাভ করা যায়।

জীবের পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া কি সম্ভব ? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে ?

শ্রুতি হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।—তাঁহাকেই (সেই ব্রহ্মকেই) জানিলে জীব মৃত্যুর (উপলক্ষণে, জন্ম-মৃত্যুর) অতীত হইতে পারে ; ইহার আর অন্য উপায় নাই।"

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও আর ভয় (জন্ম-মৃত্যু-রোগ -শোক-তাপ-আদির ভয়) থাকেনা।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয় হইতে জানা গেল—ব্রহ্মকে, ব্রহ্মের আনন্দকে, জানিতে পারিলেই জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে পারে, জীবের সংসার-ভয়েরও অবসান হইতে পারে। ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানাই হইতেছে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়ার, সংসার-দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার, একমাত্র উপায়।

শ্রুতিবাক্যদ্বয় হইতে বুঝা গেল—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে না-জানা-ই, ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞানই বা ব্রহ্ম-বিস্মৃতিই, হইতেছে জীবের সংসার-দুঃখের মূলীভূত কারণ ; এই কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ সংসারদুঃখ দূরীভূত হইতে পারে। রোগের নিদান বা মূল কারণ দূরীভূত হইলে রোগ

সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব ; যেমন অন্ধকার হইতেছে আলোকের অভাব, তদ্রূপ। অন্ধকারকে দূরীভূত করার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, অন্য কোনও উপায়েই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে না ; তদ্রূপ অজ্ঞানকে দূরীভূত করার উপায়ও হইতেছে জ্ঞান ; ইহার আর অন্য কোনও উপায়ই নাই। শ্রুতি যখন বলিয়াছেন—ব্রহ্মকে জানা-ই, ব্রহ্মবিষয়ক-জ্ঞানই, হইতেছে সংসার-দুঃখের ঐকান্তিক অবসানের একমাত্র হেতু, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্মকে না-জানা-ই, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবই, ব্রহ্মবিস্মৃতিই, হইতেছে সংসার-দুঃখের একমাত্র হেতু।

জীবের সংসার হইতেছে অনাদি (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ) ; সুতরাং জীবের ব্রহ্ম-বিস্মৃতি বা ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানাভাবও যে অনাদি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনাদিকাল হইতেই যদি কোনও বস্তু হইতে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সেই বস্তুসম্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাব হইতেছে সেই বস্তু হইতে অনাদি-বহির্মুখতারই ফল। ব্রহ্মবিষয়ে জীবের অনাদি জ্ঞানাভাবও হইতেছে জীবের অনাদি ব্রহ্ম-বহির্মুখতা—ভগবদ্‌বহির্মুখতা বা ভগবৎ-পরাঙ্‌মুখতার ফল।

এইরূপে জানা গেল—অনাদি-ভগবদ্‌বহির্মুখতা বা অনাদি ভগবৎ-বিস্মৃতিই হইতেছে জীবের সংসার-দুঃখের একমাত্র হেতু। ইহাই হইতেছে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

কেহ বলিতে পারেন—পরব্রহ্ম—ভগবান্ হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব ; সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত। জীব তাঁহা হইতে বহির্মুখ কিরূপে হইতে পারে ? উত্তর এই—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সত্য। সংসারী জীবেরও ভিতরে-বাহিরে—সম্মুখেও—ভগবান্ আছেন। কিন্তু সংসারী জীব তাহা জানে না, অনুভব করে না। সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্বের জ্ঞান সংসারী জীবের নাই ; সুতরাং জীবের পক্ষে ভগবান্ হইতেছেন—অনাদিকাল হইতে পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত বস্তুর মতন অজ্ঞাত। এই অনাদি অজ্ঞানকেই বহির্মুখতা বলা হয়।

খ। অনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা হইতে দুঃখ কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে—অনাদি ভগবদ্‌বহির্মুখতাবশতঃ দুঃখ কি রূপে আসিতে পারে ?

উত্তরে বলা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই হইতেছেন একমাত্র সুখ ; তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তাঁহাকে যদি পেছনে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখে কি থাকিবে ? আলোকের আশ্রয় প্রদীপকে যদি পশ্চাতে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখভাগে থাকে ছায়া—আলোকের বিপরীত বস্তু অন্ধকার। তদ্রূপ সুখরূপ ভগবান্‌কে পশ্চাতে রাখিলে সম্মুখে থাকিবে—সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখ। এজন্যই অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখ।

গ। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-বন্ধন কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে—সুখস্বরূপ ভগবান্ হইতে বহির্ম্মুখতাবশতঃ জীবের দুঃখ হইতে পারে, সত্য। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই সংসারে আসিয়া জীবকে সেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মও অনাদি (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ)। সাধারণতঃ ভোগব্যতীত কর্ম্মফলের অবসান হয় না। কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন (ভোগের উপযোগী) দেহের প্রয়োজন। মহাপ্রলয়ে অনাদিবহির্ম্মুখ জীব কর্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করে; তখন তাহার কোনও দেহ থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে কর্মফল ভোগ করাও সম্ভব হয় না। সৃষ্টিকালে স্বীয় উদ্‌বুদ্ধ কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করা হইয়া গেলে তাহার মৃত্যু হয়। তখন আবার যে কর্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া যথাসময়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে অনাদিবহির্ম্মুখ জীব ভাসিয়া চলিতেছে।

অনাদি-বহির্ম্মুখতা এবং অনাদি-কর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত। তাহার ফলেই জীবের সংসারে জন্ম-মৃত্যু এবং সংসারে দুঃখাদি অর্থাৎ সংসার-বন্ধন।

ঘ। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ

প্রশ্ন হইতে পারে—অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ কিরূপে হইল? জীবের স্বরূপে—জীবশক্তিতে—যখন মায়া নাই, তখন জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ হইতেছে আগন্তুক। মায়া কিরূপে এবং কোন্ সময়ে জীবকে কবলিত করিল ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অব্যবহিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন মায়াদেবী। এ জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডকে "দেবী-ধাম" বলা হয়। পরব্রহ্ম ভগবানের চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া জড়রূপা-বহিরঙ্গা মায়া ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধী কার্যাদি করিয়া থাকেন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার ॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাহাঁ মায়াদাসী ॥　শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৩৯॥"

অনাদি কর্মফল ভোগের জন্য অনাদি বহির্ম্মুখজীবকে সংসারিরূপে মায়াদেবীর রাজত্ব এই ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয়। তাহাতেই জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ। জীবের সংসার অনাদি; সুতরাং মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধও অনাদি—আগন্তুক হইলেও উহা অনাদি।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০৪-৫॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভেও তাহাই বলিয়াছেন। "অপরস্তু তৎপরাঙ্‌মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর।১৫১ পৃষ্ঠা॥—অপর (অনাদি-বহির্মুখ জীব) ভগবৎ-পরাঙ্‌মুখতা-দোষ বশতঃ লব্ধচ্ছিদ্রা মায়া কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া সংসারী।" ছিদ্র হইতেছে—ক্রটী, দোষ। ভগবৎ-পরাঙ্‌মুখতাই হইতেছে অনাদি-বহির্মুখ জীবের ছিদ্র বা দোষ। এই দোষ পাইয়া এই দোষের জন্য শাস্তি বিধানের অভিপ্রায়ে মায়াদেবী তাহাকে সংসারী করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করাইতেছেন।

৬। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব নিজেই মায়ার শরণাপন্ন হইয়াছে

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা-দোষের শাস্তি দেওয়ার জন্য মায়া যে নিজেই জীবকে আক্রমণ করিয়া কবলিত করিয়াছেন, তাহা নহে। জীব নিজেই মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছে। কেন জীব নিজে উপযাচক হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইল, তাহা বলা হইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই (২।২৯-ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—স্বভাবতঃই জীবস্বরূপের, সুখের জন্য এবং প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য একটা চিরন্তনী বাসনা আছে। অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের মধ্যেও এই চিরন্তনী সুখ-বাসনা এবং প্রিয়-প্রাপ্তির বাসনা বিরাজিত। কিন্তু সুখস্বরূপ এবং প্রিয়-স্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতে অনাদিবহির্ম্মুখ বলিয়া, ভগবান্ সম্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাববশতঃ, বাস্তব সুখ এবং বাস্তব প্রিয়কে জানে না। তাঁহাকে যেন পেছনে রাখিয়াছে বলিয়াই সম্মুখে যাহা দেখে, অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মনে করে, তাহা হইতেই তাহার চিরন্তনী সুখ-বাসনা ও প্রিয়-বাসনা পরমা তৃপ্তি লাভ করিবে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব যে দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, সেই দিকে আছে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড (২।৩০-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) – মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি (সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। মনে করিল—এই সমস্তের উপভোগেই তাহার চিরন্তনী বাসনার পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। তাই জীব সংসারের দিকে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে, ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন—মায়াদেবী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার অধিকারের বস্তু ভোগ করা সম্ভব নয়। তখন জীবই মায়াদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিল, মায়ার চরণকে আলিঙ্গন করিল। মায়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বেদস্তুতি হইতে তাহাই জানা যায়।

বেদস্তুতিতে দৃষ্ট হয়, বেদাভিমানিনী দেবীগণ ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন—

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ॥　শ্রীভা. ১০।৮৭।৩৮॥

—সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন।" টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনুশয়ীত আলিঙ্গেত।"

মায়াদেবীও শরণাগত বহির্মুখ জীবকে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু কি ভাবে অঙ্গীকার করিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥　শ্রীভা ৭।৫।১১॥"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"পর ইতি পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্বিমুখানাং জীবানাম্ অতএব নূনং সের্ষ্যয়া যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপ-বিস্মরণপূর্ব্বক-দেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষেণ মোহিতবুদ্ধীনাম্ অসতাং যন্মায়ৈব পরঃ পরকীয়োঽর্থঃ স্বঃ স্বীয়োঽয়মিত্যসদাগ্রহঃ কৃতস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ।"

এই টীকা হইতে জানা যায়—মায়া যেন "ঈর্ষ্যার সহিতই" অনাদিবহির্মুখ জীবকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন। "ঈর্ষ্যার সহিত—সের্ষ্যয়া"—এই অংশের ব্যঞ্জনা বোধহয় এই যে—"যেখানে সুখ, সুখের উৎস, সেখানে সুখ না খুঁজিয়া তুমি আসিয়াছ—আমার এই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সুখ খুঁজিতে—যেখানে সুখ বলিয়া কোনও জিনিসই নাই; যাহা আছে, তাহাও অনিত্য জড়, দুঃসঙ্কুল এবং স্বরূপতঃ দুঃখই। সেখানে আসিয়াছ তুমি সুখের সন্ধানে! আচ্ছা, থাক; এখানকার সুখের মজা বুঝ।" মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যেন মায়াদেবী তাঁহার আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বহির্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে সম্যক্রূপে আবৃত করিয়া দিলেন এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা তাহার চিত্তকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ভোগ্য বস্তুতে এবং তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন—যেন জীব অন্য সমস্ত ভুলিয়া এই প্রাকৃত জগতের সুখভোগে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে।

মায়াদেবী প্রথমেই যদি বহির্মুখ জীবকে বলিতেন—"না বাবা, আমার এখানে সুখ তো নাই, এখানে সবই দুঃখ; তুমি সুখকে পেছনে রাখিয়া দিয়াছ; সেদিকে অনুসন্ধান কর, সুখ পাইবে",—তাহা হইলে সুখলুব্ধ বহির্মুখ জীব তাহা বিশ্বাস করিত না; মনে করিত—"এসমস্ত জিনিস আমাকে ভোগ করিতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই; তাই মায়া এইরূপ বলিতেছেন।" তাই মায়াদেবী এক

কৌশল অবলম্বন করিলেন—ভোগ করিতে দিলেন। উদ্দেশ্য—"ভোগ করিয়া দেখুক ; বুঝিতে পারিবে যে, ইহা তাহার অভীষ্ট সুখ নয়।" ইহা মায়াদেবীর কৃপা। তাঁহার এই শাস্তির উদ্দেশ্য—বহির্মুখ জীবের শিক্ষা, তাহাকে ভগবদুন্মুখ করা।

এই উদ্দেশ্যেই মায়াদেবী বহির্মুখ জীবকে তাহার অভীষ্ট সুখ-ভোগের উপযোগী দেহ দিয়া প্রাকৃত জগতের তথাকথিত সুখ ভোগ করাইয়া থাকেন। ভোগ করিতে করিতে যদি কোনও জীব বুঝিতে পারে—এই সংসারে বাস্তবিক সুখ নাই, তখনই প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানের জন্য তাহার বাসনা জাগে এবং সুখ-স্বরূপ প্রিয়স্বরূপ ভগবানের দিকে তাহার উন্মুখতা জাগে, ভজনের জন্য জীব আগ্রহান্বিত হয় এবং তখন মায়া নিজেই তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২২।১৭-১৮॥"
"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০৬॥"

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে—অনাদি-বহির্মুখ জীবকে মায়া নিজে সংসারে টানিয়া আনেন নাই। জীব নিজের কর্মফলে নিজেই সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে ; মায়া তাহার কর্মফল ভোগের আনুকূল্যমাত্র করিতেছেন।

চ। জড়রূপা মায়াশক্তি কিরূপে চিদ্রূপা জীবশক্তিকে মোহিত করিতে পারে ?

প্রশ্ন হইতে পারে— জীব হইল চিদ্রূপা শক্তি। চিদ্‌বিরোধী মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে মোহিত করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ? অজ্ঞানরূপা মায়া কিরূপে জীবের স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ?

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবেগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৭।৬১-৬৩ ॥"

শেষোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে--ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি) মায়াশক্তিদ্বারা তিরোহিত (অন্তর্দ্ধাপিত বা আবৃত) হইয়া সকল ভূতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান। এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—

"যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপস্যা তটস্থশক্তিময়মপি জীবম্ আবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ তয়েতি তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘু-গুরু-ভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর। ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা॥—যদিও এই মায়া বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। 'তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ'—ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত সকল ভূতেই মায়াকৃত আবরণের তারতম্য অনুসারে লঘু-গুরু ভাবে জীবাত্মা বর্ত্তমান।" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতেই মায়াদ্বারা আবৃত জীবাত্মা বর্ত্তমান; কিন্তু সর্ব্বত্র মায়াকৃত আবরণ সমান নহে—কোনও স্থলে বেশী, আবার কোনও স্থলে কম।

ইহা হইতে জানা গেল—আবরণের গাঢ়তা বেশী হউক বা কম হউক, সংসারী প্রাণি-মাত্রের মধ্যেই জীবাত্মা মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝা যায়, মায়া বহিরঙ্গা—সুতরাং জড়রূপা—হইলেও চিদ্রূপা জীবশক্তিকে আবৃত করার সামর্থ্য তাঁহার আছে; নচেৎ, আবৃত করেন কিরূপে?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই উক্তির তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিতে হইলে আরও আলোচনার প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত "স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮৭।৩৮-শ্লোকের টীকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:-"প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিদংশে জীবে ও ব্রহ্মে বা শ্রীকৃষ্ণে যখন ভেদ নাই, তখন মায়াশক্তি কেন জীবকে কবলিত করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেন কবলিত করিতে পারেন না? উত্তর এই—জীব চিৎ-কণ (অতিক্ষুদ্র) বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণ চিন্মহাপুঞ্জ বলিয়া তাঁহাকে কবলিত করিতে পারেন না। অন্ধকার যেমন তামা, পিতল সোনা প্রভৃতির তেজকেই আবৃত করিতে পারে; কিন্তু সূর্য্যের তেজকে আবৃত করিতে পারে না, তদ্রূপ। 'নন্থ চিদ্রূপাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়া আলিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ, মৈবং জীবঃ খলু চিৎকণঃ, ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ। তাম্রপিত্তলস্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেৎ, নতু সূর্য্যতেজ ইত্যাহুঃ।' (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেদাভিমানিনী দেবীগণের উক্তি)।"

শ্রীজীব বলিয়াছেন—মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে। চক্রবর্ত্তী বলেন, জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে

পারেন। তাহা হইলে বুঝা গেল—তটস্থশক্তিময় জীবের চিৎকণত্বই তাহার পক্ষে মায়া কর্ত্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু এবং সেই জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়ারও তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য। শ্রীজীবের উক্তির সঙ্গে শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তীর উক্তি যোগ করিলে তাৎপর্য্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে এই—জীব চিদ্রূপা তটস্থা শক্তির কণারূপ (অতিক্ষুদ্র) অংশ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যাহারা নিত্যমুক্ত জীব, তাঁহারাও তটস্থশক্তিময় এবং তাঁহারাও চিৎ-কণ। তটস্থশক্তিময় বলিয়াই যদি জীবকে কবলিত করিতে মায়া সমর্থা হয়েন (শ্রীজীব যেমন বলেন) এবং চিৎ-কণ বলিয়াই যদি জীবকে আবৃত করার সামর্থ্য মায়া ধারণ করেন (চক্রবর্ত্তী যেমন বলেন), তাহা হইলে মায়া নিত্যমুক্ত-জীবকে কবলিত বা আবৃত করিতে সমর্থ হয়েন না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দেখিতে হইবে—নিত্যমুক্ত জীবে এমন কিছু বিশেষ বস্তু আছে কিনা, যাহা অনাদিবহির্ম্মুখ জীবে নাই এবং যদি তাদৃশ কোনও বিশেষ বস্তু নিত্যমুক্ত জীবে থাকে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, মায়াকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তাহার (সেই বিশেষ বস্তুর) আছে কিনা।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—নিত্যমুক্ত জীব অনাদিকাল হইতেই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত (২।৩০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপ-শক্তির এই অনুগ্রহের অভাব। জীব-শক্তিতেও স্বরূপ-শক্তি নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে পাওয়া গেল—অনাদি বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপ-শক্তির অভাব, স্বরূপ-শক্তির কৃপারও অভাব। কিন্তু নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপ-শক্তির দ্বারা অনুগৃহীত।

আবার ইহাও পূর্ব্বে (১।১।২৩-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, একমাত্র স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই বহিরঙ্গা মায়া নিরসনীয়া, স্বরূপশক্তির নিকটবর্ত্তিনী হওয়ার সামর্থ্যও বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির নাই।

তাহা হইলে জানা গেল—যাহা বহিরঙ্গা মায়াকে দূরে অপসারিত করিতে পারে, সেই স্বরূপ-শক্তির কৃপা অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবে নাই, কিন্তু নিত্যমুক্ত জীবে তাহা আছে। এই পার্থক্যই হইতেছে মায়ার সামর্থ্য-প্রকাশের পার্থক্যের হেতু। নিত্য মুক্ত এবং অনাদি বহির্ম্মুখ-উভয় প্রকার জীবই চিদ্রূপা তটস্থা শক্তির চিৎ-কণ অংশ। নিত্যমুক্ত জীবে স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ আছে বলিয়া মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু অনাদি বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ নাই বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ, অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়-জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ॥ তত্র প্রথমোঽন্ত-

রঙ্গাশক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্য-ভগবৎপরিকররূপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫০ পৃষ্ঠা ॥ অপরস্তু তৎপরাঙ্‌মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫১ পৃষ্ঠা ॥”

স্বরূপে বিভু ভগবান্‌কে শক্তিতে বা প্রভাবেও বিভু করিয়াছে তাঁহার এই স্বরূপশক্তি। স্বরূপে অণু নিত্যমুক্ত জীবকেও প্রভাবে বৃহৎ করিয়াছে এই স্বরূপশক্তি। যেহেতু, স্বরূপশক্তি (বা পরাশক্তি) নিজেই বিভু। “পরাস্য শক্তিরিত্যাদৌ স্বভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ পরা বিভ্বী সৈব হীতি ॥ -কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৪০॥ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।” কিন্তু স্বরূপে অণু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব স্বরূপশক্তির কৃপা পায় নাই বলিয়া প্রভাবেও অণুই রহিয়া গিয়াছে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব স্বরূপেও অণু, প্রভাবেও অণু ; তাই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থা। সম্ভবতঃ স্বরূপশক্তির অভাবজনিত এই প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিয়াছেন ; তিনি অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদও অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের এই প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন - তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য বহিরঙ্গা মায়ার আছে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—জড়রূপা মায়াশক্তি কিরূপে চিদ্রূপা জীবশক্তিকে মোহিত করিতে পারেন এবং ইহাও জানা গেল—মায়াশক্তি কেবল অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকেই মোহিত করিতে পারেন, নিত্যমুক্ত জীবকে স্পর্শও করিতে পারেন না। নিত্যমুক্ত জীব থাকেন ভগবদ্ধামে, ভগবানের পার্ষদরূপে ; ভগবদ্ধামে যাওয়ার অধিকারই মায়ার নাই (১।১।৯৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), ধামস্থিত পার্ষদদিগকে কিরূপে মায়া স্পর্শ করিবেন ?

৩২। মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের মায়াবন্ধন হইতেছে আগন্তুক—অনাদি হইলেও আগন্তুক ; কেননা, জীবের স্বরূপে মায়া নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ) ; সুতরাং মায়াবন্ধন জীবের স্বরূপানুবন্ধি নহে।

জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ আগন্তুক তো বটেই, তাহা আবার বিজাতীয়ও ; যেহেতু, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিৎ, আর মায়া হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [১।২।৬৮ গ (১) অনুচ্ছেদে], যাহা আগন্তুক এবং বিজাতীয়, তাহাই অপসারণীয়। সুতরাং জীবের মায়াবন্ধনও দূরীভূত হওয়ায় যোগ্য—শুভ্রবস্ত্রের আগন্তুক এবং বিজাতীয় মলিনত্ব যেমন দূরীভূত হওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ।

কিন্তু কিরূপে মায়াবন্ধন দূরীভূত হইতে পারে ?

মায়াবন্ধনের মূলীভূত হেতু যাহা, তাহা দূরীভূত হইলেই এই বন্ধন ঘুচিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মায়াবন্ধনের হেতু হইতেছে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা, বা তাহারও হেতু—ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, ভগবদ্‌বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিকে দূর করিতে পারিলেই ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনও ঘুচিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু বিস্মৃতিকে কিরূপে দূর করা যায়? বিস্মৃতি হইতেছে স্মৃতির অভাব—অন্ধকার যেমন আলোকের অভাব, তদ্রূপ। বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে স্মৃতিদ্বারা—অন্ধকারকে যেমন দূর করা যায় আলোকের দ্বারা। ইহার আর অন্য উপায় নাই। এজন্যই স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ —পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ॥৭২।১০০॥

—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে (সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে) স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই দুই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর।"

ইহা শ্রুতিরই কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—তাঁহাকেই (পরব্রহ্ম ভগবান্‌কেই) জানিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও পন্থাই নাই।"

জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়াই হইতেছে—সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ। অনাদিকাল হইতে যাঁহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া জীবের সংসারবন্ধন, সেই ব্রহ্মকে জানাই হইতেছে সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই, থাকিতেও পারে না।

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তো সংসারী জীব আমরা ভগবৎ-স্মৃতিকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। ভগবৎ-স্মরণে মনঃসংযোগ করিতে চাহিলেও মন কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েতেই এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়েতেই যাইয়া উপস্থিত হয়। কখন যে ছুটিয়া যায়, তাহাও যেন টের পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি?

ইহার হেতু এই যে, মায়া আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে; বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনিতে চাহিলেও আমরা যেন তাহা পারি না। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মহাপরাক্রম-শালিনী। আর, মায়াবদ্ধ জীব আমরা ক্ষুদ্রশক্তি। মায়ার সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিনা। তাহা হইলে উপায়? উপায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে বলিয়া গিয়াছেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ॥৭।১৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া (জীবের পক্ষে) দুরতিক্রমণীয়া ; কিন্তু যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই এই (দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া) মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।”

তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ; ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই।

সর্ব্বশেষেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—“দেহের সুখমূলক, বা দুঃখ-নিবৃত্তিমূলক যতরকম ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ গীতা ॥১৮।৬৬॥”

কিন্তু কেবল মুখের কথাতেই শরণাগতি হয় না ; তজ্জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। মনকে প্রস্তুত করার জন্য শাস্ত্রবিহিত সাধনের প্রয়োজন।

“সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কোহো নাহি পায় ॥শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১৫৮॥”

সাধন-সম্বন্ধে পরে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইবে।

৩৩। মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা

মায়ামুগ্ধ জীবের দুইটী অবস্থা—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক অবস্থা এবং মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম পর্য্যন্ত আর একটী অবস্থা।

ক। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনটী (বা চারিটী) অবস্থা

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যেও আবার জীবের মোটামোটী দুইটী অবস্থা—জাগ্রৎ অবস্থা এবং নিদ্রাবস্থা। নিদ্রার গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে নিদ্রাবস্থাও আবার দুই রকমের—স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই রূপে দেখা গেল, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনটী অবস্থায় জীব সময় অতিবাহিত করে—**জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি**। এই অবস্থাত্রয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এই তিনটী অবস্থা ব্যতীত কাহারও কাহারও আবার মূর্চ্ছাবস্থাও দৃষ্ট হয়। মূর্চ্ছাবস্থার কথাও বর্ণিত হইবে।

জাগ্রৎ। যে সময়ে জীব ঘুমাইয়া থাকে না, সেই সময়ের অবস্থাই হইতেছে জাগ্রৎ-অবস্থা। জাগ্রৎ-অবস্থাতেই জীব জ্ঞাতসারে নানাবিধ কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে চিন্তাভাবনাও করিয়া থাকে।

স্বপ্ন। স্বপ্ন হইতেছে নিদ্রিত অবস্থারই একটী বৈচিত্রী। নিদ্রা যখন অত্যন্ত গাঢ় না হয়, তখন লোক নানাবিধ স্বপ্ন দেখে। নিদ্রার যে অবস্থাতে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, (বা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে), সেই অবস্থাকে বলে স্বপ্ন বা স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিস্থলে (মধ্যস্থলে) অবস্থিত বলিয়া স্বপ্নকে “সন্ধি”ও বলা হয়।

স্বপ্নাবস্থায় জীব অনেক অদ্ভুত বস্তু দর্শন করে—রথ, অশ্ব, হস্তী, পথ, রাজপুরী, রাজ-সিংহাসন, সিংহ, ব্যাঘ্র, ইত্যাদি অনেক বস্তু। স্বপ্নদ্রষ্টা জীব পথেও চলে বলিয়া মনে করে; রথাদিতে আরোহণ করে বলিয়াও মনে করে; সিংহ-ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়াও মনে করে; আবার রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে বলিয়াও মনে করে; কাহাকেও বা হত্যা করিতেছে বলিয়া, কিম্বা অপর কর্ত্তৃক হত হয় বলিয়াও মনে করে; কোনও কোনও ব্যাপারে আনন্দে উৎফুল্লও হয়, আবার কোনও কোনও ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, বলিয়াও মনে করে। অথচ, যেস্থলে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখে, নিদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বেও সেস্থলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু-আদি ছিল না, নিদ্রার পরে জাগ্রত হইলেও সে-স্থলে সে সমস্ত বস্তু বা ব্যাপার থাকে না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এ-সমস্ত বস্তু কোথা হইতে আসে? ইহাদের সৃষ্টি-কর্ত্তাই বা কে?

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহহি ॥৩।২।১॥-বেদান্তসূত্রে এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে—স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই এ-সমস্ত সৃষ্টি করে।

পরবর্ত্তী **নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ** ॥৩।২।২॥-সূত্রেও তদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষই করা হইয়াছে।

মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ-॥৩।২।৩॥-সূত্রে উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—স্বপ্নদৃষ্টবস্তুসমূহ মায়ামাত্র—স্বীয় অঘটন-পটীয়সীশক্তিসম্পন্না আশ্চর্য্য-সৃষ্টিকারিণী মায়াশক্তির প্রভাবে পরমেশ্বরই এ-সমস্তের সৃষ্টি করেন। তিনি বলিয়াছেন—সংসারী জীবে তাহার স্বরূপ এবং স্বরূপগত শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া জীবের পক্ষে এ-সমস্তের সৃষ্টি অসম্ভব। পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ রামানুজ তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জীবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের ফল ভোগ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি করিরা থাকেন (৩।৫৩ক-খ-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সুষুপ্তি। সুষুপ্তি-অবস্থায় স্বপ্নাদি দৃষ্ট হয় না। বেদান্তদর্শনের ৩।২।৭—৩।২।৯-সূত্রে সুষুপ্তি-অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৩।২।৭॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—সুষুপ্তিতে স্বপ্নের অভাব (অর্থাৎ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না), তখন জীব নাড়ীতে থাকে—এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে, আত্মাতেও থাকে।

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন—"তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি ॥৮।৬।৩॥—নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে ॥১।২।১৯॥—জীব

যখন সুষুপ্ত হয়, তখন কোনও বিষয়ে তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। হিতানামক যে বাহত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পুরীততের (হৃদয়বেষ্টনকারী চর্ম্মের নাম পুরীতৎ, যেই পুরীততের) অভিমুখে চলিয়াছে, জীব তখন সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া পুরীততে শয়ন (অবস্থান) করে।

এই প্রসঙ্গে ছন্দোগ্যশ্রুতি আরও বলেন—"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ॥৬।৮।১॥—পুরুষ (জীব) যখন এইরূপ 'স্বপিতি' (সুপ্ত) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য! পুরুষ তখন সৎ-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।"

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—নাড়ীসমূহ, পুরীতৎ এবং সৎ-ব্রহ্ম-এই তিনই হইতেছে সুষুপ্তি-স্থান।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত তিনটী বস্তুর যে কোনও একটীই কি সুষুপ্তি-স্থান? না কি তিনটীর সকলটীই তুল্যরূপে সুষুপ্তি-স্থান?

উত্তরে বক্তব্য এই। তিনটী বস্তুকেই যখন সুষুপ্তি-স্থান বলা হইয়াছে, তখন কেবল একটী মাত্র বস্তুকে সুষুপ্তি-স্থান বলা সঙ্গত হয় না; একটী মাত্র বস্তুকে সুষুপ্তি-স্থান বলিতে গেলে, অপর দুইটীর শ্রুতিকথিত সুষুপ্তি-স্থানত্ব রক্ষিত হয় না। তিনটীই সুষুপ্তি-স্থান। তবে প্রাসাদ-খট্টা-পর্য্যঙ্কের ন্যায় তাহাদের কার্য্যভেদ আছে। যেমন, প্রাসাদের মধ্যে থাকে খট্টা (খাট), খাটের উপরে থাকে পর্য্যঙ্ক; লোক পর্য্যঙ্কেই নিদ্রিত হয়। নিদ্রা-বিষয়ে প্রাসাদ, খট্টা ও পর্য্যঙ্ক—ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য আছে। তেমনি, নাড়ী, পুরীতৎ এবং সৎ-ব্রহ্ম—সুষুপ্তি বিষয়ে এই তিনেরই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য আছে। নাড়ী হইতেছে প্রাসাদ-স্থানীয়, পুরীতৎ খট্টাস্থানীয় এবং ব্রহ্ম পর্য্যঙ্ক-স্থানীয়। নিদ্রা-বিষয়ে পর্য্যঙ্কেরই যেমন মুখ্যত্ব, তেমনি সুষুপ্তিবিষয়েও সৎ-ব্রহ্মেরই মুখ্যত্ব, অর্থাৎ সৎ-ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুষুপ্তি-স্থান।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সুষুপ্ত-কালে জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয় মাত্র, এক হইয়া যায় না। তাহাদের ভেদ থাকে।

অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ ॥৩।২।৮॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই সাক্ষাদ্ভাবে সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া সুষুপ্ত ব্যক্তি যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহার জাগরণও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ॥৬।১০।২॥—সুষুপ্ত ব্যক্তিগণ (সুষুপ্তির অবসানে) সৎ-ব্রহ্ম হইতে আসিয়া (অর্থাৎ জাগ্রত হইয়া) বুঝিতে পারে না যে, তাহারা সৎ-ব্রহ্ম হইতে আগমন করিতেছে।"

এই শ্রুতিবাক্যে জানা গেল—সুষুপ্ত ব্যক্তির জাগরণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি সুষুপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই কি ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া জাগ্রত হয়? না কি অপর কোনও ব্যক্তি? পরবর্ত্তী সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দবিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—যে জীব সুষুপ্ত হইয়াছিল, সেই জীবই সৎ-ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইয়া জাগ্রত হয়—"স এব তু", অপর কেহ নহে। কিরূপে তাহা জানা যায়? কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি হইতেই জানা যায়।

কর্ম্ম—সুষুপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তখন তাহার পূর্ব্বসম্পাদিত পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, সুষুপ্তির পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল, অথচ শেষ করিতে পারে নাই, সুষুপ্তির পরে জাগ্রত হইয়াও সেই কর্ম্মে লিপ্ত হয়, কর্ম্মের অবশিষ্টাংশ শেষ করে। জাগ্রত ব্যক্তি সুষুপ্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন হইলে এইরূপ হইত না।

অনুস্মৃতি—প্রত্যভিজ্ঞা। "যে আমি সুষুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি"—এইরূপ জ্ঞানও জন্মে।

শব্দ—বিশেষতঃ সুষুপ্ত জীবগণ জাগ্রদবস্থায় ব্যাঘ্র, সিংহ, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক —যে যাহা থাকে, সুষুপ্তি ভাঙ্গার পরেও তাহাই হইয়া থাকে। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তথা ভবন্তি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।১০।২॥" এই শব্দপ্রমাণ বা শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানা যায়—সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই, পৃথক্ নহে।

বিধি—প্রবুদ্ধ (জাগ্রত) ব্যক্তি যদি সুপ্ত ব্যক্তি হইতে অপর কেহ হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—সুপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইয়া গিয়াছে; তাই তাহার পক্ষে জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে না। সুষুপ্তিতেই যদি মুক্তি হইত,তাহাহইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও কোনওরূপ আবশ্যকতা থাকিত না। আর, সুষুপ্ত ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূত-স্বরূপ হয় (স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়), তাহাও নহে। শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। ছান্দোগ্যশ্রুতি "তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ ॥৮।১১।১॥—জীব যে সময়ে সুষুপ্ত হয়"—সুষুপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৮।১১।১॥—সম্প্রতি এই জীব —'আমি এই প্রকার', এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না ইত্যাদি।" অথচ মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৩।৪॥—পরজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েন", "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।৩॥—সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন", "স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৫।২॥— তিনি স্বরাট্ হয়েন, সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে," "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি

সর্ব্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৬।২॥—তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সর্ব বিষয় দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হয়েন”—ইত্যাদি বাক্যে মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহও শ্রুত হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে—সুষুপ্ত ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্য্যে অসমর্থ হইয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সুস্থ হয় এবং ভোগের জন্য পুনরায় তাঁহা হইতে উত্থিত হয়।

মুর্চ্ছা। প্রশ্ন হইতে পারে—মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত ? না কি ইহা একটী স্বতন্ত্র অবস্থা ? পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥

এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—মূর্চ্ছিত ব্যক্তিতে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা হইতে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ; সুতরাং মূর্চ্ছিতাবস্থা উক্ত তিনটী অবস্থার কোনও অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা হইতেছে পৃথক্ একটী অবস্থা—অর্দ্ধসম্পত্তি—মরণেরই অর্দ্ধসম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই অর্দ্ধাবস্থা। কারণ ? পরিশেষই ইহার কারণ। স্বপ্নে বা জাগরণে জ্ঞান থাকে, কিন্তু মুগ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং মুগ্ধাবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বা জাগরণাবস্থা বলা যায় না। নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্যহেতুও উহা সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা নহে। কেন না, মূর্চ্ছার নিমিত্ত হইতেছে— আঘাতাদি, কিন্তু সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে। মূর্চ্ছা যে মরণ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে মূর্চ্ছাবস্থাটী জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থার মধ্যে কোনও অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে একটী পৃথক্ অবস্থা বলাই সঙ্গত, ইহা হইতেছে অর্দ্ধমরণতুল্য।

খ। মৃত্যু হইতে পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা

মৃত্যুর পরে সকল লোককেই যে এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বেই যাঁহাদের মোক্ষপ্রাপক বা ভগবচ্চরণ-সেবাপ্রাপক সাধন পূর্ণতা লাভ করে, তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহাদের মায়াবন্ধন ছুটিয়া যায় ; তাঁহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট ধামে গমন করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের সাধন যদি পূর্ণতা লাভ না করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা সাধনের পূর্ণতার জন্য সাধনোপযোগী দেহে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মোক্ষ-প্রাপক তত্ত্বজ্ঞান লাভের অনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন না, স্বর্গাদি-

*এই আলোচনায় সর্বত্রই শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাষ্যের অনুসরণ করা হইয়াছে।

লোক-প্রাপক বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানই যাঁহারা করিয়া থাকেন, মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি-লোকে গমনের পরে, এবং স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগের পরে, আবার তাঁহাদিগকে এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম অপরিহার্য্য।

আর, যাঁহারা বেদবিহিত কোনও কর্ম্মই করেন না, বেদবিহিত কোনও আচারেরই পালন যাঁহারা করেন না, যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়-সুখসাধন বস্তু সংগ্রহের জন্যই যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহদিগকেও এই সংসারে আসিতে হয়। তাঁহাদের পুনর্জ্জন্মও অপরিহার্য্য।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর জীবের কথা সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রুতি-স্মৃতিতেও নানাস্থানে তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। মৃত্যু হইতে পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত এই লোকদের অবস্থার কথা এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

মৃত্যু। জীব কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগের দ্বারা, অবসান প্রাপ্ত হইলে সেই দেহের আর উপযোগিতা থাকে না। তখন জীব বা জীবাত্মা সেই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। জীবাত্মার পক্ষে ভোগায়তন-দেহ-ত্যাগকেই মৃত্যু বলা হয়।

জীবাত্মার উৎক্রমণের প্রণালী। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দেহ হইতে জীবাত্মার বহির্গত হওয়ার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১॥—ব্রহ্মসূত্র

মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয় ; ইহা দেখাও যায়, শ্রুতি হইতেও জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত মিলিত হয় না, বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিই মিলিত হয়। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ—"অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইত্যাদি ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৬-শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাগিন্দ্রিয়ই মনের সহিত মিলিত হয়।

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥৪।২।২॥

বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষুকর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পরে মনের সহিত মিলিত হয়।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥

পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ইন্দ্রিয় সকল মনের সহিত মিলিত হইলে পর মন প্রাণের সহিত মিলিত হয়।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪॥

সেই প্রাণ তখন শরীরের অধ্যক্ষ জীবের সহিত মিলিত হয়। শ্রুতি হইতে তাহা জানা

যায় ॥ "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪৷৩৷৩৮॥—ঠিক এই প্রকারেই অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) সমস্ত প্রাণ আত্মাতে যায়।"

জীবের সহিত প্রাণসমূহের (ইন্দ্রিয়বর্গের) উৎক্রমণের (দেহ হইতে বহির্গমনের) কথাও শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি ॥ বৃহদারণ্যক ৪৷৪৷২॥—সেই জীব উৎক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণই উৎক্রমণ করে।"

কিন্তু ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥ ৬৷৮৷৬॥—হে সোম্য! এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে (অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়), তখন বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজঃ আবার পরদেবতায় মিলিত হয়।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—প্রাণ তেজের সহিত মিলিত হয়, জীবের সহিত প্রাণের মিলনের কথা ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায় না।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ প্রশ্নোপনিষদের "কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি" ইত্যাদি ৬৷৩-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"এবং জীবেন সংযুজ্য তেন সহ তেজঃসম্পত্তিরিহ 'প্রাণস্তেজসি' ইত্যুচ্যতে"—এইরূপ পর্য্যালোচনা হইতে জানা যায়—"প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত মিলিত হয়, পরে তদবস্থাতেই তেজের সহিত মিলিত হয়—ইহাই 'প্রাণস্তেজসি'-বাক্যের তাৎপর্য্য।"

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪৷২৷৫॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবসমন্বিত প্রাণ কেবল যে তেজেতেই মিলিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু সম্মিলিত সর্ব্বভূতেই (ভূতপঞ্চকেই) মিলিত হয়।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৪৷২৷৬॥

এই সূত্রে বলা হইল—জীবসমন্বিত প্রাণ কেবল একটী ভূতের সহিতই মিলিত হয় না, সমস্ত ভূতের সহিতই মিলিত হয়। "প্রাণঃ তেজসি"-এই ছান্দোগ্য-বাক্যের "তেজঃ"-শব্দে ত্রিবৃৎ-করণ-প্রক্রিয়ার ফলে অপরাপর ভূতের সহিত সম্মিলিত তেজকেই বুঝাইতেছে।

এ-স্থলে জীবসমন্বিত প্রাণের যে ভূতপঞ্চকের সহিত মিলনের কথা বলা হইল, তাহারা হইতেছে সূক্ষ্মভূত, স্থূলভূত নহে। জীবের স্থূলভূতাত্মক দেহ পড়িয়াই থাকে; জীব উৎক্রমণকালে তাহা লইয়া যায় না। স্থূলদেহের অভ্যন্তরেও একটা সূক্ষ্মদেহ আছে। সূক্ষ্মশরীরেই জীব থাকে। সূক্ষ্মদেহের সহিতই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—দেহত্যাগকালে জীব বা জীবাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিতই গমন করিয়া থাকে।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥৩৷১৷১॥

এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে—এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় জীব দেহোপাদান সূক্ষ্মভূতপঞ্চকে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

জানা গেল — মরণ-সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় জীবের সহিত মিলিত হয়। জীবাত্মার স্থান হৃদয়ে। এই হৃদয় হইতেই আবার অসংখ্য নাড়ী দেহের নানা স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। মৃত্যুসময়ে এই নাড়ীস্থান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই জীবাত্মার নির্গমনের দ্বার। এই দ্বার দিয়া জীবাত্মা শরীরের মধ্যস্থিত চক্ষুঃ, বা মূর্দ্ধা, বা শরীরের অন্য স্থান দিয়া উৎক্রান্ত হয়। জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ও উৎক্রান্ত হয়। "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রান্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি ॥বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২॥"

যে কোনও লোকের আত্মাই যে শরীরমধ্যস্থ যে কোনও স্থান দিয়া নির্গত হয়, তাহা নহে ; কর্ম্মের ফল অনুসারে উৎক্রমণ-পথ বিভিন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যলোকে যাইতে হইলে চক্ষুঃপথে, ব্রহ্ম-লোকে যাইতে হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র (মূর্দ্ধা)-পথে, অন্যান্য স্থানে যাইতে হইলে শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া জীবাত্মা বহির্গত হয়।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে, স্বীয় জ্ঞান-বাসনার সহিতই জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞান-সংস্কারও সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে। "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২॥"

ইহার পরে, **সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য** ॥৪।২।৭॥-ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যখন চক্ষুরাদি-পথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তখনই তাহার গতি আরম্ভ হয়। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) ও অবিদ্বান্ (অজ্ঞান) ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই সমান অবস্থা ; বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ যেভাবে জীবের সহিত মিলিত হয়, তাহা সকলের পক্ষেই সমান।

তৃণজলৌকা (জোঁক) যেমন সম্মুখস্থ একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় তৃণকে ত্যাগ করে, মুমূর্ষু জীবের আত্মাও একটী দেহকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহকে পরিত্যাগ করে। "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।৩॥"

কিন্তু যেই দেহটী গ্রহণ করিয়া জীব পূর্ব্ব দেহটী ত্যাগ করে, তাহা কি বা কিরূপ ?

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ইহা হইতেছে পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারজাত একটী ভাবনাময় দেহ, ইহা বাস্তব দেহ নহে।

তাৎপর্য্য এই। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানের পরে যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী একটী দেহের আভাস মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। তিনি তখন তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। ইহাই ভাবনাময় দেহ। এই দেহে মনঃসংযোগই হইতেছে—এই দেহের গ্রহণ। এই ভাবনাময় দেহে মনঃসংযোগ করিয়াই জীব তাহার পূর্ব্ব-ভোগায়তন দেহ ত্যাগ করে।

দেহত্যাগের পরের অবস্থা

কর্ম্মমার্গপরায়ণ লোক দেহত্যাগের পরে যে ভাবে যেস্থানে গমন করেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৃত্যুসময়ে জীব ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বস্থূলদেহকে ত্যাগ করিয়া যায়। সূত্রকার ব্যাসদেবও তাহাই বলিয়াছেন।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯॥

এই সূত্রে বলা হইল—জীব যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যায়, তখন সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই গমন করে। শ্রুতিপ্রমাণ হইতে এবং যুক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। (১)

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এই সূক্ষ্মদেহ স্বরূপেও সূক্ষ্ম এবং পরিমাণেও সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য।

সূক্ষ্মদেহটী স্থূলদেহ হইতে জীবকে বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া স্থূলদেহ ত্যাগের পরক্ষণেই ইহার নাম হয় **আতিবাহিক দেহ**। কেবল মনুষ্যদিগেরই এইরূপ আতিবাহিক দেহ হয়, অন্যকোনও প্রাণীর মৃত্যুর পরে কখনও আতিবাহিক দেহ হয় না। প্রেতপিণ্ড দানের ফলে এই আতিবাহিক দেহ প্রেতদেহে পরিণত হইয়া থাকে এবং তাহাও আবার যথাসময়ে ভোগদেহে পরিণত হয়।

মরণ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতকে (মৃতব্যক্তিকে) উদ্দেশ্য করিয়া যে পিণ্ডাকার অন্ন দেওয়া হয়, তাহাকে বলে প্রেতপিণ্ড। মরণদিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দশ দিন যে দশটী পিণ্ড দান করা হয়, তাহাদের দ্বারা প্রেতাঙ্গ গঠিত হয়। প্রথম পিণ্ডদ্বারা প্রেতদেহের মস্তক প্রস্তুত হয় ; দ্বিতীয় পিণ্ডের দ্বারা চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা ; তৃতীয় পিণ্ড দ্বারা গলদেশ, স্কন্ধদেশ, বাহু ও বক্ষঃ, চতুর্থ পিণ্ড দ্বারা নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার ; পঞ্চম পিণ্ড দ্বারা জানু, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয় ; ষষ্ঠ পিণ্ড দ্বারা সমস্ত মর্ম্মস্থল ; সপ্তম পিণ্ড দ্বারা নাড়ীসমূহ, অষ্টম পিণ্ডদ্বারা দন্ত-লোমাদি, নবম পিণ্ডদ্বারা বীর্য্য এবং দশম পিণ্ড দ্বারা পূর্ণত্ব, তৃপ্ততা এবং ক্ষুদ্বিপর্য্যয় সংঘঠিত হয়। প্রেতপিণ্ড না দেওয়া হইলে শ্মশানদেবতাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, প্রেতাত্মাকে শ্মশানে কল্পকাল পর্য্যন্ত শীত, বাত এবং রৌদ্র হইতে উদ্ভূত অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেলে অন্য একটী দেহ—

---

(১) জীবের শরীর সাধারণতঃ দুই রকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর হইতেছে স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত ; প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে জীব ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর হইতেছে সূক্ষ্ম সপ্তদশ অবয়বের দ্বারা গঠিত ; সৃষ্টির প্রথম হইতে মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার স্থায়িত্ব। এই সপ্তদশ অবয়ব এই—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,মন ও বুদ্ধি। স্থূল শরীরের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরও প্রাকৃত,জড়। স্থূল শরীর দৃশ্যমান ; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম বলিয়া দৃশ্যমান নহে। এই সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়াই মৃত্যুকালে জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যায় ; আবার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে নূতন ভোগোপযোগী স্থূলদেহে প্রবেশ করে ; এই প্রবেশকেই নূতন জন্ম বলা হয়।

ভোগদেহ বা কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ—লাভ করিয়া জীব স্বীয় কর্ম্মফল অনুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করিয়া থাকে। (২)

এইরূপে দেখা গেল, মরণের প্রথম দশ দিনে যে দশটী পিণ্ড দেওয়া হয়, সেগুলি হইতেছে প্রেতদেহ-পূরক। অশৌচান্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ এবং তাহার পরে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসের প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করার পরে বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় (৩)। সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত মৃত জীব প্রেতদেহেই অবস্থান করেন। সপিণ্ডীকরণের পরে জীব কর্ম্মফলভোগের উপযোগী ভোগদেহ লাভ করেন।

পূর্ব্বে যে ভাবনাময় দেহের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই বাস্তবরূপ হইতেছে ভোগদেহ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব দেহত্যাগের সময়ে সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায় (৩৷১৷১॥-ব্রহ্মসূত্র)। এই ভূতপঞ্চকই হইতেছে ভোগদেহের উপাদান।

৩৷১৷৬॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"তেষাঞ্চাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মসাধনভূতা * * * 'শ্রদ্ধাং জুহোতি' ইতি ॥—অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রব্যবহুল; সুতরাং সে সকল অপ্ বলিয়া গণ্য। হোমকর্ম্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞকারীকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক অন্ত্যেষ্টিবিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম

(২) শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে এ-স্থলে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"মনুষ্যাণামাতিবাহিক-দেহানন্তরং প্রেতদেহো ভবতি। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকম্। আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব ॥ কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব ॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্। শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্যো আকল্পং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ ॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ॥ ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্ ॥

প্রেতপিণ্ডঃ। মরণাবধিসপিণ্ডীকরণপর্য্যন্তং প্রেতসম্প্রদানকপিণ্ডাকারমন্নম্। যথা। ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে। ভাষেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরকম্। তত্তৎপিণ্ডস্য প্রেতাঙ্গকরণত্বং যথা। ব্রহ্মপুরাণে। শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা। দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ ॥ গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তথা ক্রমাৎ। চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ ॥ জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা। সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু। দশমেন তু পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥"

(৩) বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩৷১৩-অধ্যায়।

করে—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই—'এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন।' অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত কর্ম্মসম্পর্কযুক্তা আহুতিময়ী সূক্ষ্ম অপ্-অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্য-রূপে (ভবিষ্যদ্দেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনরায় ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী 'শ্রদ্ধয়া জুহোতি'-এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—জীবের পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মাদি হইতে যে শক্তি জন্মে এবং শ্রাদ্ধাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতেও যে শক্তি জন্মে, সেই শক্তির প্রভাবেই সূক্ষ্মভূতপঞ্চক ভোগদেহরূপে পরিণতি লাভ করে।

যাঁহারা পূর্ব্বদেহে বেদবিহিত শুভকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই ভোগদেহে তাঁহারা স্বর্গসুখ-ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। কিরূপে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাহা বলা হইতেছে।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি॥ ৫।১০।৩॥ মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি॥৫।১০।৪॥

—যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে বাস করিয়া ইষ্ট (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম্ম), পূর্ত্ত (কূপ-তড়াগাদির উৎসর্গরূপ কর্ম্ম) এবং দত্ত (সৎপাত্রে যথাসাধ্য দানাদিরূপ কর্ম্ম)-এই সমস্তের উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর থাকেন, তাঁহারা (মৃত্যুর পরে প্রথমে) ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন. তাহার পরে রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে, তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের অভি-মানিনী দেবতাকে, তাহার পরে—সূর্য্যদেব যেই ছয় মাস বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে থাকেন, সেই—ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন ; কিন্তু ইঁহারা সংবৎসরকে (সংবৎসরের অভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হয়েন না॥৫।১০।৩॥ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পরে তাঁহারা পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই চন্দ্রলোকই দীপ্তিমান্ সোম ; তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ (উপভোগ্য), দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন, (অর্থাৎ উপভোগ করেন)।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন।

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥৮।২৫॥

—যে সকল কর্ম্মযোগী মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাস-এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতার অনুবর্ত্তনক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা (কর্ম্মফল-ভোগান্তে পুনরায় সংসারে) প্রত্যাবর্ত্তন করেন।”

কর্ম্মীদিগের এই গতিকে ধূমযান-পন্থা বা পিতৃযান-পন্থা বলা হয়।

যাহা হউক, যে পুণ্যকর্ম্মের ফলে লোক চন্দ্রলোকে (বা স্বর্গে) গমন করেন, সেই পুণ্যকর্ম্মের ফল, ভোগের দ্বারা, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, শেষকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই পুণ্যকর্ম্মের ফল বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকবাসী সেই লোক স্বর্গস্থিত নানাবিধ সুখ, তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের স্বরূপ অনুসারে, ভোগ করিতে থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের অবসানে তাঁহাকে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ গীতা॥” ছান্দোগ্য শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে॥ ছান্দোগ্য॥ ৫।১০।৫॥—কর্ম্মিপুরুষগণ স্বকৃতকর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া পরে গমন-ক্রমানুসারে এইরূপ পথকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হয়।”

তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তনের পথ কি, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন।

“যথেতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥ ১০।৫।৫॥ অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥১০।৫।৬॥

—চন্দ্রলোক হইতে প্রথমে তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হয়ন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়েন, বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হয়েন, ধূমাকার হইয়া অভ্র (সজল মেঘাকার) হয়েন॥ ১০।৫।৫॥ অভ্র হইয়া মেঘ হয়েন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়েন। শেষে তাঁহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, তিল, কিম্বা মাষকলাই ইত্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ব্রীহিযবাদি হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর। যে যে প্রাণী অন্ন (ব্রীহিযবাদি) ভক্ষণ করে এবং রেতঃসেক (স্ত্রীসংসর্গ) করে, তাহাদিগকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।”

চন্দ্রলোকে আরোহণের ক্রম এবং চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের ক্রম ঠিক এক রকম নহে। আরোহণের ক্রম হইতেছে—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃলোক ও চন্দ্রলোক। আর, অবরোহণের ক্রম—চন্দ্রমণ্ডল হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ। অবরোহণের সময় পিতৃলোকে যাওয়া হয় না।

যাহা হউক, অবরোহণের ক্রম হইতে বুঝা গেল—চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া জীব যথা-ক্রমে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘের সহিত মিলিত হয়। মেঘ হইতে যে বারি বর্ষিত হয়, সেই বারির সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় এবং ধান্যযবাদির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। সেই

ধান্য-যবাদি অন্নরূপে যে সকল প্রাণী আহার করে, অন্নের সঙ্গে জীবও সেই সকল প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া পুরুষের রেতের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে এবং পুরুষের রেতের সহিত স্ত্রী-যোনিতে প্রবেশ করে। এই স্ত্রী এবং পুরুষই হয় জীবের মাতা এবং পিতা।

চন্দ্রলোকে অবস্থানকালে কর্ম্মী জীবের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সে-স্থানে— যে পুণ্যকর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়াছে, তাহারই ক্ষয় হয়; অন্য কর্ম্ম থাকিয়া যায়। কিন্তু জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও কর্ম্মই ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের পথে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে জীবকে সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে হয় না। তাহার জ্ঞান তখন মূর্চ্ছিত লোকের জ্ঞানের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকে।

অবরোহণ-সময়ে যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কর্ম্মের ফলভোগের উপযোগী পরিবেশের মধ্যেই বৃষ্টিজলের সঙ্গে জীব পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনুরূপ পিতার ভক্ষণযোগ্য ধান্যযবাদির সহিতই তাহার মিশ্রণ হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে প্রবেশের পরে তাহার ভোগায়তন দেহ গঠিত হইতে থাকে এবং সেই দেহেই যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই তাহার পুনর্জ্জন্ম।

চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীবগণ স্ব-স্ব-পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্টকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়াও জন্মিতে পারে; আবার অপকৃষ্ট কর্ম্মের ফলে কুক্কুর-যোনি, বা শূকর-যোনি, অথবা চণ্ডাল-যোনিতেও জন্ম লাভ করিতে পারে। "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৫।১০।৭॥"

এই গেল কর্ম্মীদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পুনর্জ্জন্মের কথা।

গ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসকদিগের গতি

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৬।২।৯-১৩-বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এইরূপ :—

দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদান করেন; তাহা হইতে সোমরাজ উদ্ভূত হয়েন। পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সেই সোমরাজকে আহুতি দেন; তাহা হইতে বৃষ্টির উদ্ভব হয়। দৃশ্যমান লোকরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ সেই বৃষ্টিকে আহুতিরূপে দান করেন; তাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। হস্তমস্তকাদি বিশিষ্ট পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ অন্নরূপ আহুতি প্রদান করেন; তাহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীরূপ পঞ্চতম অগ্নিতে দেবগণ রেতোরূপ আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিবিশিষ্ট পুরুষের উৎপত্তি হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেহে

অবস্থানযোগ্য কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই পুরুষ জীবিত থাকে ; তাহার পরে তাহার মৃত্যু হয়।

এইরূপে দেখাগেল—দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, দৃশ্যমান লোক, পুরুষ ও যোষিৎ-এই পাঁচটী হইল অগ্নি। আর, যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, ও রেতঃ হইল সেই সকল অগ্নিতে অর্পিত আহুতি।

যাহা হউক, যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, মৃত্যুর পরে তাঁহারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। যে প্রণালীতে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এ-স্থলে তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

ভোগদেহ লাভ করার পরে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক প্রথমে অগ্নিকে অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন ; সেই দেবতা তাঁহাকে জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে লইয়া যায়েন ; জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা উত্তরায়ণের ষণ্মাসাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, তাঁহারা আবার তাঁহাকে সংবৎসরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা আদিত্যাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা আবার চন্দ্রমস-অভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বৈদ্যুতাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বরুণাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা ইন্দ্রাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা প্রজাপত্যাভিমানিনী দেবতার নিকটে, লইয়া যায়েন। পরে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়েন।

এ-স্থলে যে সকল দেবতার কথা বলা হইল, তাঁহাদিগকে **আতিবাহিক দেবতা** বলা হয়।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগ করেন ; ফল-ভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকেও আবার সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ॥ গীতা ॥৮।১৬॥"—শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্যাৎ ॥" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন—"যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিভিরতৎক্রতবোঽপি তত্র গতাস্তেষামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম।" তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবই হইতেছে পুনর্জন্মের হেতু।

পঞ্চাগ্নির উপাসনার সঙ্গে যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রহ্মলোকে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন ; তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

ব্রহ্মলোকে গমনের পথকে দেবযান-পন্থা বা অর্চ্চিরাদি পন্থাও বলা হয়।

ঘ। বেদাচারবিহীন পাপী লোকদের অবস্থা

যাঁহারা বেদবিহিত কোনও কর্ম্মই করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহেই যাঁহারা

যত্নপর, এবং তজ্জন্য নানাবিধ পাপকার্য্যেও যাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয়, সপিণ্ডীকরণের পরে ভোগ-দেহ লাভ করিয়া তাঁহারা নরকে গমন করেন এবং রৌরবাদি সপ্তবিধ নরকের যন্ত্রণা ভোগ করেন (৩।১।১২-১৫ ব্রহ্মসূত্র)। তাঁহাদের কখনও চন্দ্রলোকে গমন হয় না। নরকে দুঃখজনক কর্ম্মের ফল-ভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাদিগকে আবার সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

বেদাচারহীন পাপীদিগের পিতৃযান-পথে, বা দেবযান-পথে গমন হয় না। তাঁহারা ভিন্ন একটী পথে গমনাগমন করেন। নরক হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা কীট, পতঙ্গ এবং মশক-ডাঁশ—স্বেদজ, ক্লেদজ, উদ্ভিজ্জাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনের সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। কর্ম্মিগণ, বা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপাসকগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন না বলিয়া স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, দেহভঙ্গের পরে তাঁহারা অভীষ্ট মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

৬। ক্রমবিবর্ত্তন-নীতি ও পুনর্জন্ম

কেহ হয়তো বলিতে পারেন - ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি অনুসারে জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকে। চৌরাশী লক্ষযোনির মধ্যে মাত্র চারিলক্ষ হইতেছে মনুষ্যযোনি। বাকী আশী লক্ষই মনুষ্যেতর যোনি। শাস্ত্র বলেন—আশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণের পরে জীব মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ক্রমবিবর্ত্তনের অনুকূলেই। কিন্তু যিনি স্বর্গে গমন করেন, বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার আবার এই মর্ত্ত্যে পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে গেলে, কিম্বা যে মানুষ নরকে গমন করেন, তাঁহার আবার কৃমি-কীটরূপে পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে গেলে, ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং একবার মানুষ হওয়ার পরে পুনরায় কৃমিকীটাদি হওয়া, কিম্বা স্বর্গাদি-লোকে গমনের পরে আবার এই মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করা—কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

উত্তরে বক্তব্য এই। নিম্নতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবর্ত্তন-নীতির বিরোধী নহে। সংস্কারের উন্নতিতেই জীবের উন্নতি। যিনি উন্নততর কার্য্য করেন, উন্নততর চিন্তা ভাবনা করেন, তাঁহারই উন্নততর সংস্কার জন্মিতে পারে; অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ ব্যতীত অপর কোনও জীব অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে কোনও নূতন কর্ম্ম করিতে পারে না; সুতরাং কোনও নূতন সংস্কারও তাহার জন্মিতে পারে না। জীব মনুষ্যেতর যোনিসমূহে কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে, পরে মনুষ্যযোনিতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যযোনিতে জীবের নূতন কর্ম্ম করার অনুকূল বুদ্ধি-বৃত্তি-আদি থাকে। সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে মানুষ যদি উন্নততর সংস্কারজনক কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহা

হইলে তাঁহার সংস্কারও হইবে উন্নততর, তাহার পরিণামও হইবে উন্নততর। নিম্নতর সংস্কারজনক কার্য্যে নিয়োজিত করিলে তাঁহার সংস্কারও হইবে নিম্নতর। সাধারণতঃ লোক ভাল মন্দ সকল কাজই করিয়া থাকে; সুতরাং ভাল ও মন্দ উভয়বিধ সংস্কারই অর্জ্জন করিয়া থাকে। মৃত্যুসময়ে যে সংস্কার ফলোন্মুখ হয়, তদনুরূপ গতিই তিনি লাভ করেন; মৃত্যুর পরে তিনি স্বর্গাদি লোকেও গমন করিতে পারেন। কিন্তু স্বর্গাদি লোকে উদ্বুদ্ধ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যদি নিম্নতর সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিম্নতর জন্ম অযৌক্তিক হয় না। ইহা ক্রমবিবর্ত্তনের বিরোধী নহে।

সংস্কার উন্নততর হইলে গতিও হইবে উন্নততর; ইহাই ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি। সংস্কার নিম্নগ হইলেও গতি ঊর্দ্ধদিকে হইবে ইহা ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি নহে। সুতরাং স্বর্গাদি লোকে গমনের পরেও মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ, কিম্বা পশুপক্ষিরূপে, বা কৃমি-কীটাদিরূপে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবর্ত্তন-নীতির বিরোধী নহে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সংস্কার ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাদের সংস্কারও ব্রহ্মবিষয়ক সংস্কারও— উন্নততম স্তরে উপনীত হয়। তাঁহাদের আর নিম্নগামী হইতে হয় না, তাঁহারা ঊর্দ্ধেই গমন করেন।

সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ করার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-দশার শোচনীয়তার কথা বর্ণন করিয়াছেন।

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে দ্বিতীয় পর্ব্বে প্রথমাংশ—
—জীবতত্ত্বসম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের
এবং
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

দ্বিতীয় পর্ব্ব

জীবতত্ত্ব

দ্বিতীয়াংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

সূত্র

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥
হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব॥
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥

—শ্রী, চৈ, চ, ১।৭।১১১-১৩

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর-জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥

শ্রীচৈ, চ, ২।৬।১৪৮ ॥

দ্বিতীয় পর্ব ঃ দ্বিতীয় অংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

প্রথম অধ্যায় ঃ জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ রামানুজাদি

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অংশে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ চিদ্রূপ, নিত্য, অজ, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত এবং পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপাদদিগেরও এইরূপই সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে, জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন আচার্য্যপাদদের কি অভিমত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

৩৪। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাদির সিদ্ধান্ত

প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এ-স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে একরূপই।

শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত

প্রথমাংশে জীববিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির আলোচনায় শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায়, তাঁহার মতেও জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু, অজ, নিত্য, পরিমাণে অণু, জ্ঞাতা, জ্ঞান-গুণ-বিশিষ্ট, কর্ত্তা, সংখ্যায় অনন্ত, পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ এবং নিত্যদাস ; মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতেও জীব চেতনস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্যভিন্ন, সত্য, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত এবং ভগবানের নিত্য অনুচর।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের মতেও জীব স্বরূপতঃ চেতন, জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম, জীব কর্ত্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতেও জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের চিদংশ, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত।

এই আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের সিদ্ধান্তের পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত সম্যক্‌প্রকারে অন্যরূপ। এক্ষণে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আলোচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর
৩৫। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য জীবের পৃথক্ তত্ত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—যাহা সংসারে জীব নামে পরিচিত, তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার অবিদ্যার উপাধিযুক্ত হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। তত্ত্বের বিচারে জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। সুতরাং জীব অণু নহে, স্বরূপতঃ বিভু।

"তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি তাঁহার অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মসূত্রের তৎকৃত-ভাষ্যের আলোচনা করা হইতেছে।

৩৬। জীববিষয়ক ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য

প্রথমাংশের ২।১৮-অনুচ্ছেদে জীব-বিষয়ক কয়েকটী ব্রহ্মসূত্র আলোচিত হইয়াছে। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক চৌদ্দটী ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥" পর্য্যন্ত দশটী সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্ত্তী ২।৩।২৯ ॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি অন্যরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে। সূত্রটী হইতেছে এইঃ—

তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮-ট-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যের আনুগত্যে এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের মতে এই সূত্রটী জীবাত্মার পরিমাণ-বিষয়ক নয়। শ্রীপাদ বলদেবের গোবিন্দভাষ্যেও এই সূত্রটী জীব-পরিমাণ-বিষয়ক বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য দেখিলে মনে হয়, পূর্ব্বসূত্রের সহিত এই সূত্রটীর সম্বন্ধ—এই ভাবে। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান—দুই পৃথক্ বস্তু। এই সূত্রে বলা হইল—তাহারা পৃথক্ হইলেও স্থলবিশেষে জীবকেও জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দে অভিহিত করা হয়—জীবের

শ্রেষ্ঠগুণ জ্ঞান বলিয়া এবং গুণী ও গুণের অভেদ মনন করিয়াই এইরূপ করা হয়। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন —"তদ্‌গুণসারত্বাৎ"—এ-স্থলে "তদ্‌"-শব্দের অর্থ জীব। তাহার গুণের সার হইতেছে—জ্ঞান। এই জ্ঞান জীবের গুণসার বা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া (জীব ও তাহার গুণ পৃথক্‌ হইলেও ;—"তু"—কিন্তু "তদ্ব্যপদেশঃ"—জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দেও অভিহিত করা হয়। যেমন, "বিজ্ঞান (অর্থাৎ জীব), যজ্ঞ করে।" অনুকূল উদাহরণও আছে। "প্রাজ্ঞবৎ—প্রাজ্ঞের (পরমাত্মার) ন্যায়।" পুরমাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে—আনন্দ ; তাই যেমন পরমাত্মাকে সময় সময় আনন্দ বলা হয় (আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি ॥৩।৬॥), তদ্রূপ জ্ঞান জীবাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া জীবাত্মাকেও স্থলবিশেষে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। ইহাই উক্তসূত্রের রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের আলোচনা

কিন্তু এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রসমূহে জীবাত্মার অণুত্ব-জ্ঞাপনার্থ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষের উক্তি! বস্তুতঃ আত্মা অণু নহে, বিভু। "তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।"

ক। শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রথমাংশে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জীবাত্মার অণুত্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ-স্থলে তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্ব্বক আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই ঃ—

(১) "নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।—উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়া আত্মা (জীবাত্মা) অণু হইতে পারে না।"

মন্তব্য। জীবাত্মা অনাদি, নিত্য, অজ ; সুতরাং তাহার উৎপত্তি বা জন্ম থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর বোধহয় মনে করিতেছেন—উৎপত্তিই অণুত্বের একটী বিশেষ প্রমাণ ; কিন্তু ইহা সঙ্গত নয়। অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে ; তাহারা কিন্তু অণুপরিমিত নহে। মায়াবদ্ধ জীবের দেহেরও উৎপত্তি আছে ; কিন্তু সেই দেহও অণুপরিমিত নহে। সুতরাং যাহার উৎপত্তি বা জন্ম আছে, তাহাই অণু-পরিমিত—এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে।

আবার, উৎপত্তি না থাকাই - অর্থাৎ নিত্যত্বই—যদি অণুত্ব-বিরোধী এবং বিভুত্ব-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে বৈদিকী মায়ারও বিভুত্ব স্বীকার করিতে হয় ; কেননা, বহিরঙ্গা মায়া নিত্য বস্তু ; শ্রুতি তাহাকে "অজা" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার ব্যাপ্তি নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্মের ন্যায় "বিভু" বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেলে- শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত যুক্তি বিচারসহ নয়।

(২) "পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবঃ, তর্হি যাবৎ পরংব্রহ্ম, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।—পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পরব্রহ্মই জীব। পরব্রহ্মই যদি জীব হইলেন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই সঙ্গত। শ্রুতি বলেন –পরব্রহ্ম বিভু ; সুতরাং জীবও বিভু।"

মন্তব্য। কেবল যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়, তাহা নহে। জীবেরও প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়। প্রাকৃত দেহে জীবের প্রবেশ এবং মৃত্যুকালে সেই দেহ হইতে জীবের বহির্গমন অতি প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত স্থুল শরীরের সহিত জীবের তাদাত্ম্যবুদ্ধির কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "স বা অয়ং পুরষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মানো বিজহাতি॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৮॥—সেই পুরুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শরীরকে প্রাপ্ত (দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া, স্থুল শরীরে আত্মভাব স্থাপন করিয়া—দেহাত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত) হইয়া পাপের সহিত সংযুক্ত হয়। আবার সেই পুরুষই যখন দেহেন্দ্রিয় হইতে বহির্গত হয়,- মুমূর্ষু হয়—তখন সেই সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করে।"

সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিও বিচারসহ নহে।

যদি বলা যায়—যে জীবের প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা এ-স্থলে বলা হইল, সেই জীব ব্রহ্মই ; কেননা, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবরূপে পরব্রহ্মেরই প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সমস্ত শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই—

"সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ **অনেন জীবেন আত্মনা** ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি॥ ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ॥ ৬।৩।২॥—সেই দেবতা (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন (বা আলোচনা করিলেন)—আমি এই **জীবাত্মারূপে*** উক্ত তিন দেবতায় (অর্থাৎ তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতাতে) প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।"

জীবাত্মারূপে প্রবেশ, স্ব-স্বরূপে প্রবেশ নহে

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—জীবাত্মারূপে তিনি প্রবেশ করিবেন ; ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপেই প্রবেশ করিবেন—এই কথা বলা হয় নাই। আবার কথিত জীবাত্মা যে তাঁহা হইতে পৃথক্, "অনেন—এই" -শব্দের উল্লেখে তাহাও পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ; যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বকই বলা হইয়াছে, "অনেন জীবেন আত্মনা—এই জীবাত্মাদ্বারা, বা এই জীবাত্মারূপে, বা এই জীবাত্মার সহিত।"

যদি বলা যায়—এই জীবাত্মারূপে ব্রহ্মই প্রবেশ করিবেন (অহং অনুপ্রবিশ্য), ইহা যখন বলা হইয়াছে, তখন জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহাই তো বলা হইল। ইহার উত্তরে বলা যায়—

---

* শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"জীবাত্মার সহিত।" "অনেন জীবেন আত্মনা"-এ-স্থলে সহার্থে তৃতীয়া।

জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শক্তি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই (২।৭-অনুচ্ছেদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই এ-স্থলে বলা হইয়াছে—"আমি জীবাত্মা-রূপে প্রবেশ করিব।' অর্থাৎ আমি স্বরূপে প্রবেশ করিব না, আমার জীবশক্তিরূপে প্রবেশ করিব।" ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—তেজঃ, জল ও পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক প্রাকৃত দেহে) ব্রহ্মের চিদ্রূপা জীবশক্তির বা জীবাত্মার প্রবেশের কথাই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের স্ব-স্বরূপে প্রবেশের কথা বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—পৃথক্ কোনও জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "অনেন জীবেন আত্মনা" বলা হয় নাই; ব্রহ্ম নিজেকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"অনেন জীবেন আত্মনা—এই জীবরূপ আপনাদ্বারা।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করেন, তখনই দেহ-প্রবিষ্ট-অবস্থায় তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন; ইহা হইবে—সৃষ্টির পরের ব্যাপার। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট থাকেন না, স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত থাকেন; সুতরাং তখন তিনি জীব-রূপে প্রতিভাত হয়েন না, অথবা জীব-নামে অভিহিতও হয়েন না। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বের কথাই বলা হইয়াছে। তখন ব্রহ্মকে যখন জীব বলা হয় না, তখন তিনি যে নিজেকে লক্ষ্য করিয়া "অনেন জীবেন আত্মনা" বলিয়াছেন—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বোধ হয় উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূত-প্রাণধারণম্ আত্মানমেব স্মরন্তী আহ—অনেন জীবেনাত্মনেতি। প্রাণধারণ-কর্ত্রা আত্মনেতি বচনাৎ—স্বাত্মনোঽব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্দর্শয়তি।—এখানে 'অনেন জীবেন'-কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই প্রাণধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—স্বীয়বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকে স্মরণ করিয়া 'অনেন জীবেনাত্মনা' বলিয়াছেন। আর, 'প্রাণধারণকারী আত্মারূপে' বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এই ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টিতে ব্রহ্ম যে প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই, পূর্ব্বকল্পের জীবভাবের কথা স্মরণ করিয়াই এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"অনেন জীবেন আত্মনা।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির কথা ব্রহ্মের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতেই যদি তিনি ঐরূপ বলিতেন, তাহা হইলে "অনেন জীবেনাত্মনা"— না বলিয়া "তেন জীবেনাত্মনা—সেই জীবরূপ আত্মারূপে,

পূর্ব্বকল্পে যেমন জীবরূপে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবারও তেমনি জীবরূপে আমি প্রবেশ করিব”—এইরূপ বলাই সঙ্গত হইত। “অনেন” বলার সার্থকতা দেখা যায় না। বিগত ব্যাপারের স্মৃতিতে “অনেন” না বলিয়া “তেন” বলাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বকল্পেও যে ব্রহ্ম নিজেই প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা ধরিয়াই লইয়াছেন ; ইহা তাঁহার নিজস্ব অনুমান। ইহার সমর্থনে কোনও শ্রুতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই জীব

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও লিখিয়াছেন—“অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য ইতি বচনাৎ। জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্ বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রাসংসর্গজনিতঃ—আদর্শে ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ, জলাদিম্বিব চ সূর্য্যাদীনাম্।—‘এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া’—এইরূপ কথা রহিয়াছে বলিয়া (ঐরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে)। দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ-প্রতিবিম্বের ন্যায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যাদির ন্যায় ভূত-তন্মাত্র-সংস্পৃষ্ট বুদ্ধ্যাদি-সম্বদ্ধ দেবতার (ব্রহ্মের) আভাস বা প্রতিবিম্বই জীব।— মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—“বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব—দর্পণে প্রতিফলিত লোকের প্রতিবিম্বের ন্যায়। লোকের প্রতিবিম্বকে যেমন দর্পণে প্রবিষ্ট লোকই বলা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকেই ভৌতিক পদার্থে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বলা হইয়াছে।” আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে কিন্তু এইরূপ কোনও কথা বলা হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে ভূতত্রয়ে প্রবেশ করেন। এই জীবাত্মা যে ভূতত্রয়ে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব —একথা শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোনও শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই। ইহা তাঁহারই নিজস্ব কল্পনা।

এই উক্তির সঙ্গে জীব-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তির বিরোধও দৃষ্ট হয়। আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যের প্রথম দিকে তিনি লিখিয়াছেন—“প্রাণধারণকর্ত্রা আত্মনেতি বচনাৎ—স্বাত্মনোঽব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্দর্শয়তি।—‘প্রাণধারণকারী আত্মারূপে’ বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই।” এ-স্থলে তিনি জীবের চেতনত্বের কথাই বলিলেন। সেই জীবকেই আবার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলাতে তিনি আবার জীবকে অচেতনই বলিলেন। কেননা, চেতন পুরুষেরও দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব কখনও চেতন হয় না ; তাহা অচেতনই।

অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভবও নয়; কেননা, প্রতিবিম্ব উৎপাদনের জন্য দর্পণ এবং বিম্ববস্তুর মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন; অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে এইরূপ কোনও ব্যবধানের কল্পনা করা যায় না [১।২।৬৬ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব, তাহা হইলেও কয়েকটী প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

প্রথমতঃ, বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব—এক বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিম্ব এবং পুরুষ একই বস্তু নহে। একই বস্তু নহে বলিয়া "দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিম্বকে" "দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ" সঙ্গত বলা হয় না। লৌকিক ব্যবহারেও প্রতিবিম্বকে বিম্বরূপে গ্রহণ করা হয় না। যে গৃহে কোনও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য বস্তু থাকে, সেই গৃহে শ্বপচাদি সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সেই সমস্ত বস্তু, অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন না; ভোজ্যবস্তু পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সেই গৃহস্থিত দর্পণে উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে গৃহের বহির্ভাগস্থিত অঙ্গনে দণ্ডায়মান কোনও শ্বপচের প্রতিবিম্ব যদি প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থিত অন্নব্যঞ্জনাদি অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিম্বকে দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রূপ "বুদ্ধি-আদিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে" "বুদ্ধি-আদিতে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম" বলাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মই বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করিয়া জীবনামে অভিহিত হয়েন—"পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্"—একথা বলা সঙ্গত হয় না। পরব্রহ্মই যে জীব—শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিম্ব-বাদে তাহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবিম্বের আয়তন দর্পণের স্বরূপ এবং আয়তনের উপর অনেকটা নির্ভর করে; সুতরাং সকল সময়ে বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের আয়তন একরূপ হয় না। আগ্রার দুর্গের একটী গৃহের বাহিরের দেওয়ালে অনধিক এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটী দর্পণ সংলগ্ন আছে; তাহাতে দূরবর্ত্তী তাজমহলের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বিরাট তাজমহলের প্রতিবিম্ব অতি ক্ষুদ্র—অনধিক এক ইঞ্চি। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্ব্বব্যাপক বিভু ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হয়েন—বুদ্ধি-আদিতে। বুদ্ধি-আদি সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু বলিয়া পরিমিত—সীমাবদ্ধ, বিভু নহে। তাহাতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কখনও বিভু হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই যদি জীব হয়, তাহা হইলে একথা বলা সঙ্গত হয় না যে—"ব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই সঙ্গত; পরব্রহ্ম বিভু, সুতরাং জীবও বিভু,—পরমেবচেদ্ ব্রহ্ম জীবঃ, তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।" এ-স্থলে যে যুক্তিবলে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রতিবিম্ব হইতেছে মিথ্যা, ইহা কখনও সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। জীব যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হয়, তাহা হইলে জীবও হইয়া পড়ে মিথ্যা। জীব মিথ্যা হইলে জীবের পরলোকাদিও মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রাদিও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ-সম্বন্ধে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন —"নৈষ দোষঃ। সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতম্, স্বতস্তু অনৃতমেব, 'বাচারম্ভরণং বিকারো নামধেয়ম্'-ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবোঽপীতি।—না, ইহা দোষাবহ হয় না। কারণ সৎ-স্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত আছে; কেননা, নামরূপাদি যাহা কিছু কার্য্য জগৎ, তৎসমস্তই সৎ-রূপে সৎ, আর, জড়রূপে নিশ্চয়ই অসৎ ; কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'বিকার পদার্থ বাক্যারব্ধ নামমাত্র' (স্বরূপতঃ উহাদের কিছু মাত্র সত্যতা নাই) ; জীবও সেই রকম, অর্থাৎ সৎ-রূপে সত্য, জীবরূপে অসত্য।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-এই বাক্যের শ্রুতিসম্মত তাৎপর্য্য কি, তাহা সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে জীব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আলোচিত হইতেছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ জীব অসত্য, মিথ্যা ; কিন্তু সৎরূপে—অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে—জীব সত্য। জীব যে ব্রহ্ম—ইহা প্রতিপাদিত হইলেই তো ব্রহ্মরূপে জীবকে সত্য বলা সঙ্গত হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই ; সুতরাং "ব্রহ্মরূপে জীব সত্য"—এইরূপ উক্তির সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রতিবিম্ব কখনও বিম্ব নয়। পুরুষের সত্যতায় পুরুষ-প্রতিবিম্ব সত্য হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই একটী প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্কর যে-ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলিতেছেন, সেই ব্রহ্ম কোন্ ব্রহ্ম? শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত নির্গুণ ব্রহ্ম, না কি সগুণ ব্রহ্ম? আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়া বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধঃ"-ইত্যাদি—অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তিমতী দেবতার (ব্রহ্মের) বুদ্ধি-আদির সহিত সম্বন্ধ-ইত্যাদি।" ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব। কিন্তু তাঁহার মতে, তাঁহার সগুণ ব্রহ্মও হইতেছেন তাঁহার নির্গুণ (সর্ব্ববিশেষত্বহীন) ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। তাহা হইলে বুঝা গেল—তাঁহার মতে জীব হইতেছে তাঁহার নির্গুণ—নির্ব্বিশেষ—ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই—অবশ্য দ্বিতীয় প্রতিবিম্বই—হইতেছে জীব, ইহাও বলা যায়।

যাহা হউক, ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে জীব যে মিথ্যা, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করই স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র, শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভজনের উপদেশ—সমস্তই যে নিরর্থক হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিথ্যা বস্তু বিধি-নিষেধেরও পালন

করিতে পারে না, সাধন-ভজনও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, জীব যদি প্রতিবিম্বই হয়, তাহার পক্ষে সাধন-ভজনাদি সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষ যাহা করে, পুরুষ-প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে সত্য ; কিন্তু প্রতিবিম্ব নিজে কিছু করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদাদি-শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে, জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর "পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ"-ইত্যাদি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য অনুসারেই তদ্দ্বারা জীবের বিভুত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয় না।

আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে ব্রহ্মের প্রবেশও শ্রীপাদ শঙ্কর সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের প্রবেশের কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কিন্তু ব্রহ্ম যে প্রবেশ করেন না, তাহা নহে। শ্রুতি হইতে জানা যায়—প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই তিনি প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করেন। জীবের হৃদয়েও তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। অন্তর্য্যামিরূপে তিনি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মার সঙ্গে একত্রেই অবস্থিত। "দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু জীবের হৃদয়ে বা অন্যবস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম যে প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত, একথা কোনও শ্রুতিবাক্য বলেন নাই ; ব্রহ্ম নিজেই অবস্থিত।

জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে, প্রতিবিম্ববৎ মিথ্যাও নহে, জীবের যে পৃথক্ সত্য অস্তিত্ব আছে—"দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। একাধিক বেদান্ত-সূত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটী ব্রহ্মসূত্র পরে আলোচিত হইবে। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যও জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই বলিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩) জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"তথা চ 'স বা এষ মহানজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যেবংজাতীয়কা জীববিষয়া বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।—এইরূপ (অর্থাৎ জীব বিভু) হইলেই—'সেই এই মহান্ অজ আত্মা', 'যিনি প্রাণসমূহের (ইন্দ্রিয়-সমূহের) মধ্যে বিজ্ঞানময়'-এতজ্জাতীয় জীববিষয়ক এবং বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য এবং স্মৃতিবাক্যসমূহও সমর্থিত (সঙ্গতিযুক্ত) হইতে পারে।"

মন্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—এই শ্রুতিবাক্যটী জীববিষয়ক। কিন্তু ইহা যে জীব-বিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্মবিষয়কই, সমগ্র শ্রুতিবাক্যটী দেখিলেই বুঝা যাইবে। সমগ্র শ্রুতিটী এই :—

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। তমেতং বেদানু-

বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি— যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে— কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, এতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২ ॥”

তাৎপর্য্যানুবাদ। সেই এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে (ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে) বিজ্ঞানময়, যিনি (ভূতগণের) অন্তর্হৃদয়রূপ আকাশে শয়ন করিয়া আছেন (অর্থাৎ যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত), যিনি সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। (শাস্ত্রবিহিত) সাধু-কর্ম্মদ্বারা তিনি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন না, (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) অসাধুকর্ম্মদ্বারাও তিনি লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি, ভূতসমূহের পালনকর্ত্তা, এই সমস্ত লোকের অসম্ভেদের (সাঙ্কর্য্য-নিবারণপূর্ব্বক মর্য্যাদা-রক্ষণের) নিমিত্ত ইনি জগতের বিধারক সেতুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং কামোপভোগ-বর্জ্জন দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল) হয়েন। এই আত্মলোক (আত্মারূপ লোক অর্থাৎ আত্মাকে) লাভের ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না—প্রজাদ্বারা আমাদের কি হইবে, এইরূপ মনে করিয়া। আত্মলোক-লাভের আশায় তাঁহারা পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদিলোক-কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। যাহাই পুত্র-কামনা, তাহাই বিত্ত-কামনা ; যাহা বিত্ত-কামনা, তাহাই লোক (স্বর্গাদি-লোক)-কামনা। উভয়ই কামনাই। ‘ইহা নয়, ইহা নয়’-এইরূপ নিষেধমুখেই যাঁহার পরিচয় দেওয়া হয়, সেই এই আত্মা (ইন্দ্রিয়ের) অগ্রহণীয় বলিয়া (ইন্দ্রিয়দ্বারা) গ্রাহ্য হয়েন না ; শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য বলিয়া শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ বলিয়া কোথাও আসক্ত হয়েন না, অসিত (ক্ষয়ের অযোগ্য) বলিয়া ব্যথিত হয়েন না এবং বিকৃতও হয়েন না। ‘আমি পাপ করিয়াছি বা পুণ্য করিয়াছি,—এইরূপ অভিমান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। আত্মদর্শী এই উভয়ের অতীত। কৃত বা অকৃত—কিছুই আত্মজ্ঞকে অনুতপ্ত করে না।”

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমেই বলা হইয়াছে—“স বা এষ মহানজ আত্মা– সেই এই মহান্ অজ আত্মা।” “সেই আত্মা”–কোন্ আত্মা ? পূর্ব্ববাক্যের অনুবৃত্তিতেই এ-স্থলে “সেই” বলা হইয়াছে—পূর্ব্ববাক্যে যেই আত্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই মহান্ অজ আত্মা। পূর্ব্ববাক্যে কোন্ আত্মার কথা বলা হইয়াছে ? উল্লিখিত ৪।৪।২২-শ্রুতি-বাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।৪।২১-বাক্যে বলা হইয়াছে—“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।—ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জানিয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা লাভ করিবে (অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে)।” পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী বাক্যে বলা হইয়াছে ঃ—

"যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন (৪।৪।১৪) ; যিনি ত্রিকালবর্ত্তী সমস্তের ঈশান (নিয়ন্তা), সেই আত্মাকে যিনি সম্যক্রূপে দর্শন করেন, তিনি আর নিজেকে গোপন করেন না (৪।৪।১৫) ; যিনি কালের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃপ্রদ, সেই ঈশানকে দেবতাগণও উপাসনা করেন (৪।৪।১৬) ; যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অমৃত ব্রহ্ম (৪।৪।১৭) ; সেই ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র (৪।৪।১৮) ; মনের সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে হয় (৪।৪।১৯), সেই আত্মা অপ্রমেয়, ধ্রুব, বিরজঃ, আকাশ অপেক্ষাও পর, মহান্, অজঃ ; একভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিবে (৪।৪।২০)।" সহজেই বুঝা যায়—এই সমস্ত বাক্যে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষ বাক্যে তাঁহাকে "মহান্, অজ, আত্মা" বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্ত্তী "তমেব ধীরো বিজ্ঞায়"-ইত্যাদি ৪।৪।২১-বাক্যের "তম্—তাঁহাকে"-শব্দে সেই "মহান্ অজ আত্মা" পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আলোচ্য "স বা এষ মহানজ আত্মা"-ইত্যাদি ৪।৪।২২-বাক্যেও "স"-শব্দে সেই "মহান্, অজ, আত্মা"-পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ"-ইত্যাদি শব্দ থাকায় এবং উপাসনার কথা থাকায় আরও স্পষ্টতর ভাবেই বুঝা যাইতেছে—সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি, ব্রাহ্মণগণের এবং ব্রহ্মলোকেচ্ছু জনগণের উপাস্য পরব্রহ্মই হইতেছেন এই শ্রুতিবাক্যের বিষয়।

একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে আত্মা (জীবাত্মা) কোন্‌টী ?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—"যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।৭॥—প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই জীবাত্মা)।" আলোচ্য শ্রুতিবাক্যেও "যোহয়ং প্রাণেষু বিজ্ঞানময়ঃ"-বাক্যটী আছে ; সুতরাং ইহা জীববিষয়ক হইবে না কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। যিনি "বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু", তিনি জীবই সত্য। কিন্তু আলোচ্য সমগ্র শ্রুতিবাক্যটীতে জীবের কথা বলা হয় নাই ; বলা হইয়াছে তাঁহার কথা—যিনি মহান্, অজ, আত্মা এবং যিনি "বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—জীবরূপে বা জীবাত্মারূপে প্রাণসমূহের মধ্যে অবস্থিত।" পূর্ব্বে "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—পরব্রহ্মই জীবাত্মা-রূপে ভৌতিক-বস্তুতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। জীব তাঁহার শক্তি বলিয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় এস্থলেও বলা হইয়াছে—মহান্ অজ আত্মাই তাঁহার শক্তি-জীবাত্মারূপে প্রাণসমূহের (ভৌতিক দেহের) মধ্যে অবস্থিত। "যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"-বাক্যে বলা হইয়াছে—যাঁহার শক্তি জীব, তিনিই সেই মহান্, অজ, আত্মা এবং তিনিই সর্ব্ববশী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকলের উপাস্য-ইত্যাদি।

সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটী যে ব্রহ্মবিষয়ক, পরন্তু জীব-বিষয়ক নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ॥২।৩।২১॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ

লিখিয়াছেন—"স বা এষ মহানজ আত্মেতি……। যদ্যপি 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।৭)'-ইতি জীবস্যোপক্রমস্তথাপি 'যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১৩)'-ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ত্ব-প্রতিপাদনাৎ তস্যৈব তত্ত্বং ন জীবস্যেতি ॥—বৃহদারণ্যকে 'এই অজ আত্মা মহান্'-ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অণুত্বের বিপরীত মহৎ-পরিমাণ শ্রবণ করা যায়; অতএব জীব অণু নহে, এপ্রকারও কহা যায় না। কারণ, ঐ স্থানে পরমাত্মারই অধিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও 'যিনি প্রাণমধ্যে বিজ্ঞানময়'-এই কথায় জীবেরই উপক্রম অবলোকন করা যায়, তথাপি 'যে উপাসক জীব শ্রীহরিকে জানিতে পারেন, তিনি প্রতিবুদ্ধ হয়েন'-ইত্যাদি কথার মধ্যে জীব হইতে ভিন্ন জগদীশ্বরেরই মহত্ত্ব প্রতিপাদন হেতু ঐ মহত্ত্ব পরমেশ্বরেরই জানিতে হইবে, জীবের নহে।—প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।"

"স বা এষ মহানজ আত্মা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী যে ব্রহ্মবিষয়ক, পরন্তু জীববিষয়ক নহে, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য হইতে তাহাই জানা গেল। শ্রীপাদ রামানুজও শ্রীপাদ বলদেবের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মবিষয়ক, জীব-বিষয়ক নহে।

এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও অন্যত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, "স বা এষ মহানজ আত্মা"-ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-বাক্যটী ব্রহ্মবিষয়ক। "নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ"-ইত্যাদি ২।৩।২১॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু," "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ," "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোঽণুত্বে বিপ্রতিষিধ্যেতেতি চেৎ। নৈব দোষঃ। কস্মাৎ? ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হ্যাত্মনঃ প্রক্রিয়ায়ামেষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ। পরস্যেবাত্মনঃ প্রাধান্যেন বেদান্তেষু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ "বিরজঃ পরঃ আকাশাৎ" ইত্যেবম্বিধাচ্চ পরস্যৈবাত্মনস্তত্র তত্র বিশেষাধিকারাৎ।—'সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত—যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়,' 'আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য,' 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম (বৃহৎ)'-ইত্যাদি। এই শ্রুতি আত্মার অণুত্ব-বিরোধী। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, উহা দোষ নহে। কেননা, ঐ সকল কথা ব্রহ্ম-প্রকরণে অভিহিত। ঐ পরিমাণান্তর (বৃহৎ পরিমাণ) পরমাত্ম-প্রকরণে কথিত এবং বেদান্তমধ্যে পরমাত্মাই প্রধান বেদিতব্য (জ্ঞেয়)-রূপে প্রস্তাবিত (প্রস্তাবের বিষয়)। 'আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রজঃশূন্য—নির্ম্মল'-এইরূপ এইরূপ বিশেষাধিকার সেই সেই বেদান্তে অবস্থিত দেখা যায়।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার পরে আরও লিখিয়াছেন—"ননু 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইতি শরীর এব মহত্ত্ব-সম্বন্ধিত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ত্বেষ নির্দ্দেশো বামদেববদ্ দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে॥ —যদি বল 'যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়'—এই বাক্যে জীবাত্মার মহত্ত্বের নির্দ্দেশই দেখা যায়। বস্তুতঃ তাহা নহে। বামদেব-ঋষির ন্যায় শাস্ত্র-দৃষ্টি অনু-

মারেই এইরূপ নির্দ্দেশ—ইহা বুঝিতে হইবে। (বামদেব-ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যখন সমস্তের এবং নিজেরও ব্রহ্মাত্মকতা অনুভব করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, ইত্যাদি)। অতএব পরিমাণান্তর-শ্রবণ (মহৎ-পরিমাণ-শ্রবণ) হইতেছে প্রাজ্ঞবিষয়ক (ব্রহ্মবিষয়ক) ; সুতরাং ইহা জীবের অণুত্বের অবিরোধী।"

এই ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—"স বা এষ মহানজ আত্মা"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে ব্রহ্মবিষয়ক ; "নমু যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"—ইত্যাদি বিরুদ্ধ-পক্ষের আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডনও তিনি করিয়াছেন। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "বিরজঃ পর আকাশবৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াও তিনি জানাইয়াছেন,—এই সকল শ্রুতিবাক্যের ন্যায়, "স বা এষ মহানজ আত্মা"-বাক্যটীও ব্রহ্মবিষয়ক। অথচ এ-স্থলে আলোচ্য "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু-ইত্যাদি ২।৩।২৯-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে জীববিষয়ক! যে যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি ২।৩।২১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উক্ত শ্রুতিবাক্যটীকে ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই যুক্তিরও খণ্ডন করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে ; তদ্দ্বারা তিনি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই।

খ। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির আলোচনা

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলির অবতারণার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক কয়েকটী বেদান্ত-সূত্রের আলোচনা করিয়া প্রকারান্তরে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের ত্রুটীই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

(১) "ন চ অণোর্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনোপপদ্যতে। ত্বক্‌সম্বন্ধাৎ স্যাদিতিচেৎ, ন, পদকণ্টকতোদনেঽপি সকলশরীরগতৈব বেদনা প্রসজ্যেত। ত্বক্‌কণ্টকয়োর্হি সংযোগঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি ; পাদতল এব তু কণ্টকতুন্নাং বেদনাং প্রতিলভ্যন্তে। —জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সঙ্গত হয় না। যদি বল—ত্বকের সম্বন্ধ বশতঃ তাহা হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—না, তাহা হয় না। একথা বলার হেতু এই। ত্বক্ তো সমগ্র দেহেই ব্যাপিয়া আছে ; সুতরাং ত্বকের সহিত কণ্টকের সংযোগ হইলে সংযোগ (বা সংযোগের ফল) সমগ্র-দেহব্যাপি-ত্বকেই বর্ত্তমান থাকিবে। তাহা হইলে পদ যদি কণ্টকবিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেহেই বেদনা অনুভূত হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হয়না ; প্রদতল কণ্টকবিদ্ধ হইলে কেবল পদতলেই বেদনা অনুভূত হয়, সমগ্রদেহে হয় না।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিটী হইতেছে সূত্রকার ব্যাসদেবের **"অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।।২।৩।২৪।।"**-সূত্রেরই প্রতিবাদ (২।১৮-চ-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

মন্তব্য। ত্বকের মধ্যে যে শিরা, উপশিরা, ধমনী প্রভৃতি আছে, তাহারাই বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া শরীরে বিস্তারিত করে। যেখানে-যেখানে বা যতদূর পর্য্যন্ত, শিরাদি বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া নিতে পারে, সেখানে-সেখানে বা ততদূর পর্য্যন্তই বেদনা অনুভূত হইতে পারে। সকল বেদনাই যে সমগ্র দেহে একই সময়ে বিস্তৃত হইবে, তাহা নয়। ইহা সূত্রকারের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয়। প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই যে—আত্মা যখন অণুরূপে কেবল মাত্র হৃদয়েই অবস্থিত, হৃদয়ের অণুপরিমাণ স্থানের বাহিরেও যখন তাহার ব্যাপ্তি নাই, অথচ সমগ্র দেহটী যখন জড়, তখন শরীরের যে কোনও স্থানেই হৃদয়স্থিত আত্মার চেতনার ব্যাপ্ত হইতে পারে কিনা ? সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন—পারে ; সমগ্র দেহেই চেতনা ব্যাপ্ত আছে। তাহার প্রমাণ কি ? কাঁটা ফুটাইয়া দেখ, প্রমাণ পাইবে। শরীরের যে কোনও স্থানে কাঁটা ফুটাইলেই বেদনা অনুভূত হইবে। তাহাতেই বুঝা যায়—শরীরে সর্ব্বত্রই চেতনার ব্যাপ্তি আছে ; এই চেতনা জীবাত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। এক স্থানে কাঁটা ফুটাইলে একই সময়ে এক সঙ্গে সমগ্র শরীরে বেদনা সঞ্চারিত না হইলেও তদ্দ্বারা সমগ্র শরীরে চেতনার অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং "জীব অণু হইলে সমগ্র দেহে বেদনার বিস্তৃতি উপপন্ন হয় না"—ইহা প্রমাণ করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর পায়ে কাঁটা-ফুটার যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা নাই।

(২) বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেব **গুণাদ্বালোকবৎ** ।।২।৩।২৫।।-ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—প্রদীপ এক স্থানে থাকিয়াও যেমন সমস্ত গৃহে আলোক বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র দেহে তাহার গুণ - চেতনা বা জ্ঞান—বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, গুণ তো গুণীতে থাকে, গুণীর বাহিরে গুণের অস্তিত্ব নাই। আত্মার গুণ চৈতন্য কিরূপে আত্মার বাহিরে—সর্ব্বশরীরে—ব্যাপ্ত হইতে পারে ? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—**ব্যতিরেকো গন্ধবৎ** ।।২।৩।২৬।।—ব্যতিরেক আছে ; যে স্থানে গুণী থাকে না, সেস্থলেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে পারে ; যেমন গন্ধ। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৮ ছ,জ অনুচ্ছেদে এই দুই সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

উক্ত দুইটী সূত্রে ব্যাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

"ন চ অণোর্গুণব্যাপ্তিরুপপদ্যতে গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিমনাশ্রিত্য গুণস্য হীয়তে।—জীবাত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে না ; যেহেতু, গুণ গুণীতেই থাকে। গুণীর আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে গুণের গুণত্বই থাকে না।"

ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন—

"প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্—প্রদীপ ও প্রভার দ্রব্যান্তরত্ব (তাহারা যে ভিন্ন

দ্রব্য নহে, ইহা) ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২।৩।২৫-সূত্রভাষ্যে।" সেই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—প্রভা প্রদীপের গুণ নহে; প্রদীপ এবং প্রভা একই তেজোরূপ দ্রব্য। প্রদীপ হইল ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজ, আর প্রভা হইল তরল তেজ। "প্রদীপপ্রভাবদ্ভবেদিতি চেৎ, ন, তস্যা অপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ। "নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি ॥২।৩।২৫-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর।"

ইহার পরে (২।৩।২৯-সূত্রভাষ্যে) তিনি লিখিয়াছেন—

"গন্ধোঽপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি, অন্যথা গুণত্ব-হানিপ্রসঙ্গাৎ।—গন্ধদ্রব্যটী গুণ হইলে গন্ধের আশ্রয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হইবে; তাহা স্বীকার না করিলে গন্ধের গুণত্ব-হানির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে (অর্থাৎ গন্ধকে গুণ বলা সঙ্গত হইবে না)।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে ব্যাসদেবের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্ ॥ইতি ॥

—জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ (অজ্ঞ) বক্তি বলে যে, জলের গন্ধ আছে, তবে সেই গন্ধ পৃথিবীর গন্ধ বলিয়াই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে এবং বায়ুকে আশ্রয় করে।"

ইহার পরেই তিনি আবার বলিয়াছেন—

"যদি চ চৈতন্যং জীবস্য সমস্তশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ, নাণুর্জীবঃ স্যাৎ। চৈতন্যমেব হ্যস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইতি।—যদি চৈতন্য জীবের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—জীব অণু নহে। উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ। এ-স্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই।" অর্থাৎ চৈতন্য আত্মার গুণ নহে—ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বক্তব্য।

উল্লিখিত যুক্তি-সমূহদ্বারা শ্রীপাদ শঙ্কর প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, "গুণাদ্বালোকবৎ"-সূত্রে ব্যাসদেব যে জ্ঞান বা চৈতন্যকে জীবাত্মার গুণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

মন্তব্য। "গুণাদ্বালোকবৎ ॥"-সূত্রসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন যে, আত্মা যদি অণু হয়, তাহাহইলে সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নয়; যেহেতু, গুণার বাহিরে গুণ থাকিতে পারে না। চৈতন্য যখন সমগ্র দেহেই আছে, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাসদেব "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥"-সূত্র করিয়াছেন। এই সূত্রটীই শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির ব্যাসদেবকৃত উত্তর।

আত্মার গুণ চৈতন্যের সঙ্গে আলোকের (প্রভার) উপমা দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গুণই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রদীপ ও প্রভা একই তেজোজাতীয় বস্তু—ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজ প্রদীপ, আর তরল তেজ প্রভা। এক জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রভা প্রদীপের গুণ হইতে পারে না। প্রভা প্রদীপের স্বরূপ।

চৈতন্য-সম্বন্ধেও তিনি তাহাই বলেন। উষ্ণতা ও প্রকাশ (প্রভা) যেমন অগ্নির স্বরূপ, চৈতন্যও তেমনি আত্মার স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার গুণ নহে।

"গুণাদ্বালোকবৎ ॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। "চৈতন্যগুণব্যাপ্তের্ব্বাঽণোরপি সতো জীবস্য সকল-দেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরুধ্যতে।—জীব অণু হইলেও চৈতন্য-গুণের ব্যাপ্তিতে সকল-দেহব্যাপী কার্য্যের বিরোধ হয় না।"

আবার "তথা চ দর্শয়তি ॥২।৩।২৭॥"-সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চ আত্মনোঽভিধায় তস্যৈব 'আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ'-ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্ত শরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।—আত্মার স্থান হৃদয়, তাহার পরিমাণ অণু-এই সকল বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'লোম হইতে নখাগ্রপর্য্যন্ত'-ইত্যাদি। এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রুতি দেখাইয়াছেন - (অণুপরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিলেও) চৈতন্য-গুণের দ্বারা সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া আছে।"

পরবর্ত্তী "পৃথগুপদেশাৎ॥২।৩।২৮॥"-সূত্রভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীর-ব্যাপিতাঽবগম্যতে।—'প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া' এই শ্রুতিবাক্যে আত্মাকে কর্ত্তা (আরোহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা) এবং প্রজ্ঞাকে করণ বলা হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়—চৈতন্য-গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা।"

এই কয়টী সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর চৈতন্যকে আত্মার (জীবাত্মার) গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ, "তদ্গুণসারত্বাত্তু" ইত্যাদি ২।৩।২৯-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—চৈতন্য আত্মার গুণ নহে। তাঁহার এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয় হওয়ার যোগ্য ? অবশ্য যে উক্তিটী শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত, তাহাই গ্রহণীয় হইতে পারে। কোন্‌টী শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ? তাহা বিচারসাপেক্ষ। যেস্থলে তিনি বলিয়াছেন—চৈতন্য আত্মার গুণ নহে, সেস্থলে তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন নাই ; কেবল তাঁহার যুক্তিমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু "তথা চ দর্শয়তি ॥২।৩।২৭" এবং "পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥"-এই সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তিনি দেখাইয়াছেন—চৈতন্য হইতেছে আত্মার গুণ। "তথা চ দর্শয়তি॥"—সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—জীবাত্মার হৃদয়াতনত্ব এবং অণুপরিমাণত্বের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। "হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চ আত্মনোঽভিধায়।" এ-স্থলে জীবাত্মার হৃদয়াতনত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য হইতেছে—"হৃদি হি অয়মাত্মা ॥প্রশ্ন ॥৩।৬॥"। এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। যাহা হৃদয়েমাত্র অবস্থিত, তাহা যে অণু, পরন্ত বিভু নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তথাপি শ্রুতি স্পষ্টভাবেও জীবাত্মার অণুত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। জীবাত্মার অণুপরিমাণত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্য হইতেছে—"এষোঽণুরাত্মা ॥মুণ্ডক ॥৩।১।৯॥", "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো

জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥শ্বেতাশ্বতর ॥৫।৯॥", "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৫।৮॥"—ইত্যাদি। এইরূপে যে জীবাত্মার অণুত্ব ও হৃদয়াবস্থিতত্বের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, সেই জীবাত্মাই যে সর্ব্বশরীরে চেতনা বিস্তার করে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই :—"আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৮।১॥—লোম হইতে নখাগ্রপর্য্যন্ত।", "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ॥ কৌষীতকিশ্রুতি ॥—প্রজ্ঞাদ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া।" হৃদয়ে অবস্থিত অণুপরিমিত জীবাত্মা সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তার করে—তাহার চৈতন্যগুণের দ্বারা।

চৈতন্য বা জ্ঞান যে জীবাত্মার গুণ, স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। পদ্মপুরাণ অণু-পরিমিত জীবসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশালশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। ইত্যাদি ॥
—পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর ।৮৮ পৃষ্ঠাধৃত এবং
'অপি চ স্মর্য্যতে ॥২।৩৪৫ ॥'-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন।"

(অনুবাদ ২।২৯-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)

এ-স্থলে অণুপরিমিত জীবাত্মাকে "জ্ঞানগুণ" বলা হইয়াছে। জ্ঞানই হইতেছে গুণ যাহার, তাহাই জ্ঞানগুণ। সুতরাং জ্ঞান বা চৈতন্য যে জীবাত্মার গুণ, তাহাই এই পদ্মপুরাণ-বাক্য হইতে জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—চৈতন্য যে জীবাত্মার গুণ, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত বলিয়া ইহাই গ্রহণীয় এবং শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত নহে বলিয়া অপর মত—চৈতন্য জীবাত্মার গুণ নহে, এই অনুমান—গ্রহণীয় হইতে পারে না।

~~আরও একটী কথা~~। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ। এ-স্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই। "চৈতন্যমেবহি অস্য স্বরূপমগ্নে-রিবৌষ্ণ্য-প্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণি-বিভাগো বিদ্যতে ইতি।"

শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাত্মার স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কেননা, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি (২।৯ অনুচ্ছেদ) এবং চিৎকণ (২।২০ অনুচ্ছেদ)। কিন্তু তাহা বলিয়া চৈতন্য যে জীবাত্মার ধর্ম্ম বা গুণ হইতে পারিবে না—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। উষ্ণতা অগ্নির স্বরূপও এবং ধর্মও—স্বরূপগত ধর্ম বা স্বরূপগত গুণ। উষ্ণতা হইতেছে অগ্নির পরিচায়ক গুণ, অথচ অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত ; তাই ইহা হইতেছে অগ্নির স্বরূপগত গুণ। অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত হইলেও অগ্নির বহির্দ্দেশেও এই উষ্ণতার ব্যাপ্তি আছে। যে-স্থানে অগ্নির ব্যাপ্ত নাই, সে-স্থানেও তাহার উষ্ণতা অনুভূত হয়। তদ্রূপ, চৈতন্যও হইতেছে জীবাত্মার স্বরূপ এবং স্বরূপগত গুণ। অগ্নির

উষ্ণতার ন্যায় জীবাত্মার বহির্দ্দেশেও জীবাত্মার চৈতন্যের ব্যাপ্তি আছে। অণু-পরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও যে সমস্ত দেহে চেতনা বিস্তার করে—শ্রুতির এতাদৃশী উক্তি হইতেই জানা যায় যে, চৈতন্য হইতেছে জীবাত্মার গুণ। যে গুণ গুণীর স্বরূপভূত, তাহার সহিত গুণীর আত্যন্তিক ভেদও যেমন নাই, তেমনি আত্যন্তিক অভেদও নাই। উষ্ণতার সহিত অগ্নির আত্যন্তিক অভেদ আছে—একথাও যেমন বলা যায় না, আত্যন্তিক ভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা যায় না। সুতরাং অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা এবং জীবাত্মা ও তাহার চৈতন্য - ইহাদের মধ্যে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই বলিয়া যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে অসমীচীন নহে। গুণ গুণীর স্বরূপভূত বলিয়াই তাহাদের মধ্যে গুণ-গুণি-বিভাগের অভাব ; কিন্তু তাহাতে গুণের গুণত্ব—উষ্ণতার পক্ষে অগ্নির গুণত্ব, চৈতন্যের পক্ষে জীবাত্মার গুণত্ব—নিষিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা হইল শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত জীবাত্মা ও তাহার গুণ চৈতন্য সম্বন্ধীয় কথা।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যাহাকে জীব বলেন, তাহার স্বরূপ কখনও চৈতন্য হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকেই তিনি জীব বলেন। প্রতিবিম্ব—চেতন বস্তুর প্রতিবিম্বও—চেতন হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীবও চৈতন্যস্বরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব যে মিথ্যা, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন [২।৩৬ ক (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্ট মিথ্যা বস্তুর ন্যায় মিথ্যা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বের স্বরূপ আবার কিরূপে চৈতন্য হইতে পারে ? চৈতন্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না ; মিথ্যাও কখনও চৈতন্য হইতে পারে না।

যাহা হউক, চৈতন্য জীবাত্মার গুণ কি স্বরূপ, প্রভা প্রদীপের গুণ কি স্বরূপ, না কি স্বরূপ এবং গুণ উভয়ই, এ-স্থলে সেই বিচারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাসদেব এ-স্থলে সেই বিচার করিতেও বসেন নাই। প্রভা প্রদীপের গুণ হউক বা না হউক, প্রদীপ হইতে প্রভা বিস্তারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বস্তুতঃ "গুণাদ্বালোকবৎ" সূত্রে ব্যাসদেব চৈতন্য ও প্রভার (আলোকের) বিস্তৃতিরই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহাদের গুণত্বের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন নাই। প্রদীপ হইতে যেমন প্রভা বিস্তৃত হয়, আত্মা হইতে চৈতন্যও তেমনি বিস্তৃত হয়—ইহা প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য। শ্রীপাদ শঙ্কর যদি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে—প্রদীপের প্রভা প্রদীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না, তাহা হইলেই সূত্রকার ব্যাসদেবের উপমা ব্যর্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা (জীবাত্মা) হইতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহা অপ্রমাণিত হইত। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যখন তাহা করেন নাই, তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁহার এই আপত্তিরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

গন্ধ যে গন্ধের আধারের বাহিরেও বিস্তৃত হয়, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করিতে পারে

না। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার উক্তি সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না; তদ্দ্বারা বরং ব্যাসদেবের সূত্রোক্তিই যেন সমর্থিত হয়। কেননা, ব্যাসদেব বলিয়াছেন—পৃথিবীতেই গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বায়ুতে সঞ্চারিত হয়। "পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতি।" অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ তাহার আশ্রয় পৃথিবীর বাহিরে জলে এবং বায়ুতেও বিস্তৃতি লাভ করে। তদ্রূপ, আত্মার গুণ চৈতন্য আত্মাতেই থাকে বটে, কিন্তু দেহেও তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। এইরূপে দেখা যায়—ব্যাসদেবের উক্তি তাঁহার "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"-সূত্রের উক্তিকেই সমর্থন করে, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিকে সমর্থন করে না। জলে যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পৃথিবী হইতে আসে না—ইহাই যদি ব্যাসদেবের শ্লোকোক্তি হইতে জানা যাইত, তাহা হইলেই তদ্দ্বারা শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি—গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করে না, এইরূপ উক্তি—সমর্থিত হইত। গন্ধ পৃথিবীর গুণ।

গুণ গুণীকে ত্যাগ করে না—ইহা সত্য। রূপও একটা গুণ; এই গুণটী সর্ব্বদা রূপবানেই থাকে, কখনও তাহার বাহিরে বিস্তৃত হয় না। অন্যান্য কোনও কোনও গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু গন্ধসম্বন্ধে ব্যতিক্রম আছে—গন্ধ গন্ধের আশ্রয়ের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করে—ইহাই "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ" সূত্রের তাৎপর্য্য। গন্ধসম্বন্ধে যে এই ব্যতিক্রম আছে, সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"যদি বল, গুণ যখন স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, তখন মনে করিতে হইবে—গন্ধদ্রব্যের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধ নাসাতে প্রবেশ করে, তখনই গন্ধের অনুভূতি হয়। তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, যদি গন্ধকে বহন করিয়া দ্রব্য-পরমাণুই নাসাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্ব (ওজন) কমিয়া যাইত; বাস্তবিক, তাহা কমে না। বিশেষতঃ পরমাণু অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অথচ নাগকেশরাদির গন্ধ স্ফুটভাবেই অনুভূত হয়। লৌকিকী প্রতীতিও এই যে—গন্ধের ঘ্রাণই পাওয়া যায়, গন্ধবান্ দ্রব্যের ঘ্রাণ নয়। আবার যদি বল—রূপাদির যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, গন্ধেরও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি অসম্ভব। তাহা নয়। "ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ, অনুমানাপ্রবৃত্তেঃ।—আশ্রয় ব্যতিরেকেও গন্ধের অনুভব—ইহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ-স্থলে অনুমানের স্থান নাই।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিই "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"—ইত্যাদি সূত্রপ্রসঙ্গে অণুত্ব-খণ্ডন-বিষয়ে তাঁহার অন্যরূপ যুক্তির উত্তর হইতে পারে।

(৩) যুক্তির উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"শরীরপরিমাণত্বঞ্চ প্রত্যাখ্যাতং পারিশেষ্যাদ্বিভুর্জীবঃ। (এ স্থলে জীবের অণু-পরিমাণত্ব খণ্ডিত হইল) পূর্ব্বে শরীর-পরিমাণত্বও খণ্ডিত হইয়াছে। বাকী থাকে বিভুত্ব। সুতরাং জীবের বিভুত্বই স্থিরীকৃত হইল।"

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর মনে করিতেছেন—পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিসমূহদ্বারা তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল

যুক্তিদ্বারা তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সুতরাং "তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন"—এই কথার উপর কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে না। জীবাত্মার শরীর-পরিমাণত্ব বা মধ্যমাকারত্ব যে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সত্য (২।১৬-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মধ্যমাকারত্ব-খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তসূত্রের এবং শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তিনি জীবের বিভুত্বও খণ্ডন করিয়াছেন (২।১৬-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সে স্থলে পারিশেষ্য-ন্যায়ে, তিনি জীবের অণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ-স্থলে বলিতেছেন—পারিশেষ্য-ন্যায়ে জীবের বিভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হইল!

আরও একটী কথা। জীবাত্মা যদি বিভু হয়, তাহা হইলে জীবদেহে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? জীবদেহ তো বিভু নয়। শ্রীপাদ শঙ্কর হয়তো বলিবেন—জীবাত্মা বলিয়া তো কিছু নাই; ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব নামে কথিত হয়। যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভুত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না; কেননা, প্রতিবিম্ব যে বিভু হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২।৩৬-ক-(২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার যুক্তিদ্বারা জীবাত্মার অণুত্ব খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

গ। শ্রীপাদশঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের আলোচনা

জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলির অবতারণার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য মূলসূত্রটীর ভাষ্য করিয়াছেন। সূত্রটী হইতেছে—

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥

(১) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কথং তর্হি অণুত্বাদিব্যপদেশঃ' ইতি আহ—'তদগুণ-সারত্বাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশঃ' ইতি।

তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্‌গুণাঃ—ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয়ঃ। তদ্‌গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি, স তদ্‌গুণসারঃ, তস্য ভাবস্তদ্‌গুণসারত্বম্। ন হি বুদ্ধের্গুণৈর্ব্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বম্ অকর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাৎ তদ্‌গুণসারত্বাৎ বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য পরিমাণব্যপদেশঃ।—তাহা হইলে (অর্থাৎ জীব যদি বিভুই হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে তাহার) অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—'তদ্‌গুণসারত্বহেতুই অণুত্বের উল্লেখ।' (এই বাক্যের অর্থ হইতেছে এইরূপ)। তদ্‌গুণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—তাহার গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ-ইত্যাদি হইতেছে বুদ্ধির গুণ (বা ধর্ম্ম)। আত্মার

সংসারিত্বে এই সকল গুণই হইতেছে সার বা প্রধান ; ইহাই হইতেছে 'তদ্গুণসার'-শব্দের অর্থ। তাহার ভাব হইতেছে—তদ্গুণসারত্ব। বুদ্ধির গুণব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। সৎস্বরূপ আত্মা হইতেছে অকর্ত্তা, অভোক্তা, অ-সংসারী এবং নিত্যমুক্ত ; বুদ্ধির উপাধিসম্ভূত ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃই আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসারিত্ব। এজন্য, তদ্গুণসারত্ব-হেতু বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই আত্মার পরিমাণের (অণুত্বের) উল্লেখ করা হইয়াছে।"

মন্তব্য। জীবাত্মার বিভুত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর পূর্ব্বে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদিও তিনি আত্মার বিভুত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার নিজস্ব ধারণা অনুসারেই তিনি বলিয়াছেন—যদিও জীব বিভু, তথাপি তাহাকে কেন অণু বলা হয়, তাহাই ব্যাসদেব আলোচ্য সূত্রে বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, ব্যাসদেব এই সূত্রে জানাইতেছেন যে—জীব স্বরূপতঃ সংসারী নহে, জীব নিত্যমুক্ত, জীবের ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখাদি কিছুই নাই, জীব কর্ত্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। বুদ্ধির ইচ্ছা-দ্বেষাদি জীবে অধ্যস্ত হয় বলিয়াই (অর্থাৎ বুদ্ধির ইচ্ছা-দ্বেষাদিকে জীবের ইচ্ছা-দ্বেষাদি বলিয়া মনে করা হয় বলিয়াই) জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সংসারিত্ব আছে বলিয়া মনে করা হয়। বুদ্ধির গুণ (ইচ্ছা-দ্বেষাদি) ব্যতীত আত্মার সংসারিত্ব হইতে পারে না। তাই, বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই সংসারী আত্মার পরিমাণ। বুদ্ধি অণু ; এজন্যই আত্মাকে অণু বলা হয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত জীবাত্মা ইচ্ছা-হীন নহে, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বহীনও নহে। "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২।৩।৪২॥"-ব্রহ্মসূত্রে জীবাত্মার ইচ্ছার কথা জানা যায় (২।২৬-২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "জ্ঞোঽত এব ॥ ২।৩।১৮ ॥"-সূত্রে জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা বলা হইয়াছে (২।২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥"-সূত্রে জীবের কর্ত্তৃত্বের কথাও জানা যায় (২।২৫-ক, খ, গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাত্মা কর্ত্তৃত্বাদিহীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি হইতেছে সৃষ্ট জড় বস্তু। জড় বস্তুর ইচ্ছাদি বা কর্ত্তৃত্বাদি থাকিতে পারেনা। "ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৩৬॥ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩ ৪০॥"-পর্য্যন্ত কয়টী সূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন (২।২৫।ঘ-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বীয় বহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়াই দেহস্থিত বুদ্ধিও তাহার কর্ত্তৃত্বাদির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। জীবের কর্ত্তৃত্বাদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা বুদ্ধিই মায়ার প্রভাবে তাহাকে মায়িক-কর্ম এবং তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করায়, তাহার সংসারিত্ব জন্মায়। সুতরাং অনাদি-বহির্ম্মুখতাই হইতেছে জীবের সংসারিত্বের হেতু, জড়রূপা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি ইহার হেতু হইতে পারে না ; কেননা, জড়রূপা বুদ্ধির স্বতঃকর্ত্তৃত্বাদি থাকিতে পারেনা।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাত্মাই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে—মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব। এইরূপ প্রতিবিম্ব যে সম্ভব নয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২।৩৬-ক (২)-অনুচ্ছেদ]। যুক্তির অনুরোধে জীবের ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বত্ব স্বীকার করিলেও বুদ্ধির প্রভাবে তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বা সংসারিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, জড়রূপা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি থাকিতে পারে না; যুক্তির অনুরোধে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি আছে বলিয়া স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি জন্মিতে পারে না। যেহেতু, প্রতিবিম্ব হইতেছে মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তুতে—যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহাতে—অন্যের কর্ত্তৃত্বাদি সঞ্চারিত হইতে পারেনা; দর্পণের উষ্ণতাদিতে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব উষ্ণতাদি প্রাপ্ত হয় না।

যদি বলা হয়--বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি প্রতিবিম্বে সঞ্চারিত হয় না, প্রতিবিম্বে অধ্যস্ত হয়—অর্থাৎ বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অধ্যাসের কর্ত্তা কে? বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি বলিয়া কে মনে করে? শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বলিবেন—জীবই ঐরূপ মনে করে; নচেৎ অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদিকে নিজের কর্ত্তৃত্বাদি বলিয়া মনে করিতে পারে না; কেননা, মিথ্যা প্রতিবিম্বের পক্ষে মনে করার শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং—বুদ্ধিগুণের অধ্যাসবশতঃই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের সংসারিত্ব বা অণুত্ব—শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশী উক্তির সার্থকতা কিছু দৃষ্ট হয় না।

আরও একটী কথা। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—বুদ্ধির পরিমাণ অণু বলিয়া তাহাতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবও অণু। তাঁহার মতে—ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব। তাহা হইলে তো তিনি তাঁহার কল্পিত জীবের অণুত্বই স্বীকার করিলেন। তাহার বিভুত্ব কোথায়? বিম্বরূপ ব্রহ্মই বিভূ; তাঁহার বিভুত্বে প্রতিবিম্বের বিভুত্ব স্বীকার করা যায় না; কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রতিবিম্ব কখনও বিম্ব নয়; পুরুষ-প্রতিবিম্বকে কেহ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না। শ্রীপাদ শঙ্করও যে তাহা স্বীকার করেন না, তাহার প্রমাণ এই যে—বিম্বরূপ ব্রহ্ম সত্য হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতিবিম্ব জীবকে তিনি অসত্য বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে জীবকে অসত্য বলা যায় না।

মায়োপহিত-ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব এবং মায়োপহিত ব্রহ্ম এক নহে

তিনি আবার জীবকে মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্মও বলেন। এই কথারও সার্থকতা দেখা যায় না। কেন না, তাঁহার উক্তি অনুসারে মায়ার উপাধিযুক্ত—বুদ্ধির উপাধিযুক্ত—ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই জীব। প্রতিবিম্ব যখন বিম্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তখন মায়োপহিত-ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের বিভুত্বে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীবের বিভুত্ব সিদ্ধ হয় না।

(২) "তদ্গুণোৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশঃ ন স্বতঃ।—বুদ্ধির উৎক্রান্তি-আদিবশতঃ জীবের উৎক্রান্তির কথা বলা হইয়াছে। (বিভু) জীবের স্বতঃ উৎক্রান্তি-আদি নাই।"

মন্তব্য। "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন— শ্রুতিতে যখন জীবের উৎক্রান্তির কথা এবং গতাগতির কথা দৃষ্ট হয়, তখন জীব বিভু বা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছিন্ন বা অণুই হইবে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক জীবের অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত ২।৩।১৯॥-সূত্রে জীবাত্মার উৎক্রান্তি এবং গতাগতির কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর এক্ষণে বলিতেছেন –২।৩।১৯-ব্রহ্মসূত্রে যে উৎক্রান্তি এবং গমনাগমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বুদ্ধির উৎক্রান্তি এবং বুদ্ধির উৎক্রান্তি-আদিই জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব বিভু বলিয়া জীবের গমনাগমন সম্ভব নয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব যে বিভু হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি তিনি বলিতেছেন—"জীব বিভু; বিভু বলিয়া জীবের গতাগতি সম্ভব নয়। জীব যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, বুদ্ধির গতাগতিকেই জীবের গতাগতি বলা হয়।" এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—বুদ্ধি হইতেছে ভৌতিক বস্তু, জড়। জড়বস্তু বুদ্ধির গতাগতি সম্ভব নয়। একমাত্র চেতন বস্তুর পক্ষেই গতাগতি সম্ভব। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত বুদ্ধির গতাগতি বিচারসহ হইতে পারে না।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্"—এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাহইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—উৎক্রমণাদি স্বয়ং জীবেরই, বুদ্ধির নয়। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি এই ঃ—

"স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি ॥ কৌষীতকি ॥৩।৩॥—সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন এ-সমস্তের (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) সহিতই গমন করে। এই বাক্যে "উৎক্রান্তির" কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে পরিষ্কার ভাবেই জীবের উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে, এবং জীবের সঙ্গেই যে বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়বর্গ যায়, তাহাই বলা হইয়াছে। বুদ্ধিই উৎক্রান্ত হয় এবং বুদ্ধির উৎক্রান্তিকেই জীবের উৎক্রান্তি বলা হয়—একথা এই শ্রুতিবাক্যে বলা হয় নাই। "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি", এই বাক্যে—জীবই যে নিজে উৎক্রান্ত হয়, তাহাই বলা হইয়াছে।

"যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি ॥ কৌষীতকি ॥১।২॥—যাহারা এই পৃথিবীলোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।" এ-স্থলে

গমনের বা গতির কথা বলা হইয়াছে। জীব নিজেই যে চন্দ্রলোকে গমন করে, এই শ্রুতিবাক্যে তাহা পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে।

"তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।৬॥—কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত পুনরায়, সেই লোক (পরলোক) হইতে এই লোকে (পৃথিবীতে) আসে।" এ-স্থলে আগমন বা আগতি দেখান হইয়াছে। জীব নিজেই যে আগমন করে, এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ আরও একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২॥—এই আত্মা সেই প্রকাশমান (হৃদয়াগ্রপথে), অথবা চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে, অথবা শরীরের অন্য কোনও অবয়ব হইতে নির্গত হয়।" এ-স্থলেও জীবাত্মার উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে "আত্মা নিষ্ক্রামতি"-অংশে জীবাত্মাই যে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এ-স্থলে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যগুলির ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও আত্মার গমনাগমনের কথাই বলিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে জীবের নিজেরই উৎক্রমণ ও গমনাগমনের কথা বলা হইয়াছে, কোনও স্থলেই বুদ্ধির গমনাগমনের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি শ্রুতিবিরোধী বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না।

(৩) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য

জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে সেই শ্রুতিবাক্যগুলি এবং তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তথা চ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ (শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫।৯॥)।

ইতণুত্বং জীবস্যোক্ত্বা তস্যৈব পুনরানন্ত্যমাহ। তচ্চৈবমেব সমঞ্জসং স্যাৎ, যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য ভবেৎ, পারমার্থিকঞ্চ আনন্ত্যম্। ন হ্যুভয়ং মুখ্যমবকল্পেত। ন চ আনন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্, সর্ব্বোপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ।—এ সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলেন, তাহা এই। 'শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগের যে পরিমাণ হয়, জীবেরও সেই পরিমাণ। সেই জীব অনন্ত।' এই শ্রুতিবাক্য জীবকে অণু

বলিয়া পুনরায় তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। জীবের অণুত্বকে ঔপচারিক মনে করিলে এবং আনন্ত্যকে পারমার্থিক মনে করিলেই ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। জীবের অণুত্ব ও আনন্ত্য-এই উভয়কে মুখ্য বলা যায় না। আনন্ত্যকে ঔপচারিক বলাও সঙ্গত হয় না; কেননা, ব্রহ্মাত্ম। ভাব-প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত।"

মন্তব্য। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর দুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" আর, দ্বিতীয়াংশ হইতেছে—"স চানন্ত্যায় কল্পতে।" প্রথমাংশে জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং এই অণুত্ব যে পরিমাণগত অণুত্ব—"কেশাগ্রশতভাগস্য"—ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "অণুপ্রমাণাৎ॥ কঠশ্রুতি॥ ১।২।৮॥"—এই শ্রুতিবাক্যও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন। "মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৬।১১॥"—এই স্মৃতিবাক্যও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা বলিয়াছেন (২।১৯-অনুচ্ছেদে এই স্মৃতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২।৩।২২॥"—ব্রহ্মসূত্রেও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা জানা যায়।

এইরূপে দেখা যায়, উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতরবাক্যের প্রথমাংশে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা বলিয়া দ্বিতীয়াংশে জীবের আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে—জীব অনন্ত। অনন্ত-শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। কোন্ অর্থটী গ্রহণ করিলে প্রস্থানত্রয়-সম্মত জীবের পরিমাণগত অণুত্বের সঙ্গে তাহার আনন্ত্যের সঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

অনন্ত=ন+অন্ত=অন্ত নাই যাহার, তাহাই অনন্ত। অন্ত-শব্দের অর্থ সীমাও হইতে পারে, ধ্বংস বা বিনাশও হইতে পারে।

"অন্ত"-শব্দের "সীমা" অর্থ গ্রহণ করিলে "অনন্ত"-শব্দের অর্থ হয় অসীম, বিভু, সর্ব্বব্যাপক। "বিভু' হইতেছে পরিমাণবাচক শব্দ। বিভু=সর্ব্বব্যাপক, পরিমাণে বা আয়তনে সর্ব্ববৃহৎ। শ্রীপাদ শঙ্কর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে কথিত অণুত্ব এবং দ্বিতীয়াংশে কথিত বিভুত্ব—এতদুভয়েরই মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। "অনন্ত"-শব্দের বিভু অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নয়। কেননা, একই বস্তু পরিমাণে অণু এবং পরিমাণে বিভু হইতে পারে না। "অনন্ত"-শব্দের যে অন্য অর্থও হইতে পারে, তাহা তিনি বিবেচনা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, "বিভুই" হইতেছে "অনন্ত"-শব্দের একমাত্র অর্থ। এজন্য পরস্পর-বিরোধী অর্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি বলিয়াছেন—জীবের অণুত্ব হইতেছে ঔপচারিক, বিভুত্বই হইতেছে পারমার্থিক; অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ বিভু; কেবল উপচারবশতঃই তাহাকে অণু বলা হইয়াছে। বিভুত্বই মুখ্য, অণুত্ব গৌণ। ইহা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মাত্র। কেননা, প্রস্থানত্রয় যখন জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন, তখন এই অণুত্বকে ঔপচারিক বলা যায় না, মুখ্য বা

পারমার্থিকই বলিতে হইবে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ব্রহ্মসূত্র॥" তবে কি বিভুত্বই ঔপচারিক হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্—আনন্ত্যকে (বিভুত্বকে) ঔপচারিক বলা সঙ্গত হয় না।" কেননা, জীবের ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—জীবের ব্রহ্মাত্মভাব বা বিভুত্বই যে সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমান মাত্র এবং এই অনুমানও বিচারসহ নহে। এ-পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে--তিনিও তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, জীবের পরিমাণগত অণুত্ব যে প্রস্থানত্রয়-সম্মত, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অনন্ত"-শব্দের "বিভু" অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে এইরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইত না। অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটীর সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"অন্ত"-শব্দের "ধ্বংস" বা "বিনাশ" অর্থ গ্রহণ করিলে "অনন্ত"-শব্দের অর্থ হয়—ধ্বংস বা বিনাশ নাই যাহার, অবিনাশী, নিত্য। শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত জীবাত্মা যে নিত্য, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু, পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি। চিদ্‌বস্তু মাত্রই নিত্য। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে—জীব হইতেছে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত অণু জীব হইতেছে নিত্য, অবিনাশী। বেদান্তসূত্রও জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন (২।২১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ অর্থে উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যের পূর্ব্বাংশে ও শেষাংশে অসামঞ্জস্য কিছু থাকে না। সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

আবার, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"অন্ত"-শব্দের একটী অর্থ হইতে পারে সীমা। এই সীমা—পরিমাণে সীমাও হইতে পারে, আবার সংখ্যায় সীমাও হইতে পারে। অন্ত-শব্দের পরিমাণগত সীমা অর্থ গ্রহণ করিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হয়—বিভু; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে শ্রুতিবাক্যটীর উভয় অংশের মধ্যে যে শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "অন্ত"-শব্দের সংখ্যাগত সীমা অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে কিনা, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

"অন্ত"-শব্দের "সংখ্যাগত সীমা" অর্থ গ্রহণ করিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হইবে--সীমাহীন সংখ্যাবিশিষ্ট, সংখ্যায় অনন্ত। জীব যে সংখ্যায় অনন্ত, শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে (২।২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জীবের অসংখ্যত্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে এইরূপঃ--জীব পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত। এইরূপ অর্থেও শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

শ্রুতি-স্মৃতি যখন পরিষ্কার ভাবে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন এই অণুত্ব যে পারমার্থিক, তাহা স্বীকার না করিলে "শ্রুতেস্তু শব্দমুলত্বাৎ॥"-এই বেদান্তসূত্রেরই এবং শ্রুতিবাক্যেরও অমর্য্যাদা করা হয়। সুতরাং জীরের অণুত্বকে ঔপচারিক বা গৌণ মনে করা সঙ্গত হয় না।

জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্য আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ শঙ্কর "অনন্ত"-শব্দের একমাত্র "বিভু"-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এই শব্দটীর যে আরও অর্থ হইতে পারে, তাহা তিনি বিবেচনাই করেন নাই। তাহার ফলে তিনি জীবের অণুত্বকে ঔপচারিক বা গৌণ বলিয়া শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়ায়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে কেবল তাঁহারই অনুমান—শ্রুতিবাক্যের প্রতিকূল অনুমান।

(৪) বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য

জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির আরও একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"'বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ। (শ্বেতাশ্বতর ॥৫।৮॥)' ইতি বুদ্ধিগুণসম্বন্ধেনৈবারাগ্রমাত্রতাং শাস্তি, ন স্বেনৈবাত্মনা।—'বুদ্ধি-গুণের দ্বারা এবং আত্মগুণের দ্বারাই আরাগ্র-পরিমিত এবং অবররূপেও দৃষ্ট হয়।' এ-স্থলে বুদ্ধিগুণ-সম্বন্ধ-বশতঃই আরাগ্রমাত্রতার কথা বলা হইয়াছে; জীব নিজেই যে আরাগ্রমাত্র, তাহা বলা হয় নাই।"

মন্তব্য। আরাগ্র—লোহশলাকার বা সূচীর অগ্রভাগ। আরাগ্রমাত্র—সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় মাত্রা বা পরিমাণ যাহার, অণু-পরিমিত। অবর—অশ্রেষ্ঠ, অণুপরিমিত জীব হইতে অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। জীবাত্মা হইতেছে চিদ্রূপ; তাহা হইতে নিকৃষ্ট হইবে—যাহা অচিৎ বা জড়রূপ, যাহা প্রাকৃত। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।"-ইত্যাদি গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ। সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহ স্বরূপতঃ জড়রূপ বলিয়া চিদ্রূপ জীবাত্মা হইতে নিকৃষ্ট—অবর। জড়দেহ আবার অণুপরিমিতও নহে।

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ আরাগ্রমাত্র (অণুপরিমিত) হইলেও অবর (জীবাত্মা হইতে নিকৃষ্ট) জীবদেহরূপে দৃষ্ট হয়। কেন এরূপ দৃষ্ট হয় "বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব—বুদ্ধির গুণ এবং আত্মগুণের দ্বারাই।" আত্মগুণ—দেহের গুণ, দেহের ধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসাদি। সংসারী জীব অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াকবলিত হইলে মায়ার প্রভাবে জীবের স্বরূপগত জ্ঞাতৃত্বাদির সহিত ভৌতিকী বুদ্ধির তাদাত্ম্য জন্মে। তখন এই বুদ্ধিকেই জীব নিজের বুদ্ধি বলিয়া মনে করে

এবং এই বুদ্ধিদ্বারাই চালিত হয়। মায়ার প্রভাবে দেহেতেও তাহার আত্মবুদ্ধি জন্মে এবং দেহের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া—দেহের ক্ষুৎ-পিপাসাদিকে নিজের ক্ষুৎ-পিপসাদি বলিয়া—মনে করে। এইরূপে বুদ্ধির গুণের দ্বারা এবং দেহের গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমিত (আরাগ্রমাত্র) হইলেও মনে করে—"এই দেহই আমি।" ইহাই হইতেছে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য। সুতরাং "বুদ্ধির গুণেই জীবের আরাগ্রমাত্রতা"—ইহা এই শ্রুতিবাক্যে বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে—জীব স্বরপতঃ আরাগ্রমাত্র হইলেও বুদ্ধির গুণে নিজেকে অবর দেহ বলিয়া মনে করে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপতঃ অণুত্বের কথাই এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে। কেননা, অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যটী হইতেছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৫।৯॥" এই বাক্যে যে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে (কেন না কেশাগ্রের শত ভাগের শত ভাগ বলিতে পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বই বুঝায়) এবং জীবের এই পরিমাণগত অণুত্ব যে পারমার্থিক, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিবাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

(৫) এষোঽণুরাত্মা ইত্যাদি মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য

জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মুণ্ডক-শ্রুতি হইতে একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

" 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ (মুণ্ডক॥৩।১।৯॥)' ইত্যত্রাপি ন জীবস্যাণুপরিমাণত্বং শিষ্যতে, পরস্যৈবাত্মনশ্চক্ষুরাদ্যনবগাহ্যত্বেন জ্ঞানপ্রসাদাবগম্যত্বেন চ প্রকৃতত্বাৎ, জীবস্যাপি চ মুখ্যাণুপরিমাণত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্ দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্ববচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্।—'এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়'-এই শ্রুতিবাক্যেও জীবের অণুপরিমাণত্বের কথা বলা হয় নাই। কেননা, 'পরমাত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, কেবল জ্ঞানপ্রসাদেই (নির্ম্মল জ্ঞানেই) গ্রাহ্য হইতে পারেন'-এই প্রকরণেই এই শ্রুতিবাক্যটী কথিত হইয়াছে। অপিচ জীবের মুখ্য অণুপরিমাণত্ব উপপন্নই হয় না। তাহাতে বুঝিতে হইবে—জীবের দুর্জ্ঞেয়ত্ব-কথনের উদ্দেশ্যেই, অথবা উপাধির অণুত্ব-কথনের অভিপ্রায়েই জীবকে অণু বলা হইয়াছে।"

মন্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"এষোঽণুরাত্মা"-ইত্যাদি মুণ্ডক-বাক্যে জীবাত্মাকে

যে "অণু" বলা হইয়াছে, তাহা "পরিমাণগত অণুত্ব" নহে ; দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই "অণু" বলা হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—"পরমাত্মা চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন ; জ্ঞানপ্রসাদে যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল—বিশুদ্ধ—হইয়াছে, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক ধ্যায়মান হইলেই পরমাত্মা দৃষ্ট হয়েন। 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ মুণ্ডক ॥৩।১।৮॥' এই বাক্যে পরমাত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী "এষোঽণুরাত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দুর্জ্ঞেয়ত্বসূচকই। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :

প্রথমতঃ, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে"-ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী "এষোঽণুরাত্মা"-ইত্যাদিবাক্যে জীবাত্মার অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা—সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হইলেই পরবর্ত্তী বাক্যের অণুত্ব এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের দুর্জ্ঞেয়ত্ব—একবস্তু-বাচক হইতে পারে। কিন্তু জীবের অণুত্ব-খণ্ডন-পূর্ব্বক বিভুত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রতিপাদনের ব্যাপারে—জীব এবং ব্রহ্ম হইতেছে এক এবং অভিন্ন—এই যুক্তির অবতারণা সঙ্গত হয় না ; ইহা একটী হেত্বাভাসমাত্র। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সমীচীন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, জীবের পরিমাণগত অণুত্ব যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, সুতরাং পারমার্থিক, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং, "জীবের অণুপরিমাণত্ব উপপন্নই হয়না, দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃই জীবকে অণু বলা হইয়াছে—সুতরাং জীবের অণুত্ব কেবল ঔপচারিক অর্থাৎ পারমার্থিক নহে",—একথা বলাও সঙ্গত হয় না ; কেন না, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ।

তিনি আরও বলিয়াছেন—অথবা উপাধির অণুত্ব কথনের অভিপ্রায়েই জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। "ইদমণুত্ববচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্।" "বা"-শব্দের প্রয়োগে বুঝা যায়—দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃই জীবকে অণু বলা হয়, না কি জীবের উপাধি অণু বলিয়াই জীবকে অণু বলা হয়—এই বিষয়ে তিনি যেন স্থির-নিশ্চয় নহেন।

যাহৌক, উপাধিসম্বন্ধে বক্তব্য এই। তাঁহার মতে, বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে—জীব। বুদ্ধি অণু; তাই, জীবকে অণু বলা হয়। ইহাই তাঁহার যুক্তির মর্ম। কিন্তু বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই যে জীব, তাহা শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত নহে ; ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই যুক্তির সারবত্তাই দুর্জ্ঞেয়।

(৬) প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য

বুদ্ধিই যে গমনাগমন করে, জীব গমনাগমন করে না—ইহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

"তথা প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেত্যেবঞ্জাতীয়কেষ্বপি ভেদোপদেশেষু বুদ্ধ্যৈবোপাধিভূতয়া জীবঃ শরীরং সমারুহ্যেত্যেবং যোজয়িতব্যম্। ব্যপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্য শরীরমিত্যাদিবৎ। ন হ্যত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইত্যুক্তম্।—তথা, 'প্রজ্ঞাদ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া'—এই জাতীয় শ্রুতিবাক্যসমূহেও প্রজ্ঞা ও জীবের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলেও 'উপাধিভূত-বুদ্ধিদ্বারা জীব শরীরে সমারূঢ় হইয়া'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা, ইহা কেবল ব্যপদেশ মাত্র—কথামাত্র। যেমন, শিলাপুত্রের শরীর (শিলাপুত্র—লোড়া। লোড়ার পৃথক্ শরীর নাই; তথাপি যে লোড়ার শরীর বলা হয়, ইহা কেবল কথা মাত্র)। এ-স্থলে গুণ-গুণিবিভাগ নাই, তাহা বলা হইয়াছে।"

মন্তব্য। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য"-এই শ্রুতিবাক্যে এ-স্থলে "প্রজ্ঞা"-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন—বুদ্ধি, ভৌতিকী বুদ্ধি। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী "পৃথগুপদেশাৎ॥ ২।৩।২৮॥"-সূত্রভাষ্যে তিনি এই শ্রুতিবাক্যটীই উদ্ধৃত করিয়া "প্রজ্ঞা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"জীবের চৈতন্য-গুণ।" তিনি সে-স্থলে লিখিয়াছেন—"'প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য' ইতি চাত্ম-প্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃ-করণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽবগম্যতে।—'প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া'-এই শ্রুতিতে আত্মাকে (আরোহণ ক্রিয়ার) কর্ত্তা এবং প্রজ্ঞাকে করণ বলায় এবং এইরূপে আত্মা ও প্রজ্ঞার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে—চৈতন্যগুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা।"

এ-স্থলে "প্রজ্ঞা"-শব্দের বাস্তবিক অর্থ হইতেছে—জীবাত্মার চৈতন্য-গুণ। অণুপরিমাণ জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার এই চৈতন্য-গুণের (প্রজ্ঞার) দ্বারাই সমগ্র শরীরে চেতনার বিস্তার করিয়া থাকে—ইহাই এই শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য এবং এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর "পৃথগুপদেশাৎ॥ ২।৩।২৮॥"-সূত্রভাষ্যে এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণে, জীবের গমনাগমনাদির পরিবর্ত্তে ভৌতিকী বুদ্ধির গমনাগমন প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি "প্রজ্ঞা"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। তাঁহার এই অর্থ বিচার-সহ নহে। কেননা, শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে—জীব নিজেই গমনাগমন করে। জীবের প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ হইতেছে তাহার স্বরূপভূত; সুতরাং জীবের গমনাগমনের সঙ্গে প্রজ্ঞার বা চৈতন্যগুণেরও গমনাগমন স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। জীবের প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ এবং ভৌতিকী বুদ্ধি—এক বস্তু নহে। প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ হইতেছে জড়বিরোধী চিদ্বস্তু; আর, ভৌতিকী বুদ্ধি হইতেছে—প্রাকৃত, চিদ্বিরোধী জড় বস্তু।

প্রজ্ঞা জীবের স্বরূপভূত গুণ বলিয়া ইহা উপাধি নহে এবং ইহা স্বরূপভূত গুণ বলিয়া গুণী জীবাত্মার সঙ্গে ইহার আত্যন্তিক ভেদও নাই।

যাহা হউক, স্বীয় চৈতন্যগুণের দ্বারা জীবাত্মাই যে সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তার করে—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ভৌতিকী বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ কোনও শাস্ত্রোক্তি দৃষ্ট হয় না, শ্রীপাদ শঙ্করও তদ্রূপ

কোনও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই ; তিনি কেবল শ্রুতিবাক্যান্তর্গত শব্দের স্বীয়-উদ্দেশ্যসাধক অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার না করিয়া এ-স্থলেও তিনি শ্রুতিকে নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য"-এই শ্রুতিবাক্যটীতে জীবাত্মাকর্তৃক শরীরারোহণের কথা বলা হইলেও, শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাহা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিকর্তৃক শরীর আরোহণের কথাই বলিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ অর্থে যেন তিনি নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ইহাতে যে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে, তাহা যেন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন। "ব্যপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্য শরীরমিত্যাদিবৎ—জীবকর্তৃক শরীরারোহণের যে কথা বলা হইয়াছে, ইহা কথামাত্র ; শিলাপুত্রের শরীরের কথার ন্যায়।" অর্থাৎ শিলাপুত্রের (লোড়ার) পৃথক্ শরীর নাই ; সুতরাং "শিলাপুত্রের শরীর"-এই কথারও কোনও তাৎপর্য্য নাই। তদ্রূপ "জীব শরীর আরোহণ করে"—এই বাক্যেরও কোনও তাৎপর্য্য বা মূল্য নাই—শিলাপুত্রের যেমন শরীর থাকিতে পারে না, জীবেরও তেমনি গমন হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইল এই যে—শ্রুতির এই উক্তির কোনও মূল্য নাই। অন্যত্রও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"অগ্নির শীতলত্ব-বাচক বাক্যের যেরূপ মূল্য, এ-সকল শ্রুতিবাক্যেরও তদ্রূপ মূল্য।"

স্বীয় কল্পিত মতের বিরোধী শ্রুতিবাক্যের প্রতি আচার্য্যপাদের এইরূপ মনোভাব শাস্ত্রবিশ্বাসী সুধীগণের পক্ষে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।

(৭) হৃদয়াতনত্ববচনমপি বুদ্ধেরেব তদায়তনত্বাৎ

"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু"-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, 'জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে'—বাস্তবিক জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে না, বুদ্ধিই হৃদয়ে অবস্থান করে; হৃদয় হইতেছে বুদ্ধিরই অবস্থান-স্থান। "হৃদয়াতনত্ববচনমপি বুদ্ধেরেব তদায়তনত্বাৎ।" বুদ্ধির অবস্থানকেই জীবের অবস্থান বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা, শ্রুতির কথা নহে। জীবাত্মা যে হৃদয়ে বাস করে, "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২।৩।২৪॥"-ব্রহ্মসূত্রে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়—জীবাত্মাই হৃদয়ে বাস করে (২।১৮-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভৌতিকী বুদ্ধির অবস্থিতিকেই জীবাত্মার অবস্থিতি বলা হইয়াছে—এইরূপ কোনও উক্তি কোনও

শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না ; শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার উক্তির সমর্থনে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। যাহা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত নয়, বরং যাহা শ্রুতিবিরোধী—এতাদৃশ কোনও অভিমত আদরণীয় হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে বুঝা যায়—তিনি বোধ হয় মনে করেন যে, হৃদয় যখন বুদ্ধিরই আয়তন বা স্থান, তখন তাহাতে জীবাত্মা আবার কিরূপে থাকিতে পারে ?

দুইটী জড়বস্তু অবশ্য একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না। কিন্তু চিদ্‌বস্তু সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। একই হৃদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে বিরাজিত, "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। সেই হৃদয়ে আবার বুদ্ধির বিদ্যমানতাও আছে। ভৌতিকী বুদ্ধি জড়বস্তু। পরমাত্মা ও জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু বলিয়াই বুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ একই হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জড়বস্তুতেও চিদাত্মক ব্রহ্মবস্তু ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। জড় ও চিৎ-এই দুই জাতীয় বস্তুর ধর্ম্ম একরূপ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর কি জীবকেও ভৌতিকী বুদ্ধির ন্যায় চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন ? শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জীব কিন্তু চিদ্‌বস্তু, জড় নহে।

(৮) তথোৎক্রান্ত্যাদীনাপ্যুপাধ্যায়ত্ততাং দর্শয়তি—ইত্যাদি

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥"-এই বেদান্তসূত্রে দেহ হইতে জীবের উৎক্রমণ, মৃত্যুকালে দেহ হইতে অন্যত্র গতি এবং পুনরায় ভোগায়তন অপর দেহে আগতি বা আগমনের কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীবেরই উৎক্রমণ এবং গমনাগমন দেখাইয়াছেন। কিন্তু "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু"-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—উৎক্রান্তি-আদি জীবের নহে, বুদ্ধির।

"তথোৎক্রান্ত্যাদীনামপ্যুপাধ্যায়াত্ততাং দর্শয়তি—'কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি, ইতি স প্রাণমসৃজত' ইতি। উৎক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোরপ্যভাবো বিজ্ঞায়তে। ন হ্যনপসৃপ্তস্য দেহাদ্‌গত্যাগতী স্যাতাম্।—তদ্রূপ, উৎক্রান্তি-আদিও যে উপাধির (বুদ্ধিরই) আয়ত্তাধীন, শাস্ত্রও তাহা দেখাইতেছেন। যথা—'কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব ? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে ? ইহা চিন্তা করিয়া তিনি (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম) প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।' উৎক্রান্তিরই যখন অভাব, তখন গমনাগমনেরও যে অভাব, তাহাই বুঝা যায়। দেহ হইতে অপসৃত (উৎক্রান্ত) না হইলে গমনাগমনও হইতে পারে না।"

মন্তব্য। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিতেছেন—"প্রাণই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, প্রাণই দেহে অবস্থান করে। জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না-অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয় না। দেহ হইতে একবার বাহির হইয়া যে যায়, তাহারই অন্য স্থানে গমন, বা

অন্যস্থান হইতে আগমন সম্ভব হইতে পারে। জীব যখন দেহ হইতে বাহিরই হয় না, প্রাণই যখন দেহ হইতে বাহির হয়, তখন জীবের গমন বা আগমনও সম্ভব হয় না, প্রাণেরই গমন বা আগমন সম্ভব হইতে পারে। এই প্রাণ হইল জীবের উপাধি। সুতরাং শাস্ত্র হইতে—উপাধিভূত প্রাণেরই উৎক্রান্তি-গমনাগমনের কথা জানা যায়, জীবের উৎক্রান্তি-গমনাগমনের কথা জানা যায় না।”

এইরূপে উৎক্রমণাদি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটী কিন্তু ঠিক তাহাই মাত্র বলেন নাই, আরও কিছু বলিয়াছেন। প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মারূপ ব্রহ্মের উৎক্রমণের কথাও শ্রুতিবাক্যটীতে বলা হইয়াছে—“কস্মিন্ উৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি—কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব ?” জীবাত্মারূপে দেহেতে তাঁহার অবস্থিতির কথাও বলা হইয়াছে। “কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি —কে দেহে অবস্থান করিলে আমি অবস্থান করিব ?” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। তাৎপর্য্য—প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে তিনি (জীবাত্মারূপে) উৎক্রান্ত হইবেন এবং প্রাণ অবস্থান করিলে জীবাত্মারূপে তিনিও দেহে অবস্থান করিবেন। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীবাত্মারূপেই ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করেন। তাই, ব্রহ্মের জীবদেহে অবস্থান বা জীবদেহ হইতে উৎক্রমণ হইবে জীবাত্মারূপেই অবস্থান বা উৎক্রমণ। এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিতই জীবাত্মা সংসারী জীবের দেহে অবস্থান করেন এবং প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিতই জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়েন। অন্য শ্রুতিবাক্যও একথাই বলিয়াছেন। “স যদাস্মাচ্ছরীরাৎ উৎক্রমতি, সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রমতি॥ কৌষীতকি ॥৩।৪॥—জীবাত্মা যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন এই সমস্তের (ইন্দ্রিয়বর্গের) সহিতই বাহির হইয়া যায়।” (উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্”-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এই কৌষীতকি-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীবাত্মাই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। কেবল প্রাণাদিই উৎক্রান্ত হয়, জীব উৎক্রান্ত হয় না—একথা “কস্মিন্নুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বলেন নাই। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যটী হইতে শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিচার-সহ নহে, শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যও নহে। শ্রুতিবাক্যটী জীবাত্মার উৎক্রমণের কথাও যখন বলিয়াছেন, তখন জীবাত্মার গতাগতিও অসম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবাত্মার নিজের গতাগতির কথা স্পষ্টভাবে শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন। “যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি। কৌষীতকী॥ ১।২ ॥”, “তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।৬।” শ্রীপাদ শঙ্করও “উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥”-সূত্রভাষ্যে এই শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া জীবেরই গত্যাগতির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

(৯) এবমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ-ইত্যাদি

“তদ্‌গুণসারত্বাৎ”-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“এবমুপাধি-

গুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষূপাসনেষূপাধিগুণসারত্বাদণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ—'অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা', 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবম্প্রকারঃ, তদ্বৎ ॥—এইরূপে, উপাধিগুণ-প্রধানতাবশতঃ প্রাজ্ঞের ন্যায় জীবেরও অণুত্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে। সগুণ উপাসনাতে উপাধিগুণ-প্রাধান্যে প্রাজ্ঞ-পরমাত্মার অণুত্বাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—'ধান্য অপেক্ষা বা যব অপেক্ষাও অণু', 'মনোময়, প্রাণশরীর, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প'-ইত্যাদিরূপে প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা-সম্বন্ধে যেমন উল্লেখ দৃষ্ট হয়, জীবসম্বন্ধেও তদ্রূপ।"

মন্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা স্বরূপতঃ বিভু এবং সর্ব্ববিধ-গুণবর্জ্জিত হইলেও সগুণ উপাসনাতে যেমন তাঁহার উপাধিভূত অণুত্বাদির কথা এবং উপাধিভূত নানাবিধ গুণের কথা বলা হয়, তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ অণু না হইলেও এবং স্বরূপতঃ জীবের উৎক্রান্তি-গমনাগমনাদি না থাকিলেও তাহার উপাধিভূত বুদ্ধি-আদির অণুত্ব এবং উৎক্রান্তি-গমনাগমনাদিই জীবে উপচারিত হয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পরমাত্মা যে সর্ব্ববিধ গুণবর্জ্জিত নহেন এবং শ্রুতিতে তাঁহার যে-সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত যে তাঁহার উপাধি নহে, পরন্তু স্বরূপভূত গুণ—তাহা ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায় শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে সে-সমস্ত প্রমাণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, বাহুল্যমাত্র।

আর, জীবের অণুত্ব-খণ্ডনের জন্য, "বুদ্ধি-আদিরই উৎক্রমণ, গমনাগমন—জীবের নহে"-তাহা প্রদর্শনের জন্য "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে সমস্ত যে বিচারসহ নহে, তৎসমস্তদ্বারা তাঁহার উক্তি যে সমর্থিতও হয় না, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থলবিশেষে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তও যে তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে বলিয়াছেন—উপাধিভূত বুদ্ধি-আদির গুণ-প্রাধান্যেই জীবের অণুত্বাদির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার এই উক্তিরও সারবত্তা দেখা যায় না।

(১০) "তদ্‌গুণ"-শব্দের "বুদ্ধিগুণ"-অর্থের অসঙ্গতি

"তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের অন্তর্গত "তদ্‌গুণ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্‌গুণাঃ—তদ্‌গুণ শব্দের অর্থ হইতেছে, সেই বুদ্ধির গুণ।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ-স্থলে "তৎ"-শব্দে "বুদ্ধি" বুঝায়। কিন্তু এ স্থলে তৎ-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

"তৎ-সেই" শব্দটী হইতেছে সর্ব্বনাম। পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই

এই সর্ব্বনাম "তৎ"-শব্দের উল্লেখ হইতে পারে। পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ নাই, "তৎ"-শব্দে তাহাকে বুঝাইতে পারে না। আলোচ্য "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-সূত্রের পূর্ব্বে কোনও সূত্রে যদি বুদ্ধি-শব্দের উল্লেখ থাকিয়া থাকে, কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সূত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্ততঃ সে সকল শ্রুতিবাক্যের কোনওটীতেও যদি "বুদ্ধি"-শব্দের উল্লেখ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেই এ-স্থলে "তৎ"-শব্দে "বুদ্ধি"কে বুঝাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সূত্রে বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সূত্রের বিবৃতিমূলক কোনও শ্রুতিবাক্যেও "বুদ্ধি"-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করও এতাদৃশ কোনও শ্রুতিবাক্য পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত করেন নাই। এই অবস্থায়—তৎ-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝায়—এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় দেখা যায়- কোনও শ্রুতিবাক্যের কথা স্মরণ করিয়া সেই শ্রুতিবাক্যের কোনও একটী শব্দেরও উল্লেখ না করিয়াও সূত্রকার ব্যাসদেব কোনও কোনও সূত্রে সেই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ সেই সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেবের অভিপ্রেত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া সূত্রের তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এমন কোনও শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই—যাহাতে "বুদ্ধি"-শব্দটী আছে, কিম্বা "বুদ্ধিগুণের" উল্লেখ আছে। এই অবস্থাতেও ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে—সূত্রস্থ "তৎ"-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝাইতেছে। তাঁহার উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর (৫।৮)-বাক্য যে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূল নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুতরাং "তদ্‌গুণ"-শব্দের "বুদ্ধিগুণ"-অর্থের কোনওরূপ সঙ্গতি দেখা যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র-সমূহে জীবাত্মার জ্ঞানগুণের কথা বলা হইয়াছে। এজন্য শ্রীপাদ রামানুজাদি "তদ্‌গুণ"-শব্দে জীবাত্মার সেই জ্ঞানগুণ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত স্থাপনের আগ্রহবশতঃই "তদ্‌গুণ"-শব্দের "বুদ্ধিগুণ" অর্থ ধরিয়াছেন ; কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। এইরূপ সঙ্গতিহীন অর্থকে ভিত্তি করিয়াই তিনি সমগ্র সূত্রের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার ভাষ্যও বিচারসহ হয় নাই।

(১১) দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দার্ষ্টান্তিকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না

জীববিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলিতে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব বলিয়াছেন—(১) জীবাত্মা পরিমাণে অণু, (২) জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত, এবং (৩) হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াই অণুপরিমিত আত্মা প্রভাবে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করে। এই তিনটী কথার প্রত্যেকটীর পশ্চাতেই শ্রুতির স্পষ্ট সমর্থন আছে। অণুত্বের সমর্থক "এষঃ অণুঃ আত্মা"-ইত্যাদি মুণ্ডকবাক্য, "অণুপ্রমাণাৎ"-ইত্যাদি কঠশ্রুতিবাক্য, "বালাগ্রশতভাগস্য"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাক্য ; হৃদয়ে অবস্থিতির সমর্থক "হৃদি হি এষ আত্মা"-

ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ্ বাক্য, "স বা এষ আত্মা হৃদি"-ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য এবং সমগ্রদেহে চেতনার ব্যাপ্তির সমর্থক "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ"-ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম লোকের সাধারণবুদ্ধির অগোচর হইলেও "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং গ্রহণীয়। তথাপি অণুপরিমিত আত্মা দেহের একস্থানে—হৃদয়ে—থাকিয়া কিরূপে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব চন্দন, আলোক ও গন্ধের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী [২।৩৬-খ (২)-অনুচ্ছেদের] আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর এই দৃষ্টান্তগুলিরই (আলোকের এবং গন্ধের দৃষ্টান্তেরই) অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই :—আলোক প্রদীপের (অর্থাৎ দীপশিখার) গুণ নহে, প্রত্যুত স্বরূপ ; সুতরাং আলোকের বিস্তৃতি হইতেছে বস্তুতঃ দীপ-শিখারই বিস্তৃতি। আর গন্ধও গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, গন্ধদ্রব্যের পরমাণুই গন্ধকে বহন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে ; সুতরাং গন্ধের বিস্তৃতিও হইতেছে বস্তুতঃ গন্ধদ্রব্যেরই বিস্তৃতি ; তদ্রূপ, জীবাত্মার চৈতন্যের বিস্তৃতিও হইতেছে বস্তুতঃ জীবাত্মারই বিস্তৃতি ; সুতরাং সমগ্রদেহে চৈতন্যের বিস্তৃতিদ্বারা সমগ্রদেহে জীবাত্মার বিস্তৃতিই সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যাসদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের দ্বারা হৃদয়েমাত্র অবস্থিত জীবাত্মার চৈতন্যগুণের দ্বারা সমগ্রদেহব্যাপ্তি প্রমাণিত হয় না। ইহাদ্বারা ব্যাসদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিই সূচিত হইতেছে। অসঙ্গতির আরও হেতু এই যে—ব্যাসদেব বলিয়াছেন, চৈতন্য হইতেছে জীবাত্মার গুণ ; চৈতন্য যদি জীবাত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে আলোক দীপশিখার গুণ হইলেই এবং গন্ধ গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারিলেই দৃষ্টান্তের সঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু আলোক দীপশিখার গুণ নহে—স্বরূপ ; আর গন্ধও গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে না। সুতরাং এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও দৃষ্টান্তের সঙ্গতি দেখা যায় না। এইরূপই শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গতি নাই, তাহা হইলেও, যে কথাটী বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব দৃষ্টান্তগুলির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা(সমগ্রদেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তির কথা) মিথ্যা হইয়া যাইবেনা। দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দার্ষ্টান্তিকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কাহারও আঙ্গুল খুব বেশী রকমে ফুলিয়া গেলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে—"আঙ্গুল ফুলিয়া যেন কলাগাছ হইয়াছে।" এখন, কেহ যদি আঙ্গুল ও কলাগাছের স্বরূপ, গঠন এবং ধর্ম্মাদির কথা আলোচনা করিয়া বলেন যে, কলাগাছের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের মতন হইতে পারে না—তাহা হইলে আঙ্গুল ফুলার কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে না।

(১২) শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত পূর্ব্বপক্ষসম্বন্ধে আলোচনা

"তদ্ গুণসারত্বাৎ তু"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের "তু"-শব্দটী পূর্ব্বপক্ষসূচক। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন —এই পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে জীবের অণুত্ব। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষের কথা; "তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু"-ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ-কথিত অণুত্বের খণ্ডন করিয়া জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর যে জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই তাহা দেখা গিয়াছে। সুতরাং ব্যাসদেব "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-সূত্রে জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—এইরূপ অনুমানেরও সারবত্তা দেখা যায় না।

"ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥"-সূত্রে ব্যাসদেব নিজেই জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়া অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্ব্বক সূত্রকার ব্যাসদেব নিজেই যে, অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই অণুত্বের খণ্ডন করিয়া সেই ব্যাসদেবই যে আবার বিভুত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য "তদ্ গুণসারত্বাৎ"-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—ইহা মনে করিতে গেলে ব্যাসদেবের অব্যবস্থিত-চিত্ততাই সূচিত করা হইবে। ইহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। জীবের বিভুত্বই যদি সূত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বে তিনি "ন অণুঃ, অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥"-এই সূত্রেরই অবতারণা করিতেন না।

এইরূপে দেখা গেল—"তদ্ গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে পূর্ব্বপক্ষের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(১৩) শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত জীবের বিভুত্বসম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [২।৩৬-ক (২) অনুচ্ছেদে], "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য (৬।৩।২)-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব। এই বুদ্ধিকে তিনি অণুপরিমিতও বলিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন —উপাধিভূতা বুদ্ধির অণুত্বেই জীবকে ঔপচারিক ভাবে অণু বলা হয়।

ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্পণের আয়তন অনুসারেই প্রতিবিম্বের আয়তন হয় [২।৩৬-ক (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অণুই হইবে; তাহা কখনও বিভু হইতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারেই বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবও অণুই হইবে, কখনও তাহা বিভু হইতে পারে না। তথাপি কেন যে তিনি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যগ্র, তাহা বুঝা যায় না।

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক বস্তু নহে। সুতরাং ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-

প্রতিবিম্বও একবস্তু হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—প্রতিবিম্ব অসত্য, কিন্তু ব্রহ্মরূপ বিম্ব সত্য। ব্রহ্মের বিভুত্বে এবং সত্যত্বে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের সত্যত্ব বা বিভুত্ব কল্পিত হইতে পারে না। তথাপি তিনি কেন যে, মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবকেই মায়োপহিত ব্রহ্ম বলেন, তাহাও বুঝা যায় না। অথচ মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম ধরিয়া লইয়াই তিনি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

(১৪) ভাষ্যালোচনার উপসংহার

"তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে তাহা আলোচিত হইয়াছে। আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই। আরও দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, জীবের অণুত্ব পূর্ব্বপক্ষের উক্তি, তাহাও বিচারসহ নয় এবং সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেতও নয়। জীবের পরিমাণগত অণুত্বই শ্রুতিস্মৃতিসম্মত এবং সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত।

শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলেন—মায়িকী বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই জীব, তাহাও শ্রুতিস্মৃতিসম্মত নহে। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরই উক্তি। শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—উপাধিভূত বুদ্ধির অণুত্বাদিবশতঃই জীবের অণুত্বাদি; সুতরাং ইহা ঔপচারিক মাত্র। ইহাও যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত নহে, সুতরাং আদরণীয় হইতে পারে না—তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী (১৩)-উপ অনুচ্ছেদে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে—শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব, শ্রীপাদের উক্তি অনুসারেই—অণুপরিমিত। যেহেতু, অণুপরিমিত-বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব কখনও বিভু হইতে পারে না।

মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবকে যে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হয় না, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অথচ শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ব্রহ্ম প্রতিবিম্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্মরূপেই ধরিয়া লইয়া যুক্তিপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু"-ইত্যাদি সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর "তদ্‌গুণ" শব্দের "বুদ্ধিগুণ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের যে কোনও সঙ্গতি নাই, তাহাও উক্ত আলোচনায় [২।৩৬ গ (১০) অনুচ্ছেদে] প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৭। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২।৩।৩০॥ ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র

"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু"-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন,

যদিও তিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাকে ভিত্তি করিয়াই তিনি পরবর্ত্তী "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ॥২।৩।৩০॥", "পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২।৩।৩১॥", এবং "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২।৩।৩২॥"-এই সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ যুক্তমেতৎ 'তদ্‌গুণসারত্বাত্তদ্ব্যপদেশঃ'-ইতি ॥—সুতরাং বুদ্ধিগুণের প্রাধান্যবশতঃই আত্মার অণুত্বাদির উল্লেখ,—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।"

যাহার সহায়তায় শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যখন অপ্রতিষ্ঠিত—শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ—তখন এই সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সুপ্রতিষ্ঠিত—শ্রুতিসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত—হইতে পারে না। নীলবর্ণের চশমা চক্ষুতে থাকিলে শঙ্খকেও নীলবর্ণই দেখা যায়, শঙ্খের শ্বেতত্ব অনুভূত হইতে পারে না।

বুদ্ধির গুণই জীবে উপচারিত হয়—ইহা স্বীকার করিলে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, উক্ত সূত্রত্রয়ের ভাষ্যে বাস্তবিক তিনি সে সমস্ত প্রশ্নেরই কয়েকটীর সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তিবলে সে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেলেও জীবে বুদ্ধিগুণের উপচারত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা পৃথক্‌ভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ"-সূত্রে তিনি তাহা প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে সার্থক হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার অভ্যুপগমই শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে, শ্রুতি-স্মৃতির সমর্থনও তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

প্রয়োজনাভাব-বোধে এবং বাহুল্যবোধে উক্ত সূত্রত্রয়ের শঙ্কর-ভাষ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না।

তৃতীয় অধ্যায়

জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৩৮। জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্দেশ্য

শ্রুতি-স্মৃতির উক্তি বিচার করিয়া বেদান্তসূত্রকার জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্ব প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্করের এত আগ্রহ কেন?

মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্করের সঙ্কল্প। ব্রহ্ম হইতেছেন বিভু বস্তু; যদি জীবেরও বিভুত্ব প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলেই জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের সুবিধা হয়। এজন্যই বোধ হয় জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ।

কিন্তু জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে জীবের সংসারিত্ব—মায়ামুগ্ধত্ব। শ্রুতি বলেন—বহিরঙ্গা মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, মুগ্ধ বা কবলিত করিবে কিরূপে? যদিও স্থল-বিশেষে কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যের মূল্যহীনতার বা অকিঞ্চিৎকরতার কথা তিনি বলিয়াছেন, তথাপি কিন্তু "মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না"-এই শ্রুতিবাক্যটীর প্রতি যেন তদ্রূপ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতে তিনি কোনও বিশেষ কারণে ইচ্ছুক হয়েন নাই। মনে হয়, এই শ্রুতিবাক্যটীর প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্যই তিনি কল্পনা করিয়াছেন—"মায়াতে, বা মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব।" ব্রহ্মরূপ বিম্বের সঙ্গে মায়ারূপ দর্পণের স্পর্শ হইল না; সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল।

যথাদৃষ্টভাবে এই শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল বটে; কিন্তু সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্-ভগবদ্‌গীতার মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না। কেননা, গীতা বলিয়াছেন—জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি। জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—একথা গীতাও বলেন নাই, কোনও শ্রুতিও বলেন নাই।

আবার, প্রতিবিম্ববাদে যুক্তির মর্য্যাদাও রক্ষিত হইতে পারে না। কেননা, সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যাহা হউক, মায়িকী বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বকে জীবরূপে কল্পনা করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর আর এক সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। ব্রহ্ম বিভু হইলেও অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কিন্তু অণু হইয়া পড়ে; প্রতিবিম্ব তো বিভু হইতে পারে না? এই

অবস্থায় কিরূপে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে? বিশেষতঃ প্রতিবিম্ব হইতেছে অসত্য।

এই সমস্যা হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আশাতেই বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন—প্রতিবিম্বরূপে অসত্য হইলেও জীব সংরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে) সত্য। এই উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই যে—জীব ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপে অসৎ এবং অণু হইলেও বিম্ব ব্রহ্মরূপে সত্য এবং বিভু। এইরূপ উক্তিদ্বারা বহির্দৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু বাস্তবিক সমাধান হইল না। কেননা, বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব এক বস্তু নহে। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মও এক বস্তু নহে। সুতরাং ব্রহ্ম বিভু হইলেও ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব বিভু হইতে পারে না।

এতাদৃশ সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব নয়। তিনি ইহার সমাধানের জন্য আর কোনও যুক্তিরও অবতারণা করেন নাই। মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বকেই মায়োপহিত ব্রহ্মরূপে ধরিয়া লইয়া প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভুত্ব খ্যাপন করিয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব খ্যাপনের চেষ্টাও করিয়াছেন।

ইহাতেই বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্য আগ্রহান্বিত।

কিন্তু সূত্রকার ব্যাসদেব একাধিক ব্রহ্মসূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩৯। জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

সূত্রকার ব্যাসদেব একাধিক বেদান্তসূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে তাদৃশ কয়েকটী সূত্র উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

ক। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যমর্ম্ম। আনন্দময় ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক্, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ॥ আনন্দবল্লী।১॥—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ (সম্ভূত হইল)"-এই বাক্যটী হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্নময়", "প্রাণময়" ও "মনোময়" হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়া বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ। তৈত্তিরীয়॥ আনন্দবল্লী।৫॥—বিজ্ঞানময় (জীব) হইতেও এই আনন্দময় আত্মা ভিন্ন।" এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদোল্লেখ থাকায়, জীব যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, তাহাই জানা যাইতেছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্য। জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—সেই ব্রহ্ম রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।"—এই শ্রুতিবাক্যে রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্য এবং জীবকে তাঁহার প্রাপক বলা হইয়াছে। প্রাপ্য ও প্রাপক স্বভাবতঃই ভিন্ন। আবার "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি।—ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়"-এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্ম হইতে মুক্তজীবের অভেদ কথিত হয় নাই; কেননা, এ-স্থলেও ব্রহ্ম প্রাপ্য এবং মুক্তজীব প্রাপক। "ব্রহ্মৈব সন্"-বাক্যে ব্রহ্মসাদৃশ্যই কথিত হইয়াছে। তুল্যার্থে এব। স্মৃতি হইতেও মুক্তজীবের ব্রহ্মসাদৃশ্য-প্রাপ্তির কথা জানা যায়। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ গীতা ॥১৪।২॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-এই (বক্ষ্যমাণ) জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও দুঃখ অনুভব করেন না (অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হয়েন)।" সাদৃশ্য-অর্থেও "এব"-শব্দের প্রয়োগ হয়। "বেব যথা তথৈবেবং সাম্যে ইত্যনুশাসনাৎ।"

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আনন্দময় ব্রহ্ম জীব নহেন। কেননা, শ্রুতিতে আনন্দময়াধিকরণে বলা হইয়াছে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—আনন্দময় ব্রহ্ম রসস্বরূপ; এই রসস্বরূপকে লাভ করিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।"-এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে লব্ধা—প্রাপক; আর ব্রহ্ম হইতেছেন লব্ধব্য-প্রাপ্য। প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক হয় না। "ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি।"

এইরূপে দেখা গেল—জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ আছে, তাহাই আলোচ্য সূত্রে বলা হইয়াছে।

খ। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥১।২।৩॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের যে সকল গুণের কথা বলা হইয়াছে, জীবে সে সমস্ত গুণের উপপত্তি (সঙ্গতি) নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন গুণের সাগরতুল্য; আর জীব হইতেছে খাতোদক তুল্য। জীবে সে-সমস্ত গুণের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধও সম্ভব নয়। (এ-স্থলে গুণ-বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শিত হইল)।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্ব্বসূত্রে বিবক্ষিত গুণসমূহের ব্রহ্মে সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। এক্ষণে, এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে—জীবে সে সমস্ত গুণের সঙ্গতি নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক বলিয়া মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়েন; কিন্তু জীব তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট নহে। তাহার কারণ এই যে—"সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, অবাকী, অনাদর, পৃথিবী হইতে জ্যায়ান্ (জ্যেষ্ঠ)" ইত্যাদি গুণ জীবে সঙ্গত হয় না। জীব শরীরে অবস্থান করে বলিয়া তাহাকে শারীর বলা হয়। ঈশ্বরও শরীরে অবস্থান

করেন ; সুতরাং তিনিও শারীর। সুতরাং শারীর ঈশ্বরে যে সমস্ত গুণ থাকিতে পারে, শারীর জীবে সে সমস্ত থাকিবে না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর এই ঃ—ঈশ্বরও শরীরে থাকেন সত্য ; কিন্তু তিনি কেবল শরীরেই থাকেন না, শরীরের বাহিরেও তিনি থাকেন। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ—পৃথিবী অপেক্ষাও বড়, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও বড়", "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ —তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ঈশ্বর শরীরের বাহিরেও সর্ব্বত্র আছেন ; তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু জীব কেবল শরীরেই থাকে, শরীরের বাহিরে অন্যত্র থাকেনা।

এই সূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে।

গ। **কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥**

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি ॥৩।২৪।৪॥ —এস্থান হইতে প্রয়াণের পর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) ইঁহাকে (মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইব।" এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্ম্মরূপে) এবং উপাসক জীবকে প্রাপকরূপে (প্রাপ্তির কর্ত্তারূপে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাপ্য হইতে প্রাপক অবশ্যই পৃথক্।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাপ্তির কর্ম্ম এবং উপাসক জীব হইতেছে প্রাপ্তির কর্ত্তা। উপায় থাকিলে একই বস্তুকে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। "ন চ সত্যাং গতাবেকস্থ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপ-দেশো যুক্তঃ।" সুতরাং ভেদরূপ অধিষ্ঠানেই উপাস্য-উপাসকতাভাবও সঙ্গত হয়। "তথা উপাস্যো-পাসকতাভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব।"

এইরূপে দেখা গেল—এই সূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

ঘ। **শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥**

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে-"এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে ॥ ৩।১৪।৩॥—এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে (আছেন)।" এ-স্থলে উপাসক জীব ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত (মে) ; আর উপাস্য ব্রহ্ম প্রথমা বিভক্তিযুক্ত (এষ আত্মা)। এইরূপ বাজসনেয়-শ্রুতিতেও জীব-পরমাত্মা-বিষয়ক শব্দ দৃষ্ট হয়। "যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ো যথা জ্যোতিরধূমম্ ॥ শতপথব্রাহ্মণ ॥১।৬।৩ ॥—ব্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকতণ্ডুল যেরূপ (সূক্ষ্ম), অন্তরাত্মায় অবস্থিত নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) এই হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।" এ-স্থলে "অন্তরাত্মন্"-এইটী সপ্তমী বিভক্তি-বিশিষ্ট পদ এবং এই পদে উপাসক জীবকে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আর, "হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ"-এই প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদে উপাস্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মাই উপাস্য, জীব উপাস্য নহে ; জীব উপাসক।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া বিভক্তিভেদে উপাসক ও উপাস্যের ভেদ দেখাইয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল শতপথ-ব্রাহ্মণের বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া উল্লিখিত প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন।

এই সূত্র হইতেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়।

ঙ। **স্মৃতেশ্চ** ॥১।২।৬॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন, "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ॥১৫।১৫॥—আমি (অন্তর্যামিরূপে) সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই (প্রাণিমাত্রের) স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং এতদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে।" "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ॥১৫।১৯ ॥—যিনি এই প্রকারে স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন।" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। ১৮।৬১-৬২ ॥—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা সকলকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর।" এইরূপে গীতা হইতে জানা যাইতেছে—পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত; পরমাত্মা উপাস্য, জীব উপাসক। ইহা দ্বারাই জীব ও পরমাত্মার ভেদের কথা জানা যাইতেছে।

শ্রীপাদ বলদেবও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন—স্মৃতিও জীব এবং পরমাত্মার ভেদের কথাই বলেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"।—ইত্যাদি গীতা-শ্লোকটীও তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চ। **ভেদব্যপদেশাৎ** ॥১।৩।৫॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৭॥—একই বৃক্ষে (দেহরূপ বৃক্ষে) অবস্থিত পুরুষ (জীব) অনীশায় (ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিদ্যার প্রভাবে) মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করে। কিন্তু যখন (সেই বৃক্ষেই অবস্থিত) প্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার (ঈশ্বরের—পরমাত্মার) মহিমা উপলব্ধি করে, তখন বীতশোক হয়।"—এই শ্রুতিবাক্যে জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। এ-স্থলে ভেদের উল্লেখ আছে। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই এক (অদ্বয়) আত্মাকে জান"—এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভাব উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়, আর জীব হইতেছে তাঁহার জ্ঞাতা। জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে।

ছ। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥১।৩।৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৬॥—তুইটী পক্ষী একই বৃক্ষে (দেহরূপ বৃক্ষে) অবস্থান করে; তাহারা পরস্পরের সখা—সহচর। ততুভয়ের মধ্যে একটী (অর্থাৎ জীব) স্বাতু কর্ম্মফল ভোগ করে; অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীব কর্ম্মফল ভোগ করে; পরমাত্মা তাহা করেন না, কেবল দেহে অবস্থিতিমাত্র করেন। ইহাতে জীব ও পরমাত্মার ভেদের কথা জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া উক্তরূপ অর্থ ই করিয়াছেন।

জ। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১।৩।৪২॥

সুষুপ্তির সময় এবং উৎক্রান্তির (মৃত্যুর) সময় জীবকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির সময়ে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার পৃথকভাবে উল্লেখ আছে বলিয়া জীবাত্মা যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। "কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৭॥—আত্মা কোন্‌টী ? (উত্তর) প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা বিজ্ঞানময় (তাহাই আত্মা)।"—এইরূপ উপক্রমের পর অল্পজ্ঞ প্রত্যগাত্মার (জীবাত্মার) সুষুপ্তি-অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মেলনের কথা বলা হইয়াছে। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।২১॥ —পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয় জানে না।" আবার উৎক্রান্তি-অবস্থাতেও যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া জীবাত্মা উৎক্রান্ত হয়, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৩৫॥" এইরূপে দেখা যায়—সুষুপ্তি-অবস্থায় এবং উৎক্রান্তি-অবস্থায়ও জীব ও ব্রহ্মের পৃথক্ উল্লেখ আছে; সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ রামানুজ যে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও সেই কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সূত্রটীর উল্লিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ঝ। অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২।১।২২।

ভেদনির্দ্দেশ আছে বলিয়া ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি

স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥—যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মাই যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১।৬॥ —পৃথক্ (জীব হইতে পৃথক্) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতিলাভ করে এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে।" "স কারণং করণাধিপাধিপঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৯॥—তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও) অধিপ্রতি।" "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৬॥ —তাহাদের উভয়ের (জীব ও পরমাত্মার) মধ্যে একজন স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরজন (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন।" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ॥ শ্বেতাশ্বতর।১।৯॥—তাহারা উভয়েই অজ (জন্মরহিত), একজন বিশেষজ্ঞ, অপর জন অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ), এক জন ঈশ্বর, অপর জন (জীব) অনীশ্বর।" প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।২১॥—প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া।" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ শেতাশ্বতর ॥৪।৯॥ - মায়ী ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে এই জগতের সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) তাহাতেই আবার মায়াকর্ত্তৃক সন্নিরুদ্ধ হয়।" "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৬॥—তিনি প্রধানের এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি, গুণের অধীশ্বর।", "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১৬॥—যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কাম্য বিষয়ের বিধান করেন।", "যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যং মৃত্যুঃ ন বেদ. এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-পহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।। সুবালোপনিষৎ ॥৭॥—যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর (জীব) যাঁহাকে জানে না ; যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না , তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক বা পৃথক্।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত সূত্রার্থও শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থের তুল্যই। শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্য এই :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—হে মৈত্রিয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য", "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—তিনিই (পরমাত্মাই) অন্বেষণায়, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য, (বিচারণীয়)।" "সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি—হে সোম্য! তৎকালে আত্মা সতের সহিত সম্পন্ন হয়েন।", "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ—জীবাত্মা

প্রাজ্ঞ আত্মায় অন্বারূঢ়”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্তৃ-কর্মাদি-ভিন্নতার উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্ম যে জীব হইতে অধিক—অন্য—এই উল্লেখের দ্বারাই তাহা দর্শিত হইয়াছে।

৫৩। অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৮॥

তু (কিন্তু, পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনে) অধিকোপদেশাৎ (কারণ, জীব অপেক্ষা অধিক—শ্রেষ্ঠবস্তু—ব্রহ্মের উপদেশ আছে), এবং বাদরায়ণস্য (ইহা বাদরায়ণের অভিমত), তদ্দর্শনাৎ (ব্রহ্ম যে জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বেদেও তাহা দৃষ্ট হয়)।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। বদ্ধ ও মুক্ত জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, পরব্রহ্মে সে-সমস্ত গুণ বিদ্যমান। পরব্রহ্ম –সর্ব্ববিধ-হেয়-গুণ-সম্বন্ধ-বিবর্জিত, ইচ্ছা মাত্রে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, বাক্যমনের অগোচর অসীম-আনন্দস্বরূপ, সর্ব-শাসক, সকলের অধিপতি, সকলের উপাস্য। এইরূপই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। যথা।

“অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥—তিনি (পরব্রহ্ম) সর্বপাপবিবর্জ্জিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, ক্ষুৎ-পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।” “তদৈক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।৩॥—তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব ; তারপর তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন”, “সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৯॥—যিনি সর্ব্বজ্ঞ (সামান্যাকারে যিনি সমস্ত জানেন) এবং সর্ব্ববিৎ (বিশেষাকারেও যিনি সমস্ত জানেন)।” “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥—ইঁহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তির এবং স্বাভাবিকী জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়ার কথা শুনা যায়।” “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ॥ ৮।৪॥—তাহা ব্রহ্মের একটী আনন্দ।” “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। অনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী ॥৪।১॥—বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে। ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও ভয় থাকে না।” “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥—ইনি সর্বেশ্বর, ইনি ভূতগণের অধিপতি, ইনি ভূতগণের পালক, ইনি লোক-বিধারক সেতুস্বরূপ”, “স কারণং করণাধি-পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৯॥—তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি ; কেহ ইঁহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই।” “এতস্য বা অক্ষরস্য, প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৮।৯॥—হে গার্গি! চন্দ্রসূর্য্য এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে, হে গার্গি ! দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে”, ‘ভীষাস্মা-দ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী। ৮।১॥—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু

নিজ নিজ কার্য্যে ধাবিত হয়”—ইত্যাদি। এ-সকল বাক্যে জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্যের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও--“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ”, “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ”, “মহাভয়ং বজ্রমুদ্যতম্”, “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি”, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য দেখাইয়াছেন।

ট। ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে মন্তব্য

এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক যে সমস্ত বেদান্তসূত্র আলোচিত হইল, তাহাদের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ যে-সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে “রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি”-বাক্যটীই নিঃসন্দেহে মুক্তজীব-সম্বন্ধীয়। অন্য শ্রুতিবাক্যগুলির কেবলমাত্র সংসারী-জীব-পর অর্থও হইতে পারে। এজন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন—উল্লিখিত সূত্রগুলিতে কেবল সংসারী জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথাই বলা হইয়াছে, মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথা বলা হয় নাই। মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাচক বেদান্ত-সূত্র যদি থাকে, তাহা হইলেই বলা যায়—সর্ব্বাবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ বা পৃথক্ত্ব বর্ত্তমান।

বস্তুতঃ মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্রও আছে। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৪০। মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র।

মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও যে ভেদ বিদ্যমান—মুক্তজীব যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্—ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহাও জানা যায়। এ-স্থলে তদ্রূপ কয়েকটী সূত্র উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥১।৩।২॥

ব্রহ্ম মুক্তজীব দিগেরও উপসৃপ্য—এইরূপ উল্লেখ আছে। উপসৃপ্য-শব্দের অর্থ—গম্য (শ্রীপাদ শঙ্কর), প্রাপ্য (শ্রীপাদ রামানুজ)।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। যাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন, দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত পুরুষ (ব্রহ্ম), তাঁহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥
—মুণ্ডকশ্রুতি ॥৩।১।৩॥

—দর্শনকর্ত্তা যখন সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মযোনি, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্য-পাপ সম্যক্‌রূপে বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) হয়েন এবং ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন।"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ মুণ্ডক ॥৩।২।৮॥

—প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য্য এই। যাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন, তাঁহারাই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হয়েন এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হয়ন। পুণ্যপাপ-নিবন্ধনই জড় পদার্থের সহিত জীবের সংসর্গ হয়—অর্থাৎ "ইহা আমার"—এইরূপ অভিমান জন্মে। সেই জড় সংসর্গবশতঃ নামরূপভাক্‌ত্বই (নামরূপযুক্তত্বই) হইতেছে সংসার। অতএব, পুণ্যপাপ-বর্জিত, নিরঞ্জন, জড়-প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য এবং পরব্রহ্মের সহিত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য (উপসৃপ্য)-রূপে যাঁহার নির্দ্দেশ আছে,—দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম (অপর কিছু নহে)।

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্য এবং মুক্তজীবকে প্রাপক বলা হইয়াছে। প্রাপ্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না, তাহারা দুই পৃথক্ বস্তু। এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য বেদান্তসূত্রে মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। 'জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়'; শ্রুতির এই উপদেশ অনুসারে জানা যায়—পরব্রহ্ম মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য। "মুক্তৈরুপসৃপ্যং মুক্তোপসৃপ্যম্—মুক্তোপসৃপ্য-শব্দের অর্থ হইতেছে মুক্তজীবগণ কর্তৃক উপসৃপ্য বা প্রাপ্য।"

দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবুদ্ধি (এই আমি-ইত্যাদি অভিমান) হইতেছে অবিদ্যা। জীব ইহারই (অনাত্ম-দেহাদিরই) সেবা করে। ইহার সেবাদিতেই জীবের রাগ (আসক্তি) জন্মে, সেবার প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। আবার এই সকলের উচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ভয় ও মোহ জন্মে। এই রূপ অসংখ্য অনর্থময় অবিদ্যাভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাঁহারা উহার বিপরীত, যাঁহারা অবিদ্যা-রাগ-দ্বেষাদি দোষ হইতে বিমুক্ত, তাঁহারাই মুক্ত। এতাদৃশ মুক্ত পুরুষের গম্য (প্রাপ্য) পরব্রহ্ম—ইহাই এই প্রকরণে কথিত হইয়াছে। কেন? তাহার উত্তরে শ্রুতিবাক্য প্রদর্শিত হইতেছে :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—সেই পরাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" এই কথা বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন।"

শাস্ত্রে ব্রহ্মের মুক্তোপসৃপ্যত্ব (মুক্তপুরুষগণ যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন—ইহা) প্রসিদ্ধ। যথা,

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

—(জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা থাকে, (জ্ঞানলাভ হইলে) যখন সে-সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্ত্য জীব অমৃত হয় (জন্ম-মরণাদির অতীত হইয়া মুক্ত হয়) এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।" [প্রধানাদির (জড়রূপা প্রকৃতি আদির) মুক্তোপসৃপ্যত্ব শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তু মুক্ত পুরুষদের প্রাপ্য হইতে পারে—এইরূপ কোনও উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না]।

আবার, "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ— অন্য কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই এক অদ্বিতীয় আত্মাকে জান"—এই শ্রুতিবাক্যও বাক্যবর্জ্জনপূর্ব্বক দ্যুলোক-ভূলোকাদির আশ্রয়-ভূত ব্রহ্মকে জানার উপদেশই করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিও ঐরূপ উপদেশই করিয়াছেন। যথা,

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূংশ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥

—ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা করিবেন। বহুশব্দের অনুধ্যান (অনুশীলন) করিবে না; তাহা (বহু শব্দের বা বাক্যের অনুধ্যান) কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিজনকই হয়।"

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেও জানা যায়—পরব্রহ্ম হইতেছেন মুক্তপুরুষদিগের প্রাপ্য, আর মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের প্রাপক। প্রাপ্য-প্রাপকের ভেদ আছে বলিয়া মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদের কথাই জানা গেল।

খ। সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ ॥৪।৪।১t

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রুতি বলেন—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।৩॥—এই প্রকারে এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন (আবির্ভূত) হয়েন।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তজীব কি কোনও নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়েন? ইহা কি কোনও আগন্তুক রূপ?

এই প্রশ্নের উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, ইহা কোনও আগন্তুক নূতন রূপ নহে; ইহা হইতেছে মুক্তজীবের স্বরূপভূত রূপ। শ্রুতিবাক্যের 'স্বেন রূপেণ" বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে।

"সম্পদ্য আবির্ভাবঃ"—এই জীবাত্মা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরজ্যোতিঃ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া (সম্পদ্য) যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইতেছে তাঁহার স্বীয় স্বরূপেরই আবির্ভাবাত্মক, পরন্তু অভিনব কোনও আকার-বিশেষ নহে। "স্বেন-শব্দাৎ"—শ্রুতির "স্বেন"-শব্দ হইতেই তাহা জানা যায়। "স্বেন"-শব্দটী হইতেছে "রূপেণ"-শব্দের বিশেষণ। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—জীবাত্মা যে রূপে আবির্ভূত হয়েন, তাহা হইতেছে তাঁহার "স্বীয় রূপ—স্বরূপভূত রূপ," ইহা আগন্তুক নহে। যদি ইহা আগন্তুক বা অভিনব রূপ হইত, তাহা হইলে "স্বেন রূপেণ" বলার কোনও সার্থকতা থাকিত না। ঐরূপ বিশেষণ না দিলেও তাহার স্বরূপতা-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত না।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

আলোচ্য সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্তজীব স্বীয় স্বরূপভূত রূপেই আবির্ভূত হয়েন। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে মুক্ত জীবের পৃথকৃত্বই সূচিত হইয়াছে। "সম্পদ্য—ব্রহ্মকে লাভ করিয়া"—এই শব্দেও প্রাপ্য-প্রাপক ভাবের উল্লেখে পৃথকৃত্ব এবং "স্বেন রূপেণ"-শব্দেও পৃথক্ত্ব সূচিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে (৮।১২।৩)-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার শেষাংশ হইতে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা নিঃসন্দেহভাবে অবগত হওয়া যায়। শেষাংশে বলা হইয়াছে – "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥৮।১২।৩॥—তিনি (সেই মুক্ত জীব) সেই স্থানে স্ত্রীগণের সহিত, জ্ঞাতিগণের সহিত, যানাদির সহায়তায়, হাস্য-ভোজনাদি করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, বিচরণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন (রমমাণঃ); পিতামাতার যোগে উৎপন্ন দেহের কথা স্মরণ করেন না। কোনও লোক কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যেমন নিয়োগানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ এই শরীরে নিযুক্ত হয়েন।"

নিবেদন। শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমাংশে যে সম্প্রসাদের (মুক্ত জীবের) কথা বলা হইয়াছে, শেষাংশেও তাঁহার কথাই বলা হইয়াছে—"স তত্র পর্য্যেতি" ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। সঃ—পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি।

রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ=যথাশ্রুত অর্থ হইতেছে—স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিয়া। এই "রমণ" প্রাকৃত মায়াবদ্ধ জীবের স্ত্রীলোকের সহিত বিহার নয়; তাহা হইতে পারে না। কেননা, ইন্দ্রিয়-ভোগের কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই মায়াবদ্ধ জীব স্ত্রীলোকের সহিত বিহার করিয়া থাকে। মুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনা থাকিতে পারে না—সুতরাং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্ত্রীসঙ্গ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কথার তাৎপর্য্য এইরূপ। কোনও কোনও মুক্ত জীব সেবোপযোগী পার্ষদদেহও লাভ করিয়া থাকেন (পরবর্ত্তী—ঋ-উপ অনুচ্ছেদে "ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১"-সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা মুক্ত অবস্থায় সেবোপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদিগের সহিত লীলাতে লীলাবিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। গোপালতাপনী-আদি শ্রুতি হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে গোপসুন্দরীগণও আছেন, তাঁহারা কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কোনও সাধক কান্তাভাবের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে তিনিও গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকান্তা গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। "রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ"-বাক্যে এতাদৃশ মুক্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে, তাঁহাদেরই আনুগত্যে, লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন।

"জ্ঞাতিভিঃ"-আদিরও অনুরূপ তাৎপর্য্য। পরিকরদের জ্ঞাতিও পরিকরগণই। যে মুক্ত জীব ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করেন, অন্য পরিকরদের সহিত তিনিও লীলাবিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

"যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ"-ইত্যাদি। "অস্মিন্ শরীরে"—অর্থ পার্ষদদেহে। পার্ষদদেহ প্রাপ্ত মুক্ত জীব ভগবৎ-সেবার কার্য্যেই নিয়োজিত হয়েন; তিনিও তদনুরূপ আচরণ—সেবা—করিয়া থাকেন।

এইরূপে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে এবং এই শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল —মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব—সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ভেদ—থাকে। যে মুক্ত জীব পার্ষদদেহ লাভ করেন, তিনি পার্ষদদেহে লীলাবিলাসী পরব্রহ্মের সেবাও করিয়া থাকেন এবং সেবা-সুখও আস্বাদন করিয়া থাকেন।

গ। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২॥

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়েই একই রূপ আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন—পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে যে সম্প্রসাদের—জীবের—কথা বলা হইয়াছে, তিনি মুক্তই, সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত।

"মুক্তঃ"-ব্রহ্মপ্রাপ্ত-জীবের যে স্বীয় স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহা সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত। কারণ, "প্রতিজ্ঞানাৎ"—শ্রুতিতে ঐ স্বরূপসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব মায়িক-দেহসংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহার পরে, দেহ-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইলে, প্রিয় বা অপ্রিয় এইরূপ দোষাদি থাকে না। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।১২।১॥" তাহার পরে শ্রুতি বলিয়াছেন—"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।১২।৩॥"। সুতরাং জীবের এই নিজ স্বরূপ হইতেছে দেহের সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত।

পূর্ব্বসূত্রে স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইল—স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব সর্ব্বতোভাবে মুক্ত। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব যে মুক্ত এবং তাঁহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, এই সূত্রে তাহাই দৃঢ়ীকৃত করা হইল।

ঘ। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪।৪।৫॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। আচার্য্য জৈমিনি বলেন মুক্ত জীব ব্রাহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মরূপ অর্থ—ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপ। ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপ হইতেছে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট রূপ; এতাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হয়েন। কেননা, "উপন্যাসাদিভ্যঃ"—জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের উল্লেখ আছে।

প্রজাপতির উপদেশবাক্যে, অপহতপাপ্মত্বাদি হইতে সত্যসঙ্কল্প পর্য্যন্ত ব্রহ্মের গুণগুলি জীবাত্মার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে। "আদি"-শব্দে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণের অনুগত "জক্ষণাদি"-ব্যবহারগুলিরও ("জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"-ইত্যাদি ৮।১২।৩-ছান্দোগ্য-বাক্য-প্রোক্ত ব্যবহারগুলিরও) গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুতরাং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীবের যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহা কেবলমাত্র জ্ঞান-স্বরূপই নহে; তাহাতে নিষ্পাপত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণও আছে এবং "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য-প্রোক্ত ব্যবহারও আছে।

এইরূপে এই সূত্র হইতেও মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ বা পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়া জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই। মুক্ত জীবের "ব্রহ্মরূপে" নিষ্পাপত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ থাকে—ইহাই জৈমিনি বলেন।

ঙ। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪।৪।৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্ব্ববর্ত্তী "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪।৪।৬॥"-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে মুক্ত জীবের স্বরূপ কেবল চিন্মাত্র—জ্ঞান-মাত্র। আলোচ্য এই সূত্রে বলা হইয়াছে—মুক্ত জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও তাহাতে পূর্ব্বকথিত সত্য-কামত্বাদি গুণের অবস্থিতির কোনও রূপ বিরোধ হয় না, ইহাই বাদরায়ণের অভিমত।

"এবম্ অপি"—ইহা স্বীকার করিলেও, অর্থাৎ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ—ইহা স্বীকার করিলেও "উপন্যাসাৎ"-শ্রুতিতে উপন্যাস বা উল্লেখ আছে বলিয়া "পূর্ব্বভাবাৎ"—পূর্ব্বে উল্লিখিত নিষ্পাপত্ব-সত্য-কামত্বাদি গুণের "ভাব—সদ্ভাব, অস্তিত্ব", বিরুদ্ধ হয় না, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে এই সমস্ত গুণের অস্তিত্বের বিরোধ হয় না—"অবিরোধম্।" জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেও এই সমস্ত গুণ থাকিতে পারে। একটী সৈন্ধব-পিণ্ডকে জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিলে কেবল লবণ-রসাত্মক বলিয়া অনুভূত হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যেমন তাহার রূপ এবং পরিমাণাদিরও অনুভব হয়, লবণ-রসাত্মকত্বের সঙ্গে রূপ-পরিমাণাদির যেমন বিরোধ হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও নিষ্পাপত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণ তাহার থাকিতে পারে, জ্ঞান-স্বরূপত্বের সহিত নিষ্পাপত্বাদির কোনওরূপ বিরোধ হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্মও উল্লিখিত রূপই। তবে তিনি বলেন—পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা নির্ধর্মক চৈতন্যমাত্র; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

মন্তব্য। মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিগত ঐশ্বর্য্যের অবকাশ নাই। মুক্ত আত্মা যেমন পারমার্থিক, তাহার ঐশ্বর্য্যাদিও পারমার্থিক। সূত্রের তাৎপর্য্য স্বীয় অভিমতের প্রতিকূল হয় বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন (১।২।৬৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্র হইতে মুক্ত জীবের সত্যসঙ্কল্পতাদি গুণের উল্লেখে পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই জানা গেল।

চ। সঙ্কল্পাৎ এব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪।৪।৮॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। সঙ্কল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; তজ্জন্য তাঁহার আর অন্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নিমিত্তান্তরের সহায়তাব্যতীতই মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—"ন চ শ্রুতিগম্যেঽর্থে লোকবদিতি সামান্যতো দৃষ্টং ক্রমতে। সঙ্কল্পবলাদেব চৈষাং যাবৎপ্রয়োজনং স্থৈর্য্যোপপত্তিঃ, প্রাকৃত-

সঙ্কল্পবিলক্ষণত্বাৎ মুক্তসঙ্কল্পস্য।—লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগম্য পদার্থে সামান্যদৃষ্টিতে অনুমান প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। যাহা কিছু প্রয়োজন, মুক্ত পুরুষ কেবল সঙ্কল্পমাত্র তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন। মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প প্রাকৃত পুরুষের সঙ্কল্পের ন্যায় নহে। তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ।"

তাৎপর্য্য এই ঃ- লৌকিক জগতে দেখা যায়, নিমিত্তান্তরের সহায়তা ব্যতীত কেবল সঙ্কল্পমাত্রে কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। কেন না, শ্রুতি হইতে জানা যায়—সঙ্কল্পমাত্রেই মুক্তপুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শ্রুতিপ্রমাণ অন্য সকল প্রমাণের উপরে।

এই সূত্রেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই সূচিত হইয়াছে।

ছ। অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত-ভাষ্যের মর্ম্ম। সত্যসঙ্কল্প বলিয়া মুক্ত পুরুষ অনন্যাধিপতি হয়েন। অন্যাধিপতিত্ব হইতেছে বিধি-নিষেধ-যোগ্যত্ব, বিধিনিষেধের অধীন। যিনি বিধি-নিষেধের অধীন, তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্ব থাকিতে পারে না। মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প বলিয়া বিধিনিষেধের অধীন নহেন। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন— "স স্বরাড্ ভবতি— তিনি স্বরাট্ (স্বতন্ত্র—অনন্যাধিপতি) হয়েন।"

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলেন— শ্রুতিও বলিয়াছেন যে "অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি— যাঁহারা ইহ শরীরে ব্রহ্মকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা শ্রুতিকথিত সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত লোকে তাঁহারা কামচার হয়েন।"

এই সূত্র হইতেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

জ। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪।৪।১০॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি থাকে কিনা? এ-সম্বন্ধে আচার্য্য বাদরি বলেন—মুক্ত জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদির অভাব, অর্থাৎ মুক্ত জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদি নাই— "অভাবম্।" কেন? "আহ হি এবম্"—শ্রুতি এইরূপই বলেন। "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।১॥—সশরীর ব্যক্তির প্রিয় ও অপ্রিয়ের (সুখ ও দুঃখের) অপহতি (অভাব) নাই। অশরীর ব্যক্তিকে কখনও সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না।" এই বাক্যে শরীরের সহিত সুখ-দুঃখের অপরিহার্য্যতার কথা বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন —"অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।১২॥—এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) লাভ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হয়।"—ইহা দ্বারা মুক্ত জীবের অশরীরত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। যে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া মুক্ত জীব ব্রহ্ম লাভ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েন, সেই শরীর যে প্রাকৃত শরীর, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্যের পূর্ব্ব (৮।১২।১)-

বাক্যে যে শরীরের সহিত সুখ-দুঃখের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত শরীর। সুতরাং শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—মুক্ত জীবের প্রাকৃত শরীর থাকে না, ইহাই আচার্য্য বাদরির অভিপ্রায়। কিন্তু মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার যে মন আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, মন না থাকিলে সঙ্কল্প করা যায় না। মনের অস্তিত্ব-স্বীকারেও মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ॥৪।৪।৮॥"—এই সূত্র হইতে জানা যায়—প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জীবের সঙ্কল্প আছে; সুতরাং সঙ্কল্প-সাধন মনও আছে। কিন্তু প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি আছে কিনা? আচার্য্য বাদরি বলেন—নাই। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—"মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতি য এতে ব্রহ্মলোকে—তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত বিষয় অনুভব করিয়া রমমাণ হয়েন।" এই শ্রুতিবাক্যে যখন কেবল "মনসা—মনের দ্বারা" বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়—মোক্ষে শরীরেন্দ্রিয় থাকে না।

ঝ। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আচার্য্য জৈমিনি মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব (ভাবঃ) স্বীকার করেন। কেননা, "বিকল্পামননাৎ"—শ্রুতিতে মুক্তজীবের বিকল্পের (বৈবিধ্যের) কথা বলা হইয়াছে। যথা, "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৬।২॥—তিনি এক প্রকার হয়েন, তিন প্রকার হয়েন, পাঁচ প্রকার হয়েন, সাত প্রকার হয়েন"—ইত্যাদি। একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকরূপ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত ত্রিভাবাদি শরীর-সম্বন্ধঘটিত। তবে যে মুক্তজীবকে অশরীর (শরীরহীন) বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তজীবের কর্ম্মনিমিত্ত শরীর (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ) থাকে না। কর্ম্মনিমিত্ত দেহই সুখ-দুঃখের হেতু। মুক্তজীবের এতাদৃশ কর্ম্মনিমিত্ত দেহ থাকে না।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আচার্য্য জৈমিনি বলেন—মুক্তজীবের মন যেমন থাকে, তেমনি দেহেন্দ্রিয়ও আছে—ইহা মানিতে হইবে। (এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজ যে ছান্দোগ্য-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও সেই বাক্যটীই উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

এই সূত্রটী হইতেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ঞ। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪।৪।১২॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। সূত্রস্থ "অতঃ"-শব্দে "সঙ্কল্পাদেব ॥ ৪।৪।৮॥"-সূত্রের অনুকর্ষণ করা হইয়াছে। জীব সত্যসঙ্কল্প বলিয়াই ভগবান্ বাদরায়ণ (সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব) মুক্তজীবকে উভয়বিধ—সশরীর ও অশরীর—বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। "দ্বাদশাহবৎ"—দ্বাদশাহযাগের ন্যায়। যথা, "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ—ধনকামী পুরুষগণ দ্বাদশাহ-যাগ করিবেন," "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ—সন্তানার্থীদিগকে দ্বাদশাহ-যাগ করাইবে।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—

দ্বাদশাহ-যাগ সঙ্কল্পভেদে দুই রকমেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে—ধনপ্রাপ্তির সঙ্কল্প এবং পুত্রপ্রাপ্তির সঙ্কল্প—এই দুই সঙ্কল্পভেদ। তদ্রূপ, মুক্তজীব স্বীয় সঙ্কল্প (বা ইচ্ছা) অনুসারে অশরীরও হইতে পারেন, শরীরীও হইতে পারেন। ইহাই হইতেছে ভগবান্ বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যও শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের অনুরূপই।

মন্তব্য। এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রদ্বয়ের কথিত বিষয়ের সমন্বয় করা হইয়াছে। ৪।৪।১০॥-সূত্রে বলা হইয়াছে—আচার্য্য বাদরি বলেন, মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয় নাই। আবার পরবর্ত্তী ৪।৪।১১—সূত্রে বলা হইয়াছে, আচার্য্য জৈমিনি বলেন—মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয় আছে। উভয়ের উক্তিই শ্রুতিদ্বারা সমর্থিত। আচার্য্যদ্বয়ের অভিমত—সুতরাং তাহাদের সমর্থক শ্রুতিবাক্যগুলিও—পরস্পর-বিরোধী। ভগবান্ বাদরায়ণ আলোচ্যসূত্রে এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন—আচার্য্য বাদরির মতও সত্য এবং আচার্য্য জৈমিনির মতও সত্য। কিন্তু দুইটী পরস্পর-বিরোধী মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? তাহার উত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ বলিতেছেন—মুক্তজীব যদি অশরীরী হওয়ার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরহীনই হয়েন; তাঁহার দেহেন্দ্রিয় থাকে না (এইরূপ মুক্তজীবের কথাই ৪।৪।১০॥-সূত্রে আচার্য্য বাদরি বলিয়াছেন)। আর, মুক্তজীব যদি শরীরী হইতে—দেহেন্দ্রিয় লাভ করিতে—সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরী হয়েন, তাঁহার দেহেন্দ্রিয় থাকে (এইরূপ মুক্ত জীবের কথাই ৪।৪।১১॥-সূত্রে আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন)।

বলা বাহুল্য, মুক্তজীবের সঙ্কল্প-সম্বন্ধে—সুতরাং মনের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে—আচার্য্য বাদরি ও আচার্য্য জৈমিনির মধ্যে মতভেদ নাই।

৪।৪।১১॥-সূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর—"মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।"—এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরীরেন্দ্রিয়াদি ব্যতীতই কেবল মনের দ্বারাই মুক্ত পুরুষ অভিলষিত বিষয় অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা অশরীরী মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে এই শ্রুতিবাক্যটী প্রযোজ্য।

আলোচ্য সূত্র হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে।

ট। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥৪।৪।১৩॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। "তন্বভাবে"—তনুর বা দেহেন্দ্রিয়ের অভাবে। "সন্ধ্যবৎ"—স্বপ্ন-সময়ের ন্যায়। "উপপত্তেঃ"—সঙ্গতি হয় বলিয়া।

মুক্তপুরুষের স্বনির্ম্মিত ভোগপোকরণ দেহাদি না থাকিলেও পরম পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট উপকরণাদি দ্বারাই তাঁহার ভোগ সিদ্ধ হয়। মুক্ত পুরুষ সত্য-সঙ্কল্প হইলেও নিজে তাহা সৃষ্টি করেন না। "সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ"—স্বপ্নে যেমন হয়। কি রকম?

"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতেঃ ইত্যারভ্য 'অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।১০॥" ইতি, 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং

কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে, তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠশ্রুতি ॥২।৫।৮॥"—'(স্বপ্নমধ্যে) রথ, রথযোগ (অশ্বাদি) ও পথসমূহ সৃষ্টি করেন'—এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন ; সেখানে তিনিই কর্ত্তা', 'জীবসমূহ সুপ্ত হইলেও যিনি প্রচুর পরিমাণে কাম্যবিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হয়েন ; সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না" ৷ —ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা যায়—স্বপ্নাবস্থায় ঈশ্বরসৃষ্ট উপকরণাদির সহায়তাতেই জীব ভোগ করিয়া থাকে । তদ্রূপ লীলাপ্রবৃত্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদিদ্বারাই মুক্তজীব লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এই সূত্র হইতে জানা গেল—দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও মুক্তজীব ঈশ্বরসৃষ্ট উপকরণাদির সহায়তায় ভগবানের লীলারস আস্বাদন করেন। সুতরাং এই সূত্র হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব আছে, ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বপ্ন-সময়ে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি না থাকিলেও পিত্রাদিকামী সে-সমস্তের উপলব্ধি করেন ; তদ্রূপ মোক্ষেও—দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব-সত্ত্বেও মুক্তজীব উপলব্ধি লাভ করেন। ইহা অসঙ্গত নহে। পরন্তু সঙ্গতই।

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

ঠ। ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪।৪।১৪॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বীয় সঙ্কল্প অনুসারে নির্ম্মিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সদ্ভাবে মুক্তপুরুষও জাগ্রত পুরুষের ন্যায় লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন ; স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্‌ যেমন লীলার্থ দশরথ-বসুদেবাদিকে আপনা হইতে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় নরলীলারসের আস্বাদন করিয়া থাকেন ; তেমনি স্বীয় লীলার উদ্দেশ্যে কখনও বা মুক্তপুরুষদিগেরও পিতৃলোকাদি ভগবান্‌ নিজেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা সত্যসঙ্কল্পত্ব-নিবন্ধন মুক্তপুরুষগণ নিজেরাও পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজেদের পিতৃলোকাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই।

এই সূত্র হইতেও মুক্ত জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা জানা গেল ; ভগবানের লীলায় মুক্ত-জীবের সেবার কথাও জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্তাত্মা যখন শরীরবিশিষ্ট হয়েন, তখন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান পিত্রাদির অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিত্রাদির অভিলাষী হয়েন। ইহা অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গতই।

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ঙ। প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥৪।৪।১৫॥

পূর্ব্ববর্ত্তী "ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১॥"-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্তজীব বহুদেহ ধারণ করিতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই বহু দেহের সকল দেহেই আত্মা থাকে কিনা ? ৪।৪।১৫-সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভষ্যের মর্ম্ম। প্রদীপ যেমন একস্থানে থাকিয়াও স্বীয় প্রভাদ্বারা অন্য স্থানে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, তেমনি একদেহে অবস্থিত আত্মারও স্বপ্রভাস্থানীয় চৈতন্যদ্বারা অপর দেহসমূহে প্রবেশ অনুপপন্ন হয় না। একই দেহের মধ্যে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাও যেমন চৈতন্যগুণের বিস্তারদ্বারা সমস্তদেহে আত্মাভিমান জন্মায়—তদ্রূপ। তবে বিশেষত্ব এই যে—অমুক্ত বা মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞান বা চৈতন্যগুণ প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া অন্যদেহে তাহার ব্যাপ্ত সম্ভব হয় না। কিন্তু মুক্তপুরুষের কর্ম্ম থাকেনা বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বা চৈতন্যগুণ থাকে অসঙ্কুচিত। এজন্য মুক্তপুরুষের ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও আত্মাভিমানের অনুকূল এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগ্রহণের উপযোগী ব্যাপ্তি বা জ্ঞানের প্রসারণ অনুপপন্ন হয় না। অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—কর্ম্ম। আর মুক্তজীবের নিয়মক বা পরিচালক হয়—তাঁহার নিজের ইচ্ছা।

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বাভাবিক শক্তির বলে একই প্রদীপ যেমন অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি মুক্ত জ্ঞানী এক হইয়াও ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত শরীরে আবিষ্ট হয়েন। "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও একই জীবের বহু হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সদৃশ, অথবা অন্য জীবের দ্বারা আবিষ্ট—এইরূপ মনে করিতে গেলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, ঐসকল বহু শরীরের প্রত্যেকটীরই প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে; সুতরাং সে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্মকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। মুক্ত পুরুষের মন একটী বটে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ সত্য-সঙ্কল্প। সত্যসঙ্কল্পতার বলে মুক্ত পুরুষ স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্টি করেন এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে, সে সকল শরীরে মুক্ত পুরুষ উপস্থিত হয়েন। সুতরাং সে সকল শরীরে মুক্ত জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব নহে। যোগশাস্ত্রে দেখা যায়—যোগী পুরুষের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী আছে। সেই প্রণালীও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক।

এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

চ। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪।৪।১৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্তজীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ঐশ্বর্য্য থাকিলেও জগদ্ব্যাপার-সম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি-বিষয়ক সামর্থ্য—থাকে না (জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং)। কেন না, "প্রকরণাৎ"—প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়। পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই নিখিল-জগৎ-শাসনের কথা বলা

হইয়াছে, জীব-প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। যথা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥—তৈত্তিরীয়॥ভৃগুবল্লী॥১॥—এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জান, তিনিই ব্রহ্ম।" এই জগৎ-কর্তৃত্বাদি যদি ব্রহ্মের ন্যায় মুক্তজীবেরও থাকিত, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্বকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা সঙ্গত হইত না ; কেন না, যাহা অসাধারণ-অর্থাৎ অন্যের মধ্যে নাই—তাহাকেই লক্ষণ বলে। "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।১॥", "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং—যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণি—ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৪।১১॥"-ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যে পরম-পুরুষ ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্তৃত্বাদির কথা জানা যায়।

"অসন্নিহিতত্বাচ্চ"—অসন্নিহিতত্বও অপর একটী কারণ। জগৎ-শাসনাদি কার্য্যের প্রসঙ্গে কোনও স্থলেই মুক্তজীবের সান্নিধ্য (সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উল্লেখ) নাই ; সুতরাং মুক্তজীবের জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য কল্পনা করা যায় না।

এই সূত্র হইতেও ব্রহ্ম ও মুক্তজীবের ভেদ জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্যও উল্লিখিত রূপই। তবে তিনি বলেন—যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সাযুজ্যাদি লাভ করেন, তাঁহাদের অন্যরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় বটে, কিন্তু জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না।

মন্তব্য। সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে জগৎ-কর্তৃত্বাদি ব্যতীত অন্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই (১।২।৬৮-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্ত পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব স্বীকার করেন না এবং সে স্থলে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের এই অভিমত শ্রুতিসম্মত নহে। বস্তুতঃ সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবং এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য ব্যতীত অন্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহাই আলোচ্য সূত্র হইতে জানা গেল।

ইহাতে ইহাও জানা গেল যে—মুক্তজীব এবং ব্রহ্মে ভেদ আছে। ব্রহ্মে জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য আছে, মুক্তজীবে তাহা নাই।

ণ। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা—মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করেন"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য, জগৎ-কর্তৃত্বাদি বিষয়ে সাম্য নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্মও উল্লিখিত রূপই ; তবে এ-স্থলেও তিনি বলেন—সাযুজ্যাদি প্রাপ্ত জীবেরই ভোগসাম্য (পূর্ব্ববর্তী-ঢ-অনুচ্ছেদে আলোচিত সূত্র-প্রসঙ্গে "মন্তব্য"-দ্রষ্টব্য)।

ত। আলোচনার মর্ম্ম

"মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।" পর্য্যন্ত যে কয়টী ব্রহ্মসূত্র আলোচিত হইল, তাহাদের প্রত্যেকটী হইতেই জানা গেল—ব্রহ্ম ও মুক্তজীবের মধ্যে ভেদ আছে। মুক্ত-অবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সর্ব্বশেষ "ভোগমাত্রসাম্য-লিঙ্গাচ্চ ॥৫।৪।২১॥"ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—কেবলমাত্র ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য বিদ্যমান, অন্য কোনও বিষয়েই সাম্য নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৩৯-অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্রহ্মসূত্রসমূহে সাধারণ ভাবেই জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা গিয়াছে। কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এই ভেদ কেবল সংসারী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে। কিন্তু ২।৪০-অনুচ্ছেদে আলোচিত সূত্রগুলি হইতে জানা গেল যে, মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ বিদ্যমান, মুক্তজীবেরও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এইরূপে জানা গেল—কি সংসারী অবস্থায়, অথবা কি মুক্ত-অবস্থায়—সর্ব্বাবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ থাকে, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

সর্ব্বাবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব হইতেই জীবের স্বরূপগত অণুত্বের কথা জানা যায়; সুতরাং জীব যে বিভু নহে, অর্থাৎ জীব স্বরূপগতভাবে যে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহাই জানা গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তজীব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি

৪১। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য

ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ সম্ভব ; ইহার আর দ্বিতীয় কোনও পন্থা নাই। মোক্ষাবস্থায় জীব কি ভাবে থাকে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। শ্রুতি নানা ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ব্যক্ত করিয়াছেন। এ-স্থলে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। **অমৃতত্ব প্রাপ্তি**

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে যে অমৃতত্ব লাভ হয়, শ্রুতি বহু স্থলে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

ঈশোপনিষৎ।। ১১।। এবং ১৪।।

কেনোপনিষৎ ।। ১।২।।, ২।৪।।, ২।৫।।

কঠোপনিষৎ ।। ২।৩।২।।, ২।৩।৮।।, ২।৩।৯।।, ২।৩।১৪।।, ২।৩।১৫।।, ২।৩।১৬।।, ২।৩।১৭।।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।। ২।২৩।১।।

বৃহদারণ্যক ।। ৪।৪।১৪।।

শ্বেতাশ্বতর ।। ৩।১।।, ৩।৭।।, ৩।১০।।, ৩।১৩।।, ৪।১৭।।, ৪।২০।।, ৫।৬।।

মন্তব্য। অমৃতত্ব-শব্দে মোক্ষ বা জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থাই বুঝায়। অমৃতত্ব-প্রাপ্ত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কি না, অমৃতত্ব-শব্দ হইতে তাহা বুঝা যায় না।

খ। **বিমুক্তি প্রাপ্তি**

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সংসার-বিমুক্তির কথাও বহু শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

কঠশ্রুতি ।। ২।২।১।।

শ্বেতাশ্বতর ।। ১।৮।।, ১।১০।।, ১।১১।। ২।২৫।।, ৪।১৬, ৫।১৩।।, ৬।১৩।।

মন্তব্য। বিমুক্তি ও অমৃতত্ব একই। বিমুক্ত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, "বিমুক্তি"-শব্দ হইতে তাহা বুঝা যায় না।

গ। **হর্ষ-শোক-মোহাতীতত্ব, অবিদ্যাগ্রন্থিহীনত্ব, ক্ষীণদোষত্ব**

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে হর্ষ-শোকাদিহীনত্ব-বাচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

ঈশ ॥ ৭॥

কঠ ॥ ১।২।১২, ২।৩।৬॥

মুণ্ডক ॥ ২।১।১০॥, ৩।১।২॥, ৩।১।৫॥

ছান্দোগ্য ॥ ৭।১।৩॥, ৭।২৬।২॥, ৮।৪।২॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ২।১৪॥, ৩।২০॥, ৪।৭॥

মন্তব্য। হর্ষ-শোক-মোহাদির অতীত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, তাহা শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় না।

ঘ। জন্ম-মৃত্যুর অতীতত্ব

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ ॥ ১।৩।১৫॥

মুণ্ডক ॥ ৩।২।১॥

ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৬।২॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।৮॥, ৪।১৫॥

মন্তব্য। জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, এই সকল বাক্য হইতে তাহা বুঝা যায় না।

ঙ। ভয়াভাব

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জীব যে ভয়ের অতীত হয়, শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও জানা যায়। কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৯॥

পূর্ব্ববর্ত্তী গ ও ঘ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য (যেহেতু, শোক-মোহাদি, এবং জন্ম-মৃত্যু-আদি হইতেই ভয়)।

মন্তব্য। ভয়রহিত জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, এই সকল বাক্য হইতে তাহা বুঝা যায় না।

চ। শাশ্বত সুখপ্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে শাশ্বত-সুখ-প্রাপ্তি-বাচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

কঠ ॥ ২।২।১২॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১২॥

মন্তব্য। এ-স্থলে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে সুখ-প্রাপ্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ছ। শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্তিবাচক কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ ॥২।২।১৩॥

শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১১॥, ৪।১৪॥

মন্তব্য। এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে শাশ্বতী শান্তি লাভের সার্থকতা কিছু থাকে না।

জ। ব্রহ্মপ্রাপ্তি

(১) **পরাবিদ্যার ফল।** মুণ্ডক-শ্রুতিতে দুইটী বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে—পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ-এই সকল শাস্ত্র হইতেছে অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা দ্বারা যে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, মুণ্ডক-শ্রুতি তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

আর পরাবিদ্যা সম্বন্ধে মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥১।১।৫॥—যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষরব্রহ্ম অধিগত হয়, তাহার নাম পরাবিদ্যা।"

এ-স্থলে "অধিগম্যতে"-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রাপ্যতে।" তিনি লিখিয়াছেন—অধি-পূর্ব্বক গম্-ধাতুর প্রায়শঃ প্রাপ্তি অর্থ হয়। "অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ।"

তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটী হইতে জানা গেল—যদ্দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।

প্রাপ্তি-শব্দে প্রাপ্য ও প্রাপক—এই দুই বস্তু সূচিত হয়। প্রাপ্য ও প্রাপক—দুইটী পৃথক্ বস্তু। সাধক জীব পরাবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন—একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতেই মুক্তি। সুতরাং শ্রুতিবাক্যটী হইতে জানা গেল—মুক্ত জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাপ্য বস্তু এবং মুক্ত জীব হইতেছেন তাহার প্রাপক।

প্রাপ্য এবং প্রাপক যে এক হইতে পারে না, "ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি।"

এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

(২) **মুক্ত জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তিবাচক শ্রুতিবাক্য**

পরাবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই উপদেশের দ্বারা শ্রুতি পরাবিদ্যার প্রতি জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আবার, ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে তদ্রূপ কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

কঠশ্রুতি

"মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্ ।
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥২।৩।১৮॥

—অনন্তর নচিকেতা মৃত্যুকর্ত্তৃক (যমকর্ত্তৃক) কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগানুষ্ঠান-পদ্ধতি অবগত হইয়া রজোরহিত ও বিমৃত্যু (মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরও যে লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়েন (তিনিও নচিকেতার ন্যায় বিরজঃ ও বিমৃত্যু হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন) ।"

মুণ্ডকশ্রুতি

"বিদ্বান্ নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৩।২।৮॥

—বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তি নাম-রূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরাৎপর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন ।"

প্রশ্নোপনিষৎ ।

"পরমেব অক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য ॥৪।১০ ॥

—হে সোম্য ! যিনি সেই অচ্ছায়, অশরীর, অলোহিত, শুভ্র (বিশুদ্ধ), অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) অবগত হয়েন, তিনি সেই পরম অক্ষরকেই (ব্রহ্মকেই) প্রাপ্ত হয়েন ।"

"ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে ।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥৫।৭।২॥

—ঋগ্‌বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়—যাহা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারাবলম্বন দ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ । ব্রহ্মানন্দ ॥২।১॥—ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ।"

মন্তব্য । প্রাপ্য ও প্রাপক ভিন্ন বলিয়া এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই জানা গেল ।

ঝ । মুক্ত জীবের ব্রহ্মধাম-প্রাপ্তি-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য

মুক্ত জীবের পক্ষে ব্রহ্মের পদ বা ধাম প্রাপ্তি-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয় । এ-স্থলে কয়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে ।

কঠোপনিষৎ

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্‌ভূয়ো ন জায়তে ॥১।৩।৮॥

—যিনি বিজ্ঞানবান্, সংযতমনা এবং সর্ব্বদা শুচি, তিনিই সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।”

“বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥১।৩।৯॥

—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাঁহার সারথি এবং মন যাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়েন।”

কেনোপনিষৎ

“যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪।৯॥

—যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি স্বীয় পাপ বিধৌত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গ-লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন (অবস্থান করেন)।”

স্বর্গ-শব্দে সুখময় লোককে বুঝায়। এ-স্থলে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বর্গকে লক্ষ্য করা হয় নাই; “জ্যেয়ে” এবং “অনন্তে” বিশেষণদ্বয় হইতেই তাহা বুঝা যায়। প্রাকৃত স্বর্গ “শ্রেষ্ঠ”ও নয়, “অনন্ত”ও নয়; যেহেতু, প্রলয়ে ইহার “অন্ত” বা বিনাশ আছে। বিশেষতঃ যিনি ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি মুক্তিই লাভ করেন; প্রাকৃত স্বর্গে তাঁহার গতি হইতে পারে না। এই শ্রুতিবাক্যে “স্বর্গ”-শব্দে পরব্রহ্মের সুখময় নিত্য-ধামকেই বুঝাইতেছে।

মুণ্ডকশ্রুতি

“এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৩।২।৪॥—যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা (অর্থাৎ তিনি) ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।”

“সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৩।২।৫॥

—জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ এবং প্রশান্ত ঋষিগণ এই ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন।”

ছান্দোগ্যশ্রুতি

“য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥৮।৭।১॥

—যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুহীন, শোকদুঃখবর্জ্জিত, ক্ষুৎ-পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্ত প্রকার আত্মাকে অবগত হইয়া অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন—এ-কথা প্রজাপতি বলিয়াছেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরই লোক-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মুক্ত ; তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত লোক-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। এ স্থলে অপ্রাকৃত দিব্য চিন্ময়-ধাম প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি

"তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত উর্দ্ধং বিমুক্তাঃ ॥৪।৪।৮॥—যাঁহারা ধীর এবং ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা এই স্থান হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহার উর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলেও "স্বর্গলোক" অর্থ পরব্রহ্মের নিত্য সুখময় ধাম।

মন্তব্য। মুক্ত জীবের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উল্লেখেই তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে ধামে প্রবেশ করিবেন কে ?

ঞ। মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৭॥—সেই ব্রহ্ম রস-স্বরূপ। রস-স্বরূপকেই পাইয়া জীব আনন্দী হয়।"

"ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥"—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি—প্রাপক কখনও প্রাপ্য হয় না।"

প্রশ্নোপনিষৎ

"স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি ॥৪।১০॥—সেই (ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি) সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মক) হয়েন।"

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে।

"তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বানেব আবিবেশেতি ॥৪।১১॥—হে সোম্য ! যিনি সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ব্ববস্তুতে প্রবেশ করেন (সর্ব্বাত্মক হয়েন)।"

মন্তব্য। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা স্পষ্টভাবেই জানা গেল।

ট। মুক্তজীবের ব্রহ্মসাম্য বা ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্তিজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ —মুণ্ডক ॥৩।১।৩॥

—দর্শনকর্ত্তা যখন সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ ব্রহ্মযোনি রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) হয়েন, তাঁহার পুণ্যপাপ (সমস্ত কর্ম্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি তখন নিরঞ্জন হয়েন এবং পরম-সাম্য লাভ করেন।”

এই বাক্য হইতে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভের কথা জানা গেল। সাম্য লাভেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হয়। যিনি সাম্য লাভ করেন এবং যাঁহার সহিত সাম্য লাভ করা হয়—এই উভয় এক হইতে পারেন না ; এক হইলে সাম্য-শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না।

সাম্য-শব্দের আরও একটী ব্যঞ্জনা আছে। যাঁহার সহিত সাম্য লাভ করা হয়, তাঁহা হইতে—যিনি সাম্য লাভ করেন, তাঁহার—ন্যূনতা বুঝায়। “মুখখানা সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের সমান”—এই কথা বলিলে, সৌন্দর্য্য-বিষয়ে চন্দ্রের উৎকর্ষ এবং মুখের অপকর্ষই বুঝায় ; চন্দ্রের ও মুখের—সৌন্দর্য্যের সর্ব্বতোভাবে একরূপতা বুঝায় না।

মুক্ত জীব ব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন এই উক্তিতেও বুঝা যায়—অপহতপাপ্মতাদি গুণে মুক্ত-জীব ব্রহ্মের সমতা লাভ করেন বটে ; কিন্তু মুক্ত জীব ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ গুণের অধিকারী হয়েন না। “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্”-ইত্যাদি ৪।৪।১৭-ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহাই জানা যায়। সে-সমস্ত গুণেরও প্রায়শঃ অংশমাত্রের অধিকারীই মুক্ত জীব হইতে পারেন—সাম্যশব্দে সমতা-প্রাপ্ত বস্তুর ন্যূনতা বুঝায় বলিয়া।

৪২। মুক্তজীবের পৃথক্ আচরণ-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য

মুক্ত জীবের পৃথক্ আচরণের কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে।

ঐতরেয় শ্রুতি

“স এতেন প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ॥ ৩।১।৪॥—তিনি(বামদেব ঋষি) ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া) সেই স্বর্গলোকে (সুখময় অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে) প্রজ্ঞাত্মা-ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম (ভোগ্যবস্তু) প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।”

এ-স্থলে “স্বর্গ”-শব্দে প্রাকৃত স্বর্গলোক বুঝায় না ; কেননা, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের প্রাকৃত স্বর্গ-লোকে যাওয়ায় সম্ভাবনা নাই। এই শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত স্বর্গলোক হইতেছে—পরম সুখময় অপ্রাকৃত ব্রহ্মধাম। মুক্তজীব সে-স্থানে যাইয়া ব্রহ্মের সহিত যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই বাক্যে বলা হইল। ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তিতে ভোগ্য বস্তুর ভোগই সূচিত হয়। মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করেন—এই উক্তি দ্বারা মুক্ত জীবের পৃথক্ভাবে ভোগের কথাই জানা গেল।

ছান্দোগ্য শ্রুতি

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৭।২।২৫॥--তিনি (সেই উপাসক) এই প্রকার (ব্রহ্মকে সর্ব্বগত সর্ব্বাত্মক রূপে) দর্শন করিয়া, এই প্রকার মনন করিয়া, এই প্রকার জানিয়া আত্মরতি হয়েন, আত্মক্রীড় হয়েন, আত্মমিথুন হয়েন এবং আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাট্ হয়েন, সমস্ত লোকে তিনি কামচার (স্বচ্ছন্দগতি) হয়েন।"

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়ম্ অস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥৮।১২।৩॥--এই প্রকারে সেই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন (আবির্ভূত) হয়েন। তিনি (সেই মুক্ত জীব) সেই স্থলে স্ত্রীগণের সহিত, জ্ঞাতিগণের সহিত, যানাদির সহায়তায়, হাস্য-ভোজনাদি করিয়া, ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন (রমমাণঃ), মাতাপিতার যোগে উৎপন্ন দেহের কথা আর স্মরণ করেন না। কোনও কার্য্যে নিযুক্ত কোনও লোক যেমন নিয়োগানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ এই শরীরে নিযুক্ত হয়েন।" ২।৪০খ-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা দ্রষ্টব্য।

এই ছান্দোগ্য-বাক্যে মুক্ত জীবের পৃথক্ আচরণের কথা জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত শ্রুতিবাক্য

"অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥—"অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ধৃত শ্রুতিবাক্য ॥—যাঁহারা ইহ শরীরে ব্রহ্মকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা শ্রুতিকথিত সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত লোকে তাঁহারা কামচার হয়েন।"

"কামচার"-শব্দে যথেচ্ছ বিচরণ সূচিত হইতেছে। ইহাদ্বারাও মুক্তজীবের পৃথক আচরণের কথাই জানা যায়।

৪৩। মুক্তজীব-সম্বন্ধে স্মৃতিবাক্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মুক্তজীব-সম্বন্ধে শ্রুতি যে সকল কথা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও সেই সকল কথা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী গীতাশ্লোক উল্লিখিত হইতেছে।

অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ॥ ১৩।১৩॥, ১৪।২০॥

বিমুক্তি বা জন্মমৃত্যুহীনতা-প্রাপ্তি ॥ ৪।৯॥, ৮।১৫॥, ৮।১৬॥, ১৫।৫॥

পরাগতি-প্রাপ্তি ॥ ৮।১৩॥, ১৬।২২॥

পরাশান্তি-প্রাপ্তি ॥ ১৮।৬২॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি ॥ ৩।১৯॥, ৪।৯॥, ৪।৩০॥, ৭।২৩॥, ৮।৮॥, ৮।১০॥, ৯।২৫॥, ১০।১০॥, ১১।৫৫॥, ১২।৪॥ ১৩।৩১॥, ১৮।৫০॥, ১৮।৬৫॥

ধামপ্রাপ্তি ॥ ১৫।৫॥, ১৫।৬॥, ১৮।৫৬॥, ১৮।৬২॥

ব্রহ্মে প্রবেশ ॥ ১১।৫৪॥, ১২।৮॥, ১৮।৫৫॥

সাধর্ম্ম্য বা সাম্যপ্রাপ্তি ॥ ৮।৫॥, ১৪।১৯॥, ১৪।২॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ৮।৫-শ্লোকে আছে "মদ্‌ভাবং যাতি" এবং ১৪।১৯-শ্লোকে আছে, "মদ্‌ভাবমধিগচ্ছতি।" উভয়ই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এবং উভয় শ্লোকেই "মদ্‌ভাব" বলিতে "ব্রহ্মভাব" বুঝায় এবং "ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির" কথাই উভয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু "মদ্‌ভাব বা ব্রহ্মভাব"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? ৮।৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"মম যো ভাবঃ স্বভাবঃ--মদ্‌ভাব অর্থ আমার স্বভাব।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাহাই লিখিয়াছেন ; তিনি "স্বভাব"-শব্দের তাৎপর্য্যও প্রকাশ করিয়াছেন—"যথাহমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টস্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্মর্ত্তা ভবতীতি—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেমন অপহৃতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট-স্বভাব, আমাকে যিনি স্মরণ করেন, তিনিও তাদৃশ হয়েন।" তাৎপর্য্য হইল এই যে—মুক্তজীবও অপহতপাপ্মত্বাদি আটটী গুণে ব্রহ্মের সাদৃশ্য বা সাম্য লাভ করেন।

১৪।২-শ্লোকে আছে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন।" টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ।" তাৎপর্য্য—অপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকে সাম্য—ইহাই সাধর্ম্ম্য। গুণসাম্য।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাৎ।—সাধর্ম্ম্য অর্থ মৎস্বরূপতা। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—ইহাই অর্থ। কিন্তু সাধর্ম্ম্য অর্থ সমানধর্ম্মতা নহে ; কেন না, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। মুক্তজীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—ইহার তাৎপর্য্য কি ? তিনিও কি অপর এক শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যায়েন ? তাহা সম্ভব নয়। আর, "সাধর্ম্ম্য"-শব্দটীর স্বাভাবিক সহজ অর্থই হইতেছে—সমানধর্ম্মতা। তথাপি কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—"সাধর্ম্ম্য-শব্দের অর্থ সমানধর্মতা নহে।" তাঁহার এইরূপ বলার হেতু এই যে—সমানধর্মতা-অর্থ করিলে

মুক্তজীবকে ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; তাই হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—"জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে।" জীব ও ব্রহ্মের ভেদ শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য স্বীকার করেন না ; কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র যে স্বীকার করেন, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত স্থাপনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর শব্দের স্বাভাবিক অর্থকে কিভাবে বিকৃত করেন, এ-স্থলেও তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়।

দর্শন প্রাপ্তি ।। ১১।৫৪

ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি ।। ২।৭২।।, ৫।২৪-২৬।।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি বা নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দানুভূতি প্রাপ্তি।। ২।৭২।।, ৫।২৪-২৬।।

"ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ"-শব্দের অর্থে-শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নির্ব্বিতিং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাং স্থিতিমনতিশয়ানন্দাবির্ভাবলক্ষণাং প্রাপ্নোতি য ঈদৃশ ইতি ।। গীতা।। ৫।২৪।।-শ্লোকভাষ্য।।" তাৎপর্য্য। নির্ব্বাণ—নির্বৃতি, অনতিশয় আনন্দ। ব্রহ্মনির্ব্বাণ—পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ। সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তির পরে সাধক পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ২।৭২-শ্লোকের ভাষ্যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মনির্বৃতি, মোক্ষ।" তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—মোক্ষপ্রাপ্ত জীব পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন, আনন্দ অনুভব করেন।

মন্তব্য। স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। মুক্ত জীব ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মকে দর্শন করেন, ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য বা সাম্য লাভ করেন, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

৪৪। শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের আনুগত্যে জীবের অণুত্ব-বিভুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

স্বরূপে জীব কি অণু, না কি বিভু ? বিভু হইলে অণু হইতে পারে না। অণু হইলেও বিভু হইতে পারে না।

জীব যদি স্বরূপে বিভু হয়, তাহা হইলে মুক্ত অবস্থাতেও জীব হইবে বিভু। মুক্ত অবস্থায় বিভু হইলে মুক্ত জীব এবং ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন এক এবং অভিন্ন বস্তু ; তখন জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না, পৃথক্ কোনও আচরণ বা ক্রিয়াও থাকিবে না।

আর, বিভু না হইয়া জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, মুক্ত অবস্থাতেও তাহার অণুত্ব থাকিবে। কেননা, অণুত্ব হইবে তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম কোনও অবস্থাতেই বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের অণুত্ব থাকিলে তখনও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

তাহা না হইলে জীবের অণুত্বই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ; অণুত্ব স্বরূপগত বলিয়া অণুত্বের বিলুপ্তিও সম্ভব নয়।

তাহা হইলে বুঝা গেল—জীব যদি স্বরূপে অণু হয়, তাহা হইলে মোক্ষ-দশাতেও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলে পৃথক্ আচরণ বা পৃথক্ ক্রিয়াও থাকিতে পারে, কিম্বা কোনও কোনও স্থলে না থাকিতেও পারে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—কোনও লোক কখনও সক্রিয় থাকে, কখনও বা অক্রিয়ও থাকে।

আবার, সক্রিয় হইতে হইলে ক্রিয়াসাধন শরীরেরও প্রয়োজন। মুক্তজীবের শরীর যদি থাকে, তাহা যে প্রাকৃত ভৌতিক দেহ হইবে না, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কেননা, প্রাকৃত ভৌতিক দেহ বহিরঙ্গা মায়া হইতে জাত। মুক্তজীবের সহিত মায়ার বা মায়িক বস্তুর কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মুক্তজীবের শরীর থাকিতেও পারে, আবার না থাকিতেও পারে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। জীব স্বরূপতঃ যদি বিভু হয়, তাহা হইলে মোক্ষ-দশাতে তাহার যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় কোনও সময়ে, সাময়িক ভাবেও, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব প্রাপ্তি বা পৃথক্ ক্রিয়াদি তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, মোক্ষাবস্থাতে জীব ও ব্রহ্ম যদি একই হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবত্ব তাহার স্বরূপগত হইতে পারে না। যখনই ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখনই মুক্ত জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জীবত্বই যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক্ অস্তিত্ব—সাময়িকভাবে হইলেও—গ্রহণ করিবে কে ? পৃথক্ ক্রিয়াই বা করিবে কে ?

এক্ষণে মুক্তজীব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উল্লিখিত লক্ষণগুলি মিলাইয়া স্থির করিতে হইবে—জীব স্বরূপতঃ অণু, কি বিভু।

মুক্তজীবের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০-অনুচ্ছেদে যে সমস্ত ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে, ৪১-৪২ অনুচ্ছেদে যে সকল শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থল বিশেষে আলোচিত হইয়াছে, এবং ৪৩-অনুচ্ছেদে যে সমস্ত স্মৃতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থলবিশেষে আলোচিত হইয়াছে, তৎসমস্ত হইতে জানা যায়ঃ—

(১) মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে।

(২) মুক্তজীবের মধ্যে অশরীরীও আছেন এবং শরীরীও আছেন (৪।৪।১২॥ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।৪০-অনুচ্ছেদ)।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—মুক্তজীব ব্রহ্মে প্রবেশও করেন। যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই বোধহয় অশরীরী ; কেননা, শরীরী জীবের ব্রহ্মে প্রবেশ সম্ভব নয়। যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন না, তাঁহাদেরই শরীরী হওয়া সম্ভব।

(৩) মুক্তজীবের সঙ্কল্প আছে। সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয় (৪।৪।৮॥-ব্রহ্মসূত্র। ৪০-চ অনুচ্ছেদ)।

(৪) মুক্তজীবের পৃথক্ আচরণ বা কার্য্য আছে। অশরীরী মুক্তজীবের আচরণ বা কার্য্য কেবল মনের দ্বারা (২।৪০-এর অনুচ্ছেদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

(৫) মুক্তজীব ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য লাভ করেন।

(৬) মুক্তজীব ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হয়েন।

এই সমস্ত লক্ষণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, জীব স্বরূপতঃ, কখনও বিভু হইতে পারে না। কেননা, বিভু বস্তুর উল্লিখিত লক্ষণ সম্ভব নয়।

জীবের পরিমাণগত অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রেরও অসঙ্গতি নাই (২।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব নিজেই "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥"-সূত্রে জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়া অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের পরিমাণগত অণুত্বই শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-সম্মত।

ক। যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ববোধক শ্রুতিবাক্যগুলির কি গতি?

শ্রুতিতে এমন কতকগুলি বাক্যও দৃষ্ট হয়, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, জীব স্বরূপতঃ বিভু। জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, তাহা হইলে সে-সকল শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে? এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

৪৫। যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

এমন কয়েকটী শ্রুতিবাক্য আছে, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন —সুতরাং জীব বিভু। এ-স্থলে এতাদৃশ কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥৩।২।৯॥

—(যথাশ্রুত অর্থ) যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্মৈব) হয়েন।"

(২) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।৬॥

—(যথাশ্রুত অর্থ) ব্রহ্মই (ব্রহ্মৈব) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

(৩) "বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ নারায়ণাথর্ব্বশির উপনিষৎ ॥২॥

—(যথাশ্রুত অর্থ) বিষ্ণুই হয়েন।"

(৪) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৭॥, ৬।৯।৪॥-ইত্যাদি ॥

—(যথাশ্রুত অর্থ) হে শ্বেতকেতো! তাহা (ব্রহ্ম) তুমি হও।"

(৫) "অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০॥—আমি ব্রহ্ম হই।"

(৬) "একীভবন্তি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৭॥ —এক হয়েন।"

ক। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া বিভুত্ব স্বীকার করিলে অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়

এই বাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই জীবের স্বরূপগত বিভুত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। যথা,

প্রথমতঃ, পূর্ব্বোল্লিখিত অণুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের সমাধান কি?

যদি বলা যায়, অণুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে জীবের ঔপচারিক অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং বিভুত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সহিত কোনওরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু জীবের শ্রুতিপ্রোক্ত অণুত্ব যে পরিমাণগত, পরন্তু ঔপচারিক নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২।১৯ এবং ২।৩৬-গ (৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। পরিমাণগত অণুত্বের সঙ্গে পরিমাণগত বিভুত্বের বিরোধ অনিবার্য্য। এই বিরোধের সমাধান নাই।

দ্বিতীয়তঃ, জীবের অণুত্ব-বাচক ব্রহ্মসূত্রগুলির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক—সুতরাং পরিমাগত অণুত্ব-বাচক—

ব্রহ্মসূত্রগুলির (২।৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এবং পৃথক্ আচরণ-জ্ঞাপক শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যগুলির (২।৪১-৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনওরূপ সমাধান পাওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ, সূত্রকার ব্যাসদেব নিজেই "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে জীবের বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্ব্বক অণুত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া জীবের বিভুত্ব স্বীকার করিলে মনে করিতে হয়—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ে ব্যাসদেব অজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

ষষ্ঠতঃ, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থই যদি প্রকৃত অর্থ হয়—সুতরাং জীবের স্বরূপগত বিভুত্বই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হয়—তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া সূত্র-কর্ত্তা ব্যাসদেব অবশ্যই কোনও সূত্র রচনা করিতেন। কিন্তু জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির মধ্যে জীবের বিভুত্ব-বাচক কোনও শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোনও সূত্র রচনা করেন নাই। জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্যে কোনও ভাষ্যকার, এমন কি শ্রীপাদ শঙ্করও, সূত্রের অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভুত্ব-বাচক কোনও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সূত্রকার ব্যাসদেব যে বরং বিভুত্বের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইহারই বা হেতু কি? এই হেতুরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

সপ্তমতঃ, অণুত্ব-সূচক প্রমাণ এবং যথাশ্রুত অর্থে বিভুত্ব-সূচক প্রমাণ—এতদুভয়ের মধ্যে এক জাতীয় প্রমাণকে নিরর্থক মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিলে অবশ্য একটা সমাধান পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যায় বটে; কিন্তু তাহা সমাধান-পদবাচ্য হইবে না; তাহা হইবে আত্মবঞ্চনামাত্র, সমাধানের অসামর্থ্যকে প্রচ্ছন্ন করার চেষ্টামাত্র। কোনও শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে, মূল্যহীন নহে। প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যেরই যথাযথ মূল্য আছে। সুতরাং কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতি অনাদর-প্রদর্শন সঙ্গত হইতে পারে না।

অষ্টমতঃ, মুক্ত জীবের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেব যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০-অনুচ্ছেদে তৎসমস্ত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রে সর্ব্বত্রই মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের—সুতরাং স্বরূপগত অণুত্বের—কথাই বলা হইয়াছে, বিভুত্বের কথা বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ার কথা কোনও সূত্রেই বলা হয় নাই; এমন কি বিভুত্ববাদী শ্রীপাদ শঙ্করও সেই সমস্ত সূত্রভাষ্যে দেখাইতে পারেন নাই যে, কোনও সূত্রে মুক্ত জীবের বিভুত্বের বা ব্রহ্মাভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—জীবের স্বরূপগত অণুত্বই শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসূত্রের এবং ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত এবং ইহাও বুঝা যায় যে, যথাশ্রুত অর্থে বিভুত্ব-

বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ ব্রহ্মসূত্রের এবং ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত নহে। এইগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে ব্রহ্মসূত্রের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেকগুলি অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, যথাশ্রুত অর্থ শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-সম্মত নয়।

খ। অণুত্ব-বাচক এবং যথাশ্রুত অর্থে বিভুত্ব-বাচক শাস্ত্রবাক্যগুলির সমন্বয়ের উপায়

জীবের অণুত্ব-বাচক এবং যথাশ্রুত অর্থে বিভুত্ব-বাচক শাস্ত্রবাক্যগুলির সমন্বয় অবশ্যই আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেক-গুলি অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং যথাশ্রুত অর্থ-অর্থাৎ জীবের বিভুত্ব-বাচক অর্থ —গ্রহণীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য্য কি হইতে পারে—তাহাই বিবেচ্য। সমস্ত শাস্ত্রবাক্যেরই সঙ্গতি থাকে, অথচ কোনও শব্দের বিকৃত বা কল্পিত অর্থের আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হয় না—এমন ভাবে যদি আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই তাৎপর্য্যই হইবে শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত তাৎপর্য্য। এইরূপ তাৎপর্য্যের অবধারণ অসম্ভব নয়। পরবর্ত্তী কয়েকটী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৪৬। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥"—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

সমগ্র বাক্যটী হইতেছে এই :—

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥ মুণ্ডক॥ ৩।২।৯॥—যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মৈব হয়েন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মৈব-শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য। "ব্রহ্ম" এবং "এব"-শব্দের সন্ধিতে হইয়াছে ব্রহ্মৈব। ব্রহ্ম=এব ব্রহ্মৈব।

কিন্তু "এব"-শব্দের অর্থ কি ? অভিধানে "এব"-শব্দের দুইটী অর্থ পাওয়া যায়—"অবধারণে" এবং "ঔপম্যে বা সাম্যে"। "এবৌপম্যেঽবধারণে ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যথা তথৈবেবং সাম্যে ইত্যমরকোষাচ্চ॥-গীতার ১৪।২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণ।"

অবধারণার্থে "এব"-শব্দের অর্থ হইবে "ই" এবং "ব্রহ্মৈব"-শব্দের অর্থ হইবে—ব্রহ্মই। শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে—"ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হয়েন।" ব্রহ্ম হইতেছেন বিভু-বস্তু। মুক্ত পুরুষ যদি ব্রহ্মই হয়েন, তাহা হইলে জীবের বিভুত্বই প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থে এব-শব্দের এইরূপ অর্থই (এব-শব্দের অবধারণাত্মক অর্থই) গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জীবের বিভুত্ব

স্বীকার করিলে যে অনেক অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহাও পূর্ব্বে (২।৪৫-ক অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে অবধারণার্থে "এব"-শব্দের "ই" অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

"এব"-শব্দের অপর অর্থটী হইতেছে—ঔপম্যে বা সাম্যে, তুল্যার্থে। এই অর্থে "ব্রহ্মৈব" শব্দের অর্থ হইবে—ব্রহ্ম + এব = ব্রহ্মতুল্য, ব্রহ্মের সমান।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই অর্থের সঙ্গে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে কিনা। অসঙ্গতি কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে। কেননা, স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুক্তজীবের ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (১৪।২-শ্লোক)। শ্রুতিও ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (মুণ্ডক-শ্রুতি ॥৩।১।৩॥)। ব্রহ্মসূত্রও ভোগবিষয়ে সাম্যের কথা (৪।৪।২১ সূত্র) এবং জগৎকর্তৃত্বাদি ব্যতীত অপহতপাপ্মত্বাদিসত্যসঙ্কল্পত্বাদি কয়েকটী গুণে ব্রহ্মের সহিত মুক্ত জীবের সাম্য-প্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন (৪।৪।৫॥ এবং ৪।৪।১৭॥ব্রহ্মসূত্র)।

এইরূপে দেখা গেল, "ব্রহ্মৈব"-শব্দের "ব্রহ্মতুল্য বা ব্রহ্মসম" অর্থই প্রস্থানত্রয়-সম্মত। এই অর্থের সহিত কোনও শাস্ত্রবাক্যেরই বিরোধ বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাই হইতেছে প্রকৃত অর্থ। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্যও হইবে এইরূপঃ—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মতুল্য হয়েন, কয়েকটী বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্বের সঙ্গেও বিরোধ হয় না।

৪৭। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"-শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

সমগ্র বাক্যটী হইতেছে এই :—

"অথাকামায়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি **ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি** ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।৬॥

—অতঃপর কামনারহিত পুরুষের কথা বলা হইতেছে। যিনি অকাম, নিষ্কাম, (ফলাভিলাষ-শূন্য), আপ্তকাম (যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন), আত্মকাম (আত্মা বা ব্রহ্মই যাঁহার এক মাত্র কাম্য), তাঁহার প্রাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ) উৎক্রান্ত হয় না, তিনি **ব্রহ্মৈব** হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আলোচিত "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"- বাক্যের ন্যায় এই বাক্যেও ব্রহ্মৈব-শব্দের অন্তর্গত "এব"-শব্দের অর্থ "ঔপম্যে বা সাম্যে" হইবে এবং ব্রহ্মৈব-শব্দের অর্থ হইবে—ব্রহ্মতুল্য।

সুতরাং "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"-বাক্যের অর্থ হইবে—"ব্রহ্মতুল্য হইয়া (কোনও কোনও বিষয়ে ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করিয়া) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।"

এ-স্থলে এব-শব্দ যে অবধারণে (অর্থাৎ ই-অর্থে) নয়, তাহার একটী হেতু শ্রুতি-বাক্যটীতেই দৃষ্ট হয়। শ্রুতিবাক্যে আছে,- "ব্রহ্মাপ্যেতি—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং "ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন"—এই বাক্যের কোনও সার্থকতা থাকে না। কেননা, যিনি ব্রহ্মই হইয়া যায়েন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতেছে—নিজেকে নিজের প্রাপ্তি। নিজেকে নিজে পাওয়ার কোনও অর্থ নাই। শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন "ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ॥"

৪৮। "বিষ্ণুরেব ভবতি"-শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

সমগ্র বাক্যটী হইতেছে এই ঃ—

পরব্রহ্ম নারায়ণের স্বরূপবর্ণন করিয়া নারায়ণাথর্ব্বশির উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"য এবং বেদ স **বিষ্ণুরেব ভবতি** স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ॥২॥—যিনি এইরূপ জানেন (যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হয়েন), তিনি '**বিষ্ণুরেব**' হয়েন, তিনি 'বিষ্ণুরেব' হয়েন।"

বিষ্ণুরেব = বিষ্ণুঃ + এব।

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদদ্বয়ের ন্যায় এ-স্থলেও ঔপম্যে বা তুল্যার্থে "এব"-শব্দের প্রয়োগ। যিনি বিষ্ণুকে (সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হয়েন, অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত সাধর্ম্ম্য লাভ করেন, বিষ্ণুর কয়েকটী গুণের সঙ্গে তিনি সাম্য লাভ করেন।

৪৯। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নয়টী স্থলে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"-বাক্যটী দৃষ্ট হয়। যথা, ৬।৮।৭॥, ৬।৯।৪॥, ৬।১০।৩॥, ৬।১১।৩॥, ৬।১২।৩, ৬।১৩।৩॥, ৬।১৪।৩, ৬।১৫।৩॥ এবং ৬।১৬।৩॥-ছান্দোগ্য-বাক্যে। এই বাক্যগুলি হইতেছে শ্বেতকেতুর প্রতি তাঁহার পিতা উদ্দালকের উক্তি। উদ্দালক হইতেছেন অরুণের পুত্র।

সমগ্র বাক্যটী হইতেছে এইরূপ ঃ—

"স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। —সেই যিনি এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎ হইতেছে ঐতদাত্ম্য (এতদাত্মক)। তাহা (সেই অণিমা) সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তাহা তুমি হও।"

নয় স্থলেই বাক্যটী একরূপ।

✓ক। চিদংশে এবং নিত্যত্বে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভিন্নত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর "স য এষোঽণিমা"-বাক্যাংশের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"স যঃ সদাখ্য এষ উক্তোঽণিমা অণুভাবঃ জগতো মূলম্—সেই যিনি সৎ-নামে খ্যাত, সেই পূর্ব্বোক্ত অণিমা—অণুভাব—হইতেছেন জগতের মূল।" এ-স্থলে জগতের মূল কারণ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি সৎ।

"ঐতদাত্ম্যম্"-শব্দের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যম্ এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্ব্বস্য, তদেতদাত্ম তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্। এতেন সতাখ্যেন আত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ।—এই সৎ পদার্থ যাহার আত্মা, তাহা এতদাত্মা ; তাহার ভাব হইল ঐতদাত্ম্য। এই সৎ-নামক আত্মা দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্।"

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-এই বাক্যে সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের (নিমিত্ত-কারণ এবং) উপাদান-কারণ। এ জন্যই সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক ; যেমন, ঘটাদি মৃণ্ময় বস্তুসকল মৃদাত্মক, তদ্রূপ। কিন্তু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইলেও এই জগৎই ব্রহ্ম নহেন কালত্রয়ের প্রভাবাধীন এই জগতের অতীতেও ব্রহ্ম আছেন।

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥মাণ্ডূক্য-শ্রুতি ॥১॥—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক (ব্রহ্ম)। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক (ব্রহ্মাত্মক) এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই (ব্রহ্মই)।"

আবার, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ হইতে ভিন্ন এবং জগতের অভ্যন্তরে থাকিয়া তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রিতও করেন। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিব্যামন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।৩॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।

এই জগৎ হইতেছে চিদচিৎ-বিশিষ্ট। এই চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক, অথচ ব্রহ্ম যে ইহা হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মই যে অন্তর্য্যামিরূপে ইহার নিয়ন্তা—ইহাই উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জানা গেল।

"তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো"-এই বাক্যের "শ্বেতকেতু"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও জানা দরকার। উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদিও আছে। শ্বেতকেতু-শব্দে দেহেন্দ্রিয়-নাম-বিশিষ্ট জীবকেই বুঝাইতেছে,—কেবলমাত্র জীব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। কেননা, জীব-স্বরূপের কোনও নাম নাই। সৃষ্টির পরেই জীব-স্বরূপ নাম-রূপাদি প্রাপ্ত হয়। শ্বেতকেতু-নামক জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিও ব্রহ্মাণ্ডের বা জগতের অন্তর্ভূত। জগৎ ব্রহ্মাত্মক হওয়াতে শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদিও যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাই সূচিত হইল।

আবার, শ্বেতকেতুর দেহমধ্যস্থিত যে জীবস্বরূপ, তাহাও ব্রহ্মাত্মক। কেননা, "অনেন জীবেনাত্ম-

নানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৩।২॥”-ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে দেহে প্রবেশ করিয়া জীবের নাম-রূপ অভিব্যক্ত করেন। জীবাত্মা ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া এবং চিদ্রূপা শক্তিরূপ অংশ বলিয়া জীবাত্মাকেও ব্রহ্মাত্মক বলা যায়।

এইরূপে আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদি এবং জীবাত্মাও ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ শ্বেতকেতুও ব্রহ্মাত্মক। কিন্তু শ্বেতকেতু ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম শ্বেতকেতু হইতে ভিন্ন। কেননা, শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদি জগতের অন্তর্ভূর্ত বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যে ভিন্ন, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা জানা যায়। আর শ্বেতকেতুর জীবাত্মা ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম তাহার শক্তিমান্ বলিয়া, আবার জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বলিয়া এবং ব্রহ্ম তাহার অংশী বলিয়া উভয়ের আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্বেতকেতু ব্রহ্মাত্মক; কিন্তু ব্রহ্ম শ্বেতকেতু হইতে ভিন্ন। ইহাই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের সহিতও এইরূপ তাৎপর্য্যেরই সঙ্গতি আছে।

যেই ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া জগৎ ব্রহ্মাত্মক, সেই ব্রহ্মকে আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যে “সত্যম্” বলা হইয়াছে—“তৎ সত্যম্”। তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মক জগৎ এবং ব্রহ্মাত্মক শ্বেতকেতুও কি সত্য ?

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যাহা সর্ব্বদা একরূপেই অবস্থিত থাকে, যাহা কখনও বিকার-প্রাপ্ত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বাস্তবিক “সত্য” বস্তু। ব্রহ্ম এতাদৃশ সত্য বস্তুই। সত্য-শব্দের একটী গৌণ অর্থ হয়—অস্তিত্ববিশিষ্ট, অথচ যাহার অস্তিত্ব অনিত্য, গৌণার্থে তাহাকেও সত্য বলা হয়। এই গৌণ অর্থে ব্রহ্মাত্মক জগৎও সত্য ; জগৎ মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে (সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে)। আর, শ্বেতকেতুর জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু বলিয়া তাহা বাস্তবিকই সত্য, নিত্য। শ্রুতি পরিষ্কারভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যংভিদা মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যঃ॥—‘বিশেষণাচ্চ॥১।২।১২॥’-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গীশ্রুতিঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনীতে ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।” “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৩॥” শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। ২।২১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—অনিত্য হইলেও জগতের অস্তিত্ব সত্য এবং শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদিও অনিত্য হইলেও সত্য (উভয়-স্থলেই গৌণার্থে—সত্য)। আর শ্বেতকেতুর জীবাত্মা মুখ্যার্থেই সত্য।

এক্ষণে “তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো”-বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা দেখা যাউক।

এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে জগৎ-কারণ এবং চিদ্রূপা জীবশক্তির শক্তিমান্ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। আর, “ত্বম্”-শব্দে শ্বেতকেতুরূপ জীবকে বুঝাইতেছে।

"তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো"-এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ হইতেছে—"হে শ্বেতকেতো। (জগৎ-কারণ—সুতরাং সর্ব্বাত্মক এবং চিদ্রূপা-জীবশক্তির শক্তিমান্ সত্যস্বরূপ) তাহা (সেই ব্রহ্ম) তুমি (শ্বেতকেতুরূপ জীব) হও।"

এ-স্থলে ব্রহ্ম ও জীবের সর্ব্বতোভাবে একত্ব বুঝাইতে পারে না। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জগৎ ও শ্বেতকেতুরূপ জীব ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম জগৎ হইতেও ভিন্ন এবং শ্বেতকেতুরূপ জীব হইতেও ভিন্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাত্মক বস্তু সর্ব্বতোভাবে এক বা অভিন্ন নহে।

জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ আছে।

ভেদ যথা :—প্রথমতঃ, জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মাত্মক হইলেও চিদচিৎ-মিশ্রিত; ব্রহ্মে কিন্তু অচিৎ বা জড়ের স্পর্শও নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বতোভাবে চিৎস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ, জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি গৌণভাবে সত্য হইলেও নিত্য নহে এবং বিকারীও। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন মুখ্যার্থে সত্য, নিত্য এবং বিকারাতীত।

তৃতীয়তঃ, জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে নিয়ম্য; ব্রহ্ম তাহাদের নিয়ন্তা।

চতুর্থতঃ, জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে সৃষ্ট বস্তু; এবং ব্রহ্ম হইতেছেন তাহাদের স্রষ্টা।

অভেদ যথা :—জগতের এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির উপাদান কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। উপাদানাংশে তাহাদের সহিত ব্রহ্মের অভেদ।

আর জীবাত্মা সম্বন্ধে :—

ভেদ যথা :—জীবাত্মা শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান্। জীবাত্মা অংশ, ব্রহ্ম অংশী। জীবাত্মা নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্ম নিয়ন্তা ; ইত্যাদি।

অভেদ যথা :—জীবাত্মা নিত্য, সত্য ; ব্রহ্মও নিত্য, সত্য। জীবাত্মা চিৎ-স্বরূপ, ব্রহ্মও চিৎ-স্বরূপ।

চিদ্রূপত্বে এবং নিত্যত্বে জীবস্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদের কথাই "তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতে পাওয়া যায় ; সর্ব্বতোভাবে অভেদ শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ।

খ। প্রকরণসঙ্গতি

প্রশ্ন হইতে পারে— উদ্দালক-ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্বই উপদেশ করিতেছিলেন এবং তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করার জন্যই তিনি শ্বেতকেতুকে আদেশ করিতেছিলেন। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয় হইল ব্রহ্ম। এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গেই উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন—"তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো—শ্বেতকেতো। তাহা তুমি হও"। প্রকরণ অনুসারে বুঝা যায়, এই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :—

"হে শ্বেতকেতো! যেই ব্রহ্মের কথা তোমার নিকটে বলিতেছি, সেই ব্রহ্ম তুমি।"

এই প্রকরণ-সঙ্গত অর্থে জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্বই সূচিত হইতেছে।

কিন্তু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—চিদ্রূপত্বে ও নিত্যত্বে জীবস্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য, সর্ব্বতোভাবে অভেদ এই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে—তাহা প্রকরণ-সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, কোন্ কোন্ বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অভেদ—ইহা এই প্রকরণের প্রস্তাবিত বিষয় নহে; প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্ব।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই। প্রস্তাবিত বিষয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম কি বস্তু, উদ্দালক তাহাই শ্বেতকেতুকে জানাইতেছিলেন। কিন্তু বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সম্যক্ উপদেশ সম্ভব নহে। কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন অসীম তত্ত্ব, সর্ব্ববিষয়ে অসীম। অসীম বস্তুর সম্যক্ বর্ণনা সম্ভব নহে। "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও অসম্যক্ বর্ণন, দিগ্‌দর্শন মাত্র। যে বস্তুর সম্যক্ পরিচয় দান সম্ভব নয়, কয়েকটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়। স্বয়ং ব্যাসদেবও এই নীতির অনুসরণ করিয়াই তাঁহার বেদান্তসূত্রে দিগ্‌দর্শনরূপে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে, তিনি বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ—এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম" এবং সমগ্র ব্রহ্মসূত্রে এই উক্তিটীই তিনি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যতীতও ব্রহ্মের অনেক কার্য্য আছে। বিশেষতঃ, সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্বের উল্লেখে ব্রহ্মের একটী তটস্থ লক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়, স্বরূপ-লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়না। তথাপি ইহা ব্রহ্মপরিচয়ের দিগ্‌দর্শন; সুতরাং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-প্রকরণের বহির্ভূত নহে—সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নহে।

উদ্দালকের অবস্থাও তদ্রূপ। ব্রহ্মের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী কথা বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্বেতকেতুর কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উদ্দালক-কথিত বাক্যসমূহ

ছান্দোগ্য-শ্রুতির ৬।৮।১-২ বাক্যদ্বয়ে জীবের সুষুপ্তি-অবস্থার কথা বলিয়া জানাইয়াছেন—সুষুপ্তিকালে জীব যাঁহার সহিত মিলিত হয়, তিনিই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম।

তাহার পরে ৬।৮।৩-৬ বাক্যে জানাইয়াছেন—জীবের এই স্থূল দেহের মূল হইতেছে অন্ন, অন্নের মূল জল, জলের মূল তেজ এবং তেজের মূল হইতেছেন সদ্‌ব্রহ্ম। ইহাদ্বারা তিনি জানাইলেন—এই সমস্তের পরমতম মূল বা কারণ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাও বলিয়াছেন

যে, সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়-এসমস্তের একমাত্র কারণই সদ্‌ব্রহ্ম। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬।৮।৪।।"

আবার ইহাও জানাইয়াছেন যে, পুরুষের (জীবের) উৎক্রান্তির (দেহত্যাগের) সময়ে বাক্ মনে মিলিত হয়, মন প্রাণে মিলিত হয়, প্রাণ তেজে মিলিত হয় এবং তেজ পরমদেবতায় (ব্রহ্মে) মিলিত হয় ॥৬।৮।৬॥

এই সমস্ত উক্তিদ্বারা উদ্দালক জানাইয়াছেন—সমস্ত জগৎই সদ্‌ব্রহ্মাত্মক; অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণ যিনি, সমস্ত জগৎ যদাত্মক, তিনিই ব্রহ্ম।

ইহার পরেই, যাহা ৬।৮।১ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬।৮।৬ পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, তাহারই সারভূত আলোচ্য বাক্যটী উদ্দালক বলিয়াছেন—"স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥৬।৮।৭॥"

উদ্দালকের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্বেতকেতু পরিষ্কারভাবে কোনও ধারণা পোষণ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি উদ্দালককে বলিলেন—"ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি—ভগবন্! পুনরায় বিষয়টী আমার নিকটে পরিষ্কার করিয়া বলুন।"

উদ্দালক প্রথমে বলিয়াছিলেন—সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। তাহাই যদি হয়, তবে জীব তাহা জানিতে পারে না কেন? সুষুপ্তির পূর্ব্বে এবং পরে জীব একই অবস্থায় থাকে এবং তদ্রূপই সর্ব্বদা মনে করে। সুষুপ্তির অবস্থা কিছুই জানিতে পারে না কেন? ইহাই শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসা বলিয়া উদ্দালক মনে করিলেন এবং বলিলেন ঃ—

বিভিন্ন বৃক্ষ (বৃক্ষের ফুল) হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মধুকর একত্রিত করিয়া মধু প্রস্তুত করে (৬।৯।১); কিন্তু মধু-মধ্যস্থিত বিভিন্ন রসের কোনও রসই জানে না,—সে কোন্ বৃক্ষের রস। তদ্রূপ সুষুপ্তি-অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াও জীব জানিতে পারে না যে, সে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াছে (৬।৯।২)। (এই দৃষ্টান্তের সার্থকতা কেবল স্বীয় অবস্থাসম্বন্ধে বৃক্ষরসের এবং জীবের অজ্ঞতা-সম্বন্ধে। এই দৃষ্টান্তে অজ্ঞতার হেতু কিছু জানা যায় না। এই দৃষ্টান্তে কেবল সাদৃশ্যই দেখান হইল)।

কর্ম্মফল অনুসারে জীব ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ-ইত্যাদি নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং নিজেদিগকেও ব্যঘ্র-সিংহাদি বলিয়াই মনে করে। সুষুপ্তির পূর্ব্বেও এইরূপ (৬।৯।৩)। (এই দৃষ্টান্তটীও কেবল সাদৃশ্য-বাচক)। ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা জানিতে পারে না)।

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন—স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"—ইত্যাদি।

ইহাতেও শ্বেতকেতুর সন্দেহ গেল না। বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করার জন্য তিনি

উদ্দালকের নিকটে পূর্ব্ববৎ পুনরায় প্রার্থনা জানাইলেন। আরও দৃষ্টান্তের সহায়তায় উদ্দালক বিষয়টী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন—

বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন নদী আসিয়া যখন সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন কোনও নদী বলিতে পারে না—পূর্ব্ব সে কোন্ নদী-নামে পরিচিত ছিল (৬।১০।১)। তদ্রূপ, জীব সৎ-ব্রহ্ম হইতে আগত হইয়াও জানিতে পারে না—আমি সৎ-ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি (অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থায় ব্রহ্মের সহিতই জীব মিলিত অবস্থায় থাকে। সুষুপ্তি-ভঙ্গে যখন জাগ্রত হয়, তখন এই জাগ্রত অবস্থাকেই ব্রহ্ম হইতে আগত বলা হইয়াছে। জাগ্রত জীব জানিতে পারে না যে, সুষুপ্তিতে সে ব্রহ্মের সহিত মিলিত ছিল)। সেজন্য জীব মনে করে—সুষুপ্তির পূর্ব্বে সে ব্যাঘ্র বা সিংহ আদি যাহা ছিল, সুষুপ্তির পরেও তাহাই আছে (৬।১০।২)।

ইহার পরেই আবার উদ্দালক সেই কথাই বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদম্ সর্ব্বম্"-ইত্যাদি।

এবারও শ্বেতকেতুর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ আবার প্রার্থনা জানাইলেন।

উদ্দালক বলিয়াছেন—এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জাত। এই প্রসঙ্গে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—চিদচিৎ-মিশ্রিত দেহেন্দ্রিয়াদিতে ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি চিদচিৎ-মিশ্রিত দ্রব্যও অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ; কিন্তু এই অস্তিত্ব অনিত্য, ইহার বিনাশ আছে ; কিন্তু জীবাত্মা চিদ্রূপ বলিয়া মুখ্যভাবে নিত্য, অবিনাশী। এই বিষয়ে শ্বেতকেতুর সন্দেহ-নিরসনার্থ উদ্দালক একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলিলেন—

বৃক্ষের নানাস্থনে কুঠারাঘাত করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকে, কেবল আহতস্থানে তাহার রস বাহির হয় ; কিন্তু মরে না। কেন না, বৃক্ষের জীবাত্মা বৃক্ষে তখনও বর্ত্তমান থাকে (৬।১১।১)। আবার বৃক্ষের জীবাত্মা যে শাখাকে ত্যাগ করে, তাহা মরিয়া যায় এবং জীবাত্মা যখন সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করে, তখন সমগ্র বৃক্ষটী মরিয়া যায় ; কিন্তু জীবাত্মা মরে না (৬।১১।২)। তদ্রূপ জীবাত্মা-পরিত্যক্ত দেহই মরিয়া যায়, জীবাত্মা মরে না (৬।১১।৩)।

ইহাদ্বারা দেখাইলেন—দেহেন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা বিকারশীল (বৃক্ষের রসক্ষরণ বিকারের পরিচালক) এবং বিনাশশীল ; কিন্তু চিদ্রূপ জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী, অবিকারী।

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি।

এখনও শ্বেতকেতুর সন্দেহ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয় নাই। তাই তিনি আবার উদ্দালকের নিকটে পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন।

উদ্দালক বলিয়াছেন—সমস্তই ব্রহ্মাত্মক এবং ব্রহ্মই সমস্তের অভ্যন্তরে নিয়ামকরূপে বিদ্যমান। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মকে জীব দেখে না কেন? আর যাহাকে দেখা

যায় না, তাহা হইতে দৃশ্যমান জগৎ কিরূপে জন্মিতে পারে ? এইরূপ সন্দেহ-নিরসনের জন্য উদ্দালক একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলিলেন—

"শ্বেতকেতো! বটবৃক্ষের একটা ফল আন।" শ্বেতকেতু তাহা আনিলে উদ্দালক বলিলেন—"এই ফলটীকে খণ্ড খণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ডকে আবার খণ্ড খণ্ড কর।" শ্বেতকেতু তদ্রূপ করিলেন। "খণ্ডের ভিতরে কি দেখিতেছ ?" উত্তর—"কিছুই দেখিতেছিনা ৬।১২।১॥"

তখন উদ্দালক বলিলেন—"শ্বেতকেতো ! খণ্ডিত বট-ফলের মধ্যে তুমি অতিসূক্ষ্ম বীজাণুকে দেখিতেছি না ; কিন্তু বীজাণু আছে এবং দর্শনের অযোগ্য এই অতিসূক্ষ্ম বীজাণুর মধ্যেই এই বিরাট বটবৃক্ষটীও বিদ্যমান আছে। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। ৬।১২।২॥"

তাৎপর্য্য এই যে, জগতের কারণ যে সদ্‌ব্রহ্ম, তিনি আছেন সত্য এবং এই দৃশ্যমান বিরাট বিশ্বও তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু তাঁহাকে এই চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলেই তাঁহাকে দর্শন বা উপলব্ধি করা যায়। সেই অবস্থা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদ্‌ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না এবং এই ব্রহ্মাণ্ডও যে সদ্‌ব্রহ্মাত্মক, তাহাও উপলব্ধি করা যায় না।

ইহার পরে উদ্দালক আবার সেই বাক্যটী বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি।

শ্বেতকেতুর আরও সন্দেহ রহিয়াছে। সদ্‌ব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষীভূত হয়েন না ? তাই তিনি উদ্দালকের নিকটে পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। উদ্দালকও আর একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন—জলে নিক্ষিপ্ত লবণপিণ্ডের দৃষ্টান্ত।

উদ্দালকের আদেশ অনুসারে শ্বেতকেতু রাত্রিকালে একটী পাত্রস্থিত জলের মধ্যে একটী লবণপিণ্ড ফেলিয়া রাখেন। পরের দিন প্রাতঃকালে উদ্দালক ঐ জল হইতে লবণপিণ্ডটীকে আনিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু তাহা খুঁজিয়া পায়েন না (৬।১৩।১)। (লবণপিণ্ড জলে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে)। উদ্দালকের আদেশে শ্বেতকেতু জলপাত্রের বিভিন্ন স্থান হইতে জল লইয়া মুখে দিয়া বুঝিলেন—সকল স্থানের জলই লবণাক্ত, অর্থাৎ জলের সর্ব্বত্রই লবণ বিদ্যমান। তখন উদ্দালক বলিলেন—"শ্বেতকেতো ! তুমি লবণকে দেখিতেছ না ; কিন্তু লবণ যে জলের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহা অনুভব করিতেছ। তদ্রূপ সদ্‌ব্রহ্মকেও দেখিতে পাইতেছ না বটে ; কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান (৬।১৩।২॥)"। তাৎপর্য্য হইল এই—জলস্থিত লবণ চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে—জিহ্বাদ্বারা—অনুভূত হয়। তদ্রূপ, সদ্‌ব্রহ্মও চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয়েন না বটে; কিন্তু অন্য উপায়ে অনুভূত হয়েন।

ইহার পরে উদ্দালক আবার বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি (৬।১৩।৩)।

এখনও শ্বেতকেতুর সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। জলমধ্যস্থিত লবণকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া না গেলেও জিহ্বাদ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সদ্‌ব্রহ্মকে কিসের দ্বারা অনুভব করা যায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার আশায় শ্বেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—"ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।" উদ্দালক তখন এক বদ্ধচক্ষু লোকের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন।

একটী লোকের চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে গান্ধার-দেশ হইতে আনিয়া কোনও জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে যদি বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সে সকল দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল চীৎকারই করিতে থাকে,গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে না (৬।১৪।১)। তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া কোনও দয়ালু লোক তাহার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিয়া যদি বলেন—"এই উত্তর দিকে গান্ধারদেশ; তুমি সেই দিকে গমন কর, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যদি উপদেশ-গ্রহণে পটু হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া গান্ধার দেশকে প্রাপ্ত হইতে পারে। তদ্রূপ, যিনি আচার্য্যবান্ (যিনি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন), তিনিও সদ্‌ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্ম শেষ হইলেই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন (৬।১৪।২)।"

এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে—সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং সেই কৃপার আশ্রয়ে, যিনি উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, উপাসনার ফলে তাঁহার অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হইলে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়।

এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উদ্দালক আবার সেই বাক্যটী বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি (৬।১৪।৩)॥

কিন্তু শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসার এখনও শেষ হয় নাই। কি ক্রম অনুসারে আচার্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হওয়ায় শ্বেতকেতু পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন—"ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।" উদ্দালক তখন মুমুর্ষু ব্যক্তির উৎক্রমণের ক্রম বলিয়া শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুমুর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনেতে না মিলে, মন প্রাণেতে না মিলে, প্রাণ তেজে না মিলে এবং তেজও পরদেবতাতে মিলিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই মুমুর্ষু ব্যক্তি জ্ঞাতি-আদিকে চিনিতে পারে (৬।১৫।১)। কিন্তু যখন তাহার বাক্ মনেতে, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরদেবতাতে মিলিত হয়, তখন সে জ্ঞাতি-প্রভৃতিকে চিনিতে পারে না (৬।১৪।২)।

উল্লিখিত দুইটী বাক্যে যাহা বলা হইল, তাহাতে যেন বুঝা যায়—লোকের মৃত্যুর ক্রমই ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম। মৃত্যুর ভিতর দিয়া গেলেই যেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ বলার পরে উদ্দালক আবার সেই বাক্যটীই বলিলেন—"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি।

কিন্তু মৃত্যুর ক্রমসম্বন্ধে উদ্দালক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্বেতকেতুর মনে যেন সন্দেহ জগিয়া উঠিল। মৃত্যুর ভিতর দিয়া গেলেই কি ব্রহ্মকে পাওয়া যায়? মৃত্যু তো সকলেরই হয়। সকলেই কি তবে ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে? তাহা হইলে বদ্ধচক্ষু লোকের দৃষ্টান্তে আচার্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে জানিতে বা পাইতে পারেন—একথাই বা বলা হইল কেন? এইরূপ সন্দেহের সমাধানের জন্য শ্বেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন—"ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।"

উদ্দালক তখন এক চোরের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন।

চোরসন্দেহে রাজপুরুষগণ একটী লোককে বিচারকের নিকটে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সে চৌর্য্য স্বীকার করে না; অথচ তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যের অভিযোগও প্রত্যাহৃত হয় না। তখন সে দোষী, কি নির্দ্দোষ, তাহা স্থির করার জন্য এক দিব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। একখানা কুঠারকে আগুনে ফেলিয়া খুব উত্তপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই তপ্ত কুঠার ধরিবার জন্য বলা হয় এবং ইহাও বলা হয়—"তুমি যদি নির্দ্দোষ হও, কুঠার-স্পর্শে তুমি দগ্ধ হইবে না; আর যদি দোষী হও, তুমি দগ্ধ হইবে।" এ-সমস্ত জানিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি তপ্ত কুঠারে হাত দিল, তাহার হাত পুড়িয়া গেল; সে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং শাস্তি পাইল। এ-স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চুরি করিয়াছে—ইহা নিজে জানিয়াও চৌর্য্য অস্বীকার করায় সত্যের পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অসত্যের আশ্রয়েই তপ্তকুঠারে হাত দিয়া দগ্ধ হইয়াছে (৬।১৬।১)।

আর এক ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত। সে যদি তপ্ত কুঠার স্পর্শ করে, তাহা হইলে দগ্ধ হইবে না। শাস্তিও পাইবে না, রাজপুরুষদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। এ-স্থলে প্রথমেও সে বলিয়া থাকিবে—"আমি চুরি করি নাই।" ইহাতে সে সত্যের আশ্রয়ে আছে, তাহাই বুঝা গেল। আবার, সত্যের আশ্রয়েই সে তপ্তকুঠারে হাত দিয়া দগ্ধ হইল না, মুক্তি পাইল (৬।১৬।২)।

উক্ত সত্যবাদী পুরুষ যেমন উত্তপ্ত কুঠার গ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় না এবং রাজপুরুষদিগের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ যিনি সত্যাভিসন্ধ, তিনিও সদ্‌ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হয়েন। আর যে ব্যক্তি অসত্যাভিসন্ধ, তাহার যেমন হাত পুড়িয়া যায়, রাজপুরুষদের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ হয় না এবং তাহাকে যেমন শাস্তিও ভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ অসত্যাভিসন্ধ লোকও সদ্‌ব্রহ্মকে জানিতে পারে না; সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; তাহাকে সংসার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় (৬।১৬।৩)।

তাৎপর্য্য এই। আচার্য্যের উপদেশে যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়েন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া মৃত্যুর পরে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন।

যিনি তদ্রূপ কিছু করেন না, অনিত্য সংসারেই যিনি আসক্ত, মৃত্যুর পরে তাঁহার মুক্তি হয় না; তাঁহাকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ইহার পরেও উদ্দালক আবার সেই কথাই বলিলেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"

ইহার পরে শ্বেতকেতুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি উদ্দালকের উপদেশ বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি॥' ৬।১৬।৩॥"

এখানেই উদ্দালক-শ্বেতকেতুর বিবরণ শেষ।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে দেখা গেল, উদ্দালক-ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর নিকটে কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শনরূপেই ব্রহ্মের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে জীব যাঁহার সহিত মিলিত হয়, যিনি জগতের মূল কারণ, এই সমস্ত জগৎ যদাত্মক, যিনি জগতের নিয়ন্তা এবং যিনি সত্যস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। এই পরিচয় কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"-বাক্যেও তিনি জানাইয়াছেন—"শ্বেতকেতো! নিত্যত্বে ও চিন্ময়ত্বে যাঁহার সহিত তোমার স্বরূপের অভেদ, তিনিই ব্রহ্ম।" সমস্তই দিগ্‌দর্শনাত্মক বাক্য। সুতরাং "তত্ত্বমসি"-বাক্যের পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থ যে প্রকরণের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

গ। তত্ত্বমসি-বাক্য এবং ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্য

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক ঋষি যে কয়টী বাক্য বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত "তত্ত্বমসি"-বাক্যের পূর্ব্বকথিত অর্থের (অর্থাৎ চিদংশে এবং নিত্যত্বে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভিন্নত্ব-সূচক অর্থের) সঙ্গতি আছে কিনা।

এই প্রসঙ্গে শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক যে কয়টী বাক্য বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদে তৎসমস্তই উল্লিখিত হইয়াছে। মোট বাক্য বত্রিশটী; তন্মধ্যে নয়টীই হইতেছে একরূপ "স য এষোঽণি-মৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি। এই বাক্যটীর মধ্যেই "তত্ত্বমসি"-বাক্য অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট তেইশটী বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

এই তেইশটী বাক্যের কোনও বাক্যেই জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্বের কথা বলা হয় নাই। কয়েকটী বাক্যে বরং জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে। যথা,

৬।৮।১-বাক্যে বলা হইয়াছে—সুষুপ্তি-কালে জীব ব্রহ্মের সহিত "সম্পন্নো ভবতি।" "সম্পন্নো ভবতি"—অর্থ মিলিত হয়। যিনি মিলিত হয়েন এবং যাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়, এই উভয় এক হইতে পারে না; মিলন-শব্দটীও প্রাপ্য-প্রাপকের ন্যায় ভেদ-সূচক।

সুষুপ্তি-কালে যে ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১।৩।৪২॥"-ব্রহ্মসূত্রেও তাহা বলা হইয়াছে (২।৩৯-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬।৮।২—বাক্যে সুত্রবদ্ধ শকুনির (পক্ষীর) দৃষ্টান্তে সুষুপ্ত জীব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—“প্রাণমেবোপাশ্রয়তে—(জীব) প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে।” পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইলেন আশ্রয় এবং জীব হইল তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকিবেই।

৬।৮।৩॥, ৬।৮।৪॥, ৬।৮।৫॥ এবং ৬।৮।৬॥-এই চারিটী বাক্যে ব্রহ্মের মূল-কারণত্বের কথা এবং সমস্ত প্রজার ব্রহ্মমূলত্ব, ব্রহ্মায়তনত্ব এবং ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেও ভেদ সূচিত হইয়াছে। কেননা, আয়তন বা আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভিন্ন নহে, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত এক এবং অভিন্ন নহে।

এ-সকল বাক্যে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মক বস্তু এবং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

৬।১২।১॥ এবং ৬।১২।২॥-এই দুই বাক্যেও বটবৃক্ষের ফল এবং বীজাণুর দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতেও ভেদ সূচিত হইয়াছে। কেননা, কার্য্য ও কারণ দৃশ্যমানভাবে ভিন্ন, বীজ এবং বীজোৎপন্ন বৃক্ষের ন্যায়।

৬।১৪।২॥-বাক্যে বদ্ধচক্ষু পুরুষের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ—যিনি আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।” ইহাও ভেদসূচক বাক্য; কেননা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

এই বাক্যে আরও বলা হইয়াছে—আচার্য্যবান্ পুরুষ “সম্পৎস্যে—ব্রহ্ম সম্পৎস্যে – ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।” আচার্য্যবান্ পুরুষ হইলেন প্রাপক এবং ব্রহ্ম তাঁহার প্রাপ্য। প্রাপ্য এবং প্রাপক কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

এই শ্রুতিবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সূচিত হইয়াছে।

৬।১৫।১॥ এবং ৬।১৫।২॥-বাক্যে মুমূর্ষু জীবের অণুত্ব, বা ব্রহ্ম হইতে পৃথকত্ব, সূচিত হইয়াছে। উৎক্রমণের কথাতেই জীবের অণুত্ব, বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ত্ব সূচিত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যায়।

অপর বাক্যগুলির মধ্যে—

৬।৯।৩॥ এবং ৬।১০।২॥-বাক্যদ্বয়ে ব্যাঘ্র-সিংহাদির দৃষ্টান্তে এবং ৬।১৪।১॥-বাক্যে বদ্ধচক্ষু পুরুষের দৃষ্টান্তে সংসারী জীবের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল বাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদের বা অভেদের কথা কিছু জানা যায় না।

৬।১৬।১॥ এবং ৬।১৬।২॥-বাক্যদ্বয়ে চোরের দৃষ্টান্তে জীবের সংসারিত্বের এবং বিমুক্তির

কথাই বলা হইয়াছে। এই বাক্যদ্বয় হইতেও জীব-ব্রহ্মের স্বরূপগত ভেদের বা অভেদের কথা জানা যায় না।

৬।১৩।১॥ এবং ৬।১৩।২॥-বাক্যদ্বয়ে লবণের দৃষ্টান্তে প্রাকৃত দৃষ্টিতে ব্রহ্মানুভবের অযোগ্যতার কথাই বলা হইয়াছে। এস্থলেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ বা অভেদের কথা কিছু বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা জানা না গেলেও উদ্দালকের অবতারিত মধুর এবং নদীর দৃষ্টান্ত হইতে মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদের কথা জানা যায়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—মধু ও নদীর দৃষ্টান্তে মুক্তজীবের নাম-রূপহীনতা এবং নাম-রূপ-বিস্মৃতির কথাই বলা হইয়াছে, সর্ব্বতোভাবে অভেদের কথা বলা হয় নাই। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৬।৯।১॥ এবং ৬।৯।২॥-এই বাক্যদ্বয়ে বলা হইয়াছে—মধুকর বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করে; তাহাতে মধু প্রস্তুত হয়; কিন্তু মধুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন রসের মধ্যে কোনও রসই জানে না—সে কোন্ বৃক্ষের রস ছিল। ইহাদ্বারা বুঝা যায়—প্রত্যেক রসেরই পূর্ব্ব-নাম-রূপ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব-নামরূপের কথাও কোনও রসের স্মৃতিপথে উদিত হয় না।

৬।১০।১॥-বাক্যেও নদীর দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন কোনও নদীই জানিতে পারে না—পূর্ব্বে সে কোন্ নদী ছিল,—গঙ্গা ছিল, কি যমুনা ছিল, না কি অন্য কোনও নদী ছিল। ইহাদ্বারা বুঝা যায়—সমুদ্রে মিলিত হইলে নদীসমূহের পূর্ব্ব নামরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং পূর্ব্ব নামরূপের কথাও কোনও নদীর স্মৃতিপথে উদিত হয় না।

জীবও তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলে তাহার পূর্ব্ব নাম-রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পূর্ব্ব নাম-রূপের কথাও তাহার মনে থাকে না। কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার পৃথক্ অস্তিত্বের বিলুপ্তি সূচিত হয় না। কেননা, শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—মুক্তজীবের পিতামাতা হইতে লব্ধ পূর্ব্ব শরীরের—সুতরাং পূর্ব্ব নাম-রূপের—কথা মনে থাকে না, অথচ তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। যথা, "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়ম্ অস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।৩॥ (অনুবাদ ২।৪২-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।" এই ছান্দোগ্য-বাক্য হইতে জানা গেল—"নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং—মুক্তজীব পিতামাতা হইতে উৎপন্ন শরীরকে স্মরণ করে না।" অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব নাম-রূপের কোনওরূপ স্মৃতি থাকেনা। ইহাদ্বারা পূর্ব্ব নাম-রূপের বিলুপ্তিও সূচিত হইতেছে। অথচ তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে "পর্য্যেতি—বিচরণ করে," "জক্ষৎ ক্রীড়ন্

রমমাণঃ—ভোজনাদি করে, ক্রীড়া করে, আনন্দ উপভোগ করে”-এ-সমস্ত উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না। এই ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট কথাতেই মুক্তজীবের পূর্ব্ব-নাম-রূপ-স্মৃতিহীনতার সঙ্গেই পৃথক্ অস্তিত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই ছান্দোগ্য-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মধুবিষয়ক এবং নদীবিষয়ক আলোচ্য ছান্দোগ্যবাক্যগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে—মধু ও নদীর দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলিত জীবের পূর্ব্ব-নাম-রূপ-বিস্মৃতির কথাই বলা হইয়াছে, পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা– সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের পরমৈকত্বের কথা—বলা হয় নাই।

কেহ বলিতে পারেন – নদীর দৃষ্টান্তে ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—“নদ্যঃ···সমুদ্র এব ভবন্তি—(সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া) নদীসমূহ সমুদ্রই হইয়া যায়।” ইহাতে বুঝা যায়, সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নদীসমূহও সমুদ্রই হইয়া যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া জীবও ব্রহ্মই হইয়া যায়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। “তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি॥ ছান্দোগ্য॥৬।১০।১॥—সমুদ্রে গিয়া নদী সকল জানিতে পারে না—আমি হইতেছি অমুক নদী”। এই বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব-নাম-রূপ-বিস্মৃতি জানাইবার জন্যই নদীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্ত্তী ৬।১০।২॥-বাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। উপমান ও উপমেয়ের সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য থাকে না, থাকার প্রয়োজনও নাই। কোনও এক বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেই উপমা-অলঙ্কার সার্থক হইতে পারে।

যাহা হউক, সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নদীসমূহ সমুদ্রই হইয়া যায়; ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—নদীর যে অংশ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সমুদ্রের বাহিরে তাহার আর কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা। মুক্তজীবগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মের বাহিরে তাঁহাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে যে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে এবং মনের দ্বারা তাঁহারা যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। সুষুপ্তির পরে জীব যখন জাগ্রত হয়, তখন সে জানিতে পারে না যে, সুষুপ্তি-কালে সে ব্রহ্মের সহিতই মিলিত ছিল এবং ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে জাগ্রত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব আরব্ধ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। শ্বেতকেতুকে এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্যই উদ্দালক নদীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কেবল পূর্ব্বাবস্থার বিস্মৃতি দেখাইবার জন্যই এই দৃষ্টান্ত।

সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত মিলনে যদি জীব স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে আর জাগ্রত হওয়াই সম্ভব হয় না। যে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে জাগরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জাগ্রত হইবে কে? ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে (২।৩৯-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচনা হইতে জানা গেল—জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপত্বের কথা উদ্দালক কোনও বাক্যেই বলেন নাই। আলোচিত পূর্ব্ববাক্যগুলির সর্ব্বত্রই জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই তিনি বলিয়াছেন।

এইরূপে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা যেমন বলিয়াছেন, দুইটী বাক্যে আবার কোনও কোনও বিষয়ে অভেদের ইঙ্গিতও দিয়াছেন—বৃক্ষের দৃষ্টান্তে।

৬।১১।১॥ এবং ৬।১১।২॥-এই বাক্যদ্বয়ে উদ্দালক জীবাত্মার মৃত্যুহীনতার কথা—সুতরাং নিত্যত্বের কথাদ্বারা জীবাত্মার চিদ্রূপত্বের কথাও—বলিয়া গিয়াছেন। এই বাক্যদ্বয় হইতে জানা গেল—জীবাত্মা নিত্য এবং চিদ্রূপ। ব্রহ্মও নিত্য এবং চিদ্রূপ। এই দুইটী বিষয়ে যে জীব-ব্রহ্মের সাম্য বা অভেদ আছে, তাহাই উদ্দালক জানাইয়াছেন।

সর্ব্বদাই উদ্দালক সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা বলিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "স আত্মা"-বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের কথাও বলিয়াছেন। নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যেও ভেদ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাত্মক বস্তুর মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদও আছে। জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদের কথা যখন উদ্দালক কোথাও বলেন নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—"তত্ত্বমসি"-বাক্যে জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদের কথা উদ্দালকের অভিপ্রেত নহে।

বৃক্ষের দৃষ্টান্তে যখন জীবাত্মার চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মও যখন চিৎ-স্বরূপ এবং নিত্য, তখন ইহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, নিত্যত্বে এবং চিন্ময়ত্বেই যে জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ, অন্য কোনও বিষয়ে যে অভেদ নাই, ইহাই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

এইরূপে উদ্দালক-কথিত সমস্ত বাক্যগুলির আলোচনায় জানা গেল যে, কেবলমাত্র নিত্যত্বে এবং চিন্ময়ত্বেই জীব-ব্রহ্মের অভেদ—ইহাই হইতেছে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য। জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদ "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্য বলিয়া শ্রুতি হইতে জানা যায় না।

ঘ। জীবের ব্রহ্ম-শব্দবাচ্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন—

"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।৮।৪॥—হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজা (জন্য পদার্থ) সন্মূলক (ব্রহ্ম-মূলক, ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সৎ-প্রতিষ্ঠ (প্রলয়কালেও ব্রহ্মেই অবস্থান করে।"

এই জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম বলিয়া কার্য্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষায় জগৎকেও শ্রুতি ব্রহ্ম বলিয়াছেন। যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম"। কিন্তু কার্য্য ও কারণ সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে বলিয়া এই দৃশ্যমান জগৎ এবং ব্রহ্মও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে। "ঘটও

মাটী, কলসও মাটী”—এইরূপ উক্তিতেও ঘট-কলসের কারণ মৃত্তিকা (মাটী) বলিয়াই ঘট ও কলসকে মাটী (মৃত্তিকা) বলা হয়; কিন্তু ঘট-কলস এবং মৃত্তিকা সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। মৃদাত্মক বলিয়াই ঘট-কলসকেও মৃত্তিকা বলা হয়। তদ্রূপ এই জগৎও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা হয়। জগতের ব্রহ্ম-শব্দবাচ্যত্ব ঔপচারিক।

তদ্রূপ, প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। এ-স্থলেও প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীবের ব্রহ্ম-শব্দবাচ্যত্ব হইবে ঔপচারিক। ইহাদ্বারা প্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্ট জীব ও তাহার কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদ সূচিত হয় না।

শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেও অনেক সময়ে শক্তিকে শক্তিমান্ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। রাজার সৈন্যবাহিনী হইতেছে রাজার শক্তি। কোনও রাজার সৈন্যবাহিনী যদি অপর কোনও রাজার রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলেও বলা হয়—অমুক রাজা অমুক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই এইরূপ উক্তি।

জীবস্বরূপ বা জীবাত্মাও হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় জীবাত্মাকেও তদ্রূপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদ সূচিত হইবে না।

শক্তির মূল বা আশ্রয়ও হইতেছে শক্তিমান্। ব্রহ্মের শক্তিরূপ জীবাত্মার মূল বা আশ্রয় ব্রহ্ম বলিয়া আশ্রয়-আশ্রিতের অভেদ-বিবক্ষাতেও জীবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। “ঘৃত আন”—বলিলে যেনন ঘৃতের ভাণ্ড আনা হয়, এ-স্থলে যেমন আশ্রয়-আশ্রিতের বা আধার-আধেয়ের অভেদ মনন করা হয়, তদ্রূপ। কিন্তু এ-স্থলেও সর্ব্বতোভাবে অভেদ সূচিত হয় না।

এইরূপে দেখা গেল, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের প্রতি—শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ, আশ্রিত-আশ্রয়-সম্বন্ধ, প্রাকৃতদেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতি—লক্ষ্য রাখিয়া জীবকে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আর একটী নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও আছে—প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়া জীবও স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের প্রিয়। এই প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। লৌকিক জগতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রাম ও শ্যামের মধ্যে যদি গাঢ় প্রীতির বন্ধন থাকে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে এবং বিষয়-বিশেষে রামকেও বলা হয়—“তুমিই শ্যাম।” তথাপি কিন্তু রাম ও শ্যাম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি উদ্দালক বলিয়া থাকেন—“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো,” তাহা হইলে শ্বেতকেতু-নামক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে— এরূপ অর্থস্থলেও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব সূচিত হয় না। সম্বন্ধ-বিবক্ষায় মাত্র অভেদ।

৫০। শ্রীপাদ রামানুজাদিকৃত "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ

শ্রীপাদ রামানুজাদি প্রাচীন আচার্য্যগণ "তত্ত্বমসি"-বাক্যের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থ

ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-খণ্ডনের এবং সবিশেষত্ব-প্রতিপাদনের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার সারমর্ম্ম এই ঃ—

"তত্ত্বমসি"-বাক্যটীর অর্থ কি লক্ষণাবৃত্তিতে করিতে হইবে, না কি সামানাধিকরণ্যে করিতে হইবে ?

লক্ষণা বৃত্তিতে অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। কেননা,

প্রথমতঃ, যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলেই লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার নিয়ম। আলোচ্য বাক্যে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণের হেতু নাই; গ্রহণ করিলে তাহা হইবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত প্রকরণের সঙ্গতি থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধ।

এই সমস্ত কারণে লক্ষণাবৃত্তিতে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত হইবে না (পরবর্ত্তী ২।৫১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

লক্ষণাবৃত্তির অর্থ সুসঙ্গত হয় না বলিয়া সামানাধিকরণ্যেই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার তত্ত্বোপদেশ-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয় সামানাধিকরণ্যে সম্বন্ধ (২।৫১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"তৎ ত্বম্ অসি"-এই বাক্যটীতে সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহাও নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাচক নহে। কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্"-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইতেছে। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্—তিনি সঙ্কল্প করিলেন, বহু হইব"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সবিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। উদ্দালক-শ্বেতকেতু-প্রকরণেও ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং

"তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যের অন্তর্গত "তৎ"-পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। আর 'তৎ"-পদের সহিত সমানাধিকরণ—বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন—"ত্বম্"-পদেও যে অচিদ্বিশিষ্ট জীব-শরীরক ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, বিভিন্ন পদার্থের যে একার্থ-বোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিরণ্যম্।" "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার) প্রভেদ থাকে না, প্রভেদ না থাকিলে সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হয় না।

প্রকৃতপক্ষে, জীব যাঁহার শরীর এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" এই পদদ্বয় সেই ব্রহ্মবোধক হইলেই এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয় এবং দুই প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্ট পদদ্বয় একই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। অধিকন্তু সামানাধি-করণ্য করিলেই ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রোক্ত জীবান্তর্যামিত্ব এবং সর্ব্বনিয়ামকত্বও সঙ্গতিযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে উদ্দালক-শ্বেতকেতু-বিষয়ক প্রকরণের উপক্রমের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হইতে পারে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্মশরীর, স্থূল চিদচিৎ-বস্তুনিচয়ও তদ্রূপ ব্রহ্মশরীর ; অথচ, স্থূল ভাগ ঐ সূক্ষ্ম ভাগ হইতেই উৎপন্ন। শ্রুতিপ্রোক্ত এই কার্য্য-কারণ-ভাবও সামানাধিকরণ্যেই রক্ষিত হইতে পারে।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—ঈশ্বরদিগেরও সেই পরম মহেশ্বরকে", "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—তাঁহার বিবিধা পরাশক্তির কথা শ্রুত হয়", "অপহতপাপ্মা......সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প— তিনি পাপরহিত,.......সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প"-ইত্যাদি ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের সহিতও সামানাধিকরণ্যের অর্থে কোনও বিরোধ থাকে না।

যদি বলা যায়, সামানাধিকরণ্যের আশ্রয়ে উল্লিখিতরূপ অর্থ করিলে "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ কিরূপে জানা যাইবে অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে-ইহা কিরূপে জানা যাইবে ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—এখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব নাই। কেননা, ঐ প্রকরণে প্রথমেই "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্—এই সমস্ত জগৎই ঐতদাত্ম—ব্রহ্মাত্মক"-এই বাক্যেই উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্ত-বিষয় প্রতিপাদন করাই হইতেছে শাস্ত্রের প্রয়োজন। "ইদং সর্ব্বম্"-বাক্যে জীব ও জগতের নির্দ্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যম্"-বাক্যে ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীবজগতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ-এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই সকলের অবস্থিতি, ব্রহ্মেই সকলের লয়। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের জন্য যেমন ব্রহ্মের

সর্ব্বাত্মকত্বকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এ-স্থলেও (আলোচ্য প্রসঙ্গেও) তদ্রূপ "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৪ — সদ্‌ব্রহ্মই এই সমস্ত প্রজার মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়-স্থান"-এই বাক্যেও ব্রহ্মাত্ম-ভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে, আরও বহু যুক্তি ও শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন— "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যের সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলেই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে।

সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে "তৎ" ও "ত্বম্" ভিন্নার্থ-বোধক হইবে, অথচ একই বস্তুকে (ব্রহ্মবস্তুকে) প্রতিপাদন করিবে। তাহাতে বুঝা যাইবে যে "তৎ"-পদবাচ্য ব্রহ্ম এবং "ত্বম্"-পদবাচ্য জীব-এই উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ বিদ্যমান, সর্ব্বতোভাবে ভেদ বা সর্ব্বতোভাবে অভেদ বিদ্যমান নহে। সর্ব্বতোভাবে ভেদ, বা সর্ব্বতোভাবে অভেদ স্বীকার করিলে "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধই জন্মিতে পারে না। (৪।১৬ ন-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

খ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত অর্থ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিভিন্ন স্থানে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করা হইতেছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—বেদের দুই রকম ভেদ—ত্রৈগুণ্য-বিষয় এবং নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়। ত্রৈগুণ্যবিষয়ক অংশ আবার তিন প্রকার। প্রথম প্রকারে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; যথা, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারে ত্রিগুণময় বস্তুসমূহ যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক ঈশিতব্য, তাহা দেখাইয়া ব্রহ্মের মহিমাদি প্রদর্শন করা হইয়াছে ; যথা, 'ইন্দ্রো জাতোঽবসিতস্য রাজেত্যাদি— ইন্দ্র স্থাবর-জঙ্গমের রাজা হইয়াছেন, ইত্যাদি।" আর, তৃতীয় প্রকারে—ত্রৈগুণ্যের নিরসন করিয়া পরম-বস্তুর উপদেশ করা হইয়াছে (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর-সংস্করণ। ৫৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)।

ইহাও আবার দুই রকম, অর্থাৎ দুইভাবে পরম-বস্তু ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে— নিষেধদ্বারা এবং সামানাধিকরণ্যদ্বারা।

নিষেধদ্বারা, যথা—"অস্থূলমনণু, নেতি নেতি-ইত্যাদিঃ—স্থূল নহেন, অণু নহেন ; ইহা নহেন, ইহা নহেন-ইত্যাদি"-বাক্যসমূহে ব্রহ্মে প্রাকৃতত্ব নিষেধ করা হইয়াছে।

আর, সামানাধিকরণ্যদ্বারা, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসীত্যাদিঃ।"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যে "তজ্জাতত্বাদিতি হেতোঃ সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মত্বং নির্দ্দিশ্য তত্রাবিকৃতঃ সদিদমিতি প্রতীতি-পরমাশ্রয়ো যোঽংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যুপদিশ্যতে।— ব্রহ্ম হইতে জাত

বলিয়া সমস্তেরই ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সমস্ত জগতের অস্তিত্ব-প্রতীতির অবিকৃত-পরমাশ্রয়স্বরূপ যে অংশ, তাহাই শুদ্ধ ব্রহ্ম—ইহা বলা হইয়াছে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই :—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম – এই সমস্তই ব্রহ্ম"-এই বাক্যে যে সমস্তকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্তকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও এই সমস্ত হইতেছে বিকারশীল। ব্রহ্ম কিন্তু বিকারশীল নহেন। আবার, অবিকৃত ব্রহ্ম এই সমস্তের পরম আশ্রয় বলিয়াই এই সমস্ত বিকারশীল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে। সেই অবিকৃত পরমাশ্রয়ভূত বস্তুই হইতেছে শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইলেও শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ইদন্তু বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।১।৫।২০॥"

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদং বিশ্বং ভগবানেব, স তু অস্মাদিতরঃ। ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চো ন পৃথক্, ঈশ্বরস্তু প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতো ভগবতো হেতো র্জগতঃ স্থিত্যাদয়ো ভবন্তি।—এই বিশ্ব ভগবান্‌ই, ভগবান্ কিন্তু বিশ্ব হইতে অন্য। ভগবান্ হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ নহে ; ভগবান্ কিন্তু প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্—ইহাই অর্থ। তাহার হেতু এই যে—ভগবান্ হইতেই জগতের স্থিতি-আদি হয়।"

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"ইদং বিশ্বং ভগবানিব ভগবতোঽনন্যদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতরঃ তটস্থ-শক্ত্যাখ্যো জীবশ্চ স ইবেতি পূর্ব্ববৎ। অতএব ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি শ্রুতী॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর।২০৩ পৃষ্ঠা॥—এই বিশ্ব ভগবান্‌ই অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে। এই বিশ্ব হইতে অন্য যে তটস্থ-শক্তি-নামক জীব, সেই জীবও ভগবান্‌ই, ভগবান্ হইতে অন্য নহে। এ জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সমস্তই ঐতদাত্মক—ব্রহ্মাত্মক, এই সমস্তই ব্রহ্ম।"

এইরূপে শ্রীজীবপাদ সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগে দেখাইলেন যে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যে এই জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও ইহাদ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ হইতে পৃথক্। জীব-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে ; কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্।

এইরূপে সামানাধিকরণ্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যের তাৎপর্য্য দেখাইয়া তিনি তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের তাৎপর্য্যও ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৯১-পৃষ্ঠা)।

"উত্তরবাক্যে (অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যে) ত্বং-পদার্থস্য তদ্বচ্চিদাকার-তচ্ছক্তিরূপত্বেন তৎ-পদার্থৈক্যং যদ্যুপপদ্যতে, তেনাপি তৎপদার্থোঽপি ব্রহ্মৈবোদ্দিশ্যতে। তৎ-পদার্থজ্ঞানং বিনা ত্বং-

পদার্থজ্ঞানমাত্রমকিঞ্চিৎকরমিতি হি তৎপদোপন্যাসঃ। ত্রৈগুণ্যাতিক্রমস্তু উভয়ত্রাপি।—'তত্ত্বমসি'-বাক্যে, ত্বং-পদার্থের (অর্থাৎ জীবস্বরূপের) তদ্রূপ চিদাকার-শক্তিরূপত্বহেতু যে তৎ-পদার্থের সহিত ঐক্য উপপ্রাদন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তৎ-পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। তৎ-পদার্থের (ব্রহ্মের) জ্ঞানব্যতীত ত্বং-পদার্থের (জীবতত্ত্বের) জ্ঞানমাত্র অকিঞ্চিৎকর হয়—এ জন্যই তৎ-পদের উপন্যাস করা হইয়াছে। উভয় স্থলেই (জীব ও ব্রহ্ম-এই উভয় স্থলেই) ত্রৈগুণ্যের অতিক্রম বুঝিতে হইবে।"

এইরূপে সামানাধিকরণ্যে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জানাইলেন যে, জীব (জীবাত্মা) ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া ব্রহ্মাত্মক ; জীব ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্। ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলে সমস্তেরই জ্ঞান লাভ হয়, জীব-স্বরূপের জ্ঞান লাভও হয় ; কিন্তু কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞান লাভে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয় না ; তাই কেবলমাত্র জীবস্বরূপের জ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের ন্যায় চিদাকার-শক্তিরূপ জীবও ত্রিগুণের অতীত। ইহা হইতে জানা গেল—কেবল চিন্ময়ত্বাংশেই—সুতরাং নিত্যত্বেও—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বা অভেদ, অন্য বিষয়ে ঐক্য নাই।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইহাই যাঁহার স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞান জন্মে, যিনি নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্"-ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের কথা বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভেও বলিয়াছেন—

'অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি তদীয়োক্তাবিদন্তানির্দ্দেশেন ততো ভিন্নত্বেঽপ্যাত্মতা-নির্দ্দেশেন তদাত্মাংশবিশেষত্বেন লব্ধস্য বাদরায়ণসমাধিদৃষ্টযুক্তেরত্যভিন্নতারহিতস্য জীবাত্মনো যদেকত্বং 'তত্ত্বমসি'-ইত্যাদৌ জাত্যা তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানাকারতা ইত্যাদি।"—সত্যানন্দগোস্বামি-সংস্করণ ১০৫ পৃষ্ঠা।

তাৎপর্য্য। "অনেন জীবেনাত্মনা—এই জীবাত্মাদ্বারা"-এই উক্তিতে জগৎ-কারণ পরব্রহ্ম, জীবাত্মাকে "অনেন"—এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তাহাতেই বুঝা যায়—জীবাত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন (নচেৎ, যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক "এই" বলিতেন না)। তথাপি, তিনি জীবাত্মাকে নিজরূপ বলিয়াছেন (জীবাত্মারূপে আমি প্রবেশ করিব—এই উক্তিতেই জীবাত্মাকে তাঁহার আত্মস্বরূপ বলা হইয়াছে)। ইহাতেই বুঝা যায়—জীবাত্মা ব্রহ্মের আত্মাংশ—নিজের অংশ—শক্তিরূপ অংশ। সুতরাং জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন নহে। জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদও আছে, অভেদও আছে। "তত্ত্বমসি"-বাক্যে যে একত্বের বা অভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে জাতিগত অভেদ—ব্রহ্মের অংশভূত চিদ্রূপত্ববশতঃই ব্রহ্মের সহিত জীবের সমানাকারতা। অর্থাৎ চিন্ময়ত্বাংশেই জীব ও ব্রহ্মের একরূপতা. অন্য বিষয়ে নহে।

সর্ব্বসম্বাদিনীতেও (সাহিত্যপরিষৎ-সংরক্ষণ।১৩২ পৃষ্ঠা) শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেনঃ—

"অন্য আহুঃ—যথা যমুনানির্ঝরমুদ্দিশ্য 'ত্বং কৃষ্ণপত্ন্যসি' তৎপত্নী সৈষা, সূর্য্যমণ্ডলমুদ্দিশ্য চ

'সংজ্ঞাপতিরসি' তৎপতিরয়মিত্যধিষ্ঠাত্রধিষ্ঠেয়য়োরভিমানিনো লোকবেদেম্বেকশব্দপ্রত্যয়নাভ্যাং প্রয়োগ-সহস্রাণি দৃশ্যন্তে তদধিষ্ঠাতারমুদ্দেষ্টুম্। তথা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদ্যপি পৃথিবীজীবপ্রভৃতীনাং তদধিষ্ঠান-তয়া প্রসিদ্ধিস্তু বৃহতী—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৫।৭।৩॥', 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৫।৭।৩॥' ইত্যাদিষু। ততোঽপি ন বস্তৈক্যমিতি স্থিতম্।"

তাৎপর্য্য। কেহ কেহ বলেন—যমুনা-নির্ঝরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—'তুমি 'কৃষ্ণপত্নী,' যমুনা কৃষ্ণপত্নী। আবার সূর্য্যমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়াও বলা হয়—'সূর্য্য! তুমি ছায়ার পতি হও', সূর্য্য ছায়ার পতি। ইহা প্রসিদ্ধ কথা। অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানি-সূচক এতাদৃশ বহু প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়। এ-সকল স্থলে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠাতাকেই বুঝায়। 'তত্ত্বমসি'-বাক্যেরও তদ্রূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে পৃথিবীকে এবং জীবকে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্", 'য আত্মনি তিষ্ঠন্'-ইত্যাদি আরণ্যকবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতেও বস্তুর একত্ব বুঝায় না। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়া 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও জীব এবং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক বস্তু নহে ; যেমন যমুনা নদী এবং যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল এবং তাহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্য এক এবং অভিন্ন বস্তু নহে, তদ্রূপ।

এই উক্তি হইতে বুঝা গেল—জীব ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠেয়ের (আধার এবং আধেয়ের) যেমন ভেদ আছে, তদ্রূপ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ বিদ্যমান।

শ্রীজীব গোস্বামী—তাঁহার সর্ব্বসংবাদিনীতে "তত্ত্বমসি"-বাক্য-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাষ্যের উক্তিগুলিও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সামানাধিকরণ্যেই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত।

৫১। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ

"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"-হইতেছে ছান্দোগ্য-শ্রুতির বাক্য। শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার অর্থে কেবল লিখিয়াছেন—"তৎ সৎ ত্বমসীতি হে শ্বেতকেতো—হে শ্বেতকেতো! তুমি তাহাই (সেই সৎই) হও।" ইহার অতিরিক্ত শ্রুতিভাষ্যে তিনি কিছু লেখেন নাই। এই বাক্য হইতে কিরূপে জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়, শ্রুতিভাষ্যে তিনি তাহা দেখান নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "তত্ত্বোপদেশঃ"-নামক গ্রন্থে "তত্ত্বমসি"বাক্যের অর্থবিচার করিয়াছেন। শ্রীপাদ মণ্ডনমিশ্র নামক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তিনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ক। ব্যাখ্যার উপক্রম।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থবিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীপাদ শঙ্কর উপক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ-বিচারের জন্য "তৎ" এবং "ত্বম্"-এই পদার্থদ্বয়ের শোধনের প্রয়োজন। এই শোধনের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি "আত্মার" স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। "আত্মা" দেহ নহে, দৃশ্য নহে, ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নহে, দেহস্থিত আত্মা বহু নহে, আত্মা মন বা প্রাণ নহে, বুদ্ধি নহে ; আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্ব্বদ্রষ্টা (তত্ত্বোপদেশের ১-১৭ শ্লোক)।

তাহার পরে, ১৮শ শ্লোকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—সেই ব্রহ্মই "ত্বম্—তুমি"।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে।
সত্যত্বাজ্ জ্ঞানরূপত্বাদনন্তাত্ত্বমেব হি।" ১৮॥

—সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—ইহা ব্রহ্মলক্ষণ বলা হয়। সত্যত্ব, জ্ঞানরূপত্ব এবং অনন্তত্ব প্রযুক্ত তুমিই সেই ব্রহ্ম (বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ সম্পাদিত গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণে শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, এ, মহোদয়ের অনুবাদ)।"

বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদক লিখিয়াছেন—"তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে 'সত্যং জ্ঞান-মনন্তংব্রহ্ম' বলিয়া 'তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ'-ইত্যাদি বলায় আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই বলা হইল। জীবব্রহ্মৈক্যে ইহা একটী শ্রুতিপ্রমাণ। এই শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াই এ-স্থলে এই শ্লোক বলা হইয়াছে।"

এই বিষয়ে বক্তব্য এই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম—বাক্যটী জগৎকর্ত্তা পরব্রহ্মবিষয়ক। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"-এই বাক্যে যে "আত্মা"-শব্দ আছে, তাহাও সত্য-জ্ঞানানন্ত-লক্ষণে লক্ষিত জগৎকর্ত্তা পরব্রহ্মেরই বাচক ; শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। "ত্বম্"-শব্দবাচ্য জীবকে বা জীবাত্মাকে এ-স্থলে "আত্মা"-শব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর সত্য-জ্ঞানানন্ত-লক্ষণে লক্ষিত পরব্রহ্মের সহিত "ত্বম্"-শব্দবাচ্য জীবের একত্বের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সমর্থক হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত এবং "ত্বম্"-শব্দবাচ্য জীবও সত্য, জ্ঞানরূপ এবং অনন্ত ; সুতরাং উভয়েই এক এবং অভিন্ন। জীব-স্বরূপ চিদ্রূপ বলিয়া অবশ্যই সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ ; এবং সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিত্যও। জীব-বিষয়ে "অনন্ত"-শব্দের "বিভু" অর্থ গ্রহণ করা যায় না ; কেননা, জীবের অণুত্বই যে প্রস্থানত্রয়সম্মত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "অনন্ত"-শব্দের "নিত্য"-অর্থ গ্রহণ করিলে জীব-স্বরূপও অবশ্য "অনন্ত" হইতে পারে। এইরূপে তিনটী লক্ষণেই জীব ও ব্রহ্মের সাম্য দেখা যায়। কিন্তু দুইটী বস্তুর মধ্যে কয়েকটী লক্ষণের সমতাতেই দুইটী বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে এক বলা সঙ্গত হয় না। চক্ষুঃ-কর্ণ-হস্ত-পদের সংখ্যায় রাম ও শ্যাম নামক দুই ব্যক্তির সাম্য থাকিলেই রাম ও শ্যামকে সর্ব্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন বলা যায় না। সুতরাং যে-সকল লক্ষণের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ শঙ্কর জীব ও ব্রহ্মের

সর্ব্বতোভাবে একত্বের কথা বলিয়াছেন, সে-সকল লক্ষণের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ইহা প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তেরও প্রতিকূল।

আবার, জীব এবং ব্রহ্ম—এই উভয়কেই শ্রুতিতে "আত্মা" বলা হইয়াছে বলিয়াই যে উভয়ে সর্ব্বতোভাবে এক, তাহাও বলা চলে না। "সৈন্ধব"-শব্দে ঘোড়াকেও বুঝায়, আবার লবণকেও বুঝায়; তজ্জন্য ঘোড়া এবং লবণ এক এবং অভিন্ন—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। জীব-বাচক আত্মা এবং ব্রহ্মবাচক আত্মা যে ভিন্ন, "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব অভিমত।

এস্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর ধরিয়া লইয়াছেন—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন।

যাহা হউক, ইহার পরে, ১৯শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"দেহাদি উপাধি আছে বলিয়াই জীব তাহাদের (উপাধির) নিয়ামক। এইরূপ শক্তি বা মায়ার উপাধিবশতঃই শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বর হয়েন। দেহাদি উপাধি এবং শক্তিরূপ উপাধি বাধিত (দূরীভূত) হইলে স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—শুদ্ধব্রহ্মই মায়ার উপাধির সহিত যুক্ত হইয়া ঈশ্বর হয়েন। ইহা যে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার নিজেরই কল্পনা, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরে, ২০শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"যে বেদবাক্য অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করেনা, অথচ যাহা সমস্ত প্রমাণকর্ত্তৃক অপেক্ষিত হয়, সেই বেদবাক্যই ব্রহ্মাত্মস্বরূপের অবগতিতে প্রমাণ।

অপেক্ষ্যতেঽখিলৈর্মানৈর্ন যন্মানমপেক্ষতে।
বেদবাক্যং প্রমাণং তদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ মতম্ ॥২০॥

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—"অতএব (বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া) যে যুক্তিতে তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্য ব্রহ্মের প্রমাণরূপে কথিত হয়, সেই যুক্তি আমরা সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি।

ততো হি তত্ত্বমস্যাদিবেদবাক্যং প্রমাণতঃ।
ব্রহ্মণোঽস্তি যয়া যুক্ত্যা সম্যগস্মাভিঃ কীর্ত্ত্যতে ॥২১॥"

ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে—পূর্ব্বে তিনি যে জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথা বলিয়াছেন, তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যই তাহার প্রমাণ। অর্থাৎ, "তত্ত্বমসি"-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদক, তাহাও তিনি ধরিয়া লইয়াছেন।

ইহার পরে, ২২শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"ত্বম্-পদার্থ শোধিত হইলেই তত্ত্বমস্যাদিবাক্য চিন্তা করা সম্ভব হয়, অন্যথা হয় না। অতএব প্রথমে ত্বম্-পদার্থের শোধন করা হইতেছে।"

ত্বম্-পদার্থের শোধন করিতে যাইয়া ২৩শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"যিনি মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি প্রকারে অভিমানী হয়েন, সেই অভিমানী জীবই ত্বম্-পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ।" অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই হইতেছে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অন্তর্গত "ত্বম্"-পদের মুখ্য অর্থ।

পরবর্ত্তী ২৪শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানী জীব ত্বম্-পদের মুখ্য অর্থ হইলেও ত্বম্-পদের লক্ষ্য হইতেছে—শুদ্ধ চৈতন্য।

দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষী যস্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ।
স্বয়ংবোধস্বরূপত্বাল্লক্ষ্যার্থস্ত্বংপদস্য সঃ॥ ২৪ ॥

—যিনি স্বয়ংবোধস্বরূপ, অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী, সেই বোধস্বরূপ চৈতন্যই ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ। (স্বয়ংবোধস্বরূপ বলিয়াই শুদ্ধ চৈতন্য)"

ত্বম্-পদার্থের শোধন করিয়া পাওয়া গেল—জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য।

ইহার পরে "তৎ"-পদের লক্ষ্যার্থ কি, তাহা বলিয়াছেন।

"বেদান্তবাক্যসংবেদ্যবিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ম্।
বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্যং লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সঃ॥২৫॥

—যিনি স্বসংবেদ্য (স্বপ্রকাশ), বিশুদ্ধ, বেদান্তবাক্যই যাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ, সেই বিশ্বাতীত, অক্ষর এবং অদ্বয় বস্তুই তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ।"

অর্থাৎ পরব্রহ্মই "তৎ"-পদের লক্ষ্য বস্তু।

খ। কি প্রকারে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে, তৎ-সম্বন্ধে বিচার

পূর্ব্বোক্তরূপ উপক্রম করিয়া, কি প্রকারে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে—অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে, না কি লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কোন্ রকমের লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বিবেচনা করিয়াছেন।

প্রথমে সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তত্ত্বমোর্দ্বয়োঃ।
সম্বন্ধস্তেন বেদান্তৈর্ব্রহ্মৈক্যং প্রতিপাদ্যতে ॥২৬॥

—'তৎ' এবং 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ। এজন্য বেদান্তবাক্যদ্বারা ব্রহ্মৈক্যই প্রতিপাদিত হয়।"

এ-স্থলে "ব্রহ্মৈক্য"-শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় কি? শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-বাক্যে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা, বা ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্বের কথা বলিয়াছেন।

তাহাতেও ব্রহ্মৈক্যই সূচিত হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যেও জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বই সূচিত হইয়াছে। ইহাও ব্রহ্মৈক্য। উল্লিখিত তত্ত্বোপদেশ-শ্লোকের অনুবাদক "ব্রহ্মৈক্য"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা।" সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তাই সূচিত হয়। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের অর্থে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বও সূচিত হয় এবং এই সমস্ত জগতের এবং জীবেরও পৃথক্ অস্তিত্বও সূচিত হয়। নচেৎ সামানাধিকরণ্যই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

যাহা হউক, ইহার পরে ২৭-২৮শ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ দেখাইয়া বলিয়াছেন—সামানাধিকরণ্যে পৃথক্ পৃথক্ অর্থবোধক শব্দদ্বয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যতা-সম্বন্ধ থাকে (অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যের সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থে বিশেষ্য-বিশেষণতা সম্বন্ধ হইবে—"তৎ"-শব্দ হইবে বিশেষ্য, "ত্বম্"-তাহার বিশেষণ)।

"ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্বে পদয়োরেকবস্তুনি।
বৃত্তিত্বং যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ॥
সামানাধিকরণ্যং তৎ সম্প্রদায়িভিরীরিতম্।
তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণ-বিশেষ্যতা॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥২৭-২৮॥

—ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত শব্দদ্বয়ের একই অর্থে বৃত্তি বা পর্য্যবসান এবং সমানবিভক্তি যাহাদের অন্তে আছে, এইরূপ পদদ্বয়ের যে ঐক্য, তাহাকেই সাম্প্রদায়িকগণ সামানাধিকরণ্য বলেন। এইরূপ স্থলে পদের অর্থদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, তাহাই বিশেষণ-বিশেষ্যতা সম্বন্ধ। (ঈদৃশ পদার্থদ্বয়ের একটী বিশেষ্য এবং অপরটী বিশেষণ হয় বলিয়াই সম্বন্ধের নামও বিশেষণ-বিশেষ্যতা বলা হয়)।"-বসুমতী সংস্করণের অনুবাদ।

বক্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

শাব্দিকগণ সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতেছে এই:—"ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্—ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে একই অর্থে বৃত্তি, তাহাই সামানাধিকরণ্য।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীল দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৩১৮ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধার-ভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যস্য, তত্তথেত্যাশ্রয়ঃ।" এ-স্থলে তিনি "সামানাধিকরণ্য-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। "অধিকরণ"-শব্দে বিশেষণসমূহের আধারভূত বিশেষ্যকে বুঝায়। বিশেষণগুলির যখন একই অধিকরণ হয়, তখনই সামানাধিকরণ্য হয়—সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ যাহাদের, তাহারাই সমানাধিকরণ। তাহার ভাব—সামানাধিকরণ্য। এ-স্থলে ভিন্নার্থ-বোধক শব্দগুলিকেই বিশেষণ

বলা হইয়াছে এবং তাহাদের যে একই বস্তুতে বৃত্তি (অর্থাৎ এই ভিন্নার্থবোধক শব্দগুলির লক্ষ্য যে বস্তুটী) সেই বস্তুটীই হইতেছে তাহাদের বিশেষ্য।

একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যে সামানাধিকরণ্য আছে। "সত্যম্", "জ্ঞানম্" এবং "অনন্তম্" এই তিনটী শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক (এই তিনটী শব্দ একার্থক হইলে পুনরুক্তি দোষ হয় ; শ্রুতিবাক্যে পুনরুক্তি দোষের কল্পনা করা অসঙ্গত। এজন্য বলা হইল—এই শব্দত্রয় ভিন্নার্থ বোধক)। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই বৃত্তি হইতেছে একই ব্রহ্মবস্তুতে, এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-বস্তুকে পরিচিত করে। এ-স্থলে "ব্রহ্ম" হইতেছে বিশেষ্য এবং শব্দত্রয় হইতেছে তাহার বিশেষণ-স্থানীয়। একই বিশেষ্য তিনটী ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণের আধারভূত বলিয়া, বিশেষণগুলির আধার সমান বলিয়া, এ-স্থলে সামানাধিকরণ্য হইয়াছে।

এইরূপে সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই :—প্রথমতঃ, একটী বিশেষ্য থাকিবে এবং তাহার বিশেষণও থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষণগুলি ভিন্নার্থ-বোধক হইবে। তৃতীয়তঃ, ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও বিশেষণগুলির গতি হইবে ঐ একই বিশেষ্যের দিকে, অর্থাৎ ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলি হইবে সেই একই বিশেষ্যের পরিচায়ক। এই তিনটী লক্ষণের কোনও একটীর অভাব হইলেই -বিশেষতঃ বিশেষণগুলি ভিন্নার্থ-বোধক না হইলে—সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হইবে না।

শাব্দিকগণ-কথিত সামানাধিকরণ্যের উল্লিখিত লক্ষণ হইতে আরও একটী বিষয় জানা যায় এই যে—ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলি হইতে তাহাদের আধারভূত বিশেষ্যটী পৃথক্ বস্তু ; এই বিশেষ্যটী হইতেছে বিশেষণগুলির সমান অধিকরণ বা একই আধার। ইহাদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, বিশেষণ হইবে একাধিক ; কেননা, বিশেষণগুলি একাধিক না হইলে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়—বিশেষ্য তো একটী বস্তু আছেই ; বিশেষণও যদি কেবল একটী মাত্র হয়, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ যদি ভিন্নার্থ-বোধক হয়, তাহা হইলেই তো ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক হয় না। উত্তরে বলা যায়—এই ভাবে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক না হইতে পারে ; কিন্তু সমানাধিকরণত্বের উল্লেখ নিরর্থক হইবে ; কেননা, বিশেষ্যটী হইতেছে বিশেষণের অধিকরণ ; বিশেষণ যদি একাধিক হয় এবং তাহাদের সকলেরই অধিকরণ বা আধার যদি সমানভাবে সেই একই বিশেষ্য হয়, তাহা হইলেই অধিকরণের সমানত্ব বা একত্ব সুসঙ্গত হয় ; কিন্তু বিশেষণ যদি কেবল একটীমাত্র হয়, তাহা হইলে বিশেষ্যটীকে তাহার সমান অধিকরণ বলার সার্থকতা কিছু থাকে না। একাধিক বস্তু না থাকিলে "সমান"-শব্দের প্রয়োগ হয় না। এজন্যই শাব্দিকগণ একাধিক বিশেষণের কথা বলিয়াছেন—"ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং **শব্দানাম্**।" এইরূপে জানা গেল—সামানাধিকরণ্যে বিশেষণ থাকিবে একাধিক। "শব্দানাম্" হইতেছে বহুবচনান্ত শব্দ।

অবশ্য অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সর্ব্ব-সম্বাদিনীর ২১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে ঃ—

"শাব্দিকগণ বলেন—'পদয়োরেকার্থাভিধায়কত্বং সামানাধিকরণ্যম্।' অর্থাৎ দুই বা ততোঽধিক পদের একার্থাভিধায়কত্বই 'সামানাধিকরণ্য।"

মূলে কিন্তু আছে "পদয়োঃ—দুই পদের।" একাধিক পদের কথা উদ্ধৃত মূলবাক্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করও "দুই পদের" কথাই বলিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীর পাদটীকায় উদ্ধৃত বাক্যটী শঙ্করানুগত কোনও আচার্য্যের বাক্য কিনা, তাহা পাদটীকায় বলা হয় নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

তিনি বলেন—ভিন্নার্থবোধক দুইটী পদের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় এবং যদি তাহাদের ঐক্য হয়, তাহা হইলেই সামানাধিকরণ্য হইবে। সামানাধিকরণ্যে পদদ্বয়ের মধ্যে একটী হইবে বিশেষ্য এবং অপরটী হইবে সেই বিশেষ্যের বিশেষণ। এই উক্তির একটু আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থ-বোধক পদ থাকিবে দুইটী ; তাহাদের একটী বিশেষ্য এবং অপরটী হইবে বিশেষণ।

কিন্তু "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্"-এই বাক্যের আলোচনায় পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বিশেষ্য থাকিবে একটী এবং তাহার বিশষণ থাকিবে একাধিক ; বিশেষ্যটীই হইতেছে বিশেষণগুলির "সমান অধিকরণ" ; সুতরাং একাধিক বিশেষণ না থাকিলে বিশেষ্যের "সমানাধিকরণত্বই" সিদ্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের বৃত্তি হইবে একই বস্তুতে। "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাম্"-ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভিন্নার্থবোধক শব্দগুলির (অর্থাৎ বিশেষণগুলির) বৃত্তি হইবে তাহাদের অধিকরণরূপ একই বিশেষ্যে। ইহাতে বুঝা যায়, সমান অধিকরণ-রূপ বিশেষ্যটী হইতেছে ভিন্নার্থবোধক বিশেষণগুলি হইতে একটী পৃথক্‌বস্তু। এই পৃথক্‌বস্তুরূপ বিশেষ্যেই ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলির বৃত্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভিন্নার্থবোধক পদদ্বয়ের মধ্যে যখন একটী বিশেষ্য এবং একটী বিশেষণ এবং এই পদদ্বয়ের প্রত্যেকেরই বৃত্তি যখন "একই বস্তুতে", তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, এই "একই বস্তুটী" তাঁহার কথিত বিশেষ্য নহে, তাহা হইতে পৃথক্ একটী তৃতীয় বস্তু। এ-স্থলে শাব্দিকগণের সঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের একটু বিরোধ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই বিরোধের একটী সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় বস্তুতেই যখন শঙ্করকথিত পদদ্বয়ের বৃত্তি, তখন এই তৃতীয় বস্তুটী হইতেছে পদদ্বয়ের সাধারণ বা সমান অধি-করণ—সুতরাং শাব্দিকগণ-কথিত সামানাধিকরণ্যের দৃষ্টিতে—বিশেষ্য ; আর পদদ্বয় হইতেছে এই

তৃতীয়বস্তুরূপ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণ-স্থানীয়। বিশেষ্যস্থানীয় তৃতীয় বস্তুটীর সহিত বিশেষণস্থানীয় পদদ্বয়ের সম্বন্ধও হইতেছে বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ। এইরূপ সমাধান স্বীকৃত হইলে আর কোনও বিরোধ থাকেনা। কিন্তু ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের স্বীকৃত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তিনি তাঁহার কথিত পদদ্বয়ের মধ্যেই বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধের কথা বলেন; উল্লিখিত তৃতীয় বস্তুটীর সহিত পদদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধের কথা তিনি বলেন না। সুতরাং বিরোধ থাকিয়াই গেল।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন – সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থবোধক পদদ্বয়ের "ঐক্য" থাকিবে।

কিন্তু "ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নার্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।"—এই বাক্যে কেবল ভিন্নার্থবোধক বিশেষণগুলির "এক অর্থে বৃত্তির" কথাই বলা হইয়াছে, তাহাদের "ঐক্যের" কথা বলা হয় নাই। ইহা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের নূতন সংযোজনা।

কিন্তু তাঁহার নূতনভাবে সংযোজিত "ঐক্য"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? তাঁহার কথিত লক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় —বিভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে একত্বই তাঁহার অভিপ্রেত। ঐক্য—সর্ব্বতোভাবে একত্ব।

দুইটী ভিন্নার্থবোধক পদে নির্দ্দিষ্ট বস্তুদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে একত্ব অসম্ভব। কেননা, পদের অর্থই হইতেছে পদনির্দ্দিষ্ট বস্তুর বাচক; সুতরাং দুইটী ভিন্নার্থবোধক পদ বা শব্দ দুইটী ভিন্ন বস্তুরই বাচক হইবে, কখনও এক এবং অভিন্ন বস্তুর বাচক হইতে পারে না। "শ্বেত সুগন্ধি পদ্ম"-এই বাক্যটীতে বিশেষণরূপে "শ্বেত" ও "সুগন্ধি" শব্দদ্বয় পদ্মের এই পরিচয় দেয় যে—পদ্মটী শ্বেতবর্ণ; নীলবর্ণও নহে, রক্তবর্ণও নহে এবং ইহা সুগন্ধিও—পদ্মটী গন্ধহীনও নহে, দুর্গন্ধও নহে। কিন্তু "শ্বেত" শব্দটী হইতেছে শ্বেতত্বের বাচক এবং নীলত্ব-রক্তত্বাদির নিষেধক, আর "সুগন্ধি"-শব্দটী হইতেছে— মধুর গন্ধত্বের বাচক এবং গন্ধহীনত্বের বা দুর্গন্ধত্বের নিষেধক। শ্বেত ও সুগন্ধি—কখনও এক এবং অভিন্ন বস্তুর বাচক হইতে পারে না; কেননা, শ্বেতবস্তুও গন্ধহীন বা দুর্গন্ধ হইতে পারে এবং সুগন্ধি বস্তুও নীলবর্ণ বা রক্ত বর্ণ হইতে পারে।

আবার, সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থবাচক পদদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে একত্ব স্বীকার করিতে গেলে সামানাধিকরণ্যই আর থাকে না। কেননা, সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থবোধক শব্দসমূহ অপরিহার্য্য। পদসমূহ (বা শঙ্করমতে পদদ্বয়) একত্ববোধক হইলে, কিম্বা কোনও কৌশলে তাহাদিগকে একত্ব-বোধকত্বে পর্য্যবসিত করিলে, তাহারা আর ভিন্নার্থবোধক থাকিবে না এবং ভিন্নার্থবোধক না হইলে সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হইবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজও লিখিয়াছেন—প্রকারদ্বয়াবস্থিতৈক-বস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণস্য। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ॥ শ্রীভাষ্য। জিজ্ঞাসাধিকরণ॥ ২২১ পৃষ্ঠা॥ —বিভিন্ন প্রকার পদার্থের যে একবস্তু-পরতা (এক বস্তুর পরিচায়কতা), তাহারই নামসামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ে

যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়।”

এইরূপে দেখা গেল—শাব্দিকগণ-কথিত লক্ষণের সঙ্গে অতিরিক্ত একটী “ঐক্য-শব্দের যোজনা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই অবিদ্যমান।

শ্রীপাদ শঙ্করের নির্দ্ধারিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্পষ্ট কথায় লিখিয়াছেন—“তৎ সম্প্রদায়িভিরীরিতম্—এতাদৃশ লক্ষণ সম্প্রদায়িগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত।” অর্থাৎ “সম্প্রদায়িগণ” হইতেই তিমি উক্ত লক্ষণের কথা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” কাহারা? নিশ্চয়ই শাব্দিকগণ নহেন, অপর কেহও নহেন; কেননা, তাঁহার কথিত লক্ষণ শাব্দিকগণ কর্ত্তৃক বা অপরকর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইতে পারে না। তাঁহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” হইতেছেন—তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ, তাঁহার পরমগুরু আচার্য্য গৌড়পাদ যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ। শ্রীপাদ শঙ্কর “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্প্রদায় হইতেই তিনি পাইয়াছেন।

“তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থকরণের উপক্রমেই তিনি সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। কেন না, “তত্ত্বমসি”-বাক্যটীতে যে সামানাধিকরণ্য, তাহা অন্যান্য আচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন,। কিন্তু শাব্দিকগণকথিত এবং সর্ব্বজন-স্বীকৃত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার সম্প্রদায়ের অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল ভাবে সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার নির্দ্ধারিত লক্ষণে যদিও সামানাধিকরণ্যের সর্ব্বজন-স্বীকৃত এবং সামানাধিকরণ্য-শব্দসূচিত লক্ষণের অভাব, তথাপি স্বসম্প্রদায়ের মত-বৈশিষ্ট্যের রক্ষার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার নির্দ্ধারিত লক্ষণের অনুসরণেই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ-স্থলে একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥১॥”-এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থও শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যেই করিয়াছেন। এ-স্থলে তিনি “ব্রহ্ম”-শব্দকে করিয়াছেন বিশেষ্য এবং “সত্যং”, “জ্ঞানং” এবং “অনন্তং” এই তিনটী শব্দকে করিয়াছেন বিশেষণ এবং এই বিশেষণগুলি যে ভিন্নার্থবাচক, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অর্থাৎ শাব্দিকগণ সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই লক্ষণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার “তত্ত্বোপদেশঃ”-নামক গ্রন্থে সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা তিনি বলিয়াছেন, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে তিনি সেই লক্ষণের অনুসরণ করেন নাই। তত্ত্বোপদেশ-কথিত লক্ষণ অনুসারে “সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম”-বাক্যের সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয় না। কেননা, তত্ত্বোপদেশে আছে—শব্দ থাকিবে মাত্র দুইটী, একটী বিশেষণ, অপরটী বিশেষ্য এবং এই

শব্দ দুইটীর "ঐক্য" থাকা চাই ; কিন্তু উল্লিখিত তৈত্তিরীয়-বাক্যে মোট শব্দ হইতেছে চারিটী—সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্ এবং ব্রহ্ম। তিনটী বিশেষণ, একটী বিশেষ্য। বিশেষণগুলির ভিন্নার্থবাচকত্বের কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন (১।২।৬০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—কেবল "তত্ত্বমসি"-বাক্যের সম্প্রদায়ানুগত অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্তই শ্রীপাদ শঙ্কর তত্ত্বোপদেশ-কথিত লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন।

যাহা হউক, সামানাধিকরণ্যের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"অয়ং স সোঽয়মিতিবৎ সম্বন্ধো ভবতি দ্বয়োঃ।
প্রত্যক্ত্বং সদ্বিতীয়ঞ্চ পরোক্ষত্বঞ্চ পূর্ণতা॥
পরস্পরবিরুদ্ধং স্যাৎ ততো ভবতি লক্ষণা।
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনঃ॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥২৯-৩০॥

—'অয়ং স (এই সেই)', অথবা 'স অয়ং (সেই এই)'—এ-স্থলে পদদ্বয়ের যেরূপ সম্বন্ধ হয়, 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদদ্বয়ের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধই হইয়া থাকে। প্রত্যক্ত্ব, সদ্বিতীয়ত্ব, পরোক্ষতা, পূর্ণতা প্রভৃতি পদের যে অর্থ, তাহা পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধ-পরিহারের জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।* পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার সম্বন্ধকে লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। (তৎপদ এবং ত্বংপদ অথবা বিরুদ্ধাংশ-ত্যাগপূর্ব্বক উভয়পদের লক্ষ্যার্থদ্বয় হইল লক্ষণ, এবং অখণ্ড চৈতন্য লক্ষ্য। এইজন্য

---

* কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'-ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা, ভূত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিতয়ৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ।—'সেই এই দেবদত্ত' (দেবদত্ত এক জনের নাম)—এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ, একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্য-প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।

শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্রুতিপ্রকাশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত বিরোধের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন, সে সমস্ত বিরোধের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না।

"কিমেকস্য দেশদ্বয়স্য সম্বন্ধে, উত কালদ্বয়সম্বন্ধে ?" ইতি বিকল্পমভিপ্রেত্যাহ—"ভূতে"তি ন বিশিষ্টাকারে বিশেষণান্তরান্বয়ং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রে। অতঃ কালদ্বয়সম্বন্ধঃ ন বিরুদ্ধঃ। যদি বিরুদ্ধস্তর্হি বৌদ্ধোক্তং ক্ষণিকত্ব-মাপদ্যতে। অনেক-কালসাধ্য-ধর্ম্মবিধানং ফলপ্রাপ্তিশ্চ নোপপদ্যেয়াতাম্ ইতি ভাবঃ ; দেশভেদেতি যদ্যপ্যেকস্য দেশদ্বয়সম্বন্ধে বিরোধঃ, তর্হি বিষ্ণুক্রমণতীর্থস্নানাদিবিধি র্নোপপদ্যতে, প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধশ্চ ইতি ভাবঃ। যৌগপদ্যং কথং সম্ভবতীতি চেৎ ? উচ্যতে—নহি দেশদ্বয়সম্বন্ধস্য কালদ্বয়সম্বন্ধস্য বা যুগপদ্ভাবঃ, তৎপ্রতিপত্তেরেব হি যৌগপদ্যম্, প্রতিপত্তিস্তু দেশদ্বয়-কালদ্বয়সম্বন্ধং ক্রমভাবিনমেব দর্শয়তি। অতো ন বিরোধঃ। অন্যথা অতীতানাগত বিষয়জ্ঞানেষু অতীতানাগত বিষয়োর্বর্ত্তমানত্বং জ্ঞানস্যাতীতানাগতত্বং বা প্রসজ্যেদিতি।

পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলা হইল)। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে যে সামানাধিকরণ্যের কথা আছে, তাহার দ্বারাই অল্পজ্ঞতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য বোধ হয়। এই অর্থ লক্ষণাদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কেন না, প্রত্যক্ত্ব (শুদ্ধচৈতন্য) সদ্বিতীয়ত্ব, পরোক্ষতা, পূর্ণতা প্রভৃতি পদদ্বয়ের বাচ্যার্থ পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধ-পরিহারের জন্যই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ; যেহেতু অভিধাবৃত্তি এখানে অর্থ-বোধে অসমর্থ। এবং তাহার অর্থ— ইহাদের সহিত পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার সম্বন্ধকে লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। এ-স্থলে 'তৎ' এবং 'ত্বং'-পদ, অথবা বিরুদ্ধাংশ-ত্যাগপূর্ব্বক উভয় পদের অর্থদ্বয়—লক্ষণ এবং অখণ্ড চৈতন্য—লক্ষ্য।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

তাৎপর্য্য। "অয়ং সঃ" বা "সঃ অয়ম্"-এ-স্থলে দুইটী পদ আছে—"সঃ" এবং "অয়ম্"। "অয়ম্—এই, অর্থাৎ এক্ষণে এ-স্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে দৃষ্ট" হইতেছে বিশেষ্য ; আর "সঃ—সেই, পূর্ব্বে অন্যস্থানে দৃষ্ট" হইতেছে তাহার বিশেষণ। এই পদদ্বয় হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক ; কেননা, এ-স্থল এবং অন্য স্থান, এইক্ষণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সময়, আর সাক্ষাদ্‌ভাবে দৃষ্ট এবং পরক্ষোভাবে দৃষ্ট- এই সমস্তই হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক। শব্দদুইটীর মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধও বিদ্যমান। আবার শব্দদ্বয়ের বৃত্তিও একই বস্তুতে, এক ব্যক্তিকেই বুঝায়। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এ-স্থলে সামানাধিকরণ্য হয়।

তিনি বলিতেছেন—"অয়ং" এবং "সঃ"-এই পদদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" এবং "ত্বম্" পদদ্বয়ের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ; "তৎ" হইতেছে বিশেষ্য এবং "ত্বম্" হইতেছে বিশেষণ। এই শব্দদ্বয় আবার ভিন্নার্থ-বোধকও। "তৎ"-পদে মুখ্যার্থে (বা বাচ্যার্থে) সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্, অদ্বিতীয়, পূর্ণ ব্রহ্মকে বুঝায় ; তিনি আবার পরোক্ষও ; কেননা, তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন। আর "ত্বম্"-পদে মুখ্যার্থে (বা বাচ্যার্থে) বুঝায়—অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, অপূর্ণ, সদ্বিতীয় জীবকে (জীব একবস্তু, ব্রহ্ম আর এক বস্তু; ব্রহ্ম হইলেন জীবের পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু, সুতরাং জীব হইল সদ্বিতীয়); এই জীব আবার প্রত্যক্ষ বস্তু ; কেননা, জীব দৃষ্টির গোচরীভূত।

জীব ও ব্রহ্মের মুখ্যার্থ-লব্ধ বিশেষণগুলি কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞের বিরুদ্ধ অল্পজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধ অল্পশক্তিমান্ ; পূর্ণের বিরুদ্ধ অপূর্ণ ; অদ্বিতীয়ের বিরুদ্ধ সদ্বিতীয় ; এবং পরোক্ষের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ত্বম্-পদার্থের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ দেহাভিমানী জীব হইলেও তাহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধচৈতন্য ; আর তৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ হইতেছে অখণ্ডচৈতন্য। তাঁহার মতে অখণ্ড চৈতন্যই হইতেছে লক্ষ্য এবং তৎ-পদ এবং ত্বম্-পদ, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধাংশত্যাগ-পূর্ব্বক উভয়ের লক্ষ্যার্থদ্বয় হইতেছে লক্ষণ। এজন্য পদার্থ এবং প্রত্যগাত্মার সম্বন্ধকে বলা হইয়াছে লক্ষ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভিন্নার্থ-বোধক "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের "ঐক্য" হইলেই সামানাধিকরণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞত্ব-অল্পজ্ঞত্বাদি বিরোধ থাকিয়া যায় ; বিরোধ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন অসম্ভব হয়। বিরোধ পরিহার করিতে পারিলেই ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। বিরোধ পরিহারের জন্য লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শাব্দিকগণ সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ অপরিহার্য্য। কেননা, তাঁহারা সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের অপরিহার্য্যতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক, সে-সমস্ত শব্দের বাচ্যবস্তু সমূহের মধ্যেও বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিবেই ; নচেৎ তাহারা ভিন্নার্থ-বোধক হইতে পারে না। ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের অপরিহার্য্যতার কথা দ্বারা শাব্দিকগণ ইহাই জানাইয়াছেন যে, ভিন্নার্থ-বোধক শব্দগুলির বিরোধ পরিহার কেবল অনাবশ্যক নয়, অসঙ্গতও। কেননা, বিরোধ পরিহার করিলে আর শব্দগুলির ভিন্নার্থ-বোধকত্ব থাকে না, এবং ভিন্নার্থ-বোধক শব্দ না থাকিলে সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না।

বিরোধ পরিহার করিতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যেখানে সামানাধিকরণ্য, সেখানেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিধান শঙ্করোক্তি-ব্যতীত অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যের অর্থকরণে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলেন নাই।

বস্তুতঃ, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করাই শ্রীপাদ শঙ্করের গূঢ় অভিপ্রায় ; নচেৎ তত্ত্বমসি-বাক্য হইতে তিনি জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। কিন্তু "তত্ত্বমসি"-বাক্যটীতে সামানাধিকরণ্য বলিয়া সোজাসোজি তিনি লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। সামানাধিকরণ্যের আবরণে লক্ষণাকে প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি শাব্দিকগণ-কথিত সামানাধিকরণ্যের সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন এবং তাঁহার কথিত লক্ষণের মধ্যে ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের "ঐক্যকে" অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া লক্ষণায় প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

যাহা হউক, লক্ষণাবৃত্তিতে প্রবেশের পথটীকে উন্মুক্ত করিয়া তিনি লক্ষণার স্বরূপের পরিচয়ও দিয়াছেন।

"মানান্তরোপরোধাচ্চ মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে।
মুখ্যার্থস্যাবিনাভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণোচ্যতে ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩১॥

—অন্য প্রমাণের উপরোধ অর্থাৎ অনুপপত্তিবশাৎ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া সেই মুখ্যার্থেরই সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ অর্থে প্রবৃত্তির নাম লক্ষণা।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

অলঙ্কার-কৌস্তুভে লক্ষণার এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্থ সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা ॥ ২।১২॥—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে।"

উভয়ের তাৎপর্য্য একই:—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে লক্ষণার্থের গ্রহণ বিধেয়; মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট (শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারে—মুখ্যার্থের অবিনাভূত) অর্থের গ্রহণই লক্ষণা।

"মুখ্যার্থের **অবিনাভূত**"-পদের তাৎপর্য্য এই:—মুখ্যার্থ না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না। যেমন, "গঙ্গায় ঘোষ—গঙ্গাতে ঘোষ।" ঘোষ বলিতে গোষ্ঠ বা গো-রক্ষণ-স্থান বুঝায়। গঙ্গা-শব্দের **মুখ্যার্থ** হইতেছে একটী নদী, স্রোতস্বিনী। স্রোতোময়ী গঙ্গাতে গোষ্ঠ থাকিতে পারে না; সুতরাং গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই। এ-স্থলে গঙ্গা-শব্দে "গঙ্গাতীর" বুঝিতে হইবে—গঙ্গাতীরে গোষ্ঠ। গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। আবার, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীরও থাকিতে পারে না, সুতরাং গঙ্গাতীর হইল গঙ্গার (মুখ্যার্থের) অবিনাভূত বস্তু। শ্রীপাদ শঙ্করের "অবিনাভূত"-শব্দটী বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ অসঙ্গত হইলে গঙ্গার অবিনাভূত "গঙ্গাতীর" অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, গঙ্গা হইতে বহুদূরে অবস্থিত কোনও স্থান গ্রহণ করিবে না। কেননা, গঙ্গা হইতে বহুদূরবর্ত্তী কোনও স্থান "গঙ্গার অবিনাভূত" নহে; গঙ্গা না থাকিলেও বহুদূরবর্ত্তী সেই স্থান থাকিতে পারে; তাহা গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

যাহা হউক. শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার পরে বলিয়াছেন—লক্ষণা তিন রকমের; যথা—জহতী লক্ষণা, অজহতী লক্ষণা এবং জহদজহতী লক্ষণা (তত্ত্বোপদেশঃ॥৩২)। এ-স্থলে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "তত্ত্বমসি"-বাক্যে জহতী-লক্ষণা সম্ভব হয় না।

ইহার পরে তিনি "জহতী"-লক্ষণার লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাৎ যা তদন্বিতে।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবৎ জহতী লক্ষণা হি সা॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥ ৩৩॥

—অখিল বাচ্যার্থকে (মুখ্যার্থকে) ত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টবস্তুতে যে বৃত্তি, তাহাই জহতী লক্ষণা—যেমন, গঙ্গায় ঘোষ।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"গঙ্গায় ঘোষ", এ-স্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ (স্রোতস্বিনী বা জল প্রবাহ) সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, বা তাহার অবিনাভূত, "গঙ্গাতীর"-অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতেছে জহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যে "তৎ" ও "ত্বম্" শব্দদ্বয়ের সমগ্র মুখ্যার্থ ত্যাগ অভিপ্রেত নহে বলিয়া এই বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ে জহতী লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায় না। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা পরিষ্কার-ভাবেই বলিয়াছেন।

"বাচ্যার্থস্যৈকদেশস্য প্রকৃতে ত্যাগ ইষ্যতে।

জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায়বিরোধতঃ ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩৪॥

—প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ 'তত্ত্বমসিতে', বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করাই অভিমত। সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ * বলিয়া জহতী লক্ষণার এখানে সম্ভব হয় না।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং যাহা তাঁহার অভীষ্ট অর্থ-নির্ণয়ের প্রতিকূল বা অননুকূল, তাহাকেই তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন।

যাহা হউক, ইহার পরে তিনি অজহতী লক্ষণার স্বরূপও ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা।

কথিতেয়মজহতী শোণোঽয়ং ধাবতীতিবৎ ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩৫

—বাচ্যার্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্যার্থ বুঝাইবার জন্য যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহাই অজহতী। যেমন 'এই শোণ বা রক্তবর্ণ দৌড়াইতেছে।' রক্ত বর্ণের দৌড়ান সম্ভব হয় না বলিয়া রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীতে লক্ষণা করিতে হয়। (এখানে রক্তবর্ণের পরিত্যাগ না করিয়া রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীকে—অশ্বকে—বুঝাইতেছে)।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

অজহতী লক্ষণাও যে শ্রীপাদ শঙ্করের অভীষ্ট অর্থ নির্ণয়ের অনুকূল নহে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

"ন সম্ভবতি সাঽপ্যত্র বাচ্যার্থেঽতিবিরোধতঃ।

বিরোধাংশপরিত্যাগো দৃশ্যতে প্রকৃতে যতঃ ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩৬॥

—বাচ্যার্থে অত্যন্ত বিরোধবশতঃ অজহল্লক্ষণাও এখানে সম্ভব হয় না। কারণ, তত্ত্বমসিতে অল্পজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগই দেখা যায়।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

ইহার পরে তিনি জহদজহতী লক্ষণার লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। জহদজহতী লক্ষণার অপর নাম "ভাগ-লক্ষণা।" "ইহাকে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাও" বলা হয়।

"বাচ্যার্থস্যৈকদেশঞ্চ পরিত্যজ্যৈকদেশঞ্চ

যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩৭॥

—বাচ্যার্থের একদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে বৃত্তিদ্বারা একদেশ গৃহীত হয়, সেই বৃত্তি তৃতীয় ভাগলক্ষণা বুঝিতে হইবে।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

ইহার পরে তত্ত্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—"সঃ অয়ং বিপ্রঃ অর্থাৎ সেই এই ব্রাহ্মণ"—এই বাক্যে প্রথমতঃ 'সঃ' এবং 'অয়ং' এই পদদ্বয় তৎকাল-বিশিষ্টত্ব এবং এতৎকাল-বিশিষ্টত্ব এই বাচ্যার্থদ্বয়ের বোধ করাইতেছে। অতএব 'সঃ' এবং 'অয়ং' এই পদার্থ-

* এ স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্তেরই অনুসরণের কথা বলিয়াছেন।

দ্বয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যে তৎকালত্ব এবং এতৎ-কালত্ব তাহা ত্যাগ করিয়া উক্তবাক্য যেমন বিপ্র-পিণ্ডমাত্রের বোধক হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যে ত্বং-পদের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ত্ব অর্থাৎ জীবত্ব প্রভৃতি জীবধর্ম্ম এবং তৎপদের সর্ব্বজ্ঞত্ব পরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি পরমাদরে শুদ্ধ কূটস্থ (অবিকারী) এবং অদ্বৈত পরতত্ত্বকে বুঝায়। (যেহেতু, জীবধর্ম্ম ও ঈশ্বর-ধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী)।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—

"তত্ত্বমোঃ পদয়োরৈক্যমেব তত্ত্বমসীত্যলম্।
ইত্থমৈক্যাববোধেন সম্যক্ জ্ঞানং দৃঢ়ং নয়ৈঃ॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥ ৪২॥

—তৎ এবং ত্বং পদের ঐক্যই তত্ত্বমসি-বাক্য বুঝাইতে সমর্থ। এইরূপ ঐক্যের বোধ হইলে যে সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহা (মীমাংসা-প্রদর্শিত) নীতি বা কৌশলে দৃঢ় হয়।" বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

গ। ভাগলক্ষণায় বা জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণাতে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ

ভাগলক্ষণাতে শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার তত্ত্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকের অনুবাদে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

বাক্যস্থিত "তৎ"-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ হইতেছে—পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য।

আর, "ত্বম্"-শব্দের মুখ্যার্থ হইতেছে—অপরোক্ষ (বা সাক্ষাৎ দৃষ্ট), অল্পজ্ঞ বা অসর্বজ্ঞ, স্বল্পশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য (জীব)।

পরোক্ষ হইতেছে অপরোক্ষের বিরোধী, সর্বজ্ঞ হইতেছে অল্পজ্ঞের বিরোধী, সর্বশক্তিমান্ হইতেছে স্বল্পশক্তিমানের বিরোধী। এই বিরোধ পরিহারের জন্য ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে "তৎ"-পদের মুখ্যার্থ হইতে "পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্"-এই বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া "শুদ্ধ চৈতন্য" এই বিশেষ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। [ভাগ-লক্ষণায় বা জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণায় মুখ্যার্থের একাংশের ত্যাগ (জহৎ) এবং একাংশের গ্রহণ বা অপরিত্যাগ (অজহৎ) করার বিধান আছে]। তাহাতে "তৎ"-পদের অর্থ "শোধিত" হইয়া দাঁড়াইল "শুদ্ধ চৈতন্য।"

আর, "ত্বম্"-পদের মুখ্যার্থ হইতে "অপরোক্ষ, অল্পজ্ঞ, স্বল্পশক্তিমান্" এই বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া "শুদ্ধ চৈতন্য" এই বিশেষ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে "ত্বম্"-পদের অর্থ "শোধিত" হইয়া দাঁড়াইল "শুদ্ধ চৈতন্য।"

এইরূপে ব্রহ্মবাচক "তৎ"-পদ এবং জীববাচক "ত্বম্"-পদ—এই পদদ্বয়ের "শোধিত" অর্থ দাঁড়াইল—"শুদ্ধ চৈতন্য।" ব্রহ্মও "শুদ্ধ চৈতন্য" এবং জীবও "শুদ্ধ চৈতন্য" ; সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম হইল এক এবং অভিন্ন।

উল্লিখিত প্রকারে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

ঘ। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের সমালোচনা

"তত্ত্বমসি"-বাক্যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের সঙ্কল্প। ইহাই যে তাঁহার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা তিনি তাঁহার তত্ত্বোপদেশের ৩৪-শ্লোকে বলিয়াও গিয়াছেন।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যে সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া সামানাধিকরণ্যেই এই বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত—এইরূপ অভিপ্রায়ও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন (তত্ত্বোপদেশঃ ॥ ২৬)। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের শাব্দিকগণ-কথিত যে সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণ, তাহা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল নহে বলিয়া শাব্দিকগণ-কথিত লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই তিনি যে সামানাধিকরণ্যের স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল এক লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার কল্পিত সামানাধিকরণ্যে তিনি ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের ঐক্যের কথা বলিয়াছেন ; তাহা যে সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের অর্থে বিরুদ্ধাংশ পরিহার না করিলে তাহাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, লক্ষণাবৃত্তির অর্থই যে তাঁহার অভিপ্রেত, এবং লক্ষণাগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তির জন্যই যে তিনি সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। লক্ষণার মধ্যেও একমাত্র ভাগলক্ষণা বা জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণাই তাঁহার এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া তিনি সেই লক্ষণার আশ্রয়েই তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন।

যাহা হউক, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে তিনি তত্ত্বমসি-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে—তত্ত্বমসি-বাক্যে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় শাস্ত্রানুমোদিত কিনা।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, যে স্থানে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সে স্থানেই লক্ষণার আশ্রয় বিধেয়। "মানান্তরোপরোধাচ্চ মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে" ইত্যাদি "তত্ত্বোপদেশঃ" ৩৯।-বাক্যে এবং "তত্র হি গৌণী কল্পনা, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি" ইত্যাদিরূপে প্রশ্নোপনিষৎ ।৬।৩। বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার গিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল—মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে কিনা।

সঙ্গতি নির্ণয় করিতে হইবে কিরূপে ? প্রকরণ এবং প্রকরণ-বহির্ভূত অন্য বাক্যের সহিত মিলাইয়াই মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে কিনা দেখিতে হইবে। অর্থাৎ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের যাহা মুখ্যার্থ—প্রকরণে এবং অন্য শ্রুতিবাক্যে সেই মুখ্যার্থের সমর্থক কোনও উক্তি আছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে। আর যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই।

প্রথমে "তৎ"-পদের মুখ্যার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। "তত্ত্বমসি"-বাক্যে "তৎ"-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—ব্রহ্ম। এই "তত্ত্বমসি"-বাক্যটী হইতেছে উদ্দালক-শ্বেতকেতুর কথোপকথন-প্রকরণের অন্তর্ভূত। এই প্রকরণে উদ্দালক শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের কারণ ; এই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত জীব-জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই জীব-জগতের স্থিতি-স্থান এবং লয়-স্থান। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি বাক্যেও উদ্দালক তাহাই বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদির কথা কেবল যে প্রস্তাবিত প্রকরণেই বলা হইয়াছে, তাহাও নহে। প্রকরণের বহির্ভূত অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেও তাহা বলা হইয়াছে। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি আছে বলিয়া তিনি যে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমান্" তাহাও "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—"তৎ"-পদের মুখ্যার্থ যে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম", তাহা প্রকরণ-সম্মত এবং প্রকরণ-বহির্ভূত অন্য শ্রুতিবাক্যেরও সম্মত। সুতরাং এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই, সঙ্গতিই দৃষ্ট হয়।

"জ্ঞাজ্ঞৌ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে "ত্বম্"-পদবাচ্য জীবেরও অল্পজ্ঞত্বাদির কথা জানা যায়। সুতরাং "ত্বম্"-পদের মুখ্যার্থ যে "অসর্ব্বজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য জীব" তাহারও অসঙ্গতি কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে।

এইরূপে দেখা গেল—"তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের কোনওরূপ অসঙ্গতিই নাই। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই বলিয়া লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণেরও কোনও হেতু থাকে না। এইরূপ অবস্থাতেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহা হইবে অবৈধ।

যদি বলা যায়—প্রকরণাদিদ্বারা "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ সমর্থিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু "তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থে যে বিশেষণগুলি আছে, সে-গুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেমন, "সর্ব্বজ্ঞ" হইতেছে "অসর্ব্বজ্ঞের" বিরোধী, "সর্ব্বশক্তিমান্" হইতেছে "অল্প-শক্তিমানের" বিরোধী ; ইত্যাদি। পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না বলিয়া এ-স্থলে

মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই ; এজন্যই—লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অবৈধ হইতে পারে না (ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি)।

এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই। এক এবং অভিন্ন বস্তুর বিশেষণদ্বয় যদি পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সঙ্গতি থাকে না। একই বস্তু কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং স্বল্পশক্তিমান্ও হইতে পারে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুইটী পৃথক্ বস্তুর মধ্যে একটী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে অপরটীর অসর্ব্বজ্ঞ স্বল্পশক্তিমান্ হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

আবার, দুইটী বস্তুর মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে সমত্ব এবং কোনও বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলেও বস্তুর পরিচয় লাভে কোনও অসুবিধা হয় না। একজন যদি আর এক জনকে বলেন—"দশবৎসর পূর্ব্বে শ্যাম-নামক যে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধ ব্যক্তিকে আপনি দিল্লীতে দেখিয়াছিলেন, আর এক্ষণে এই কলিকাতাতে রাম-নামক যে গৌরবর্ণ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার সাক্ষাতে দেখিতেছেন, ইহারা উভয়েই আমার সহোদর।" তাহা হইলে শ্যামের পরোক্ষত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব এবং অন্ধত্ব সত্ত্বেও এবং রামের অপরোক্ষত্ব, গৌরবর্ণত্ব এবং দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্টত্ব সত্ত্বেও অর্থাৎ উভয়ের বিশেষণগুলির পরস্পর-বিরুদ্ধত্ব সত্ত্বেও—উভয়ের পক্ষে বক্তার সহোদর হওয়া অসম্ভব হয় না।

তদ্রূপ, "তৎ"-পদের মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি এবং "ত্বম্"-পদের মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাদের স্বরূপের পরিচয় পাওয়ার পক্ষে কোনওরূপ অসুবিধা হইতে পারে না। সুতরাং ঐ বিশেষণগুলির অসঙ্গতি কিছু নাই। বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্যের পরিচয় ; বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ্যের সম্যক্ পরিচয় সম্ভব হয় না।

"তৎ"-পদবাচ্য এবং "ত্বম্"-পদবাচ্য বস্তুদ্বয় যদি এক এবং অভিন্ন হয়, তাহা হইলে অবশ্যই পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাচক বিশেষণগুলির সঙ্গতি থাকিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা এক এবং অভিন্ন বস্তু, না কি পৃথক্ বস্তু, তাহা তো নির্ণয় করিতে হইবে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থদ্বারা। অর্থ-নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই বিশেষণগুলিকে যদি পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—বাক্যটীর অর্থনির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই ধরিয়া লওয়া হইতেছে—উভয় পদের বাচ্য বস্তু এক এবং অভিন্ন। ইহা সঙ্গত হয় না। আবার, পূর্ব্বেই ঐ উভয় পদের বাচ্যবস্তুদ্বয়কে এক এবং অভিন্নরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, সেই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়া অর্থালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং উভয়ের একত্ব-বাচক অর্থে উপনীত হওয়াও নিতান্ত অসঙ্গত। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রতিপাদিত রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং এই স্বীকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে যুক্তির অবতারণা, তাহাকে যুক্তি বলা যায় না, তাহা যুক্তির আভাসমাত্র, হেত্বাভাস (fallacy)।

যদি বলা যায়, কেবল প্রকরণ-সঙ্গতি থাকিলেই মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। অর্থসঙ্গতি হয় কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। গঙ্গা থাকিতে পারে ; ঘোষও থাকিতে পারে ; তথাপি "গঙ্গায়

(গঙ্গার স্রোতে) ঘোষের বাস" অসঙ্গত হয়। তদ্রূপ, "তৎ" এবং "ত্বম্"-শব্দদ্বয়ের মুখ্যার্থের সহিত প্রকরণাদির সঙ্গতি থাকিতে পারে, তথাপি এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। কেননা, এই বাক্যে স্পষ্ট কথাতেই বলা হইয়াছে—"তাহা তুমি হও।" অর্থাৎ "তৎ" ও "ত্বম্" এই দুই বস্তুর একত্বের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং "তৎ" ও "ত্বম্"-এই পদদ্বয়ে মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের একত্ব সম্ভব হইতে পারে না। এ জন্যই মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না ; মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যদি স্বীকার করাও যায় যে, "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থদ্বয়ের একরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও, সেই একরূপত্ব একাধিক রকমেরও হইতে পারে—সর্ব্বতোভাবে একরূপত্বও হইতে পারে, আংশিকভাবে একরূপত্বও হইতে পারে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-বাক্যে আংশিকভাবে একরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থদ্বয়ের মুখ্যার্থের বিশেষণ-গুলি আংশিকভাবে একরূপত্বের বিরোধী যদি না হয়, তাহা হইলে সেগুলির অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। এই বিশেষণগুলি গ্রহণ করিলে আংশিক একত্ব অসিদ্ধ হয় না, সুতরাং আংশিক একত্ব প্রতিপাদনই "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। আংশিক একত্বের কথা বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে একত্বের কথা বিবেচনা করার যুক্তিসঙ্গত হেতু কিছু দৃষ্ট হয় না—বিশেষতঃ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-বাক্য যখন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বাক্যটী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও—সুতরাং "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থদ্বয়ের আংশিক একত্বের কথা থাকা সত্ত্বেও—যদি বলা হয় যে, উভয়ের সর্ব্বতোভাবে একত্বই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অভিপ্রেত, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, অভীষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দপ্রয়োগে আচার্য্য উদ্দালকের সামর্থ্য ছিল না। তাই শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর লিখিত প্রবন্ধকে সংশোধিত করিয়া দেন, তদ্রূপ উদ্দালকের কথিত শব্দগুলিকেও সংশোধিত করিতে হইবে। এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই, তাহা বিচার-সহ নহে। মুখ্যার্থের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও যে তিনি লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইয়াছে অবৈধ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ব্যাখ্যার উপক্রম সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই হইতেছে তাঁহার প্রতিজ্ঞা। এই উদ্দেশ্যে তত্ত্বোপদেশের "সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ" ইত্যাদি ১৮শ শ্লোকে তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক নহে, সেই শ্লোকের আলোচনায় পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, "তত্ত্বমসি"-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক, তাহাও "ততো হি তত্ত্বমস্যাদিবেদবাক্যম্" ইত্যাদি ২১শ শ্লোকে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "তত্ত্বমস্যাদি"-বাক্যের অর্থালোচনার পূর্ব্বেই তিনি

ইহা বলিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের জীব-ব্রহ্মৈকত্ব-পর অর্থ করাই তাঁহার সঙ্কল্প।

তাহার পর, তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তিনি ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। "তৎ" ও "ত্বম্"-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে জীব-ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদন সম্ভবপর হয় না। অথচ এই পদ-দ্বয়কে একেবারে উড়াইয়াও দিতে পারেন না। তাই তিনি এই পদদ্বয়ের অর্থকে "শোধন" করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"তৎ" শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত শুদ্ধচৈতন্য ঈশ্বর হইলেও ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে কেবল শুদ্ধচৈতন্য (তত্ত্বোপদেশ ॥২৫ শ্লোক)। আর "ত্বম্"-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ কর্তৃত্বাদি-অভিমানী জীব হইলেও ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধচৈতন্য (তত্ত্বোপদেশ ॥ ২৩-২৪ শ্লোক)। কিন্তু ইহাও তাঁহারই কথা, শ্রুতির কথা নহে। যাহাহউক, তাঁহার মতে "তৎ"-পদের মুখ্যার্থে যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ, তাহা হইতেছে শুদ্ধব্রহ্মের আগন্তুক—মায়িক—উপাধি; আর, "ত্বম্"-পদবাচ্য জীবের বিশেষণগুলিও হইতেছে শুদ্ধব্রহ্মের আগন্তুক মায়িক—অবিদ্যাকৃত—উপাধি। তাই এই বিশেষণ আগন্তুক মায়িক উপাধি বলিয়া মলিনতা। কিন্তু মায়োপহিত শুদ্ধব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত শুদ্ধব্রহ্মই জীব—ইহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কথা, শ্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব কল্পনা। যাহা হউক, তাঁহার মতে, এই উপাধিরূপ মলিনতা অপসারিত করিলেই "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ শোধিত হইতে পারে। শোধিত হইলে—বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিলেই—"ত্বম্"-পদবাচ্য জীব এবং "তৎ"-পদবাচ্য ব্রহ্ম উভয়েই হইবে—শুদ্ধচৈতন্য—সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এক। এইভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীপাদ শঙ্কর "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের বাচ্য বস্তুর শোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতেও বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে শ্রীপাদ শঙ্করের শোধন-প্রণালীর স্বরূপ প্রকাশ করা হইতেছে। কোনও রাসায়নিকের নিকটে কেহ দুইটী বস্তু আনিয়া দিলেন—তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য। একটী বস্তু তরল—জল, আর একটী শক্ত—চূণের চাকা। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তরল বস্তুটীতে একভাগ অম্লজান এবং দুইভাগ উদ্জান আছে; আর শক্ত বস্তুটীতে একভাগ অম্লজান, একভাগ ক্যাল্-সিয়াম্ আছে। এক্ষণে রাসায়নিক পণ্ডিত যদি শ্রীপাদ শঙ্করের দৃষ্টান্তের অনুসরণে বস্তু দুইটীকে "শোধন" করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তরল বস্তুটীর উদ্জানকে এবং শক্ত বস্তুটীর ক্যাল্সিয়াম্কে পরিত্যাগ করিয়া উভয় বস্তুর মধ্যেই কেবল "শোধিত অম্লজান"-মাত্র রাখিবেন। পরীক্ষান্তে রাসায়নিক যদি বলেন—তরল বস্তুটীর মধ্যে উদ্জান এবং অম্লজান থাকিলেও এবং শক্ত বস্তুটীর মধ্যে অম্লজান এবং ক্যাল্সিয়াম্ থাকিলেও অম্লজান ব্যতীত অন্যান্য বস্তুগুলি হইতেছে তাহাদের মলিনতা। মলিনতা দূর করিয়া বস্তুদ্বয়কে শোধিত করিলে উভয় বস্তুই হইবে এক এবং অভিন্ন—অম্লজান। ইহাতে কি বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে? না কি স্বরূপের ধ্বংস সাধন করা হইবে? শ্রীপাদ শঙ্করের পদার্থদ্বয়ের শোধনও কি এইরূপই নহে?

যাহা হউক, কি করিতে পারিলে "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থদ্বয় শোধিত হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া, কি ভাবে এই শোধন-ক্রিয়া সম্পাদিত করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তত্ত্বমোর্দ্বয়োঃ"-ইত্যাদি (তত্ত্বোপদেশ ॥২৬)-বাক্যে যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" ও ত্বম্" পদদ্বয় সামানাধিকরণ্যেই সম্বদ্ধ, তথাপি তিনি সামানাধিকরণ্যে এই বাক্যের অর্থ করিতে পারেন না ; কেননা, তাহাতে "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয় "শোধিত" হইতে পারে না—তাহাদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করা যায় না। কেননা, বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিলে সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধই থাকে না। অথচ, বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ না করিলেও পদদ্বয় "শোধিত" হইতে পারে না। তখন তিনি লক্ষণাবৃত্তির দিকে মনোযোগ দিলেন। দেখিলেন--জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণায় উভয় পদেরই বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশেষ্যকে—শুদ্ধ চৈতন্যকে--গ্রহণ করার বিধি আছে। তাই তিনি জহদজৎ-স্বার্থা লক্ষণার বা ভাগ-লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কল্পিত জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আরও একটী কথা প্রণিধান-যোগ্য। লক্ষণার স্বরূপনির্ণয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে মুখ্যার্থের অবিনাভূত বস্তুর গ্রহণই লক্ষণা। অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে লক্ষণাবৃত্তিতে মুখ্যার্থের "অবিনাভূত" অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। "তৎ"-শব্দের মুখ্যার্থে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মকে, অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মকে" বুঝায়। তাঁহার মতে এই মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই বলিয়া "তৎ"-শব্দের লক্ষ্যার্থ "বিশুদ্ধ চৈতন্য", অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চৈতন্য" গ্রহণ করিতে হইবে ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "নির্ব্বিশেষ চৈতন্য" হইতেছে সবিশেষ ব্রহ্মের "অবিনাভূত বস্তু"। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সবিশেষ ব্রহ্ম না থাকিলে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য থাকিতে পারে না ; যেমন, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিতে পারে না, তদ্রূপ। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের বাক্যেরই বিরোধী। কেননা, তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই মায়ার প্রভাবে সবিশেষ চৈতন্য (বা সগুণ ব্রহ্ম) হয়েন ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ চৈতন্য না থাকিলে সবিশেষ চৈতন্যই (বা সগুণ ব্রহ্মই) তাঁহার মতে সিদ্ধ হয় না। অথচ, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ-নির্দ্ধারণে ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি কার্য্যতঃ জানাইলেন—সবিশেষ চৈতন্য না থাকিলে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য থাকিতে পারে না ; যেহেতু, নির্ব্বিশেষ চৈতন্য হইতেছে সবিশেষচৈতন্যের অবিনাভূত বস্তু।

বস্তুতঃ, সর্ব্বনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম কাহারও "অবিনাভূত বস্তু" হইতে পারেন না ; কেননা, অবিনাভূত বস্তু কখনও অন্যনিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ হয় না।

লক্ষণার্থ হইতেছে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। নির্ব্বিশেষ বস্তুর সহিত অপর কোনও বস্তুর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যাহার সহিত অপরের সম্বন্ধ থাকে, তাহা নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না ;

তাহা হইবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, সুতরাং সবিশেষ। এইরূপে দেখা গেল, লক্ষণার্থে কখনও নির্বিশেষ চৈতন্য পাওয়া যাইতে পারে না।

আবার, লক্ষণা হইতেছে শব্দের শক্তিবিশেষ। মুখ্যার্থ শব্দবাচ্য, লক্ষণার্থও শব্দবাচ্য। গঙ্গা ও গঙ্গাতীর—উভয়ই শব্দবাচ্য। শব্দবাচ্য বস্তুতেই লক্ষণার প্রয়োগ সম্ভব; শব্দের অবাচ্য বস্তুতে লক্ষণা প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শুদ্ধচৈতন্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বতোভাবে শব্দের অবাচ্য। সুতরাং সর্ব্বশব্দাবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণার প্রয়োগ হইতে পারে না।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নে লিখিয়াছেন—"ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টাভিধায়িভির্বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্বিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখণ্ডন্ত লক্ষ্যমিতি বাচ্যম্। সর্ব্বশব্দানভিধেয়স্য তস্য লক্ষ্যত্বাযোগাৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥১।২০॥—বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা তাদৃশ বস্তুই বোধিত হইবে; কিন্তু শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু বোধিত হইবে না; যেহেতু, শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু ঐ সকল শব্দের লক্ষ্যমাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, অদ্বৈতবাদীরা শুদ্ধ অখণ্ড বস্তুকে সকল শব্দেরই অবাচ্য বলিয়া থাকেন। যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও সম্ভব হয় না।" প্রভুপদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ অন্যত্রও বলিয়াছেন—"সর্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যুদিতং প্রাক্। চিন্মাত্রাদিশব্দস্য পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যস্যাচৈতন্যত্বং ভাগত্যাগলক্ষণা ত্বত্র ন সম্ভবেদ্ বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি তুচ্ছমেতৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥৪।৯॥—সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা চিন্মাত্র প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্য বস্তুর অচৈতন্যত্বই ঘটিবে। তজ্জন্য ভাগলক্ষণা স্বীকারও অসম্ভব হয়; যেহেতু, বিরুদ্ধ ভাগই সম্ভব হয় না।" প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—লক্ষণার আশ্রয়ে "তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতে শ্রীপাদ শঙ্কর "তৎ" ও "ত্বম্"-এতদুভয়ের যে "শুদ্ধচৈতন্যত্ব" স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় – বাক্যার্থ-নির্ণয়ের যে সহজ স্বাভাবিক পন্থা, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি যেই অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও "তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতে স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। কি অর্থ করিবেন, তাহা তিনি আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই, যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই অর্থ পাওয়া যায়, অবৈধ হইলেও, সেই উপায়ই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই উপায়ে তিনি যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না।

উদ্দালক-শ্বেতকেতুর কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে কয়টী শ্রুতিবাক্য আছে তৎসমস্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৪৯খ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোনও একটীতেও জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতো-

ভাবে একত্বের কথা বলা হয় নাই (২।৪৯গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থ যে প্রকরণ-সঙ্গত নয়, তাহাও বুঝা যায়। অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সহিতও ইহার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেননা, জীবব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে কথিত হয় নাই।

জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইত, তাহা হইলে জীব হইত স্বরূপতঃ বিভু। কিন্তু শ্রুতি জীবের অণুপরিমিতত্বের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও জীবের বিভুত্ব খণ্ডন পূর্ব্বক পরিমাণগত অণুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও জীবকে ব্রহ্মের শক্তি এবং সনাতন অংশ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেব যে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত তাহারও বিরোধী। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর অবৈধ উপায়ে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রসম্মত নহে, বরং শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যের "তৎ" এবং "ত্বম্" পদদ্বয় যে সামানাধিকরণ্যে সম্বদ্ধ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ সামানাধিকরণ্যের আশ্রয়ে এই বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ। এই অর্থের সহিত শ্রুতি-স্মৃতিরও কোনও বিরোধ নাই। এই অর্থ কষ্টকল্পনা-প্রসূতও নহে। সুতরাং শ্রীপাদ রামানুজাদির অর্থই শাস্ত্রসম্মত এবং স্বাভাবিক বলিয়া আদরণীয়।

৩২। "অহং ব্রহ্মাস্মি"-শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

শ্রুতিতে "অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম হই"—এইরূপ বাক্যও দৃষ্ট হয়। প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই বাক্যের কিরূপ অর্থ করা সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

এ-স্থলে "অহম্"-পদের বাচ্য হইতেছে জীব। জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব—এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না; কেননা, তদ্রূপ অর্থ হইবে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরোধী।

জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতে যে জীবকে ব্রহ্ম বলা যায়, তাহা পূর্ব্বে (২।৪৯ ঘ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। সেই ভাবেও "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলা যাইতে পারে—তাৎপর্য্য, "আমি ব্রহ্মের শক্তি।"

জীব-জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যে যেমন তৎসমস্তকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তেমনি "অহং ব্রহ্মাস্মি"-বাক্যেও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যায়। তাৎপর্য্য—আমিও ব্রহ্মাত্মক।"

জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চিদ্‌বস্তু বলিয়া চিন্ময়ত্বাংশে অভিন্নত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে

ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। এইরূপ তাৎপর্য্যেও "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য—"আমি ব্রহ্মতুল্য চিদ্‌বস্তু।" মায়াবদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ অচিৎ দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে; তাহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে জীব বুঝিতে পারে—"আমি জড় দেহ নহি, পরন্তু আমি চিদ্‌বস্তু, ব্রহ্ম যেমন চিদ্‌বস্তু, তাঁহার চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া আমিও চিদ্‌বস্তু।" অথবা, উল্লিখিতরূপ ভ্রান্তির অপনোদনের সহায়করূপে জীব চিন্তা করিতে পারে—"অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি স্বরূপতঃ অচিৎ দেহ নহি; আমি হইতেছি ব্রহ্মের ন্যায় চিদ্‌বস্তু।"

বস্তুতঃ, ব্রহ্মাত্মকত্বই যে "অহং ব্রহ্মাস্মি"-বাক্যের অভিপ্রেত, শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেও তাহা জানা যায়। বৃহদারণ্যকে আছে :—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেব অবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ, তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদ্ অভবৎ, তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যানাম্, তদ্ হ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুঃ অভবম্ সূর্য্যশ্চ ইতি। তদ্ ইদম্ অপি এতর্হি য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি, স ইদম্ সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (এই জগৎ) ব্রহ্ম ছিল। তিনি (সেই ব্রহ্ম)—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এইরূপে নিজেকে জানিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সর্ব্ব—সর্ব্বাত্মক—হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তিনি তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই ব্রহ্মকে অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন—'আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্যও হইয়াছিলাম।' ইদানীংকালেও যিনি বুঝিতে পারেন যে 'আমি হই ব্রহ্ম', তিনিও এই সমস্ত হয়েন—সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। দেবতাগণও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয়েন না।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ-রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন (তৎসর্ব্বম্ অভবৎ। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥-এই ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন)। সুতরাং জীবও ব্রহ্মাত্মক (অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়)। যিনি ব্রহ্মের এইরূপ সর্ব্বাত্মকত্বের কথা জানিতে পারেন—সুতরাং যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন—তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনিও ব্রহ্ম—ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্ম হইতে তিনি স্বতন্ত্র নহেন। বামদেব ঋষি তাহা—স্বীয় ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা—জানিয়াই বুঝিয়াছিলেন—তিনি মনু হইয়াছিলেন, সূর্য্যও হইয়াছিলেন; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাঁহাতে এবং মনু-সূর্য্যাদিতে ব্রহ্মাত্মকত্ব-বিষয়ে পার্থক্য নাই। বামদেবের এতাদৃশ অনুভব হইতেই জানা যায়—তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভব লুপ্ত হয় নাই। পৃথক্ত্বের অনুভব না থাকিলে—"আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম"—এইরূপ মনে করিবে কে ? ব্রহ্মাত্মকত্বের অনুভবেও পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভব থাকে।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-বাক্যেও এইরূপ ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

কিন্তু কেহ যদি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, বা চিন্তা করেন, স্মৃতি-

শাস্ত্রানুসারে তাহা হইবে অপরাধ-জনক। স্মৃতি বলেন—সাধারণ জীবের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা কিম্বা রুদ্রকেও যদি কেহ পরব্রহ্ম নারায়ণের সমান মনে করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ পদ্মপুরাণ ॥"

যাঁহারা সাযুজ্যকামী, ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছুক, চিন্ময়ত্বাংশে ব্রহ্মের সহিত সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যদি "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি"-ইত্যাদি চিন্তা করেন, (অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশেষণের চিন্তা না করিয়া কেবল বিশেষ্যের চিন্তা করেন), তাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীবের যে ব্রহ্মের মধ্যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যিনি যেরূপ চিন্তা করেন, তাঁহার প্রাপ্তিও সেইরূপই হইয়া থাকে। যিনি নিজেকে চিন্ময় বলিয়া চিন্তা করেন, মায়িক উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় চিন্ময়-স্বরূপেই অবস্থিতি লাভ করেন। স্বীয় পৃথক্ অপ্রাকৃত দেহে অবস্থিতির চিন্তা করেন না বলিয়া তিনি পৃথক্ দেহ পায়েন না, চিৎকণরূপেই ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই সাযুজ্য-মুক্তি।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে বলিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"-চিন্তা করিলেও ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে না। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় হইতে পারে না।

৫৩। "একীভবন্তি" শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা

সমগ্র শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই :—

"গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ মুণ্ডক ॥৩।২।৭॥

—মোক্ষকালে দেহের প্রাণাদি কলা-সকল স্ব-স্ব-কারণে বিলীন হইয়া যায়, পঞ্চদশ-সংখ্যক দেহাশ্রয়-চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সংস্থিত দেবতাগণও আদিত্যাদি দেবগণে বিলীন হইয়া যায়। মুমুর্ষু ব্যক্তির যে সমস্ত কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয় নাই, স-সমস্ত কর্ম্ম এবং উপাধিবিমুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা (জীবাত্মা) অব্যয় পরব্রহ্মে একীভূত হইয়া যায়।"

এই বাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীব পরব্রহ্মের সহিত একীভুত হয়েন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ মুণ্ডক ॥৩।২।৮॥

—নদী সকল প্রবাহিত হইতে হইতে যেমন নানাবিধ নাম ও রূপ (আকার) ধারণ করে, কিন্তু যখন সমুদ্রে গমন করে (সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়), তখন যেমন তাহাদের পৃথক্ নাম ও রূপ

থাকে না, তদ্রূপ বিদ্বান্ (মুক্ত) জীবও (মায়িক উপাধিস্বরূপ) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন।”

এ-স্থলে কেবল নাম-রূপ-পরিত্যাগ-বিষয়েই সমুদ্রে মিলিত নদীর সঙ্গে ব্রহ্ম-প্রাপ্ত মুক্তজীবের সাদৃশ্য। এই শ্রুতিবাক্যটীতে বলা হইল—মুক্তজীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না; তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবেই।

পূর্ব্ববাক্যে “একীভবন্তি”-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী বাক্যে “পরাৎপরম পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”-বাক্যে তাহারই তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে। উভয় বাক্যের সমন্বয়মূলক অর্থ হইতে বুঝা যায়—প্রাপ্য ব্রহ্ম হইতে প্রাপক মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, অথচ মুক্তজীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়।

পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও কিরূপে একীভূত হওয়া সম্ভব হয়? ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। “অভূততদ্ভাব” অর্থে চ্বি প্রত্যয় করিয়া “একীভবন্তি” নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ছিল না, এখন এক হয়। সংসারী অবস্থায় জীব ব্রহ্মের মধ্যে ছিল না, মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে ব্রহ্মের বাহিরে পৃথক্ দেহে মুক্তজীবের পৃথক্ অবস্থিতি থাকে না বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। ব্রহ্মে প্রবিষ্ট জীব ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়াই “একীভূত” বলা হইয়াছে। জলে শর্করা মিশাইলে যেমন শর্করা ও জল এক হইয়া গিয়াছে বলা হয়, তদ্রূপ। কিন্তু জলের মধ্যেও শর্করার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; শর্করা জলে পরিণত হয় না। প্রক্রিয়া-বিশেষে জল হইতে শর্করাকে পৃথক্ করা যায়। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে তাহা করা সম্ভব হইত না।

এইরূপে দেখা গেল—“একীভবন্তি”-পদে সাযুজ্যমুক্তিই সূচিত হইয়াছে। “ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া” সূচিত হয় নাই। কেন না, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেই মুক্তাবস্থায় তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম হওয়া সম্ভব। জীব যদি স্বরূপতঃই ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে অমুক্ত অবস্থাতেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই থাকিতেন। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে “অভূততদ্ভাবে চ্বি”-প্রত্যয় করিয়া “একীভবন্তি” বলার অবকাশই থাকিত না। “চ্বি”-প্রত্যয় যখন গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন “একীভবন্তি”-পদ হইতেই বুঝা যায়, অমুক্ত অবস্থাতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ছিলেন না। জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রসম্মতও নহে।

এই জাতীয় অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেরও উল্লিখিতরূপে অর্থ করিলেই শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রে স্থাপিত সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, অথচ কষ্টকল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।

৫৪। আপাতঃদৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মের একত্ববাচক শ্রুতিবাক্যসমূহের আলোচনার উপসংহার

যে সকল শ্রুতিবাক্য আপাতঃদৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বাচক বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী

২।৪৫-অনুচ্ছেদে তাহাদের কয়েকটী উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ২।৪৬ অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৫৩ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত কয় অনুচ্ছেদে সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে কয়েকটী বাক্যে "ব্রহ্মৈব—ব্রহ্ম এব"-পদ আছে। আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, 'এব"-শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—অবধারণে এবং ঔপম্যে বা সাদৃশ্যে। শ্রীপাদ শঙ্কর অবধারণ-অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রস্থান-ত্রয়ের বিরোধী বলিয়া তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোনওটীকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাসদেব কোনও সূত্রও গ্রথিত করেন নাই।

এজন্য "এব"-শব্দের "অবধারণ"-অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক "ঔপম্য" অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে 'ব্রহ্মৈব"-পদের যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রস্থানত্রয়-সম্মত এবং তাহাতে কোনওরূপ কুষ্টকল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হয় নাই।

"তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যের "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয় যে সামানাধিকরণ্যে সম্বদ্ধ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি তিনি সামানাধিকরণ্যে উক্ত বাক্যটীর অর্থ করেন নাই; কেননা, সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে 'তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। উক্তবাক্যের জীব-ব্রহ্মের একত্ববাচক অর্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থকে সংশোধিত করার জন্য জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা না করিলে মুখ্যার্থের শোধন সম্ভব হয় না, এবং মুখ্যার্থের শোধন না করিলে জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। আবার, মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে না পারিলে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করার বিধান নাই বলিয়া এবং লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণব্যতীতও তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর, অর্থবিচারের পূর্ব্বেই, জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকে পূর্ব্বেই প্রতিপাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি "তত্ত্বমসি"-বাক্যটীর অর্থ করিয়াছেন। ইহা ন্যায়-নীতি-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ, মুখ্যার্থের কোনও অসঙ্গতি নাই; তথাপি যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ, তাহা হইয়াছে বিধিবহির্ভূত।

এইরূপ বিধিবহির্ভূত উপায়ে তিনি যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও হইয়াছে আবার প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। তাহাতে প্রকরণের সহিত সঙ্গতিও রক্ষিত হয় নাই। বিধিবিহিত উপায়ে অর্থ করিলে তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব—সুতরাং জীবের বিভুত্ব—স্থাপন করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি যে জীবের বিভুত্ব—বা জীব-ব্রহ্মের একত্ব—স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অথচ, জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথা প্রচারে এই "তত্ত্বমসি"-বাক্যটীই হইতেছে তাঁহার প্রধান সম্বল।

অপর পক্ষে, শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত সামানাধিকরণ্যে শ্রুতিবাক্যটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে ইহার সহজ স্বাভাবিক অর্থ। প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের সহিত এবং প্রকরণের সহিতও এই অর্থের সঙ্গতি আছে। এই সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য কোনওরূপ কষ্টকল্পনার বা বিধিবহির্ভূত উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এইরূপ অর্থে "তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতে জানা যায়—চিন্ময়ত্বে – সুতরাং নিত্যত্বেও—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য আছে, অন্য কোনও বিষয়ে ঐক্য নাই। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ বিভু নহে, অণুপরিমিতই।

এইরূপে দেখা গেল – জীবের পরিমাণগত অণুত্বই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব

৫৩। শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রুতিস্মৃতি-কথিত জীব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব এক নহে।

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে জীব বা জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি, তাঁহার শক্তিরূপ অংশ, সত্য এবং নিত্য। অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ জীব বহিরঙ্গা মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ারই প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। চিদংশে ব্রহ্মের সহিত জীবের সাম্য আছে। ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব কিন্তু অণুচিৎ--ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। জীবের অণুত্ব হইতেছে পরিমাণগত।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যে জীবের কথা বলেন, তাহা হইতেছে অন্যরূপ।

তিনি বলেন, জীবের অস্তিত্বের প্রতীতি কেবল সংসারেই ; সংসারের বাহিরে জীব বলিয়া কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মই সংসারী অবস্থায় জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন ; সুতরাং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি "তত্ত্বমসি"-শ্রুতি-বাক্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু "তত্ত্বমসি"-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদন করে না, এবং শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন এবং যে প্রণালীতে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৫১ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার উক্তির সমর্থনে আনুষঙ্গিকভাবে তিনি "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রস্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে এই সকল শ্রুতি-বাক্যও যে তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৪৬, ২।৪৭, ২.৪৮, ২।৫২ এবং ২।৫৩ অনুচ্ছেদ-সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মই মায়ার উপাধিযুক্ত হইয়া সংসারী জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে বহিরঙ্গা মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অবস্থায় ব্রহ্ম কিরূপে মায়োপাধিযুক্ত হইতে পারেন? মায়িক উপাধির সহিত যুক্ত হওয়ার অর্থ হইতেছে মায়ার সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু শ্রুতিবাক্যানুসারে তাহা সম্ভব নয়। জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলিতে গেলে এই এক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন,—ব্রহ্ম সাক্ষাদ্‌ভাবে মায়োপহিত নহেন, মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই হইতেছে

জীব। মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত বলিয়া মায়া হইতেছে প্রতিবিম্বের উপাধি, প্রতিবিম্বরূপ জীবের উপাধি। দর্পণ থাকে প্রতিবিম্বের বাহিরে, দর্পণের সহিত বিম্বের স্পর্শ হয় না। "মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই জীব"-একথাদ্বারা তিনি বোধ হয় জানাইতে চাহেন যে, মায়ারূপ দর্পণ যখন ব্রহ্মরূপ বিম্বকে স্পর্শ করে না, তখন ব্রহ্মের সহিত মায়ার স্পর্শ-নিষেধক শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রতিবিম্বের উৎপত্তির জন্য দর্পণ ও বিম্বের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বগত এবং সর্ব্বব্যাপক, তখন কোনও বস্তুর সহিতই—মায়ার সহিতও—তাঁহার কোনওরূপ ব্যবধান সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মায়ারূপ দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও সম্ভব হইতে পারে না। তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্ব্বগতত্ব এবং সর্ব্ব-ব্যাপকত্বই রক্ষিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে মায়াবাদীরা নৃসিংহতাপনীশ্রুতির একটী বাক্যের উল্লেখ করেন। সেই বাক্যটী হইতেছে এই ঃ—

জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি। — নৃসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড।

এই বাক্যের "আভাস"-শব্দের অর্থ "প্রতিবিম্ব' এবং ইহাই "আভাস"-শব্দের মুখ্যার্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ— মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। কিন্তু এইরূপ অর্থে "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত, এমন কি নৃসিংহতাপতনীরই "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥১।৫।১॥"-এই বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্যা গ্রহণ করিতে হইলে "আভাস"-শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থ—প্রতিবিম্বতুল্য অর্থই—যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী ৪।১৫ গ (১) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই গৌণার্থ যে "অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ ॥৩।২।২০"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেরও সম্মত, তাহাও সেই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গৌণার্থে শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে এইঃ—

জীবপক্ষে— জলের ক্ষোভে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু তাহাতে সূর্য্য ক্ষুব্ধ হয় না। তদ্রূপ, সংসারী জীব মায়া বা অবিদ্যাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রহ্ম প্রভাবান্বিত হয়েন না। ঈশ্বর-পক্ষে—সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্যে অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুষাবতার-গুণাবতারাদি মায়াকে পরিচালিত করিয়া সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধা করেন বলিয়া মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মায়ার তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব-সম্বন্ধেই এস্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য, অন্য কোনও বিষয়ে নহে।

এইরূপে দেখা গেল—"জীবেশাবাভাসেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী মায়াবাদীদের উক্তির সমর্থক নহে।

যাহা হউক, যুক্তির অনুরোধে মায়াদর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবের ব্রহ্ম-স্বপরূপত্ব এবং বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কেননা,

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই জীব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব সর্ব্বতোভাবে এক হইলেই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জাবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক নহে, কখনও এক হইতেও পারে না। পুরুষ-প্রতিবিম্ব কখনও পুরুষ নহে, পুরুষ বলিয়া স্বীকৃতও হয় না (২।৩৬-ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব ; এই বুদ্ধি যে অণুপরিমিত, তাহাও তিনি বলেন। ইহাও পূর্ব্বে (২।৩৬-ক অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্পণের আয়তন অনুসারেই প্রতিবিম্বের আয়তন হইয়া থাকে। সুতরাং অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বও হইবে অণুপরিমিত। ব্রহ্ম বিভু বলিয়া অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব কখনও বিভু হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব এবং বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে জীবও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রতিবিম্ব সকল সময়েই মিথ্যা। এতাদৃশ জীবকে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হয় না ; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য বস্তু। মিথ্যা বস্তুকে সত্য বস্তু বলিয়া পরিচিত করা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব বস্তুগত ভাবেও এক নহে, পরিমাণগত ভাবেও এক নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন—নিত্য, সত্য, চিদ্‌বস্তু। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব মিথ্যা বলিয়া সত্য হইতে পারে না, নিত্য হইতে পারে না, এবং চিৎ বা অচিৎ কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বিম্বরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—প্রতিবিম্বরূপে জীব অসত্য বা মিথ্যা হইলেও বিম্বরূপে সত্য। এই উক্তিতেও বিম্ব ও প্রতিবিম্বের একত্বই স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও এক হইতে পারে না এবং বিম্বের সত্যত্বে প্রতিবিম্বকে সত্যও বলা যায় না।

প্রতিবিম্ব-বাদে জীব মিথ্যা হয় বলিয়া—শ্রুতি-স্মৃতিকথিত জীবের কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগ, মোক্ষনিমিত্ত-সাধনাদি সমস্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, মিথ্যা অস্তিত্বহীন বস্তু কোনও কর্ম্মও করিতে পারে না, কর্ম্মফলও ভোগ করিতে পারে না, সাধন-ভজনও করিতে পারে না। প্রতিবিম্ববাদে বেদাদি-শাস্ত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না।

মিথ্যা বস্তুর আবার বন্ধনই বা কি ? মোক্ষই বা কি ?

প্রতিবিম্ববাদে ব্রহ্মের মায়োপহিতত্ব প্রমাণিত হয় না, ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বেরই বরং মায়োপহিতত্ব প্রমাণিত হয়। মায়ারূপ দর্পণই হইতেছে তাহাতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের উপাধি। সুতরাং প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের উপাধিকে বিম্বের উপাধি বলা সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্মই জীব—একথা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব এক নহে।

ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপ জীবই যখন মায়োপহিত এবং সেই জীব যখন মিথ্যা, তখন তাহার মোক্ষও কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। কেননা, মোক্ষসাধক সাধনে মিথ্যা জীব অসমর্থ।

কেহ কেহ বলেন—জীব মিথ্যা হইলেও তাহার মোক্ষ অসম্ভব নহে। দর্পণ সরাইয়া নিলেই যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত মিশিয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ মায়িক উপাধি দূরীভূত হইলেই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবও বিম্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইহাই তাহার মোক্ষ।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। দর্পণ সরাইয়া নিলে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত মিশিয়া যায় না। মিথ্যাবস্তুর আবার অপরের সহিত মিশিয়া যাওয়া কি ? প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত মিশিয়া যায় না ; প্রতিবিম্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় মাত্র, অথবা মিথ্যা প্রতিবিম্বের অস্তিত্বের মিথ্যা প্রতীতি দূরীভূত হয়। বুদ্ধিরূপ, বা মায়িক উপাধিরূপ দর্পণ অপসারিত হইলে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের, বা তাহার অস্তিত্বের প্রতীতির বিলুপ্তি হয়তো হইতে পারে ; কিন্তু বিম্বরূপ ব্রহ্মের সহিত তাহার মিশিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

আবার, বুদ্ধিরূপ দর্পণকেই বা কে অপসারিত করিবে ? প্রতিবিম্বরূপ জীব তো মিথ্যা বস্তু ; দর্পণকে অপসারিত করার সামর্থ্য তাহার থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিম্ববাদে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর আবার ঘটাকাশ-পটাকাশের কথাও বলেন।

বৃহদাকাশের (পটাকাশের) কোনও অংশ যদি ঘটের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘটাকাশ বলা হয়। তদ্রূপ, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মও মায়ার উপাধি বা বুদ্ধি দ্বারা আবদ্ধ হইলে তাহাকে বলে জীব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ অনাবৃত বৃহদাকাশের (পটাকাশের) সঙ্গে মিশিয়া যায়, মায়ার বা বুদ্ধির উপাধি দুরীভূত হইলেও তদ্রূপ জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়।

প্রতিবিম্ববাদের জীব এবং ঘটাকাশ-বাদের জীব—এই উভয় একরূপ নহে। কেননা, ঘট-মধ্যস্থিত আকাশ এবং পটাকাশ বা অনাবৃত বৃহদাকাশ হইতেছে স্বরূপগতভাবে একই বস্তু ; কিন্তু প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব স্বরূপগতভাবে যে এক বস্তু নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় উক্তির সমন্বয় কি, তাহা বুঝা যায় না।

আবার, ঘটাকাশ-বাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মকে মায়া বা মায়িকীবুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই

অংশ। ঘটের পক্ষে ইহা সম্ভব ; কেননা, আকাশ জড়বস্তু, ঘটও জড়বস্তু। আকাশ জড়বস্তু বলিয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য ; সুতরাং জড় ঘটও আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু চিদ্‌বস্তু ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগত, পরিচ্ছেদের অযোগ্য। জড়বুদ্ধি তাঁহাকে কিরূপে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে ? ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং সর্ব্বগতত্বই ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম পরিচ্ছেদের যোগ্য, তাহা হইলেও কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথম সমস্যা। ব্রহ্ম কিরূপে বুদ্ধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেন ? মায়িকী বুদ্ধিই কি ব্রহ্মকে ধরিয়া আনিয়া স্বীয় ঘটে আবদ্ধ করিয়া রাখিল ? কিন্তু তাহা সম্ভব নয় ; কেননা, প্রথমতঃ, মায়িকী বুদ্ধি হইতেছে জড়বস্তু ; ব্রহ্মকে বা অপর কাহাকেও আক্রমণ করার বা ধরিয়া আনার সামর্থ্য তাহার নাই। দ্বিতীয়তঃ, জড়রূপা মায়িকী বুদ্ধি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না।

দ্বিতীয় সমস্যা। মায়া বা মায়িকী বুদ্ধির পক্ষে যখন ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, তখন তৃতীয় বস্তুর অভাবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রহ্ম নিজেই মায়িকী বুদ্ধিতে বা বুদ্ধিরূপ ঘটে প্রবেশ করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া জীবরূপে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে মায়াতে প্রবেশ অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন জাগে এই যে, ব্রহ্ম কি উদ্দেশ্যে মায়িকী বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে মায়াদ্বারা আবদ্ধ করিলেন ?

শ্রুতির অনুসরণ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীবাত্মারূপেই ব্রহ্ম দেহাদি সৃষ্টবস্তুতে প্রবেশ করেন, স্বীয় স্বরূপে প্রবেশ করেন না [২।৩৬ ক (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ভোগায়তন দেহে প্রবেশ করিয়া জীব তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সৌভাগ্যবশতঃ সাধন-ভজন করিয়া স্বীয় অনাদি-বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারে। ইহাতে ভোগায়তন-দেহে জীবাত্মারূপে ব্রহ্মের প্রবেশের সার্থকতা দেখা যায়।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব শ্রুতিকথিত জীবাত্মা নহে। তাঁহার জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কোনও কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল ভোগ নাই ; সুতরাং পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করারও প্রয়োজন নাই, দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ করারও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। তিনি কেন বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলেন ?

আবার, শ্রীপাদ শঙ্করের জীব অনাবৃত ব্রহ্মও নহেন ; বুদ্ধির দ্বারা যখন আবৃত হয়েন, তখনই তাঁহাকে জীব বলা হয়। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"-ইত্যাদি বাক্যের অর্থে যদি মনে করা হয়—

শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত জীবরূপেই ব্রহ্ম বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে এই যে—বুদ্ধি হইতেছে সৃষ্ট বস্তু; সৃষ্টির আরম্ভের পরেই বুদ্ধির সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভের পূর্ব্বে বুদ্ধিরূপ ঘটে আবদ্ধ হওয়া ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নয়; কেননা, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধিরূপ ঘটই থাকে না। সুতরাং বুদ্ধিরূপ ঘটে আবদ্ধ ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বেই কিরূপে পরবর্ত্তীকালে-সৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারেন?

যদি বলা যায়—"বুদ্ধি-আদির সৃষ্টি করিয়া তাহার পরে তিনি বুদ্ধিরূপ ঘটে প্রবেশ করেন; প্রবেশের পরেই তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন; তাহার পূর্ব্বে নহে।" ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বেই "জীবরূপে প্রবেশের" উল্লেখের সার্থকতা কিরূপে থাকিতে পারে?

যাহা হউক, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, বুদ্ধি-আদির সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম তাহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবেশের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা কি? তাঁহার তো কোনওরূপ কর্ম্ম নাই যে, বলা যাইতে পারে—কর্ম্মফল ভোগের জন্য তিনি ভোগায়তন-দেহে এবং দেহস্থিত বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করেন? আবার সেই কারণেই দেব-গন্ধর্ব্ব-স্থাবর-জঙ্গমাদির বিভিন্ন প্রকার দেহেরই বা সার্থকতা কি? শ্রুতিবিহিত জীবাত্মার পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহের সার্থকতা আছে। প্রত্যেক জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করে। বিভিন্ন জীবের কর্ম্মফল বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহ লাভ অসঙ্গত নয়। কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহে প্রবেশ করার হেতু বা সার্থকতা কি?

ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—বিভিন্ন দেহে বা বিভিন্ন দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ হইতেছে ব্রহ্মের লীলামাত্র। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" লীলাতেই ইহার সার্থকতা, অন্যরূপ সার্থকতার কথা চিন্তা করার কি প্রয়োজন?

তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—ইহা যদি ব্রহ্মের লীলামাত্রই হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ যেমন তাঁহার লীলা, বুদ্ধি-আদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়াও তাঁহার লীলা। উভয়ই তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন। প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী সময়ের সমস্ত কার্য্যও তাঁহার লীলা, তাঁহারই স্বেচ্ছার অধীন। তাহাই যদি হয়—তাহা হইলে বেদাদি-শাস্ত্রে জীবের বন্ধনের কথা, কর্ম্মের কথা, কর্ম্মফলের কথা, কর্ম্মফল ভোগের কথা, বন্ধনমুক্তির জন্য সাধন-ভজনের কথাই বা বলা হইয়াছে কেন? এ-সমস্ত কথার সার্থকতা কি? এ-সমস্তও যদি তাঁহার লীলা হয়, তাহা হইলে সংসার-দুঃখের কথা, ত্রিতাপ-জ্বালার কথাই বা বেদাদিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে কেন? দুঃখভোগও কি লীলা বা খেলা? সুখের জন্যই খেলা করা হয়, দুঃখের জন্য কেই বা ইচ্ছা করিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়?

আরও একটী প্রশ্ন। "কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায় (২।২৬ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-সংস্কার হইতে যে প্রযত্ন বা উদ্যম জন্মে, ব্রহ্ম তদনুসারেই তাহা দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব

যখন ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্ম যখন নিজের ইচ্ছাতেই লীলার জন্য জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার যখন কোনও কর্ম্মও থাকিতে পারে না, তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারও থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কার অনুসারে ব্রহ্মকর্ত্তৃক তাঁহাদ্বারা কর্ম্ম করাইবার অবকাশও থাকিতে পারে না। তাহা হইলে উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রবাক্যের সার্থকতাই বা কি হইতে পারে ?

আবার বলা হইয়াছে—ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ বৃহদাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধির উপাধি অপসারিত হইলে (অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া দিলে) জীবরূপে পরিচিত ব্রহ্মও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার মুক্তি।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত "সগুণ" ব্রহ্মের পক্ষে বুদ্ধিরূপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিতান্তই সহজসাধ্য। ভাঙ্গারই বা কি প্রয়োজন ? তিনি যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি আবার নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কোনও সময়েই ঘট হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন—ইহাও যখন তাঁহার লীলা। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সাধন-ভজনোপদেশক বেদাদি-শাস্ত্রের সার্থকতা কোথায় ?

আবার, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ "সগুণ" ব্রহ্মই যখন ঘটে প্রবেশ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কিরূপে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব-হানি হইতে পারে ? বৃহদাকাশে যে গুণ থাকে, ঘটমধ্যস্থিত আকাশেও সেই গুণই থাকে। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ আকাশের শব্দগুণ হইতে বঞ্চিত হয় না। মায়িকী বুদ্ধির ঘটে আবদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধি জড়রূপা বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব অপহরণ করিতেও পারে না। তিনি সর্ব্বজ্ঞই যদি থাকেন, তাহা হইলে নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার প্রশ্নও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি"-ইত্যাদি বেদবাক্যের সার্থকতা থাকে কিরূপে ?

পরিচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে এইরূপ অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিম্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদ—ইহাদের কোনওটীই যুক্তিসম্মত নহে। কোনওটী যে শাস্ত্রসম্মতও নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ; কেননা, প্রতিবিম্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করও এই প্রসঙ্গে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়
একজীববাদ

৫৬। একজীব-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীবের বিভুত্ব বা ব্রহ্মরূপত্ব স্বীকার করিলে বুঝা যায়, একই ব্রহ্ম দেব-মনুষ্য-স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত দেহে জীবভাবাপন্ন হইয়া বিরাজিত। তাহা হইলে জীব আর স্বরূপতঃ বহু হইতে পারে না, স্বরূপতঃ একই হইবে। এই এক জীবই হইবে সর্ব্বগত। ইহাই একজীব-বাদ।

তত্ত্বসন্দর্ভের "ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি-"ইত্যাদি ৪০ অনুচ্ছেদের (বহরমপুর-সংস্করণ) টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—একজীববাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে কৈবল্যো-পনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন।

"স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥ ১।১২॥

—তিনি (আত্মাই) মায়াপরিমোহিত হইয়া শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করেন এবং স্ত্রীসম্ভোগ ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় পরিতৃপ্তি লাভ করেন।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—উল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদ্‌বাক্য এবং তাদৃশ অন্যান্য বাক্যের অবলম্বনেই একজীববাদের উৎপত্তি। একজীববাদের সমর্থনে একজীববাদীরা আরও বলেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"-এই শ্রুতিবাক্যে এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এই চিন্মাত্র আত্মা অবিদ্যাদ্বারা গুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার বৈষম্য হইতে কার্য্যসমূহের কল্পনা করিয়া, অস্মদর্থে একের এবং যুষ্মদর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অস্মদর্থে নিজের স্বরূপ পুরুষ এবং যুষ্মদর্থে মহদাদি ভূম্যন্ত জড় বস্তু সকল, স্বতুল্য পুরুষান্তর সকল এবং সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষ-বিশেষর কল্পনা করিয়া থাকেন। "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যেও জানা যাইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ার সৃষ্টি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে অসঙ্গ আত্মায় কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন রাজা, প্রজা, রাজধানী প্রভৃতির কল্পনা করিয়া কুটীরবাসী দরিদ্র নিজেকে রাজা বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হইলে যেমন কুটীর ও কুটীরস্থ তৃণশয্যাশায়ী দীনতার প্রতিমূর্ত্তি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে জীবের নানাত্ব-জ্ঞান নষ্ট হয় এবং সেই সময়ে একমাত্র চিন্মাত্র আত্মাই যে জীবভাবে প্রতিভাত হয়েন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই একজীববাদের সিদ্ধান্ত।

একজীববাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (৪০ অনুচ্ছেদ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া টীকাতে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন :—

ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্মাত্র-বস্তু, অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ—সুতরাং শুদ্ধ। শ্রুতি বলেন —'অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে—ব্রহ্ম অবিদ্যার অগৃহ্য, অবিদ্যা কিছুতেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ; ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব।" একজীববাদীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; সুতরাং তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্মে কোথা হইতে কিরূপে হঠাৎ অবিদ্যার স্পর্শ হইল ? অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের জীবত্ব ; আবার, সেই জীবের দ্বারা কল্পিত যে মায়া, সেই মায়ার আশ্রয় হইয়া ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ জীবাবিদ্যাকল্পিত মায়ার আশ্রয়ত্ববশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব, আবার সেই ঈশ্বরই মায়া-পরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত জীবাবিদ্যাকল্পিত মায়ার প্রয়োজন—সুতরাং ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই জীবের অস্তিত্বের প্রয়োজন। আবার, বলা হইতেছে, ঈশ্বরই মায়াপরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন—সুতরাং ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন। এ-সমস্ত হইতেছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কল্পনামাত্র। এইরূপে দেখা গেল, একজীববাদ বিচারসহ নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা"-ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষদ্-বাক্য হইতেই তো উল্লিখিত একজীববাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; সুতরাং একজীববাদ কিরূপে অসঙ্গত হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকেই যদি মায়াপরিমোহিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার, জীব ও ঈশ্বরের উদ্ভব-সম্বন্ধে একজীববাদীদের যে উক্তি, তাহাও যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্মাত্রবস্তু এবং অবিদ্যাস্পর্শের অত্যন্ত অভাবাস্পদ শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত কখনও মায়ার বা অবিদ্যার সম্বন্ধ জন্মিতে পারে না।

তাহা হইলে "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা"—একথা শ্রুতি বলিলেন কেন ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"স এব মায়েতি শ্রুতিস্তু ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোঽতিরিক্তো জীব নিবেদয়ন্তী গতার্থা ইত্যাদি।" তাৎপর্য্য এই :—"স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তি এবং ব্রহ্মব্যাপ্য জীবের কথাই বলা হইয়াছে ; এই জীব ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তথাপি ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।"

বস্তুতঃ উল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদ্‌বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা

হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রতীয়মান হয়। উক্ত উপনিষদের প্রথম বাক্যে আশ্বলায়ন ব্রহ্মার নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া "পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হইতে পারে।" প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া এ-স্থলেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইল।

দ্বিতীয় বাক্যে, ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে বলিলেন—শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে।

কিরূপে মন বিশুদ্ধ হইতে পারে, তৃতীয় বাক্যে তাহা বলিয়া, কিরূপে এবং কোন্ স্থানে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

যে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে, ষষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম বাক্য পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে সেই ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না।

একাদশ বাক্যে বলা হইয়াছে— আত্মাকে (মনকে) অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞান-নির্ম্মন্থনের অভ্যাসদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়।

"আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥১।১১॥"

স্বীয় বন্ধনমুক্তির জন্য জীবই অরণিদ্বয়ের দ্বারা মন্থন করিবেন। কিন্তু জীবের সেই বন্ধনের হেতু কি? তাহাই অব্যবহিত পরবর্ত্তী "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। যে জীবের বন্ধনমুক্তির উপায়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই জীবেরই বন্ধনের এবং সংসার-সুখাদির ভোগের হেতুর কথা বলা হইয়াছে—"মায়াপরিমোহিতাত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে। মায়ামুগ্ধতা-বশতঃই জীবের বন্ধন এবং সংসার-ভোগ। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে "স এব"-বাক্যে, যাহার সম্বন্ধে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, সেই জীবকেই বুঝাইতেছে।

এই সমস্ত কৈবল্য-শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব-বহ্মের ভেদই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে কেন বলিলেন—তুমিই সেই?

"যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥ কৈবল্য-শ্রুতিঃ॥১।১৬॥

—তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বাত্মা, তিনিই বিশ্বের আয়তন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, নিত্য ও সত্য। তুমিই সেই তিনি।"

এই বাক্যে ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে বলিয়াছেন—"ত্বমেব তৎ—তুমিই সেই ব্রহ্ম।" এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—

জীব ব্রহ্মায়ত্ত এবং ব্রহ্মব্যাপ্য—ব্রহ্মাধীন—বলিয়াই এ-স্থলে অভেদোক্তি। এই অভেদোক্তিদ্বারা জীবের ব্রহ্মব্যাপ্যত্বই সূচিত হইতেছে, স্বরূপতঃ অভেদ সূচিত হয় না। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহা বুঝা যায়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নের ষষ্ঠপাদে ৫০-অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় অনুচ্ছেদেও উল্লিখিত "স এব মায়া"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া একজীব-বাদীদের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

"জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রুতিসম্মত অর্থও যে একজীব-বাদীদের বা মায়াবাদীদের মতের অনুকূল নহে, তাহা পূর্ব্বেই ২।৫৫-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

একজীববাদ স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তাহাদের কোনওরূপ সমাধানও পাওয়া যায় না।

"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২।৩।৩২॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। (২।১৮ ঢ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—একই সর্ব্বগত আত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলে কোনও বিষয়ে এক জনের যাহা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহা উপলব্ধি হইবে এবং যে বিষয়ে এক জনের কোনও উপলব্ধি হইবে না, সেই বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনওরূপ উপলব্ধি জন্মিতে পারে না। কেননা, উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির হেতু হইতেছে সর্ব্বভূতে অবস্থিত একই আত্মা। এই একই আত্মা যখন সকল প্রাণীতেই অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথবা সমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অনুপলব্ধির বেলায়)। অথচ লৌকিক জগতে দেখা যায়, একজন যাহা উপলব্ধি করে, অপর জন হয়তো তাহা করে না। আত্মা যদি এক এবং সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে এক জনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সুখ জন্মিত, এক জনের দুঃখ জন্মিলে সকলেরই দুঃখ জন্মিত। কেননা, সুখ-দুঃখের অনুভবকর্ত্তা আত্মা সকলের মধ্যেই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কোথাও দৃষ্ট হয় না।

যদি বলা যায়—একই সর্ব্বগত আত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবশতঃ উপলব্ধির বা অনুপলব্ধিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। একই সর্ব্বগত আত্মা স্বীকার করিলে অদৃষ্টের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই। জীবের কৃত কর্ম্মই অদৃষ্ট জন্মায়। বিভিন্ন কর্ম্ম হইতেছে বিভিন্ন অদৃষ্টের হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তা হইতেছে আত্মা। একই সর্ব্বগত আত্মা যখন সকল প্রাণীতে একইরূপে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে নহে) অবস্থিত, তখন সকল প্রাণী একইরূপ কর্ম্ম করিবে, সুতরাং সেই একই কর্ম্ম সর্ব্বত্র একই অদৃষ্টের সৃষ্টি করিবে ; একই কর্ম্ম হইতে অদৃষ্টের বিভিন্নতা জন্মিতে পারে না।

যদি বলা হয়—বিভিন্ন সময়ে যদি বিভিন্ন কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইলে তো বিভিন্ন কর্ম্মের ফলে বিভিন্ন অদৃষ্টের উৎপত্তি হইতে পারে।

উত্তরে বলা যায়—ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম্ম করা হইলেও বিভিন্ন কর্ম্মের কর্ত্তা কিন্তু এক এবং অভিন্ন সর্ব্বগত আত্মাই এবং সেই আত্মা একই সময়ে সর্ব্বত্র একই কর্ম্ম করিবে; সুতরাং বিভিন্ন কর্ম্মজাত বিভিন্ন অদৃষ্টও সর্ব্বত্রই বিরাজিত থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে যে অদৃষ্টটী ফলপ্রসূ হইবে, তাহা সর্ব্বত্রই একই সময়ে ফলপ্রসূ হইবে এবং সকল প্রাণীতেই যুগপৎ সমান ফল দেখা দিবে। তাহার ফলেও একজনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সুখ জন্মিবে, একজনের দুঃখ জন্মিলে সকলের দুঃখ জন্মিবে। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—একই আত্মার সর্ব্বগতত্ব—অর্থাৎ জীবের বিভূত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব—স্বীকার করিতে গেলে নানাবিধ অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়।

কিন্তু জীবাত্মার শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অণুত্ব—সুতরাং বহুত্ব—স্বীকার করিলে এইরূপ কোনও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয় না। অণুপরিমিত জীবাত্মা যখন প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, তখন একজনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় অন্য একজনের উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির বিষয় না হইলেও কোনও সমস্যার উদয় হইতে পারে না। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মা বিভিন্ন কর্ম্ম করে; তাহার ফলে বিভিন্ন অদৃষ্টের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ভোগ করিয়া থাকে। কোনওরূপ অসমাধেয় সমস্যার অবকাশই থাকে না।

নবম অধ্যায়
জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য

৫৭। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম তাঁহার জীব-পরিণাম-শক্তিতে উপাধির যোগে বহু জীবরূপে পরিণত হয়েন। সংসার-দশায় জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ—স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, তদ্রূপ। কিন্তু এই জীবরূপ অংশসমূহের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলেও অনাদিকাল হইতেই তাহারা অজ্ঞান, বাসনা এবং কর্মের প্রভাবের অধীন (১।৪।২১-ব্রহ্ম সূত্রের ভাস্করভাষ্য)। আকাশ সর্ব্বত্রই একরূপ; কিন্তু কোনও পাত্রমধ্যে বা গৃহমধ্যে অবস্থিত আকাশ এবং অনন্ত বিস্তৃত আকাশকে একরূপ বলা যায় না; বরং পাত্র বা গৃহদ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশকে বৃহৎ আকাশের অংশই বলা যায়। একই বায়ু জীবদেহে পঞ্চপ্রাণরূপে বিভক্ত হইয়া যখন বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে, তখন এই পঞ্চধা বিভক্ত বায়ুকে মূলবায়ুর অংশ বলা যায়। তদ্রূপ, অনন্ত সংসারী জীবকেও একভাবে ব্রহ্মের অংশ বলা যায়।

শ্রীপাদ ভাস্করের মতে সংসারদশায় জীব সংখ্যায় বহু, পরিমাণে অণু। কিন্তু স্বরূপতঃ জীব অণু নহে—বিভু; কেননা, স্বরূপতঃ জীবে ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই; ব্রহ্ম যখন বিভু, স্বরূপতঃ জীবও বিভু। মুক্ত অবস্থায় জীব বিভুরূপে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

সংসার-দশাতে জীব হইতেছে ভোক্তা, মুক্ত অবস্থায় ভোক্তা নহে। পরব্রহ্ম তাঁহার ভোক্তৃশক্তির প্রভাবেই জীবরূপে পরিণত হয়েন; সুতরাং সংসারী জীবকে ভোক্তৃশক্তিসমন্বিত-ব্রহ্মের অংশও বলা যায়।

৫৮। ভাস্কর-মতের আলোচনা

প্রস্থানত্রয়ের মতে জীব যে স্বরূপতঃ বিভু নহে, পরন্তু অণু, পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ ভাস্করের মতের কোনও পার্থক্য নাই। এই মত যে শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত নহে, শ্রীপাদ শঙ্করের মতের আলোচনা প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ ভাস্কর বলেন—যে উপাধির যোগে ব্রহ্ম নিজেকে জীবরূপে পরিণত করেন, সেই উপাধি হইতেছে—"অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম্ম।" কিন্তু এই অবিদ্যার আশ্রয় কে? এই কর্ম্মই বা কাহার কৃত?

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে অজ্ঞানরূপা অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায় না। সূর্য্য কখনও অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না। জীবও অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্যার যোগে ব্রহ্মের জীবরূপতা-প্রাপ্তি এবং সেই জীব আবার অবিদ্যার আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিতে গেলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

অবিদ্যা নিজেই নিজের আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিতে গেলেও অবিদ্যাকে একটী স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। (৪।৮।গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল, অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মের জীবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

তারপর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম কাহার? ব্রহ্মকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কেননা, ব্রহ্মের বন্ধনজনক কোনও কর্ম্ম থাকিতে পারে না। জীবকেও কর্ম্মের কর্ত্তা বলা যায় না; কেননা, ভাস্করমতে কর্মরূপ উপাধির যোগেই ব্রহ্ম জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন; সুতরাং ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই কর্ম্মের অস্তিত্বের প্রয়োজন। অস্তিত্ব লাভের পূর্ব্বে জীব কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কর্ম্মকে স্বয়ংসিদ্ধ একটী তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, কর্ম্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তি উপপন্ন হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—অবিদ্যাও অনাদি, কর্মও অনাদি এবং সংসারী জীবও অনাদি। বীজাঙ্কুরন্যায়ে অনাদি অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবরূপতা-প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দৃষ্টশ্রুত বস্তুতেই বীজাঙ্কুর-ন্যায় প্রযোজ্য হইতে পারে, অন্যত্র নহে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবসম্বন্ধে শ্রীপাদ ভাস্করের অভিমত শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসম্মতও নহে।

৫৯। ভাস্করমত ও গৌড়ীয় মত

শ্রীপাদ ভাস্কর সংসারী জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। তথাপি কিন্তু তাঁহাদের মতের পার্থক্য আছে। পার্থক্য এইরূপ।

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ ভাস্কর কেবল সংসারী জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংসারদশায় এবং মুক্ত অবস্থায়—সর্ব্বাবস্থাতেই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্কর জীব বলিয়া কোনও পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত একটী তত্ত্ব।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে সংসারী জীব হইতেছে ভোক্তৃশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীবশক্তির—অর্থাৎ জীবশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের-অংশ ; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের, বা স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ নহে।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জীব স্বরূপতঃ বিভু—ব্রহ্ম—বলিয়া, মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় বলিয়া, মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব -স্বরূপতঃ অণুত্ব—স্বীকার করেন বলিয়া মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

পঞ্চমতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্ম জীবরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু কেন ব্রহ্ম এই উপাধিকে অঙ্গীকার করেন? ইহা কি ব্রহ্মের ইচ্ছার ফল? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সংসার-দুঃখ ভোগ করার জন্যই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের এতাদৃশী ইচ্ছার উদ্‌গম। কিন্তু দুঃখভোগ করার জন্য আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছার উদ্‌গম স্বীকার করা যায় না। অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ উপাধি যে আপনা হইতে ব্রহ্মকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় না। তাহার কারণ এই—প্রথমতঃ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যারই ফল কর্ম্ম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না,—অন্ধকার যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অবিদ্যা ও কর্ম্ম ব্রহ্মকে স্পর্শ বা আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অবিদ্যা ও কর্ম্মের প্রভাব ব্রহ্মের প্রভাব অপেক্ষাও অধিক। তাহা স্বীকার করিতে গেলে—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ"-এই শ্রুতিবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের জীবভাব-প্রাপ্তির কোনও নির্ভরযোগ্য হেতুই ভাস্কর-মতে পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে অনাদিবহির্ম্মুখতাই জীবের মায়া-কবলিতত্বের এবং সংসার-বন্ধনের হেতু। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাঁহাদের মতের সমর্থক। তাঁহাদের মত স্বীকার করিলে জীবের সংসার-বন্ধনের একটা শাস্ত্রসম্মত হেতু পাওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করও মুক্তিলাভের জন্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সমারাধনার কথা, ধ্যানাদি দ্বারা পরিচর্য্যার কথা, বলিয়াছেন। জীব যদি নিজেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সমারাধনার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তিরও কোনও নির্ভরযোগ্য হেতু দেখা যায় না। যদি স্বীকার করা যায়, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম নিজে ইচ্ছা করিয়াই অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া সংসারী জীব হইয়াছেন, সংসার-দুঃখকেও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলেই বা সংসারিজীবরূপে তাঁহার সমারাধনার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? সংসার-দুঃখ কি তাঁহার অসহ্য মনে হয়? বোধশক্তি-সম্পন্ন নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম কি উপাধিকে অঙ্গীকার করার পূর্ব্বে সংসার-দুঃখের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে

তাঁহার বোধ-শক্তিরই বা সার্থকতা কি ? সংসার-দুঃখ অসহ্য বোধ হইলে তাঁহার আবার সমারাধনারই বা কেন প্রয়োজন হইবে ? ইচ্ছা করিয়া তিনি যে উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আবার ইচ্ছা করিয়া সেই উপাধিকে পরিত্যাগ করিলেই তো হইয়া যায়।

৪।৪।৮-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ ভাস্কর বলিয়াছেন—মুক্ত অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভব হয়। এই আনন্দের অনুভব কে করে ? জীব তো তখন আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায় ; নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভব কি ব্রহ্মের ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—যখন তিনি সংসারী জীব হওয়ার জন্য উপাধিকে অঙ্গীকার করিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের অনুভবে ছেদ পড়িয়াছিল। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভবে ছেদ কিরূপে সম্ভব হয় ? ছেদ না হইলেই বা উপাধির সংযোগে এবং তাহার ফলে ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

৪।৪।১২-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—মুক্তজীব ইচ্ছা করিলে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত না হইতেও পারে। কিন্তু মুক্তজীব যদি ব্রহ্মই হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীপাদ ভাস্করের এই উক্তির সঙ্গতি থাকে কোথায় ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তে উল্লিখিতরূপ অযৌক্তিকত্ব এবং অসামঞ্জস্য কিছুই থাকে না।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে দ্বিতীয় পর্ব্বে দ্বিতীয়াংশ
—জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ—
সমাপ্ত

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন দ্বিতীয় পর্ব্ব
—জীবতত্ত্ব—
সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

(পৃষ্ঠা। পংক্তি অশুদ্ধ—শুদ্ধ)

৬৭৯।৬ সর্ব্বজ্ঞত্ত্ব—সর্ব্বজ্ঞত্ব
৬৮৪।১৮ ছান্দো—ছন্দো
৬৮৬।৫ ইাত—ইতি
৬৯৭।৭ সমন্ত—সমস্ত
৭০৫।২ স্মাচ্ছুরীরাৎ—স্মাচ্ছরীরাৎ
৭০৯।৮ সত্বাহেতু—সত্তাহেতু
৭১৭।১৭ সংখ্যোক্ত—সাংখ্যোক্ত
৭১৯।৩০ পুর্ণ—পূর্ণ
৭২৪।২৯ উৎক্রাস্ত—উৎক্রান্ত
৭২৬।২৬ উপাদন—উপাদান
৭৩৪।২ হ্মব্র—ব্রহ্ম
৭৪৩।৪ ২॥২৮॥—২।২।৮॥
৭৪৬।১৬ ত্বিতীয়—দ্বিতীয়
৭৪৮।২২ নির্ব্বিবশেষ—নির্ব্বিশেষ
৭৫৭।১ উপশান্ত—উপশান্ত
৭৬১।৫ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম
৭৭২।৮ সত্যমঞ্চরং—সত্যমক্ষরং
৭৮৫।১১ ২।৩।৩৮—৩।২।৩৮
৭৯১।৮ তদ্ভাবাভ্যম্—তদ্ভাবাভ্যাম্
৭৯২।১৭ উপাশুরূপে—উপাংশুরূপে
৭৯৪।৫ ছান্দ্যোগ্যে—ছান্দোগ্যে
৭৯৮।৭ পরপরাস্থ—পরাপরাস্থ
৮১৩।১৬ যচ্ছোত্রেণ—যচ্ছ্রোত্রেণ
৮১৫।৭ ৪।২।২২—১।২।২২
৮২০।৩০ অব্যাক্তাত্তু—অব্যক্তাত্তু
৮২৭।১৯ সমদ্রা—সমুদ্রা
৮৩০।২৮ ১।২।১০—২।২।১০
৮৩৪।১২ হ্বোয়াং—হ্বোয়ং
লব্ধানন্দী—লব্ধ্বানন্দী
৮৪৮।১৭ পরাস্ব—পরাস্ত
৮৪৯।৫ নৈনেনং—নৈনেন
৮৫৮।৬ অনস্থিত্ব—অনস্তিত্ব
৮৬৩।১৩ ভূতাধিপরিত্তেষ—ভূতাধিপতিরেষ
৮৬৪।১৮ পশুনাং—পশূনাং
৮৬৫।২২ ভূতানদীং—ভূতানীদং
৮৮৫।১২ ষিশ্বের—বিশ্বের
৮৯৩।১ শুদ্ধো—শুদ্ধো
৮৯৫।২৯ সচ্চিানন্দ—সচ্চিদানন্দ
৯০৬।৫ (৫)—(৫ক)
৯২০।১৬ কৃৎশ্নস্য—কৃৎস্নস্য
৯২৮।২৭ কৃৎশ্নম—কৃৎস্নম
৯৫১।৮ সূত্রে—সূত্র
৯৫৫।৮ চক্ষুষ্ককম—চক্ষুষ্কম
৯৫৯।২৮ মোঙ্করো—মোঙ্কারো
৯৮০।৫ সর্ব্ববিশেষণরহিত্বাৎ—সর্ব্ববিশেষণরহিতত্বাৎ
১০০৮।১২ এব্র—এবং
১০০৮।১৮ শঙ্করকর্ত্তক—শঙ্করকর্ত্তৃক
১০২৬।৩ বিশেষণেত্ব—(বিশেষণত্ব
১০৩২।২ বলিয়্য—বলিয়া
১০৩৭।২৫ তাথাকথিত—তথাকথিত
১০৫৪।২৪ উদ্ধত—উদ্ধৃত
১০৬৪।১৯ সহায়তার—সহায়তায়
১০৭১।৭ পূর্ব্বাবর্ত্তী—পূর্ব্ববর্ত্তী
১০৭৬।৯ মরীচ্যাদনীগ্রে—মরীচ্যাদীনগ্রে

শুদ্ধিপত্র

১০৮৫।১১ অথ—অর্থ
১১১৪।৩ মহদাদভিঃ—মহদাদিভিঃ
১১২৪।১৭ অব্যক্তইও—অব্যক্তই
১১৩০।১ বলিাছেন—বলিয়াছেন
১১৩২।৪ তাহকে—তাহাকে
১১৫৬।৪ সমক্—সম্যক্
১১৯৬।২৬ উদ্ধত—উদ্ধৃত
১২১৯।১০ ক্র রপ্রকৃতি—ক্রূরপ্রকৃতি
১২২৮।২৬ সজনসঙ্গ—সজ্জনসঙ্গ
১২৪৮।৩ শ্রীনৃসিংহদেবের—শ্রীনারায়ণের
১২৪৮।১৮ উপযাজক—উপযাচক
১২৪৯।২৪ সাধনসিদ্ধা—সাধনসিদ্ধা
১২৫৫।২৩ সঙ্গসুখেন—সুখসঙ্গেন
১২৬৩।১৯ উদ্ধত—উদ্ধৃত
১২৬৭।১৬ মৃত্যু—মৃত্যু
১২৬৯।৯,২০ সুষুপ্ত—সুষুপ্তি
১২৭১।১১ সুষুক্তি—সুষুপ্তি
১২৮০।১৭ আাতবাহিক—আতিবাহিক
১২৯১।৯ সঙ্গত বলা—বলা সঙ্গত
১২৯৯।১ ব্যাখাত—ব্যাখ্যাত
১২৯৯।২৩ গুণার—গুণীর
১৩০৯।৪ ব্রহ্মাত্ম। ভাব—ব্রহ্মাত্মভাব
১৩৩১।১৯ অনন্দং—আনন্দং
১৩৫৪।৯ সাম্যপ্রাপ্তি—সাম্যপ্রাপ্তি
১৩৫৭।১৩ যথশ্রুত—যথাশ্রুত
১৩৬৫।১৯ অংশা—অংশী
১৩৬৮।২৫ বিনাশশাল—বিনাশশীল
১৩৬৯।২২ বিভিন্ন—বিভিন্ন
১৩৯১।৮ তিমি—তিনি
১৩৯৬।১ বাচ্যার্থ—বাচ্যার্থ
১৪০৩।২৪ নির্ব্বশেষ—নির্ব্বিশেষ
১৪০৪।১৩ প্রভুপদ—প্রভুপাদ
১৪০৪।১৪ বিদ্যাভুষণ—বিদ্যাভূষণ
১৪০৮।৬ পরাৎপরম—পরাৎপরং
১৪১৩।২ ব্রহ্ম-স্বপরূপত্ব—ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব
১৪১৩।৪ জাবকে—জীবকে
১৪১৮।১৯ বিশেষর—বিশেষের
১৪১৯।১২ জাবত্ব—জীবত্ব
১৪২১।৪ সিদ্ধারত্নের—সিদ্ধান্তরত্নের
১৪২২।১০ অর্থৎ—অর্থাৎ